

আবু মুহাম্মদ আল কাসিম ইবনে আলী আল হারীরী আল বসরী

১০৪

المقامات الحاررية মাকামাতে হারীরী



● অনুবাদ ও বিশ্লেষণ ●

মাওলানা আহমদ মায়মুন
সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৫২

● প্রকাশনায় ●

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বালোবাজার, ঢাকা ১১০০

বাংলা মাকামাতে হারীরী

অনুবাদ ও বিশ্লেষণ ❖ মাওলানা আহমদ মায়মুন

সম্পাদনার ❖ ইসলামিয়া সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকাশক ❖ মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা

সৌন্দর্য বর্ধনে ❖ মাহমুদ হাসান কাসেমী

শব্দবিন্যাস ❖ আল মাহমুদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে ❖ ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০

হাদিয়া ❖ ৩০০.০০ [তিনশত টাকা মাত্র]

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে অনুবাদক ও বিশ্লেষকের কথা

আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ যে, তিনি আমার অনুবাদ ও বিশ্লেষণকৃত মাকামাতে হারীরীকে বাংলাদেশের কওমী মাদরাসার ছাত্র শিক্ষকদের মহলে বিপুল সমাদৃতি দান করেছেন। এর শুকরিয়া আদায় করার ভাষা বা ক্ষমতা আমার নেই। আমার অনুবাদ ও বিশ্লেষণটির সমাদৃতি দেখে কেউ কেউ আমার হুবহু অনুবাদটিকে এদিক-সেদিক করে এবং সামান্য কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তারা উদ্ধৃতি দেওয়া বা ঋণ স্বীকারের সৌজন্যবোধটুকু প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাবোধ করেননি। সাথে সাথে এমন কিছু ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটির জ্ঞানের পরিধির পরিচয় বহন করার পাশাপাশি গ্রন্থটির মানও ক্ষুণ্ণ করেছে। ফলে আমি আমার পূর্বের কাজটিতে বেশ কিছু তথ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সংযোজন করে অধিকতর বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ আকারে নতুন সংস্করণ প্রস্তুত করতে প্রয়াসী হয়েছি। এতে পূর্ণ দশটি মাকামারই শাব্দিক অনুবাদ সংযোজন করা হয়েছে এবং প্রথম পাঁচ মাকামায় শব্দবিশ্লেষণ আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে। প্রত্যেক মাকামার শুরুতে তার সারসংক্ষেপ সংযোজন করা হয়েছে। বেফাকুল মাদারিসের প্রশ্নাবলির আলোকে শব্দবিশ্লেষণে মাওয়াদ বা উৎস সংযুক্ত করা হয়েছে। প্রথম পাঁচটি মাকামার প্রত্যেকটির শেষে প্রশ্নাকারে অনুশীলনী যোগ করা হয়েছে। মোটকথা, এ নতুন সংস্করণটি আগের তুলনায় অনেক বেশি সমৃদ্ধ, পরিমার্জিত ও সুন্দর করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার কাছে আশা করি, এ সংস্করণটিও পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হবে। আমীন!

আরজ শুজার

আইহমদ মায়মুন

জামিয়া শারইয়্যা মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

০১. ১০. ২০০৯ ইং

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে অনুবাদক ও বিশ্লেষকের কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه
أجمعين، أما بعد :

প্রাচীন আরবি গদ্য সাহিত্যের স্বীকৃত সাহিত্যমানসম্পন্ন একটি অনবদ্য গ্রন্থ মাকামাতে হারীরী। আধুনিক আরবি সাহিত্যের অনুপ্রাণসহীন স্বচ্ছন্দ গতির রীতি-ধারা প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত হারীরী আরবি সাহিত্যের লেখক ও পাঠক সমাজকে শুধু প্রভাবান্বিতই করেননি; বরং এক রকম মস্তমুগ্ধ ও মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলেন বহু শতাব্দীকাল যাবৎ। এ সময় তাঁর অনুকরণবিহীন সাহিত্যের পক্ষে স্বীকৃতির সনদ পাওয়া ছিল খুবই কঠিন। হারীরী আরবি সাহিত্যের এ অনুপ্রাণসময় রীতির প্রবর্তক বা পথিকৃত না হলেও তিনি যে অগ্রণী অনুসৃত এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর মাকামাতের অনুকরণে বহু মাকামাত রচিত হয়েছে, কিন্তু কোনোটিই হারীরীর মাকামাতের মানে উত্তীর্ণ ও স্বীকৃত হয়নি।

হারীরীর মাকামাত গ্রন্থখানি রচিত হওয়ার পর থেকে নয়শ' বছরের অধিককাল যাবৎ এটি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এ দীর্ঘ সময়ে লাখে আরবি শিক্ষার্থীর সাহিত্য-প্রতিভা বিনির্মাণে এ গ্রন্থখানি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছে এবং অজস্র মনীষার জন্ম দিয়েছে, যারা পরবর্তীতে আরবি রচনা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কালজয়ী অবদান রেখেছেন। এ কারণে গুরুত্বের সাথে গ্রন্থখানির পাঠদান ও পাঠগ্রহণ করা হয়ে থাকে।

মাকামাতের গদ্যরীতি ও রচনাকৌশলী বর্তমান আরবি সাহিত্যে অনেকটা অপ্রচলিত হলেও তার শব্দমালা তো আর অপ্রচলিত হয়ে যায়নি। কাজেই গ্রন্থখানির আবেদন এবং অবদান-ক্ষমতাও ফুরিয়ে যায়নি। আর কোনো কালে এর আবেদন একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাবে বলেও মনে হয় না। কারণ মাকামাতে হারীরীতে আনুমানিক ৯০% এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেগুলো অবিকলভাবে অথবা তার শব্দমূল পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের অর্থ ভাষাগতভাবে যথাযথ অনুধাবন করার জন্যও গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। অধিকন্তু গ্রন্থখানি আরবি ভাষার অসংখ্য কঠিন শব্দ আয়ত্ত করা ছাড়াও ইলমুন নাহব ও ইলমুল বালাগাতের অগণিত নিয়মাবলি চর্চার একটি সমন্বিত সহজ অবলম্বন।

মাকামাত গ্রন্থখানি পড়ানোর সুযোগ হয়েছে কয়েক বছর ধরে। শব্দে শব্দে অনুবাদ ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনে ক্লাসে যে আক্ষরিক ও শব্দানুগ তরজমা করতাম, ছাত্ররা ক্লাসে বসেই স্বেচ্ছায় তা লিখে ফেলত এবং সংরক্ষণ করত। পরে অনেকের কাছে আমার সেই ভাষাচুরা তরজমাটি সমাদৃত হয়েছে। এজন্য আমি আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য যে, আমার এ তরজমা যারা প্রথম লিপিবদ্ধ করেছেন তাদের অন্যতম আমার মাকামাতের দরসের প্রথম বর্ষের ছাত্র অছিউর রহমান। তার খাতা থেকে আমাকে অনুলিপি তৈরি করে দিয়েছেন পরবর্তী বছরের দরসে মাকামাতের ছাত্র মাহবুবুর রহমান ও রেজাউল করিম। তারা এখন অনেক বড় বড় আলেম ও মুহাদ্দিস এবং আপন আপন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাদের উত্তম জাযা দান করুন। তারা লিপিবদ্ধ করে না রাখলে আমাকে হয়তো তরজমাটি নতুন করে লিখতে হতো। তরজমাটি মাতৃভাষায় আরবি সাহিত্যচর্চায় অনুরাগী মাকামাত-পাঠক ছাত্রদের কিছুটা কাজে আসতে পারে, এ আশায় অনেকে তরজমাটি মুদ্রিত আকারে দেখতে চেয়েছেন। এটি মূলত সেই তরজমারই উন্মুক্ত অবয়ব।

অনেকে অনুরোধ করেছেন, ক্লাসে যে অঙ্গিকে পড়াভ্যাস, শব্দবিশ্লেষণ করতাম, সেভাবে উপস্থাপন করতে। তাদের অনুরোধে আমারও অগ্রহ জাগ্রত হয়। ফলে আমি নতিদীর্ঘ শব্দবিশ্লেষণ সহকারে কাজটিতে হাত দেই। এতে যথেষ্ট কালক্ষেপণ হচ্ছে দেখে কেউ কেউ আবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তরজমাটি ছাপিয়ে দেওয়ার আবদার করেন। তাই কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর পুনরায় শব্দবিশ্লেষণের পরিসর সংকুচিত করে কাজ শুরু করি এবং এভাবেই আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানিতে কাজটি সমাপ্ত হয়।

এভাবে কাজটি কম্পোজের জন্য পাঠ্যবার পর আবার অনেকে পরামর্শ দেন, প্রথমে বিস্তারিত আকারে কিতাবের যে অংশের শব্দবিশ্লেষণ তৈরি করা হয়েছে তা থেকে মূল কিতাবের ভূমিকা অংশটুকু এর সাথে যোগ করে দিতে। এসব অনুরোধ ও পরামর্শ রক্ষা করতে গিয়ে আমার রচনার মুখশ্রী দুধরনের হয়ে গেছে। একরূপ করার জন্য আমি কিছুটা বাধ্য হয়েছি।

কিতাবের ভূমিকায় শব্দবিশ্লেষণ যেহেতু কিছুটা বিস্তারিত আকারে করা হয়েছে তাই যে সকল শব্দ একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলোর বিশ্লেষণ প্রথম ব্যবহারস্থলে একবার দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী জায়গাগুলোতে পূর্ববর্তী স্থানের বরাত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মাকামা অংশে শব্দবিশ্লেষণ সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপিত করার কারণে যেখানে কোনো শব্দের পুনর্ব্যবহার হয়েছে সেখানে বিশ্লেষণও পুনরায় দেওয়া হয়েছে। কেবল কোনো শব্দ কাছাকাছি জায়গায় একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে শব্দবিশ্লেষণ শুধু প্রথমটার দেওয়া হয়েছে।

পূর্বেরি বলা হয়েছে যে, এ তরজমাটি যেহেতু ছাত্রদেরকে ক্লাসে শব্দে শব্দে তরজমা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য শব্দানুগ ও আক্ষরিকভাবে করা হয়েছে, তাই এতে বাংলা ভাষার সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যভাব অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। তরজমা ছাত্রদের কাছে শব্দে শব্দে বোধগম্য করে তোলার জন্য আমি একরূপ তরজমা করার পক্ষপাতী। কারণ ভাবানুবাদ ও সাবলীল তরজমা হৃদয়গ্রাহী ও সুখপাঠ্য হয় বটে, তবে এতে শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবনে ছাত্রদের অসুবিধা হয়। তাই তাদের সুবিধার্থে আমার একরূপ তরজমা করা। তবু যেখানে তরজমা একেবারে বিরস মনে হয়েছে সেখানে বন্ধনীর মধ্যে সোজা-সাবলীল ভাবার্থটাও দিয়ে দিয়েছি।

শব্দবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমি প্রধানত আরবি থেকে আরবি অভিধানসমূহের উপর চূড়ান্ত নির্ভর করেছি। প্রয়োজনে আরবি-উর্দু অভিধানসমূহেরও সাহায্য নিয়েছি। আমি শব্দ বিশ্লেষণ কমবেশি যাই করেছি, অভিধানসমূহে যেটো পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে লেখার চেষ্টা করেছি। তবু নিজের অযোগ্যতা ও অসতর্কতা হেতু এতে অবশ্যই ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে এটা আমি অকপটে স্বীকার করছি। এ ধরনের কোনো ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে কোনো সুহৃদ বন্ধু আমাকে অবহিত করলে অথবা কোনোভাবে আমার দৃষ্টিগোচরে আসলে তা সংশোধন করে দেওয়ার ব্যাপারে আমি আন্তরিক রয়েছি। অভিধানের বর্ণনার বিভিন্নতার ক্ষেত্রে লিসানুল আরব ও আল মু'জামুল ওয়াসীতসহ আরবি ভাষার অন্যান্য মৌলিক প্রামাণ্য অভিধানসমূহ ছিল আমার শেষ অবলম্বন।

অনুবাদের ভাষা ছাত্রদের কারো কারো কাছে হয়তো কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে, তবে মূল গ্রন্থের শব্দের ওজ্জ্বলতার প্রতি লক্ষ্য করে এবং মূল গ্রন্থের অনুরূপ আরবি শব্দ সম্বয়ের পাশাপাশি ছাত্রদের মাতৃভাষারও কিছুটা শব্দ সম্বয়ের সহযোগিতা হবে, এ বিবেচনা করে একেবারে আটপৌরে শব্দ ব্যবহার করতে যাইনি। তবু যথাসাধ্য মাকামাত গ্রন্থখানির কঠিনা দূরীভূত করে সহজবোধ্য করে তোলার চেষ্টা করেছি, যাতে তারা মাকামাত পাঠের মাধ্যমে আরবির অসংখ্য কঠিন শব্দ সম্বয়ের প্রতি ব্রতী হয়।

আরবি সাহিত্যের প্রারম্ভিক বিষয়াদি, মাকামা সাহিত্য, মাকামাত ও হারীরী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় একটি নতিদীর্ঘ ভূমিকা জুড়ে দিয়েছি। হয়তো উৎসাহী পাঠকের তাতে কিছুটা প্রাণি থাকতে পারে।

বালাগাত আলোচনা মাকামাত পাঠদানের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রসঙ্গ। অনেক বিজ্ঞ শিক্ষক অন্তত শিক্ষাবর্ষের শুরুতে হলেও এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে থাকেন। আমার ইচ্ছা ছিল, পুরো দশ মাকামায় যা আমাদের অধিকাংশ কওমী মাদরাসার নিসাব) বালাগাতের আলোচনা করব। কিন্তু কাজটি ছিল সময় সাপেক্ষ। তাই সময় স্বল্পতার কারণে পাঁচ মাকামায় বালাগাত সম্পর্কে যথাক্রিষ্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

এমনিভাবে কুরআন, হাদীস, জাহিলি যুগের কবি ও আরবি সাহিত্যের স্বীকৃত ভাষাবিদ পণ্ডিতদের উক্তি থেকে মাকামাতের প্রতিটি শব্দের যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগস্থল (الاستخدام) উপস্থাপন করাও মাকামাত পাঠদানের ক্ষেত্রে একটি জরুরি বিষয়। এ কাজটিও প্রথম পাঁচ মাকামায় কিছুটা করতে প্রয়াস পেয়েছি।

মূলগ্রন্থের ভূমিকার পর মাকামা অংশে বাহ্যত শব্দবিশ্লেষণ কম দেখালেও কমপক্ষে ইসমের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের একবচন-বহুবচন এবং ফে'লের ক্ষেত্রে বাব, মাসদার, মান্দাহ, মুরাদিফ ও বিপরীত শব্দ ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও আরো অন্যান্য জরুরি কিছু তথ্য সংকেতের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে। তাতে কলেবর সংক্ষিপ্ত হলেও আশা করি প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ একেবারে কম হবে না।

যারা আমার এ কাজটুকু সর্বাস্বীন সুন্দর করার জন্য আন্তরিক পরামর্শ দিয়েছেন, যারা আমাকে ভালোবাসেন বলে কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুরোধ-উপরোধের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছেন, কাজে বিলম্ব হচ্ছে দেখে ভালোবাসাপূর্ণ তিরস্কারের কথাঘাতে আমার কাজে গতি সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন সেসব বন্ধুদের নাম উচ্চারণ করে চিহ্নিত না করলেও আজ তাদেরকে বিনীতভাবে স্মরণ করছি। তাদের আন্তরিক পরামর্শ ও ভালোবাসার জন্য সকলকে আমার অকুণ্ঠ ধন্যবাদ। ভূমিকাটি লেখার পর মালিবাগ জামিয়ার অন্যতম মুহাদ্দিস, গবেষক ও লেখক বন্ধুর মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সাহেব তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে তা দেখে দিয়েছেন এবং জরুরি কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, এজন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া। অশেষ মুবারকবাদ জানাই ইসলামিয়া কুতুবখানার স্বত্বাধিকারী আলহাজ মাওলানা মোস্তফা সাহেবকে, আমার রচনা কাজে বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধৈর্য ও আন্তরিকতা সহকারে গ্রন্থখানি ছাপানোর জন্য এগিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আন্তরিকতা ও ইখলাসটুকু কবুল করুন। পরিশেষে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আপনি নিজ অনুগ্রহে এ বান্দার শ্রমটুকু কবুল করুন! তার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিন এবং এ কাজটুকু দ্বারা ছাত্রদের যথাযথ উপকৃত করুন! হে আল্লাহ! আপনি যদি এই মিনতি কবুল করেন, সেটাই হবে আমার বড় সফলতা।

আরজ ওজার

আহমদ মায়মুন

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা ১২১৭

বিষয়-সূচি

বিষয়

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

অব-এর আভিধানিক অর্থ	১১
علم الأوب-এর প্রকারভেদ	১১
علم الأوب-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা [প্রাচীন ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে]	১২
অব-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা	১২
শিষ্টাচার অর্থে অব-এর পারিভাষিক অর্থ	১৩
অব-এর নামকরণ	১৩
علم الأوب-এর আলোচ্য বিষয়	১৩
علم الأوب-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৪
সর্বপ্রথম ভাষা	১৫
আরবি ভাষার মর্যাদা	১৬
অব-এর মর্যাদা	১৭
অব শব্দটি ব্যবহারের ঐতিহাসিক সমীক্ষা	১৮

আরবি সাহিত্যের ইতিহাস

জাহিলী যুগ ও জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য	২০
জাহিলী যুগের কবিতা	২০
ইসলামের বিস্তার যুগ ও বনু উমায়্যার শাসনামলে গদ্য সাহিত্য	২১
ইসলামের বিস্তার যুগে কবিতা	২১
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা কাব্য চর্চা করেছেন	২২
কাফিরদের মধ্যে কাব্য চর্চাকারী	২২
বনু উমায়্যার শাসনামলে কবিতা	২২
বনু আব্বাসিয়ার যুগ	২২
বনু আব্বাসিয়ার যুগে গদ্য লেখকগণের স্তরভেদ	২২
প্রথম স্তর	২২
দ্বিতীয় স্তর	২২

তৃতীয় স্তর	২২
চতুর্থ স্তর	২২
আক্বাসী যুগে কবিতা	২২
আক্বাসী যুগে যারা শামে কাব্যচর্চা করেছেন	২৩
আক্বাসী যুগে যারা আন্দালুসে কাব্যচর্চা করেছেন	২৩
ফাতেমী শাসনামলে মিসরে কাব্যচর্চা	২৩
তুর্কী যুগ	২৩
তুর্কী যুগে যারা কাব্যচর্চা করেছেন	২৩
আধুনিক যুগ	২৩
আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্য	২৩
আধুনিক যুগে কাব্য	২৩
আরবি সাহিত্যের রুকন চতুষ্টয়	২৪
কবিদের স্তরভেদ	২৪
কবিদের স্তরভেদ বর্ণনায় আহমদ হাসান যায়্যাভের অভিমত	২৪
লেখক পরিচিতি	২৫
বদীউয় যামান হামাদানীর পরিচিতি	২৯
মাকামা সাহিত্য ও মাকামাতে হারীরী	
মাকামা'র সংজ্ঞা	৩৩
মাকামা রচনার ইতিহাস	৩৩
মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল	৩৬
মাকামা রচনার ধরন	৩৬
মাকামাতে হারীরীতে ধাঁধা সাহিত্য	৩৭
মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট	৩৭
আল্লামা ইবনুল জাওয়ীর বর্ণনা	৩৭
ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের অভিমত	৩৭
হারীরীর মাকামাত রচনা সম্পর্কে ভিন্ন রকম বর্ণনা	৩৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
পর্যালোচনা	৩৯
অপবাদ	৪০
মাকামাতে হারীরীর রেওয়ায়েত	৪০
আবু যায়েদ সাদজীর পরিচয়	৪১
সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে মাকামাতে হারীরী	৪৪
মাকামাতে হারীরীর সাহিত্য সমালোচনা	৪৫
মাকামাতে হারীরীর দরস	৪৬
মাকামাতে হারীরী : যত্ন ও কর্ম	৪৭
মূল গ্রন্থ	
গ্রন্থকারের ভূমিকা	৫৯
প্রথম মাকামা : সা'আর গল্প	১৬৯
দ্বিতীয় মাকামা : হলওয়ানের গল্প	২১৫
তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদার গল্প	২৬৭
চতুর্থ মাকামা : দিময়্যাতের গল্প	৩০৫
পঞ্চম মাকামা : কুফার গল্প	৩৫৫
ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প	৪০৫
সপ্তম মাকামা : বারকা'ইদের গল্প	৪৫৫
অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প	৪৮৭
নবম মাকামা : ইসকান্দারিয়ার গল্প	৫১৭
দশম মাকামা : রাহবার গল্প	৫৫৩

যে সকল অভিধান ও গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ১. শিসানুল আরব | - ইবনে মানজুর |
| ২. আল মু'জামুল ওয়াসীত | - লাজনাভুম মিনাল লুগাবিয়ীন |
| ৩. আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন | - ইমাম রাগিব আল আসফাহানী |
| ৪. আকরাবুল মাওয়ারিদ | - সাঈদ শারতুনী ইয়াসূয়ী |
| ৫. আন নিহায়া ফী গারীবিল হাদীস | - ইবনুল আছীর |
| ৬. আল মুন্জিদ [আরবি-আরবি] | - লুওয়াইস মা'লুফ ইয়াসূয়ী |
| ৭. আর রায়েদ | - জুবরান মাসউদ |
| ৮. আল মু'জামুল ওয়াজীয | - লাজনাভুম মিনাল লুগাবিয়ীন |
| ৯. মু'জামী আল হাই | - সুহাইল হাসীব সামাহ |
| ১০. লুগাতুল কুরআন | - মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ নু'মানী |
| ১১. আল মুন্জিদ [আরবি-উর্দু] | - উলামা কমিটি |
| ১২. মিসবাহুল লুগাত | - মাওলানা আব্দুল হাফিজ বলিয়াবী |
| ১৩. শারহুল মাকামাত | - আহমদ ইবনে আব্দুল মু'মিন শারীশী |
| ১৪. আত তা'লীকাতুল আরাবিয়াহ | - মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কাক্বলবী |
| ১৫. আল মু'জামুল মুফাহরাস [কুরআন মাজীদ] | - মুহাম্মদ ফুওয়াদ আব্দুল বাকী |
| ১৬. আল মু'জামুল মুফাহরাস [হাদীস শরীফ] | - এ. জে. উইনসিংক সম্পাদিত |

এ ছাড়াও মাকামাতের অন্যান্য উর্দু শরাহসমূহ

শব্দবিশ্লেষণে ব্যবহৃত সংকেতাবলি

(و) واحد	(ن) نصر ينصر
(ثث) ثنائية	(ض) ضرب يضرب
(ج) جمع	(س) سمع يسمع
(جج) جمع الجمع	(ف) فتح يفتح
(مص) مصدر	(ك) كرم يكرم
(فا) اسم فاعل	(ح) حسب يحسب
(مف) اسم مفعول	জ. জমা
(صف) اسم صفت	জ. জ. জমউল জমা
(মব) اسم مبالغة	ও. ওয়াহেদ
(مج) مجهول	
(مذ) مذكر	
(مؤ) مؤنث	

ভূমিকা

أَدَبٌ -এর আভিধানিক অর্থ :

أَدَبُ الْقَوْمِ عَلَى الْأَمْرِ : অদ্যের জন্য দাওয়াত দেওয়া । أَدَبُ الْقَوْمِ : দাওয়াতের খাবারের আয়োজন করা । أَدَبٌ (ض) : কোন বিষয়ে আহবান করা । أَدَبٌ مُلَاقَا : উৎকৃষ্ট নৈতিকতা ও আচার-আচরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া, সদৃশের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা ।

مَادِبَةٌ : দাওয়াতের জন্য প্রস্তুতকৃত খাবার । ج. مَادِبٌ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَادِبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْأَرْضِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَادِبِهِ

“নিশ্চয় এ কুরআনপাক পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা’আলা কর্তৃক পরিবেশিত জ্ঞানের খোরাক । সুতরাং তোমরা তাঁর পরিবেশিত জ্ঞানের খোরাক থেকে জ্ঞান আহরণ কর ।”

أَدَبٌ (ا) : সদৃশে গুণবিত্ত হওয়া, সাহিত্যিক হওয়া । أَدِيبٌ : সাহিত্যিক । أَدَبٌ (ا) : দাওয়াতের খাবারের আয়োজন করা । أَدَبُ الْقَوْمِ : খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেওয়া ।

أَدَبٌ الدَّابَّةُ : উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া । সাহিত্যের জ্ঞান দেওয়া । মন্দ কর্মের শাস্তি দেওয়া । أَدَبٌ (تَفْعِيل) : উত্তম নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া ।

أَدَبٌ : জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া । যেমন আরবি ভাষাবিদ যাজ্জাজ বলেন-

هَذَا مَا أَدَبَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى عَلَّمَهُ بِهِ

অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন ।

تَادَبَ عَنْ : تَادَبَ (اِسْتِفْعَال) : অর্থাৎ তাদ্য ও শিষ্ট হওয়া । সাহিত্যের জ্ঞান হাসিল করা । تَادَبَ (اِسْتِفْعَال) : অর্থাৎ তাদ্য ও শিষ্ট হওয়া । সাহিত্যের জ্ঞান হাসিল করা । تَادَبَ (اِسْتِفْعَال) : অর্থাৎ তাদ্য ও শিষ্ট হওয়া । সাহিত্যের জ্ঞান হাসিল করা ।

تَعَنَ فِي الْمَشْنَةِ تَعْنُ الْمَقْلُ * لَا تَرَى الْآدَبَ فَيُنْفِرُ : কবি তারফা বলেন- আমরা নীতকালে শ্রেণি নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে খাবারের দাওয়াত দেই । তুমি আমাদের মধ্যে খাবারের আমন্ত্রণকারীকে দেখবে না যে, সে কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে দাওয়াত করছে । -[লিসানুল আরব, ১ খণ্ড, পৃ. ৯৩]

أَلَاؤَبٌ : ১. শিক্ষা দীক্ষা মূল্যবিক যথাযথভাবে আত্মার পরিশীলন, শিষ্টাচার ।

২. নীতিমালা, যা কোনো শিল্পী বা পেশাজীবী তার শিল্প ও পেশার ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলে ।

যেমন : أَدَبُ الْفَاضِلِ : বিচারকের নীতিমালা, أَدَبُ الْكَاتِبِ : লেখকের নীতিমালা ।

৩. সাহিত্য, উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্য ।

عُلُومُ الْأَدَبِ -এর প্রকারভেদ :

فُرُوعُ عِلْمِ الْأَدَبِ ২. أُصُولُ عِلْمِ الْأَدَبِ ১. : সদৃশে প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত : ১. أُصُولُ عِلْمِ الْأَدَبِ : ১. الْأَلْفُ [শব্দমালা], ২. الْفَرْقُ [শব্দ প্রকরণ], ৩. الْأَشْفَاقُ [নিশ্চয়ন শাস্ত্র], ৪. التَّعَرُّفُ [ব্যাকরণ], ৫. التَّحْقِيقُ [পদ্যের অন্তর্নিহিত-জ্ঞান] । ৬. التَّحْقِيقُ [পদ্যের অন্তর্নিহিত-জ্ঞান] । ৭. التَّحْقِيقُ [পদ্যের অন্তর্নিহিত-জ্ঞান] । ৮. التَّحْقِيقُ [পদ্যের অন্তর্নিহিত-জ্ঞান] ।

عِلْمُ الْأَدَبِ চার প্রকার : ১. رَسْمُ الْخَطِّ [লিপি-জ্ঞান], ২. قَرَضُ الشِّعْرِ [কাব্য রচনা], ৩. إِنْسَاءُ النَّثْرِ [গদ্য রচনা], ৪. التَّمَاضُرَاتُ [ভাষণ বক্তৃতা উপস্থাপনা]।

প্রাচীন ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে-

عِلْمُ الْأَدَبِ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : (التَّعْرِيفُ الْأَصْطِلَاحِيُّ)

১. হাজী খলীফা লিখেন : عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يَحْتَرِزُ بِهِ عَنِ الْخَطَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَفْظًا وَحَقًّا .

“ইলমে আদব এরূপ জ্ঞানকে বলা হয়, যার সাহায্যে আরবি ভাষার ভাষাগত ও লিপিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।” —[কাশফু’জ-জুনুন, ১খ, ক : ৪৪]

২. শরীফ জুরজানী লিখেন- عِلْمُ الْأَدَبِ : عِبَارَةٌ عَنْ مَعْرِفَةٍ مَا يَحْتَرِزُ بِهِ عَنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْخَطَا

“যে জ্ঞানের সাহায্যে [ভাষা সংক্রান্ত] সর্বপ্রকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তাকে ‘আদব’ বলা হয়।

—[আত তারীফাত, পৃ. ১১]

৩. কোনো কোনো ভাষাবিদ এরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন-

عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يَصُونُ الْمُشْتَقِيلَ مِنْ الْخَطَا اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ وَالْخَطَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ .

“আদব’ এরূপ জ্ঞানকে বলা হয়, যা সেই জ্ঞানচর্চাকারীকে আরবি ভাষাগত, অর্থগত ও লিপিগত ভুল-ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।”

৪. আল মুনজ্জিদ প্রণেতা বলেন- عِلْمُ الْأَدَبِ : هُوَ عِلْمٌ يَحْتَرِزُ بِهِ عَنِ الْخَلَلِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ لَفْظًا وَكِتَابَةً

“ইলমে আদব এমন ইলমকে বলা হয়, যার দ্বারা আরবি ভাষা বলা ও লেখার ভুল-ভ্রান্তি থেকে বাঁচা যায়। [আল মুনজ্জিদ, পৃ. ৫]

স্বত্বব্য : বলা বাহুল্য যে, উপরিউক্ত চারটি সংজ্ঞা عِلْمُ الْأَدَبِ বা عِلْمُ الْأَدَبِ সম্পর্কিত। নিম্নে عِلْمُ الْأَدَبِ -এর কতিপয় সংজ্ঞা পেশ করা হচ্ছে :

عِلْمُ الْأَدَبِ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা :

১. প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাভ লিখেন,

أَدَبُ اللُّغَةِ : مَا أُثِرَ عَنْ شُعْرَانِهَا وَكِتَابَتِهَا مِنْ بَدَائِعِ الْقَوْلِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى تَصَوُّرِ الْأَخْيَالِ الذَّبِيقَةِ , وَتَصَوُّرِ الْمَعَانِي الرَّيْقَةِ , مِمَّا يَهْدِي النَّفْسَ وَيَرْفِقُ الْحَسَّ وَيُثَقِّفُ الْبَشَرَ .

“কোনো ভাষার সাহিত্য মানে, সেই ভাষার কবি ও লেখকদের থেকে বর্ণিত অনুপম বক্তব্য, যাতে রয়েছে সুস্বাদু ভাব-কল্পনা ও সাবলীল বিষয়ের চিত্রায়ন, যা আত্মাকে মার্জিত করে, অনুভূতিকে শাণিত করে এবং ভাষাকে সমৃদ্ধ করে।”

—[তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ৭]

২. তিনি আরও লিখেন-

وَقَدْ يُطْلَقُ الْأَدَبُ عَلَى جَمِيعِ مَا صَنَعَ فِي كُلِّ لَفْظٍ مِنَ الْبَعُوثِ الْعِلْيَسِيَّةِ وَالْفُسُونِ الْأَدَبِيَّةِ فَيَشْمِلُ كُلَّ مَا أَنْتَجَتْهُ خَوَاطِرُ الْعُلَمَاءِ وَقَرَأَتْهُ الْكُتُبُ وَالشُّعْرَاءُ .

“কখনো সাহিত্য বলতে, প্রত্যেক ভাষায় রচিত যাবতীয় জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাকে বুঝানো হয়। সুতরাং এতে পণ্ডিত, লেখক ও কবিদের মনন ও প্রতিভা-প্রসূত সব কিছুই शामिल রয়েছে।” —[প্রাণ্ডু]

৩. আব্দুল্লাহ ইবনে খালদুন (র.) বলেন- الْأَدَبُ : هُوَ جَمْعُ أَشْعَارِ الْعَرَبِ وَأَخْبَارِهَا وَالْأَخْذُ مِنْ كُلِّ عِلْمٍ يَطْرُقُ

“আরবি ভাষার কাব্য ও ইতিহাসকে মুখস্থ করা এবং অন্যান্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয় অংশ আহরণ করাকে ‘আদব’ বলা হয়।”

—[মুকাদ্দিমা তারীখে ইবনে খালদুন, পৃ. ৫৫৩]

৪. الْأَدَبُ : كُلُّ مَا أَنْتَجَتْهُ الْعَقْلُ الْإِنْسَانِيُّ مِنْ ضُرُوبِ الْمَعْرِفَةِ -এ বলা হয়েছে-

“মানুষের মেধাপ্রসূত নানারকম জ্ঞানকে সাহিত্য বলা হয়।”

৫. উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে - **الْأَدَبُ: الْجَمِيلُ مِنَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ**। "উৎকৃষ্ট গদ্য ও পদ্যকে সাহিত্য বলা হয়।"

৬. উক্ত গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে -

تَطْلُقُ الْأَدَابُ حَدِيثًا عَلَى الْأَدَبِ يَالْمَعْنَى الْخَاصِّ، وَالنَّارِيعِ وَالْجُفْرَانِيَّةِ وَعِلْمِ الْلِسَانِ وَالْفَلَسَفَةِ.

"আধুনিক কালে সাহিত্য বলতে নির্দিষ্ট অর্থে সাহিত্যশাস্ত্রকে যেমন বুঝানো হয়, তেমনি ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা সংক্রান্ত নানাবিধ শাস্ত্র এবং দর্শনকেও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়।" -[দ্র. **أَدَب** শব্দমূল]

শিষ্টাচার অর্থে **أَدَب -এর পারিভাষিক অর্থ :**

১. **الْأَدَبُ: إِسْتِعْمَالُ مَا يُعْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا.** "প্রশংসনীয় কথা ও কাজের ব্যবহারকে 'আদব' বলা হয়।"

২. **قِيلَ: الْأَدَبُ: الْأَخْذُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ.** "কারণ মতে, "উৎকৃষ্ট নৈতিকতা অবলম্বন করাকে 'আদব' বলা হয়।"

৩. **قِيلَ: الْأَدَبُ: الرِّفْقُ مَعَ الْحَسَنَاتِ وَالْإِعْرَاضُ عَنِ الْكِبَرِيَّاتِ.**

কারণ ও মতে, "আদব' মানে সদগুণ অবলম্বন করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা।"

৪. **قِيلَ: الْأَدَبُ: التَّعَظُّيْبُ لِمَنْ فَوْقَكَ وَالرِّفْقُ بِمَنْ دُونَكَ.**

কারণ ও মতে, "আদব' মানে বড়কে সম্মান করা ও ছোটকে স্নেহ করা।"

৫. **قِيلَ: الْأَدَبُ: رِيَاضَةُ النَّفْسِ بِالتَّعْلِيمِ وَالتَّهْذِيبِ عَلَى مَا يَنْبَغِي.**

"কারণ ও মতে, "শিক্ষা-দীক্ষা মূর্তাবিক যথাযথভাবে আত্মার পরিশীলন করাকে 'আদব' বলা হয়।"

৬. **قَالَ الْمُطَرِّزِيُّ: الْأَدَبُ: اِسْمٌ لِكُلِّ رِيَاضَةٍ مَحْمُودَةٍ يَخْرُجُ بِهَا الرَّجُلُ فِي قُضِيَّةٍ مِنَ النَّصَائِلِ.**

"মুতারিরখী বলেন, আদব মানে একরূপ যে কোনো প্রশংসনীয় অনুশীলন, যার দ্বারা অনুশীলনকারী ব্যক্তি বিবিধ গুণ-গরিমার মধ্য থেকে কোনো গুণে গুণান্বিত হয়।"

উল্লেখ্য যে, **عِلْمُ الْأَدَبِ** দু'টি পৃথক বিষয়। **أَدَب** শব্দটি **عِلْمُ الْأَدَبِ** অপেক্ষা ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়। **عِلْمُ الْأَدَبِ** এমন

এক সুকুমারবৃত্তির নাম, যার সৌন্দর্য যদি মানুষের আচার-ব্যবহার ও চাল-চলনে প্রকাশ পায় তবে তাকে শিষ্টাচার বলা হয়। আর যদি তা মানুষের মুখের ভাষায় প্রকাশ পায় তবে তাকে যাদুময়ী বক্তৃতা বলা হয়। আর তা স্বভাবগত সম্পন্ন লেখ্য ভাষায় রূপ নিলে তাকে গদ্য সাহিত্য বলা হয় এবং ভাব ও ছন্দের মাধ্যমে স্থান পেলে তাকে কাব্য সাহিত্য বলা হয়। আর তা সূরের মূর্ছনায় বিকশিত হলে তাকে সঙ্গীত বলা হয়।

عِبَارَاتُنَا شَتَّى وَحُسْنُكَ رَاجِدٌ * وَكُلُّهُ إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

أَدَبُ النَّفْسِ وَ أَدَبُ الرُّسُ -এ দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয় : **أَدَبُ الْأَدَبِ**

سَبَبُ النَّسَبِ : -এর নামকরণ

سَبَبُ - أَيْ الْأَدَبُ - أَدَبًا لِأَنَّهُ يَأْدُبُ النَّاسَ إِلَى الْمَعَايِدِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَنَافِعِ .

"সাহিত্য বা শিষ্টাচারকে এ কারণে 'আদব' রূপে নামকরণ করা হয়েছে যে, সাহিত্য বা শিষ্টাচার মানুষকে সদগুণের প্রতি আহ্বান করে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে। [কেননা, 'আদব'-এর আভিধানিক একটি অর্থ, আহ্বান করা। দ্র. লিসানুল আরব, **أَدَب** শব্দমূল]

الْمَرْصُوعُ : -এর আলোচ্য বিষয়

১. আল্লামা ইবনে বাসদুন প্রমুখ পণ্ডিত বলেন : **هَذَا الْعِلْمُ لَا مَرْصُوعَ لَهُ يَنْظُرُ فِي إِبْتِنَاتِ عَوَارِضِهِ أَوْ نَقِيهَا .**

"এই ইলম [অর্থাৎ, ইলমে আদব তথা সাহিত্য শাস্ত্র]-এর এমন নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় নেই, যার প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক নিয়ে সাহিত্যে আলোচনা করা হয়।" -[তারীখে ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিম, পৃ. ৫৫৩]

২. কেউ কেউ এমনও বলেছেন যে, مَوْضُوعٌ : أَنَّ لَا مَوْضُوعَ لَهُ

“ইলমে আদব তথা সাহিত্যের কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকাই হলো সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়।”

৩. কেউ কেউ বলেছেন- إِنَّ مَوْضُوعَهُ : الْأَلْفَاظُ وَالْعِبَارَاتُ وَالْأَشْعَارُ وَالْأَخْبَارُ -

“ইলমে আদব অর্থাৎ, সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, ভাষার শব্দ, বাক্য, কবিতা ও ইতিহাস।”

৪. কেউ কেউ বলেছেন- مَوْضُوعُهُ النِّظْمُ وَالشَّرْ - “সাহিত্যের আলোচ্য বিষয় গদ্য ও পদ্য।”

৫. কারও মতে,

مَوْضُوعُهُ : الطَّبْعُ وَالْفِطْرَةُ ، لِأَنَّ الْإِنْسَانَ تَخْطُرُ فِي قَلْبِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ الْأَخْيَالِ الذِّهْنِيَّةِ كَمَا تَوَكَّرَ فِيهِ الْحَقَائِقُ الْخَارِجِيَّةُ الَّتِي يَتَصَادَفُهَا الْإِنْسَانُ فِي صَبَاحِ الْيَوْمِ وَمَسَائِلِهَا ، فَالطَّبْعُ الْإِنْسَانِيُّ يَبْعَثُ عَنْهَا رِسْقِدَهَا ، وَهَذَا الْبَحْثُ وَالتَّقْدُّ بِسَمَى طَبْعًا وَفِطْرَةً لِلْإِنْسَانِ وَهُوَ مَوْضُوعُ عِلْمِ الْأَدَبِ .

“ইলমে আদব-এর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি। কেননা মানুষের মানসপটে যেমন নানা রকম ভাবের উদয় হয়, তেমনি বিশ্বচরাচরের এমন বহুবিধ বাস্তবতাও তার মনে রেখাপাত করে, যেগুলোর সে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হয়ে থাকে। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এসব নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করে। এরূপ গবেষণা ও পর্যালোচনাকে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি বলা হয়। তাই এ স্বভাব ও প্রকৃতিকে ‘আদব’-এর আলোচ্য বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।”

যেহেতু عِلْمُ الْأَدَبِ ১২টি ইলমের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রত্যেক ইলমের ভিন্ন ভিন্ন আলোচ্য বিষয় রয়েছে, তাই সকল ইলমের আলোচ্য বিষয়কে একটি আলোচ্য বিষয়ে সমন্বিত করা সম্ভব নয়। এ জন্যই বিশেষজ্ঞদের অতিমত এই যে, তার নির্দিষ্ট কোনো আলোচ্য বিষয় নেই।

(الْفَرْصُ وَالْغَايَةُ) : -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. আদ্যমা ইবনে খালদুন বলেন-

إِنَّمَا الْمَقْصِدُ مِنْهُ عِنْدَ أَهْلِ الْبَلَسَانِ تَعَرُّفَهُ ، وَهِيَ الْإِجَادَةُ فِي فَتَى الْمَنْظُومِ وَالْمَنْشُورِ عَلَى أَسَانِيْبِ الْعَرَبِ وَمَنَاجِيهِمْ (كَمْ قَالَ :) وَالْمَقْصِدُ يَذَلِكُ كَلِمَ أَنْ لَا يَغْنَى عَلَى السَّاطِرِ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ وَأَسَانِيْبِهِمْ وَمَنَاجِيْهِمْ إِذَا تَصَلَّحَ .

“ভাষাবিদগণ সাহিত্যের উদ্দেশ্য দ্বারা তার ফলাফলকে বুঝিয়ে থাকেন। আর তা হলো, আরবদের ভাষার ধরন ও পদ্ধতি অনুযায়ী আরবি ভাষার গদ্য ও পদ্য উভয় শাখায় উৎকর্ষ লাভ করা। [তিনি আরও বলেন :] এসব কিছুই উদ্দেশ্য এই যে, আরবি সাহিত্যের গবেষক যখন আরবি ভাষা নিয়ে গবেষণা করবেন তখন যাতে আরবদের ভাষা, ভাষার ধরন ও তাদের সাহিত্যালঙ্কারের নানা রকম ব্যবহার পদ্ধতি কোনো কিছুই তার নিকট অশ্পষ্ট না থাকে।”

-[তারীখে ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩]

২. কারও মতে,

وَالْفَرْصُ مِنْهُ : مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنَ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْإِعْجَازِ اللَّفْظِيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ .

“কুরআন ও হাদীসের ভাষাগত জ্ঞান তথা বালাগত, ফাসাহাত ও এতদুভয়ের ভাষাগত ও অর্থগত অনুপমতার জ্ঞান লাভ করা।”

৩. কারও মতে، بَيَّنَّ مَا يَخْطُرُ فِي الْقَلْبِ عَلَى أُسْلُوبٍ وَائِقٍ وَطَرِيقٍ يُعْجِبُ كُلَّ مَنْ نَظَرَ فِيهِ أَوْ سَمِعَهُ

“মনের ভাবকে এরূপ আকর্ষণীয় পদ্ধতি ও পন্থায় উপস্থাপন করা, যা পাঠক, পর্যালোচক ও শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে।”

সর্বপ্রথম ভাষা

এটা অনস্বীকার্য যে, সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রথম ভাষা হলো আরবি। হযরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে পরীক্ষার জন্য সর্বপ্রথম যে শব্দ-জ্ঞান ও ভাষা শেখানো হয়েছিল তা যে আরবি ছিল, এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। সমস্ত রেওয়াজাতের ভাষা এক ও অভিন্ন। তবে তার সাথে অন্যান্য ভাষাও শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল কি না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি রেওয়াজাত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ.)-এর ভাষা আরবিই ছিল। কিন্তু জুলবশত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খাওয়ার পর তাঁর থেকে আরবি ভাষা তুলে নেওয়া হয়। পরে তিনি সুরযানী ভাষা বলতে শুরু করেন। তারপর যখন তাঁর তওবা কবুল হয় তখন পুনরায় তাঁকে আরবি ভাষার জ্ঞান ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তিনি পরবর্তীতে দুনিয়ায় আরবি ভাষায়ই কথা বলতেন।

জালালুদ্দীন সয়ুতী [মৃত্যু : ৯১১ হি.] তাঁর আল-ইতকান গ্রন্থে একটি রেওয়াজাত উল্লেখ করেছেন, যার সারকথা হলো এই যে, সকল আসমানি গ্রন্থ ও সহীফা আরবি ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু নবীগণ তাঁদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভাষায় তার তরজমা করে তাদেরকে সেই গ্রন্থের বাণী ও শিক্ষা পৌঁছান। আসমানি কিতাবসমূহের মধ্যে কেবল পবিত্র কুরআনই তার মূল ভাষা আরবিতে বহাল রয়েছে।

ইমাম আবু মনসুর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-আযহারী [মৃত্যু : ৩৭০ হি.] বলেন, মানুষের দুনিয়াতে আগমনের পূর্বেই আব্দাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে আরবি ভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ ভাষার সূচনা করেন। আর আরবি ছাড়া অন্যান্য ভাষা হযরত নূহ (আ.)-এর যুগে সংঘটিত সয়লাবের পর হযরত নূহ (আ.)-এর সন্তানরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আবাস গড়ে তোলার পর থেকে সৃষ্টি হয়। আরবি ভাষা যে সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা তার বড় প্রমাণ হল, কুরআনের ভাষা আরবি। কুরআন যেহেতু অনাদি গ্রন্থ তাই তার ভাষাও অনাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে একটি রেওয়াজাত আছে যে, সর্বপ্রথম হযরত ইসমাইল (আ.) থেকে আরবি ভাষার সূচনা হয়েছিল। ইতিহাস ও অন্যান্য রেওয়াজাতের আলোকে উক্ত রেওয়াজাতের মানে এই যে, কুরায়শ গোত্রের ভাষা, যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার চর্চা ও প্রচার-প্রসার হযরত ইসমাইল (আ.)-এর মাধ্যমে হয়েছে। নচেৎ মূল আরবি ভাষা তাঁর পূর্বেই হযরত আদম (আ.)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, যা নিয়ে তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর সন্তানদের মধ্যেও তার প্রচলন থাকে।

নওয়াব সিন্ধী হাসান খান [মৃত্যু : ১৩০৭ হি.] তাঁর "আল-বুলগা ফী উসূলিল লুগাহ" নামক গ্রন্থে আব্দুল মালিক ইবনে হাবীব [মৃত্যু : ২২৮ হি.]-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) যে ভাষা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন সেটি ছিল আরবি। দীর্ঘ কালাবর্তনের পর তা পরিবর্তিত হয়ে সুরযানী ভাষার সৃষ্টি হয়। এ কারণে সুরযানী ভাষা আরবি ভাষার অনেকটা কাছাকাছি। সয়লাবের সময় হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যে সকল মানুষ নৌযানে আরোহণ করেছিল তাদের মধ্যে জুরহুম নামক এক ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলের ভাষা ছিল সুরযানী। কেবল সেই জুরহূমের ভাষা ছিল খাটি আরবি। হযরত নূহ (আ.)-এর নৌযান থেকে অবতরণের পর হযরত নূহ (আ.)-এর পৌত্র ইয়াম জুরহূমের কন্যাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যার ভাষা ছিল খাটি আরবি। সেই সূত্রে তাঁর বংশধরদের মধ্যে পুনরায় আরবি ভাষার প্রচলন হয়।

আধুনিক কালের আরবি ভাষাবিদগণ যেমন আহমদ হাসান যায়্যাতি প্রমুখ বলেন যে, আরবি ভাষা সাম্যি ভাষা [হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র সাম-এর বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত ভাষা] থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এ অভিমতের সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আরবি ভাষা সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা নয়। তাঁরা তাঁদের অভিমতের সপক্ষে বিভিন্ন রকমের ঐতিহাসিক ও গ্রন্থতাত্ত্বিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করেন। তাঁদের অভিমত ও প্রমাণাদি আপাতত দৃষ্টিতে মনে নিলেও আরবি ভাষা যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা নয়, তা প্রমাণিত হয় না। কেননা প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাক গ্রন্থতাত্ত্বিক যুগে পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর ভাষা যে আরবি ছিল না এবং তার কোনো না কোনো সন্তানের বংশধরদের মধ্যে যে আরবি ভাষার প্রচলন লাভ করে নি তা কি করে প্রমাণিত হবে? আর এটাও জানা কথা যে, গ্রন্থতত্ত্ব ভিত্তিক তথ্যসমূহ অনুমান নির্ভর। এ কারণে একই বিষয়ের গবেষণায় গ্রন্থতাত্ত্বিকদের নানা রকম মতভেদ দেখা যায়। অতএব ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করার জন্য অনুমান ভিত্তিক তথ্য যথেষ্ট নয়।

ক্ষেত্র বিশেষে তা কেবল সমর্থনের কাজ দেয় মাত্র। আর সে অনুমান ভিত্তিক তথ্যাবলি যদি কোনো সহীহ রেওয়াদ্বায়ের মোকাবিলায় আসে তবে সে সকল তথ্য অবশ্যই অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কিংবা বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে। তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কলাম কুরআন মজীদ আরবি ভাষায় হওয়াই সবচেয়ে বড় দলিল যে, আরবি ভাষাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা; অতএব আধুনিক কালের ভাষাবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের গবেষণার এ ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে যে, আরবি ভাষা প্রথমে হযরত আদম (আ.) ও তাঁর কোনো কোনো সন্তানদের মাধ্যমে প্রচলন লাভ করার পর দীর্ঘ কালাবর্তনের ফলে ক্রমশ বিকৃত হয়ে এক পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে তা আবার সেমেটিক ভাষা অর্থাৎ সামীয়দের ভাষা থেকে পুনর্জন্ম লাভ করে। তাছাড়া এও বলা যেতে পারে যে, নতুন আরবি লিপি ও ভাষার জন্ম হযরত সেমেটিক ভাষা থেকে হয়েছে, কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে সম্ভবত আরবী লিপি ভিন্ন রকম ছিল, যা ইতিহাসে রক্ষিত হয়নি এবং সে লিপি ভিন্ন রকম হওয়ার কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়ও তা উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

সুতরাং কুরআন-হাদীসের বর্ণনার প্রেক্ষিতে এ অভিমত অকাট্যই থেকে যায় যে, আরবি ভাষাই হলো সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রাচীন ভাষা। এখানে উল্লেখ্য যে, এ উপমহাদেশীয় কোনো কোনো ভাষাবিদ গবেষক বলে থাকেন যে, সংস্কৃত হলো সকল ভাষার মূল ও আদিভাষা। তাঁদের এ উক্তিটি এ ব্যাখ্যা সহকারে মেনে নেওয়া যেতে পারে যে, সংস্কৃত পাক-ভারত উপমহাদেশের আঞ্চলিক অনেকগুলো ভাষার জননী, এটা হয়তো ঠিক। তবে সংস্কৃতিকে পৃথিবীর সকল ভাষার জননী আখ্যাত করা সম্পূর্ণ ভুল এবং ঐতিহাসিক প্রমাণাদির পরিপন্থী। এমনকি একালের অনেক বিজ্ঞ ভাষাবিদ, পণ্ডিত ও গবেষকের মতে, বাংলা ভাষাটিও সংস্কৃত উদ্ভূত নয়; বরং এটি প্রাচীন আর্য ভাষা থেকে প্রাকৃত হয়ে আধুনিক বাংলায় রূপ লাভ করেছে।

আরবি ভাষার মর্যাদা

আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব পবিত্র কুরআন নাজিল করার জন্য ভাষা হিসাবে আরবি ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . (يوسف : ২)

“আমি এ গ্রন্থকে আরবি কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।” —[সূরা ইউসুফ : ২]

ইবনুল আসীর লিখেন—

أَنْزَلَ أَسْرَفَ الْكِتَابِ بِأَسْرَفِ اللُّغَاتِ عَلَى أَسْرَفِ الرُّسُلِ بِسِفَارَةِ أَشْرَفِ الْمَلَائِكَةِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي أَسْرَفِ بَقَاعِ الْأَرْضِ ، بِأَبْتَدَاءِ تَرْوِيهِ فِي أَسْرَفِ شَهْوَى السَّنَةِ وَهُوَ رَمَضَانُ ، فَكَمُلَ مِنْ كُلِّ الْوَجْهِ .

“সর্বাপেক্ষা সম্মানিত গ্রন্থ সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভাষায়, সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলের নিকট সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতার দূতালির মাধ্যমে নাজিল করা হয়েছে। তাও আবার হয়েছে ভূপৃষ্ঠের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ভূখণ্ডে। আর সেই গ্রন্থের অবতরণের সূচনা হয়েছে বছরের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ মাস তথা রমজান মাসে। সুতরাং সর্বাধিক থেকে পূর্ণতা হাসিল হয়েছে।”

হযরত ইবনে আক্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

أَجْمَعُوا الْعَرَبَ لِثَلَاثِ لَأْتِيَّ عَرَبِيَّ وَالْقُرْآنَ عَرَبِيَّ . وَكَلَامَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيَّ .

তোমরা তিনটি কারণে আরবদের ভালবাস। কেননা আমি আরবি ভাষাভাষী, কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং জন্মান্তরীদের ভাষা হবে আরবি। —[বায়হাকী, শুআবুল ইমান]

হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

مَنْ يُحْسِنَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَلَا يَتَكَلَّمَ بِالْمَجْمِيَّةِ فَإِنَّهُ يُوْرَثُ الْبِقَا .

“যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে আরবি ভাষায় কথা বলতে পারে সে যেন অনারবি ভাষায় কথা না বলে। কেননা তা নিফাক সৃষ্টি করে।” —[সিলাফী]

হযরত ওমর (রা.) বলেন— تَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ ، وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ —

“তোমরা হাদীসের জ্ঞান হাসিল কর ও আরবি ভাষার জ্ঞান হাসিল কর।” —[ইবনে আদী শায়বা]

অপর এক রেওয়াজতে তিনি বলেন- **تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ**

“তোমরা আরবি ভাষা শেখ। কেননা এটা তোমাদের দীনের অংশ।” [ইবনে আবি শায়বা]

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াহ্বাস (রা.) এক সম্প্রদায়কে ফারসি ভাষায় কথা বলতে তখন বললেন-

مَا بَالُ النُّجُورِيَّةِ بَعْدَ الْعَرَبِيَّةِ .

“দীনে হানীফ অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের পর আবার অগ্নিপূজকদের ভাবধারা, এর ব্যাপার কি? [ইবনে আবি শায়বা]

উপরে উল্লিখিত হাদীস ও সাহাবায়ে কেরামের বাণীসমূহ থেকে আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া এও লক্ষণীয় যে, কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের সমস্ত মৌলিক জ্ঞান রয়েছে আরবি ভাষায়। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হলেও আরবি ভাষা শেখার বিকল্প নেই। এ একটি বিষয়ও আরবি ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

আদব - এর মর্যাদা

আকসাম ইবনে সাইফী বলেন- **الرَّجُلُ يَلَا أَدَبَ شَخْصٍ يَغَيِّرُ آلَهُ وَجَسَدَ يَلَا رُوحَ**

“সাহিত্য শক্তিশীল মানুষ বা শিষ্টাচার বিহীন মানুষ অস্ত্রহীন ব্যক্তির মতো এবং গ্রাণহীন দেহ স্বরূপ।”

আদব সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় বাণী-

الْأَدَبُ أَكْرَمُ الْحَوَائِرِ طَيِّبَةً، وَأَنْفُسَهَا قَيْمَةً، فَاطْلُبُوهُ فَإِنَّهُ زِيَادَةٌ فِي الْفَضْلِ وَالنَّبَاةِ، وَمَا دَرَّ لِلْعَقْلِ، وَوَدَّيْلُ عَلَى السُّرُورِ، وَمَنْبِئُهُ لِلرَّأْيِ وَلِلْقُرَابِ، وَصَاحِبٌ فِي الْعُرْيَةِ، وَأَنْبَسُ فِي الْوَحْدَةِ، وَجَمَالٌ فِي الْمَخَافِ، وَإِذَا أَكْرَمَكَ النَّاسُ لِمَا لَوْ سُلْطَانٍ فَلَا يَنْجِيكَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الْكِرَامَةَ تَزُولُ بِزَوَالِهَا، وَلَيَنْجِيكَ إِذَا أَكْرَمَكَ لِدِينٍ أَوْ أَدَبٍ .

“আদব স্বভাবের এক মহা সম্মানিত রত্ন, মূল্যমানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা তা আহরণ কর। কেননা তা গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে এক বিশেষ সংযোজন, বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি, শিষ্টাচারের প্রমাণ, মতের স্বাতন্ত্র্য ও সঠিকতা বজায় রাখার এক চালিকা শক্তি। সাহিত্য প্রবাসের বন্ধু, নির্জনের সাথী ও মজলিসের সৌন্দর্য। মানুষ যদি তোমাকে তোমার সম্পদ ও ক্ষমতার কারণে সম্মান করে তবে তুমি তাতে যেন বিষমুগ্ধ না হও। কেননা তোমার সম্পদ ও ক্ষমতার অবর্তমানে তোমার প্রতি সম্মানবোধও ডিরোহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে মানুষ যদি তোমাকে তোমার দীন ও জ্ঞান-গরিমার জন্য সম্মান করে তবে তাতে যেন তুমি আনন্দিত হও।”

আব্দুল মালিক তার সন্তানদের বলেছিলেন,

تَأَدَّبُوا فَإِنَّ كُنْتُمْ مُلُوكًا مَرَرْتُمْ ، وَإِنْ كُنْتُمْ أَوْسَاطًا قُتِمْتُمْ ، وَإِنْ أَعَزَّكُمْ الْمَعَاشُ عَشْتُمْ .

“তোমরা সাহিত্য তথা জ্ঞান-গরিমা শেখ। কেননা তোমরা যদি রাজা-বাদশাহ হও তবে তোমরা [অন্যদের তুলনায়] আরও অগ্রসর হবে, আর যদি মধ্যবিত্ত হও তবে সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে এবং যদি জীবিকার সংকটে পতিত হও তবে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা হবে।”

বুহরগমেহের বলেন,

مَنْ كَثُرَ أَدَبُهُ كَثُرَ شَرَفُهُ وَإِنْ كَانَ وَحِيدًا ، وَبَعْدَ صِبْيَتِهِ وَإِنْ كَانَ خَائِمًا ، وَسَادَ وَإِنْ كَانَ غَرِيبًا ، وَكَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَفِيرًا .

“যার সাহিত্য-শক্তি তথা জ্ঞান-গরিমা বেশি সে বেশি সম্মানপ্রাপ্ত হয়, যদিও সে নীচ হয়। তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, যদিও সে অখ্যাত হয়। সে নেতৃত্ব লাভ করে, যদিও সে ভিনদেশী হয়। মানুষ তার প্রতি অধিক হারে মুখাপেক্ষী হয়, যদিও সে দরিদ্র হয়।”

কবি বলেন- **لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيَّنُ * إِنَّ الْجَمَالَ جَمَالُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ**

“কাপড়ের শোভায় সৌন্দর্য হওয়া সুন্দর নয়। ইলম ও আদবের সৌন্দর্যই একমাত্র সুন্দর।

اَدَبٌ শব্দটি ব্যবহারের ঐতিহাসিক সমীক্ষা

আরবি ভাষায় اَدَبٌ শব্দটির ব্যবহার কখন থেকে শুরু হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা বা অকাটা কোনো দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে জাহেলী যুগের ইতিহাসে এ সম্পর্কে সাহায্য নেওয়ার মতো কিছু উক্তি পাওয়া যায়। যেমন : ইরাকের রাজা নু'মান ইবনে মুনযির খুসরু কিসরা। সম্রাটের নামে লিখিত একটি পত্রে লিখেন :

وَقَدْ أَوْفَدْتُ إِلَيْكَ إِلَهَا الْمَلِكِ رَمَطًا مِّنَ الْعَرَبِ، لَمْ يَفْضَلْ فِي أَحْسَابِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ وَعُقُلِهِمْ وَأَدَابِهِمْ.

“হে সম্রাট, আমি আপনার নিকট একটি আরব প্রতিনিধি দল পাঠালাম, তারা জ্ঞাত, বংশ বুদ্ধি ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে মর্যাদা সম্পন্ন।”
এমনিভাবে আলকামা ইবনে উলাসা (রা.) রোমক সম্রাট কায়সার-এর সামনে বলেছিলেন :

فَلَيْسَ مِنْ حَضْرِكَ مَتَا يَفْضُلُ مَتَّيْنَ غَرَبَ عَنَّا، بَلْ لَوْ قَسَمْتَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَعَلِمْتَ مِنْهُمْ مَا عَلِمْنَا، لَوَجَدْتَ لَهُ فِي أَبْنَائِهِ أَنْدَادًا وَأَكْفَاءَ، كُلُّهُمْ إِلَى الْفَضْلِ مَنُوسُوبٌ، وَيَالِ الشَّرَفِ وَالسَّؤْدُدِ مَوْصُوفٌ، وَيَا لَرَأْيِ الْفَائِضِ وَالْأَدَبِ مَعْرُوفٌ.

“আমাদের মধ্যে যারা আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছে তারা তাদের অপেক্ষা অধিক মর্যাদাশীল নয়, যারা আপনার দরবারে অনুপস্থিত রয়েছে। আপনি যদি তাদের পারস্পরিক তুলনা করেন এবং আমরা তাদের সম্পর্কে যতটুকু জানি ততটুকু আপনিও অবগত হন, তবে আপনি তাদের প্রত্যেককে পূর্ববর্তী বংশ পরিক্রমায় সমকক্ষ ও সমান মর্যাদার অধিকারী দেখতে পাবেন। তারা সবাই গুণ-গরিমার অধিকারী। তারা আভিজাত্য ও নেতৃত্বের গুণে গুণান্বিত এবং উন্নত অভিরুচি ও শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে খ্যাত।”

উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, ‘আদব’ শব্দটি জাহিলী যুগ থেকে আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে কোনো কোনো গবেষকের মতে, এ শব্দটি দক্ষিণ ইরাকের অধিবাসীদের প্রাচীন ভাষা থেকে আরবি ও অন্যান্য সামীয় ভাষাসমূহে প্রবেশ করেছে। তাদের ভাষায় এর অর্থ ছিল মানুষ। সেই সূত্রে সামীয়দের ভাষায় ‘আদব’ শব্দ থেকে ‘উদুম’ এবং ‘উদম’ থেকে আদম শব্দ গঠিত হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় শব্দটি অবিকল থেকে যায় এবং শিষ্টাচার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বহু হাদীসেও ‘আদব’ শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে,

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَادَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ.

“যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে লালন-পালন করে, তাদের আদব-ভরবিত্ত শিক্ষা দেয়, তাদেরকে বিবাহ দেয়, তাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করে তার জন্য জান্নাত অবধারিত রয়েছে।”-[মুসনাদে আহমদ, ৩খ., পৃ. ৯৭]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত এক রেওয়াযাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدِبَةٌ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَّأْدِبِهِ.

“নিশ্চয়ই এ কুরআন পৃথিবীতে আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক পরিবেশিত একটি খাঞ্চা। সুতরাং তোমরা তার খাঞ্চা থেকে জ্ঞান আহরণ কর।”-[সুনানে দারেমী, ২খ., পৃ. ৪৩১]

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, এ শব্দটি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে, এমন কি জাহেলী যুগেও বহুল প্রচলিত ছিল।

প্রথম শতাব্দী : বনু উমাইয়্যার শাসনামল থেকে ‘আদব’ শব্দটি অধিক প্রচলন লাভ করে। এ শব্দটি প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যারা বনু উমাইয়্যার শাসনামলে রাজা-বাদশাহ ও আমীর অমাত্যদের সন্তানদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন, কবিতা আবৃত্তি করতেন এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলি বর্ণনা করতেন তাদেরকে ‘মুআদিব’ বলা হতো। তখনকার আমলে যারা মুআদিব ছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম এখানে প্রদত্ত হলো :

১. মা'বাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুহামী [মৃত্যু : ৮০ হি.]

২. আমির ইবনে শারাহীল আশ-শারী [মৃত্যু : ১০৩ হি.]

এ দু'জন আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন।

৩. সালিহ ইবনে কায়সান [মৃত্যু : ১৪০ হি.]

ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সন্তানদের শিক্ষক ছিলেন।

৪. জা'দ ইবনে দিরহাম [মৃত্যু : ১১৮ হি.]

মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদের মুআল্ফি ছিলেন।

তখনকার আমলের বিভিন্ন লেখা ও রচনায় 'আদব' শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যিয়াদ ইবনে আবীহ [মৃত্যু : ৫৩ হি.] তার "আল-বাত্তা" নামক বক্তৃতায় বলেন :

فَادْعُ اللَّهَ بِالصَّلَاحِ لِتَمَيِّزِكُمْ، فَإِنَّهُمْ سَأَلَكُمْ الْمَوَدَّةَ، أَمَا وَاللَّهِ لَاؤَدْبَتَكُمْ غَيْرَ هَذَا الْأَدَبِ أَوْ لَتَسْتَفِيزَنَّ.
"তোমরা আল্লাহর কাছে তোমাদের নেতৃবৃন্দের কল্যাণের জন্য দোয়া কর। কারণ তারা তোমাদের শাসক ও তোমাদের শিষ্টাচার শিক্ষাদাতা। আল্লাহর কসম! হয় তোমরা সঠিক পথে চলবে নতুবা আমি তোমাদেরকে বর্তমান আচরণের ব্যতিক্রমধর্মী সদাচার শিক্ষা দেব।"

একজন বনু ফযার গোত্রীয় কবি 'আদব' শব্দটি তার কবিতায় ব্যবহার করেছেন,

كَذَلِكَ أُدْبِتُ حَتَّى صَارَ مِنْ خَلْقِي إِنِّي وَجَدْتُ مَلَكَ الشَّيْئَةِ الْأَدَبَ.

"আমাকে এভাবে আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, আদব আমার স্বভাবে পরিণত হয়েছে। আমি আদবকে আমার স্বভাবের ভিত্তিরূপে পেয়েছি। [হামাসা : বাবুল আদব]

বনু উমায়্যার শাসনামলেই আদব শব্দটি এমন সব জ্ঞানের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে, যেগুলো ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। যেমন : কাব্য চর্চা, গল্প, জীবন চরিত, আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস, তদানীন্তন ঘটনাবলি ও অবস্থা ইত্যাদি। তাছাড়া তখন শিষ্টা ও সদাচারকেও 'আদব' বলা হতো।

লিসানুল আরব -এর লেখক 'আদব' শব্দের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, আদব দু'ভাগে বিভক্ত : ১. আত্মার পরিশীলন। ২. গদ্য ও পদ্যের শিক্ষা। প্রথম শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত 'আদব' শব্দটি এ দু'অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

দ্বিতীয় শতাব্দী : দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে আরবি ভাষা সংক্রান্ত শাস্ত্রসমূহ যথা লুগাত, নাহব, সরফ ইত্যাদির উন্নতি সাধিত হলে এগুলো পারিভাষিক রূপ গ্রহণ করে এবং এসব শাস্ত্র 'পাঠ্য আদব' -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে 'পাঠ্য আদব' -এর পরিসীমা বৃদ্ধি লাভ করে। তখন থেকে গদ্য-পদ্য, জীবন চরিত, ইতিহাস, লুগাত, নাহব, সরফ, ও সমালোচনাশাস্ত্রের জন্য 'আদব' শব্দের ব্যবহার হতে থাকে। কিন্তু এ ধারণা দীর্ঘদিন থাকে নি।

তৃতীয় শতাব্দী : হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে 'আদব' শব্দটি পুনরায় 'শাস্ত্রীয় আদব' ও 'চরিত্র গঠন' এ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। তবে গদ্য-পদ্য ও তৎসংশ্লিষ্ট শাস্ত্রসমূহ এবং ইতিহাস, জীবন চরিত, আরবের যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলি এবং সমালোচনাশাস্ত্রও এতে शामिल থাকে। এ শতাব্দীতে উন্নত মানের সাহিত্য গ্রন্থাবলি রচিত হয়। যেমন : ১. জাহিয় [মৃত্যু : ২৫৫ হি.] কৃত الْبَيَّانُ وَالْمُبَيَّنُّ ২. ইবনে কুতায়বা [মৃত্যু : ২৭৬ হি.] কৃত، وَالشَّعْرَاءُ ৩. আল মুবাররিদ [মৃত্যু : ২৮৫ হি.] কৃত، الْكَامِلُ

এ গ্রন্থগুলো আরবি সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থরূপে পরিগণিত হয়। এ শতাব্দীতে 'আদব' শব্দটি চরিত্র গঠন অর্থে অধিক প্রচলন লাভ করে এবং এ শিরোনামে কতিপয় গ্রন্থ ও অধ্যায় রচিত হয়। যেমন : ১. আবুল আকাস সারায়সী [মৃত্যু : ২৮৬ হি.] কৃত، أَدَبُ النَّفْسِ ২. কবি কুশাজিম [মৃত্যু : ৩৬০ হি.] কৃত، أَدَابُ النَّدِيمِ ৩. ইমাম বুখারী [মৃত্যু : ২৫৬ হি.] কৃত, বুখারী শরীফের অধ্যায় أَدَابُ الْأَدَبِ ৪. আবু তাহাম [মৃত্যু : ২৩১ হি.] কৃত, দীওয়ানুল হামাসার একটি অধ্যায় أَدَابُ الْوَلَدِ

চতুর্থ শতাব্দী : চতুর্থ শতাব্দীতে লুগাত, নাহব ও সরফ আদব থেকে পৃথক হয়ে যায়। সমালোচনা শাস্ত্র ও অলংকার শাস্ত্র আদবের অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ সময় সমালোচনা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। বুহত্বরী ও আবু তাহামের কাব্যের তুলনীয় কিতাব-বিশ্লেষণ এবং পরবর্তীতে মুতানাক্বীর ভক্ত ও বিরোধীদের আলোচনা-গবেষণায় সমালোচনা সাহিত্য বেশ উৎকর্ষ লাভ করে। এ সময় আমেদী [মৃত্যু : ৩৭১ হি. মতান্তরে ৩৭০ হি.] তার الْمَوَازَنَةُ بَيْنَ الطَّائِفَيْنِ ও আবুল হাসান জুরজানী [মৃত্যু : ৩৯২ হি.] তাঁর الْوَسْطَةُ بَيْنَ الْمُتَنَبِّئِينَ وَحُكْمِهِمُ রচনা করেন। তখন থেকে সমালোচনাশাস্ত্র এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। এ শাস্ত্রে প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি এই : কুদামা ইবনে জা'ফর [মৃত্যু : ৩৩৭ হি.] কৃত، نَقْدُ النَّفَرِ ১. আবু হিলাল আল-আসকাফী [মৃত্যু : ৩৯৫ হিজরির পরে] কৃত، الْمَصَانِعُ ২. আবুল ফারাজ আল-আসবাহানী [মৃত্যু : ৩৫৬ হি.] কৃত، الْمَعْنَدُ الْفَرِيدُ ৩. আবু আলি রাশিহ [মৃত্যু : ৩২৮ হি.] কৃত، الْمَعْنَدُ الْفَرِيدُ ৪.

পঞ্চম শতাব্দী : হিজরী পঞ্চম শতাব্দীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত আরবি সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রসমূহ স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ লাভ করে। তবে আরবি ভাষার নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত বিষয়াদি, যেমন : মা'আনী, বায়ান, সরফ, নাহব ইত্যাদি শামিল থাকে। কাশফু'জ-জুন্নের লেখক বলেন, কোন কোন শাস্ত্র আদবের অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেক মতানৈক্য রয়েছে। ইবনুল আনবারী আদবকে আট প্রকারে ভাগ করেছেন। কিন্তু যামাখশারী ও জুরজানীর মতে ১২টি শাস্ত্র আদব -এর অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে ৮টি মূল-নীতিমালা সংক্রান্ত এবং অপর ৪টি শাখাগত। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাক্কানী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] তাঁর **مِفْتَاحُ الْمَعْلُومِ** গ্রন্থে, ইয়াকূত হামারী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] তাঁর **مَنْجَمُ الْأَدَبِ** গ্রন্থে এবং শরীফ জুরজানী [মৃত্যু: ৮১৬ হি.] **مِفْتَاحُ شَرْحِ مَعْنَى** গ্রন্থে এসব সাহিত্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আরবি সাহিত্যের ইতিহাস

প্রখ্যাত ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাত আরবি সাহিত্যের ইতিহাসকালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. জাহিলী যুগ :

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় যখন ইয়ামানীদের থেকে আদনানীর পৃথক হয়ে যায় তখন থেকে এ যুগের সূচনা এবং ইসলামের বিস্তার কালের শুরু তথা ৬২১ খ্রিস্টাব্দে এর সমাপ্তি।

জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য :

বলা বাহুল্য যে, সব কালেই সব দেশের মানুষের মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলো গদ্য। আরবরাও তার ব্যতিক্রম ছিল না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জাহিলী যুগের আরবদের সামাজিক জীবনে মনের ভাব আদান-প্রদানে যে সাহিত্য-শক্তির ক্ষুরগ ঘটেছিল তা থেকে যথাক্রমেই ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত হয়েছে। লেখা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অনুপস্থিতির কারণে তাদের গদ্য সাহিত্য পুরোপুরি সংরক্ষিত হয় নি। তবু কারও কারও বক্তৃতা, উপদেশ, গল্প, দার্শনিক বাক্য ও গুণগাঁথার যাদুবৎ সাহিত্য-শক্তির আকর্ষণে তা থেকে যতটুকু তৎকালীন সাহিত্য-প্রিয় লোকদের স্মৃতিতে গেঁথে ছিল তা পরবর্তীকালে রচিত ইতিহাসের পাতায় বর্ণনাকারীদের ধারা-পরম্পরায় বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো জাহিলী যুগের অনুপম গদ্য সাহিত্যের স্বাক্ষর। সে যুগের যে সকল অনলবধী বক্তার বক্তৃতা তখনকার সাহিত্যমোদীর দীর্ঘকাল যাবৎ স্মৃতিতে ধারণ করে রাখার আগ্রহ বোধ করত তাদের মধ্যে সর্বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম :

১. কুস্ ইবনে সায়দা আল-ইয়াদী [মৃত্যু : আনু. ২৩ হি. পৃ.]
২. আমর ইবনে কুলসুম আত-তাগলিবী [মৃত্যু : আনু. ৪০ হি. পৃ.]
৩. আকসাম ইবনে সায়ফী আত-তামীমী [মৃত্যু : ৯ হি.]
৪. আল-হারিস ইবনে 'উবাদ আল-বাকরী [মৃত্যু : আনু. ৫০ হি. পৃ.]
৫. কায়স ইবনে মুহায়র আল-আবসী [মৃত্যু : ১০ হি.]
৬. আম্র ইবনে মা'দী কারিব আয-যুবায়দী [মৃত্যু : ২১ হি.]

জাহিলী যুগের কবিতা :

আরবের জাহিলী যুগের গদ্য সাহিত্য পুরোপুরি সংরক্ষণ করা না গেলেও কবিতার প্রতি আরবদের স্বভাবগত ঝোঁক ও তাদের স্মৃতিশক্তির প্রখরতার কারণে সে যুগের কাব্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সংরক্ষিত হয়েছে এবং তা বর্তমানেও সংকলিত আকারে পাওয়া যায়। সেকালের যে সকল খ্যাতনামা কবির কবিতায় সে যুগের কাব্য-সাহিত্যের ভাগ্য সমৃদ্ধ হয়ে আছে তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম :

১. ইমরাউল কায়স হুদুজ ইবনে হুজর আল-কিনদী [মৃত্যু : ৮০ হি. পৃ.]
২. যুহায়র ইবনে আবী সুলমা আল-মুযানী [মৃত্যু : ১৩ হি. পৃ.]
৩. তারাফা ইবনুল আদ্ আল-বাকরী [মৃত্যু : ৬০ হি. পৃ.]
৪. আন-নাবিগা যিয়াদ ইবনে মু'আবিয়া আয-যুবায়দী [মৃত্যু : আনু. ১৮ হি. পৃ.]
৫. আল-আ'শা মায়মুন ইবনে কায়স আল-ওয়ায়েলী [মৃত্যু : ৭ হি.]
৬. 'আনতারা ইবনে 'আমর ইবনে শাদাদ আল-আবসী [মৃত্যু : আনু. ২২ হি. পৃ.]

৭. আমর ইবনে কুলসুম আত-তাগলিবী [মৃত্যু : আনু. ৪০ হি. পৃ.]
৮. আল-হারিস ইবনে হিল্লিয়াহ আল-ইয়াশকুরী [মৃত্যু : আনু. ৫০ হি. পৃ.]
৯. লাবীদ ইবনে রাবী'আ আল-আমিরী [মৃত্যু : ৪১ হি.]
১০. হাতেম ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তাঈ [মৃত্যু : ৪৬ হি. পৃ.]
১১. উমায়্যা ইবনে আবিস-সালত আস-সাকানী [মৃত্যু : ৫ হি.]

২. ইসলামের বিস্তার যুগ ও বনু উমায়্যার শাসনামল :

ইসলামের বিস্তারকাল তথা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দ মুভাবিক প্রথম হিজরি থেকে এ যুগের সূচনা এবং আব্বাসী শাসনামল প্রতিষ্ঠার সময় অর্থাৎ ১৩২ হিজরির পূর্বে এর সমাপ্তি।

ইসলামের বিস্তার যুগে গদ্য সাহিত্য :

প্রথম হিজরি থেকে ইসলামের বিস্তার যখন ব্যাপক আকারে শুরু হয় তখন থেকে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার মাধ্যম হিসাবে আরবি ভাষা ব্যবহৃত হওয়ার কারণে খোদ আরবি ভাষার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রেও এক মহা বিপ্লব সৃচিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনই আরবি ভাষার সর্ব প্রথম গ্রন্থ, যা একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসাবে রূপ লাভ করে। যেহেতু ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের উৎস গ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীম আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ, তাই স্বাভাবিক কারণে কুরআন পাকের জ্ঞান চর্চার অগ্রহে মুসলমানদের আরবি ভাষা চর্চার প্রতি অগ্রহ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং একটি আদর্শিক ও বৈপ্লবিক শিক্ষার উৎস গ্রন্থ তথা আল্লাহ তা'আলার বাণী হিসাবে যেমন পবিত্র কুরআন এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে, তেমনি গ্রন্থাকারে রূপ লাভ করা আরবি ভাষার প্রথম গ্রন্থ হিসাবেও আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে তার অবস্থান সর্বগ্রাে। আল-কুরআনের আদর্শিক ও দার্শনিক শিক্ষা ছাড়াও কেবল মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ বাণী হিসাবে তার সাহিত্য মানের দৃষ্টিতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মু'জিয়া স্বরূপ পবিত্র কুরআনের প্রকাশ ঘটেছিল। সুতরাং পবিত্র কুরআন হলো ইসলামি আরবী সাহিত্যেরও প্রথম গ্রন্থ।

পবিত্র কুরআনের পর ইসলামি আরবি সাহিত্যের দ্বিতীয় আকর বা উৎস হলো হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার। হাদীস শরীফ পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ স্বরূপ। এদিক থেকে মানুষের জীবনে আকায়েদ, ইবাদত, লেন-দেন, সামাজিকতা, নৈতিকতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন হাদীস শরীফ দিক-নির্দেশক হিসাবে কাজ করে, তেমনি হাদীসের এ বিশাল ভাণ্ডার যে ইসলামি আরবি সাহিত্যেরও এক অমূল্য সম্পদ, তা অনস্বীকার্য।

ইসলামের বিস্তার যুগে কবিতা :

জাহিলী যুগে কবিতা ছিল গোত্রীয় গর্বগাঁথা, বীরত্ব, যুদ্ধ, নিন্দা, প্রশংসা, শিকার, বাহনজন্তু, মদ ও নারীর রূপ-যৌবন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। যেহেতু মানুষের পরকালীন মুক্তি এবং পৃথিবীকে একটি সুস্থ, সুন্দর, উন্নত ও আদর্শ সমাজ উপহার দেওয়া ও আল্লাহর দীনকে সমস্ত মনোভাৱের মোকাবিলায় বিজয়ী করে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব, তাই ইসলাম আরবদের অযথা ও অহেতুক গর্ব-অহংকার, অন্যায়, অবিচার ও অশ্লীলতা রোধ করলে বিভিন্ন প্রাঙ্গণ গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসাবে জাহিলী যুগের অসংখ্য অপরাধের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত 'কাব্যচর্চা'-কে নানাভাবে অনুৎসাহিত করে। এ ব্যাপারে মানুষের মানসিক পরিবর্তন আনয়ন ও তাদেরকে ভাল কাজে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে কাব্যচর্চায় অধিক মনোনিবেশ করার এবং মন্দ কবিতাচর্চার অপকারিতা তুলে ধরে। যার ফলে জাহিলী যুগের অন্যতম প্রধান কবি হিসাবে খ্যাত হযরত লাবীদ (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর কাব্যচর্চা ছেড়ে দেন। তখন তাঁকে কাব্যচর্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কবিতার পরিবর্তে সুরা বাকারা ও সুরা আলে ইমরান দান করেছেন। তিনি ব্যতীত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আরও যারা কাব্যচর্চার প্রতিভা রাখতেন তারাও জাহিলী যুগের ন্যায় কাব্যচর্চাকে জীবনের ব্রত বা অপরিহার্য কর্ম হিসাবে গ্রহণ করার প্রতি বেশি উৎসাহ বোধ করেন নি। তবুও সাহাবায়ে কেরামের যুগে যে কাব্যচর্চা বা রচনা হয় নি, এমন নয়। তার কারণ এই যে, হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দিকে যেমন কাব্যের প্রতি অধিক মনোনিবেশকে অনুৎসাহিত করেছেন এবং মন্দ কবিতাচর্চা অপছন্দ করেছেন, তেমনি ভালো কবিতাকে সমর্থনও করেছেন। বলেছেন, "কবিতার ভালটা ভালো, মন্দটা মন্দ।" আরও বলেছেন, "কোনো কোনো কবিতা প্রজ্ঞাদীপ্ত হয়ে থাকে।" এছাড়া কায়ির কবিদের অযথা গর্ব, কুৎসা ও নিন্দা রটনার জবাবে হযরত হাসান ইবনে সাহিত (রা.)-কে মসজিদে নববীর ঘিষের উপর দাঁড় করিয়ে কবিতার জবাব দিতে উৎসাহিত করেন। কোনো কোনো সময় কোনো কবির যথার্থ ও প্রজ্ঞাদীপ্ত শ্লোক বা কবিতা শুনে আনন্দবোধও করেছেন। এ সময় যারা কাব্য চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন :

সাহাবারে কেরামের মধ্যে :

১. কা'ব ইবনে মুহায়র (রা.) [মৃত্যু : ২৬ হি.]
২. হাসসান ইবনে সাবিত (রা.) [মৃত্যু : ৫৪ হি.]
৩. আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) [মৃত্যু : ৪০ হি.]
৪. আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়হা (রা.) [মৃত্যু : ৮ হি.]
৫. আল-খানসা কুমাযির বিনতে আমর (রা.) [মৃত্যু : ২৪ হি.]

কাকিরদের মধ্যে :

৬. আল-হুতায়রা জারওয়াল ইবনে আওস আল-আবসী [মৃত : আনু. ৪৫ হি.]

বনু উমায়্যারা শাসনামলে কবিতা :

বনু উমায়্যারা শাসনামলে কাব্য চর্চা বৃদ্ধি পায়। এ সময় বেশ কিছু খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আমর ইবনে আবী রাবী'আ [মৃত্যু : ৯৩ হি.]
২. আল-আখতাল শিয়াস ইবনে গাওস [মৃত্যু : ৯৫ হি.]
৩. আল-ফারায়দাক হাযাম ইবনে গালিব [মৃত্যু : ১১০ হি.]
৪. জারীর ইবনে 'আতিয়া আত-তামীমী [মৃত্যু : ১১০ হি.]
৫. আত-তিরিহাহ ইবনে হাকীম আত-তাঈ [মৃত্যু : ১০০ হি.]

৩. বনু আক্বাসিয়ার যুগ :

হযরত রাসূলুলাহ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর বংশধররা আক্বাসী শাসনামলের প্রতিষ্ঠাতা। এ কারণে তাদের শাসনামলকে আক্বাসী যুগ বলা হয়। আক্বাসীয়ায় সুদীর্ঘ ৫২৫ বছর যাবৎ ইসলামি খেলাফতের নেতৃত্ব দেন। এ দীর্ঘ শাসনামলে তাদের ৩৭ জন খলীফা গদীনসীন হন। এ যুগটি মুসলিম খিলাফত বিস্তারের পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যও 'সোনালী যুগ' হিসাবে আখ্যাত হয়ে থাকে। এ সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন সাধিত হয়। যেমন- গদ্য, কবিতা, গল্প-কাহিনী, নাহব, হাদীস, ফিকহ, দর্শন ইত্যাদি।

কালক্রমের হিসাবে এ যুগের গদ্য লেখকগণ চারটি স্তরে বিভক্ত :

প্রথম স্তরের ইমাম তথা প্রধান হলেন : আব্দুল্লাহ ইবনুল মুকাফফা [মৃত্যু : ১৪২ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে ইয়াকুব ইবনে দাউদ [মৃত্যু : ১৮৭ হি.] , জা'ফর ইবনে ইয়াহইয়া [মৃত্যু : ১৮৭ হি.] , আল-হাসান ইবনে সাহল [মৃত্যু : ২৩৬ হি.] , আমর ইবনে মাসআদা [মৃত্যু : ২১১ হি.] , সাহল ইবনে হাজ্জান [মৃত্যু : ২৫০ হি.] , আল-হাসান ইবনে ওয়াহাব [মৃত্যু : ২৫০ হি.] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় স্তরের ইমাম হলেন : আবু উসমান 'আমর ইবনে জাহিয় [মৃত্যু : ৫৫ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে যারা রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বা [মৃত্যু : ২৭৬ হি.] , আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আল-মুবাররিদ [মৃত্যু : ২৮৫ হি.] , ইব্রাহীম ইবনুল আব্বাস আস-সুলী [মৃত্যু : ২৪৩ হি.]।

তৃতীয় স্তরের ইমাম হলেন : আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ওরফে ইবনুল 'আমীদ [মৃত্যু : ৩৬০ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন : আস-সাহিব হিসামিল [মৃত্যু : ৩৬০ হি.] , আল-ওয়াযীর আল-হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল-মুহান্নাবী [মৃত্যু : ৩৫২ হি.] , আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্বাস আল-খুওয়ারিযমী [মৃত্যু : ৩৮৩ হি.] , আবুল ফযল আহমদ ইবনুল হুসাইন ওরফে বদীউয-যামান হামাযানী [মৃত্যু : ৩৯৮ হি.] , ইব্রাহীম ইবনে হিলাল আস-সাবি' [মৃত্যু : ৩৮৪ হি.] , আবু মানসুর আব্দুল মালিক ইবনে মুহাম্মদ আস-সা'আলিবী [মৃত্যু : ৪২৯, মতান্তরে ৪৩০ হি.] আল-কাসিম ইবনে আলী আল-হারীরী [মৃত্যু : ৫১৬ হি.]।

চতুর্থস্তরের ইমাম হলেন : আবু আলী আব্দুর রহীম আল-বায়সানী ওরফে আল কাযী আল-ফাযিল [মৃত্যু : ৬৯৫ হি.]। এ স্তরে তাঁর সাথে আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন নাসরুদ্দাহ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনুল আসীর আল কাতিব [মৃত্যু : ৬৩৭ হি.] , আবু আব্দুল্লাহ ইমাদুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাতিব আল-আসবাহানী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.]।

আক্বাসী যুগে কবিতা :

আক্বাসী যুগে যারা বাগদাদে কবিতা রচনা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন : মুতী ইবনে ইয়াস [মৃত্যু : ১৬৬ হি.] , হাম্মাদ 'আজ্জর [মৃত্যু : ১৬১ হি.] , হুসাইন ইবনু'য-যাহ্‌হাক [মৃত্যু : ২৫০ হি.] , আবু নুওয়াস হাসান ইবনে হানি' [মৃত্যু : ১৯৯ হি.] ,

মুসলিম ইবনুল ওয়ালাদ [মৃত্যু : ১০৮ হি.], আবান ইবনে আদিল হামীদ [মৃত্যু : ২০০ হি.], আবুল আতাযিয়াহ ইসমাঈল ইবনুল কাসিম [মৃত্যু : ২১১ হি.], আবু দুলামা [মৃত্যু : ১৬১ হি.], মারওয়ান ইবনে আবী হাফসা [মৃত্যু : ১৮২ হি.], আকবাস ইবনুল-আহনাফ [মৃত্যু : ১৯২ হি.], আলী ইবনুল জাহম [মৃত্যু : ২৪৯ হি.], দে'বেল আল-খুযাই [মৃত্যু : ২৪৯ হি.], আলী ইবনে জাবালা আল-আকাওওয়াক [মৃত্যু : ২১৩ হি.], আবুল হাসান 'আলী ইবনে আকবাস ওরফে ইবনুল রুমী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.], আমীরুল মুমিনীন আবুল আকবাস আব্দুল্লাহ ইবনুল খলীফা আল-মু'তায় [মৃত্যু : ২৯৬ হি.], আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ওরফে আশ-শরীফ আর-রযী [মৃত্যু : ৪০৪ হি.], আবু ইসমাঈল আল-হুসাইন ইবনে আলী ওরফে আত-তুগরায়ী [মৃত্যু : ৫১৩ হি.]।

আক্বাসী যুগে শামে য়ারা কাব্য চর্চা করেছেন : তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : আবু তামাম হাবীব ইবনে আওস [মৃত্যু : ২৩১ হি.], আবু উদালা ওয়ালাদ ইবনে উয়ায়দুল্লাহ আল-বুহতুরী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.], আবু'ত-তায়্যিব আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-মুতানাকী [মৃত্যু : ৩৫৪ হি.], আবুল-হারিস ইবনে আবুল 'আলা ওরফে আবু ফিরাস আল-হামদানী [মৃত্যু : ৩৫৭ হি.], আবুল 'আলা আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মা'আরী [মৃত্যু : ৪৪৯ হি.]।

আক্বাসী যুগে যারা আক্বাসুনে কাব্য চর্চা করেছেন : তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : আবু উমার আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আন্দে রাব্বিহ [মৃত্যু : ৩২৮ হি.], আবুল-কাসেম মুহাম্মদ ইবনে হানি' [মৃত্যু : ৩৬৩ হি.], আবুল ওয়ালাদ আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যায়দুন [মৃত্যু : ৪৬২ হি.], আব্দুল জাব্বার ইবনে হামদীস আস-সিকিঠী [মৃত্যু : ৫৩৭ হি.], আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবনে আবুল ফাহ্ত ওরফে ইবনে খাফাজা আল-আদালুসী [মৃত্যু : ৫৩৩ হি.], আবু আব্দুল্লাহ লিসানুদ-দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনুল খতীব [মৃত্যু : ৭৭৬ হি.]।

ফাতেমী শাসনামলে মিসরে কাব্য চর্চা :

আবাসীদের শাসন ক্ষমতার দুর্বলতার সুযোগে যখন ফাতেমীর মিসরে শাসন ক্ষমতা কয়েম করে তখন যারা মিসরে কাব্য চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কয়েকজন : কামালুদ্দীন ইবনুল্লাবীহ [মৃত্যু : ৬১৯ হি.], আবু হাফস আমর ইবনে আলী ওরফে ইবনুল ফারিস [মৃত্যু : ৬৩২ হি.], আবুল ফখল বাহাউদ্দীন যুহায়র ইবনে মুহাম্মদ আল-মুহায়াবী [মৃত্যু : ৬৫৬ হি.]।

৪. তুর্কী যুগ :

বাগদাদের পতনের পর থেকে এ যুগের সূচনা এবং ১২২০ হিজিরির পূর্বে এর সমাপ্তি।

এ সময় যারা গদ্য, কাব্য, অভিধান, ইতিহাস ইত্যাদিতে অসামান্য অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন : সফিযুদ্দীন আবুল-বারাকাত আব্দুল-আযীয আল-হিত্তী [মৃত্যু : ৭৫০ হি.], জামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল মুকাররম ওরফে ইবনে মানজুর [মৃত্যু : ৭১৪ হি.], আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনে আলী আল-আযুবী [মৃত্যু : ৭৩২ হি.], আবু যায়দ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনে খালদুন [মৃত্যু : ৮০৮ হি.], আস-সায়িদা আয়েশা বিনতে ইউসুফ আল-বাউনিয়া [মৃত্যু : ৯২২ হি.]।

৫. আধুনিক যুগ :

মিসরে মুহাম্মদ আলী [মৃত্যু : ১২৬৪ হি.] -এর ক্ষমতায় আরোহণ [১২২০ হি.] -এর পর থেকে এ যুগের সূচনা।

আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্য : এ কালে যারা আরবি গদ্য সাহিত্যকে নিজেদের অমূল্য লেখা ও সাহিত্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : জামালুদ্দীন আল-আফগানী [মৃত্যু : ১৩১৪ হি.], আল-উসতামুল ইমাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], আশ-শায়খ আলী ইউসুফ [মৃত্যু : ১৩৩১ হি.], ইবরাহীম আল-মুওয়াহিহী [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], ফিকরী নাসিফ [মৃত্যু : ১৩৩৭ হি.], বাহিসা আল-বাদিয়া [মৃত্যু : ১৩৩৬ হি.], মুসতাক লুতফী আল-মানফুলতী [মৃত্যু : ১৩৪২ হি.], আব্দুল আযীয আশ-শাবী [মৃত্যু : ১২৪৭ হি.], নাসীফ আল-ইয়াযেজী [মৃত্যু : ১২৮৭ হি.], ইবরাহীম আল-ইয়াযেজী [মৃত্যু : ১৩২৩ হি.], হামযা ফাতহল্লাহ [মৃত্যু : ১৩৩৬ হি.]।

আধুনিক যুগে কাব্য :

আধুনিক কালে যারা কাব্য সাহিত্যে স্বীকৃত অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন : মাহমুদ সামী ইবনে হাসান বিক হুসনী আল-বাকরী [মৃত্যু : ১৩২১ হি.], ইসমাঈল সাবরী [মৃত্যু : ১৩৪১ হি.], আহমদ শাওকী ইবনে আলী ইবনে আহমদ শাওকী [মৃত্যু : ১৩৫১ হি.], মুহাম্মদ হাফিজ ইবরাহীম [মৃত্যু : ১৩৫০ হি.], জামীল সিদকী আয-যাহাবী [মৃত্যু : ১৩৫৪ হি.]।

আরবি সাহিত্যের ককুন চতুষ্টয় :

আদ্যম্বা ইবনে খালদুন বলেন, আমরা শিক্ষার আসরে আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নিকট তদেহি, আরবি সাহিত্যের ককুন অর্থাৎ মৌলিক গ্রন্থ চারটি : ১. ইবনে কৃতায়বা [মৃত্যু : ২৭৬ হি.] কৃত, আদাবুল কতিব; আল মুবাররিদ [মৃত্যু : ২৮৫ হি.] কৃত, আল-কামিল; আল-জাহিয [মৃত্যু : ২৫৫ হি.] কৃত, আল-বায়ান ওয়াত-তাবহীন; আবু আলী আল-কালী [মৃত্যু : ৩৫৬ হি.] কৃত, কিতাবুন-নাওয়াদির তথা আল-আমালী। -[তারিখে ইবনে খালদুন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৫৫৩]।

কবিদের স্তরভেদ :

ভাষাবিদগণ বলেন : কালক্রমে ও সাহিত্যের মান বিচারে আরবি ভাষার কবিদেরকে সাতটি স্তরে বিভক্ত করা হয় :

প্রথম স্তর : **الجاهليون** জাহিলী যুগের কবিগণ, যারা ইসলামের আবির্ভাব কাল পান নি। তার পূর্বেই তাদের মৃত্যু হয়েছে।

যেমন : ইমরাউল কায়স [মৃত্যু : ৮০ হি. পূ.], যুহায়র [মৃত্যু : ১৩ হি. পূ.], তারাফা [মৃত্যু : ৬০ হি. পূ.]।

দ্বিতীয় স্তর : **الأنصار** যারা জাহিলী যুগেও কাব্য চর্চা করেছেন এবং ইসলামের আবির্ভাবের পরেও তা অব্যাহত রেখেছেন। যেমন : হযরত হাসান ইবনে সাবিত [মৃত্যু : ৫৪ হি.], কাব ইবনে যুহায়র [মৃত্যু : ২৬ হি.]।

তৃতীয় স্তর : **المعتصرون من أجل الإسلام** আক্বাসী শাসনামলের প্রথম দিককার কবিগণ। যেমন : জারীর [মৃত্যু : ১১০ হি.], ফারায়দাক [মৃত্যু : ১১০ হি.], যুর-কুশা গায়লান ইবনে উকবা [মৃত্যু : ১১৭ হি.] প্রমুখ।

চতুর্থ স্তর : **مختصر الدولتين** যে সকল কবি উমায়্যা শাসনামল ও আক্বাসী শাসনামল উভয়কালে কাব্য চর্চা করেছেন। যেমন : আল-মাররার ইবনে সাদিদ, হাম্বাদ 'আজরাদ [মৃত্যু : ১৬১ হি.]।

পঞ্চম স্তর : **الركدون** যারা উপরিউক্ত (**مختصر الدولتين**) কবিদের পরবর্তী কালে আক্বাসী যুগে কাব্য চর্চা করেছেন। যেমন : বাশশার ইবনে বুরদ [মৃত্যু : ১৬৭ হি.], মুতী ইবনে ইয়াস [মৃত্যু : ১৬৬ হি.]।

ষষ্ঠ স্তর : **المعدنون** যারা **الركدون** কবিদের পরবর্তী যুগে কাব্য চর্চায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। যেমন : তাখাম [মৃত্যু : ২৩১ হি.], আল-বুহতুরী [মৃত্যু : ২৮৪ হি.]।

সপ্তম স্তর : **المتأخرون** যারা **المعدنون** কবিদের পরবর্তী যুগে কাব্য চর্চায় অবদান রেখেছেন। যেমন : আল-মুতানাক্বী [মৃত্যু : ৩৫৪ হি.], আবু ফিরাস হামাদানী [মৃত্যু : ৩৫৭ হি.]।

এই সপ্ত স্তরের কবিদের মধ্যে প্রথম চার স্তরের কবিদের কবিতার ভাষা ও ভাব উভয়টি এবং পঞ্চম স্তরের কবিদের কবিতার ভাষা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে। ষষ্ঠ স্তরের কবিদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারণ মতে, তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না, আবার কারণ মতে তাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে, ভাষার ক্ষেত্রে নয়। কেউ কেউ এ অভিমতও পোষণ করেছেন যে, তাদের মধ্যে যারা স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য রয়েছেন তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে, চালাও ভাবে সবার কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না। সপ্তম স্তরের কবিদের কবিতার ব্যাপারে সকল ভাষাবিদ একমত যে, তাদের কবিতা প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা যাবে না।

কবিদের স্তরভেদ বর্ণনায় আহমদ হাসান যায়্যাভের অভিমত :

প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাভ কবিদের স্তরভেদ ভিন্ন রকম বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, কাল পরিক্রমার হিসাবে কবিদের স্তর চারটি :

প্রথম স্তর : **الجاهليون** যারা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেছেন অথবা ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা কাব্য চর্চায় উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখেন নি। যেমন : ইমরাউল কায়স [মৃত্যু : ৮০ হি. পূ.], যুহায়র [মৃত্যু : ১৩ হি. পূ.], উমায়্যা ইবনে আবিস-সালত [মৃত্যু : ৫ হি.], লবীদ [মৃত্যু : ৪১ হি.]।

দ্বিতীয় স্তর : **الأنصار** যারা জাহিলী যুগে ও ইসলামের আবির্ভাবের পর উভয় যুগে কাব্য চর্চায় খ্যাতি লাভ করেছেন। যেমন : আল-খানসা রা. [মৃত্যু : ২৪ হি.], হাসান ইবনে সাবিত রা. [মৃত্যু : ৫৪ হি.]।

তৃতীয় স্তর : **الإسلاميون** ইসলামি যুগেই যাদের কাব্য চর্চার উত্থান হয়েছে এবং যারা ভাষার উৎকর্ষ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যেমন, উমায়্যা শাসনামলের কবিগণ : ফারায়দাক [মৃত্যু : ১১০ হি.], জারীর [মৃত্যু : ১১০ হি.], আল-আখতাল [মৃত্যু : ৯৫ হি.]।

চতুর্থ স্তর : **الركدون** যাদের কবিতায় ভাষাগত দুর্বলতা আছে, কিন্তু তারা কবিতাকে আলঙ্কারিক সৌন্দর্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে চেষ্টা করেছেন। যেমন : আক্বাসী যুগের কবিগণ তথা আবু তামাত [মৃত্যু : ২৩ হি.], মুতানাক্বী [মৃত্যু : ৩৫৪ হি.] প্রমুখ।

লেখক পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয় : নাম : কাসিম, উপনাম : আবু মুহাম্মাদ। পিতার নাম : আলী। পিতামহের নাম : মুহাম্মদ এবং প্রপিতামহের নাম : উসমান। তাঁর পূর্ব পুরুষরা হারীর অর্থাৎ, রেশমের চাষ বা ব্যবসা করতেন বলে তাঁদেরকে হারীরী বলা হয়। সে সূত্রে তাঁকেও হারীরী বা ইবনুল হারীরী বলা হয়। তিনি বনু হারাম গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন- এ কারণে তাঁকে হারামীও বলা হয়ে থাকে।

জন্ম : তিনি ছাব্বিশতম আব্বাসী খলীফা আল-কায়েম বি-আমরিয়াহর শাসনামল [৪২২-৪৬৭ হি.]—এ ইরাকের বসরা শহরের নিকটবর্তী মাসান জনপদে ৪৪৬ হি. সালে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তিনি বসরার বনু হারাম মহল্লায় বসবাস করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, তিনি বসরাতেই জন্মগ্রহণ করেন। মুজাম্মুল উদাবা প্রণেতা ইয়াকুত হামাবী ও যাকারুল মুহাসসিনীদের লেখক মাওলানা হানীফ গাদ্দুহী প্রমুখের বর্ণনা মতে, তিনি খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এটা সঠিক নয়; বরং তিনি তাঁর আমলে মৃত্যুবরণ করেছেন। কেননা খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামল ছিল ৫১২ হি. থেকে ৫২৯ হি. পর্যন্ত।—[দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ১৮২-২০৮]

শিক্ষা-নীক্ষা : আত্মা হারীরী নিজেদের রেশমের ব্যবসাকে পছন্দের দৃষ্টিতে দেখতেন না। জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অত্যধিক ঝোঁকই ছিল এর একমাত্র কারণ। ফলে তিনি রেশমের ব্যবসার পরিবর্তে জ্ঞানী-গুণীদের আসর ও ইলমের মজলিসকেই নিজের জন্য বেছে নেন। তাঁদের সান্নিধ্যকে নিজের জীবনের জন্য অমূল্য তুল্য মনে করেন। তাই তিনি নিরলস শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে সমকালীন আলিমদের কাছ থেকে ইলম ও আদব [জ্ঞান ও সাহিত্য] অর্জন করেন। তিনি [আবুল কাসিম] আল-ফযল ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসবানী ও আবুল হাসান আলী ইবনে ফায়্যাল আল-মুজাশ্শির নিকট আরবি সাহিত্য, আবু নাসর আব্দুস সাগিদ্ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে ইবনুস সাক্বাগ ও আবু ইসহাক শীরাযীর নিকট ফিক্হ, আবু হালীম আদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আল-খাব্বারীর নিকট ফরায়েয ও অংক এবং আবু তাহ্মাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান [মতান্তরে, ইবনুল হসাইন] আল-মুকরী, আল-কাসিম আবুল-ফায়ল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-নাহবী, আবুল কাসিম আল-হসাইন আল-বাকিলানী প্রমুখের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।—[দ্র. তারীখে বাগদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ. ২১৯]

সাহিত্য-চর্চা : তাঁর রচিত মাকামাত পাঠে বুঝা যায় যে, আরবি ব্যাকরণ, ভাষা ও শব্দভাণ্ডার পরিপূর্ণভাবে তাঁর করায়ত্ত ছিল। এ কারণে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। তিনি যেহেতু আরবদের ইতিহাস, কাব্য ও ভাষা-লালিতা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন তাই বিদ্বদ্ভুল মহলে তাঁর পাণ্ডিত্য স্বীকৃত হয় এবং তিনি অনান্য খ্যাতি অর্জন করেন। এভাবে তিনি জ্ঞানসন্দের মনীষীদের মধ্যে গণ্য হতে থাকেন।

ধনাঢ্যতা ও পদমর্যাদা : ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান লেখেন, আত্মা হারীরী ছিলেন একজন ধনী ব্যক্তি। বসরায় তাঁর আঠার হাজার খেজুর গাছের এক বিশাল বাগান ছিল। যেহেতু তিনি তথ্যসচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাই সুধীমহল ও সর্বসাধারণের নিকট তাঁর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা ছিল। ইতিহাসবিদ শায়খ আবু আদুল্লাহ ইমামুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাতিব আল-আসবাহানী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.] প্রণীত ‘খারীদাতুল কাসব’ নামক গ্রন্থের বরাতে আত্মা ইয়াকুত হামাবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] উল্লেখ করেন যে, আত্মা হারীরী [সম্ভবত খলীফা মুস্তাজহির বি আমরিয়াহ ও তাঁর ভাই খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে] বসরায় তথ্যসচিবের পদে আজীবন অধিষ্ঠিত ছিলেন—এবং আব্বাসী খলীফা মুক্তাযীলি-আমরিয়াহর শাসনামল [৫৩০-৫৫৫ হি.] পর্যন্ত তাঁর বংশধরদের মধ্যে এ পদ বহাল থাকে।—[মুজাম্মুল উদাবা, ৪৮., পৃ. ৫৯৭]

গণ-পরিমা : আত্মা হারীরী ছিলেন প্রখর মেধাবী, বুদ্ধিমান, সূক্ষ্ম চিন্তাশীল, ভাষা ও সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক ব্যক্তি। অভিধানশাস্ত্র, প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা, আরবি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। পদ্য ও পদ্য উভয় সাহিত্যে তাঁর সমান দক্ষতা ছিল।

পদ্য-চর্চা : আত্মা হারীরীকে আরবি গদ্যের ক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তিরূপে গণ্য করা হয়। তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন আত্মাহ তা’আলার বিশেষ দান এবং সাহিত্যিক ও শৈল্পিক মানে সফল উদ্ভীর্ণ। তাঁর প্রতিটি বাক্য যেন হৃদয়ের পোশাক ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত। তাঁর ভাষা ও সাহিত্যে যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে রয়েছে প্রভাবভেদ মৃদুস্বভাব প্রভাব, তেমনি তাঁর শব্দে রয়েছে ‘ফুলিঙ্গের ন্যায় আবেগ ও উত্তেজনা। ভাষার ক্ষমতা বলে যদি কোনো প্রকৃত বিগলিত হওয়া বা অগ্নি নির্বাপিত হওয়া সম্ভব হয় তবে তা একমাত্র হারীরীর ভাষা দ্বারাই সম্ভব। তাঁর পদ্য সাহিত্যের দু’টো অনুপম নিদর্শন রয়েছে। তার একটি হলো আর

-রিসালাতু'স-সীনিয়া। এতে তিনি প্রতিটি শব্দে সীন (س) হরফটি ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো, আর-রিসালতু'শ-সীনিয়া। এর প্রতিটি শব্দে তিনি (ش) হরফটি ব্যবহার করেছেন। এ দু'টি রিসালা আরবি টীকাসহ এ ভূমিকার শেষে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

কাব্য-চর্চা : গদ্য সাহিত্যের ন্যায় কাব্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কাব্য চর্চায় তিনি ছিলেন জাহিলী কবিদের অনুসারী। তাই তিনি অধিকাংশ কবিতা ইমরাউল কায়স, যুহায়র, আমর ইবনে কুলসুম প্রমুখের অনুসরণে বাহরে কামিল ও বাহরে তাবীল মূতাবিক রচনা করেন। তাঁর কাব্যাবলি সংকলিত একটি দীওয়ান [কাব্যসমগ্র]-ও রয়েছে। মাকামাতে উল্লিখিত কাব্যাবলির মধ্যে মোট ছয়টি বয়াত [দু'টি মুকাদ্দিমায়, দু'টি দ্বিতীয় মাকামায় এবং দু'টি পঁচিশতম মাকামায়] ব্যতীত সবই তাঁর নিজের রচিত।

হারীরীর গুণ-গরিমার স্বীকৃতি : আবুল ফলাহ আব্দুল হাই ইবনে আহমদ ওরফে ইবনুল ইমাদ হাফসী তাঁর শাযারাতু'য-যাহাব গ্রন্থে লেখেন, হারীরী হলেন সাহিত্যের পতাকাবাহী এবং গদ্য ও পদ্যের বীর অম্বারোহী। তিনি আরও বলেন, হারীরী হলেন যুগের 'অনন্য বিশ্বয়' ও দুর্লভ ব্যক্তিত্ব।

আবুল ফাহ্‌হ হিবাতুল্লাহ ইবনে ফযল বলেন, হারীরী তাঁর সমকালীন এমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্যতম, যারা পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে গণ্য হয়ে থাকেন। কিন্তু আপন গুণ-গরিমা ও বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তাঁদেরকেও অতিক্রম করে গেছেন।

ইয়াকূত হামাবী তাঁর 'মু'জামুল উদাবা'-য় লেখেন, আমার দেখা এক বিশ্বয়কর ঘটনা এই যে, আমি যখন আমার যৌবনে ৫৯৩ হিজরিতে 'আমেদ' শহরে গমন করি তখন আমি জানতে পারলাম যে, আলী ইবনুল হাসান ওরফে শুমায়ম হিল্লী নামক এক খ্যাতনামা পণ্ডিত সেখানে অবস্থান করেন। তিনি পূর্ববর্তীকালের কোনো বিদ্বৎ মনীষী বা তাঁর নিকট অতীতের কোনো পণ্ডিত ব্যক্তিকে তেমন হিসাবে আনেন না এবং কারও গুণ-গরিমা ও মর্যাদা স্বীকার করেন না। আমি যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম তখন আমি তাঁকে জ্ঞানী-গুণীদের নিয়ে সমালোচনা ও মন্তব্য করতে এবং তাদেরকে তুচ্ছ-ভাঙ্কিয়া করতে দেখলাম, আর তা শুনতে থাকলাম। অবশেষে বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, আপনার দৃষ্টিতে কি পূর্ববর্তীকালের বিদ্বৎ মনীষীদের মধ্যে কোনো অভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি নেই? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ, তিনজন আছেন : ১. মৃতানাবী প্রশংসা ও গুণকীর্তনে। তবে আমি যদি তাঁর পন্থা অনুসরণ করি তাহলে তিনি আমার চেয়ে এগিয়ে থাকবেন না। তাঁর অনুরূপ মর্যাদা ও স্বীকৃতি আমি নিজের জন্য ছিনিয়ে আনতে পারব। ২. ইবনে নুবাতা খুবায়। তবে আমার খুবতা তাঁর খুবতার চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সকল মানুষের কাছে অধিক সমাদৃত, পরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং ৩. ইবনুল হারীরী মাকামাতে। আমি বললাম, আপনি তো হারীরীর অনুকরণ করতে পারেন, তাতে আপনার বাধা কোথায়? এরূপ একটি মাকামাত লিখে ফেলুন, যার ফলে হারীরীর মাকামাত মানুষের মন থেকে বিস্তৃত হয়ে যায় এবং তার সকল সুনাম আপনার নিকট চলে আসে। তিনি বললেন, বৎস! সত্য কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। আসলে আমি তিবারার মাকামাত রচনা করেছি। কিন্তু তুচ্ছ প্রত্যেকেরই যখন আমি আমার রচনাকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করেছি এবং হারীরীর মাকামাতের সাথে তুলনা করেছি তখন আমার রচিত মাকামাত হারীরীর মাকামাতের তুলনায় নিম্নমানের মনে হয়েছে। সুতরাং আমি তা চৌবাকায় ফেলে ধুয়ে ফেলেছি। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে হারীরীর গুণ-গরিমা ও মর্যাদা তুলে ধরার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। -[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০০-৬০১]

উল্লেখ্য যে, সেকালে সাধারণত গাছের পাতা বা চামড়া বা তদনুরূপ কোনো বস্তুতে লেখার কাজ করা হতো। তখন কাগজ অত্যন্ত দুশ্পাণ ছিল। এমনভাবেই উক্ত বস্তুসমূহের লেখায় ভুল-ত্রুটি হলে কিংবা কোনো প্রয়োজনে মুছে ফেলার প্রয়োজন হলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলা হতো।

দৈহিক গঠন ও আকৃতি : আল্লামা ইয়াকূত হামাবী তাঁর 'মু'জামুল উদাবা' গ্রন্থে বলেন,

وَكَانَ غَايَةً فِي الذِّكَا وَالْفِطْنَةِ وَالْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَلَهُ تَصَانِيفٌ تَشْهَدُ بِفَضْلِهِ وَفُتْرٌ يُسَبِّحُ وَكَانَ شَامِعًا
كِتَابَ الْمَغَامَاتِ الشَّيْ أَمَرُ بِهَا عَلَى الْأَوَائِلِ وَأَعْجَزَ الْأَوَاخِرِ، وَكَانَ مَعَ هَذَا الْفَضْلِ قَدْرًا فِي نَفْسِهِ وَصُورَتِهِ
وَلَبْسِهِ وَفَتْنَتِهِ قَصِيرًا دَمِيمًا بَخِيلًا مُبْتَلًى يَتَنَفَّحُ لِحَيْتِهِ .

"আল্লামা হারীরী অত্যন্ত ধীসম্পন্ন, সতর্ক ও শীর্ষ ভাষাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচনাবলি তাঁর গুণ-গরিমার সাক্ষ্য বহন করে এবং তার বিদ্বৎতার স্বীকৃতি দেয়। তাঁর মাকামাত গ্রন্থখানি, যার দ্বারা তিনি তাঁর পূর্ববর্তীদের চেয়ে এগিয়ে গেছেন এবং পূর্ববর্তীদেরকে অপরগ করে দিয়েছেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষররূপে যথেষ্ট। কিন্তু এসব গুণাবলি সত্ত্বেও তিনি আকার-আকৃতি, চেহারা-সুরত ও লেবাস-পোশাকে ছিলেন অসুন্দর। তিনি দৈহিকভাবে বাটো, অপছন্দনীয় এবং কৃপণ ও দাড়ি ছিড়তে অভ্যস্ত ছিলেন।" -[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৭]

আল্লামা আহমদ হাসান যায়্যাত বলেন, হারীরীর চেহারা ছিল অসুন্দর, দৈহিক গঠন ছিল খাটো এবং তিনি স্বভাবত কপণ ছিলেন; ময়লা পোশাক পরিধান করতেন, চিন্তা-ভাবনার সময় নাড়ি ছিড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। -[তারীখুল আদাবিল আরারী, পৃ. ১৮৮]

নয়তা, সহনশীলতা ও সত্য স্বীকারের প্রবণতা :

আল্লামা হারীরী অত্যন্ত সহনশীল, সংস্কার ও সত্য-প্রিয় মানুষ ছিলেন। কেউ তাকে তাঁর কোনো ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের ভুল স্বীকার করে নিতেন এবং যিনি তাঁর ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করতেন তাকে তিনি সম্মান করতেন। একবার জাবির ইবনে হিবাতুল্লাহ মাকামাত পড়ার সময় এক জায়গায় **نَحْنُ مَغْبُورٌ** -এর পরিবর্তে **نَحْنُ مَغْبُورٌ** পড়ায় তিনি বলেন, তুমি বড়ই সুন্দর পরিবর্তন করলে। আমি যদি নিজ হাতে মাকামাতের সাত শ' কপি না লিখে থাকতাম, যা আমার সামনে পঠিত হয়েছে, তবে আমি আমার শব্দটি পরিবর্তন করে এ শব্দটি লিখে দিতাম।

-[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৯-৬০০]

রসিকতা : তিনি একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও সহাস্যবদন ও রসিক স্বভাবের ছিলেন। চুটকি ও রসাত্মক কথাবার্তা বলতে পছন্দ করতেন এবং তার দ্বারা বাহবা কুড়াতে পারতাম ছিলেন।

একবার এক ব্যক্তি তাঁর সুনাম শুনে তাঁর কাছে জ্ঞান আহরণ করতে যান, কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে তাকে লোকটির পছন্দ হয়নি। আল্লামা হারীরী বিষয়টি বুঝে ফেলেন। এরপর যখন লোকটি তাঁর কাছ থেকে কিছু লিখে নিতে চাইলেন তখন তিনি লোকটিকে নিজের এ দুটি শ্লোক লিখিয়ে দেন :

مَا أَنْتَ إِلَّا سَارِغُهُ الْقَمَرُ وَرَأَيْدُ أَعْجَبْتَهُ خَضْرَاءُ الدِّمَنِ
فَاخْتَرْتُ لِنَفْسِكَ عَيْرِي أَنْثَى رَجُلٍ فَمَسَّحَ بِي وَلَا تَرْنِي

"তুমিই প্রথম নৈশপথিক নও, যাকে চাঁদের আলো বিভ্রান্ত করেছে এবং তুমিই প্রথম চারণতুমি অত্বেষণকারী নও, যাকে আবর্জনার উপর উৎপন্ন শ্যামলতা বিমুগ্ধ করেছে। সুতরাং তুমি নিজের জন্য আমি ব্যতীত অন্য কাউকে [শিক্ষকরূপে] গ্রহণ কর। কেননা আমি মু'আয়দী'র মতো। অতএব তুমি আমার কথা শোন, কিন্তু আমার চেহারা দেখো না।" এতে লোকটি লজ্জিত হয়ে যান। [ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, ৪খ., পৃ. ৬৬-৬৭]

তাকওয়া-পরহেযগারী : আল্লামা হারীরী ছিলেন একজন দুনিয়া-বিমুখ, পরহেযগার ও স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি। আকাশী শাসনামলে যদিও উচ্চজ্বল আমোদ-প্রমোদ ও মন্দ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিল, তবু তিনি এ সব কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকতেন। মন্দ্যপারীদের তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন।

জাবির ইবনে যুহায়র বলেন, আমি একবার 'মাশান' নামক জনপদে তাঁর কাছে মাকামাত পড়ছিলাম। ইতোমধ্যে তিনি তাঁর ছাত্র আবু যায়দ মুতাহ্‌হার ইবনে সাল্লামের [মতান্তরে সাল্লামের] শরাব পানের কথা শুনে তাকে শাসিয়ে একটি কবিতা লিখে পাঠান।

أَبَا زَيْدٍ أَعْلَمَ أَنْ مَن شَرِبَ الْبَلَاءَ تَدَنَّسَ فَاثَمَ يَرَّ قَوْلِي الْمُهَذَّبِ
وَمَنْ قَبْلُ سُبَيْتِ الْمَطَهْرِ وَالْفَتَى يَصْدُقُ بِأَقْعَالِ تَسْبِيَةِ الْأَبِ
فَلَا تَعْنَهَا كَيْفَا تَكُونُ مَطَهْرًا وَإِلَّا فَتَعْبُرُ ذَلِكَ إِلَاسَمَ وَاشْرَبِ

অর্থাৎ 'হে আবু যায়দ, তুমি জেনে রাখ, যে ব্যক্তি শরাব পান করে সে অপবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং তুমি আমার এ মার্জিত কথাটি রহস্য বুঝে নাও। ইতিপূর্বে তোমার নামকরণ করা হয়েছে মুতাহ্‌হার মানে পবিত্রীকৃত। সংসাহসী যুবক নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা পিতার নামকরণকে যথার্থ প্রমাণিত করে। কাজেই তুমি শরাব পান করো না, যাতে তুমি পবিত্র থাকতে পার। অন্যথা তুমি এ নাম পরিবর্তন করে ফেল এবং শরাব পান কর।"

কবিতাটি তাঁর কাছে শৌহার পর তিনি কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে খালি পায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হন এবং আর কখনও মন্দ্যপান করবেন না বলে কুরআন শরীফে হুঁয়ে শপথ ব্যক্ত করেন। তখন আল্লামা হারীরী তাকে বললেন, তুমি মন্দ্যপারীদের কাছেও যেয়ো না। -[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০৩-৬০৪]

১. মু'আয়দী : এরূপ এক গাষ্টিক চরিত্র, যার যথেষ্টওণ-পরিমা রয়েছে, কিন্তু তার চেহারা দেখতে অসুন্দর।

আল্লামা হারীরী ব্যক্তিগত জীবনে আদব-আখলাকের প্রতি এত বেশি যত্নবান ছিলেন যে, তিনি নির্জন স্থানেও পা প্রসারিত করে বসতেন না। তিনি বলতেন, حَفِظَ الْأَدَبَ مَعَ اللَّهِ أَحَقُّ। আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব প্রদর্শন অধিক শ্রেয়।

মৃত্যু : তিনি ৫১৬ হিজরিতে [মতান্তরে ৫১৫ হিজরিতে] বসরা নগরীর বনু হারাম মহল্লায় ইনতিকাল করেন। যাকারুল মুহাসিনীনের লেখক তারীখে ইবনে খাল্লিকানের বরাতে উপরিউক্ত বর্ণনার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তাঁর বরাতও আপত্তি কোনোটাই সঠিক নয়। কেননা তিনি তারীখে ইবনে খাল্লিকানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, হারীরী যখন ৫৩৮ হিজরিতে ওয়াসিত নগরীতে গমন করেন তখন তাঁর নিকট আবুল ফাতহ মুতাহহার ইবনে সাল্লাম [মতান্তরে সাল্লাম] হারীরীর রচিত 'মুলহাতুল ই'রাব' পড়েছিলেন। সুতরাং তাঁর ৫১৫ কিংবা ৫১৬ হিজরিতে ইনতিকাল করার বর্ণনা সঠিক নয়।

অখ্য ওয়াসিত নগরীতে গমনের বিষয়টি হারীরীর নয়; বরং মুতাহহার ইবনে সাল্লামই ৫৩৮ হিজরিতে ওয়াসিত নগরীতে গমন করেছিলেন এবং তাঁর কাছেই আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল মান্দারী 'মুলহাতুল ই'রাব' কিতাবখানি পড়েছিলেন। এ জন্য দ্রষ্টব্য তারীখে ইবনে খাল্লিকান ৪ খ., পৃ. ৬৪-৬৫, শিরো, 'আল-হারীরী সাহিবুল-মাকামাত'। চরিত নং ৫৩৫; আরও দ্রষ্টব্য, আয-যিরিক্লী কৃত আল-আলাম, ৫ খ., পৃ. ১৭৭-৭৮, শিরো, আল-হারীরী, আল-কাসিম ইবনে 'আলী; ৭ খ., পৃ. ২৫৩, শিরো, আবু যায়দ সায়জী, মুতাহহার ইবনে সাল্লাম।

সন্তান-সন্ততি : ইবনে খাল্লিকানের মতে, তিনি দু'জন পুত্র সন্তান রেখে মারা যান। তাদের একজনের নাম, নাজমুদ্দীন আবুল কাসিম আবদুল্লাহ। তিনি বাগদাদের শাসক ছিলেন। দ্বিতীয় জনের নাম, মিয়াউল ইসলাম উবায়দুল্লাহ। তিনি বসরায় বিচারপতি ছিলেন। আবু মানসুর মাওছব ইবনে আহমদ ওরফে আবু মানসুর ইবনুল জাওয়ালীকী [মৃত্যু : ৫৪০ হি.] বলেন, উভয়জন আমাকে মাকামাতের 'ইজাযত' দান করেছেন। তাঁরা উভয়ে তাঁদের পিতার নিকট মাকামাত পাঠ করেছেন।

—[উয়াফাহাতুল আ'যান, ৪খ., পৃ. ৬৭]

কোনো কোনো ঐতিহাসিক 'আবুল আকাস' নামক তাঁর আরেকজন পুত্র সন্তান ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, যিনি মাশান জনপদে পিতার জায়গায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

রচনাবলি : তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেগুলো তার অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। যেমন :

১. دُرَّةُ الْفَوَاصِلِ فِي أَوْصَالِ الْخَوَاصِلِ এতে তিনি তার সমকালীন লেখকদের শব্দ ও বাক্যের অর্থার্থ ব্যবহারের সমালোচনা করে সঠিক ব্যবহারের প্রতি দিক নির্দেশনা করেন। এটি তিনি ৫০৪ হিজরিতে রচনা করেন। গ্রন্থটি ১৩৭৩ হিজরিতে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। আল্লামা খাফাজী এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ লেখেন, যা ১২৯৯ হিজরিতে কনষ্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত হয়।

২. مَلْعَةُ الْغُرَابِ এটি ৫০৪ হিজরির পরে রচনা করেন। এতে লেখক প্রাথমিক ক্লাসের ছাত্রদের জন্য নাইবের মাসায়েলকে আরবি পদ্যে বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ হাযরামী এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ লেখেন, যা ১৩০৬ হিজরিতে মিসর থেকে প্রকাশিত হয়। হারীরী নিজেও এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ফ্রান্স ভাষায় এর অনুবাদও হয়েছে, যা ১৮৮৫ হিজরিতে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

৩. صُدُورُ زَمَانِ الْفُتُورِ وَفُتُورُ زَمَانِ الصُّدُورِ এটি ইতিহাস গ্রন্থ।

৪. تَوْثِيْعُ الْبَيَانِ - কাশফু জ'জুন-এর লেখক এর উল্লেখ করেছেন।

৫. دِيْوَانُ الْحَرِيرِيِّ - এটি হারীরীর কাব্য সংকলন।

৬. دِيْوَانُ رَسَائِلِ الْحَرِيرِيِّ - এটি হারীরী রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রিসালাসমূহের সমষ্টি।

৭. الْمَقَامَاتُ الْحَرِيرِيَّةُ এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ ও অমর কীর্তি। এতে তিনি মোট পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন।

বদীউয় যামান হামাদানীর পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয় : নাম : আহমদ, উপনাম আবুল ফযল, উপাধি বদীউয়যামান। পিতার নাম : হুসাইন। পিতামহের নাম ইয়াহইয়া। প্রপিতামহের নাম সাঈদ।

জন্ম ও শিক্ষা-দীক্ষা : তিনি হিজরি ৩৫৮ সালে বর্তমান ইরানের হামাদান [ডিন্‌ উকারণ : হামাযান] শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে উঠেন। তিনি আরবি ও ফারসি উভয় ভাষার ইলম অর্জন করেন। তৎকালীন হামাদানের কোনো ভাষাবিদ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক এমন ছিলেন না, যার সকল ইলম তিনি আহরণ করেননি। এরপর তিনি হামাদান ত্যাগ করে মুআয়্যাদুদৌলা ও ফখরুদদৌলা-র মন্ত্রী খাতনামা আরবি সাহিত্যিক স্বতন্ত্র দ্বারার লেখক ইসমাঈল ইবনে আক্বাদ ওরফে আস-সাহিহ ইবনে আক্বাদ [জন্ম : ৩২৬ হি., মৃত্যু : ৩৮৫ হি.]-এর নিকট গমন করে তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও বদান্যতা লাভে ধন্য হন। এরপর জুরজান গমন করে শী'আ ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়ের আশ্রয়ে অবস্থান করেন এবং আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে মনসুর-এর বিশেষ সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হন। এছাড়া তিনি প্রখ্যাত আভিধানিক ও আরবি সাহিত্যিক ইমাম আবুল হাসান [মতান্তরে আবুল হুসাইন] আহমদ ইবনে ফারিস আল-কাযবীনি আর-রাযী প্রমুখের নিকটও ইলম অর্জন করেন এবং আরবি কাব্য ও সাহিত্যে নিজের উচ্চ অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম হন।

যোগ্যতা ও স্বীকৃতি : ইমাম সা'আলিবি 'ইয়াতীমাতুদ দাহর' গ্রন্থে তাঁকে ফখরে হামাদান [হামাদানের গৌরব] এবং ফরদে যামান [সমকালীন যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি] ইত্যাদি বিশেষণ সহকারে উল্লেখ করেছেন। আবু ইসহাক বলেন, বদীউয় যামান কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। এমন একটি নাম, যা তাঁর ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পূর্ণ সমিল। তিনি ৩৮২ হিজরিতে নিশাপুর গমন করেন। সেখানে তাঁর আত্মাহুপ্রদত্ত যোগ্যতা বিকশিত হয় এবং মানুষের মধ্যে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তিনি চারশ' মাকামা প্রণয়ন করে নিঃপিবক্ত করান। এরপর তিনি আবু বকর খুওয়ারিয়মীর সাথে ইলমি তর্ক-বাহাসে জড়িয়ে পড়েন। আবু বকর খুওয়ারিয়মী তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ও অধিক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। প্রথমে তাদের মধ্যে চিঠি-পত্রের আদান-প্রদান হয়। অবশেষে তা আনুষ্ঠানিক ইলমি বিতর্কসভার রূপ নেয়। এ ইলমি বিতর্কে কেউ আবু বকর খুওয়ারিয়মীকে, আবার কেউ বদীউয় যামানকে বিজয়ী বলে অমিতব্য ব্যক্ত করেন। তবে বদীউয় যামানের অদম্য যৌবন, বাগিতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন-অভিলাষ তাঁকে সামনে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। ফলে তিনি আবু বকর খুওয়ারিয়মীর চেয়ে এত বেশি অগ্রসর হয়ে যান যে, অমীর-অমাত্যদের নিকট তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি ও সম্মান বেড়ে যায়। অপরদিকে আবু বকর খুওয়ারিয়মীর ইন্তেকাল হয়ে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দান তাঁর কাছে দখল এসে যায়। এরপর তিনি পারস্যের আয়ী-অমাত্যদের নিকট থেকে সাহায্য-সহযোগিতা লাভের জন্য বিভিন্ন শহরে গমন করতে থাকেন। অবশেষে হেরাতে গিয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে জনৈক নেতৃস্থানীয় সম্ভ্রান্ত আলিমের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং অতি সুখ-স্বাস্থ্যে বসবাস করতে থাকেন।

মেধার প্ররভতা : তিনি অত্যন্ত প্রখর মেধাবী ছিলেন। কোনো গ্রন্থ আগে থেকে পড়া ব্যতিরেকেই কেবল একবার দেখে বহু পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পুঙ্খানুপুঙ্খ মুখস্থ বলে দিতে পারতেন। তাতে একটি হরফও কমবেশি হতো না। কখনো কোনো জটিল বিষয়ে তাঁকে কোনো রচনা প্রস্তুত করতে বলা হলে তৎক্ষণাৎ তিনি তা করে দিতেন। কখনো তিনি রচনার শেষ লাইন থেকে লেখা শুরু করতেন এবং রচনার প্রথম লাইনে এসে তা সমাপ্ত করতেন, তবু তাঁর রচনার শব্দ, বাক্য ও অর্থের বিন্যাস ও যথার্থতা বজায় থাকত। কখনো কোনো ফারসি কবিতা তাঁর সামনে উপস্থাপন করে তার আরবি অনুবাদ করতে বলা হলে তিনি অনুপমভাবে দ্রুত তা সম্পাদন করে দিতেন।

আত্মমা সা'আলিবি 'ইয়াতীমাতুদ দাহর' গ্রন্থে [৪খ., পৃ. ২৪১] বলেন, একবার পঞ্চাশটি বয়াত সম্বলিত একটি কবিতা তাঁর সামনে পঠিত হয়, যা তিনি এর আগে কখনও শুনেনি, সে কবিতাটি একবার শুনেই তাঁর মুখস্থ হয়ে যায়। আত্মমা সা'আলিবি তাঁর সম্পর্কে বলেন—

فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ عَجَائِبَ ، وَدَائِعَ فَتْرَائِبَ رَكَانَ مَعَ هَذَا مَقْفُولَ الصُّرُوفِ ، خَفِيفَ الرُّوْعِ ، حَسَنَ السُّفُفَةِ ، نَاصِعَ الْقُرْبِ ، عَظِيمَ الْمُلْقِ ، شَرِيفَ النَّفْسِ ، كَرِيمَ الْعَهْدِ ، خَالِصَ الْوَدِّ ، حُلُوَ الصَّدَاقَةِ ، مَرَّ الْعَذَابَةِ أَهْلَى أَنْعَ يَنْتَ مَقَامًا ، تَحْلِيهَا أَبَا الْفَتْحِ الْإِسْكََنْدَرِيُّ مِنْ لَفْظِ أَبِييْ ، قَرِيبَ الْمَنَاحَةِ ، يَمِينُ الْمَرَامِ وَسَجْعَ رُغْبِي النُّطْلِ وَالْمَقْلِعِ كَسَجْعِ الْعَمَامِ نَاوُ اللَّهَ قَلْبًا ، وَفَارَقَ ذَنْبًا ، وَفِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثَ مِنْ قَفَاةِ تَرَادُبِ

أَذْبَ وَانْقَلَبَ مَدَانِلَهُمْ وَكَأَنَّ الْفَضَائِلَ مَعَ الْأَفْضَالِ وَرَأَى الْأَكَاذِمَ مَعَ الْمَكَارِمِ عَلَى أَنَّهُ مَامَاتَ مَنْ لَمْ يَسْتَ وَكَرَهُ،
لَقَدْ خَلَدَ مَنْ بَقِيَ عَلَى الْآيَامِ نَظْمَهُ وَنَثَرَهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَوَلَّاهُ بِعَفْوِهِ وَغُفْرَانِهِ وَيُجِيبُهُ بِرُوحِهِ وَرَحْمَانِهِ.

আল্লামা বদীউয় যামান হামাদানীর মাকামাতের মতো তার পত্রাবলি এবং রিসালাগুলোও বেশ প্রসিদ্ধ। আল্লামা ইবনে খাল্লিকান ওয়াফায়াতুল আ'যান [১খ., পৃ. ১২৮] এচ্ছে তাঁর কিছু পত্র উল্লেখ করেছেন। তাঁর একটি পত্র এরূপ—

لَسْنَا إِذَا طَالَ مَكْنُفُهُ، ظَهَرَ خَيْفُهُ وَإِذَا سَكَنَ مَنَتُهُ تَحَرَّكَ نَتْنُهُ وَكَذَلِكَ الصَّبِيحُ يَفَاؤُهُ، إِذَا طَالَ تَرَاؤُهُ
يَنْقَلِبُ ظِلُّهُ، إِذَا انْتَهَى مَحَلُّهُ، وَالسَّلَامُ.

“পানি যখন দীর্ঘদিন আবদ্ধ থাকে তখন তা নষ্ট হয়ে যায়। আর নষ্ট পানি যখন স্থির হয়ে থাকে তখন তার দুর্গন্ধ বেশি ছড়িয়ে পড়ে। তদ্রূপ মেহমানের অবস্থান দীর্ঘ হলে তার সাক্ষাৎ অপছন্দনীয় হয় এবং তার অবস্থিতি শেষমাত্রায় পৌঁছে গেলে তার ছায়া ভারি হয়ে যায়। ওয়াসসালাম।”

জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে লেখা একটি পত্র এই :

الْمَوْتُ خَطْبٌ قَدْ عَظُمَ حَتَّى هَانَ، وَمَسٌّ قَدْ خُسِنَ حَتَّى لَانَ، وَالذَّنْبُ قَدْ تَكَرَّرَ حَتَّى صَارَ الْمَوْتُ أَخْفَ ظُهُرِهَا، وَجَنَّتْ حَتَّى صَارَ أَصْفَرُ ذُنُوبِهَا، فَلْتَنْتَظِرْ يَمْنَةً، هَلْ تَرَى إِلَّا مَعْنَةً، ثُمَّ يَسْرُهُ هَلْ تَرَى إِلَّا خَسْرَةً.

“মৃত্যু একটি মহাদুর্ঘটনা, যা সহজ হয়ে গেছে এবং এমন এক কঠিন ছোঁয়া, যা সহনীয় হয়ে গেছে। দুনিয়ার কর্মকাণ্ড এমন দুঃসহ হয়ে পড়েছে, যার ফলে মৃত্যু হয়েছে তার অতি হালকা দুর্ঘটনা এবং দুনিয়া এমন সব অপরাধ সংঘটিত করেছে যে, মৃত্যু হলো তার অতি ছোট অপরাধ। তুমি তোমার ডানদিকে তাকিয়ে দেখতে পার, দেখবে কেবল কষ্ট ছাড়া কিছুই নেই, তারপর বাম দিকে লক্ষ্য কর, দেখবে, আক্ষেপ ছাড়া কিছু নেই।”

خَصَرْتَهُ النَّيْ يَمُ كَفَيْتَهُ الْمَخْجَاجَ، لَأَكْفِيَهُ الْحُجَّاجَ، وَمَشَعَرُ الْكَرَمِ لَا مَشَعَرَ الْحَرَمِ، وَمَنْى الصَّبِيحُ لَا مِنْى الْخَبِيفِ وَبَيْتُهُ الصَّلَاتِ كَيْفَتُهُ الصَّلَاةُ -

“তাঁর উপস্থিতি অভাবীদের কা'বা স্বরূপ; কিন্তু হাজীদের কা'বা নয় এবং বদান্যতার মাশআর [কেন্দ্রস্থল], কিন্তু হরমের মাশআর নয়। মেহমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল, কিন্তু মসজিদে খাইফের পার্শ্ববর্তী মিনা নয়। পুরস্কার লাভের কেবলা, কিন্তু নামাজের কেবলা নয়।”

তার একটি রিসালার ভাষা এ রকম :

وَاللَّهُ لَوَلَا يَدٌ تَعَتَّ الْعَجِيرَ، وَكَيْدٌ تَحْتَ الْخَنْجِيرَ، وَطِفْلٌ كَفَرَجَ يَوْمَيْنِ، قَدْ حَبَبَ إِلَيَّ الْعَيْشُ، وَسَلِبَ مِنِّي الرَّأْيُ،
لَمَسَحَتْ يَأْنِي عِنْدَ هَذَا الْمَقَامِ وَلَكِنْ صَبْرًا جَمِيلًا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ -

কাব্য চর্চা : বদীউয় যামান হামাদানীর কাব্য সাহিত্যের বিবেচনায় বেশ উচ্চমানসম্পন্ন, কিন্তু তাঁর গদ্যের সমপর্যায়ের নয়। কাব্য ও গদ্য উভয়টি উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে। আবুল কাসিম নাসিরুদ্দৌলাহ সম্পর্কে নিয়ে কবিতাটি রচনা করেন। এর দ্বারা তাঁর কাব্যের মান অনুমান করা যায়।

غَضِي جُفُونِكَ بَارِيَا * ضُ قَدَّ قَتَنْتِ الْعُورَ غَمْرَا
وَأَقْنِي حَيَاكَ بَارِيَا * حُ قَدَّ كَدَرْتُ الْغُصْنَ هَمْرَا
وَارْفُقْ بِحَبْلِكَ بَاغِمَا * مُ قَدَّ خَدَشْتَ الْوَرْدَ وَخَمْرَا
خَلَعَ الرَّبِيعَ عَلَى الرَّيْ * وَرَوَّعِيهَا خَرًّا وَبَرًّا
وَمَطَارِفًا قَدْ نَقَشَتْ * فِيهَا يَدُ الْأَمْطَارِ طَرًّا
وَكَاَنَّ الْأَمْطَارَ الرَّبِيعَ * إِلَى كَذَى كَفَيْكَ تَعَزَّى
بَا أَسْهَا السَّلَكِ الْآذِي * بِعَسَاكِرِ الْأَمَالِ بَغَزَّى
لَا زَالَ بِكَتَفِ الْأَمِي * رَلْنَا مِنَ الْأَحْدَاثِ حِزًّا

মাকামাত : আত্মা হারীরী ও আত্মা বদীউয় যামান হামাদানীর উভয়ে ছিলেন অতি উম্মাপের পণ্ডিত এবং আরবির ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সর্বত্র তাদের খ্যাতি রয়েছে। তাদের গদ্য ও পদ্যের সুনাম প্রবাদতুল্য। উভয়ে ছোট ছোট রিসালাও রচনা করেছেন এবং মাকামাতও। তবে আত্মা হারীরী তাঁর মাকামাতের শুরুতে স্বীকার করেছেন যে, তিনি মাকামাত রচনায় বদীউয় যামান হামাদানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। ধারণা করা হয়ে থাকে যে, ইমাম ইবনে দুরাইহ [মৃত্যু : ৩২১ হি.]-এর “আল আহাদিসুল আরবাসিন” নামক গ্রন্থের রচনাতৈলীর অনুকরণে বদীউয় যামান হামাদানী তাঁর মাকামাত রচনা করেন। কারও কারও মতে, বদীউয় যামান হামাদানী তাঁর উক্তাদ আহমদ ইবনে ফারিস [মৃত্যু : ৩৯৫ হি.]-এর নিকট থেকে মাকামা রচনার ধরন শিক্ষা করেন। মাকামা সাহিত্য রচনার শিক্ষাগুরু যিনিই হন না কেন, একথা সত্য যে, বদীউয় যামান হামাদানীই সর্বপ্রথম সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্রধারা হিসাবে মাকামা সাহিত্যকে উপস্থাপন করে গ্রন্থ রচনা করেন এবং এ ধারাটির উৎকর্ষ সাধন করে ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে চারখ’ মাকামা রচনা করেন। মাকামা’র ঘটনাগুলোর নায়ক হিসাবে আবুল ফাত্হ ইসকান্দারিকে ঈসা ইবনে হিশামের বর্ণনায় উপস্থাপন করেছেন। আহমদ হাসান যায়্যাভের বর্ণনা মতে, বদীউয় যামান হামাদানীর মাকামাগুলোর মধ্যে কেবল তেস্তান্টি মাকামা পাওয়া যায়, যেগুলো শরাহ লিখেছেন, মিশরের খ্যাতনামা লেখক ও সাহিত্যিক শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্। তবে মহীউদ্দীন আব্দুল হামীদের ভাষ্য সহকারে বদীউয় যামানের যে মাকামাতের কপি পাওয়া যায়, তাতে একান্টি মাকামা রয়েছে।

শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ্ বলেন, বদীউয় যামান হামাদানীর ভাষার অন্যতম স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, ওজস্বিতা ও গাঠীর্থের বিবেচনায় তাঁর ভাষা গ্রামীণ বেদুঈনদের ভাষার উপর গর্ব করতে পারে এবং ভাষার পরিচ্ছন্নতা, বাক্যের গঠন ও সৌন্দর্যের বিবেচনায় শহুরে লোকদের ভাষার সাথে সামঞ্জস্য রাখে। তাঁর ভাষা যেমন পাঠকের মনন ও ভাবনায় তাঁরুতে অবস্থানের চিত্র ঐক্য দেয়, তেমনি প্রাসাদ ও অট্টালিকার অবস্থানের চিত্রও উপস্থাপন করে।

আহমদ হাসান যায়্যাভ বলেন :

نَشْرُ الْبَيْدِيعِ يَسْتَهْزِى الْقُلُوبَ، وَيَمْلِكُ الشُّعُورَ، وَكَلَّمَ مِنْ قَبْلِ الشَّعْرِ الشُّعُورَ، وَلِبَسَانَةٍ تَأْنِيهِ فِيهِ، إِلَّا أَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ جَارٍ مَجْرَى الطَّبْعِ، لَمْ يَفْسِدْ تَكَلُّفٌ وَلَمْ يَهْنُ تَعَمُّقٌ، وَقَدْ جَمَعَ كَلَامَهُ بَيْنَ مَتَانَةِ اللَّفْظِ وَرِشَاقَةِ الْمَعْنَى، وَحَمَالَ الْعِبَارَةَ وَقِفَةَ التَّعْبِيلِ، وَقَدْ تَمَرَّتْ هَذَا الْكَاتِبُ فِي فُتُونِ التَّوَسُّلِ، وَتَعَنَّيَ فِي صُرُوبِ الرِّسَالِ، حَتَّى كَانَ يَحِثُّ قَارِئُ الطَّرِيقَةِ الْعَمِيدَةَ وَابْنَ بَجْدَتِهَا.

“বদীউয় যামান হামাদানীর গদ্য পাঠকের অন্তরকে বিমুগ্ধ করে এবং অনুভূতিকে পরাভূত করে। তাঁর গদ্য সবটুকু গদ্য কবিতার অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে এক প্রকার শৈল্পিক প্রভাব রয়েছে। তবে এসব সত্ত্বেও তাঁর গদ্য স্বাভাবিক গতিতে চলমান। কোনোরূপ কৃত্রিমতা তাকে বিনষ্ট করেনি এবং ভাষার চাতুর্ঘ্য তাকে দুর্বোধ্য করেনি। তাঁর ভাষায় একই সাথে রয়েছে শব্দের গাঠীর্থ ও অর্থের সৌন্দর্য এবং বর্ণনার উৎকর্ষ ও ভাবনার সূক্ষ্মতা। এ লেখক স্বভাবগতিসম্পন্ন সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় পরিবর্তন সাধন করেছেন এবং নানা রকম রিসালা প্রণয়নে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। ফলে তিনি যথার্থরূপে ইবনুল ‘আমীদের সাহিত্যধারার বীর অস্থায়ী এবং বিশেষজ্ঞ সাব্যস্ত হয়েছেন।” —[তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭৬]

বদীউয় যামান ও হারীরী : বদীউয় যামান হামাদানী যেহেতু সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্রধারা হিসেবে মাকামা সাহিত্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাই তিনি হারীরীর অগ্রজ। তাছাড়া হারীরী তাঁর মাকামাতের শুরুতে বদীউয় যামানের অনুসরণে মাকামাত রচনার কথা শুধু স্বীকারই করেননি, অগ্রবর্তিতায় বদীউয় যামানের মর্যাদাপ্রাপ্তির কথাও অকপটে উল্লেখ করেছেন। তবে সাহিত্যের মান বিচারে কার রচনা বেশি উৎকৃষ্ট এবং উভয়ের মধ্যে সাহিত্য কে বেশি পাণ্ডিত্যের অধিকারী তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আত্মা শারীশী তাঁর সমসাময়িক এক সাহিত্যবিশারদের অতিমত উল্লেখ করেছেন যে, তাঁকে বদীউয় যামান ও হারীরীর মধ্যে তুলনামূলক বিচার করতে বলা হলে তিনি বলেন, বদী’ তে বদীউয়যামান অর্থাৎ সমকাকলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি, পক্ষান্তরে হারীরী বদীউয় ইয়াওম [উর্বাং, একদিনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী]-ও নয়।

শারীশী তাঁর জটন শিক্ষাক্ষেত্রের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, বদীউয় যামানের মাকামাতে ভাষার স্বভাবগতি বিদ্যমান রয়েছে। পক্ষান্তরে হারীরীর মাকামাতে ভাষার স্বভাবগতি ব্যাহত হয়েছে এবং শব্দ প্রয়োগে অযথা জোরে খাটানো হয়েছে। বদীউয় যামান হামাদানী তাঁর শাগরিদদের বলতেন, তোমরা কোনো বিষয়বস্তু নির্ধারণ কর, আমি সে বিষয়ে মাকামা লিখিয়ে দিচ্ছি। সে মতে শিষ্যরা নিজেদের পছন্দমতো বিষয়বস্তু নির্ণয় করতেন, তারপর আত্মা বদীউয় যামান তৎক্ষণাৎ সে বিষয়ে মাকামা লিখিয়ে দিতেন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আদ্রামা বদীউয় যামান ছিলেন আরবি সাহিত্যের একজন কাশজরী সাহিত্যদ্রষ্টা ও পণ্ডিত। তাছাড়া মাকামা সাহিত্যকে আরবি সাহিত্যের স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে উপস্থাপনের তিনিই পথিকৃত। আদ্রামা হারীরী তাঁর অনুসারী বটে। কিন্তু আদ্রামা হারীরী তাঁর মাকামাতে সাহিত্যের নানাবিধ শৈল্পিক দিককে নতুন নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন, বদীউয় যামানের মাকামাতে পরিলক্ষিত হয় না। এটা অবশ্য উপেক্ষা করার মতো নয় যে, হারীরীর মাকামাতের তুলনায় বদীউয় যামানের মাকামাতের ভাষা অধিক স্বভাবশিস্পন্ন। তবে পাঠক-সমাদর ও যত্নকর্মের প্রতি লক্ষ্য করলে বলা যায় যে, হারীরীর মাকামাত যেরূপ সমাদৃত হয়েছে এবং যেরূপ সেবাকর্মের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে তার এক শতাংশও বদীউয় যামানের মাকামাতের ভাষণে জোটেনি। এমনকি বদীউয় যামানের মাকামাতের যে খ্যাতি ও পরিচিতি রয়েছে, তাও সম্ভবত হারীরীর মাকামাতের ভূমিকায় প্রদত্ত স্বীকৃতির কারণেই।

আদ্রামা হারীরী নিজেও তাঁর মাকামাত বদীউয় যামানের মাকামাত অপেক্ষা উচ্চমানসম্পন্ন হওয়ার কথা বেশ প্রাঞ্জলতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে তিনি মাকামাতের ভূমিকায় বদীউয় যামানের অগ্রবর্তিতা ও মর্যাদার কথা ঘাঘহীনভাবে স্বীকার করেছেন, তারপর ‘আদী ইবনু’র রিকা’র কবিতার দুটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন, যার শেষে **لَا تَنْفُضُ لِمَنْفَعَةٍ** বাকটি রয়েছে। এতে অতি মার্জিতভাবে ইঙ্গিত করেছেন যে, এক্ষেত্রে বদীউয় যামানের মর্যাদাপ্রাপ্তি কেবল মাকামা সাহিত্যকে স্বয়ং ধারায় উপস্থাপনের অগ্রবর্তিতার কারণেই; অন্য কোনো কারণে নয়। এরপর ষষ্ঠ মাকামায় আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন যে,

رَمَلُ لِفَنَدَمَا إِذَا نَعِمَ النَّظَرُ مِنْ حَضَرٍ غَيْرِ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ الْمَوَارِدِ، الْمَعْقُولَةِ الشَّوَارِدِ، الْمَأْتُورَةِ عَنْهُمْ لِنَقَادِمِ الْمَوَالِدِ، لَا تَنْقُضُ الْمَصَادِرَ عَلَى الْمَوَارِدِ.

“যখন উপস্থিত জনতা ভালভাবে লক্ষ্য করবে [তখন তারা দেখতে পাবে যে,] পূর্ববর্তীদের জন্য অব্যাহতস্বরূপা ঘোলাটে ঘাটের আলোচ্য বিষয় ব্যতীত কিছু আছে কি? যা তাদের কাছ থেকে জনের পূর্ববর্তিতার কারণে বর্ণিত হয়; আগমনকারী অপেক্ষা প্রস্থানকারীর অগ্রসরতার কারণে নয়।”

এরপর সাতচল্লিশতম মাকামায় বলেন—

إِنْ يَكُنِ الْإِسْكَندَرِيُّ قَبْلِي * فَالَطَّلُ قَدْ يَبْدُو أَمَامَ الْوَلِيِّ * وَالْفَضْلُ لِلْوَلِيِّ لَا لِلطَّلِ

“যদি আবুল ফাত্হ ইসকান্দারী আমার পূর্বে এসে গিয়ে থাকে তাতে কি, কেননা শিশির কখনো বৃষ্টির পূর্বে পরিলক্ষিত হতে পারে। এতদসত্ত্বেও প্রাধান্য বৃষ্টিরই প্রাপ্য, শিশিরের নয়।”

এভাবে আদ্রামা হারীরী বদীউয় যামানের মোকাবিলায় নিজের প্রাধান্য তুলে ধরেছেন।

হারীরীর মাকামাত অপেক্ষা বদীউয় যামানের মাকামাত কম সমাদৃত হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে,

১. কোনো কাজের প্রথম প্রয়াস সাধারণত সবদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হয় না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্রয়াস যদি কোনো অধিকতর যোগ্য ব্যক্তির হাতে সূচিত ও সম্পাদিত হয় তবে তা প্রথম প্রয়াস অপেক্ষা বেশি পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর হয়। এ বিবেচনায় মাকামা সাহিত্যের ধারাটি বদীউয় যামানের হাতে স্বাতন্ত্র্য পেলেও হারীরীর হাতে সম্ভবত এ ধারাটি পূর্ণাঙ্গতা, পরিচ্ছন্নতা ও অধিক পরিমার্জনা পেয়েছে।
২. আদ্রামা হারীরী তাঁর মাকামাতে আরবি ভাষার অলঙ্কার ও সাহিত্যের বিভিন্ন শৈল্পিক দিককে নতুন নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করেছেন। তাতে মাকামা সাহিত্যের যে একর্থেয়মি রয়েছে তা তিনি কিছুটা হলেও ভেঙ্গে দিয়ে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে বদীউয় যামানের মাকামাত যেহেতু এ ধারার প্রথম সৃষ্টি, তাই সম্ভব কারণে সেখানে এসব নতুন নতুন উপস্থাপনা অনুপস্থিত। উল্লেখ্য যে, সাহিত্যের যে কোনো ধারায় একর্থেয়মি পছন্দনীয় আঙ্গিক নয়।
৩. হারীরীর মাকামাতখানি বেশি সমাদৃত হওয়ার তৃতীয় কারণ সম্ভবত এই যে, এটি রচিত হওয়ার পর স্বয়ং লেখকের কাছে অজস্র পাঠক এর পাঠ গ্রহণ করেছেন। যার কারণে স্বয়ং লেখকের নিজ হাতে এর সাতশ’ কপি অনুলিপি তৈরি করতে হয়েছে। এ ছাড়াও প্রায় নশ’ বছরের অধিককাল যাবৎ হারীরীর মাকামাতখানি বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে বদীউয় যামানের মাকামাত অপেক্ষা বেশি পাঠ্যতালিকাভুক্ত রয়েছে। এ তুলনায় বদীউয় যামানের মাকামাতের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তি অতি সীমিত ও খণ্ডিত।
৪. ইসলামের প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সবসময় শী’আ সম্প্রদায়ের সাথে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের বিরোধ অতি প্রকটিত ছিল এবং রয়েছে। তাই এক সম্প্রদায়ের শিল্প-সাহিত্য অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যথাযোগ্য সমাদর, মর্যাদা ও স্বীকৃতি পায়নি। বিশেষ করে শী’আ সম্প্রদায়ের আকীদা-বিশ্বাসের একপেশেপনা তাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের পরিবেশ থেকে আলাদা ও একঘরে করে রেখেছে। উল্লেখ্য যে, আলামা বদীউয় যামান হামাদানী ছিলেন শী'আ মতাবলম্বী। পঞ্চাশতরে আলামা হারীরী ছিলেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাত ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে বদীউয় যামান হামাদানীর মাকামাত যথাযথ সমাদৃত না হওয়ার একটি কারণ এটাও হতে পারে।

বদীউয় যামানের রচনাবলি : আলামা বদীউয় যামান হামাদানী মাকামাত রচনা ছাড়াও বহু রিসালা প্রণয়ন করেছেন। সেগুলোও আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কারের বিচারে অনেক উচ্চ মানে উত্তীর্ণ। তাই ইবনে খাল্লিকান ওয়াফাফাতুল আ'যান গ্রন্থে তাঁকে **صَاحِبُ الرِّسَالِ الرَّانِفَةِ وَالْعَقَائِبَاتِ الْفَانِيَةِ** [অর্থাৎ উৎকৃষ্ট রিসালা প্রণেতা ও উচ্চমানসম্পন্ন মাকামাতের রচয়িতা] বলে উল্লেখ করেছেন। হাকিম আবু সাঈদ আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ তাঁর পদ্মাবলি একত্রে সংকলন করেছেন। এ ছাড়া তাঁর একটি কাব্যসংকলনও রয়েছে। তাঁর মাকামাত গ্রন্থখিনি শায়খ মুহাম্মদ আবদুল্ল শরাহ করেছেন। মুহীউদ্দীন আব্দুল হামীদও মাকামাতে বদী'র একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেছেন।

মৃত্যু : আলামা বদীউয় যামান হামাদানী ১০ জুমাদাল উথরা, রোজ শুক্রবার ৩৯৮ হিজরিতে হেরাত শহরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন। কেউ কেউ তাঁর মৃত্যু-সন ৩৯৩ হিজরি বলে উল্লেখ করেছেন। মৃত্যু কিভাবে সংঘটিত হয়েছে তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। আবার কারও মতে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে।

মৃত্যুর এক বিস্ময়কর ঘটনা : আলামা ইবনে খাল্লিকান হাকিম আবু সাঈদের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, আলামা বদীউয় যামান অসুস্থ ছিলেন। প্রচণ্ড অসুস্থতার কারণে তিনি এরূপ বেইশ হয়ে পড়েন যে, লোকেরা মনে করেন, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। তাই তারা তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করে তাঁকে সমাহিত করে ফেলেছেন। অথচ তখনও তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবিত ছিলেন। কবরে দাফন করার পর তাঁর হাঁশ ফিরে এলে তিনি চিৎকার শুরু করেন। লোকেরা আয়োজ্য শুনে কবর খুলে দেখল যে, তিনি নিজের দাফি ধরে পড়ে আছেন। বোঝা গেল যে, হাঁশ আসার পর কবরের ভয়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।

মাকামা সাহিত্য ও মাকামাতে হারীরী

মাকামা'র সংজ্ঞা : প্রখ্যাত আরবি ভাষাবিদ আহমদ হাসান যায়্যাভ বলেন,

الْمَقَامَةُ جُكَايَةٌ قَصِيرَةٌ أَنْبَغَةُ الْأَلْسُونِ تَتَنَبَّلُ عَلَى عِظَةِ أَوْ مَلَحَةٍ

“রম্য রচনার ধাঁচে রচিত এরূপ ছোট গল্পকে মাকামা বলা হয়, যাতে কোনো উপদেশ বা রসাত্মক বর্ণনা থাকে।”

‘মাকামা’ শব্দটি মূলত ‘মাকাম’ শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ দাঁড়াবার স্থান। ধীরে ধীরে শব্দটির অর্থে ব্যাপকতা সৃষ্টি হয় এবং শব্দটি যে কোনো স্থান ও মজলিস অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। আবার কখনও এ শব্দ দ্বারা মজলিসে উপস্থিত লোকদের বৃদ্ধানে হয়। যেমন প্রখ্যাত হামাসী কবি কাওতাল কিলারী বলেন—**تَشْتَتُ زِيَادًا وَالْمَقَامَةُ بَيْنَنَا * وَذَكَرْتُه أَرْحَامَ سَعِيرٍ وَهَيْتُمْ**

“আমি যিয়াদকে আদ্বাহর কসম দিলাম। তখন আমরা একই মজলিসের সাথী ছিলাম। আর আমি তাকে সের'ও হায়সাম গোত্রের আদ্বীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।”

উল্লেখ্য যে, উক্ত শ্লোকে **مَقَامَةُ** শব্দটি মজলিস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এরপর শব্দটি মজলিসে প্রদত্ত বক্তৃতা, ওয়াজ ও উপদেশ অর্থেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে। এ থেকে বক্তাদের বক্তৃতাকে **مَقَامَاتُ الرِّمَادِ** ও গুলী-বুয়ুগদের উপদেশকে **مَقَامَاتُ الْخُطْبِ** বলা হয়।

কোনো মনোরম গল্প বলা, সুন্দর উপদেশ দেওয়া অথবা কোনো জ্ঞানগর্ভ ব্যবশ্য পেশ করা মাকামা রচনার উদ্দেশ্য নয়। এটি সাহিত্যের একটি শিল্পমণ্ডিত শাখা। এর উদ্দেশ্য থাকে ‘শিল্পের জন্য শিল্প।’ এতে থাকে ভাষার ছন্দময় ধাঁচে নতুন নতুন শব্দমালা ও অভিনব বাক্যাবলির গঠন। ফলে পাঠকের মন এর অর্থ দ্বারা প্রভাবিত ও উপকৃত হওয়ার চেয়ে শব্দের অলঙ্কার ও গাঁথনি দ্বারা অধিক তৃপ্ত ও বিমুগ্ধ হয়। তাই এরূপ রচনায় গািল্লিক ও ঔপন্যাসিক রীতি-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। সুতরাং মাকামাতে রচয়িতাগণ গল্প-কাহিনীকে যথোচিত চিত্রায়ণ ও গািল্লিক চরিত্রলোকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করার প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। —[ভারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ২৯২-২৯৩]

মাকামা রচনার ইতিহাস : গল্প-সাহিত্যের এ শাখাটি আব্বাসীয় যুগের মাঝামাঝি সময় সৃষ্টি হয়। তখন ছিল আরবি সাহিত্য-শিল্পের ভরা যৌবন। বলা হয়ে থাকে যে, আহমদ ইবনে ফারিস [মৃত্যু : ৩৯৫ হি.] মাকামা রচনার দ্বারা আবিষ্কার

করেন এবং তাঁর অনুসরণে তাঁর ছাত্র বদীউ'খ-যামান হামাদানী তাঁর মাকামাত রচনা করেন। কিন্তু প্রখ্যাত আরবি জায্বিদ আহমদ হাসান যাদ্যাড বলেন, মুহাম্মদ ইবনে ফারিসের ছাত্র আবুল ফযল আহমদ ইবনুল-হসাইন ওরফে বদীউ'খ-যামান হামাদানী [মৃত্যু : ৩৯৮ হি.] ইবনে দুরায়দের অনুসরণে বিভিন্ন বিষয়ে চারশ' মাকামা রচনা করেন। তাঁর রচিত মাকামাতুলোর শৈল্পিক, সাহিত্যিক ও আলাঙ্কারিক মান বিচারে তিনি সাহিত্যের এ শাখার ইমাম ও অনুসৃত ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন। তবে তাঁর রচিত মাকামাতুলো থেকে কেবল তেগ্গান্ন মাকামা [আমাদের অনুসন্ধান ও সংগ্রহ মৃত্যাবিক কেবল একান্ন মাকামা] পাওয়া যায়। তারপর আল্লামা হারীরী বদীউ'খ-যামান হামাদানীর অনুসরণে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন। তাঁদের পরেও অনেক আরবি সাহিত্যিক মাকামা রচনা করে তাদের লেখার উপজীব্য বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন। তবে সে সব মাকামা বদীউ'খ-যামান হামাদানী ও হারীরীর মাকামার ন্যায় মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। যারা পরবর্তীকালে মাকামা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন :

১. শাহ ফায়রুখ ইবনে সাদ ইবনে আব্দুস সায্যিদ ইবনে মানসুর ওরফে আবুল হায়জা' ইবনে আবুল ফাওয়ারিস। ইয়াকুত হামাবীর বর্ণনা মতে, শাহ ফায়রুখ-এর পিতার নাম শু'আয়ব। [মৃত্যু : ৫৩০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ أَبِي النُّجَّاءِ**।
২. মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ আড-তামিমী আস-সারাকুসতী ওরফে ইবনুল-আশতারকুনী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ التَّجَمُّعِيَّةُ السَّرَفِيَّةُ الزُّوْبِيَّةُ**। এতে পঞ্চাশটি মাকামা রয়েছে। লেখক কর্তব্যে অবস্থানকালে হারীরীর রচিত মাকামাত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এটি রচনা করেছিলেন। এতে তিনি চরিত্ররূপে মুনথির ইবনে হাখামের বর্ণনায় সায়েব ইবনে তাখামের কাহিনী বিবৃত করেছেন।
৩. আবুল কাসিম মাহমুদ ইবনে ওমর ওরফে আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الزَّمَخْشَرِيَّةُ**।
৪. আলী ইবনে বাস্লাম আশ-শানতারীনী আল-আন্দালুসী [মৃত্যু : ৫৪২ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ ابْنِ بَسَّامٍ**। এতে ত্রিশটি মাকামা রয়েছে। লেখক এটি কাজী আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল কাসিম আশ-শাহরাযুরী [মৃত্যু ৫৮৬ হি.]-এর উদ্দেশ্যে রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে লেখক বলেন, 'হারীরী তাঁর মাকামাতে দুর্বোধ শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন এবং কঠিন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। পঞ্চাশত্রে তিনি উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝামাঝি একটি পছন্দনীয় পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি একে বিরক্তিকর দীর্ঘ করেন নি এবং অতি সংক্ষেপও করেননি।' কিন্তু লেখকের এ বক্তব্য সমাদৃত হয়নি।
৫. হাসান ইবনে সাফী ওরফে মালিকুন-নুহাত [মৃত্যু : ৫৬৮ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ**। লেখক মালিকুন-নুহাত বলতেন, "আমার মাকামাতের বর্ণনা সত্য ও যথার্থ। আর হারীরীর মাকামাতের বর্ণনা মিথ্যা ও অসার।"
৬. আবু মানসুর আহমদ ইবনে জামীল ইবনুল হাসান ইবনে জামীল আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৫৭৭ হি.]। তিনি হারীরীর অনুসরণে একশানী মাকামাত গ্রন্থ রচনা করেন।
৭. আবুল আব্বাস ইয়াইয়া ইবনে-সাদ্দ ইবনে মারী নাসরানী [মৃত্যু : ৫৮৯ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ النَّصْرَانِيَّةُ**। লেখক এতে হারীরীর অনুসরণে ষাটটি মাকামা রচনা করেন। ইয়াকুত হামাবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.] বলেন, তিনি এ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট অবদান রেখেছেন। কিন্তু আল্লামা খলীল ইবনে আইবাক আস-সাফাহানী [মৃত্যু : ৭৬৪ হি.] বলেন, তিনি এ ক্ষেত্রে কোনো উৎকৃষ্ট অবদান রাখতে পারেন নি, এমন কি উৎকৃষ্টতার কাছেও পৌঁছতে পারেন নি। আল-মাকামাতুল-জাযারিয়া ও আল-মাকামাতুল-তামিমিয়া এর চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট। অথচ সে দুটিও [সাহিত্যমানের বিচারে] হারীরীর কাছে পৌঁছতে পারে নি।
৮. আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আলী ওরফে ইবনুল-জাওযী [মৃত্যু : ৫৯৭ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الْجَوْزِيَّةُ**।
৯. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ওরফে বদরুদ্দীন রাযী হানাকী [মৃত্যু : ৬৩০ হিজরির পরে]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ بَدْرُ الدِّينِ**। এতে তিনি বারোটি মাকামা রচনা করেছেন এবং তাতে তিনি কা'কা ইবনে যিনবা প্রমুখকে কাহিনীর বর্ণনাকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

১০. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী দিমাশকী [মৃত্যু : ৬৮৯ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الْمَعْرُوفَةُ**।
১১. বাহাউদ্দীন আলী ইবনে ঈসা ইবনে আবিল ফাত্হ আল-ইরবিলী [মৃত্যু : ৬৯২ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الْأَرْبَعُ**।
১২. মা'দ ইবনে নাসরুদ্দাহ ওরফে যায়নুদ্দীন ইবনু'স-সায়কাল জাযারী [মৃত্যু : ৭০১ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الرَّبَّيَّةُ** -লেখক এতে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেছেন। এগুলো তিনি হারীরীর মাকামাতের মোকাবিলায় রচনা করেন। এতে গল্পের চরিত্র স্বরূপ কাসিম ইবনে জিরয়ালকে বর্ণনাকারী ও আবু নাসর মিসরীকে কাহিনীর নায়ক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।
১৩. শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনু'ল-হাসান ওরফে ইবনু'স-সায়গ [মৃত্যু : ৭২০ মতান্তরে ৭২২ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ الشَّاهِدِيَّةُ** - মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে খলীল ওরফে কাযী শিহাবুদ্দীন আল-খুওয়ারী [মৃত্যু : ৬৯৩ হি.]-এর উদ্দেশ্যে লেখক এটি রচনা করে তাঁর নামে নামকরণ করেন।
কিন্তু সত্য হলো এই যে, তাঁর মাকামাত হারীরীর মাকামাতের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি; বরং উভয়ের মধ্যে সাহিত্যমানের দূস্তর ব্যবধান রয়েছে।
১৪. নাসিরুদ্দীন শাফে' ইবনে আলী আল-আসকালানী [মৃত্যু : ৭৩০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْمَقَامَاتُ النَّاصِرِيَّةُ**।
১৫. ওমর ইবনে মুজাফ্ফর ওরফে যায়নুদ্দীন ইবনু'ল-ওয়ারনী [মৃত্যু : ৭৪৯ মতান্তরে ৭৪৩ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ أَبِي الرَّوْثِي**।
১৬. আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর ওরফে জালালুদ্দীন সুহূতী [মৃত্যু : ৯১১ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ السُّوْطِي**। এতে বিভিন্ন বিষয়ে উনত্রিশটি রিসালা রয়েছে। এগুলোকে লেখক মাকামাত নামকরণ করলেও মূলত এগুলো মাকামা অপেক্ষা রিসালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।
১৭. সিরাজুদ্দীন আবুল আক্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল হাই আল-হালাবী আল-ফাসী [মৃত্যু : ১১২০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **الْحُلُّ السُّنْدِيَّةُ فِي الْمَقَامَاتِ الْأَحْمَدِيَّةِ الْقُدْسِيَّةِ** মতান্তরে **مَقَامَاتُ سِرَاجِ الدِّينِ**। লেখক গ্রন্থানি মাকামাতে হারীরীর মোকাবিলায় রচনা করেছেন।
১৮. মুতাফা ইবনে আবু মুহাম্মদ বীরাম আল-আমাসী আল-হানাকী উপাধি আল-আকিফ আর-রুমী ওরফে মুআইনী যাদাহ [মৃত্যু : ১১৭৩ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ الْعَاكِي**। তিনি হারীরীর অনুকরণে দশটি মাকামা রচনা করেন।
১৯. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আত-তুনিসী ওরফে আল ওয়ারগী [মৃত্যু : ১১৯০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ الرَّوْغِي**।
২০. আস-সাইয়েদ আবুল ফায়য আহমদ ইবনে আব্দুল লতীফ ইবনে আহমদ আল-বারবীর আল-হাসানী আল-বায়রুতী [মৃত্যু : ১২২৬ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ الْبَرْبَرِي**।
২১. শিহাবুদ্দীন আবুস সানা মাহমুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হসাইনী আল-আলুসী (ভাফসীরে রুহুল মা'আনীর প্রণেতা, [মৃত্যু : ১২৭০ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ ابْنِ الْأَثَرِي** মতান্তরে **مَقَامَاتُ الْأَثَرِي**। এটি তাসাউফ ও আখলাক সম্পর্কিত মাকামাত। আদ্রামা যমখশরীর মাকামাতের মোকাবিলায় লেখক এটি রচনা করেন।
২২. নাসীফ (نَاسِيف) ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে নাসীফ ইবনে জাানবুলাত আল-ইমায়িখী আল-দুবনানী আল-ইরাসুদী [মৃত্যু : ১২৮৭ হি.]। তাঁর মাকামাতের নাম **جَمْعُ السُّنَنِ**। তিনি হারীরীর অনুকরণে ৬০টি মাকামা রচনা করেন।
২৩. ইবরাহীম ইবনে আলী আল-আহমাদ আত-তারাবুদুসী [মৃত্যু : ১৩০৮ হি.]। তাঁর রচিত মাকামাতের নাম **مَقَامَاتُ الْأَحْدَبِ**। এতে তিনি হারীরীর অনুকরণে নব্বইটি মাকামা রচনা করেছেন। এ ছাড়া নৈতিকতা সম্পর্কিত আত্মও কথিত মাকামা রয়েছে। সেই রচনার নাম **قَرَائِدُ الْأَطْرَافِ**।

মাকামাতে হারীরীর রচনা কাল : শায়খ হিবাতুল্লাহ ইবনে ফখল বর্ণনা করেন যে, ৪৯৫ হিজরিতে মাকামাতে হারীরীর রচনা শুরু হয় এবং ৫০৪ হিজরিতে রচনা সমাপ্ত হয়। যাকারুল্লা মুহাসসিনীনের লেখক ইবনুল আসীরের বরাতে উপরিউক্ত বর্ণনার উপর আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আল্লামা ইবনুল আসীরের মতে, মাকামা রচনার সূচনা কাল সম্পর্কে উল্লিখিত বর্ণনা সঠিক, তবে সমাপ্তির যে সন উল্লেখ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। কারণ দুবায়স ইবনে সাদাকা আল-আসাদীর কণ্ঠা মাকামাতে হারীরীতে উল্লেখ রয়েছে। হারীরীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, দুবায়স ইবনে সাদাকা আল-আসাদী তখন একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। অথচ মাকামাত রচনাকালে [অর্থাৎ, ৫০৪ হিজরির পূর্বে] তিনি ছিলেন একজন বালক। এটা মাকামাতের বর্ণনার সাথে মেলেন না। অতএব এটি মাকামাত রচনার সমাপ্তিকাল আরও পরে ধরা হয় তবে তা মাকামাতের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

কিন্তু উপরিউক্ত আপত্তি ও তার উপাত্ত কিছুটা পর্যালোচনা ও বিবেচনার অবকাশ রাখে। কেননা দুবায়স ইবনে সাদাকা, যার নাম মাকামাতে হারীরীতে উল্লিখিত হয়েছে, তিনি বাগদাদের পার্শ্ববর্তী হিলা নামক অঞ্চল ও তার আশপাশের এলাকার স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি ৪৬৩ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ৫০১ হিজরিতে তাঁর পিতা রাজা সাদাকা ইবনে মনসুর আব্বাসী খলীফা মুসতাজ্জিহর বি-আমরিয়াহর বাহিনীর হাতে নিহত হন এবং তিনি তাদের হাতে বন্দী হয়ে বাগদাদে নীত হন। পরবর্তীতে তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে ৫১২ হিজরিতে পুনরায় হিলায় গমন করলে হিলার অদিবাসীরা তাকে তাঁর পিতার স্থলে স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তিনি হিলাবাসীর স্বাধীন রাজা হিসাবে অধিষ্ঠিত হন। ৫১৭ হিজরিতে খলীফা মুসতারশিদ বিলাহ ইবনে মুসতাজ্জিহর বিলাহর সাথে পুনরায় তাঁর বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ তাদের মধ্যে বিরোধ ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। ৫২৯ হিজরিতে খলীফা মুসতারশিদ বিলাহ নিহত হলে দুবায়স ইবনে সাদাকাকে এ হত্যাকাণ্ডের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। তারই জেদে হিসাবে প্রায় ১৭ বছর ক্ষমতায় থাকার পর তিনি ৫২৯ হিজরিতে এক আততায়ীর হাতে নিহত হন।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁর বয়স যখন ৩২ বছর ছিল তখন মাকামাত রচনার সূচনা হয় এবং তাঁর বয়স যখন ৪১ বছরে উন্নীত হয় তখন মাকামাত রচনার কাজ সমাপ্ত হয় সুতরাং মাকামাত রচনার সময় দুবায়স ইবনে সাদাকা বালক ছিলেন -এ তথ্য সঠিক নয়। তবে এ থেকে এটুকু প্রমাণিত হয় যে, তখন তিনি রাজা হিসাবে ক্ষমতা লাভ করেন নি। হাঁ, পিতার শাসনামলেই হয়ত রাজ্যের কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন। সুতরাং হারীরী হয়তো দুবায়স ইবনে সাদাকা একজন প্রভাবশালী রাজপুত্র হিসাবে তার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে মাকামাতে তার নাম উল্লেখ করে থাকবেন। অথবা ইবনুল আসীরের অভিমতটি যদি আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয় তবে বলতে হবে যে, উনচল্লিশতম মাকামাটি [যেখানে দুবায়স ইবনে সাদাকার নাম উল্লিখিত হয়েছে] হয়তো হারীরী দুবায়স ইবনে সাদাকা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন, যা পরবর্তীতে বিন্যাসে উনচল্লিশতম মাকামা হিসাবে স্থান পেয়েছে। যেমন এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, আটচল্লিশতম মাকামাটি হারীরী প্রথম রচনা করেছিলেন, যা পরবর্তী বিন্যাসে আটচল্লিশতম স্থান লাভ করেছে।

খায়রুদ্দীন যিরিকলী বলেন, দুবায়স ইবনে সাদাকা হারীরীর সমসাময়িক ছিলেন এবং হারীরী তাঁর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে তাঁর মাকামাতে দুবায়সের নাম উল্লেখ করেছেন। [দ্র. যিরিকলী, আল-আলাম, শিরো, দুবায়স ইবনে সাদাকা]

মাকামা রচনার ধরন : আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাত রচনায় বদীউ'য-যামান হামাদানীর অনুসরণ করেছেন এবং তাঁরই রচনাশৈলী অবলম্বন করেছেন। আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাতের ভূমিকায় বলেন :

“অতঃপর সে ব্যক্তি, যার ইঙ্গিত নির্দেশের সমতুল্য এবং যার আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ, তিনি আমাকে বদীউ'য-যামান হামাদানীর অনুকরণে কয়েকটি মাকামা রচনা করার জন্য ইঙ্গিত করলেন। ... এবং আমি দুঃখ-বেদনার শিকার হওয়া সত্ত্বেও পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করলাম। তাতে রয়েছে যথার্থ ও রসাত্মক কথা, সহজ-মিষ্ট ও সাবলীল শব্দ, চমকপ্রদ বর্ণনা ও তার মর্গ-মুক্তা এবং সাহিত্যের চটকার ও দ্রুত কথাবার্তা। এর পাশাপাশি আমি তাকে কুরআনের আয়াত ও সুন্দর সুন্দর ইস্তিবহ বাক্যাবলি দ্বারা অলঙ্কৃত করেছি এবং আমি তাতে আরবি প্রবাদ-প্রবচন, সাহিত্যিক রম্য গল্প, ব্যাকরণিক ধাঁধা, আভিধানিক ফতওয়া, অভিনব পত্রাবলি, সালসার বক্তৃতামালা, ত্রুন্দনোদ্রেকর উপদেশাবলি ও মনোহর হাস্যরসাত্মক কথাবার্তা সংযোজন করেছি।”

আল্লামা হারীরী মাকামাতের পঞ্চাশটি মাকামার মধ্যে প্রথম প্রথম মাকামাটি আধ্যাত্মিকতা বিষয়ক, পঞ্চম ও দশম মাকামাটি রসিকতা বিষয়ক এবং ষষ্ঠ মাকামাটি সাহিত্য বিষয়করূপে সম্পূর্ণ গ্রন্থ বিন্যস্ত করেছেন।

সে মতে লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম মাকামাটিতে দুনিয়াবিমুখতা ও আল্লাহভীরুতা সম্পর্কিত একটি আবেদনশীল বক্তৃতা রয়েছে। এরপূর্বে প্রত্যেক দশকের প্রথম মাকামাটি দুনিয়াবিমুখতা বিষয়ক। তদ্রূপ প্রত্যেক দশকের ষষ্ঠ মাকামায় সাহিত্যের নতুন নতুন বিষয়াদি উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম দশকের ষষ্ঠ মাকামায় তিনি এমন একটি পত্র উপস্থাপন করেছেন, যার শব্দাবলির মধ্যে

একটি শব্দ নুকতাবিহীন এবং তার পদের শব্দটি সম্পূর্ণ নুকতায়ুক্ত। এভাবে আল্লাহ হারীর সম্পূর্ণ পত্রটি সমাপ্ত করেছেন।
পত্রটি সূচনা এ রকম :

اَلْكَرَمُ تَبَتَّ اللّٰهُ حَبِشَ سَعُوْدِكَ يَرْيَنُ ، وَالْوَمُ غَضَّ الدَّمَرُ جَفَنَ حَسُوْدِكَ يَشِيْنُ ، وَالْأَرْوَعُ يُوْجِبُ ، وَالْمَعُوْرُ
يُخْبِئُ وَالْحَلَّاحُ يَخْبِئُ وَالْمَاجِلُ يَخْبِئُ

দ্বিতীয় দশকের ষষ্ঠ মাকামায় লেখক আরবি সাহিত্যের আর একটি শৈলী উপস্থাপন করেছেন। তাতে এমন কিছু বাক্য উপস্থাপন করেছেন যেগুলো শুধু থেকে গঠিত হলে যে রকম বাক্য গঠিত হয়, বাক্যের শেষের দিক থেকে পড়লে ও তদ্রূপ শব্দ গঠন করা যায়। যেমন—

১. لَمْ أَخْلُقْ ۲. كَيْفَ رَجَاءً ۳. سَكَيْتُ كُلَّ مَنْ نَمَ لَكَ نَكِسٌ ۴. مَنْ يَرْبُ إِذَا بَرَّيْنُ ۵. لَذِيْ كُلِّ مُزْمَلٍ إِذَا
لَمْ يَمْلِكْ يَذَلُّ .

তৃতীয় দশকের ষষ্ঠ মাকামায় অপর একটি নতুন রচনাশৈলী প্রদর্শন করেছেন, যাতে একটি পত্রের প্রতিটি শব্দের একটি হরফ নুকতাবিহীন এবং পরের হরফটি নুকতায়ুক্ত। যেমন—

أَخْلُقُ سَيِّدَنَا حُبًّا ، وَيَعْقُوْبُهُ يَلْبُ ، وَقَرْنُهُ تُحَدُّ ، وَنَأْيُهُ تَلَفٌ ، وَخُلُقُهُ نَسَبٌ ، وَقَطِيعَتُهُ نَصَبٌ ، وَغَرْمُهُ ذَلِيْقٌ ،
وَسَهْمُهُ تَاتِلِيْقٌ ، وَطَلْفُهُ زَانٌ ، وَقَوْمُهُ نَهْجُهُ بَانَ ، وَدَهْنُهُ قَلْبٌ وَجَرَبٌ ، وَنَعْتُهُ شَرْقٌ وَغَرَبٌ -

চতুর্থ দশকের ষষ্ঠ মাকামাটিতে রয়েছে বেশ কিছু ধাঁধা সাহিত্যের উপস্থাপনা। আর পঞ্চম দশকের ষষ্ঠ মাকামায় একরূপ দশটি বয়াত পেশ করেছেন, যেগুলোর প্রতিটি শব্দ নুকতাবিহীন। যেমন—

وَأَوْرِدِ الْأَمْلَ وَرَدَ السَّامَحَ	أَعِدُّ لِعَسَاوِكَ حَدَّ السَّلَاحَ
وَأَعْمِلِ الْكَوْمَ وَسَمِرَ الرِّمَاحَ	وَصَارِمَ اللِّهْوِ وَوَضِلَ الْمَهَا
عِمَادَهُ لَا لِأَوْدَاعِ النِّمِرَاحَ	وَأَسْعَ لِأَوْدَاكِ مَحَلِّ سَمَا
وَلَا مُرَادَ الْحَمَوِ رُوْدَ رَدَاحَ	وَاللِّهْمَا السُّوْدَهُ حَسْرَ الْبَلَا

তারপর এমন ছয়টি বয়াত পেশ করেছেন, যার প্রত্যেক শব্দের প্রতিটি হরফ নুকতায়ুক্ত। যেমন— ওটি

يَنْجَحْنَ يَفْتَنُ غِبَّ تَجَنِّي	فَتَنَّتَنِي فَجَنَّتَنِي تَجَنِّي
غَنَجَ يَفْتَضِي تَفِيضَ جَفَنِي	شَفَقَتَنِي يَجَنُّ ظَفِي غُضِيضَ
يَزِيْ يَشْفُ بَيْنَ تَشْنِي	غَشِيْتَنِي يَزِيْ تَشْنِي فَشَقَتَنِي

এরপর এমন পাঁচটি বয়াত পেশ করেছেন, যার প্রতি দুইটি শব্দের একটি সম্পূর্ণ নুকতাবিহীন, আর অপরটি সম্পূর্ণ নুকতায়ুক্ত।

যেমন— ওটি

وَلَا تُخَبُّ أَمْلًا تُصِفُ	إِسْمَعُ فَبْتُ السَّمَاكِ زَيْنُ
فَتَنُّ أَمْ فِي السَّوَالِ خَلْفُ	وَلَا تُجِزْ رَدَّ ذِي سَوَالِ
مَالُ ضَنِينَ وَلَوْ تَقَشُّ	وَلَا تَطْنُ الدُّعُوْرَ تَبْنِي

এছাড়া আটশতম ও উনত্রিশতম মাকামায় এমন দুটি খুতবা রয়েছে, যার প্রতিটি শব্দ নুকতাবিহীন। যেমন— আংশিক

১. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَنْدُوْجِ الْاَسْمَاءِ الْمَحْسُوْرَةِ الْاَلَاءِ الرَّايِعِ الْعَطَاءِ الْمَدْعُوْرِ لِحَسَنِ الْاَوَّارِ ، مَالِكِ الْاُمَمِ وَمُصَوِّرِ
الرِّمَمِ ، وَاَهْلِ السَّمَاكِ وَالْكَرَمِ وَمُهْلِكِ عَادٍ اِيْم إلخ -

২. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْمَحْمُوْدِ الْمَالِكِ الْاَوْدَدِ مُصَوِّرِ كُلِّ مَوْلُوْدٍ وَمَالِكِ كُلِّ مَطْرُوْدٍ ، سَاطِعِ الرِّهَادِ وَمُوْعِدِ الْاَطْوَادِ

..... إلخ

মাকামাতে হারীরীতে ধাঁধা সাহিত্য : ধাঁধা মানে কৌতূহলজনক ও বুদ্ধি বিব্রমকারী প্রশ্ন বা এমন কোনো কৌতুকপূর্ণ কথা, যার বাহ্যিক অর্থ ভুল, অথচ পরোক্ষ অর্থ শুদ্ধ। সাহিত্যের এ শাখাটি এক সময় আরবি সাহিত্যে বেশ প্রচলন লাভ করেছিল। মাকামাতে হারীরীর বহিঃশতম মাকামায় এরূপ একশটি ধাঁধা ও কৌতুকপূর্ণ মাসআলা রয়েছে, যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ বুদ্ধি বিব্রমকারী বা অশুদ্ধ, কিন্তু পরোক্ষ দৃষ্টিতে সেগুলোর অর্থ শুদ্ধ ও বুদ্ধিজ্ঞাপক। যেমন : কেউ জিজ্ঞেস করল যে, অজু করার পর না'ল **نَعْلٌ** প্রচলিত অর্থে সেভেল। স্পর্শ করলে তার বিধান কি? উত্তর দেওয়া হলো যে, অজু ভেঙ্গে যাবে। এ উত্তরটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভুল। কেননা অজু করার পর সেভেল স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না। কিন্তু পরোক্ষ অর্থে উত্তরটি সঠিক। কেননা আরবিতে না'ল (**نَعْلٌ**)-এর আরেকটি অর্থ হলো ক্রীলোক [দ্র. লিসানুল আরব, **نَعْلٌ** মাদ্দা]। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে, অজু করার পর ক্রীলোককে স্পর্শ করলে অজু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মাহাব্ব অনুসারে উক্তিটি সঠিক।

মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট : মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় :

১. মাকামাতে হারীরীর ভাষ্যকার শায়খ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান মাসউদী পাজ্জদেহী [বানী] মাকামাত রচনার কারণ সম্পর্কে বলেন, আবু য়াদদ সারুজী নামক এক সুসাহিত্যিক ও মিষ্টি-মধুরভাবী অভাবী ব্যক্তি বসরা শহরের বনু হারাম মসজিদে হাজির হয়ে মসজিদে উপস্থিত লোকজনকে সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় নিজের দুরাবস্থা ও অভাব-অনটনের কথা তুলে ধরে এবং এও জানায় যে, তার এক ছেলে রোমীয়দের হাতে বন্দী হয়েছে। মসজিদে তখন আল্লামা হারীরী সহ জ্ঞান-প্রিয় ও সাহিত্যরসিক লোকজন উপস্থিত ছিলেন। সবাই তার যাদুময় ভাষায় মুগ্ধ হইলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন আল্লামা হারীরীর কাছে বসরার বড় বড় জ্ঞানী-শুণী সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। আল্লামা হারীরী তাঁদেরকে এ ঘটনা শুনান এবং তার হাদুসের ভাষার প্রশংসা করেন। তখন আগতদের প্রত্যেকেই আবু য়াদদ সারুজীর এ ধরনের আরও বহু কাহিনী বর্ণনা করেন। তারা এও জানান যে, এ লোকটি প্রত্যেক মসজিদে এভাবে বেশভূষা পরিবর্তন করে নানা কলা-কৌশলে নিজের গুণ-গরিমা প্রকাশ করে। মজলিসে উপস্থিত সকলেই তার বহুশ্রুতী ভাব ও যাদুময় ভাষার কথা শুনে অত্যন্ত আকর্ষিত হন। এর উপর ভিত্তি করে আল্লামা হারীরী প্রথমে মাকামায়ে হারামিয়া [বর্তমান বিন্যাস অনুযায়ী, আটচল্লিশতম মাকামা] রচনা করেন। তারপর অন্যান্য মাকামাগুলো লিখেন।

আল্লামা ইবনুল জাওযী বর্ণনা : ইবনুল জাওযীও পূর্বানুরূপ কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, আল্লামা হারীরী সর্বপ্রথমে মাকামায়ে হারামিয়া রচনা করে আক্বাসী খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবু নাসুর আনৌশেরাওয়া ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানীর খেদমতে পেশ করেন। তিনি এটি দেখে আনন্দিত হন এবং এর সাথে এরূপ আরও মাকামা সংযোজন করার পরামর্শ দেন। সেমতে আল্লামা হারীরী এ নিয়মে পঞ্চাশটি মাকামা রচনা করেন।

আল্লামা হারীরীর পুত্র আবুল কাসিম আব্দুল্লাহও এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। —[দ্র. তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪খ., পৃ. ৬৩]

২. ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকানের অভিমত : আল্লামা ইবনে খাল্লিকান হারীরী-তনয় আবুল কাসিম আব্দুল্লাহর বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন, আমি ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা পেয়েছি। কিন্তু আমি হিজরি ৬৫৬ সালের কোনো এক মাসে কায়রোতে মাকামাতের একটি কপি দেখছি, যা সম্পূর্ণরূপে হারীরীর নিজ হাতে লেখা। উক্ত কপির উপরে তাঁর হাতে লেখা রয়েছে যে, তিনি এটি খলীফা মুসতারশিদ বিল্লাহর মন্ত্রী জালালুদ্দীন আমীদুদ্দৌলাহ আবু আলী আল-হাসান ইবনে আবিল-ইয়্যু আলী ইবনে সাদাকর উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন।

এরপর ইবনে খাল্লিকান মন্তব্য করেন যে, উপরিউক্ত বর্ণনাটি যেহেতু হারীরীর নিজ হাতে লেখা তাই এটি যে পূর্ববর্তী বর্ণনা অপেক্ষা অধিক বিশ্বস্ত তাতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। —[দ্র. তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪খ., পৃ., ৬৪]

হারীরীর মাকামাত রচনা সম্পর্কে ভিন্ন রকম বর্ণনা : হারীরীর মাকামা রচনা সম্পর্কে এরূপ একটি কাহিনীও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি প্রথমে চল্লিশটি মাকামা রচনা করেন এবং সেগুলো নিয়ে বাগদাদ গমন করেন। সেখানে রাজ-দরবারের লোকেরা মাকামাগুলো দেখে বিস্মিত হন এবং যে কোনো মানুষ যেহেতু সাধারণত এরূপ অলঙ্কার সমৃদ্ধ সাহিত্য রচনা করতে অক্ষম তাই এ মাকামাগুলো হারীরীর রচিত বলা তাঁরা বিধান করেন নি। সুতরাং জৈনক মন্ত্রী [মতান্তরে উপরিউক্ত মন্ত্রী, যার পরামর্শ তিনি মাকামা রচনা করেছিলেন] তাঁকে পরীক্ষা করা ইচ্ছা করেন এবং উপস্থিত দরবারে তদনুরূপ একটি মাকামা রচনা করে দিতে বলেন। আদেশ পালনার্থে হারীরী দোয়াত ও কাগজ নিয়ে দরবারের এক কিনারায় বসে যান। কিন্তু তখন যে কোনো কারণেই হোক; তাঁর সাহিত্য রচনার ভাব জগ্ৰহত হয় নি এবং তিনি সেখানে নতুন কোনো মাকামা রচনা করে দেখাতে সমর্থ

হন নি। পরে দেশে ফিরে এসে আর ও দশটি মাকামা রচনা করে মোট পঞ্চাশটি মাকামা পূর্ণ করেন। যারা হারীরীর মাকামাত রচনার যোগ্যতাকে অবিস্বাস করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি আবুল কাসিম আলী ইবনে আফলাহ [মৃত্যু : ৫৩৫ হি.] অন্যতম। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন—

بَتَيْفٌ عَشْنُونَهُ مِنَ الْهَوَسِ
رَمَاءُ وَسَطِ الدِّيَارِ بِالْغَرْسِ
شَيْعٌ لَنَا مِنْ رِبْعَةِ الْغَرْسِ
أَنْطَقَهُ اللَّهُ بِالنَّشَانِ كَمَا

“রাবী’আতুল ফারাস অর্থাৎ, রাবী’আ ইবনে নিয়ার-এর বংশোদ্ভূত আমাদের এক বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি রয়েছেন, তিনি উন্মাদনাবশত নিজের দাড়ি ছিড়েন। আল্লাহ তা’আলা তাকে মশান [হারীরীর জনা স্থান] - এ ভাষা-জ্ঞান দিয়েছেন, যেমনটি তাকে রাজ-দরবারের মাঝে বাকবোধ দ্বারা লাঞ্চিত করেছেন।” [দ্র. আল-বিদায়্য ওয়ান-নিহায়্য, ১২খ., পৃ., ২০৬]

উল্লেখ্য যে, ইবনে দিময়্যাতীর বর্ণনা মতে, উপরিউক্ত শ্লোক দু’টি প্রখ্যাত আরবি বাঙ্গ কবিতা রচয়িতা কবি আবু মুহাম্মদ আল-হাসান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিক্কীনা হারীমী [মৃত্যু : ৫২৮ হি.] কর্তৃক রচিত। তবে সেখানে ‘رَمَاءُ كَمَا’-এর পরিবর্তে ‘الْجَمْعُ فِي الْغَرْسِ’ রয়েছে। [দ্র. তারিখে বাগাদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ., ২২১]

পর্যালোচনা : মাকামা রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা প্রসঙ্গে দু’টি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে এক বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, হারীরী ‘মাকামায়ে হারামিয়া’ লিখে আকাসী খলীফা মুসতারশিদ বিব্রাহর মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবু নাসর আনৌশেরাওয়া ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানীর সামনে পেশ করলে তিনি তার সাথে আরও মাকামা রচনা করে সংযোজন করার পরামর্শ দেন। অপর বর্ণনায় বলা হয়েছিল যে, আল্লামা ইবনে খাল্লিকান ৬৫৬ হিজরিতে কায়রোতে হারীরীর নিজ হাতে লিখিত একটি কপি দেখেছেন। তার উপর লেখা রয়েছে যে, গ্রন্থটি তিনি আকাসী খলীফা মুসতারশিদ বিব্রাহর মন্ত্রী জালালুদ্দীন আমীদুল্লাহ আবু আলী আল-হাসান ইবনে আবিল ইয়ুয আলী ইবনে সাদাকার উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন। কিন্তু এ দু’টি বর্ণনার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর কোনটিই আপত্তির উর্ধ্বে নয়। কেননা, এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল হল, ৪৯৫ হিজরি থেকে ৫০৪ হিজরি পর্যন্ত। আর আকাসী খলীফা মুসতারশিদ বিব্রাহ ৫১২ হিজরিতে খলীফা হয়েছেন এবং ৫১৩ হিজরিতে জালালুদ্দীন আমীদুল্লাহ আবু আলী আল-হাসান ইবনে আবিল ইয়ুয আলী ইবনে সাদাকা [মৃত্যু : ৫২২ হি.]-কে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং ৫১৬ হিজরিতে তাকে মন্ত্রী পদ থেকে অব্যাহতি দেন। তারপর ৫১৭ হিজরিতে পুনরায় তাকে মন্ত্রিত্ব দান করেন এবং মৃত্যু [৫২২ হি.] পর্যন্ত তিনি মন্ত্রিত্বে বহাল থাকেন।

—দ্র. আয-যিরিক্লী, আল-আ’লাম, ২ খ., পৃ. ২০২, শিরো. ইবনে সাদাকা, আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে সাদাকা। অপরদিকে হারীরীর জীবনী সংকলক সকল নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, হারীরী ৫১৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত মাকামাতে হারীরীর রচনাকাল সঠিক হলে উক্ত আকাসীয় খলীফার মন্ত্রী আল-হাসান ইবনে আলীর মন্ত্রিত্বের সময়ের সাথে মিলে না। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে, উক্ত মন্ত্রীর মন্ত্রিত্ব লাভের পর ৫১৩ হিজরির পরে মাকামা রচনা শুরু করেছেন তবে তাও বিভিন্ন কারণে যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। প্রথমত এর সপক্ষে সুস্পষ্ট কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, দ্বিতীয়ত সত্তর বছরের কাছাকাছি বয়সের বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি কর্তৃক মৃত্যুর পূর্ববর্তী তিন বছরের স্বল্প সময়ে মাকামাদের ন্যায় একটি বিষয়বস্তুর সাহিত্যালঙ্কার সমৃদ্ধ রচনা করা অসম্ভব না হলেও, দুষ্কর কি না তা ভেবে দেখার বিষয়। তৃতীয়ত হারীরীর জীবনীতে বলা হয়েছে যে, মাকামাত রচনার পর হারীরীর সাহিত্য-প্রতিভার সুনাম ও সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যার ফলে বহু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর নিকট মাকামাত পড়তে ভিড় জমায়। এ কারণে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর নিজ হাতে মাকামাতের কপি করে ৭০০ [সাতশ] কপির মতো বিতরণ করতে হয়েছে এবং সে কপিগুলো তার সামনে পঠিতও হয়েছে। প্রশ্ন হয় যে, মাত্র তিন বছরের মতো স্বল্প সময়ের মধ্যে কখন মাকামা রচনা করলেন, কখন তার সুনাম-সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং কখন নিজ হাতে ৭০০ কপি অনুলিপি প্রস্তুত করলেন? বলা বাহুল্য যে, জীবনের শেষ ভাগে এসে তার পক্ষে এত বড় কাজ আত্মা দেওয়া কেবল দুষ্করই নয়, অসম্ভবই বলাতে হয়।

তা ছাড়া প্রথম বর্ণনায় উল্লিখিত মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবু নাসর আনৌশেরাওয়া ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ কাশানী সম্পর্কে ইতিহাসে পাওয়া যায় যে, খলীফা মুসতারশিদ বিব্রাহ তাকে ৫২১ হিজরিতে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। প্রায় দশ মাসের মতো মন্ত্রিত্ব করার পর তিনি স্বৈচ্ছ্যে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন। এরপর ৫২৬ হিজরিতে খলীফা তাকে পুনরায় মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন এবং ৫২৮ হিজরিতে তাকে মন্ত্রিত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। [দ্র. ইবনু’ল আসীর, আল-কামিল, ৮ খ., পৃ. ৩৩৬, ৩৪৪]

সুতরাং এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তার মন্ত্রিত্ব লাভের অনেক পূর্বেই হারীরী ইনতিকাল করেন। কাজেই উক্ত দৃষ্ট বর্ণনার কোনটি আপত্তির উদ্দেশ্য নয়।

৩. মাকামাতে হারীরী রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তৃতীয় অভিমতটি হলো এই যে, মাকামাতে হারীরীর টীকাকার কারও কারও অভিমত স্বরূপ তৎকালীন বসরার শাসনকর্তার কথাও উল্লেখ করেছেন। অসম্ভব কিছু নয়, হয়তো আশ্রামা হারীরী “যাঁর ইচ্ছা নির্দেশের সমতুল্য ও যাঁর আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ” বলে তখনকার বসরার শাসনকর্তাকেও বুঝাতে পারেন।

প্রথম বর্ণনার স্বপক্ষে হারীরী-তনয় আবুল কাসিম আব্দুল্লাহর এটি বর্ণনা ইতিহাসে পাওয়া যায়; কিন্তু তা সন্দেহী ন। সুতরাং উপরিউক্ত সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক তথ্যের মোকাবিলায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। তা ছাড়া স্বয়ং হারীরীও মাকামাতের ভূমিকায় মাকামা রচনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ করেন নি। তারীখে বাগদাদের পরিশিষ্টেও হারীরীর জীবদ্দশা আলোচনা করতে যেয়ে মাকামাত রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে হারীরীর একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন বাদশার জৈনক মন্ত্রীসহ কতিপয় জ্ঞানী-তপী তাঁর প্রথম রচিত মাকামায়ে হারামিয়ায় [আটচল্লিশতম মাকামা] সেই তদনুরূপ আরও মাকামা রচনা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। আর এটা জানা কথা যে, ইতঃপূর্বে মাকামাতের রচনাকাল উল্লেখ করা হয়েছে সেই সময়টি ছিল আব্বাসী খলীফা মুসতাজহির বিদ্বাহর শাসনামল। তিনি ৪৮৭ হিজরিতে যে ৫১২ পর্যন্ত খিলাফত পরিচালনা করেন। অতএব উক্ত বর্ণনা থেকে এটা সহজে অনুমিত হয় যে, খলীফা মুসতাজহির বিদ্বাহর কোনো মন্ত্রী আশ্রামা হারীরীকে মাকামাত লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

৪. মাকামাতে হারীরীর ভাষ্যকার আশ্রামা আবুল আব্বাস শারীশী এ সম্পর্কে ভিন্ন অভিমত পোষণ করেন, যা ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় অধিক নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। তিনি তাঁর রচিত মাকামাতের ভাষ্যগ্রন্থে বলেন, “তবে আমার মতে, শায়খ আবু বকর ইবনে আযহারের সূত্রে বর্ণিত ফকীহ আবুল কাসিম ইবনে জাহওয়ার এর অভিমতটিই সঠিক। ... ইবনে জাহওয়ার বলতেন, আশ্রামা হারীরীর **فَسَارَسَ إِسْرَائِيلَ** এ উক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য খলীফা মুসতাজহির বিদ্বাহ আব্বাসী। ... খলীফা মুসতাজহির বিদ্বাহ যখন তাঁকে মাকামা লেখার নির্দেশ দেন তখন তিনি প্রত্যহ সকাল-বিকাল দিজলা ও ফেরাতের তীরে হাঁটতেন এবং সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি ও জলরাশি অবলোকন করে মনকে সতেজ ও সজীব করে তুলতেন। ... এভাবে তিনি একশটি মাকামা রচনা করেন। পরবর্তীতে তিনি তা থেকে নির্বাচিত পঞ্চাশটি মাকামা রেখে বাকিগুলো ফেলে দেন এবং কিতাবের একটি ভূমিকা লিখে তা খলীফার নিকট নিয়ে যান। যার ফলে তিনি খলীফার নিকট বেশ উচ্চ মর্যাদা লাভ করেন।

—[শারহুল মাকামাত, ১ খ., পৃ. ২৭-২৮]

দ্বিতীয় বর্ণনা হিসাবে ইবনে খাল্লিকানের যে বর্ণনাটি উল্লেখ করা হয়েছে তাও উপরিউক্ত ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণের মোকাবিলায় নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া কঠিন। তা ছাড়া হারীরীর ইনতিকালের ১৪০ বছর পরে কায়রোতে প্রাপ্ত কপিটির বর্ণনা প্রকৃষ্ট হওয়াও অবকাশ রয়েছে যথেষ্ট। আর যদি তা সত্য বলে ধরে নেওয়াও হয় তবে অবশ্যই বলতে হবে যে, আবু আলী আল-হাসান ইবনে আলী ইবনে সাদাকা খলীফা মুসতারশিদ বিদ্বাহর মন্ত্রী হওয়ার পূর্বেই অন্য কোনো পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে আশ্রামা হারীরীকে মাকামাত লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু পরে যেহেতু তিনি খলীফা মুসতারশিদ বিদ্বাহর মন্ত্রী হয়েছিলেন তাই তাঁকে খলীফার মন্ত্রী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

অপবাদ : ইয়াকুত হামাবী বলেন, কোনো কোনো নিন্দুক এ অপবাদ দিয়েছে যে, মাকামাত আশ্রামা হারীরীর রচনা নয়; কেননা মাকামাতের ভাষা ও সাহিত্যালঙ্কার তাঁর অন্যান্য রচনাবলির সাথে সামঞ্জস্যহীন। এটি অন্য এক ব্যক্তির রচনা। লোকটি তাঁর বাড়িতে মেহমান ছিলেন এবং সে অবস্থায় লোকটি ইনতিকাল করেন। হারীরী সেই মৃত ব্যক্তির কিতাবটি নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছেন।

কেউ কেউ বলেন, আরবরা একটি যাত্রীদলকে আটক করেছিলেন। সেই যাত্রীদলের আসবাব পত্রের মধ্যে একটি থলিও ছিল। থলিটি আরবের লোকেরা বসরার বাজারে নিয়ে বিক্রি করে। সেই থলিতে এই মাকামাত কিতাবখানি ছিল। হারীরী মাকামাতসহ সেই থলিটি ফ্রয় করে দাবি করলেন যে, এ মাকামাত তাঁর রচনা। —[মুজাম্মুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৫৯৯]

কিন্তু উপরিউক্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদির সামনে এসব বর্ণনা একেবারেই নিরর্থক।

মাকামাতে হারীরীর রেওয়াজাত : মাকামা সাহিত্য একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ঘটনা যার দ্বারা সংঘটিত হয় তাকে গল্প ও উপন্যাস সাহিত্যের পরিভাষায় আরবিতে **الْبَطْلُ** এবং বাংলায় চরিত্র বা নায়ক বলা হয়। যেমন : মাকামাতে হারীরীতে আবু য়ায়দ সারুজী ও মাকামাতে বাদীতে আবুল ফাতিহ ইসকানদারী। এরূপ নায়কের সাথে অপর এক

ব্যক্তির গভীর সম্পর্ক ও নিবিড় পরিচয় থাকে, যে উক্ত নায়কের প্রতিটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যেক মজলিসে তার কথা শুনে এবং আকস্মিকভাবে তার প্রতিটি রহস্যস্থলে হাজির হয়। অতঃপর তার ভালো-মন্দ যাই জানুক, জনসমক্ষে তা বর্ণনা করে। এক্ষণ ব্যক্তিকে রাবী [বর্ণনাকারী] বলা হয়। যেমন : মাকামাতে বানীতে ইসা ইবনে হিশাম ও মাকামাতে হারীরীতে হারিস ইবনে হাম্বাম।

মাকামাতে হারীরীতে হারিস ইবনে হাম্বামকে রাবী অর্থাৎ গল্পগুলোর কল্পিত রূপকার হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে আল্লামা হারীরী এর দ্বারা নিজেকেই বুঝিয়েছেন এবং তাঁর আবাসস্থল বসরার প্রতি নিসর্ভ করে হারিস ইবনে হাম্বামকে বসরার অধিবাসী হিসাবে পেশ করেছেন। হারীরী তাঁর গল্পগুলোর কল্পিত রূপকার তথা নিজের ছদ্মনাম হিসাবে এ দুটি নাম চয়ন করার কারণ এই যে, এ দুটি নামকে এক হাদীসে সত্যতম নাম বলা হয়েছে। হাদীসটি এই :

عَنِ أَبِي رَجَبٍ الْجَنْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَسَمَّا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَامٌ ، وَأَفْحَحُهَا حَرْبُ وَمَرْجُ . (رواه أبو داود في كِتَاب الْأَدَبِ ، بَابُ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ ٢ : ٦٧٤ ، رَفْعُ الْحَوِيثِ : ٤٩٤٠ ، وَرواه أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ ٤ : ٣٤٥ ، رَفْعُ الْحَدِيثِ : ١٨٥٥٣)

“হযরত আবু ওয়াহাব জুশামী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নবীদের নামে নামকরণ কর। আর আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম নাম হচ্ছে আব্দুল্লাহ ও আব্দুর রহমান, সত্যতম নাম হচ্ছে হারিস ও হাম্বাম এবং নিকৃষ্টতম নাম হচ্ছে হরব ও মুরার। [আবু দাউদ, আহমদ]

হারীসের ভাষ্যকারগণ বলেন, حَارِثُ মানে উপার্জনকারী, অন্বেষণকারী এবং هَمَامٌ মানে প্রত্যয়ী, সংকল্পবদ্ধ, বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণকারী। যেহেতু সকল মানুষ নিজের স্বার্থ ও লক্ষ্য অর্জনে এবং উদ্দিষ্ট বিষয়ের অন্বেষণে ব্রতী হয় এবং সকলে নিজ নিজ কর্মে প্রত্যয়ী ও সংকল্পবদ্ধ হয়ে তাই এ দুটি নামকে সত্যতম নাম বলা হয়েছে।

এ ছাড়াও এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী হিসেবে আরেকটি বাক্য পেশ করা হয়ে থাকে। তা হলো، كَلِمَةُ حَارِثٍ وَكَلِمَةُ هَمَامٍ “তোমাদের প্রত্যেকেই উপার্জনকারী এবং তোমাদের প্রত্যেকেই প্রত্যয়ী।” এই বাণীটি যেহেতু উপরিউক্ত শব্দে সনদ সহকারে কোনো হাদীসের কিতাব সংকলিত হয় নি, তাই হাফিজ ইবনে কাসীর রহ. [মৃত্যু : ৭৭৪ হি.] এটিকে দলিল স্বরূপ পেশ না করে পূর্বেক্ত হাদীসটি পেশ করেছেন। - [আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ২০৫]

আবু যায়দ সারুজীর পরিচয় :

মাকামাতে হারীরীতে ঘটনার নায়ক হিসাবে আবু যায়দ সারুজীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর ব্যক্তি পরিচয় সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।

১. প্রথম অভিমত এই যে, আবু যায়দ সারুজী নামক এক অভাবী ব্যক্তি বসরার বনু হারাম মসজিদে উপস্থিত লোকজনের সামনে মিষ্টি-মধুর ভাষায় তার অভাব-অনটনের কথা উপস্থাপন করে এবং তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তার বক্তৃতা শুনে মসজিদে উপস্থিত লোকজন অভ্যস্ত মুগ্ধ হন। আল্লামা হারীরী যেহেতু তাকে কেন্দ্র করেই প্রথমে মাকামাতে হারামিয়া [আটচল্লিশতম মাকামা] রচনা করেছেন, তাই তিনি সেই নামটিকেই মাকামাতের অন্য সকল গল্পের মূল নায়কের নাম হিসাবে গ্রহণ করেন। - [তারীখে বাগদাদ, পরিশিষ্ট, ১৯ খ., পৃ. ২২০; তারীখে ইবনে খাল্লিকান, ৪ খ., পৃ. ৬৩]
২. দ্বিতীয় অভিমতটি হচ্ছে, আবু যায়দ সারুজীর মূল নাম মুতাহহার ইবনে সাল্লার [মতান্তরে সাল্লাম] আবু যায়দ সারুজী তাঁর উপনাম। তিনি হারীরীর ছাত্র ছিলেন। হারীরী তাঁর ছাত্রের নামটিকেই মাকামা গল্পের মূল নায়কের নাম হিসাবে ব্যবহার করেন। আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুল মানদায়ী আল-ওয়াসিতী বলেন, তিনি [মুতাহহার ইবনে সাল্লার] ৫৩৮ হিজরিতে যখন ওয়াসিট নগরীতে আমাদের নিকট আসেন তখন আমি তাঁর নিকট হারীরী-রচিত মূলবাহুল ই'রাব [পদ্যে রচিত ইলমে নাহব-এর গ্রন্থ] পাঠ করি। এরপর তিনি বাগদাদে ফিরে যান এবং সেখানে তিনি কিছুকাল পর [৫৪০ হিজরির কাছাকাছি কোন সময়] ইনতিকাল করেন।

-[দ্র. আয-যিরিকলী, আল-আ'লাম, ৭ খ., পৃ. ২৫৩, শিরো আল-মুতাহহার ইবনে সাল্লার, আবু যায়দ সারুজী।]

৩. তৃতীয় অভিমতটি হচ্ছে, আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামা গল্পগুলোর নায়ক হিসাবে যে আবু যায়দ সারুজীকে উপস্থাপিত করেছেন তার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি তাঁর গল্পের কাল্পনিক চরিত্র মাত্র।

-[ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১২ খ., পৃ. ২০৫]

উল্লেখ্য যে, মাকামাতে হারীরীর মূল কাহিনী-চরিত্র আবু যায়দ সারুজী। তার ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী ও বর্ণনাকারী হারিস ইবনে হাম্মাম। আশ্চর্য্য হারীরীর গল্পের বর্ণনা মতে, আবু যায়দ সারুজীর সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের প্রথম পরিচয় হয় ইয়ামামের রাজধানী সান'আয়। সেখানে হারিস ইবনে হাম্মাম আবু যায়দকে একটি মজলিসে বক্তৃতা করতে দেখেন। এরপর একের পর এক বহু মজলিসে আবু যায়দের সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের সাক্ষাৎ ঘটে। সব জায়গায় আবু যায়দের আচার-আচরণগুলো চাতুর্ঘ্যমূলক। তিনি সাহিত্যের সকল প্রকার কলাকৌশল সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ সাহিত্য-পণ্ডিত। প্রায় তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য শেষ মাকামায় এসে আবু যায়দ সারুজীর আচার-আচরণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি নিজের চাতুর্ঘ্যমূলক কার্যকলাপ থেকে তওবা করেন এবং অতীতের অসত্য কথাবার্তার জন্য লজ্জিত ও অশ্রুসিক্ত হন। আশ্চর্য্য তা'আলার দরবারে কাল্পাটি করে বলেন :

أَفَرَطْتُ فَيْسَهُمْ وَأَعْتَدْتُ	أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ ذُنُوبٍ
وَرَحْتُ فِي الْغَيِّ وَأَعْتَدْتُ	كَمْ خُصْتُ بَعْرَ الضَّلَالِ جَهْلًا
وَأَخْلَلْتُ وَأَخْلَلْتُ وَأَفْتَرْتُ	وَكَمْ أَطَعْتُ الْهَوَىٰ اغْتِرَارًا
إِلَى الْمَعَاصِي وَمَا وَبَيْتُ	وَكَمْ خَلَعْتُ الْعِذَارَ رَكْضًا
إِلَى الْخَطَايَا وَمَا أَنْتَهَيْتُ	وَكَمْ تَنَاهَيْتُ فِي التَّخَطُّي
نَسْبًا وَلَمْ أَجِنِ مَا جَنَيْتُ	فَلْيَتَنَبَّهْنِي قَبْلَ هَذَا
مِنَ الْمَسَامِيهِ الَّتِي سَعَيْتُ	فَالْمَوْتُ لِلْمُجْرِمِينَ خَيْرٌ
لِلْعَفْوِ عَنِّي وَإِنْ عَصَيْتُ	يَا رَبِّ عَفْوًا فَأَنْتَ أَفْلُ

অনুবাদ :

১. আমি আশ্চর্য্য তা'আলার নিকট এমন সব গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি, যেগুলোর ব্যাপারে আমি বাড়াবাড়ি করেছি এবং সীমালঙ্ঘন করেছি।
২. বহুকাল যাবৎ মূর্খতাভাবত ভ্রষ্টতার সমুদ্রে ডুব দিয়ে রয়েছি এবং এবং সকাল-সন্ধ্যা গোমরাহীর মধ্যে অতিবাহিত করেছি।
৩. বহুদিন ধোঁকায় পড়ে মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেছি, দম্ব-অহঙ্কার করেছি, অন্যায়ভাবে অন্যের অধিকার খর্ব করেছি, অন্যের উপর অপবাদ দিয়েছি।
৪. বহুকাল যাবৎ মনের খেয়াল-খুশির অনুসরণে গুনাহ-খাতার প্রতি ধাবিত রয়েছি এবং এ থেকে পিছপা হইনি।
৫. বহুদিন অন্যায়-অপরাধের পথে পদচারণায় চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছেছি, অথচ তা থেকে বিরত হইনি।
৬. আহা! আমি যদি এসব অপরাধকর্ম করার পূর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম এবং আমি যে সব অপরাধ করেছি তা না করতাম।
৭. সুতরাং আমি যেসব কর্মকাণ্ডের প্রতি ধাবিত হয়েছি তার চেয়ে মৃত্যুই অপরাধীদের জন্য শ্রেয়।
৮. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে অনুগ্রহপূর্বক ক্ষমা করুন। কেননা আপনি আমার অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করার অধিকারী, যদিও আমি পাপাচার করেছি।

এরপর হারিস ইবনে হাম্মাম যখন জানতে পারলেন যে, আবু যায়দ সারুজী তাঁর পূর্বের অসমীচীন কর্মকাণ্ড থেকে তওবা করেছেন এবং বাস্তবিক পক্ষে তিনি দুনিয়া-বিমুখতা ও আল্লাহভীরুতার পন্থা অবলম্বন করেছেন, তখন তাকে দেখার জন্য হারিস ইবনে হাম্মাম সারুজী সফর করেন। সেখানে গিয়ে দেখেন, আবু যায়দ প্রকৃত পক্ষেই সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গেছেন। তাঁর কপালে সিঁজদার দাগ বিকশিত হয়ে আছে। তিনি সদাসর্বদা সম্পূর্ণরূপে ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকেন। রাতে তাহাজ্জদের নামাজ থেকে অবসর হওয়ার পর নিজের অতীত জীবন বিনষ্ট হওয়ার প্রতি আক্ষেপ করে এমন কিছু বয়াত গুণগুণ করে পড়তে থাকেন, যা শুনে হারিস ইবনে হাম্মামও অশ্রু ভারাক্রান্ত হন। সেই চেতনাসঞ্জীবনী বয়াতগুলোর কয়েকটি শ্রোত্র এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. خَلَّ إِكَارَ الْأَرْبَعِ وَالْمَهْدِ الْمَرْبَعِ
وَالطَّاعِنِ الْمَرْبَعِ وَعَدَّ عَنْهُ وَدَعَّ
وَأَنْدَبَ زَمَانًا سَلَفًا
وَلَمْ تَزَلْ مُعْتَكِفًا
كَمْ لَيْلَةٍ أَوْ دَعْتَهَا
لِشَهْرَةٍ أَطَعْتَهَا
وَكَمْ خَطَى حَفَّتْهَا
وَتَوَيْعَ نَكَّتْهَا
وَكَمْ تَجَرَّاتٍ عَلَى
وَلَمْ تَرَاقِبَةٍ وَلَا
২. وَأَسْكَبَ شَايِبَ الدَّمِ وَقَبِلَ سُورَ الْمَصْرَعِ
وَلَدَّ مَلَأَ الْمُقْتَرِفِ عَنْهُ إِنْجَارَاتِ الْمُفْلِعِ
وَمُعْظَمَ الْعُمَرِ فَنِي وَلَسْتُ بِالنَّرْدِيَعِ
وَحَطَّ نِي الرُّأْسِ خَطَطٌ يَفْقُدُونَهُ فَقَدْنُوعِي
عَلَى أَرْجَادِ الْمُخْلِصِ وَأَسْتَجِيبِي النَّصِخَ وَبِئْسَ
مِنَ الْقُرُونِ أَنْ تَقْضَى وَحَاذِرِي أَنْ تُخْدَعِي

৬. قَالَيْسَ شِعَارَ النَّدَمِ قَبْلَ زَوَالِ الْقَدَمِ
وَأَخْضَعَ خَضُوعَ الْمُعْتَرِفِ وَأَعْيَسَ هَوَاكَ وَأَنْحَرِفَ
إِلَاءَ تَسْهُوٍ وَتَنِي فِيمَا يَضُرُّ الْمُقْتَنِي
أَمَّا تَرَى الشَّيْبَ وَخَطَّ وَمَنْ يَلِغُ وَخَطَّ الشَّمْطُ
وَيَعْلِكُ يَا نَفْسُ آخِرِي وَطَائِعِي وَأَخْلِيصِي
وَأَعْتَبِرِي بِمَنْ مَضَى وَأَخْشِي مَفَاجَأَةَ الْقَضَا
৭. وَأَسْكَبَ شَايِبَ الدَّمِ وَقَبِلَ سُورَ الْمَصْرَعِ
وَلَدَّ مَلَأَ الْمُقْتَرِفِ عَنْهُ إِنْجَارَاتِ الْمُفْلِعِ
وَمُعْظَمَ الْعُمَرِ فَنِي وَلَسْتُ بِالنَّرْدِيَعِ
وَحَطَّ نِي الرُّأْسِ خَطَطٌ يَفْقُدُونَهُ فَقَدْنُوعِي
عَلَى أَرْجَادِ الْمُخْلِصِ وَأَسْتَجِيبِي النَّصِخَ وَبِئْسَ
مِنَ الْقُرُونِ أَنْ تَقْضَى وَحَاذِرِي أَنْ تُخْدَعِي

১২. يَا مَنْ عَلَيْهِ الْمُسْكَلُ لَمَّا اجْتَرَحَتْ مِنْ زَلَلٍ
فَأَغْفَرَ لِعَبْدٍ مُجْتَرِمٍ فَأَنْتَ أَوْلَى مِنْ رَجِمٍ
১৩. قَدْ زَادَ مَا بِي مِنْ وَجَلٍ فَنِي عُسْرَى الْمُضْجِعِ
وَأَرْحَمَ بِكَاهِ الْمُنْجِمِ وَخَيْرَ مَدْعُو دُعَى

অনুবাদ :

১. ভূমি বাড়ি-ঘর ও বসন্তকালের আবাসস্থল এবং বিদায়ী সমাধা জ্ঞাপনকারী সফর উদ্যোগী বন্ধুর স্মৃতিচারণ পরিচয়গত কর।
আর তার আলোচনা থেকে দূরে থাক এবং তা ছেড়ে দাও।
২. অতীতে হারিয়ে যাওয়া সময়ের জন্য অশ্রু বিসর্জন দাও, যে সময়গুলোতে ভূমি নিজের আমলনামাসমূহকে কালিমালিঙ্গ করেছে। আর ভূমি মন্দ ও নিম্ননীয় কাজে নিরবশিষ্টভাবে ব্যাপৃত রয়েছে।

৩. বহু রাত এমন কেটেছে, যে রাতগুলোতে তুমি পাপকর্মের যোগান দিয়েছ, যে পাপকর্মগুলোকে তুমি নিজেই নতুন করে উদ্ভাবন করেছ। তুমি শয্যা ও বিশ্রামের জায়গায় মনের কামনার আনুগত্য করেছ।
৪. তুমি এমন লাঞ্ছনাকর ক্ষেত্রে বহু কদম ফেলেছ, যা তুমিই উদ্ভাবন করেছ। আর খেলাধুলা ও ভোগ-বিলাসের বশীভূত হয়ে তুমি বহুবার তওবা ভঙ্গ করেছ।
৫. তুমি বহুবার উর্ধ্ব আকাশের মালিক আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহস দেখিয়েছ। আর তুমি তাকে ভয় করনি এবং তুমি যা দাবি কর তাতে তুমি সত্যবাদী হওনি।
৬. সুতরাং তুমি লজ্জার পোশাক পরিধান কর এবং তোমার পা বিচ্যুত হওয়ার পূর্বে এবং অন্তত পতন তথা মৃত্যুর পূর্বে তুমি রুধিরাক্ত বিসর্জন দাও।
৭. আর তুমি অপরাধ স্বীকারকারীর মতো বিনত হও এবং পাপাচারীর আশ্রয় গ্রহণ করার মতো আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তোমার রিপূর কামনার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং নির্দোষ ব্যক্তির মতো তুমি এ থেকে ফিরে থাক।
৮. তুমি কতদিন যাবৎ ভুল করবে এবং আরাধ্য কর্মে দুর্বলতা ও অলসতার শিকার হবে। অথচ জীবনের অধিকাংশ সময় সাফল্যান্বিত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডে বিনষ্ট হয়ে গেছে, অথচ তুমি বিরত হচ্ছ না।
৯. তুমি দেখছ না, চুলের শুভতা ছড়িয়ে পড়েছে এবং মাথায় রেখাপথ অঙ্কিত হয়েছে। আর যার মাথার চূর্ণকুন্তলে সাদা-কালো চুলের সংমিশ্রণ ঘটেছে সে [যেন] মৃত্যুবরণ করেছে।
১০. আহা, হে মন, তুমি নিষ্ঠুর পন্থা খুঁজতে অগ্রসরী হও। তুমি আনুগত্য কর এবং নিজেকে নিখাদ কর, তুমি উপদেশ শোন এবং তা আত্মস্থ কর।
১১. যারা অতীত যুগে অভিবাহিত হয়েছে এবং দুনিয়া থেকে চলে গেছে তাদের [জীবন] থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। আকস্মিক মৃত্যুকে ভয়কর এবং তুমি প্রতারণিত হওয়ার প্রতি সতর্ক থাক।
১২. হে আশ্রয়স্থল সত্তা, আমার বিনষ্ট হয়ে যাওয়া অতীত জীবনে আমার যে সকল পদাঙ্কান প্রকাশ পেয়েছে তজ্জন্য আমার ভয় ও আশঙ্কা বেড়ে গেছে।
১৩. সুতরাং বগবা শুনাহগার বান্দাকে তুমি ক্ষমা করে দাও এবং তার বিগলিত অশ্রুপূর্ণ কান্নার প্রতি দয়া কর। কেননা তুমিই সবচেয়ে বড় দয়াশীল, আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রার্থিত সত্তা, যাকে ডাকা হয়েছে।

আবু যায়দ সারুজীর এ আবেগপূর্ণ শ্লোকগুলো শুনে হারিস ইবনে হাম্মামও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়েন। তারপর আবু যায়দের পেছনে ইকতেদা করে ফজরের নামাজ আদায় করেন। তারপর বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যে আবু যায়দের দিকে অগ্রসর হন এবং তাকে উপদেশের জন্য অনুরোধ করেন। আবু যায়দ তাঁর জবাবে বলেন, *جَمَلُ الْمَرْءِ نَصَبُ عَيْنَيْهِ* [মৃত্যুর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন।] তারপর বললেন, *وَمَهْلِكُ فِرَاقِ بَيْنِي وَبَيْنِكَ* “আর এটা আমার ও আপনার মধ্যকার সম্পর্কের বিচ্ছেদ।”

হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন—

لَوَدَعْنَهُ وَعَبْرَاتِي يَتَحَدَّرَنَّ مِنَ السَّائِي، وَزَفَرَاتِي يَتَصَعَّدَنَّ مِنَ الرَّاقِي، وَكَانَتْ هَذِهِ خَاتِمَةَ التَّلَاقِي.

“অতঃপর আমি যখন তাঁকে বিদায় জানালাম তখন আমার অশ্রু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে এবং বক্ষ থেকে উষ্ণ শ্বাস উঠছে। এ ছিল আমাদের শেষ সাক্ষাৎ।”

সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে মাকামাতে হারীরী : আত্মা ইয়াকুত হামাবী বলেন, আরবি সাহিত্যের জগতে মাকামাতে হারীরী যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তা অন্য কোনো সাহিত্য গ্রন্থ লাভ করতে পারে নি। কেননা এতে প্রকৃত উৎকৃষ্ট সাহিত্য ও অলঙ্কারের সমন্বয় ঘটেছে। এর শব্দ ভাগ্যের পরিবাস্তি বিশাল। সাহিত্যালঙ্কারের বেয়াদা নীতিমালাগুলো ছিল তাঁর আওতাধীন। যেন শব্দ, ভাষা ও অলঙ্কারের ভাগ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে রয়েছে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা শব্দ চয়ন করেন ও তার বিন্যাস করেন।” —[মু'জামুল উদাবা, ৪খ., পৃ. ৬০০]

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ নিকলসন বলেন, মাকামাতে হারীরী বসরাবাসীর প্রাচীন ঐতিহ্য ও সভ্যতা-সংস্কৃতির এক অনুপম নিদর্শন। মাকামাতে হারীরীর ভাষাকার প্রখ্যাত নাহ্‌ববিদ আবুল ফাত্তহ নাসির ইবনে আব্দুস-সায়্যিদ আল-মুতারিরী [মৃত্যু : ৬১০ হি.] বলেন,

إِنِّي لَمْ أَرِ فِي كُتُبِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْأَدَبِ، وَلَا فِي تَصَانِيفِ الْعَجَمِ وَالْعَرَبِ، كِتَابًا أَكْثَرَ تَالِيفًا، وَأَعْجَبَ تَصْنِيفًا، وَأَغْرَبَ تَرْصِيفًا، وَأَشْمَلَ لِلْعَجَائِبِ الْعَرَبِيَّةِ، وَأَجْمَعَ لِلْفَرَائِبِ الْأَدَبِيَّةِ، مِنْ الْمَقَامَاتِ الَّتِي أَنْشَأَهَا الْحَرِيرِيُّ أَنْشَاءً، نَائِجًا وَكِتَابًا بَاهِرًا، وَتَصْنِيفًا عَجِيبًا مُعْجَزًا، نِعْمَ كِتَابٌ يَذِيعُ، لَهُ قَدَرٌ رَفِيعٌ، قَدَرْتُ حَسَنَاتُهُ، وَدَلْتُ عَلَى الْإِعْجَازِ أَبَاتُهُ. (كُتُبُ الظُّنُونِ، ج ٢، ص ١٧٨٩)

“আরবি ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থরাজির মধ্যে এবং আরব ও অনারবদের রচনাবলির ভাগারে হারীরী রচিত মাকামাতের চেয়ে উৎকৃষ্ট, বিমুগ্ধকর ও অতিশয় সুবিন্যস্ত গ্রন্থ এবং আরবি ভাষার বিশ্বকর বিষয়াদি ও আরবি সাহিত্যের দুর্লভ রত্নমালায় সমৃদ্ধ কোনো রচনা আমি দেখিনি। মাকামা একটি গৌরবজনক সৃষ্টি, প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও এক অনুপম বিশ্বকর রচনা। একটি এমন এক অভিনব গ্রন্থ যার মর্যাদা অনেক উচ্চের, তার সমূহ সৌন্দর্য পূর্ণতা পেয়েছে এবং তার নিদর্শনসমূহ তার অনুপমত্বের স্বাক্ষর বহন করে।” —[কাশফুজ জুনুন, ২খ., পৃ. ১৭৮৯]

ড. যকী মুবারক [মৃত্যু : ১৩৭১ হি.] তাঁর *الْفَرْقُ فِي الْقُرْنِ الرَّابِعِ* গ্রন্থে লেখেন, যারা মাকামা সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত, তারা যখন মাকামা সাহিত্যের অনুসরণ করতে সচেষ্ট হন তখন তাদেরকে আমরা হারীরীর শিষ্য ও অনুসারী হিসেবে দেখতে পাই। অনেকেই হারীরীর ন্যায় শাব্দিক অলঙ্কারের প্রতি সম্যক দৃষ্টি রেখে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কম সংখ্যকই হারীরীর স্বভাবজাত সৃজনশীলতাকে রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

আল্লামা যমখশরী [মৃত্যু : ৫৩৮ হি.] হারীরী ও তাঁর মাকামাত সম্পর্কে প্রশংসা করতে গিয়ে লিখেন :

أَنَسِمُ بِاللَّهِ وَأَبَاتِهِ وَ مَشَعَرِ الْحَجِّ وَ مِيقَاتِهِ
إِنَّ الْحَرِيرِيَّ حَرِيٌّ بِأَنِّ تَكْتَبُ بِالْتَّبِيرِ مَقَامَاتِهِ
مُعْجَزَةٌ مُعْجَزُ كُلِّ الْوَرَى وَلَوْ سَرُوا فِي ضَوْؤِ مَشْكَاةٍ

“আল্লাহ, তাঁর নিদর্শনাবলি, হজের স্থান ও তার মীকাতের কসম করে বলছি, নিশ্চয় হারীরী এ সম্মানের উপযুক্ত যে, তুমি তাঁর মাকামাত সোনার অক্ষরে লিখে রাখবে। মাকামা একটি অলৌকিক নিদর্শন, যা সমগ্র সৃষ্টিকুলকে [এ রূপ অবদান উপস্থাপনে] অক্ষম করে দেয়; যদিও তারা তাঁর প্রদীপদানের আলোতে চলে না কেন।”

মুহাম্মদ ইবনে আবুল কাসিম ইবনে আলী ওরফে ইবনে যাকার আল-মক্কী (মৃত্যু : ৫৯৮ হি.) বলেন :

كِتَابُ مَقَامَاتِ الْحَرِيرِيِّ أَيْهٌ وَصَاحِبُهُ أَتَدْرِي بِهِ كُلُّ مُعْجَزٍ
وَأَوْضَعُ بَرْهَانِ الْإِسْمَةِ نَاضِرًا غَوَامِضُهُ أَعْجَبُ بِهِ مِنْ مُبْزٍ
فَلَيْسَ عَلَى مَنْوَالِهِ نَسْجٌ نَاسِجٌ وَنَافِيكَ مِنْ سَخَرِ حَلَالِ مُجَوِّزٍ
أَرَاهُ حَرِيرًا وَالْحَرِيرِيُّ حَاكُهُ وَطَرَزَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْمُطَرِّزِيُّ

“হারীরী-রচিত মাকামাত গ্রন্থখানি একটি নিদর্শন। এ গ্রন্থটি দ্বারা লেখক তার পূর্ণ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেছেন। তিনি ভাষাবিদ ইমামগণের দলিল-প্রমাণ প্রোজ্জ্বল ও সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করেছেন। মাকামাতের গূঢ় রহস্যগুলো তার প্রকাশ্য বিষয়ের চেয়ে বেশি বিমুগ্ধকর। কোনো বয়নকারী [সাহিত্য-রচয়িতা কোন সাহিত্য-রচনা] হুবহু এ আঙ্গিকে বয়ন করতে পারে নি। বৈধ ও অনুমোদিত যাদু স্বরূপ তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট। আমি মনে করি, মাকামাত গ্রন্থখানি যেন রেশমের কাপড়। আর আল্লামা হারীরী, তা বয়ন করেছেন। আর তার উপরে শায়খ ইমাম মুতাররিখী অলঙ্কারের কারুকার্য খচিত করেছেন।”

মাকামাতে হারীরীর সাহিত্য সমালোচনা :

ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ আল-বাগদাদী আল-মুহাদিস আল-মুগাবী ওরফে ইবনুল খাশশাব [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.] মাকামাতে হারীরীতে কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার ও বাগধারা প্রয়োগের উপর আপত্তি উত্থাপন করে একখানি *হতত* রিসালা প্রণয়ন করেন। তাঁর নাম *نَقْدُ الْمَقَامَاتِ الْحَرِيرِيَّةِ*

এর জবাবে ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল ওয়াহশ বাররী ইবনে আব্দুল জাব্বার আল-মাকদিসী হুশাল মিসর আন-নাহ্‌বী [মৃত্যু : ৫৮২ হি.] হারীরীর পক্ষ সমর্থন করে আর একটি রিসালা প্রণয়ন করেন। রিসালাটির নাম : **الرَّدُّ عَلَى ابْنِ الْعَثَابِ**

তারপর উভয়ের পক্ষ বিপক্ষ অবলম্বনের বিষয়ে ফয়সালামূলক একটি রিসালা প্রণয়ন করেন মাকামাতের অপর এক ভাষ্যকর মুওয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল লতীফ ইবনে ইউসুফ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬২৯ হি.]। তাঁর রচিত এ রিসালাটির নাম : **الْبَيِّنَاتُ فِي بَيِّنَاتِ بَرَى وَابْنِ الْعَثَابِ عَلَى الْقَسَائِدِ لِعَلَمِيَّوِي**

হারীরীর মাকামাতের মোকাবিলায় অপর একটি মাকামাত গ্রন্থ রচয়িতা আলী ইবনে বাস্‌সাম আশ-শানতারীনী আল-আন্দলুসী [মৃত্যু : ৫৪২ হি.] তাঁর মাকামায় বলেন,

إِنَّ الْمَرْبُورِيَّ أَوْرَدَ اللَّغَاتِ الْوَعْرَةَ وَأَظْهَرَ الْمَعَانِيَ الْمَعِيرَةَ وَإِنَّهُ وَضَعَ كَرِيمَ الطَّرِيقَيْنِ لَا يَكْتُمُ بَيْلٌ وَلَا يُوَجِّزُ بَيْلٌ -
“হারীরী তাঁর মাকামাতে দুর্বোধ্য শব্দাবলি ব্যবহার করেছেন এবং কঠিন বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি উপরিউক্ত উভয় পন্থার মাঝামাঝি একটি পছন্দনীয় পন্থা উদ্ভাবন করেছেন। তিনি একে বিরক্তিকর দীর্ঘ করেন নি এবং অতি সংক্ষেপও করেন নি।” - [কাশফুজ্জুন্ন ২খ., পৃ. ১৭৮৪]

বলাবাহুল্য যে, ইবনে বাস্‌সামের এ মন্তব্য সমাদৃত হয়নি এবং তাঁর মাকামাত গ্রন্থটিও কোনোরূপ গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। আর এটা স্বীকৃত কথা যে, যারা মাকামা সাহিত্য রচনা করেছেন তাদের কারও গ্রন্থই হারীরীর মাকামাতের শত ভাগের এক ভাগও আরবি সাহিত্যের আসরে মর্যাদা পায়নি।

আধুনিককালের পাক্যাতা লেখক-সাহিত্যিকগণ হারীরীর মাকামা সাহিত্যকে তিনু দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা করেন। তারা মাকামাতের কাহিনী সংক্ষিপ্ততা ও কাহিনীগুলোর সারবস্তুর অভিন্নতা নিয়ে আপত্তি তোলেন। তারা আরও বলেন, লেখক মাকামাগুলোতে প্রাচীন পাক্যাতা ও গ্রীক লেখকদের অনুরূপ কাহিনীমালার রূপায়ন করতে চেষ্টা করেন নি। তিনি কেবল শব্দের সৌন্দর্য ও গাঁথনির প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। পক্ষান্তরে বর্তমানকালের আরব সাহিত্যিকগণ বলেন, তাঁর মাকামাগুলো প্রায় একই ভাবনাকে বিভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপনের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে ঘুরপাক খায়। এর বাইরে যায় না। তা ছাড়া এসব কাহিনীর রচনা ও বর্ণনায় যে অস্বাভাবিকতা রয়েছে তা সেই বেদুইনী স্বভাবের সাথে খাপ খায় না, যার গাল্লিক চরিত্রের মাধ্যমে এগুলো উপস্থাপিত হয়েছে। - [যায্যাত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃ. ১৭৭]

শায়খ আবুল হাসান আলী নদবী [মৃত্যু : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ খৃ.] বলেন, “তারপর আল্লামা হারীরী এলেন এবং এক নেশাকর ও অনুপ্রাসময় লেখ্য পদ্ধতিতে মাকামাত রচনা করলেন। লোকেরা তাঁর গ্রন্থখানি গ্রহণ করে নিল। এর পঠন-পঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, এর রচনামূল্যের অনুসরণ-অনুসরণ ও একে আত্মস্থ করার কাজে মুসলিম বিশ্ব বৃন্দ হয়ে পড়ল। সাহিত্য ও গবেষণার শিক্ষালয়গুলোতে এর চর্চা প্রসারিত হলো। এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মানুষের মেধা ও লেখনীর উপর একটি সাহিত্যগ্রন্থ তার প্রভাব বিস্তার করে থাকল। তবে এটা গ্রন্থখানির সাহিত্যগুণে নয়; বরং এজন্য যে, গ্রন্থখানি তখনকার মানুষের কামনা মাফিক হয়েছিল এবং মুসলিম বিশ্বের সাহিত্যের বক্ষ্যাত্ম ও স্থবিরতার যুগে এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

- [মুখতারাত মিন আদাবিল আরাব ১খ., পৃ. ১০ চুম্বিকা]

স্বর্তব্য যে, বর্তমানকালের স্বভাবগতিসম্পন্ন সাহিত্যের সরল দেহে যদিও স্বভাবগতিহীন দুর্বোধ্য ও বিরস শব্দমালার বিন্যাস কণ্ঠহার এবং কৌশলী হতে বোনা অনুপ্রাসময় গদ্যের বাহারী আলখেল্লা কিছুটা বেমানান বা সেকেলে ধাঁচের মনে হয়, তবুও এটা শব্দ ও অলঙ্কারের আবাদ্য অংশগুলোকে চাবুক ছাড়াই বসে আনার উৎকৃষ্ট উপায় বটে। তাই এটি যুগে যুগে সমাদৃত হয়েছে এবং এর আবেদন অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

মাকামাতে হারীরীর দরস : আল্লামা তাশকুবরা যাদাহ ও ইতিহাসবিদ ইবনে খাল্লিকান লেখেন যে, আল্লামা হারীরী নিজ হাতেই মাকামাতের সাত শ' কপি লিখেছিলেন। এ সব কপিই তাঁর সামনে পঠিত হয়েছিল। এতে অনুমিত হয় যে, কত সাহিত্যরসিক তাঁর কাছে এ মাকামাত পড়েছিলেন। তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লেখকের তিন পুর ১. নাজমুদ্দীন আব্দুল্লাহ, ২. যিয়াউল ইসলাম উয়ায়দুদাহ, ৩. আবুল আকাস মুহাম্মদ, এছাড়াও আরও যারা রয়েছেন তাঁদের মধ্যে : ৪. শরফুদ্দীন আলী ইবনে তিরাদ আয-যায়নাবী, ৫. কিওয়ামুদ্দীন আলী ইবনে সাদাকা, ৬. জাবির ইবনে যুহায়র, ৭. শরীফ আবু আলী আল-হাসান ইবনে জা'ফার ইবনে আব্দুল সামাদ ইবনুল মুতাওয়াজ্জিল 'আলাল্লাহ ৮. আবুল ফযল ইবনে নাসির আল-হাফেজ, ৯. আবু বকর আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনুন-নক্বর, ১০. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনে হামদান আল-হিল্লী ;

মাকামাতে হারীরী : যত্ন ও কর্ম : সাহিত্যগত মান ও বৈশিষ্ট্যের কারণে মাকামাতে হারীরী রচনার পর থেকে অদ্যাবধি জানী-তুলী ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি-গবেষণার বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কেনো কালেই মাকামাতে হারীরী উপেক্ষার শিকার হয় নি। আরবি, ফারসি, তুর্কী, ইবরানী, ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী, ল্যাটিন, উর্দু, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় মাকামাতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদের কাজ হয়েছে।

তা ছাড়া মাকামাতে হারীরী রচনার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় নয়শ' বছরের অধিকাল যাবৎ আরবি সাহিত্যের এক অনবদ্য রচনা হিসাবে মাদ্রাসার ক্লাসে পাঠ্যভূক্ত রয়েছে।

প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ এনটন আইজেক সিলভেস্টার ডি সেন্সী [মৃত্যু : ১২৫৩ হি./ ১৮৩৮ খৃ.] মূল আরবি মাকামাত ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে এবং অপর একজন ফরাসী লেখক ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় রচিত ভাষা সহকারে দুই খণ্ডে প্যারিস থেকে প্রকাশ করেন। ষ্টনিজস ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মাকামাত গ্রন্থখানি ইংরেজি ভাষা সহকারে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে মাকামাতে হারীরীর বহু হস্তলিখিত কপি পাওয়া যায়। বৃটেনের জাদুঘরে ৬৫৪ হিজরিতে লিখিত ও প্রায় একাশিটি রঙ্গীন ছবি সহকারে কারুকার্যকৃত একটি কপি বিদ্যমান রয়েছে। অপর এক ইংরেজ লেখক ইংরেজিতে মাকামাতে হারীরীর অনুবাদ করেছেন, যা হুয়শ'র অধিক পৃষ্ঠায় ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও খ্যাতনামা ফরাসী প্রাচ্যবিদ চেজি [CHEZY = মৃত্যু : ১৮৩২ খৃ.] প্রমুখ মাকামাতে হারীরীর ইংরেজিতে অনুবাদ করে একটি ভূমিকা ও ভাষা সহকারে প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠায় দুই খণ্ডে ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশ করেন। ল্যাটিন ভাষায়ও এর অনুবাদ হয়েছে, যা ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানীর বাগিজাক রাজধানী হামবুর্গ থেকে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ শামসুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি ফারসি ভাষায় মাকামাতের অনুবাদ করেন, যা ১২২৩ হিজরিতে ভারতের লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। মুহাম্মদ তাহেরে সলামি রুমী নামক এক তুর্কী লেখক তুর্কী ভাষায় এর অনুবাদ ও ভাষা রচনা করেছেন এবং তা কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রকাশিত হয়েছে। জনৈক ইবরানী ভাষার লেখক এর ইবরানী ভাষায়ও অনুবাদ করেছেন। বাংলা ভাষায়ও এর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে।

আরবি ও উর্দু ভাষায় মাকামাতে হারীরীর সর্বাধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, টীকা-টিপ্পনী ও অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে কতিপয় আরবি ভাষাগ্রন্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, এসব ভাষাগ্রন্থের নাম, লেখকের পরিচয় ও তাঁদের মৃত্যু-সনের উল্লেখের ক্ষেত্রে 'কাশফুজ্জুজ্জুন'-এর বর্ণনায় বেশ বিভ্রান্তি রয়েছে। এখানে যথেষ্ট অনুসন্ধানের পর সঠিক তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে।

১. **سُرُجُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবু আব্দুল্লাহ/আবু উবায়দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আহমদ ওরফে ইবনে হুমায়দা মতাস্তরে হাম্বীদ আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৫৫০ হি.]।
২. **سُرُجُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ওরফে ইবনে হামদান আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৫৬১ হি.]। এ ভাষ্যকার স্বয়ং মাকামাত-প্রণেতা আব্দুল্লাহ হারীরীর নিকট মাকামাত গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করেন।
৩. **الْمَطْوَرُ** - লেখক : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যাকার আল-মাক্কী আস-সিকিল্লী আল-মালিকী [মৃত্যু : ৫৬৫ হি.]। এ লেখক মাকামাতের ছোট ও বড় দুটি শরাহ লিখেন।
৪. **الْتَنْقِيبُ عَلَى مَافِي الْمَقَامَاتِ مِنَ الْغَرِيبِ** - এটি পূর্ববর্তী লেখকের দ্বিতীয় এবং ছোট শরাহ।
৫. **سُرُجُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবুল মুজাফফর মুহাম্মদ ইবনে আস'আদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নাসর ওরফে ইবনে হাকীম আল-হালীমী আল-হানাকী [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]।
৬. **سُرُجُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন আল-আবদারী আল-কুরতুবী [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]।
৭. **سُرُجُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : ইমাম আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে আহমদ আল-বাগদাদী আল-মুহাদ্দিস আল-ইলাবী ওরফে ইবনুল খাশাশ [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.]। তিনি মাকামাতের এ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা ছাড়াও হারীরীর মাকামাত গ্রন্থে কিছু কিছু শব্দের ব্যবহার ও বাগধারা প্রয়োগের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করে একটি স্বতন্ত্র রিসালা প্রণয়ন করেন।
৮. **سُرُجُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : আবু মুহাম্মদ হারুন ইবনুল আক্বাস ইবনুল মামুন আল-আক্বাসী আল-মামুনী আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৫৭২ হি.]।

৯. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : ইমাম আবুল বারাকাত আব্দুর রহমান ইবনে আবুল ওয়াফা মুহাম্মদ আল-আনবারী আন-নাহবী [মৃত্যু : ৫৭৭ হি.]। তিনি মাকামাতের কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেন।
১০. **مَنَائِى النَّفَاسَاتِ فِى مَنَائِى النَّفَاسَاتِ** - লেখক : ইমাম আবু সাঈদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মাসউদ আল-মাসউদী আল-ফাজ্জদীহী [মৃত্যু : ৫৮৪ হি.]। লেখক গ্রন্থখানির শুরুতে একটি অতি উচ্চমানের ভূমিকা রচনা করেন, যা সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে।
১১. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : শাযখ আবুল খায়র সালামা ইবনে আব্দুল বাকী ইবনে সালামা আয-যারীর (الْمُزَيَّرُ) আন-নাহবী [মৃত্যু : ৫৯০ হি.]। এটি একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ। ইবারত ও শরাহ সংমিশ্রিত আকারে রচনা করা হয়েছে।
১২. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবু জা'ফর আহমদ ইবনে দাউদ ইবনে ইউসুফ আল-জুযামী [মৃত্যু : ৫৯৭ মতান্তরে ৫৯৮ হি.]।
১৩. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : সাফীউদ্দীন (صَفِيّ الدِّينِ) আব্দুল কারীম ইবনুল হুসাইন ইবনে জা'ফর আল-লুগাবী আল-বালাবাকী [মৃত্যু : ৬০০ হি.]।
১৪. **السُّكْتُ الْمُنْعِمَاتِ فِى سُرِّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : মুহাযযাবুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনুল হাসান ইবনে আনতার ইবনে সাব্বত ওরফে ওমায়ম আল-হিল্লী [মৃত্যু : ৬০১ হি.]। এটি এক খণ্ডে রচিত একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ। এতে قَالَ বলে 'মতন' উল্লেখ করা হয়েছে এবং أَقْرَلَ বলে শরাহ করা হয়েছে। এতে মাকামাতের দুর্বোধ্য ও কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
১৫. **الْإِبْطَاحُ** - লেখক : ইমাম আবুল ফাতহ নাসির ইবনে আব্দুস সাযিয়দ আল-মুতাররিখী আল-নাহবী [মৃত্যু : ৬১০ হি.]। তিনি তাঁর এ ভাষ্য গ্রন্থের শুরুতে ইলমুল মাআনী, ইলমুল বায়ান ও ইলমুল বানী, -এর নিয়ম-কানুন উল্লেখ করেছেন।
১৬. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবুল বাকী আব্দুল্লাহ ইবনুল হুসাইন আল-উকবারী আন-নাহবী [মৃত্যু : ৬১৬ হি.]। তিনি ছোট কলেবরে একটি সংক্ষিপ্ত শরাহ রচনা করেন।
১৭. **التَّرْوِضُ** - লেখক : কাসিম ইবনুল হুসাইন আল-খুওয়ারিমী আন-নাহবী ওরফে সদরুল আযাফিল [শাহাদাত : ৬১৭ হি., তাতারীদের গণ-হত্যার সময়]।
১৮. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম আয-যুহরী আল-ইশবীলী [শাহাদাত : ৬১৭ হি.]।
১৯. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবুল আক্বাস আহমদ ইবনে আব্দুল মু'মিন "আল-কায়সী আশ-শারীশী [মৃত্যু : ৬১৯]। বর্ণিত আছে যে, তিনি মাকামাতের ছোট বড় ও মাঝারি মোট তিনটি শরাহ রচনা করেন। লেখক তাঁর বড় শরাহটিতে মাকামাতের বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কোনো প্রয়োজনীয় আলোচনা বাদ দেননি। ফলে তাঁর এ শরাহখানি ইতঃপূর্বে রচিত মাকামাতের অন্যান্য শরাহের প্রয়োজনীয়তা দূর করে দেয়। তিনি আল-ফাজ্জদীহী রচিত শরাহ থেকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এটি কোথাও দুখণ্ডে, আবার কোথাও কোথাও পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাঝারি শরাহটিতে তিনি দীর্ঘ কোনো আলোচনা বাতিরেকে কেবল কঠিন শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেছেন। এরপর সিজিলমাসা'র অধিবাসীরা যখন তাঁকে একটি অতি সহজ শরাহ রচনা করার জন্য আবেদন করেন তখন তিনি সংক্ষিপ্তাকারে ছোট শরাহটিতে প্রণয়ন করেন।
২০. **سُرُّ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : কামালুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম ইবনুল কাসিম আল-ওয়াসিতী আন-নাহবী [মৃত্যু : ৬২৬ হি.]। তিনি প্রথমে মাকামাতের শব্দাবলিকে বর্ণভিত্তিক বিন্যাস করে একটি শরাহ প্রণয়ন করেন। তারপর মাকামাতের তারতীবে আরও দুটি শরাহ রচনা করেন।
২১. **نَهَايَةُ النَّفَاسَاتِ فِى دَرَايَةِ النَّفَاسَاتِ** - লেখক : আবুল হায্জাজ ইউসুফ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে আব্দুর রহমান ওরফে ইবনুয যায়্যাত আত-তাদালী আল-লুগাবী [মৃত্যু : ৬২৭ হি.]।

২২. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : মুওয়াফফাকুদ্দীন আব্দুল লতীফ ইবনে ইউসুফ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬২৯ হি.]। ইমাম সুয়ুতী (র.) বলেন, মাকামাত সম্পর্কে ইবনুল খাশাশ [মৃত্যু : ৫৬৭ হি.] ও ইবনে বাররী [মৃত্যু : ৫৮২ হি.] এর পঞ্চ-বিপঞ্চ সমর্থনের ব্যাপারে এ লেখক ফয়সলামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটির নাম :

الْإِنصَافُ بَيْنَ ابْنِ بَرِّي وَابْنِ الْخَشَّابِ فِي كَلَامِهِمَا عَلَى الْمَقَاتِلِ لِلْعَرَنِيِّ

২৩. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : কাযী আবুল আকাস আহমদ ইবনুল মুজাফফর আর-রাযী [মৃত্যু : ৬৪২ হি.]। লেখক এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী শরাহ রচয়িতাদের তুলনামূলক ও নির্দেশ করেছেন।

২৪. **السُّرُحُ** - লেখক : তাজুদ্দীন নুমান ইবনে ইবরাহীম ইবনুল বালী আয-যারনুজী [মৃত্যু : ৬৪০ মতান্তরে ৬৪৫ হি.]।

২৫. **كُنُوزُ الْبَرَاغَةِ وَلَطَائِفُ رُمُوزِ الْبَرَاغَةِ** - লেখক : শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আব্দুল কাদির আর-রাযী [মৃত্যু : ৬৬০ হি.]।

২৬. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : শায়খ তাজুদ্দীন আবু তালিব আলী ইবনে আনজাব ইবনে উসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে ইবনুস সাঈ আল-বাগদাদী [মৃত্যু : ৬৭৪ হি.]। এ শরাহটি ২৫ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে।

২৭. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ فِي سُرُحِ الْمَقَاتِلِ وَالْمَقَاتِلِ** - লেখক : আবুল মা'আলী আল-মুজাফফর ইবনে সা'দুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনুল ইমাম যায়নুদ্দীন মুজাফফর ইবনুল ইমাম রুযবাহান [মৃত্যু সন অজ্ঞাত]।

২৮. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : মুহাম্মদ ইবনে আবুল কাসিম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুবায়ী আস-সাকসাকী ওরফে ইবনুল মু'আল্লিম [মৃত্যু : ৭১৬ হি.]। উক্ত গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেন যে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে আবু নূহ কর্তৃক অনুলিপিকৃত মাকামাতের একটি কপি পান। উক্ত কপিতে উল্লেখ রয়েছে যে, অনুলিপিকারক গ্রন্থখানি তাঁর শিক্ষকের নিকট থেকে তনেছেন। তারপর ভাষ্যকার হারীরী রিসালা সীনিয়া ও রিসালা শীনিয়াসহ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি ৬৯১ হিজরিতে ভাষ্যগ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

২৯. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : আবু'র-রাযী' নাজমুদ্দীন সুলায়মান ইবনে আব্দুল কাযী (عَبْدُ الْقَوِيِّ) ইবনে আব্দুল কারীম আত-তুফী আস-সারসারী আল-হাম্বলী [মৃত্যু : ৭১৬ হি.]।

৩০. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : মাজহরুদ্দীন হুসাইন ইবনে মাহমুদ ইবনুল হাসান আয-যায়দানী আয-যারীর (الْمُزِيرِيُّ) আশ-শীরাযী [মৃত্যু : ৭২৭ হি.]। এটি একটি বৃহৎ খণ্ডে প্রণীত ভাষ্যগ্রন্থ।

৩১. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাজ্জমান আল-ওয়ালিদী আল-বাকরী আশ-শাফেয়ী ওরফে ইবনুশ শারীশী [মৃত্যু : ৭৭০ হি.]।

৩২. **سُرُحُ الْمَقَاتِلِ** - লেখক : ফখরুদ্দীন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আস-সাহিব আল-মিস্রী ওরফে ইবনুস সাহিব [মৃত্যু : ৭৮৮ হি.]। তিনি মাকামাতের একটি অংশের শরাহ প্রণয়ন করেন।

৩৩. **الذُّرُّ الْمَنْظُومَةُ مِنَ النُّكْتِ الْمَهْمُومَةِ** - লেখক : শিহাবুদ্দীন আবুত-তাযিয়্য আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী আল-বায়রাযী ওরফে আশ-শিহাবুল হিজ্জাযী [মৃত্যু : ৮৭৫ হি.]। তিনি মাকামাতের সাহিত্য সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিষয়াদিকে পৃথক করে একস্থানে সন্নিবেশিত করে এ স্বতন্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

৩৪. **مُخْتَصَرُ سُرُحِ الْمَقَاتِلِ لِلْعَرَنِيِّ** - লেখক : পূর্বোক্ত শিহাবুদ্দীন আবুত-তাযিয়্য আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে ইবরাহীম আল-আনসারী আল-বায়রাযী। এতে লেখক আশ্চর্য্যময় শারীশীর বৃহৎ শরাহটিকে সংক্ষেপ করে একটি পৃথক শরাহ প্রণীত করেছেন।

৩৫. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : ইমাম আবু'ন-নাজা নাজমুদ্দীন আব্দুল গাফফার ইবনে ইবরাহীম ইবনে ইসমাইল ইবনে আব্দুল্লাহ আল-আলাবী আয-যাহীরী আল-শাফি'রী [মৃত্যু সন অজ্ঞাত]। তবে তাঁর ভাই আব্দুর রহমান ইবনে ইবরাহীম-এর মৃত্যু ৯২০ হিজরিতে হয়েছে। এ থেকে তাঁর জীবনকাল উক্ত সময়ের কাছাকাছি হবে বলে অনুমান করা যায়।]
৩৬. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাগরিবী আত-তুবল্বী (الطُّبْلِيُّ) আত-তুনিসী [মৃত্যু : ৯৬২ হি.]। লেখক মাকামাতের শরাহ রচনা শুরু করে চকিশ মাকামা পর্যন্ত পৌঁছেন। এতে তিনি পাণ্ডুলিপির ষাটটি পাঠ লেখার পর ইনতিকাল করেন।
৩৭. **تَحْكِيْلَةُ شَرْحِ الْمَقَامَاتِ لِطَبْطَبِي** - লেখক : আবুস সাউদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-কানফানী [মৃত্যু : ৯৬৬ হি.-এর পরে]। তিনি এটি তাঁর শায়খ [পূর্বোক্ত লেখক] মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আত-তুবল্বী আল-মাগরিবী আত-তুনিসী [মৃত্যু : ৯৬২ হি.] প্রণীত মাকামাতের অসম্পূর্ণ শরাহের সম্পূর্ণ ভাষ্য হিসেবে রচনা করেন। এতে তিনি পূর্ববর্তী লেখকের শরাহের পর থেকে শুরু করে ২৪তম মাকামার ভাষ্য পূর্ণ করেন। তিনি ২৪তম মাকামার ভাষ্য রচনা থেকে ৯৬৬ হিজরিতে অবসর হন এবং অবশিষ্ট মাকামাগুলোর শরাহ লেখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। কিন্তু তিনি পরবর্তীতে অবশিষ্ট মাকামাগুলোর ভাষ্য লিখতে সমর্থ হয়েছিলেন কিনা তা জানা যায়নি। তিনি ভাষ্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় সম্পূর্ণ মাকামাতের 'মতন' শরাহের মাঝে লালকালি দ্বারা লিপিবদ্ধ করেন।
৩৮. **الْمَقَالَاتُ الْجَوْهَرِيَّةُ عَلَى الْمَقَامَاتِ الْحَبْرِيَّةِ** - লেখক : খায়রুদ্দীন ইবনে তাজুদ্দীন ইলিয়াস আল-মাদানী [মৃত্যু : ১১৩০ হি.-এর কাছাকাছি সময়ে]। এ শরাহখানি দু'খণ্ডে সমাপ্ত।
৩৯. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : ইসমাইল ইবনে রাজাব আল-হসবানী (الْحُسْبَانِيُّ) আল-হালাবী আল-ওয়াইয। পরবর্তীতে কুত্বনতীনিয়ায় বসবাস করেন [মৃত্যু : ১১৬১ হি.]। ১১৫৮ হিজরিতে তিনি এ শরাহ লেখার কাজ সমাপ্ত করেন।
৪০. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : বাহউদ্দীন খালিদ ইবনে আহমদ ইবনে হুসাইন আশ-শাহরাযুরী আল-কুরদী আশ-শাফেয়ী [মৃত্যু : ১২৪২ হি.]।
৪১. **شَرْحُ الْمَقَامَاتِ** - লেখক : ফসীহুদ্দীন ইবরাহীম ইবনুস-সায়্যিদ সিবগাতুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আস'আদ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে সিবাগাতুল্লাহ আল-হায়দারী ওরফে ফসীহুদ্দীন আল-বাগদাদী আশ-শাফি'রী [মৃত্যু : ১২৯৯ হি.]।
৪২. **شَرْحُ مَقَامَاتِ الْحَبْرِيِّ** - লেখক : [সম্ভবত] সায়্যিদ মুহাম্মদ হাসান নয়িল আল-মারসাফী [মৃত্যু : ১৩৫৩ হি.]। এখানে ভাষ্যকারের নামের পূর্বে "সম্ভবত" লিখে সংশয় প্রকাশ করার কারণ এই যে, ভাষ্যগ্রন্থটির শুরুতে কোথাও ভাষ্যকারের নাম নেই। অবশ্য গ্রন্থের শেষে হারীরীর রিসালা সীনিয়া ও রিসালা শীনিয়া শরাহসহ সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত রিসালা দু'টির শরহের নিচে ভাষ্যকার হিসেবে এ লেখকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এতে অনুমিত হয় যে, মাকামার ভাষ্যটিও হয়তো তাঁরই রচিত হবে। লেখক টাকা আকারে সম্পূর্ণ গ্রন্থের শব্দাবলির বিশ্লেষণ করেছেন।
৪৩. **التَّغْلِيْقَاتُ الْفَرْسِيَّةُ** - লেখক : মাওলানা ইদরীস আল-কাকালবী [মৃত্যু : ১৩৯৪ হি.]। এতে তিনি টাকা আকারে ত্রিশটি মাকামার শব্দাবলি বিশ্লেষণ করেছেন।

وَهَذِهِ الرِّسَالَةُ السَّيْنِيَّةُ الَّتِي كَتَبَهَا الْحَرِيرِيُّ عَلَى لِسَانِ

بَعْضِ الْأَمْراءِ إِلَى بَعْضِ أَصْدِقَائِهِ عَنَّا

صَوْرَةٌ مَا وَجَدَ بِالسَّيْحِ الْمُنْقُولَةِ مِنْهَا هَاتَانِ الرِّسَالَتَانِ

هَذَا مِنْ إِنِّشَاءِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْقَاسِمِ بْنِ عَلِيِّ الْحَرِيرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ كَتَبَ إِحْدَاهُمَا وَهِيَ السَّيْنِيَّةُ عَلَى لِسَانِ الْأَمِيرِ أَمِينِ الْمَلِكِ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ قَطِيرِ الْمَدَائِنِيِّ وَكَانَ يَتَوَلَّى دِيْوَانَ الْإِسْتِيفَاءِ بِالْبَصْرَةِ إِلَى الْأَمِيرِ الْأَجَلِيِّ الْإِسْفَهْسَلَارِ النَّفِيسِ مُعَاتِبَالَهُ عَلَى إِخْتِصَاصِهِ بِالِدَّعْوَةِ لِلْأَمِيرِ الْحُسَامِ وَقَدْ كَانَ نَزَلَ عَلَى الْحُسَامِ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ فِي الْمَحَلَّةِ الْمَعْرُوفَةِ بِبَيْتِي حَرَامٍ وَهِيَ مَحَلَّةُ الشَّيْخِ الْحَرِيرِيِّ وَكَانَ أَمِينُ الْمَلِكِ جَارَهُ وَصَدِيقُ ابْنِ يَنْفَرَابِ النَّفِيسِ فَلَمْ يَدْعُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يُسَارِعُهُ عَلَى لِسَانِهِ، وَالثَّانِيَّةُ وَهِيَ السَّيْنِيَّةُ إِلَى الشَّيْخِ شَمْسِ الشُّعْرَاءِ طَلْحَةَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ طَلْحَةَ التُّعْمَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِاسْمِ السَّمِيعِ الْقُدْرِيِّ اسْتَفْتَحْتُ، وَبِاسْتِعَاذِهِ اسْتَنْجِعُ^١، سِرَّةَ سَيِّدِنَا الْإِسْفَهْسَلَارِ^٢، السَّيِّدِ النَّفِيسِ سَيِّدِ الرُّؤَسَاءِ، سَيِّدِ السُّلَاطِينِ، حُرِّسَتْ نَفْسُهُ^٣، وَاسْتَنْتَارَتْ شَمْسُهُ^٤، وَأَتَسَّقَ^٥، أَنَسُهُ، وَيَسَّقُ غَرَسَهُ^٦، اسْتَوْصَالَةَ الْجَلِيلِ، وَمُسَاهَمَةَ الْأَرِيضِ، وَمُسَاعَدَةَ الْكَبِيرِ وَالسَّلِيمِ، وَمُؤَاوَاةَ السَّجِينِ وَالنَّسِيبِ^٧، وَالسِّيَادَةَ تَسْتَدْعِي اسْتِدَامَةَ السَّنَنِ، وَجَرَّاسَةَ الرَّسْمِ الْحَسَنِ^٨، وَسَمِعْتُ بِالْأَمْسِ تَدَارُسَ الْأَلْسِنِ سَلَاةً خَنْدَرِيَّةً، فِي سُلْسَالِ كُؤُوبِهِ، وَمَحَارِيزِ مَجْلِسِ مَسَرَّتِهِ وَإِحْسَانِ سَمْعَةِ سَيَادَتِهِ^٩.

১. يقال بالله أستفتح وإياه أستنجع أي وإياه أقصد الظفر بالمقصود والمعنى هنا يطلب من الله قضاء حاجته.

২. الإسفهلار كلمة تركية تطلق على قائد الجيوش.

৩. حفظها الله من كل سوء ينزل بها.

৪. سعدت حياته وانتشر نفعه على العباد انتشار ضوء الشمس.

৫. انتظم واستوى فلا يشوبه ما يعكسها.

৬. الغرس المغروس ويقال فلان غرس يده إذا تولى تربيته وسق الغصن ارتفع ومنه في القرآن والنخل باسقات والمراد هنا الدعاء له بطول الأجل ولأبنائه ونشأته

৭. الاسالة الاستعطاف، والجليل صاحب، والكبير المكسور العاجز عن الحركة، السليب أسله الشجر الذي سلب ورقه وأغصانه، ثم استعمل هنا بمعنى الفقير المستقلب المتاع والمال الذي لم يجده في حياته رقة من العيش، والسحق البعيد، النسيب القريب، والمعنى أن سيرة ذاك السيد النفيس تستعطف القلوب وتستهيئ النفوس حتى لم يعد سامعها يتذكرهما به نزل أو فقرا عليه طرا لكثرة ماها من المحاسن وكرم الاخلاق.

৮. الإسنان مبركة الطريقة، يقال: فلان استقام على سنن واحد أي على طريقة واحدة لا يبعد عنها، والمعنى أن السيادة تطلب من صاحبها الاستقامة على الطريقة التي سننها له والمحافظة على السلوك الحسن حتى لا يخرج بها عن محاسنها.

৯. يقال: تدارس الكتاب، درسه، وفي الحديث: تدارس القرآن أي اقرؤه واحفظوه لئلا تنسوه، والخندريس الخمر، والسلافة طعمها، ويقال: ما سلسال بالفتح، إذا سلس سهل التعاطي، والضمير في الخندريس يعود على السيد المتقدم، والمعنى أن الحريري سمع بالأمس اللسان تدبر على الجلوس - سيرة شائله فكانهم يشربون خمر غلبة سهلة التعاطي.

فَاتَّخَذْتُ السَّرَّاءَ^١، وَتَوَسَّيْتُ الْإِسْدَعَاءَ^٢، وَوَسَّيْتُ نَفْسِي بِالْإِحْسَاءِ^٣، وَمَوَاتِنَ الْجُلَاءِ^٤،
وَمَكَّنْتُ اسْتَفْرَى السَّبِيلِ، وَاسْتَطَلَعْتُ الرُّسُلَ^٥، وَاسْتَبَعِدْتُ تَنَاسِي اسْمِي^٦، وَأَسَاوِرَ الْوَسَاوِسِ لِاسْتِحَالَةٍ^٧
رَسُولِي^٨.

(শعر)

وَسَيِّفُ السَّلَاطِينِ مَتَأَثَّرٌ^٩،
سَلَاتِي^{١٠}، وَلَيْسَ لِبَاسُ السُّلُوِ
وَسَنُّ تَنَاسِي جُلَّاهِ
وَسَرُّ حَسَوِي بِطَمْسِ الرُّسُومِ^{١١}،
وَسَاقِي الْحَصَامِ^{١٢}، بِكَأَمِي السَّلَاحِ
وَأَسْكُرْنِي حَمْرَةً^{١٣}، وَاسْتَعَاَصَ
سَأْكَسُوهُ لَيْسَةً مُسْتَعْتَبِ^{١٤}،
أُسْطَرُ رَسِيْنَاتِهِ رَسِيْرَةً^{١٥}

بَأَنَسِ السَّمَاجِ وَحَسَرِ الْكُؤُسِ
بِنَابِ حَسَنِ رِمَاكِ الثُّفَيْسِ
وَأَسَاوِرَ السَّجَايَا تَنَاسِي الْجَلِيْسِ^{١٦}،
وَطَمْسِ الرُّسُومِ كَرَمِ الثُّفُونِ
وَأَسْهَمْنِي بِعُيُوبِ وَنُوسِ
لِقَمْسُوْتِهِ سَكْرَةَ الْخَنْدَرِيْسِ
وَأَمْسِكَ إِمْسَاكَ سَالِي يُوْسِ
تَسِيْرَ أَسَاطِيْرَهَا كَالْبُيُوسِ^{١٧}،
(وَحَسَنًا السَّلَامَ لِرَسُولِ الْإِسْلَامِ)

১. فتقدمت أطلب شيئاً من المسرة.

۲. فتخيلت طليبي.

۳. يقال سوف فلاناً بالتحديد مطلق، وقال له مرة بعد مرة : سوف أفعل، والاحتساء الشرب على مهلة، والمعنى أنه جعل بما طأ ل نفسه، ويقول لها : سوف يدعونني وتشرين.

۴. استقرئ تتبع، واستطلع الرسل طلب طلعهم أي صار ينظر في السبل، ويرجو رسولا يطلع عليه فيدعوه إلى الشراب.

۵. أي أرى أن نسيانهم لاسمي بعيد فلانيد وأن يدعونني.

۶. يقال : ساور فلاناً وأثابه، وفي حديث عمر، فكادت أساوره في الصلاة أي أوثابه وأقاتله : والوساوس الهواجس، واستحالة الرسم كناية عن تحول ما اعتاده من أقبال الناس عليه.

۷. يقال : فلان استأثر بالشيء على غيره استبد به وخص به نفسه، والمعنى أن سيف السلاطين ذاك الممدوح هو دون غيره مختص بالشراب والأثس.

۸. يقول : جفاني وأعاط به السلوكاللباس بالجسم، وهذا لا يناسب شيمة الكريمة.

۹. من الطريقة سار فيها، يريد أنه اتخذ تناسي جلالة طريقة حسني وسار فيها، ولكن تناسي الجليس أقيح خصلة يتصف بها الانسان.

۱۰. الرسوم ما بقيت من آثار الديار والطمس المحو والرمس الدفن، يريد أنه كانت بينهما بقايا مودة فأذهبها، فسر بذلك الحسرة وما فعله هذا كدفنه تحت الثراب كناية عن كونه لا حياة له بدون مجالسته.

۱۱. الحسام ذاك الأمير الذي خصه الاسفهلار بالدعوة، وهي ما أشتت هذه السبينة لمعاتيته بسببها، والمساواة المعاطاة، ويقال : سهم الرجل من باب قطع وكرم سهوما وسهومة تغير لونه مع هزال ويس، ودخول الهزلة عليه للتعديبة قياسية، فيكون المعنى خص الأمير الحسام بالدعوة وساقاه الخمر وغير لوني وأذبل جسمي بتقطيع وجهه من جهتي.

۱۲. يقول : أسكرني ولكن حمرة وندامة لشدة قسرتي، وقد سكر والحسام بالخنديرس.

۱۳. يقول : سأملأ عليه جهاته عتبا حتى بهجسه كاللباس واكف عن الأمل فيه كالسائل الذي يشن من التوال.

۱۴. الأسطار بالضم والفتح والأسطور بالضم فيها وبالها : في كلها ما يسطر أي يكتب والجمع أساطير، والبسوس خالة جساس التي هاجت بسببها الحرب المنسوبة إليها أربعين سنة حتى ضرب بها السفل في الشؤم، يقال : فلان أشأم من بسوس، والمعنى أنه يسطر هذه السبينة تسير أساطيرها كما سارت الشهرة بالبسوس، لأنها أشهر حرب بين العرب.

وَهَذِهِ الرِّسَالَةُ الشَّيْنِيَّةُ

الَّتِي كَتَبَهَا الْحَرِيرِيُّ لِأَحَدِ أَصْدِقَائِهِ يَمْدَحُهُ بِهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِإِشَادِ الْمُتَنَبِّئِ أَنْبَى^١ شَغَفَى^٢ بِالشَّيْخِ شَمْسِ الشُّعْرَاءِ رِيشَ مَعَاشِهِ^٣ وَقَفَا رِيَاضُهُ وَأَشْرَقَ شِهَابُهُ
وَأَعْرُوشَتِ شِعَابُهُ^٤ بِشَاكِلٍ^٥ شَغَفَ الْمُتَنَبِّئِيُّ بِالنَّشْوَى^٦ وَالْمُرْتَشَى بِالرَّشْوَى^٧ وَالشَّادِينَ بِشَرْجِ
الشَّيَابِ^٨ وَالْعَطْشَانَ إِلَى سَيْمِ الشَّرَابِ^٩ وَشُكْرَى لِمَجْشِيهِ وَمَشْفَتِهِ وَشَرَاهِدِ شَفَقَتِهِ^{١٠} بِشَاكِلٍ
شُكْرَ النَّاشِدِ لِلْمُنْتَدِ^{١١} وَالْمُسْتَرْشِدِ لِلْمُرْشِدِ وَالْمُسْتَشْعِرِ لِلْمُبَشِّرِ وَالْمُسْتَجِيشِ لِلْجَيْشِ
الْمُسِيرِ^{١٢} وَشِعَارِي إِنْشَادِ شِعْرِهِ^{١٣} وَأَشْجَاءُ الْكَاشِيعِ وَالْمُكَاشِرِ بِشَفْرِهِ^{١٤} وَشُغْلِي إِشَاعَةً
وَشَانِعِهِ^{١٥} وَتَشْيِيدُ شَفَانِعِهِ^{١٦} وَالْإِشَادَةُ بِشُدُورِهِ^{١٧}

١. يقال : أنشأ الله الخلق أوجده. وفلان خطب بخطبة فأحسن فيها. ومنه علم الإنشاء. والمعنى بإرشاد الخالق أكتب وأجيد.

٢. الشغف شدة الحب. والمعنى حبه الشديد للشَّيْخِ شمس الشعراء. بمائل ميل التشران إلى السكر.

٣. يقال : رشت فلاناً إذا قوتته وأعنته على معاشه فأصلحت حاله قال عيسى بن حبيب.

فرشنى بخيرطالمادق برشنى وخير الموالى من برش ولا برى

٤. الرهاش اللباس الفاخر الذى بمائل ريش الطائر فى نعومته. وقفا انتشر وكثر. والشهاب النجم. وإشراقه ظهوره وإضاءته. والشعاب جمع شهب بالسكر وهو الناجية. وأعشيشابه كثرة عشبه. وكل هذا دعاء. يكتفى به عن طلب السعة فى العيش والرفاهية.

٥. بمائل.

٦. أى السكران الراغب فى السكر.

٧. الرشوة مثقلة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل. والجمع رشى بالضم. وأرتشى أخذها.

٨. شنن الطبى من باب نصر شوننا قوى وترعرع واستغنى عن أمه. وشرح الشباب ريعانه. والمعنى شغفى بك بمائل الطبى المترعرع وهو فى ريعان شبابه.

٩. العطشان المشتاق. والشيم البرء.

١٠. التجشم التكلف. والشراهد الدلائل.

١١. الناشد الطالب. والمنشد المعطى.

١٢. المستشعر الخائف. واستعاش فلاناً استشاره وطلب جيشاً ومدداً يفتقر به. والجيش المشمر الذى على أهبة الترويب.

١٣. الشعار ما يلبس على الجسد ملامساً للشعر. ويراد منه دهن الانسان.

١٤. يقال : أشجاء إذا أحرزته. والكاشع البسطن للمعاونة. والمكاشر المظهر لها. والراد أنه يترنم بشعره. لأنه يحوى مفاخره. ولا بدع عدوا له إلا قهره وأحرزته.

١٥. الوشائع جمع وشيع أو وشعة. وهو البستان. والراد أنه يظهر ويذبح خبره ويبره.

١٦. التشبيد الطبى بالجمى ونحوه. والشفاعه أنواع الرعى بنيت اثنين اثنين. والراد مثل ما تقدم.

١٧. يقال : أشاد بذكره رفعه بالشنا عليه. والشذور اللؤلؤ الصغير. والشنوق جمع شنف بالفتح وهو ما يملأ أعلى الأذن

وَمُنْثَوِيهِ، وَالْمَشْوَرَةُ بِتَشْوِيعِهِ وَتَشْرِيعِهِ، وَأَشْهَدُ شَهَادَةَ الْمُنْثَعِ الْكَافِي، وَالْمُنْثِيرُ الْمَكَافِي، لِإِنْشَادِهِ
بِنَيْشِ النَّائِبِ وَالنَّائِي^١، وَيَلَائِي^٢ شِعْرَ النَّائِي، وَلَمْشَاهَدَتِهِ كَاشِتِيَارِ^٣ الشَّهْدِ، وَتَبَائِيْرِ الرُّشْدِ
وَلَمْشَاحَتِهِ تُقْفَى الْمُشَاجِرَ، وَلَمْشَاجِرَتُهُ^٤ تَنْشُرُ الْمُشَايِنَ، وَلَمْشَاعِبَتُهُ تُشْطِي الْأَشْطَانَ^٥، وَتُشِيطُ
الْشَيْطَانَ^٦ فَشَرَقًا لِلشَّيْخِ شَرْقًا، شَغَا بِشَنْشِنِيهِ^٧ شَغَا

فَاشْعَارُهُ مَشْهُورَةٌ وَمَشَاعِرُهُ وَعِشْرَتُهُ مَشْكُورَةٌ وَعَشَائِرُهُ^٨
شَأَى الشُّعْرَاءِ الْمُشْمُولِينَ شِعْرُهُ فَشَائِيهِ مَشْجُو الْحَشَا وَمَشَاعِرُهُ^٩
وَشَوُهُ^{١٠} تَرْقِيَشُ الْمَرْقِيَشِ رَقْشُهُ فَاشْيَاعُهُ بِشْكُونَتُهُ وَمَعَائِرُهُ
وَشَاقُ^{١١} الشَّبَابِ الشَّمِّ وَالشَّيْبِ وَشَيْبُهُ فَمَنْشُورُهُ بِشَرَى الْمَشُوقِ وَنَائِيرُهُ

والقِرط بأسفلها، والمعنى أمدحه بهذه الحلى.

١. النائي الشاب، وإنما يشهد هذه الشهادة، لأن صاحبها ببالغ في إظهار الحقيقة حتى تظهر مجسة.

٢. يقال لائى الشيء ضمله وصبره إلى العدم، وهى منحوتة من لائى.

٣. اشتار العسل وشاره واستشاره أخرجه من الوقية.

٤. المشاجرة المشاحنة.

٥. المشاغية المجادلة، وتشطى الأشتان أى تقطع الحبال.

٦. تحرقه.

٧. العادة.

٨. المشاعر الحواس، والمراد بها الأخلاق، والعشيرة القبيلة التى ينسب إليها، وجمعها عشائر.

٩. شأى الغوم من باب قطع يشأروهم شأوا سيقهم، والمشمعل الفائق على غيره، والشائى أصله بالهمزة المبغض، ومشجو الحشا مفصرومه، والمشاعر المظهر العداوة، والمعنى أن شعره فاق شعر الشعراء المفلتقين ومبغضه ومعاديه منغص الحياة.

١٠. شوه قبح، ورقش الكلام زخرفه.

١١. شاق حاج. الأشم السيد ذوالأنفة، وهى شماء، والجمع شم، والمنشور مانشره من كلام بشرى المشوق أى يستبشر به المحب وناشر مصره.

شَمَانِلَهُ ١. مَعْرُوفَةٌ كَشْمُولِهِ * وَيُزَيِّنُهُ مَسْتَبِيرٌ وَمُعَافِرُهُ
شُكُورٌ وَمُنْكَوَرٌ وَحَسُو مَنَافِيهِ ٢. شَهَامَةٌ يُوَسِّرُ يَطِيشُ مُشَاجِرُهُ
شَقَافَتُهُ ٣. مَخْبِيئَةٌ وَنَيَابَتُهُ * شَبَابٌ مُشْرِفٌ جَاشٌ لِيَلْبَسَ شَاهِرُهُ
شَقًّا بِالْأَنَاسِيدِ النَّشَاوِي ٤. وَشَفَهُم * فَمَشَفِيهِ مَشْفَى وَنَكَيْهِ شَاكِرُهُ
وَيَسُدُّو ٥. فَيَهْتَسُ الشَّجِيعُ لِيُدَّوهُ * وَشَغَفَهُ إِتْسَادُهُ فَيَسْطَاطِرُهُ
تَجَنَّمَ ٦. غَشَابَتِي فَشَرُّهُ وَحَسْبِي * وَيَشَّرُ مَمْنَاهُ بِشَرِّ أَبَايَرُهُ
شَانَسْدُهُ شِعْرًا بِشَرِّ شَمْسِهِ ٧. * وَاشْكُرْهُ شُكْرًا تَصْنِيعَ بَنَائِرِهِ

وَأَشْهَدُ شَهَادَةً شَاهِدَ الْأَشْيَاءِ، وَمُتَّبِعَ الْأَحْشَاءِ ٨. لِيُسْعِلَنَ سُرُاطَ أَشْرَافِي شَحْطُهُ ٩. وَلِيُسْعِلَنَ سَمْلَ
نَحَاطِي نَحْطُهُ ١٠. فَتَأْسُدَتْ السَّيْحُ أَبْشَعُ بِأَسْبَحَافِي لِيُسُوعِي ١١. وَأَجْهَافِي لِيَنْتَبِعِي ١٢.
وَوَسَائِي ١٣. لِيَنْتَبِعِي الْمَوْفِي، وَتَسُدُّ ١٤. شَخْصَهُ بِالْإِشْرَاقِ وَالْعَيْشِي، حَاشَاءُ حَاشَاءُ، تَغْفِيهِ شُبُهَةٌ
وَتَغْشَاءُ، فَلَيْسَتْ شَفْ ١٥. شَرَحَ شُجُونِي لِيَسْطُوبِي، وَمُشَارِكِي لِيُجَوِّبِي، وَأَشْفَعَالِي بِتَشْجِيئِهِ شُؤْبِي،
لِيُسَدِّجَافِي ١٦. وَيُشَارَفُ ١٧. أُنْكَمَافِي، عَاشَ مُنْتَعِشَ الْعُشَافَةِ ١٨. مُسْتَبِيرُ الْعُشَافَةِ، مُشْحُوذُ
١٩. الْيُفَارِ، مُنْتَبِرُ الْفَرَارِ، شَمَامًا بِالْأَشْرَارِ، يَشْرَحُ ٢٠. وَجُوشُ، وَيُنْعِشُ الْمُنْقُوشُ،
بِمَشِئَةِ الشَّدِيدِ الْبَطْشِ الشَّامِخِ الْعَرِيشِ، وَتَشْرِيفِهِ لِيُبَشِّرَ الْبَشِيرَ، وَشَفِيعَ الْمَحْضَرِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، وَلَا حَوْلَ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

١. الشمانيل الخصال، والشمول الخمرة، والشرب مجالسه أتناه الشرب.
٢. المشاش النفس، وقال: فلان طيب المشاش كرم النفس، والشمير الذي يكسر التسمير، والمشاجر المجالد، ويطيش يخذل، والمعنى أنه يشكر ويشكر، ونفسه ملؤها الشهامة التي تجعل صاحبها يقهر ويخذل مجادله أبا كان.
٣. أصل الشقفة بالكسر شى كالرنة يخرجها البعير من فيه إذا هدر، والجمع شقائق، ويقال للفضيح: هدرت شقفته، وقلان شقفته قومه شرفهم وقصبيهم، والشهادة حد كل شى، والجمع شيا وشيرات، والمشرقي وصف للسيف المنسوب إلى مشارف الشام أو موضع باليمن مشهور بعمل السيوف، وجاش نهض، والمعنى أن الناس تخشى خطايته، وسلاحه من أجود الأسلحة.
٤. الأناسيد جمع أنشودة، وهى التسييد، يقال فلان له أناسيد ملاح تشفى السكارى، وشغفهم هزلهم وأوهنهم.
٥. يشدو يشرتم بالشعر، واهتس ارتاح، والشجيع البهيل والعريض، ويشغفه إتساده أى يصل شغاف قلبه فيقاسمه ماله.
٦. تكلف المجنى إلى فأبعد عنى وحسبى.
٧. يشرق شمس أى يذيع فغانه.
٨. متبوع الأحشاء، المتتابع من الرزية.
٩. السرواط اللهب، والشحط البعد.
١٠. يشعن يقطعن، ونشطه خروجه ويهده عنى.
١١. لبعده.
١٢. وفرغى لفرقه.
١٣. وشايتي تشرى لتشيده المزخرف.
١٤. يقال نهد الضالة يتشدها بالضم تشدا ونشدة بالكسر طلبها، والمعنى هل يشعر الشيخ بطلبى لشخصه صباح مساء.
١٥. استشف الشئ تأمله لينظر ما وراءه، والشجون الهموم، والشطون البعد.
١٦. يقال: فلان قوى الجأش أى القلب.
١٧. شارف الشئ أطلع عليه.
١٨. العشافة روح القلب.
١٩. مشحود مسنون مرهف، وأشفار جمع شفرة وهى حد السيف.
٢٠. يهين، ويجوش أى يفيض كالعين التى تفيض

ভূমিকা রচনায় যে সকল গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে

১. البداية والنهاية — ইবনে কাসীর।
২. وفيات الأعيان — ইবনে খাতির।
৩. ذيل تاريخ بغداد — ইবনুল-দিময়াজী।
৪. معجم الأدباء — ইয়াকূত আল-হামাবী।
৫. معجم البلدان — ইয়াকূত আল-হামাবী।
৬. الأعلام — খায়রুদ্দীন আয-যিরক্বী।
৭. تاريخ ابن خلدون — ইবনে খালদুন।
৮. الكامل (فى التاريخ) — ইবনুল আসীর।
৯. كشف الظنون — হাজী খলীফা চেলেবী।
১০. هدية العارفين — ইসমাইল পাশা।
১১. خزنة الأدب — আব্দুল কাদির আল-বাগদাদী।
১২. تاريخ الأدب العربى — আহমদ হাসান আয-যায়্যাত।
১৩. لسان العرب — ইবনে মানজুর।
১৪. المعجم الوسيط (فى اللغة) — মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়া।
১৫. التعريفات — শরীফ আলী আল-জুরজানী।
১৬. سنن أبى داود — ইয়াম আবু দাউদ।
১৭. شرح مقامات الحريري — আব্দুল মুমিন আল-শারীপী।
১৮. مقدمة المنجد (أردو) — মুফতি মুহাম্মদ শফী (র.)
১৯. مقدمة مقامات الحريري — মাও. মুহাম্মদ ইদরীস কাকুলবী (র.)
২০. ظفر المحصلين بأحوال المصنفين — মাও. মুহাম্মদ হানীফ গান্ধীবী।
২১. قرة العيون فى تذكرة الفنون — মাও. মুহাম্মদ হানীফ গান্ধীবী।
২২. درس مقامات — ইবনুল হাসান আক্বাসী।
২৩. الكنوز الإعرابية — সংকলক : মাওলানা মুহাম্মদ আলী (র.)।

مقدمة الكتاب

কিতাবের ভূমিকা

www.eelm.weebly.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদ : [শুরু করছি] পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে।

শাসিক অনুবাদ : بِسْمِ اللَّهِ [শুরু করছি] আল্লাহর নামে الرَّحْمَنِ পরম করুণাময় দয়ালু।

শব্দ-বিশ্লেষণ

بِسْمِ-এর মধ্যে بِ হরফে জর। এটি কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয় :

1. الْإِلْسَانُ [সম্ভ্রুতা] : যেমন : أَسْكَنْتُ بِالْقَلَمِ “আমি গোলামটিকে ধরে রেখেছি।” مَرَرْتُ بِزَيْدٍ “যায়েদের পাশ দিয়ে আমি অতিক্রম করেছি।” بِه তঁার মধ্যে ব্যাধি রয়েছে। بِسْمِ اللَّهِ -এর মধ্যে এ অর্থটি প্রযোজ্য হতে পারে।
2. الْأَسْمَانَةُ [সাহায্য] : যেমন : كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ “আমি কলমের সাহায্যে লিখেছি।” بِسْمِ اللَّهِ -এর মধ্যে এ অর্থটি প্রযোজ্য।
3. الْمَصَابِحَةُ [সাহচর্য] : যেমন : فَادْخُلُوها بِسَلَامٍ أَيْتِينَ “তোমরা সালাম সহকারে নিরাপদে তথায় প্রবেশ কর।” وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ أَيْ مَعَ الْكَفْرِ “তারা কুফরি সহকারে প্রবেশ করেছে।” এ অর্থটিও بِسْمِ اللَّهِ -এর মধ্যে প্রযোজ্য হতে পারে।
8. الْفَعْلِيلُ / السَّيِّئَةُ [কার্যকারণ] : যেমন : فَكَلَّا أَخَذَنَا بِذَنْبِ “আমি প্রত্যেককে তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করেছে।”
5. الْبَدَلُ [বদল] : যেমন : اشْتَرَوْا الصَّلَاةَ بِالْهَنِيِّ “তারা হেদয়াতের বদলে গুমরাহীকে গ্রহণ করেছে।”
6. الْفَعْلِيلَةُ / التَّعْرِيفُ [খিনিয়] : যেমন : هَادِيسَ- زَوَّجْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ “পবিত্র কুরআনের যেটুকু তোমার মুখস্থ আছে তার বিনিময়ে আমি এই মহিলাটিকে তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।”
9. التَّجَاوُزَةُ بِمَعْنَى عَنْ [বিষয় ও অতিক্রমণের অর্থ বুঝাতে] : যেমন : تَأَنَّنَلْ بِهِ خَيْرًا “তুমি এ সম্পর্কে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর।”
7. التَّجْيِيزُ [কিয়াদাংশ অর্থে] : যেমন : وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ “তোমরা তোমাদের মাথার কিছু অংশ মাসাহ কর।”
9. الْقَسَمُ [কসম] : যেমন : بِاللَّهِ لَا تَعْلَنَنَّ كَذَا “আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই অবশ্যই এরূপ করব।”
10. الْإِنَابَةُ [অন্ত/সীমা অর্থ প্রকাশার্থে] : যেমন : قَدْ أَحْسَنَ بِي “সে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছে।”
11. التَّغْيِيبَةُ [সকর্মক ক্রিয়ায় রূপান্তরীকরণ] : যেমন : ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ “আল্লাহ তা’আলা তাদের নূর নিয়ে নিয়েছেন।”
12. الْإِنْظَرَفَةُ [হান/কালের অর্থ জ্ঞাপনার্থে] : যেমন : نَجَّيْنَاهُمْ بِسَعَرٍ “আমি তাদেরকে রাতের শেষভাগে পরিত্রাণ দিয়েছি।” وَمَا كُنْتُ بِحَابِئِ الْغَيْبِ “আর তুমি [তখন পর্বতের] পশ্চিম পার্শ্বে ছিলে না।”
13. الْإِنْظَرَفَةُ [কর্তৃত্ব ও উপরত্বতার অর্থ বুঝানোর জন্য] : যেমন : مَنْ إِنْ تَأَنَّنَهْ يَفْطِنَارٍ “যেমন : مَنْ إِنْ تَأَنَّنَهْ يَفْطِنَارٍ “আর তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যাকে অচেল সম্পদের আমানতদার বানাতেও সে তা তোমার কাছে ফেরত দেবে।”
14. التَّغْيِيبَةُ [উপলব্ধীকরণ] : যেমন : يَا بَنِي آدَمَ أَنْتَ وَأَتَمِي “আপনার প্রতি আমার মাতা-পিতা উল্লেখীকৃত হোক।”
15. التَّوَكُّيدُ [তকব্ব জ্ঞাপনার্থে] : উল্লেখ্য যে, এ অর্থে بِ যায়েদা হয়ে থাকে। بِ যায়েদা হওয়ার কেন্দ্রসমূহ নিম্নরূপ-
 1. كَانَ مُتَكَبِّرٍ -এর পূর্বে। যেমন : مَا كَانَ مُتَكَبِّرٍ “সে অস্বীকারকারী নয়।”
 2. كَيْسٍ -এর পূর্বে। যেমন : لَيْسَ زَيْدٌ بِقَانٍ “যায়েদ দভায়মান নয়।”

<p>উচ্চ হওয়া, বুলন্দ হওয়া : سَمًا (ن) سُمًّا : দৃষ্টি পড়া : الْبَصَرُ তার প্রতি আমি দৃষ্টি দিয়েছি : سَمَوْتُ إِلَيْهِ بِبَصَرِي তার প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছে : إِلَيْهِ بَصَرِي তার মন বড় বড় বিষয়ের : تَفَسَّهَ تَسَمُّوْا إِلَى مَعَالَى الْأُمُورِ প্রতি ধাবিত। উচ্চ করা : بِمِ শিকার করতে যাওয়া : الْقَوْمُ রَجُلٌ زَيْدًا أَوْ يَزِيدُ : নাম রাখা। سَمَى (تَفَعَّلَ) تَسْمِيَةً - الرَّجُلُ زَيْدًا أَوْ يَزِيدُ : নাম রাখা। কাজ শুরু করতে আগ্রহের নাম নেওয়া : سَمَى الشَّارِعَ إِلَى الْفَعْلِ উচ্চ করা : أَسَمَى (إِفْعَالَ) إِسْمًا - الشَّيْءُ : নাম রাখা : أَسَمَى الرَّجُلُ زَيْدًا أَوْ يَزِيدُ প্রেরণ করা : أَسَاءَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ سَامَى (مُعَاعَلَةً) مَسَاءً - الرَّجُلُ : গর্ব-অহংকারের প্রতিযোগিতা করা। বলা হয় - لَا يَسَامَى অমকের সাথে গর্ব-অহংকারের : تَسَامَى (تَفَاعَلَ) تَسَامِيًا ক্ষেত্রে মোকাবিলা করা যায় না। পরস্পরে গর্ব করা, একে অপরকে নাম ধরে ডাকা।</p>	<p>تَسَامَى عَلَى الْخَبْلِ : ঘোড়ায় আরোহণ করা। تَسَى (تَفَعَّلَ) تَسِيًا : নাম পড়া, নাম গ্রহণ করা। সম্পর্কিত হওয়া : تَسَى إِلَى أَوْ يَلْقُوْهُ নাম জিজ্ঞেস করা : اِسْتَسَى (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتِسَاءً (ج) سَامِيَةً (سَمَاءٌ، سَامُونَ (ج) أَلْسَامِي (فَا) سَوَامٍ، سَامِيَاتٍ উচ্চ, বুলন্দ, সম্মানিত। বলা হয় - رَدَدْتُ مِنْ سَامِي طَرَفِهِ আমি তার গর্ব-অহংকারকে বিচূর্ণ করে দিয়েছি। أَلْسَاءُ, ভূবেষ্টনকারী উন্মুক্ত দিগন্ত, মাথার উপরস্থ বস্তু, ঘোড়ার পিঠ, ছাদ, বৃষ্টি, মেঘমালা, ঘাস, নেককারদের আত্মা থাকার জায়গা : سَمَوَاتٌ، سَمَاوَاتُ [আলিফ লেখায় উহ্য রেখে], سَمِيٌّ, سُمِيٌّ, শব্দটি আরবিতে مُذَكَّرٌ مُؤَنَّثٌ ও مُذَكَّرٌ مُؤَنَّثٌ উভয় রকম ব্যবহৃত হয়। যেমন - إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ (مُؤَنَّثٌ) أَلْسَاءُ مُنْفَطِرِيهٍ (مُذَكَّرٌ) সুখ্যাতি। أَلْسَاءُ : তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। وَقَالِ الْفَرَّانُ : لَهُ أَلْسَاءُ الْحَسَنِي سَاءَةٌ : (س.م.و) / (و.س.م) جِنْسٌ : نَاقِصٌ / مِفَالٌ مُرَادٍ : عِلْمٌ</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اللَّهُ

اللَّهُ শব্দটি সৃষ্টিকর্তার নাম। কোনো ভাষায় এর অনুবাদ সম্ভব নয়। اللَّهُ শব্দটির তত্ত্বগত আলোচনা নিয়ে আরবি ভাষাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা মাজদুদ্দীন ফীরুজআবাদী বলেন, এ শব্দের ব্যাপারে ত্রিশেরও অধিক মতামত রয়েছে। এখানে ছয়টি অভিমত উল্লেখ করা হচ্ছে :

১. প্রথম অভিমত হলো, এটা আরবি শব্দ নয়; বরং এটা সুরয়ানী শব্দ। সুরয়ানী ভাষার শব্দটি মূলত لَا ছিল। শব্দের শেষে অবস্থিত اَلِি টি হযফ করে দেওয়া হয়েছে এবং শুরুতে تَعْرِفُ যুক্ত করা হয়েছে। ফলে এভাবে اللَّهُ শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। এ মতটি আবু য়ায়েদ বলবী গ্রহণ করেছেন।
২. দ্বিতীয় অভিমত এই যে, শব্দটি আরবি। তবে اَلِি مُذَكَّرٌ নয়; বরং এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য গুণবাচক নাম তথা اَلْكَرِيْمُ ও اَلْكَرِيْمُ -এর মতো صِفَتٌ مُّشْتَقَّةٌ অর্থাৎ অন্য শব্দ থেকে নির্গত বিশেষণ। আল্লামা আবু হায়ান আন্দালুসী তাঁর প্রখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ আল-বাহরুল মুহীতে [১ খ., পৃ. ১৫] এ অভিমতটি উল্লেখ করেছেন। এ মতের অনুসারীগণ বলেন, নামকরণ এমন বস্তুর করা হয়, যাকে ইশারা দ্বারা নির্দিষ্ট করা সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ থেকে উর্ধ্বে। তাঁকে ইশারা করে দেখানো বা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়।
৩. তৃতীয় অভিমত এই যে, اللَّهُ শব্দটি ইসময়ে যায, তবে عِلْمٌ তথা নাম নয়। سَمَاءٌ ও سَمَاءُ যেমন ইসম, তেমনি اللَّهُ শব্দটিও ইসম। صِفَتٌ مُّشْتَقَّةٌ বা عِلْمٌ নয়। এ অভিমতটি পোষণ করার কারণও তাই, যা দ্বিতীয় অভিমতের সপক্ষে উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ ইবনে আরাবী তাঁর ফুতুহাত নামক গ্রন্থে এ অভিমতটি উল্লেখ করেছেন।

৪. চতুর্থ অভিমত এই যে, **اَللّٰهُ** শব্দটি ইসম এবং তার সাথে সাথে **عَلَّمَ**-ও। তবে এটা **عَلَّمَ بِالْوَضْعِ** তথা গঠনগতভাবে **عَلَّمَ** নয়। বরং এটা **عَلَّمَ بِالْفَعْلَةِ** অর্থাৎ ব্যবহারিক নামকবাচক শব্দ।

এক ধরনের নামবাচক শব্দ একদুপা যে, কেউ তা কোন বস্তু বুঝানোর জন্য নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠন করেন। যেমন মানুষের বা কোনো বস্তুর নাম রাখা হয়। আর এক ধরনের নামবাচক শব্দ আছে, যা কেউ নিয়মতান্ত্রিকভাবে গঠন করেন না। তবে তা কোনো বিশেষ বস্তুর কথা বহুল ব্যবহারের ফলে তা সেই বস্তুর জন্য নামবাচক বিশেষ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন-**الْجَمُّ** শব্দটি। এটা সাধারণ নক্ষত্রাজির জন্য গঠিত। তবে অনেক ক্ষেত্রে **زَيْنٌ** তথা সত্ত্বীয়গুলাকে বুঝতে এ শব্দটি **عَلَّمَ بِالْفَلَاحِ** তথা ব্যবহারিক নামবাচক বিশেষ্য হিসেবে প্রচলিত হয়। এমনকি অল্পাধারে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা বুঝানোর জন্য কেউ **لَهُ** শব্দটি গঠন করেননি, তবে বহুল ব্যবহারের ফলে শব্দটি আল্লাহ তা'আলার নামবাচক বিশেষ্যে পরিণত হয়েছে। এ অভিমতিটি প্রখ্যাত তাক্ষীরাবিদ কাযী বায়যাহী (র.) তাঁর তাক্ষীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৫. পঞ্চম অভিমত এই যে, **اللَّهُ** শব্দটি **عَلَّمَ بِالْوَضْعِ** অর্থাৎ গঠনভাবে বিশেষ্য। এটি কোনো শব্দ থেকে নির্গত নয়। এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম খলীল ইবনে আহমদ নাহবী, ইমাম যাজ্জাজ ও আদ্রামা সুহায়লী এ অভিমত গ্রহণ করেছেন। আদ্রামা যাবীরী (র.) তাঁর প্রসিদ্ধি অভিধানমুহু তাজুল আরসে [৯ খ., পৃ. ৩৭৪] লেখেন: **رَاصِعُهَا أَنَّهُ عَلَّمَ لِهَٰذَا الْوَاجِبِ الْمَوْجُودِ السَّتَجْعِ لِيَمِينِ صِفَاتِ الْكَمَالِ غَيْرِ مُنْتَقِيٍّ** অর্থাৎ "সকল মতামতের মধ্যে বিশুদ্ধতম অভিমত এই যে, **اللَّهُ** শব্দটি সেই মহান ও চিরন্তন সন্তার নাম, যিনি সকল পূর্ণতার গুণের অধিকারী। এ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত নয়।"

৬. ষষ্ঠ অভিমত এই যে, **اَللّٰهُ** শব্দটি **عَلَّمَ بِالرَّضْعِ** অর্থৎ গঠনগতভাবে নামবাচক বিশেষ্য এবং অন্য শব্দ থেকে নির্গত। আলামা যামাখশারী ও আলামা নাসাফীসহ কিছু পণ্ডিত এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।

মোটকথা, কেউ বলেন, এটি আরবি শব্দ, আবার কারও মতে, শব্দটি সুরম্যানী। আরবি যারা বলেন, তাদের মধ্যে আবার দ্বিমত রয়েছে। কারও মতে, শব্দটি **جَامِدٌ** অর্থৎ, এ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত হয় নি এবং এ থেকেও অন্য কোনো শব্দ নিস্পন্ন হয় নি। এর বিপরীতে আবার কেউ কেউ বলেন, শব্দটি **مُنْتَقٍ** অর্থৎ, এটি অন্য শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে। যারা শব্দটিকে **مُنْتَقٍ** বলেন, তাদের মধ্যে আবার শব্দটির উৎসমূল নিয়ে অনেক মতভেদ রয়েছে। তাদের মতামতগুলো একরূপ :

১. **الْمَرْءُ لِلرَّءِضَةِ** ইবাদত করা। এ থেকে **إِلَهِ** মানে **مَالَهُ** অর্থাৎ মা'বুদ, উপাস্য।

২. **أَلَيْهَا** হতবুদ্ধি হওয়া। এ থেকে **أَلِي** শব্দটি নিম্নলিখিত বাক্যে ধরা হলে তখন এর অর্থ হবে, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যার স্বরূপ উপলব্ধি করতে যেয়ে সকল সৃষ্টিকূল হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

৩. **أَمِيتُ إِلَى فَلَانٍ** কারও নিকট শান্তি ও স্থিরতা লাভ করা। বলা হয় : **أَمِيتُ إِلَى فَلَانٍ** আমি অমকের নিকট গিয়ে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করেছি। এ অর্থে মহান রাকুল আলামীনকে “আদ্বাহ” বলা হয় এ কারণে যে, মানুষের অন্তর আদ্বাহর জিকিরের মাধ্যমে শান্তি ও স্থিরতা লাভ করে।

8. **أَلَمْ يَأْتِ الْبَنَاتِ** ভয়-ভীতি দূরীভূত করে দিয়ে আশ্রয় দেওয়া। এ অর্থে মানে আশ্রয়স্থল। মহান সৃষ্টিকর্তা যেহেতু বিপদ-মসিবতগ্রস্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেন এবং তার ভয়-ভীতি দূরীভূত করেন তাই তাকে “আল্লাহ” বলা হয়।

৫. - **أَلَيْسَ** (অলিহা) অশ্রয় ও নিরাপত্তা দেওয়া। এ অর্থে **أَلَيْسَ** মানে **أَلَيْ** অর্থাৎ, অশ্রয় ও নিরাপত্তাদাতা। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সমস্ত সৃষ্টিকালের অশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়ে থাকেন তাই তাঁকে "আল্লাহ" বলা হয়।

৬. **أَنْتَبُ - أَنْتَبِلْ** উত্নীর বাক্য মায়ের প্রতি ধাবিত ও সম্পৃক্ত হওয়া। বান্দা যেহেতু বিপদ-মসিবতের সময় কেঁদে-কেটে আত্মা ত'আলার প্রতি ধাবিত হয় এবং তার জিকিরে ব্যাপৃত হয় তাই এ অর্থে বারী তা'আলাকে "আত্মা" বলা হয়।

৭. **قَمَرَهُ حَرْفٌ أَصْلُهُ** হওয়া। এ অর্থে **إِلَهِ** মানো তা-ই, যা দ্বিতীয় অভিমতে উল্লেখ করা হয়েছে।
উভয় অভিমতের মধ্যে পার্থক্য কেবল এটুকু যে, দ্বিতীয় অভিমত মূর্তাবিক শব্দমূলের মধ্যে প্রথম **قَمَرَهُ** ছিল আর এখানে প্রথম **حَرْفٌ أَصْلُهُ** হলো।

৮. لَا اَدْنٰى هِىَ، بُلْدٌ هِىَ، اَبْلَاحُ তা'আলার সত্তা যেহেতু সৃষ্টিকুলের সীমিত দৃষ্টি ক্ষমতার কারণে তাদের কাছে অদৃশ্য এবং অনুপম ও সমুচ্চ তাই তাকে "আব্লাহ" বলা হয়।
এ অভিমত থেকে বুঝা যায় যে, মূল শব্দটি ছিল لَا। এর উপর لَا اَدْنٰى যুক্ত করায় اللَّهُ শব্দটি গঠিত হয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিধানগ্রন্থ 'মুহতাররুস সিহাহ' প্রণেতা মুহাম্মদ ইবনে বলেন-

(لَا) : تَمَسَّرَ، وَبَابُهُ بَاعٌ، وَجَوَزَ سَبَبُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلُ
إِسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ السَّاعِرُ :

كَيْفَ مِنْ أَبِي رَجُلٍ * يَسْمَعُهَا لَهُ الْكِبَارُ

أَيُّ الْإِلَهِ، أَذْخَلَتْ عَلَيْهِ الْأَلِفَ وَاللَّامَ، فَجَرَى مَجْرَى الْإِسْمِ الْعَلَمِ كَالْعَبَّاسِ وَالْعَسِ (مُتَخَارُ الصَّحَاحِ : ২২৭)

অর্থাৎ لَا মানে অদৃশ্য হলো, গোপন হলো। এর বাব مَبَاعٌ ইমাম সীবাওয়াইহি এ অভিমত সমর্থন করেছেন যে, لَا শব্দটি শব্দের মূল উৎস। যেমন কবি বলেন, ... كَيْفَ مِنْ أَبِي "আবু রাবাহ কর্তৃক কৃত হলফের মতো যা তার মহামহিম অদৃশ্য সত্তা [আব্লাহ] শোনে।"

এখানে কবির উক্তিতে لَا মানে لَا اَدْنٰى অর্থাৎ তার ইলাহ। এর শুরুতে لَا অল্ফ যুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর শব্দটি আব্লাহ তা'আলার নামবাচক বিশেষ্য হিসাবে প্রচলিত হয়। যেমন- আল-আব্বাস ও আল-হাসান। এছাড়া পূর্বে উল্লিখিত অভিমতগুলো থেকে এটা পরিলক্ষিত হয়েছে যে, اللَّهُ শব্দটি মূলত لَا ছিল। তার শুরু থেকে অল্ফ টি ফেলে দিয়ে لَا অল্ফ যুক্ত করা হয়েছে। এ لَا অল্ফ নিয়েও দুটি অভিমত রয়েছে :

১. প্রথম অভিমত এই যে, لَا শব্দের শুরুতে অবস্থিত যে হামযাটি ফেলে দেওয়া হয়েছে তার পরিবর্তে لَا অল্ফ যুক্ত করা হয়েছে। তাই اللَّهُ শব্দের মধ্যে لَا অল্ফ নয়; বরং قَطْعِي নয়। এজন্য يَا اللَّهُ বাক্যে হামযা হরফটি মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও যথাযথ উচ্চারিত হয়। এর মতো অনুকারিত থাকে না। এটা ইমাম আবু আলী নাহবীর অভিমত।
২. দ্বিতীয় অভিমত এই যে, لَا শব্দের لَا অল্ফ টি لَا-এর হামযার পরিবর্তে যুক্ত করা হয়নি; বরং তা মা'রেকফার لَا অল্ফ : আর এটা জানা কথা যে, মা'রেকফার لَا অল্ফ -এর হামযা وَصَلِي হয়ে থাকে, قَطْعِي নয়। সুতরাং اللَّهُ শব্দের হামযাও وَصَلِي, যা বাক্যের মাঝখানে উচ্চারিত হয় না। যেমন- بِسْمِ اللَّهِ ইত্যাদি বাক্যের মধ্যে উচ্চারিত হয় না। তবে يَا اللَّهُ বাক্যের মধ্যে হামযাটি মধ্যবর্তী অবস্থানে হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারিত হওয়া আব্লাহ শব্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। قَطْعِي হওয়ার বিবেচনায় নয়।

তবে ইমাম খলীল, সীবাওয়াইহ ও অধিকাংশ নাহববিদদের মতে, اللَّهُ শব্দটি অন্য কোনো শব্দ থেকে নির্গত হয় নি। আব্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা যেমন যাবতীয় পরিবর্তন থেকে মুক্ত, তেমনি তাঁর নামও সকল পরিবর্তন-বিবর্তন থেকে মুক্ত। তাছাড়া لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ শব্দটিকে অন্য শব্দ থেকে নির্গত বলে ধরা হলে তার একটি مَعْنَى كَيْفٍ গ্রহণ করতে হয়, যার ফলে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ কালিমাটি التَّوْحِيدُ ক্বীল্যে থাকে না, অথচ এটি التَّوْحِيدُ ক্বীল্যে হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বসম্মত অভিমত।

لَّهُ শব্দটি مَشْتَقٌّ مِنْهُ বা নামবাচক বিশেষ্য হওয়া সম্পর্কে ছয়টি এবং مَشْتَقٌّ مِنْهُ মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে اللَّهُ শব্দটি সম্পর্কে আটটি অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া শব্দটির শুরুতে অবস্থিত لَا সম্পর্কেও দুটি অভিমত বর্ণিত হয়েছে। এটি اللَّهُ শব্দ সম্পর্কে উলামায়ে কোরাম যে বিশদ আলোচনা করেছেন তার সার-সংক্ষেপ। লাহোরের জামিয়া আশরাফিয়ায় সাবেক মুহাদ্দিস মাওলানা মুসা রুহানীবাখী (র.) اللَّهُ শব্দের তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার সমৃদ্ধ কলেবরে একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম اللَّهُ تَعَالَى بِغَضَائِصِ الْإِسْمِ : উক্ত গ্রন্থে তিনি اللَّهُ শব্দের প্রায় সাড়ে সাত শত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। তা থেকে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

১. اللَّهُ শব্দটি مَنَّوَرٌ بِالِ اللَّهِ হয়, কিন্তু সেটি কারো প্রতি مَنَّوَرٌ নয়।
২. এ নামে কোনো সৃষ্ট বস্তুর নামকরণ করা হয় নি।

৩. হরফে নিদা بِا-এর পরিবর্তে শব্দটির শেষে তাশদীদযুক্ত মীম সংযুক্ত করা বৈধ।
 ৪. اللَّهُ بِا বাক্যে وَمَنْزِلَ وَحْيٍ বাক্যের মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও তা উচ্চারিত হয়।
 ৫. দুটি মা'রফার হরফে اللَّهُ শব্দের মধ্যে একত্রিত হয়। যেমন- اللَّهُ بِا এখানে بِা হরফে নিদা ও الْفِ لَا-এ একত্রে হয়েছে।
 ৬. اللَّهُ শব্দটিতে কখনও হরফে জর হরফ করার পরও তার আমল বহাল থাকে। যেমন- اللَّهُ لَا فَعْلَ كَذَا বলা হয়। ফুহ্ব
 এখানে وَاللَّهُ هِجْل। وَآوَسِيَّةِ হরফে জরকে করার পর করে তার আমল বাকি রাখা হয়েছে।

الْرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

بِنَادِ الْبَيِّنَةِ تَدُلُّ عَلَيْهِ-এর শব্দ। তবে رَحْمَن-এর মধ্যে مَبَالَغَةٍ-এর অর্থ অধিক। কারণ تَدُلُّ الْبَيِّنَةُ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى "বর্ণনাধিক্য মর্যাদিক্য বুঝায় অর্থাৎ, যে শব্দের মধ্যে হরফ বেশি তার অর্থের মধ্যেও আধিক্য পাওয়া যায়।" رَحِيم-এর পূর্বে رَحْمَن শব্দের উল্লেখ করার কারণ এই যে, رَحْمَن বিশেষণটি কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রযোজ্য। অন্য কাউকে رَحْمَن বলা জায়েজ নয়। এজন্য কুরআনে বলা হয়েছে: ادْعُوا الرَّحْمَنَ-এতে বলা যায় যে, আল্লাহ বলে ডাকা হোক বা রহমান বলে ডাকা হোক, উভয় শব্দ দ্বারা একই সত্যকেই বুঝানো হয়। অথবা رَحِيم-এর পূর্বে رَحْمَن শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে যে, رَحْمَن-এর মধ্যে বড় বড় অনুগ্রহের অর্থ এবং رَحْمَن-এর মধ্যে ছোট ছোট অনুগ্রহের অর্থ রয়েছে। অতএব رَحْمَن শব্দটিকে পূর্বে উল্লেখ করে তার পরে رَحِيم শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের মধ্যে ছোট বড় সব রকমের অনুগ্রহ রয়েছে। অথবা এ কারণে رَحْمَن শব্দটিকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে, رَحْمَن বিশেষণটি মুমিন, কাফির, দুনিয়া ও আখিরাত সবকিছুই শামিল করে। পক্ষান্তরে رَحِيم শব্দটি কেবল মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল সত্যকে বুঝার জন্য প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন- কুরআনে বলা হয়েছে: فَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا অথবা رَحْمَن বিশেষণটিকে এ কারণে আগে আনা হয়েছে যে, رَحِيم কেবল আখেরাতে অনুগ্রহশীল সত্যকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কেননা, আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন না। উল্লেখ্য যে, مَبَالَغَةٍ-এর শব্দ আল্লাহ তা'আলার জন্য মَجَازًا ব্যবহৃত হয়। কেননা: لِنَبَالِغَةَ تَشَبُّهِ الشَّيْءِ "কোনো বস্তুর বাস্তবে যতটুকু দোষ বা গুণ আছে তার অধিক বুঝানোকে মَبَالِغَةٌ বলা হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি পুরোপুরিই প্রকৃত ও বাস্তব। সুতরাং তার জন্য مَبَالِغَةٍ-এর শব্দাবলি مَبَالِغَةٍ-এর পারিভাষিক অর্থে নয়। তবে আল্লাহ তা'আলার জন্য مَبَالِغَةٍ-এর শব্দাবলি তৎসংবন্ধিত ক্ষেত্রের আধিক্যের ভিত্তিতে ব্যবহৃত হয়। যেমন- রহমতের ক্ষেত্র অধিক হওয়ার কারণে এবং রহমতপ্রাপ্তদের সংখ্যার আধিক্যের কারণে رَحْمَن ও رَحِيم বলা হয়, যেমনটি তওবাকারীদের আধিক্যের কারণে তাঁকে تَوَّاب বলা হয়। رَحِيم-এর বহুবচন أَرْحَمَاءُ উল্লেখ্য যে, رَحْمَن শব্দটি যেহেতু আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস তাই এর বহুবচন হয় না।

رَحِمَ (س) رَحْمَةً : অনুগ্রহ হওয়া, অনুগ্রহশীল হওয়া, অনুগ্রহ করা, ক্ষমা করে দেওয়া।
 رَحِمَتْ (س) (ك) رَحْمًا : رَحَامَةً, وَرَحِمَتْ - النِّسَاءُ : মহিলার সন্তান প্রসব করার পর জরায়ুতে ব্যথা হওয়া।

رَحِمَاءُ : رَحْمَةً, رَحِيمًا : এ অর্থে ব্যবহৃত হয় : رَحِمَ (تَفَعَّلَ) - عَلَيْهِ :
 رَحِمَ (تَفَعَّلَ), تَرَحَّمَ (تَفَعَّلَ) : কোন ব্যক্তির ব্যাপারে اللَّهُ رَحِيمٌ বলা।

تَرَحَّمَ (تَفَعَّلَ) : একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা। :
 الرَّحْمَنُ, الرَّحِيمُ : أَرْحَامُ (ج) : জরায়ু, আত্মীয়তা, সম্পর্ক।
 ذُو الرَّحِمِ : আত্মীয়।

الرَّحَامُ : জরায়ুর এক প্রকার রোগ।
 الرَّحْمَةُ, الرَّحْمَى, الرَّحْمُ : অন্তরের নরমতা, অনুগ্রহ।
 الرَّحْمَتُ : অধিক অনুগ্রহ।
 الرَّحِيمُ, الرَّحِيمُ : অনুগ্রহশীল।
 الرَّحْمَ (مَف) : যার প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, অনুগ্রহপ্রাপ্ত।
 আধুনিককালের ভাষায় مَرْحُومٌ ও مَرْحُومَةٌ শব্দ দুটি দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে বুঝানো হয়।

فِي الْقُرْآنِ : اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ .
 نَادَوْهُ : (ر-ح-م) : يَجْنِسُ : صَحِيح
 مُرَادٌ : رَوَّافٌ : يَنْدُ : جَبَّارٌ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْمُدُكَ عَلَى مَا عَلَّمْتَ مِنَ
الْبَيَانِ، وَأَلْهَمْتَ مِنَ التَّيْبَانِ،

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি যে (আমাদের) ভাব প্রকাশ
করতে শিখিয়েছ এবং বোধশক্তি (আমাদের) অন্তরে
ঢেলে দিয়েছ তজ্জন্য আমরা তোমার প্রশংসা করছি।

শাখিক অনুবাদ : اللَّهُمَّ হে আল্লাহ! إِنَّا نَعْمُدُكَ عَلَى مَا عَلَّمْتَ تَجْزَىٰ تুমি শিখিয়েছ
إِنَّا تুমি শিখিয়েছ এবং তুমি অন্তরে ঢেলে দিয়েছ التَّيْبَانِ বোধশক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اللَّهُمَّ :

এ শব্দের মূলরূপ কি ছিল এ ব্যাপারে নাহব্বিদদের দৃষ্টি উক্তি
রয়েছে—

১. ইমাম ফাররা' ও কুফী নাহব্বিদদের মতে, اللَّهُمَّ শব্দটি
بِاللَّهِ أَتَىٰ ছিল। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি
কল্যাণের ইচ্ছা করুন। উক্ত বাক্য থেকে اللَّهُ শব্দটি এবং
أَتَىٰ—এর مِنْ مُنْذَرٍ টি রেখে বাকি অংশ হযফ করে
দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ অভিমতটি সঠিক নয়। কেননা, এ
অভিমতটির উপর তিনটি আপত্তি উঠে :

এক. اللَّهُম্ম মানে যদি اللَّهُمَّ أَتَىٰ ধরা হয় তবে
যেহেতু এ অভিমত অনুসারে اللَّهُম্ম শব্দটি দোয়ার একটি
স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ বাক্য হয় তাই এর পরে কোনো দোয়ার বাক্য
যুক্ত হলে عَطْف সহকারে যুক্ত হওয়া চাই। যেমন : اللَّهُمَّ
أَتَىٰ অথচ عَطْف সহকারে ব্যবহার শুদ্ধ নয়।

বলা হয়ে থাকে যে, إِنْغَرِزِي যেহেতু بَيَانَ তাই
عَطْف ব্যতীত ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ কথাটিও এ
কারণে সঠিক নয় যে, اللَّهُম্ম—এর পরে বদদোয়াও করা হয়,
যা উপরিউক্ত অর্থে اللَّهُম্ম থেকে عَطْف বিনে হতে পারে না।

দুই. একটি মাত্র হযফ (وَمِنْ مُنْذَرٍ) একটি বাক্য
أَتَىٰ لَهُمَا فِيهِ فَقَالَ لِي। এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না।
এ পক্ষি দ্বারা এই অভিমতের সপক্ষে দলিল পেশ করা
যায় না। কারণ এরূপ ব্যবহার নেহায়েত দুর্বল।

তিন. اللَّهُম্ম—এর উপরিউক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে
সহকারে কোনো বদদোয়া শুদ্ধ হওয়ার কথা নয়। কেননা
এতে একই দোয়ার পরস্পর বিরোধিতা প্রকাশ পায়। তা হাড়া
কুরআন পাকে اللَّهُম্ম—এর সাথে বদদোয়া উল্লিখিত হয়েছে।
যেমন—اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُدَاخِرَ الْحَقِّ فَاسْطِرْ عَلَيْنَا

অতএব এ সকল আপত্তির কারণে অভিমতটি
গ্রহণযোগ্য নয়।

২. এর বিপরীতে ইমাম সীবাওয়াইহি ও খলীলসহ বসরী
নাহবীগণের মতে, اللَّهُم্ম শব্দটি মূলত اللَّهُ ছিল।
হরফে নিদাটিকে হযফ করে তার বদলে اللَّهُ শব্দের শেষে
যুক্ত করা হয়েছে। এ কারণে হরফে নিদা
ও مِنْ مُنْذَرٍ সাধারণত এক সঙ্গে ব্যবহৃত হয় না।

অধিক সংখ্যক ভাষাবিদ পণ্ডিত বসরী নাহবীগণের মতকে
প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ কুফীদের মতকে অগ্রাধিকার
দিয়েছেন। মাওলানা মুসা রুহানীবাখী (র.) তাঁর “ফাতহুদ্দ্বাহ”
নামক গ্রন্থে পঁচিশটি দলিল পেশ করে কুফীদের অভিমত
প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম রাযী উভয় পক্ষের মতামত, দলিল ও
জবাব উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ফাররার অভিমতের প্রতি
তাঁর সমর্থন রয়েছে বলে বুঝা যায়। [দ্র. তাফসীরে কাবীর,
সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ২৬—এর তাফসীর।]

কুফীদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, যীম মুশাদ্দাৎ হরফে
নিদার পরিবর্তে এসে থাকলে উভয়টি একত্রে না আসার কথা।
অথচ আরবি কবি কুতরুব বলেন,

إِنِّي إِذَا مَطِعَ أَلَا * أَقْبَلَ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ

অপর এক কবি বলেন,

إِنِّي إِذَا حَدَّثَ لَنَا * دَعَوْتُ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ

এ দুটি শ্লোকে উভয়টি একত্রে এসেছে। বসরীদের পক্ষ
থেকে উত্তরে বলা হয় যে, এ শ্লোক দুটি هَاذ অর্থাৎ, দূর্লভ
প্রয়াগের উদাহরণ। এতে ضرورت شعری—এর কারণে
একত্রে আনা হয়েছে।

এছাড়াও اللَّهُ শব্দটির তাহকীক নিয়ে আরও দুটি অভিমত
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে প্রথম অভিমতটি হলো, আল্লামা রুহানী
বাখী (র.) বলেন, اللَّهُম্ম শব্দের শেষে অবস্থিত যীম মুশাদ্দাৎ

يَا حَرْبُ نِدَا কিংবা جَعَلَهُ مَكْرَهًا কোনোটির পরিবর্তে নয়। বরং এটি মুবালাগা বোঝাবার জন্য শব্দের শেষে مِمَّ যুক্ত করা হয়েছে। যেমন- اَرْقَمُ ও اَيْتَمُ এ শব্দ দুটির শেষে মুবালাগার অর্থ প্রকাশ করার জন্য মীম যুক্ত করা হয়। আর দ্বিতীয় অভিমতটি হলো, اللُّهُمَّ শব্দটি কোনো শব্দ থেকে গঠিত বা নিশ্পন্ন হয়নি; বরং এটি আদ্বাহ তা'আলার একটি স্বতন্ত্র নাম। কেউ কেউ এ শব্দটিকে ইসমে আ'জম বলে অভিহিত করেছেন। আদ্বাহ সুযুতী তাঁর আল-ইতকান [১৮, পৃ. ১৫৩] গ্রন্থে একথা উল্লেখ করেছেন। এ উক্তি থেকে দ্বিতীয় অভিমতের সন্দেহ সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ, এটি আদ্বাহ তা'আলার একটি স্বতন্ত্র নাম।

আদ্বাহ আইনী (র.) [উমদাতুল কারী, ২৮, পৃ. ২১] বলেন, اللُّهُمَّ শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র তিন রকম : ১. نِدَا -এর ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। ২. কোনো বিরল বিষয়ের ব্যতিক্রম বোঝাবার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়- اللُّهُمَّ اَلْاَرْثَا "তবে বিষয়টি যদি এমন হয়।" ৩. কোনো প্রশ্নের জবাবে শুকুত ও নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্যও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন- কেউ জিজ্ঞেস করল, اَزَيْدٌ قَائِمٌ "যায়দ কি দণ্ডায়মান?" জবাবে বলা যেতে পারে, "اَللَّهُمَّ، لَا" অথবা "اَللَّهُمَّ، نَعَمْ" এ তিনটি প্রয়োগক্ষেত্রের মধ্যে শেষোক্ত দুটি প্রয়োগক্ষেত্রে বরকত ও ভাষাগত প্রচলনস্বরূপ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

اللُّهُمَّ শব্দটির কোনো صِفَت ব্যবহার করা যায় কিনা, এ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। ইমাম মুবারিরদের মতে এর صِفَت ব্যবহার করা যায়। উদাহরণতঃ اللُّهُمَّ الْكَرِيمُ যেমন বলা যায়, তেমনি اللُّهُمَّ الْكَرِيمُ বলা যায়। তাঁর মতে, পবিত্র কুরআনে اللُّهُمَّ শব্দটি صِفَت সহকারে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি সূরা যুমাের ৪৬ নং আয়াত فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -এর মধ্যে فَاطِر শব্দটিকে اللُّهُمَّ -এর সিফাত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ইমাম সীবাওয়াইহির মতে, اللُّهُম শব্দের সিফাত ব্যবহার কর শুদ্ধ নয়। তিনি বলেন, উল্লিখিত আয়াতে فَاطِر শব্দটি اللُّهُم -এর সিফাত নয়; বরং এটি স্বতন্ত্র মুনাদা। এখানে حَرَّ نِدَا মাহযুফ রয়েছে। তাঁর মতে, اللُّهُম শব্দের মীম হরফটি আদ্বাহ তা'আলার সকল গুণবাচক নামকে शामिल করে। مِمَّ

হরফটি বহুবচনের আলামত, যেমন عَلَيْهِ শব্দের মধ্যে "মীম"-কে বহুবচনের অর্থ বোঝানোর জন্য যুক্ত করা হয়। সুতরাং اللُّهُم বলা মানে اَللّٰهُمَّ বলা। কাজেই اللُّهُম শব্দটির মধ্যে যখন আদ্বাহ তা'আলার সকল গুণবাচক নামক অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় তখন এরপরে আবার صِفَت ব্যবহার করার কোনো অর্থ থাকে না।

আমরা প্রশংসা করি। -করছি। نَعْمَدُ :

প্রশংসা করা : حَمْدًا، مَحْمَدًا، مَعْدَدًا :

প্রতিদান দেওয়া : -عَلَى أَمْرٍ :

প্রশংসনীয় পাওয়া : -الْحَمْدُ :

يَقَالُ : أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ :

"আমি তোমার সাথে আদ্বাহর প্রশংসা করছি। অথবা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, তার সাথে আদ্বাহর নেয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করছি।"

আলহামদু লিল্লাহি বলা : বারবার প্রশংসা করা : -تَعْمِيدًا :

প্রশংসনীয় কাজ করা : -إِعْجَالًا إِسْرَافًا :

প্রশংসনীয় হওয়া : -الْحَمْدُ :

প্রশংসনীয় পাওয়া : -الْحَمْدُ :

কারণ কাজ বা মতে সম্মত হওয়া : -قَلِيلًا :

فِي الْقُرْآنِ : اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَدَانَا لِهَذَا .

মাদে : (ج. ১০. ১০) . حَمْدٌ : صَبِيح

مُرَافِقٌ : نَعْمَدُ، يَنْدُ : نَعْم

حَمْد শব্দটি فُكْر অপেক্ষা ব্যাগ্ধার্থবোধক। কেননা গুণাবলি ও অনুগ্রহ উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু فُكْر কেবল অনুগ্রহের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আবার مَدَح শব্দটি অপেক্ষা ব্যাগ্ধার্থবোধক। কেননা مَدَح শব্দটি জীবিত বা নিজীব যে কোনো কিছু প্রশংসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু حَمْد শুধু জীবিতের ক্ষেত্রে চলে, নিজীবের ক্ষেত্রে নয়।

حَمْد এবং فُكْر -এর সংজ্ঞা ও পরস্পর পার্থক্য : اَلْحَمْدُ : هُوَ الثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى الْجَمِيلِ الْاِخْتِيَارِيِّ سَوَاءٌ كَانَ فِي مَقَابِلَةِ التَّعْمِيدِ أَوْ لَا اَلْفُكْرُ : هُوَ الثَّنَاءُ عَلَى الْجَمِيلِ الْاِخْتِيَارِيِّ فِي مَقَابِلَةِ التَّعْمِيدِ .

حَمْدٌ وَ شُكْرٌ -এর মাঝে পার্থক্য :

ক. حَمْدٌ শুধু মুখে হয়; কিন্তু شُكْر মুখেও হয় অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হয়।

খ. حَمْد -এর বিপরীতে অনুগ্রহ থাকা জরুরি নয়, কিন্তু شُكْر -এর বিপরীতে অনুগ্রহ থাকা জরুরি।

حَمْدٌ ও مَدْح -এর মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য :

ক. (فِعْلٌ اِخْتِيَارِيٌّ / جَمِيلٌ) حَمْد কাম্য বা গুণ (فِعْلٌ اِخْتِيَارِيٌّ) -এর বিনিময়ে হয়, কিন্তু مَدْح বৈশ্বাধীন ও আত্মা হ্রদন্ত (غَيْرِ اِخْتِيَارِيٍّ وَ فِعْلٌ اِخْتِيَارِيٍّ) উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

খ. حَمْد শুধু জীবিতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, নির্জীবের ক্ষেত্রে নয়। কিন্তু مَدْح জীবিত ও নির্জীব প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

حَمْد এবং ثَنَاء -এর মধ্যে পার্থক্য : সমকক্ষের প্রশংসা করাকে ثَنَاء বলে। বড়দের প্রশংসাকে حَمْد বলে।

عَلَى

عَلَى হরফটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয় :

১. অর্থে। অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপরস্থতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- آيَاتُ الْفَلَكَ تَعْلَمُونَ

২. নিকট অর্থে। যেমন- أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هَذِي

৩. কখনও রূপক অর্থে উপরস্থতা বুঝায়। যেমন- آيَاتُ وَلَهُمْ عَلَى نَبْتٍ

৪. সঙ্গেও অর্থে। যেমন আয়াত : وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ

৫. رَضِيَ عَلَيْهِ آي رَضِيَ عَنْهُ -এর অর্থ। যেমন- رَضِيَ

৬. কারণ অর্থে। যেমন- آيَاتُ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هُمْ بِكُمْ

৭. অর্থে। যেমন- آيَاتُ : وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَلْفَةٍ مِنْ أَهْلِهَا

৮. অর্থ। যেমন- آيَاتُ : الَّذِينَ إِذَا كَانُوا عَلَى النَّاسِ يَتَوَكَّلُونَ

৯. ب. অর্থ। যেমন- آيَاتُ : رَكَبَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ

১০. اِسْتِخْرَاء -এর অর্থ বুঝানোর জন্য। যেমন- فَلَانَ عَاصٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبَاسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

عَلِمْتُ : তুমি শিখিয়েছ।

تَعَلَّمَ : শেখানো।

تَعَلَّمَ : (স) জানা। বিশ্বাস করা।

تَعَلَّمَ : শেখা।

فِي الْقُرْآنِ : شَبَّانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا

মাদে : ع-ل-م, ج-س : صَحِيح

مُرَادُ : عَرَفْتُ / أَدْرَيْتَ , ح-د : أَنْسَيْتَ / جَهَلْتُ

عِلْم যখন কেবল কোনো বস্তুকে জানা বা চেনার অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তার কেবল একটি مَفْعُول -এর প্রয়োজন হয়, যেমন : كَيْفَ يَكُونُ اللَّهُ بِعِلْمِهِمْ -এর দ্বারা চাক বা নাচাক حَكْم আরোপ করতে হয় তখন তার জন্য দুই عَلِيْمُوهُمْ مَوْثِقَاتٍ -যেমন- مَفْعُول আবশ্যক।

الْيَسَان : তাব প্রকাশ, বক্তব্য, প্রকাশ মাধ্যম।

(ض) بَيَان : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া।

(ض) بَيَانًا , يَتَوَكَّلُ : পৃথক হওয়া বা করা।

(إِلْعَال) إِبَانَةً - الشَّي : প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট হওয়া।

- الشَّي : স্পষ্ট করা। প্রকাশ করা।

(تَفْعِيل) تَبَيَّنًا , تَبَيَّنًا : স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

- الشَّي : স্পষ্ট করা, প্রকাশ করা।

(إِسْتِفْعَال) اِسْتَبَانَةً - الشَّي : স্পষ্ট হওয়া।

- الشَّي : কোনো বিষয় স্পষ্ট করতে বলা।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ - هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ -

মাদে : (ب-ي-ن), ج-س : أَحْوَجَ يَأْنِي

مرادف : الشُّطْرُ , ح-د : اَلْعَصْرُ

و

وار হরফটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. اِسْتِيفَانٌ [বক্তব্যের সূচনার জন্য] لَا تَأْكُلُ السَّنَاءُ وَتَشْرَبُ اللَّبَنَ

২. مَعِيَّت [সাথে-সঙ্গে] جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجَبَاتِ

৩. قَسَم [শপথ] وَالسَّمَاءَ ذَاتَ الْجُرُوجِ

৪. عَطَفَ : جَانِي زَيْدٌ وَعَمْرُو

৫. يَغْنَى رَبِّ : وَلِكُلِّ كَمْزَجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ

৬. حَالَ : جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ

أَلْهَمْتَ : তুমি অন্তরে ঢেলে দিয়েছ।

কোনো বিষয় অন্তরে ঢেলে দেওয়া। তবে (إِلْهَامًا) কেবল আদ্বাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এবং উর্ধ্ব জগৎ থেকে কোনো বিষয় অন্তরে ঢেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে إِيْلَهَامُ শব্দ ব্যবহৃত হয়। চাই সেটা ভালো হোক বা মন্দ হোক।

لَهُم (স) لَهُمَا, لَهُمَا : কোনো কিছু একবারেই গলাধঃকরণ করা, একবারেই গিলে ফেলা।

فِي الْقُرْآنِ : نَالَهُمَا فَجُورًا وَتَقْوَا

মাদে : (ল - ও - ম) جِنْسٌ : صَحِیح

مُرَادُونَ : أَوْحَيْنَا

الْتَّبِيَانُ : বোধশক্তি।

কোনো বিষয়ে মনে মনে বোধ লাভ করা, বুঝ পাওয়া। এ জন্য বলা হয়, وَالتَّبِيَانُ مِنْكَ لِيُغَيِّرَكَ وَالتَّبِيَانُ অর্থাৎ, بِيَانُ মানে অন্যকে বোঝানো, আর بِيَانُ মানে নিজে বোঝা। কারও কারও মতে, بِيَانُ (أَبْلَغُ) কেননা অপেক্ষা تَبْيَانُ শব্দটি অধিক অর্থবহ। হরফের আধিক্য থেকে অর্থের আধিক্য প্রকাশ পায়।

زِيَادَةُ اللَّفْظِ تُدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ الْمَعْنَى

প্রকাশ করা, স্পষ্ট। : تَبْيَانًا, تَبْيَانًا : (تَفْعِيلٌ) থেকে লাত্যমও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, প্রকাশ করা, স্পষ্ট হওয়া। تَبْيَانًا ও تِلْقَاءُ ব্যতীত অন্য কোনো

মাসদার تَفْعِيلُ -এর ওজনে تَفْعِيلُ থেকে আসে না। تَذَكُّارٌ - تَكَرَّارٌ -এর ওজনে আসে। যেমন- تَفْعِيلٌ ইত্যাদি।

فِي الْقُرْآنِ : وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اللَّهُمَّ : بِمَعْنَى - يَا اللَّهُ

হয়ে اسْمُهُ خَبَرْتَهُ إِنَّا نَعْمُدُكَ إِنَّا হরফে بِأَجَلَةٍ يُغْلِبُهُ جَوَابُ تَبَا ও নিদা অতঃপর جَوَابُ تَبَا

বালাপাত

এর মাঝে جِنَاسٌ مُرَدُّوঁ -এর মাঝে تَبْيَانٌ ও بِيَانٌ

দুই কَلِمَةٌ -এর আকৃতি ও حَرْفٌ -এর সংখ্যা সমান হয়ে কোনো এক কَلِمَةٌ -এর শুরুতে একটা حَرْফ অতিরিক্ত হওয়াকে جِنَاسٌ مُرَدُّوঁ বলে।

এর মধ্যকার পার্থক্য : شُعُورٌ ও عِلْمٌ -إِدْرَاكَ -مَعْرِفَتٌ : الْعِلْمُ : الْإِدْرَاكَ بِالْقَلْبِ :

অন্তরের সাহায্যলব্ধ জ্ঞানকে عِلْمٌ বলে।

الشُّعُورُ : الْإِدْرَاكَ بِالْحَوَاسِ

ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে شُعُورٌ বলে।

অজানার পর জ্ঞানকে مَعْرِفَتٌ বলে। إِدْرَاكَ সকল অর্থের জন্য ব্যাপক।

كَمَا نَحْمَدُكَ عَلَى مَا أَسْبَغْتَ مِنَ الْعَطَاءِ،
وَأَسْبَلْتَ مِنَ الْغِطَاءِ، وَتَعَوَّذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ
اللَّسَنِ، وَفُضُولِ الْهَذَرِ، كَمَا تَعَوَّذُ بِكَ مِنْ
مَعَرَّةِ اللَّكَنِ، وَفُضُولِ الْحَصْرِ.

অনুবাদ : যেমন আমরা তোমার প্রশংসা করছি [আমাদের প্রতি] তোমার দান পরিপূর্ণ করে দেওয়া ও [আমাদের দোষ-ত্রুটির উপর] পর্দা টেনে দেওয়ার জন্য। আমরা মুখরপনার তেজ ও অনর্থক কথনের বাহুল্য থেকে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি, যেমন আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি জড়তার দোষ ও বাকরোধজনিত অক্ষমতার লাক্কনা থেকে।

শাখিক অনুবাদ : কَمَا যেমন نَحْمَدُكَ আমরা তোমার প্রশংসা করছি عَلَى জন্য أَسْبَغْتَ তুমি যে পরিপূর্ণ করে দিয়েছ شَرِّهِ থেকে مِنْ تَعَوَّذُ আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি مِنَ -যেমন- مَعَرَّةِ দোষ الْجَدِّতা থেকে الْهَذَرِ মুখরপনার তেজ وَفُضُولِ অনর্থক কথনের বাহুল্য الْحَصْرِ বাকরোধজনিত অক্ষমতা।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَكَ :

১. تَشْبِيهِ (উপমা দেওয়া) زَيْدٌ كَأَنَّكَ

২. زَائِدَةٌ [অতিরিক্ত] : لَيْسَ كَيْفِيهِ شَيْءٌ

অসিফত : তুমি পরিপূর্ণ করে দিয়েছ।

(إِفْعَال) إِسْبَاغًا : তুমি পরিপূর্ণ করে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ -

(ن) سُبُوغًا : পরিপূর্ণ হওয়া।

-الْعَيْشُ : প্রশস্ত হওয়া।

-الْقُرْبُ : তুমি পর্যন্ত আলিখিত হওয়া।

سَابَغَ : (فَا، مَذ) : পরিপূর্ণ।

فِي الْقُرْآنِ : أَنْ أَعْلَلَ سَابِغَاتٍ

فِي الْحَدِيثِ : أَسْبَغُوا الْوُضُوءَ

মাদে : (س. ب. ج, غ) : جنس : صَحِيح

مَرَادُف : أَكْثَلَتْ، ضَد : نَقَصَتْ

الْعَطَاءُ : (ج) أَغْطِيَةٌ : (جمع) أَغْطِيَاتُ

(ن) عَطَا : দেওয়া, গ্রহণ করা।

-إِلْيَهُ يَدُهُ : হস্ত উত্তোলন করা।

فِي الْقُرْآنِ : عَطَا غَيْرَ مَجْدُورٍ -

فَإِنْ أَعْطَا مِنْهَا رَسْرًا

(إِفْعَال) إِعْطَاةً : দান করা।

مَادَهُ : (ع. ط. ر) : جَنَس : نَاقِصٌ وَآوَى

مَرَادُف : أَلْتَمِعَةٌ

أَسْبَلْتَ : তুমি ঝুলিয়ে দিয়েছ।

(إِفْعَال) إِسْبَالًا -الْقُرْبُ : কাপড় ঝুলিয়ে দেওয়া।

-الْبَسْرُ : পর্দা টেনে দেওয়া।

-النَّاءُ : পানি ঢালা।

-الْفَطْرُ أَوْ الدَّمْعُ : প্রবাহিত করা।

-الدَّمْعُ : অশ্রু প্রবাহিত করা।

(ن) سَبَلًا : গালি দেওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ : (مِنْهُمْ) أَلْتَسْبِيلُ إِزَارَهُ

مَادَهُ : (س. ب. ج, ل) : جنس : صَحِيح

مَرَادُف : أَتَدَلَّتْ، ضَد : كَتَمَتْ

الْغِطَاءُ : (ج) أَغْطِيَةٌ : পর্দা, আবরণ।

(ن) غَطَّرَ، غَطَّرُ : আবৃত করা, ঢেকে দেওয়া।

بَابُ تَفْعِيلٍ : بَابُ إِفْعَالٍ : এমনিভাবে এ শব্দমূল

থেকে এবং أَفْعَالٍ : থেকে এও অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(إِفْعَال) إِغْطِيَاءُ : (تَمَلُّ) تَغْطِيًا : অদৃশ্য হওয়া,

আড়াল হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَكْفُفْنَا عَنْكَ غَطَاكَ فَبَسَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ .

মাদে : (গ. প. র.) , جنس : قَاتِصٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : الْبَسْرُ / الْبَصَرُ

তম্বু : আমরা আশ্রয় গ্রহণ করছি।

(ন) عَوْدًا , عِيَادًا , مَعَادًا : আশ্রয় নেওয়া, আশ্রয়

গ্রহণ করা।

بَابُ تَكْفُلٍ থেকে এবং বَابُ تَكْفُلٍ থেকে এ শব্দমূল

এমনিভাবে এ শব্দমূল থেকে এ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(إِنْفَعَالٌ) إِعَادَةٌ (تَفْعِيلٌ) تَعْرِيفًا : রক্ষা করা।

দোয়া করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

মাদে : (এ. ও. ড.) , جنس : أَجُوفٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : تَلَعًا , ضِدٌّ : نَطَرُهُ

شُرَّةٌ : তেজ, উদ্যম, ক্ষোভ

(ন) ضَرًا , شَرًّا , شَرَارَةً : মন্দ হওয়া।

الشَّرُّ : (জ) شُرُورٌ : মন্দত্ব

الشَّرُّ : (জ) أَكْثَرًا , شَرًّا , أَشْرًا : মন্দ

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ

মাদে : (শ. র. র.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : أَحَدَةً , ضِدٌّ : قُلٌّ / كُلٌّ

الْكُسْنُ : মুখরপনা।

(স) لَسْنَا : বাকপটু হওয়া, মুখর হওয়া।

اللسان (ج) اللسان , لَسَنٌ , لِسَانَاتٌ : ভাষা, রসনা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتَلَابَ

الْأَسْتِخْلَافَ وَالرَّائِيكُمْ

মাদে : (ল. স. ন.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : الْفَصَاحَةُ , ضِدٌّ : الْكُنُ

فَضُولٌ (و) فَضْلٌ : অনর্থক বিষয়। অতিরিক্ত, বাহুল্য, আধিক্য।

فَضُولٌ শব্দটি فَضْلٌ -এর বহুবচন। তবে একবচনের ব্যবহার

ভালো বিষয়ের ক্ষেত্রে এবং বহুবচনের ব্যবহার অতিরিক্ত,

অপ্রয়োজনীয় ও মন্দ বিষয়াদির ক্ষেত্রে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

(ন) (س) فَضْلًا : অবশিষ্ট থাকা, অধিক হওয়া।

(ل) فَضْلًا : মহৎগুণের অধিকারী হওয়া।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

فَضْلٌ : (ج) فَضْلٌ : অবশিষ্ট, আধিক্য, অনুগ্রহ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَسْبَغَتْ مِنَ الْعَطَاءِ :

উল্লিখিত ইবারতে, عَطَاءُ কে বড় বড় কাপড়ের সাথে তَنْفِيهِ দেওয়া হয়েছে। وَجْهٌ شَبِيهُ হলো اَسْبَغَتْ বড় বড় কাপড় যেক্রপ ব্যাপকভাবে ঢেকে নেয় তেমনি দানও ব্যাপকভাবে সকলকে শামিল করে। সুতরাং এতে اِسْتِعَارَةٌ بِاَلْكِنَايَةِ হয়েছে। অতঃপর مُثَبِّهٌ -এর জন্য اِسْتِغْنَاءُ সাবেত করা হয়েছে। অতএব এখানে اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ পাওয়া গেছে।
قَوْلُهُ : وَأَسْبَلَتْ مِنَ الْغِطَاءِ :

এ বাক্যের মধ্যে গুনাহকে غِطَاءُ -এর সাথে তَنْفِيهِ দেওয়া হয়েছে। وَجْهٌ شَبِيهُ হলো পর্দা যেমন কোনো বস্তুকে অন্ধকার করে দেয়, তেমনি গুনাহ মানুষের অন্তরকে অন্ধকার করে দেয়। সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ পাওয়া গেছে।

এর মধ্যে جَنَاسٌ مَشْرُوشٌ পাওয়া গেছে। প্রকাশ থাকে যে, দুটি কালিমার আকৃতি ও গঠন এক রকম হয়ে শুধু নুকতা ও হরকতের ব্যবধান হওয়াকে جَنَاسٌ مَشْرُوشٌ বলে।

জ্ঞাতব্য : مُثَبِّهٌ কে حَذْوٌ করে مُثَبِّهٌ উল্লেখ করাকে مُثَبِّهٌ بِهِ করে حَذْوٌ বলে। اِسْتِعَارَةٌ بِاَلْكِنَايَةِ -এর مُثَبِّهٌ بِهِ বলে। اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ উল্লেখ করাকে مُثَبِّهٌ بِهِ -এর জন্য ন্যায় করা করে مُثَبِّهٌ بِهِ -এর مُثَبِّهٌ بِهِ লোভ্য। আর مُثَبِّهٌ بِهِ -এর اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ বলে।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَلُّوا فَلَا تَنْفَعُهُمْ

مَادَّةٌ : (ف. ض. ح.) جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : خِزْيٌ / عَيْبٌ , ضِدٌّ : كَرَامَةٌ / عِزَّةٌ

الْحَصْرُ : বাক্যবোধজনিত অক্ষমতা, কথা বলার অক্ষমতা।

(স) حَصْرًا : কথা বলতে অক্ষম হওয়া।

- صَدْرُهُ : সংকীর্ণ হয়ে পড়া, মন ছোট হওয়া।

حَصَرَ (ض) حَصْرًا : বেঁটন করা, ঘিরে ফেলা।

- (ن. ض) حَصْرًا : সংকীর্ণতা সৃষ্টি করা। বেঁটন করা।

حَاصِرٌ (مُفَاعَلَةٌ) مُحَاصِرَةٌ : অবরোধ করা, ঘেরাও করা।

أَحْصَرَ (إِفْعَالٌ) إِحْصَارًا - عَنْ : আটকে দেওয়া। বিরত রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ جَاوَوْكُمُ حَصْرَتِ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتِلُوكُمْ

مَادَّةٌ : (ح. ص. ر.) جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : الْغَرَسُ , ضِدٌّ : الْتَنْطِقُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : كَمَا نَعْمِدُكَ :

كَمَا هَرَفْطِي كَانِ -এর অর্থে হয়ে مَضَانٌ এবং مَا টা মূজাফ আর نَعْمِدُكَ الْخ মাসদারে রূপান্তরিত হয়ে مُجَافٌ مُرَكَّبٌ إِضَافِي মিলে مَضَانِ إِلَيْهِ ও مَضَانٌ আর ইলাইহি। অতঃপর مَضَانٌ -এর সিফাত। তারপর وَصْفٌ হয়ে উহা মাসদার। حَمْدًا -এর সিফাত। তারপর وَصْفٌ মিলে مُرَكَّبٌ تَوْصِيْفِي হয়ে পূর্বে উল্লিখিত نَعْمِدُكَ -এর مُفْعَلٌ مُطْلَقٌ

وَنَسْتَكْفِي بِكَ الْإِفْتِنَانَ بِإِطْرَاءِ الْمَادِحِ،
وَإِعْضَاءِ الْمَسَامِيعِ، كَمَا نَسْتَكْفِي بِكَ
الْإِنْتِصَابَ لِإِزْرَاءِ الْقَادِحِ، وَهَتِكَ الْفَاضِحِ .

অনুবাদ : আমরা প্রশংসাকারীর অতি প্রশংসা ও নমস্কার দৃষ্টিপোষণকারীর শিখিল দৃষ্টির কারণে বিভ্রান্ত হওয়া থেকে তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি, যেমন আমরা তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি কটাক্ষকারীর কলঙ্কীকরণ ও দোষ উন্মোচনকারীর হিদ্রাবেষণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া থেকে ।

শাস্তিক অনুবাদ : اِطْرَاءُ الْمَادِحِ : আমরা তোমার যথোচিত সাহায্য কামনা করছি اِلْفِتْنَانُ : বিভ্রান্ত হওয়া اِغْضَاءُ الْمَسَامِيعِ : প্রশংসাকারীর অতি প্রশংসা দৃষ্টিপোষণকারীর শিখিল দৃষ্টি : কَمَا যেমন اِلْنْتِصَابُ : লক্ষ্যস্থলে পরিণত হওয়া اِزْرَاءِ الْقَادِحِ : কটাক্ষকারীর কলঙ্কীকরণ وَهَتِكَ الْفَاضِحِ : দোষ উন্মোচনকারীর হিদ্রাবেষণ ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা যথোচিত সাহায্য কামনা করছি : نَسْتَكْفِي :
কোনো কিছু পর্যাপ্ত পরিমাণে পেতে : اِسْتَكْفَانًا :
চাওয়া, এখানে- যথোচিত সাহায্য কামনা করা ।

(ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হওয়া ।

২- اِلْقَرَّ : রক্ষা করা ।

৩- مَوْزُونَةً : কারও ব্যায়ভার গ্রহণ করা ।

কোনো কিছু পেয়ে, তুষ্ট হওয়া : اِكْتَفَاءً - بِكَذَا :
মুতান্না (مُتَاعِلَةً) : কফা : مَكْفَاةً :
বিনিময় বা পুরস্কার দেওয়া, যথেষ্ট হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

مَاذَه : (ك. ف. ي.) : جَسَسَ : নাকিষ বায়ী

مُرَادُفٌ : سَتَكْفِي، ضَدٌّ : نَسْتَنْفِصُ

কুলায়েম ও মুতা'আদী উভয় রকমে ব্যবহৃত হয় ।

মুতা'আদী হলে কখনও এক মাফ'উলের দিকে মুতা'আদী

হয়, আবার কখনও দুই মাফ'উলের দিকে মুতা'আদী হয় ।

লায়েমের উদাহরণ : كَفَى الشَّيْءُ : এক মাফ'উলের দিকে

মুতা'আদী হওয়ার উদাহরণ : كَفَى الشَّيْءُ ثَلَاثًا : দুই

মাফ'উলের দিকে মুতা'আদী হওয়ার উদাহরণ : كَفَى الثُّلُثُ

كُثْرَانِ الْمُؤْمِنِينَ الْقِيَالَ - اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ

কখনও : كَفَى : -এর পূর্বে : زَائِدَةٌ : -এর : فَاعِلٌ : -এর : كَفَى

كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا

اِلْفِتْنَانُ : (اِفْتَعَالَ) : مَصْدَرٌ : বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া ।

(ض) قَتَنًا : قَتَنًا : আকর্ষিত করা । আকৃষ্ট করা । ২- : قَتْنًا : পরীক্ষা করা । বিভ্রান্ত করা ।

الزَّجَلُ : - বিভ্রান্তিতে পতিত হওয়া ।

اِنْعَالًا اِنْفَانًا : (تَفْعِيلٌ) : تَفْنِينًا - ২ :

আকর্ষিত করা । আকৃষ্ট করা । আসক্ত করা । বিভ্রান্ত করা ।

رَبِّ الْقُرْآنِ : أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْنًا
وَلَمْ لَا يَفْتَنُونَهُ .

مَاذَه : (ف. ت. ن.) : جَسَسَ : صحيح

مُرَادُفٌ : اِسْتِعَارَةً : ضَدٌّ : اِفْتِدَاءً

اِلْقَرَّ : (اِفْتَعَالَ) : مَصْدَرٌ : অতিরিক্ত প্রশংসা করা ।

فِي الْحَدِيثِ : لَا تَقْرُونِي كَمَا أَقْرَبَ النَّصَارَى عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ

(ك. ص.) : طَرَاوَةً : طَرَاوَةً : طَرَاوَةً : তরতাজা হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَعَمَّا طَرِيًّا

مَاذَه : (ط. ر. و.) : جَسَسَ : نَائِضٌ وَابِي

مُرَادُفٌ : مَذْحُ / مَذْحُ : ضَدٌّ : اِذْلَالٌ

اِلْمَادِحُ : (ف. ا. م. ذ.) : প্রশংসাকারী ।

(ل. م. ذ.) : প্রশংসা করা ।

اِفْتَعَالَ : اِمْتِدَاءً : প্রশংসা করা ।

اِنْقَاعًا : تَسَادُّحًا : পরস্পর প্রশংসা করা ।

فِي الْحَدِيثِ : إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَسَاجِينَ فَاحْتَرُوا فِي وَجْهِهِمُ الرُّبَابَ

اِنْفِئِلُ (تَفْعِيلٌ) : مَتَاعِلَةً : مَسَادِحَةً - ২ : প্রশংসা করা ।

مَاذَه : (م. د. ج.) : جَسَسَ : صحيح

مُرَادُفٌ : حَامِدٌ / مَتْنٌ : ضَدٌّ : طَاعِنٌ

শিখিল দৃষ্টিতে দেখা : (إِنْعَمَالٌ) :
কোনো আশুতিকর বিষয়ে প্রতিবাদ না করে নীরব থাকা।
কোনো কিছু থেকে চক্ষু ফিরিয়ে নেওয়া।

(س) غَضَى - الْأَرْضُ : অনেক গাছগাছালি বিশিষ্ট হওয়া।

(ن) غَضِرَ - اللَّيْلُ : রাত অন্ধকার হওয়া।

(تَفَاعَلٌ) تَغَابَيْبًا - غَنَهُ : উদাসীন হওয়া।
فِي الْحَدِيثِ : مَا مِنْ عَيْبٍ ظَلِمَ بِظُلْمَةٍ لَيْفَ غَضَى
عَنْهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّهُ اللَّهُ بِهَا وَنَصَرَهُ

مَادَّةُ : (غ.ض.و/غ.ض.ي) : جِنْسٌ : تَاقِصٌ

مُرَادٌ : إِنْغَاصٌ / تَسَامُعٌ : ضِدٌّ : هَتَكَ / عَيْبٌ

নমনীয় দৃষ্টি পোষণকারী : (مذ) : أَلْمَسَاحُ (ف) :

নমনীয় দৃষ্টি পোষণ করা। নম্র ব্যবহার করা। (مُفَاعَلَةٌ) : مَسَامَحَةٌ :

দান করা। (ف) : مَسَامَحَةٌ :

(ك) : مَسَحًا : مَسَاحًا : দানশীল হওয়া।

(إِنْعَمَالٌ) : إِنْسَاحًا : দানশীল হওয়া, অনুগত বা বাধ্যগত হওয়া।

(تَفَاعَلٌ) : تَسَمُّعًا : تَسَامُعًا : (تَفَاعَلٌ) : تَسَامُعًا :

উদারতা দেখানো। শৈথিল্য প্রদর্শন করা।

فِي الْحَدِيثِ : إِسْمَعُ يَسْمَعُ لَكَ

مَادَّةُ : (س.م.ج) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : مُسَاهِلٌ : ضِدٌّ : مُتَشَدِّدٌ

দাঁড়ানো/শাস্তি প্রদত্ত হওয়া। (إِنْعَمَالٌ) : مَصَد :

(ن) : ض. نَصَبًا : أَلَكَيْتَ : যবর দেওয়া, যবর যোগে পড়া।

- أَلَرَضُ وَالْهَمُّ : কষ্ট দেওয়া, ক্লান্ত করা।

- الشَّيْ : উচু করা। দাঁড় করানো।

- الْأَمِيرُ قَلَأًا : কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া।

(س) : تَصَبَّأً : ক্লান্ত-শ্রান্ত হওয়া।

- فِي الْأَمْرِ : তৎপর হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا قَرَعْتَ قَانَصِبٌ

مَادَّةُ : (ن.ص.ب) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : اسْتِهْدَاكٌ

إِزْرَاءٌ : (إِنْعَمَالٌ) : مَصَد : কলঙ্কিত করা। হেয় করা।

(ض) : زَرَبًا : زَرَابَةً : দোষারোপ করা।

(إِسْتِفْعَالٌ) : اسْتَزْرَأَ : (إِنْعَمَالٌ) : إِزْرَأُ : তুচ্ছ জ্ঞান করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ

مَادَّةُ : (ز.ر.ي) : جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَانِي

مُرَادٌ : إِنْهَاءٌ / تَحْقِيقٌ : ضِدٌّ : تَنَاءٌ

কটাক্ষকারী : الْقَادِخُ :

(ف) : قَدَحًا : কটাক্ষ করা। দোষারোপ করা।

- مِنَ الْغَيْرِ : চামচ ঘরা পাতিল থেকে কোনো কিছু বের করা।

- الشَّيْ : আজল ভরে নেওয়া।

بِالزَّيْدِ : চকমকি [পাথর] ঘর্ষণ করে আতন বের করা।

(إِنْعَمَالٌ) : إِقْدَاخًا : (اسْتِفْعَالٌ) : اسْتَدَاخًا : الزَّيْدُ : চকমকি

ঘর্ষণ করে আতন বের করতে চেষ্টা করা।

(مُفَاعَلَةٌ) : مُفَادَحَةٌ : (تَفَاعَلٌ) : تَفَادَحًا : দোষারোপ করা।

فِي الْحَدِيثِ : وَأَقْبَحُ مِنْ بَرْمَتِكُمْ وَلَا تَنْزِلُوهَا

مَادَّةُ : (ق.د.ح) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : طَاعِنٌ : ضِدٌّ : مَادِحٌ

হিদ্রাশ্বেষণ : هَتَكَ :

(ض) : هَتَكَ : পর্দা বিদীর্ণ করা, হিদ্রাশ্বেষণ করা।

(تَفَعَّلٌ) : تَهَنَّكَ : ছিন্ন ছিন্ন হওয়া, পর্দা বিদীর্ণ হওয়া, অপমানিত হওয়া।

(تَفَعَّلٌ) : تَهَنَّكَ : পর্দা বিদীর্ণ করা।

يُقَالُ : هَتَكَ اللَّهُ بَشْرَ الْفَاجِرِ

مَادَّةُ : (ه.ت.ك) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : عَيْبٌ : ضِدٌّ : إِنْغَاصٌ

أَلْفَاضُحٌ : দোষ উন্মোচনকারী : (ف) : (مذ) :

(ف) : قَضَحًا : দোষ উন্মোচন করা, লালিত্য করা।

- الصَّبْحُ : প্রভাত হওয়া।

(مُفَاعَلَةٌ) : مَفَاضَحَةٌ : (تَفَاعَلٌ) : تَفَاضَحًا : একে অন্যকে

অপদন্ত করা।

(إِنْعَمَالٌ) : إِفْضَاخًا - الْأَمْرُ : ফাঁস হয়ে যাওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : مَنِ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الدُّنْيَا

قَضَعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

مَادَّةُ : (ف.ض.ح) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : أَلْمَهِيْنُ : ضِدٌّ : أَلْسَاتِرُ

وَنَسْتَغْفِرُكَ مِنْ سَوْقِ الشَّهَوَاتِ إِلَى سَوْقِ
الشُّبُهَاتِ، كَمَا نَسْتَغْفِرُكَ مِنْ نَقْلِ
الْخُطَرَاتِ إِلَى خِطَطِ الْخُطَيَّاتِ .

অনুবাদ : আমরা তোমার কাছে সন্দেহের বাজারে
কামনার তাড়িয়ে নেওয়া থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি,
যেমন আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি
অপরাধের ভূমিতে পদাচরণ করা থেকে ।

শাব্দিক অনুবাদ : আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। مِنْ থেকে سَوْقِ الشَّهَوَاتِ কামনার তাড়িয়ে
নেওয়া الشُّبُهَاتِ إِلَى سَوْقِ الشُّبُهَاتِ সন্দেহের বাজারে কَمَا যেমন نَسْتَغْفِرُكَ আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি
مِنْ نَقْلِ الْخُطَرَاتِ পদাচরণ করা থেকে خِطَطِ الْخُطَيَّاتِ অপরাধের ভূমিতে ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। : نَسْتَغْفِرُ

ক্ষমা প্রার্থনা করা। : اِسْتَغْفَرًا

(ض) غَفَرًا - الشَّنْ : ঢেকে দেওয়া

অপরাধ ক্ষমা : لَمْ ذَنْبَةٍ - مَغْفِرَةً - غَفَرًا

করে দেওয়া। শুনাই মাফ করা।

মাফ করা। : اِغْفَارًا

গোপন করা। আবৃত করা। : تَغْفِيرًا

গোপন করা, আবৃত করা। : اِغْفَارًا

فِي الْقُرْآنِ : اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا .

مَاذَه : (ع-ف-ر) ، جُنْس : صَحِيح

مُرَادِف : تَسْتَعْفِفُ ، ضِد : تَوَاجَذُ

সৌক্যে নেওয়া। : (ن) مَصْد :

হাকিয়ে নেওয়া। তাড়িয়ে : أَلْفَى : سَأًا - أَلْفَى :

নেওয়া। পায়ের নলায় আঘাত করা।

পেশ করা, প্রেরণ করা। : إِلَه -

বর্ণনা করা। : الْحَدِيث -

কর্তৃত্ব দান করা। : الْأَمْر : تَرْبِيًا -

তফ্রি (تَفَعَّل) تَسَوَّقًا : ক্রোনা-কাটা করা।

সারি বেঁধে চলা। : اِنْشِبَاثًا

فِي الْقُرْآنِ : وَيَسِّرْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رُفْقًا إِلَى الْجَنَّةِ زُمْرًا

(ج) الشَّهَوَاتُ : (و) شَهْوَةً : কামনা।

(ن) شَيْءٌ (س) شَهْوَةً : অতিশয় আগ্রহ করা।

কামনা করা। : اِنْشِبَاثًا (اِنْشِبَاثًا) :

অতিশয় আগ্রহ করা।

(ك) شَهْوَةً - الطَّعَام : খাবার সুস্বাদু হওয়া।

اِنْشِبَاثًا : (و) : গহিরা মোতাবেক দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ .

مَاذَه : (ش-و-و) : جُنْس : تَاقِصٌ وَإِوَى

مُرَادِف : هَوَى ، ضِد : نَفَر

বাজার। : (ج) أَسْوَأَ :

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

وَيَنْشَى فِي الْأَنْوَاقِ

(ج) شُبُهَاتٌ : (و) شُبُهَةٌ : সন্দেহ, সংশয়। মতো। সন্দেহযুক্ত

বস্তু বা বিষয়।

তুলনা করা। উপমা দেওয়া। : (و) بِم :

- عَلَيْهِ الْأَمْر : অস্পষ্ট করা।

مُفَاعَلَةً مُشَابِهَةً (إِفْعَالًا) اِنْشِبَاثًا : (و) : সদৃশ হওয়া।

تَفَعَّلَ تَشَبُّهًا بِم : কাজে সাদৃশ্য রাখা, সদৃশ হওয়া।

(إِفْعَالًا) اِنْشِبَاثًا - اَلشُّبُهَاتِ : একটি অপরাধের মতো হওয়া।

- فِي الْأَمْرِ : সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করা।

- الْأَمْر عَلَيْهِ : অস্পষ্ট ও সন্দেহযুক্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

فِي الْحَدِيثِ : اَلْعَلَا بَيْنَ وَالْغَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

مَاذَه : (ش-ب-ه) : جُنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اِلْبَاسُ ، ضِد : تَبَيَّنَ

نَقَلَ (ন) মসদ : স্থানান্তর করা।

(ن) نَقَلَ - الْكَلَامَ عَنْهُ : অন্যের কথা বর্ণনা করা।

- اَلْخَطُّوَات : পদচারণা করা।

- اَلْاَكْتَاب : বই কপি করা, অনুলিপি তৈরি করা।

- اِلَى لَفْعٍ كَذَا : অনুবাদ করা।

(اِنْتَعَالَ) اِنْتَعَالَ : স্থানান্তরিত হওয়া।

- اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ : মৃত্যুবরণ করা।

(تَفَاعَلَ) تَفَاعَلَ - اَلْحَدِيثَ : একে অপরের কথা বর্ণনা করা।

فِي الْحَدِيثِ : نَحْنُ نَقْلُ الرُّوَابِ عَلَى اَكْتِنَافٍ .

فِي الْيَمِيلِ : مَنْ نَقَلَ اِلَيْكَ نَقَلَ عَنْكَ .

مَادَّةُ : (ন. ক. ল), جِنْس : صَجِيع

مَرَادُفُ : تَحْوِيلُ, جُنْد : اِحْكَام

(ج) اَلْخَطُّوَاتُ خَطُّوَاتُ , خَطُّوَاتُ خَطَّى (و) خُطُوَةٌ :

পদক্ষেপ। কদম। চলার সময়কার দু'পায়ে মধ্যবর্তী ব্যবধান।

نَقَلَ اَلْخَطُّوَات : পদচারণা করা।

خَطَا (ن) خَطُّوَةٌ : প্রশস্ত পদক্ষেপে হাঁটা।

(اِنْتَعَالَ) اِنْتَعَالَ , اِخْطَا , (تَعَمَّلَ) تَعَمَّلَ :

অতিক্রম করা। সামনে অগ্রসর হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ .

مَادَّةُ : (খ. প. ও), جِنْس : نَاقِصٌ وَاَوِي

(ج) خِطَطٌ (و) خِطٌ , خِطَّةٌ : সর্বপ্রথম পদার্পণ-স্থল।

নিজের জন্য নির্ধারিত স্থান।

خَطٌّ : (ج) خُطُوَةٌ : লেখা, রেখা, হস্তাক্ষর।

خِطَّةٌ : (ج) خِطَطٌ : বিষয়, কাজ, পরিকল্পনা।

- عَلَى الشَّيْءِ : দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া।

(ن) خَطًا - بِالْقَلَمِ : লেখা।

- فِي الْأَرْضِ : রেখা টানা।

(تَعَمَّلَ) تَعَمَّلَ : রেখা আঁকা, রেখা টানা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَخْطُ بِمِثْنِكَ

مَادَّةُ : (খ. প. ট), جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُفُ : قِطْعَةُ الْأَرْضِ

(ج) اَلْخَطِيطَانِ , خَطَابَا (و) خَطِيطَةٌ :

অপরাধ, অন্যায়, গুনাহ।

(س) خَطًا , (اِنْعَالَ) اِخْطَا : ভুল করা।

خَطِيءٌ - فِيمَ دِينِهِ : ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল পথে চলল।

اَخْطَا - الطَّرِيقَ : রাস্তা হারিয়ে ফেলল।

(تَعَمَّلَ) تَعَمَّلَ , تَعَطَّيْتُ : ভুল সাব্যস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ

مَادَّةُ : (খ. প. ট), جِنْس : مَهْمُوزٌ اَلَلَام

مَرَادُفُ : اَلْاَتْمَا / ذَنْبٌ , جُنْد : يَر

বালাগাত

وَسَوْقٌ - এর মধ্যে مَحَرِّفٌ - এর وَسَوْقٌ ও سَوْقٌ

যে, যদি দু'টি শব্দের মধ্যে হরফ, হরফের সংখ্যা ও বিন্যাসের

মিল থাকে, কেবল হরফের অমিল থাকে এক্ষণ দু'টি শব্দের

পারস্পরিক সামঞ্জস্যকে مَحَرِّفٌ বলা হয়।

إِصَافَةٌ - এর মধ্যে اَصْنَافَاتِ و سَوْقُ الشَّبَهَاتِ

إِصَافَةٌ - এর মধ্যে اَصْنَافَاتِ و سَوْقُ الشَّبَهَاتِ

قَوْلُهُ : وَتَخَفُّفُكَ الشَّهَرَاتُ :

এর- مُضَافٌ اِلَيْهِ اِلَّا وَلاَمٌ - এর মধ্যে الشَّهَرَاتِ

পরিবর্তে, মূলত ছিল এর سَوْقٌ এবং شَهْرَتَيْنِ

إِصَافَةٌ اِلَى الْفَاعِلِ - এর দিকে شَهْرَتَيْنِ

আর মাফউল مَحْدُودٌ রয়েছে মূলত ইবারত ছিল-

سَوْقٌ شَهْرَتَيْنِ اِيَّائِي

إِنَّهُ اَلْفَرَقُ بَيْنَ اَلْإِنَّمِ وَالذَّنْبِ وَالْخَطَا .

বলে। خَطَا গুনাহকে صَفِيْهُ .

গুনাহকে ذَنْبٌ বলে।

وَنَسْتَوْهَبُ مِنْكَ تَوْفِيقًا قَائِدًا إِلَى الرَّشِيدِ،
وَقَلْبًا مَتَّقِلًا مَعَ الْحَقِّ، وَلِسَانًا مَتَحَلِّيًا
بِالصِّدْقِ، وَنُطْقًا مُؤَيَّدًا بِالْحُجَّةِ،

অনুবাদ : আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি
হেদায়েতের প্রতি পথনির্দেশক তৌফিক, সত্যের সাথে
আবর্তনশীল অন্তর, সত্যতার গুণে গুণান্বিত রসনা, দলিল
সমর্থিত ভাষা।

শাস্তিক অনুবাদ : وَنَسْتَوْهَبُ আর আমরা প্রার্থনা করছি مِنْكَ তোমার কাছে تَوْفِيقًا তৌফিক পথনির্দেশক إِلَى الرَّشِيدِ হেদায়েতের প্রতি অন্তর মَتَّقِلًا আবর্তনশীল مَعَ الْحَقِّ সত্যের সাথে وَلِسَانًا রসনা مَتَحَلِّيًا গুণান্বিত بِالصِّدْقِ সত্যতার গুণে نُطْقًا ভাষা مُؤَيَّدًا সমর্থিত দলিল দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَسْتَوْهَبُ : আমরা দান প্রার্থনা করছি।
دَانِ : দান প্রার্থনা করা।
(ف) وَهَبَ، وَهَبًا، هِبَةً : দান করা।
إِنْفِعَالٌ : দান গ্রহণ করা।
(تَفَاعُلٌ) : একে অন্যকে দান করা।
فِي الْقُرْآنِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
مَادَّة : (ও. ব. প.) : جَنَسٌ : মিশ্রণ।
مَرَادٌ : تَسْهِيلٌ : সহজ।
تَوَفِيقٌ : (تَفْعِيلٌ) : অনুকূল করা।
(تَوْجِيهُ) : الْأَسْبَابُ نَحْوُ السُّلُوبِ الْخَيْرِ : কোনো সৎ
উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য তৎসংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণ
অনুকূল করে দেওয়া।
(تَفْعِيلٌ) : تَوْفِيقًا - الْأَمْرُ : অনুকূল করা, উপযোগী করা।
- هُ الْكَلِمَةُ : ভালো করা।
- هُ الْكَلِمَةُ لِلْخَيْرِ : কল্যাণের দিশা দেওয়া।
(ح) وَفَقًا : অনুকূল পাওয়া, অনুকূল হওয়া।
(مَفَاعَلَةٌ) : مَر_اقَةً، وَف_اقًا : পাওয়া। সাক্ষাৎ লাভ করা।
- فِي أَوْ عَلَى الشَّيْءِ : কোনো বিষয়ে একমত হওয়া।
(تَفْعِيلٌ) : تَوْفِيقًا : চেষ্টা সফল হওয়া। তৌফিক পাওয়া।
(إِنْفِعَالٌ) : إِنْفَاقًا - عَلَى الشَّيْءِ أَوْ فِيهِ : এক মত পোষণ করা।
- الْأَمْرُ : ঘটনাক্রমে সংঘটিত হওয়া।
- مَعَهُ : একমত হওয়া।

(إِنْفِعَالٌ) : اسْتِغْنَاءًا : সামর্থ্য কামনা করা, তৌফিক চাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَاءًا وَتَوْفِيقًا -
مَادَّة : (ও. ব. প.) : جَنَسٌ : মিশ্রণ।
مَرَادٌ : تَسْهِيلٌ : সহজ।
تَائِيدٌ : (ف. অ.) : فَاعِلٌ : আকর্ষক। পথ-নির্দেশক। যে টেনে নিয়ে :
يَاي : নেতা।
(ن) قَوْدًا، قِيَادَةً، قِيَادًا : টেনে নিয়ে যাওয়া। সেনাপতি।
হওয়া, নেতা হওয়া।
(تَفْعِيلٌ) : تَقْوِيدًا، (إِنْفِعَالٌ) : إِقْتِيَادًا : টেনে নেওয়া।
(إِنْفِعَالٌ) : إِنْقِيَادًا : অনুগত হওয়া।
(إِنْفِعَالٌ) : إِقْبَادًا : হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া।
হত্যার প্রতিশোধ চাওয়া।
فِي الْحَدِيثِ : قَرَأْتُ بِلَا يَفْقَهُ يَخْطِئُ رَاحِلَتِهِ
مَادَّة : (ও. ব. প.) : جَنَسٌ : মিশ্রণ।
مَرَادٌ : جَالِبٌ : হিত।
الرُّشْدُ : হেদায়েত।
(ن) رُشْدًا، رُشَادًا، (س) رَشْدًا : হেদায়েত পাওয়া, সূপথে চলা।
(تَفْعِيلٌ) : تَرْشِيدًا (إِنْفِعَالٌ) : إِرْشَادًا :
হেদায়েত করা, পথ প্রদর্শন করা।
رُشْدَهُ الْقَائِمِي : সঠিক পথে পরিচালিত করা।
(إِسْتِغْنَاءٌ) : اسْتِغْنَاءًا : পথনির্দেশনা চাওয়া।

<p>সঠিক পথ পাওয়া : لَا كُفْرَہ : - فِي الْقُرْآنِ : لَا كُفْرَہَ فِي الرَّبِّ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ مَادَّة : (র. শ. দ.) , جنس : صَحِيح مُرَادُف : الْهِدَايَةُ , ضِد : الْغَيُّ الْقَلْبُ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর পরিবর্তন করা, উল্টে দেওয়া : قَلْبًا (ض) ফিরিয়ে দেওয়া : الْقَوْمُ : - পরিবর্তন করা, উল্টে দেওয়া : اِقْبَالًا (ض) مَادَّة : (ق. ল. প.) , جنس : صَحِيح مُرَادُف : قُرَاةٌ আবেশনশীল : (ف. মা. ম.) : আবর্তিত হওয়া, পরিবর্তিত হওয়া : تَقَلُّبًا (تَفَعُّل) দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো : فِي الْبِلَادِ : - উল্টে যাওয়া, বিপরীত হওয়া : اِنْقِبَالًا (اِنْفِعَال) পিছে হটে আসা : - عَلَى عَقِبَيْهِ : فِي الْقُرْآنِ : يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ مَادَّة : (ق. ল. প.) , جنس : صَحِيح مُرَادُف : مُتَصَرِّفٌ , ضِد : كَائِنٌ الْحَقُّ : (ج) حَقُوقٌ : সত্য, অধিকার প্রমাণিত করা : اَلْأَمْرُ : (ن) আবশ্যক হওয়া, অপরিহার্য হওয়া : عَلَيْهِ : (ض) প্রমাণিত হওয়া, অপরিহার্য হওয়া : (ض) حَقًّا , حَقَّةً : দৃঢ়তা করা। অপরিহার্য করা : سَدَّاهُنَ كَرًا : تَعْقِيلًا (تَفَعُّل) সত্য বলা : اِحْقَاقًا - اَلرَّجُلُ : (اِنْفِعَال) প্রমাণ করা, সাব্যস্ত করা : - : فِي الْقُرْآنِ : اَلْوَزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ / وَنَقُتْلُونَ النَّبِيَّيْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ / اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يَنْصُرُوْنَ . مَادَّة : (ح. ق. ق.) , جنس : مَصَانِفٌ ثَلَاثِي مُرَادُف : اَلْبَصِيْقُ , ضِد : اَلْبَاطِلُ لِسَانٌ : (ج) لِسَانَانِ اَنْسَرُ : اَلْبَسْنَةُ . لُسُنٌ : ভাষা, রসনা لِسَانُ النَّارِ : অগ্নিশূলিকা</p>	<p>জাতির মুখপাত্র : لِسَانُ الْقَوْمِ : আরবদের ভাষা : لِسَانُ الْعَرَبِ : অলংকার সজ্জিত, অলংকৃত, কোনো গুণে গুণান্বিত : اَلْمُتَحَلِّي : অলংকার সজ্জিত হওয়া। অলংকৃত হওয়া : (تَفَعُّل) تَحَلَّى : কোনো গুণে গুণান্বিত হওয়া : অলংকার পরিধান করা : (س) حَلَّى - اَلْمَرْأَةُ : অলংকার সজ্জিত করা : অলংকার বানানো : (ض) حَلَّى - اَلْمَرْأَةُ : অলংকার সজ্জিত করা : (تَفَعُّل) تَحَلَّى - اَلْمَرْأَةُ : সজ্জিত করা : اَلشَّيْءُ : - فِي الْقُرْآنِ : وَيَخْلُفُونَ فِيهَا مِنْ اَسَاوٍ رَمْنٍ ذَهَبٍ مَادَّة : (ح. ল. য.) , جنس : نَاقِصٌ مُرَادُف : مَقْزُوفٌ , ضِد : مَتَّعِيحٌ اَلصَّدُوقُ : سَتَا : اَلصَّدُوقُ : مَطَافَةُ الْكَلَامِ لِلرَّافِعِ يَحْسِبُ اِغْتِفَادَ الْمُتَكَلِّمِ . (ن) صِدْقًا , صِدْقًا , مَصْدُوقًا : সত্য কথা বলা : - فِي الْوَعْدِ : প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা : فِي الْقُرْآنِ : اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ , وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا / وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا . مَادَّة : (ص. দ. ق.) , جنس : صَحِيح مُرَادُف : الْحَقُّ , ضِد : اَلْكَذِبُ اَلطَّطِيْقُ : কথাবার্তা, ভাষা, মৌলিক বোধশক্তি : تَطَقَّ (ض) تَطَقًّا , مَطَطِيْقًا , تَطَرَّقًا : কথা বলা : اِثْعَالَ اِنْطَاقًا (تَفَعُّل) تَطَطَّيْفًا : কথা বলা, ভাষা : দান করা : مَصَافَعُهُ مَطَافَةٌ - : বাক্য বিনিময় করা : فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا رَحْمٰى بَرَحْمٰى / قَالُوا اَنْطَقْنَا اَللّٰهُ الَّذِى اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ مَادَّة : (ن. ط. ق.) , جنس : صَحِيح مُرَادُف : لَفْظٌ , كَلَامٌ , ضِد : خَرَسَ / بَكَمَ مَوَدَّة : (م. দ. ম.) : সমর্থিত : (تَفَعُّل) تَأَيَّدًا : সঠিক সমর্থন করা, শক্তিশালী করা : (ض) اَيَّدًا , أَدًا : শক্তিশালী হওয়া, শক্ত হওয়া :</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مَادَهُ : (أ. ي. د) جنس : مُرْكَبٌ (مَهْمُوزُ فَاءٍ - أَحْوَفُ يَأْنِي)

مُرَادٌ : مُزَكَّدٌ / مُعْضَدٌ , جُنْد : مُرَدُّو

فِي الْقُرْآنِ : أَذْكَرُ عَبْدَتَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ , إِنَّهُ أَوَّابٌ / هُوَ
الَّذِي أَيْدَكَ يَنْصُرُهُ وَيَاْمُؤِنِينَ

الْحُجَّةُ : (ج) حُجَجٌ : দলিল, প্রমাণ।

(ن) حَجًّا : যুক্তি প্রমাণে বিজয়ী হওয়া। ইচ্ছা করা। হজ্জ করা।

(تفعيل) تَحْجِيجًا (إفعال) إِحْجَاجًا : হজে পাঠানো।

(مفاعلة) حِجَاجًا , مُحَاجَّةٌ : যুক্তিতর্ক করা।

(تفاعل) تَحَاجًّا : পরস্পর যুক্তিতর্ক করা।

(إفتياع) إِحْتِجَاجًا : দাবি করা। প্রমাণ পেশ করা।

مَادَهُ : (ح. ج. ج) , جنس : مُضَاعَفٌ

مُرَادٌ : بُرْهَانٌ / دَلِيلٌ

فِي الْقُرْآنِ : قَسَمَ حَجَّ الْبَيْتِ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ
أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا / فَلَيْلِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

বালাগাত

وَجْهٌ : কে অলংকারের সাথে তশبيه দেওয়া হয়েছে।

وَجْهٌ হলো زَيْنَةٌ অর্থাৎ অলংকার যে রকম রূপকে

সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তদ্রূপ সত্যও চরিত্রকে শোভামণ্ডিত

করে। ইবারতে بِهِ -এর উল্লেখ নেই। সুতরাং

এখানে إِسْتِعَارَةٌ بِالْكِنَايَةِ হয়েছে। অলংকারের জন্য

خَلْفٌ : (সজ্জিত করা) لَازِمٌ , এখানে صِدْقٌ -এর জন্য

إِسْتِعَارَةٌ تَغْيِيلِيَّةٌ -কে স্থাপন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে

হয়েছে।

الْفَرْقُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْفَوَادِ :

ক. كَيْنٌ هَيَّ صَفَتْ -এর قَلْبٌ আর رَقَّةٌ هَيَّ صَفَتْ -فَوَادٌ

খ. অন্তরের গভীর অংশকে বলা হয় قَلْبٌ , আর বাহ্যিক

গভীর উভয় অংশকেই বলা হয় قَلْبٌ।

وَجْهٌ تَسْمِيهِ -এর قَلْبٌ :

যেহেতু অন্তর বিভিন্নভাবে আবর্তিত হতে থাকে এজন্য

অন্তরকে قَلْبٌ নামকরণ করা হয়েছে। যেমন কবি বলেন,

وَمَا سَيَّ الْإِنْسَانُ إِلَّا لِأَنْبِي * وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ

الْفَرْقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالصِّدْقِ :

ক. هَيَّ صَفَتْ -এর صِدْقٌ আর هَيَّ صَفَتْ -এর حَقٌّ

কিডব -

أَقْوَالٌ - عَقَائِدٌ - أَدْبَانٌ - مَذَهَبٌ -এর حَقٌّ

সবগুলোর জন্য হয়, কিন্তু صِدْقٌ শুধু

বাবহৃত হয়, عَقَائِدٌ - أَدْبَانٌ - مَذَهَبٌ -এর জন্য বাবহৃত

হয় না।

وَإِصَابَةً ذَائِدَةً عَنِ الرِّبْعِ، وَعَزِيمَةً قَاهِرَةً هَوًى
النَّفْسِ، وَبَصِيرَةً تَذَرِكُ بِهَا عِرْقَانَ الْقَدْرِ -

অনুবাদ : বিভ্রান্তি প্রতিহতকারী সুস্থ অভিমত, মনের
কামনার উপর প্রভাবশীল দৃঢ় ইচ্ছা ও এমন অন্তর দৃষ্টি,
যার দ্বারা আমরা [আমাদের] মর্যাদার পরিচয় জানতে
পারি।

শাস্তিক অনুবাদ : শাস্তিক অভিমত ডাইডে প্রতিহতকারী রিব্বিগ্গ্‌ইয়্যে দৃঢ় ইচ্ছা প্রভাবশীল হওয়ী
নফস্‌ইয়্যে মনের কামনা বসিরে অন্তর দৃষ্টি তডরিক্‌ইয়্যে যার দ্বারা আমরা জানতে পারি ইরকান্‌ইয়্যে মর্যাদার পরিচয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

إِصَابَةٌ : (إِفْعَالٌ) : সঠিক করা। সঠিক লক্ষ্যে পৌছা।
أَصَابَ - الشَّيْءُ : সঠিক মনে করা। পাওয়া, লাভ করা।

أَلَسَّهْمَ : -
ثُ الْوَصِيَّةِ فَلَا : -
কারণে উপর বিপদ এসে পড়া।

بَصِيرَةً : -
বদ নজর দেওয়া।

النَّفْسِ : (ن) : صَوْنًا، صَبْرًا، صَبْرًا، صَبْرًا :
ভীর সঠিক লক্ষ্যে পৌছা।

تَذَرِكُ : (ض) : تَسْمَهُ - الشَّيْءُ :
ভীর সঠিক লক্ষ্যে পৌছা।

عِرْقَانَ : (إِصَابَةُ الرَّأْيِ) : সঠিক সিদ্ধান্ত, সুস্থ অভিমত।
فِي الْقُرْآنِ : (فِي الْقُرْآنِ) : الدِّينِ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -
فِي الْبَيْتِ : (فِي الْبَيْتِ) : إِنْ أَخْطَأْتُ فَخَطِئْتُ

وَأَنْ أَصَبْتُ فَصَوْنْتُ -
قَالَ الشَّاعِرُ : أَتَقْلَى الذُّرْمَ عَادِلًا وَالْعَنَابَ بَنُ

وَقَوْلِي إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابْتُ -
سَادَهُ : (ص. و. ب.) : جُنْش : أَجُوفٌ وَأَوْرَى

مَرَادُفُ : أَجَادُ / أَحْسَنُ : جُنْ : أَخْطَأُ
প্রতিহত করা, দমন করা।

ذَائِدَةً : (ف. ম.) : (ن) : ذَوَا، ذِيَا :
পানির নিকট থেকে সরিয়ে দেওয়া।

إِصَابَةً : (إِصَابَةً) : إِذَا دَعَا :
সরাসরে সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : (فِي الْقُرْآنِ) : وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أَمْرًا كَيْفَ تَذَوْدَانِ
সাদে : (ذ. ও. দ.) : جُنْش : أَجُوفٌ وَأَوْرَى

مَرَادُفُ : وَأَنْفَعَةُ : جُنْ : رَاسِمَةً
বিদ্রাস্ত হওয়া, বিভ্রান্তি।

النَّفْسِ : (ض) : مَصْدَ :
সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া।

بَصِيرَةً : (ض) : رَيْفَانًا، رَيْفَانَةً :
বিদ্রাস্ত হওয়া।

تَذَرِكُ : (بَصِيرَةً) :
দৃষ্টি সরে যাওয়া।

عِرْقَانَ : (إِصَابَةً) : إِذَا دَعَا :
সত্য থেকে বিচ্যুত করা, বিভ্রান্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : (فِي الْقُرْآنِ) : وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ أَمْرًا كَيْفَ تَذَوْدَانِ
সত্য থেকে বিচ্যুত করা।

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ -
বক্র করা। বক্রতা সোজা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمْ تَزَاغُوا أَرَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ / وَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ

مَادَهُ : (ز. ও. গ.) : جُنْش : أَجُوفٌ وَيَائِي
দৃঢ় ইচ্ছা, সংকল্প।

عَزِيمَةً : (ج) : عَزَائِمُ :
দৃঢ় ইচ্ছা করা।

عَزَمًا : (ض) : عَزَمًا، عَزِيمَةً - الْأَمْرُ وَعَلَيْهِ :
সংকল্প করা।

عَزَمًا : (ض) : عَزَمًا، عَزِيمَةً - الْأَمْرُ وَعَلَيْهِ :
সংকল্পবদ্ধ হওয়া।

عَزَمًا : (ض) : عَزَمًا، عَزِيمَةً - الْأَمْرُ وَعَلَيْهِ :
দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

عَزَمًا : (ض) : عَزَمًا، عَزِيمَةً - الْأَمْرُ وَعَلَيْهِ :
ফী الْقُرْآنِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ /

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
مَادَهُ : (ع. ও. ম.) : جُنْش : صَحِيعٌ

مَرَادُفُ : جَدُ : جُنْ : تَرَدَدُ
প্রভাবশালিনী, প্রতিপত্তিশালী।

قَاهِرَةً : (ف. ম.) : (ف. ম.) :
কারও উপর প্রভাবশালী হওয়া।

مَقَاهِرَةً : (مَقَاهِرَةً) :
অন্যের উপর প্রভাবশালী হওয়া।

إِنْعَالًا : (إِنْعَالًا) : قَاهِرًا - قَاهِرًا :
কাউকে প্রভাবান্বিত পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَهَرُ الْقَاهِرُ قَوْقُ عِبَادِهِ -
সাদে : (ق. ও. র.) : جُنْش : صَحِيعٌ

مَرَادُفُ : غَالِبَةً : جُنْ : مَقْلُوبَةً
মাকামাতের প্রচলিত নুসখায় -এর পরে রয়েছে।

هَوًى : (ج) : أَمْرًا :
কামনা, প্রেম, ভালবাসা, অনুরাগ।

هَوًى : (س) : هَوًى :
ভালোবাসা, আন্তরিকতা পোষণ করা।

هَوًى : (ض) : هَوًى، هَوًى :
উপর থেকে নিচে পড়া।

هَوًى : (ض) : هَوًى، هَوًى :
নিচ থেকে উপরে আরোহণ করা।

هَوًى : (ض) : هَوًى، هَوًى :
কারো মতে, হওয়ী উচ্চ হওয়া অর্থে এবং হওয়ী উপর থেকে

هَوًى : (ض) : هَوًى، هَوًى :
নিচে পড়া অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নিচ থেকে উপরে আরোহণ করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ধাবিত হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

উপর থেকে ফেলা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

উপর থেকে পতিত হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ .

مَاذَه : (و.و.ي) جَنَسٌ : لَقَبْتُ مَفْرُوزَ

مَرَادُفٍ : شَهْرَةً ، ضِدٌّ : بَعْضُ

النَّفْسِ (ج) أَنْفَسَ : نَفَسٌ : آخَا ، مَن ، رِطُو ، غَبْطِي ، بَاكِي :

نَفَسٌ : (ج) أَنْفَاسٌ : شَاس

نَفَسًا : (س) نَفَسًا - بِالنَّفْسِ : كُطِنَا كَرَا :

ن - التَّمَرَّةُ : اِنْعَالٌ هَوَا :

(ك) تَنَاسَّ : اِنْعَالٌ هَوَا , পছন্দনীয় হওয়া :

(تَفَعَّلَ) تَنَاسَّ : شَاس গ্রহণ করা :

(تَفَاعَلَ) تَنَاسَّ - اَلْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ : ডালো কাজে অতিশয় :

আমহী হওয়া, ডালো কাজে প্রতিযোগিতা করা :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَتَقَوَّيْوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا

مَاذَه : (ن.ف.س) جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٍ : أَلْرُوحُ / الْعَيْنِ

بَصِيرَةٍ : (ج) بَصَائِرُ : অন্বেষণ, জ্ঞান, মেধা, প্রমাণ :

চর্মচোখে দেখাকে এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখাকে বসিরে বলা হয় :

(ك.س.) بَصَرًا ، بَصَارَةً - أَوْ بِه : জানা, চর্মচোখে দেখা :

بَصَر (ن) بَصَرًا - الشَّيْءُ : কর্তন করা :

(تَفَعَّلَ) تَبَصَّرَا : গভীরভাবে দেখা :

(اِنْعَالٌ) اِنْبَصَارًا : দেখা :

(تَفَعَّلَ) تَبَصَّرَا - أَوْ الْأَمْرُ : অবহিত করা :

দূর থেকে উঁকি মেয়ে দেখা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

কোনো বস্তু দেখতে প্রতিযোগিতা করা :

تَبَاصَّرَ (تَفَاعَلَ) تَبَاصَّرَا - الْقَوْمُ : কোনো বস্তু প্রথমে :

দেখার জন্য প্রতিযোগিতা করা :

بَصَرٌ : (ج) أَبْصَارٌ : চক্ষু :

فِي الْقُرْآنِ : أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ

مَاذَه : (ب.ص.ر) جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٍ : قَرَأَنَ

تَدْرُكُ : আমরা জানতে পারি :

(اِنْعَالٌ) اِدْرَاكًا - الشَّيْءُ : জানা : উপলব্ধি করা :

পরিপক্ব হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

পরিণত অবস্থায় উপনীত হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

প্রাপ্তবয়স্ক বা বালগ হওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

দেখা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

শেখা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

ভুল সংশোধন করা : (اِنْعَالٌ) اِنْعَالٌ

وَأَنْ تُسَعِدَنَا بِالْهُدَايَةِ إِلَى الدِّرَايَةِ،
وَتُعْضِدَنَا بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْإِبَانَةِ، وَتُعْصِمَنَا
مِنَ الْعَوَايَةِ فِي الرِّوَايَةِ، وَتَصْرِفَنَا عَنِ
السَّفَاهَةِ فِي الْفُكَاهَةِ، حَتَّى نَأْمَنَ حَصَائِدَ
الْأَلْسِنَةِ، وَنُكْفَى غَوَائِلَ الرَّخْرِقَةِ .

অনুবাদ : [এবং আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করছি যে,]
তুমি আমাদেরকে জ্ঞান-সাধনার প্রতি দিকনির্দেশনা দ্বারা
ধন্য করবে এবং আমাদের ভাব প্রকাশে সাহায্য করে
আমাদেরকে শক্তিশালী করবে। আর তুমি বর্ণনার ক্ষেত্রে
বিভ্রান্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবে এবং রসিকতার
বাচালতা থেকে আমাদেরকে বিরত রাখবে, যার ফলে
আমরা মুখের কণ্ঠিত ফসল [অর্থাৎ, অসমীচীন
কথাবার্তার অন্তত পরিণাম] থেকে শঙ্কামুক্ত হই এবং
আমরা বাগাড়ম্বরের আপদ থেকে রক্ষা পাই।

শাখিক অনুবাদ : أَنْ تُسَعِدَنَا بِالْهُدَايَةِ দিক নির্দেশনা দ্বারা الدِّرَايَةِ জ্ঞান-সাধনার
প্রতি وَتُعْضِدَنَا এবং আমাদেরকে শক্তিশালী করবে بِالْإِعَانَةِ সাহায্য করে عَلَى الْإِبَانَةِ ভাব প্রকাশে
আমাদেরকে রক্ষা করবে مِنَ الْعَوَايَةِ বিভ্রান্তি থেকে فِي الرِّوَايَةِ বর্ণনার ক্ষেত্রে وَتَصْرِفَنَا এবং আমাদেরকে বিরত রাখবে
عَنِ السَّفَاهَةِ বাচালতা থেকে فِي الْفُكَاهَةِ রসিকতার وَحَتَّى نَأْمَنَ যার ফলে আমরা শঙ্কামুক্ত হই الْأَلْسِنَةِ
মুখের কণ্ঠিত ফসল وَنُكْفَى এবং আমরা রক্ষা পাই غَوَائِلَ الرَّخْرِقَةِ বাগাড়ম্বরের আপদ থেকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تُسَعِدُ : তুমি ধন্য করবে।

[إِنْعَالَ] সাহায্য করা।

ধন্য করা, সৌভাগ্যবান করে দেওয়া।

(ن) سَعَدًا، سَعَدًا : বরকতময় হওয়া।

(س) سَعَادَةً : সৌভাগ্যবান হওয়া।

সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَمِنَهُمْ فِقْهٌ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقَرُوا

فَقَالُوا النَّارُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَقَالُوا الْجَنَّةُ

سَادَهُ : (س-ع-د) : جنس : صَحِيح

مُرَادُ : تَوْحِيحٌ : حُد : تَطْلِيمٌ

الْهُدَايَةُ : দিকনির্দেশনা।

(ض) هِدَايَةً، هَدًى : வழি-পথ।

পরিচালিত করা।

الزَّجَلُ : সুপথ পাওয়া।

هَدًا - الْعُرْسُ : নব বধূকে বরের নিকট পাঠান।

(إِنْعَالَ) اِهْتَدَاءً : হেলায়েত লাভ করা। সুপথ পাওয়া।

(إِسْتِفْعَالَ) اسْتِهْدَاءً : হেলায়েত চাওয়া। হাদিয়া চাওয়া।

(إِنْعَالَ) اِهْتَدَاءً : হাদিয়া দেওয়া, উপঢৌকন দেওয়া।

الْهَدْيُ : হাদী হাকিয়ে নেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

سَادَهُ : (ه-د-ي) : جنس : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَادُ : رُفْدٌ : حُد : ضَلَالَةٌ

شِبْهُ فِعْلٍ وَ فِعْلٍ গঠিত থেকে গঠিত হুদায়ে

কখনও দুই مَفْعُول-এর দিকে সরাসরি مَفْعُول হয়, যেমন :

এ-এর مَفْعُول কখনও বিধীয় اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي : هَم : مَفْعُولِي হয়, যেমন : لَا مَ د্বারা

إِلَى : এর দিকে مَفْعُول বিধীয় আবার هَدَانَا هَذَا لِهَذَا

هَدَانَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ - যেমন : هَم : مَفْعُولِي হয়

الدِّرَايَةُ : জ্ঞান সাধনা।

(ض) دَرِيًّا، دِرَايَةً : জানা। কষ্ট ও সাধনার মাধ্যমে জানা।

(مُعَاَلَةً) مِدَارَةً : পরাম্পরে নম্র আচরণ করা।

(إِنْعَالَ) إِدْرَاءً : অবহিত করা, জানানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ عَدَا

سَادَهُ : (د-ر-ي) : جنس : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَادُ : الْعِلْمُ : حُد : الْحَقْلُ

এতে কষ্ট ও সাধনার অর্থ থাকায় এটা আল্লাহ তা'আলার ইলমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না।

تَعَضَّدُ : তুমি শক্তিশালী করবে।

(ن) عَضَّدَا : সাহায্য করা, শক্তি দান করা।

বগলদাড়া করা : تَعَضَّدَا : تَعَضَّدَا : تَعَضَّدَا

কারণ দ্বারা শক্তিশালী হলো। সাহায্য গ্রহণ করা : اِعْتَضَدَ بِهِ

(مُفَاعَلَةٌ) مَعَاذَهُ - : সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : سَمِعْتُ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجَمَّلَ كَمَا سَلَطْنَا .

مَادَّهُ : (ع - ض - د), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : تَقَرَّى , ضِدٌّ : تَضَعِفُ

اَلْإِعَانَةُ : সাহায্য

(إِفْعَالٌ) إِيَاةً (تَفْعِيلٌ) تَعُونُنَا : عَلَى الشَّيْءِ : সাহায্য করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مَعَاوَنَةً , عَوَانًا : সাহায্য করা।

(تَفَاعُلٌ) تَعَاوَنًا , (اِنْفِعَالٌ) اِعْتَوَانًا - الْقَوْمُ :

একে অন্যকে সাহায্য করা।

সাহায্য প্রার্থনা করা। সাহায্য প্রার্থনা করা। : اِسْتَعَاذَ - فَلَانًا وَيَلَانًا :

عَانَ (ن) عَوْنًا : মাঝবয়সী হলো।

فِي الْقُرْآنِ : فَاعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ

مَادَّهُ : (ع - و - ن), جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَآوَى

مُرَادُفٌ : النَّصْرَةُ , ضِدٌّ : الظُّلْمُ

اَلْإِيَانَةُ : ভাব প্রকাশ।

(إِفْعَالٌ) إِيَانَةً : প্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া।

- اَلشَّيْءُ : কর্তন করা, পৃথক করা।

- اَلشَّيْءُ : সুস্পষ্ট হলো।

(ض) بَيَّنَّا , بَيَّنَّا , بَيَّنَّا : পৃথক হলো বা করা।

(ض) بَيَّنَّا : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হলো।

(تَفْعِيلٌ) تَبَيَّنَّا : বর্ণনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

مَادَّهُ : (ب - ي - ن), جِنْسٌ : أَجُوفٌ يَائِسٌ

مُرَادُفٌ : اَلتَّعْيِيرُ / اَلْإِظْهَارُ , ضِدٌّ : اَلْإِخْفَاءُ

نَفْسُ : তুমি রক্ষা করবে।

(ض) عَمَّا : রক্ষা করা। সংরক্ষিত রাখা। বাধা দেওয়া।

- اِلَى مُلَانٍ : আশ্রয় গ্রহণ করা।

(اِنْفِعَالٌ) اِعْتَصَمًا , اَعَصَمَ (اِفْعَالٌ) اِعْصَامًا (اِسْتِفْعَالٌ)

اِسْتَعَصَمًا - يَه : আশ্রয় গ্রহণ করা, নিজেকে রক্ষা করা,

আঁকড়ে ধরা।

- يَنْهَ : বিরত থাকা। আশ্রয় গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ / قَالَ سَأُوْى اِلَى

جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ النَّاسِ

مَادَّهُ : (ع - ص - م), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : تَصَوَّنَ , ضِدٌّ : تَهْلِكُ

اَلْغَوَايَةُ : বিভ্রান্তি।

(س) غَوَايَةً (ض) غَيَّبَ : বিভ্রান্ত হলো। পথভ্রষ্ট হলো। বঞ্চিত

হলো। ধ্বংস হলো।

(اِفْعَالٌ) اِغْوَاءً : পথভ্রষ্ট করা।

(تَفَاعُلٌ) تَفَاوَيْنَا : পথভ্রষ্টতা বা মূর্খতার ভান করা।

مَادَّهُ : (ع - و - ي), جِنْسٌ : لَفِيْفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادُفٌ : اَلْمَصْلَاةُ , ضِدٌّ : اَلْهَدَايَةُ

فِي الْقُرْآنِ : رَكْنَا هَوْلًا الَّذِيْنَ اَغْوَيْنَا

اَلرَّوَايَةُ : বর্ণনা।

(ض) رَوَيْنَا : কারণ থেকে কিছু শুনে বর্ণনা করা।

(س) رَيًّا , رَيًّا , رَوَى - مِنْ اَلْمَاءِ : পানি পান করে তৃপ্ত হলো।

(تَفْعِيلٌ) تَرَوَيْنَا : পানি পান করিয়ে পরিতৃপ্ত করা।

(اِفْعَالٌ) اِرْتَوَيْنَا : পানি পান করে পরিতৃপ্ত হলো, তৃষ্ণা নিবারণ করা।

رَيًّا : পরিতৃপ্ত।

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ

فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

مَادَّهُ : (ر - و - ي), جِنْسٌ : لَفِيْفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادُفٌ : اَلتَّقَلُّ

تَصَرَّفُ : তুমি বিরত রাখবে।

(ض) حَرَّمَ : দূর করা। ব্যয় করা। ফিরিয়ে দেওয়া। বিরত রাখা।

মিশ্রিত না করা : الشَّرَابُ -
 মুনসারিফ বানানো : الْكَفِيَّةُ -
 মুদ্রা বিনিময় করা : الدَّنَائِيرُ -
 পরিবর্তন করে দেওয়া : الْفَلْكَوْبُ -
 ব্যয় করা, খরচ করা : الْاَسَالُ -
 ফিরিয়ে দেওয়া। বিরত রাখা : تَصْرِيفُ (تَفْعِيل)
 সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণনা করা : الْاَمْرُ فِي الْكِتَابِ -
 সমাপিত করা : فِي الْاَمْرِ -
 প্রবাহিত করা : اَلْمَاءُ -
 কোনো বিষয়ে নিষ্কর গ্রাস চালানো : تَصَرُّفًا - فِي الْاَمْرِ -
 উপার্জন করা : يَعْاَلِه -
 পরিবর্তিত হওয়া : بِهِ الْاَحْوَالُ -
 ফিরে যাওয়া, পরিত্যাজ করা, বিরত থাকা : اِنْتِفَاعًا اِنْصِرَافًا - عَنْهُ -
 মনোনিবেশ করা : اِلَيْهِ -
 فِي الْقُرْآنِ : كَذَلِكَ لِيَصْرِفَ عَنْهُ السَّوْءَ وَالْفُحْشَاءَ
 مَادَّةُ : (ص. ر. ف.) جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : تَمَنُّعٌ : جُنْدٌ : تَتَفَقَّلُ
 বাচালতা, প্রণালভতা : اَلْسَفَاَهَةُ :
 (ك) سَفَاَهَةٌ : سَفَامًا (س) سَفَاهًا : سَفَاَهَةٌ :
 বাচাল হওয়া। মুর্থ হওয়া। নির্বোধ হওয়া। কাণ্ডজ্ঞানহীন হওয়া।
 (ن) سَفَاهًا : الرَّجُلُ :
 গালমন্দ করায় অস্বাভাবী হওয়া।
 শাস্তিত করা : تَقَسَّرَ :
 سَقَّهَ (تَفْعِيل) تَسْفِيْهَا :
 নির্বোধ বানানো।
 (تَفْعِيل) تَسْفِيْهَا :
 নির্বোধ সাজা।
 فِي الْقُرْآنِ : اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاَهَةٍ -
 مَادَّةُ : (س. ف. ه.) جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : اَلْحَيَاةُ / اَلْجَهْلُ : جُنْدٌ : اَلْعِلْمُ / اَلْعِلْمُ
 অসিকতা : اَلْفَكَاَهَةُ :
 (س) فَكَّاهًا : نَكَاهًا :
 প্রফুটচিহ্ন ও রসিক হওয়া।
 বিমূঢ় হওয়া : بِنُهُ :
 বিমূঢ় হওয়া। বিমূঢ় হওয়া :
 فَكَّهَ (تَفْعِيل) تَفَكِّيْهَا - اَلْقَوْمُ -
 ফল খাওয়ানো। ফল :
 প্রদান করা। রসিকতা করে আনন্দ দেওয়া।

ফল খাওয়া : تَفَكَّهًا :
 লজ্জিত হওয়া : الرَّجُلُ -
 উপকৃত হওয়া, শাদ গ্রহণ করা : يَالْتَقَى :
 বিশিত হওয়া : بِنُهُ :
 কারও দোষচর্চা করা : يَفْلَانُ :
 فِي الْقُرْآنِ : اِنْ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاِكْمَلُوْنَ
 مَادَّةُ (ف. ك. ه.) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : اَلْمَرَّاحُ / اَلْهَزْلُ : جُنْدٌ : اَلْجُدُ
 যাতে, যার ফলে, অবশেষে, ফলশ্রুতিতে, পর্যন্ত :
 حَتَّى : তিন প্রকার : ১. হরফে জর, ২. হরফে আত্ফ, ৩. হরফে ইবতিদা। হরফে জর হলে তখন কখনও কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বুঝায়। যেমন- حَتَّى مَطْلَعِ
 أَنْ اَلْاَبَارِ : اِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ অর্থ আবার কখনও কোনো বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বুঝায়। যেমন- حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
 -এর পূর্বে বাবহৃত হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের চূড়ান্ত সীমা বুঝায়। যেমন- حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
 বর্ণনার জন্য বাবহৃত হয়। যেমন- حَتَّى اَتُوْبَ
 হরফে আত্ফ হলে কখনো পরিসীমা বুঝায়। যেমন- قَدِمَ
 اَوَّاعِطَةً : اَوَّاعِطَةً : اَوَّاعِطَةً : اَوَّاعِطَةً :
 হরফে ইবতিদা : حَتَّى اَتُوْبَ
 হলে তার পর থেকে নতুন বাক্য শুরু হয়। যেমন-
 تَوَّاعِطَةً : حَتَّى كَلِبٍ : تَسْبِيْ
 فِي الْقُرْآنِ : سَلَامٌ مِّنْ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
 نَأْمَنُ :
 (س) اَمْنًا : اَمْنًا : اَمْنًا : اَمْنًا :
 নিরাপদ :
 হওয়া, নিশ্চিত হওয়া, শঙ্কামুক্ত হওয়া।
 (ك) اَمْنًا :
 নিরাপত্তা দান করা, শঙ্কা মুক্ত করা :
 আশ্বস্ত করা। বিশ্বাস করা, আস্থা স্থাপন করা। আশ্বস্ত রাখা।
 (تَفْعِيل) تَأْمِيْنًا :
 নিরাপদ ও আশ্বস্ত করা :
 فِي الْقُرْآنِ : سَالِكًا لَا تَأْمَنُ عَلٰى يَوْمٍ

أَقَامِينَ أَمَلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسًا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ
مَادَّةُ : (أ.م.ن) , جِنْس : مُهْمَزَةٌ
مَرَادُفُ : تَسْلِيمٌ , ضِدُّ : تَفَرُّغٌ

(ج) حَصَائِدُ : (و) حَصِيدَةٌ : কর্তিত ফসল।
(ض.ن) حَصْدًا , حَصَادًا , (إِفْعَالًا) إِيْحَصَادًا : ক্ষেত থেকে
কাণ্ডে ঘাস। ফসল কাটা।

ফসল কাটার সময় নিকটবর্তী হওয়া : (إِفْعَالًا) إِيْحَصَادًا - الزَّرْعُ :
- الْعَيْلُ : রশি পাকানো।

(س) حَصْدًا - الْعَيْلُ : রশি শক্তপাক হওয়া।
(إِسْتِفْعَالًا) اسْتِيْحَصَادًا - الْقَوْمُ : একতাবদ্ধ হওয়া।

ফসল কাটার সময় নিকটবর্তী হওয়া : الزَّرْعُ : -

الرَّجُلُ : রশি শক্তপাক হওয়া।

الْحَصْلُ : ফসল হওয়া।

حَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ : মন্দ কথার অন্তর্ভুক্ত পরিণতি।

فِي الْقُرَى : وَأَتَوْهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

مَادَّةُ : (ح.ص.د) , جِنْس : صَحِيحٌ

مَرَادُفُ : مَقْطُوعَاتٌ

(ج) أَلْسِنَةٌ : لِسَانَاتٌ , أَلْسِنٌ , لِسْنٌ , (و) لِسَانٌ :

মুখ, ভাষা, রসনা।

فِي الْقُرَى : يَمْوَلُّونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَالِيسَ فِى قُلُوبِهِمْ .

تَكْفِي : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ج) غَوَائِلُ , (و) غَائِلَةٌ : আপদ, মসিবত, ধ্বংসাত্মক বিপদ।

(ن) غَوْلًا (إِفْعَالًا) إِيْغْيَالًا : অতর্কিতভাবে হত্যা করা বা
ধ্বংস করা।

(تَفَعُّلٌ) تَغَوَّلَ : পথভ্রষ্ট করা।

- الْأَكْرَمُ : ধীন হওয়া।

(مُفَاعَلَةٌ) مُغَاوَلَةٌ : দ্রুত চলা।

(تَفَاعُلٌ) تَغَاوَلًا - الرَّجُلَانِ : একে অন্যের চেয়ে অগ্রসর হওয়া।

فِي الْحَبِيثِ : وَيَبْقُونَ لَهُ الْقُرَائِلُ / غَائِلَةُ الْعِلْمِ الْتِسْيَانُ

مَادَّةُ : (ع.و.ل) , جِنْس : أَجْرٌ وَأَوْقُ

مَرَادُفُ : مَصِيبَةٌ / أَفَةٌ

الْزُخْرُفَةُ : বাগাড়ম্বর।

مَثَلَةٌ زُخْرَفَةٌ - الْقَوْلُ : অসত্যের আশ্রয় নিয়ে

বক্তব্যকে চমকপ্রদ করা।

- الْقَسْنُ : সুসজ্জিত করা। সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করা।

(مُتَمَلِّلٌ) تَزَكَّرْتُ - الشَّيْءُ : সুসজ্জিত হওয়া।

الزُّخْرُفُ : (ج) زُخَارِفٌ : বাগাড়ম্বর, অন্তঃসারশূন্য জমকালো

বক্তব্য। সোনা। শোভা। পূর্ণ সৌন্দর্য।

زُخْرَفُ الْأَرْضِ : নানারকমের উদ্ভিদ।

زُخْرَفُ الْبَيْتِ : ঘরের আসবাব-সামগ্রী।

زُخْرَفُ الْقَوْلِ : মিথ্যার প্রলেপ দেওয়া বক্তব্য বা তার সৌন্দর্য।

فِي الْقُرَى : زُخْرَفُ الْقَوْلِ غُرُورًا / حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ

زُخْرُفَهَا

مَادَّةُ : (ز.خ.ر.ف) , جِنْس : صَحِيحٌ

مَرَادُفُ : التَّصْوِيفُ

বাগাণাত

قَوْلُهُ : حَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ :

إِسْتِمَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ -এর মধ্যে حَصَائِدُ الْأَلْسِنَةِ

এখানে মুখের মন্দ কথাবার্তা ও তার অন্তর্ভুক্ত পরিণামকে

حَصَائِدُ [কর্তিত ফসল]-এর সাথে تَشْبِيه দেওয়া হয়েছে

উভয়টি নিজের কর্মফল হওয়ার বিবেচনায়। এতে تَشْبِيه

উল্লিখিত হয়েছে, مُتَبَبِّ -এর উল্লেখ নেই। এটাকে

إِسْتِمَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ বা إِسْتِمَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ : تَعَصَّدْنَا بِالْإِعَانَةِ عَلَى الْإِبَانَةِ :

إِبَانَةٌ وَ إِعَانَةٌ -এর মধ্যে جِنَاسٌ لَاحِقٌ রয়েছে। যদি একই

تَوَعُّع এর দুটি কِلْبَةٌ একই تَوَعُّع এর দুটি কِلْبَةٌ এর দুটি কِلْبَةٌ

করে حَرَف -এর ব্যবধান হয় এবং ব্যবধানকৃত حَرَف হয়

বলে। جِنَاسٌ لَاحِقٌ হয় তাকে بِعَيْنِهِ الْمَعْرُج

الْفَرْقَ بَيْنَ الْفَكَاهَةِ وَالظَّرَافَةِ : ফরক বিন ফকাহা ও

ও কৌতুককে বলে, চাই তাতে কোনো উপকার থাকুক বা না

থাকুক। আর ظَرَفَةٌ বলা হয় একদু কৌতুক ও রসিকতাকে,

যাতে কোনো জ্ঞান ও উপকারিতার বিষয় নিহিত থাকে।

فَلَا نَرُدُّ مَوْرَدَ مَائِمَةٍ، وَلَا نَقِفُ مَوْفِدَ
مَنْدَمَةٍ، وَلَا نَرْهَقُ بِتَيْعَةٍ وَلَا مَعْتَبَةٍ، وَلَا
نَلْجَأُ إِلَى مَعْذِرَةٍ عَنِ بَادِرَةٍ .

অনুবাদ : যাতে আমরা অপরাধের ঘাটে অবতীর্ণ না হই
এবং লজ্জাজনক স্থানে না দাঁড়াই। আর আমরা অশুভ
পরিণতি ও অসন্তুষ্টির চাপে না পড়ি এবং অনিচ্ছাকৃত
ভুল-ত্রুটির কারণে ওজর পেশ করতে বাধ্য না হই।

শাখিক অনুবাদ : ফَلَا نَرُدُّ যাতে আমরা অবতীর্ণ না হই مَوْرَدَ مَائِمَةٍ অপরাধের ঘাটে وَلَا نَقِفُ এবং না দাঁড়াই مَوْفِدَ
مَنْدَمَةٍ লজ্জাজনক স্থানে وَلَا نَرْهَقُ আর আমরা চাপে না পড়ি/শিকার না হই بِتَيْعَةٍ অশুভ পরিণতি ও অসন্তুষ্টির
وَلَا مَعْتَبَةٍ এবং বাধ্য না হই إِلَى مَعْذِرَةٍ ওজর পেশ করতে عَنْ بَادِرَةٍ অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটির কারণে।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা অবতীর্ণ হই, -হাঙ্গি, -হবো। : نَرُدُّ
উপস্থিত হওয়া। পানির ঘাটে অবতীর্ণ হওয়া। : وَرَدَ (ض) رَوْدًا
- السَّجَرَةُ : পুষ্পিত হওয়া।
- الرَّجُلُ : জ্বাফল হওয়া।
- عَلَيْهِ يَكُونُ : কাউকে কারও কাছে নিয়ে আসা।
- (ك) رَوْدَةٌ - وَرْدَةٌ، الْقَرْسُ : লাল-হলুদ মিশ্রিতবর্ণ হওয়া।
- (إِنْفَاعِل) إِتْرَادًا : উপস্থিত করা। উপনীত করা। নিয়ে আসা।
- عَلَيْهِ الْخَيْرُ : খবর শোনানো।
- الْكَلَامُ : উপস্থাপন করা। উল্লেখ করা।
- (تَفْعِيل) تَرَوْدًا - الشَّجَرُ : গাছে ফুল আসা।
- ت - التَّرَادُ خَدَمًا : লালরঙ করা।
- الْقَرْبُ : কাপড়ে গোলাপী রঙ করা।
- (تَفَاعُل) تَوَارَدًا : একের পর এক উপস্থিত হওয়া।
- (تَفَعُّل) تَوَرَّدًا : গোলাপী বর্ণ হওয়া।
- فِي الْقَرَارِ : وَلَكِنَّا وَرَدَ مَاءَ مَدِينٍ وَجَدَ أَمَةً مِنَ النَّاسِ يَسْكُرُونَ
مَادَّةُ : (و-ر-د) ، جُنْس : مِقَالٌ وَأَوَى
مُرَادُف : تَحْصُرُ تَنْزِلُ، حَيْثُ : تَفْعِيلُ تَرْحَلُ
مَسْرُودٌ : (ج) مَوْرَدُ : পানিস্রব, পানির ঘাট, পথ, জীবিকার উৎসস্থল।
مَوْرَدَةٌ : পানির নিকট যাওয়ার পথ। ঘাট। রাস্তা।
فِي الْحَدِيثِ : إِتَقَرَّ الرِّبَارُ فِي الْمَوَارِدِ
مَادَّةُ : (و-ر-د) ، جُنْس : مِقَالٌ وَأَوَى
مُرَادُف : مَنَهْلُ، حَيْثُ : طَرِيقُ

মান্য, অপরাধ, গুনাহ। : مَائِمَةٌ
(س) إِنْسًا، أَنَسًا : গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া।
(ن) ض) أَنَسًا : গুনাহগার সাব্যস্ত করা এবং শাস্তি দেওয়া।
পাপিষ্ট সাব্যস্ত করা। تَائِبًا
(تَفَعُّل) تَائِبًا : গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, গুনাহ পরিহার করা।
فِي الْحَدِيثِ : أَعُوذُكَ مِنَ السَّائِمِ وَالْمَغْرَمِ / مَنْ عَقَصَ
عَلَى شِدْعِهِ سَلِمَ مِنَ الْأَنَامِ
مَادَّةُ : (أ-ث-م) ، جُنْس : مَهْمَرَز
مُرَادُف : مَعْقِبَةٌ، حَيْثُ : بَرٌّ
আমরা না দাঁড়াই। : لَا نَقِفُ
(ض) رَقِفًا، وَقُوفًا : চলার পর থেমে যাওয়া, বসা থেকে
দাঁড়ানো, স্থির হওয়া।
- فِي الْمَسْتَنَلَةِ : সন্দেহ পোষণ করা।
- عَلَى الْكَلِيَةِ : ওয়াকফ করে পড়া।
- الثَّابِتَةُ : থামানো।
- الدَّارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : ওয়াকফ করা।
- عَلَى الْأَمْرِ : অবগত হওয়া।
- قَلَّا عَلَى الْأَمْرِ : অবহিত করা।
- قَلَّا عَنِ الشَّيْءِ : বারণ করা।
- (إِنْفَاعِل) إِقْفَاءً : দাঁড় করানো, থামানো।
- الدَّارُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ : ওয়াকফ করা।
- عَنِ الْأَمْرِ : কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা।

দাঁড় করানো, থামানো : تَوَقَّفًا : (تَفَعُّلٌ)
 স্থির ও অবচল থাকা : تَوَقَّفًا عَلَى الْأَمْرِ :

অবস্থান করা : فِي الْمَكَانِ :

বিরত থাকা : عَنْ كَذَا :

فِي الْقُرْآنِ : وَلَوْ تَرَى إِذْ يَقُولُوا عَلَى السَّارِ / وَيَقُولُونَ
 إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

مَادَّةُ : (و. ق. ف), جنس : مِثَالٌ وَأَوَّلُ

مُرَادُفٌ : نَقَوْمٌ, جُنْدٌ : تَرْحَلُ

مَوْقِفٌ : (ج) مَوَاقِفٌ : দাঁড়াবার স্থান, অবস্থান স্থল
 فِي الْحَدِيثِ : عَرَفَتْ كُلُّهَا مَوْقِفَ / الْمَرْوَلَةِ كُلُّهَا مَوْقِفَ
 مَرَادُفٌ : مَقَامٌ, جُنْدٌ : مَجْلِسٌ

مَنْدَمَةٌ : (স) تَدَمًا, نَدَامَةً, - (تَفَعُّلٌ) تَنْدَمًا - عَلَى مَا تَعَلَّ :

লজ্জাজনক, অপমানকর [বিষয় বা স্থান] :
 লজ্জিত হওয়া, দুঃখিত হওয়া ।

লজ্জিত করা, (إِفْعَالٌ) إِنْدَامًا, (تَفَعُّلٌ) تَنْدِيئًا :
 দুঃখিত করা ।

مَنْدَمَةٌ : (م. د. م), جنس : صَحِيح
 مَرَادُفٌ : خَيْلٌ, جُنْدٌ : وَقَعَ

لَا تَرْهَقُ : আমরা যেন শিকার না হই

(إِفْعَالٌ) إِرْهَاقًا : জুলুমের শিকার করা । পাপাচারে উদ্ধুক্ত
 করা । কষ্ট দেওয়া । সামর্থ্যের অধিক কাজে উদ্ধুক্ত করা । চাপ
 প্রয়োগ করা ।

(س) رَهَقًا : নির্বোধ হওয়া । হালকা হওয়া । মন্দ কাজ করা ।

মিথ্যা বলা । ভাড়াহুড়া করা । জুলুম করা । নিকটবর্তী হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذُلٌّ

مَادَّةُ : (و. ق. ف), جنس : صَحِيح

مَرَادُفٌ : لَا تَحْمِلُ, جُنْدٌ : لَا تَحْمِلُ

نَيْعَةٌ : (ج) نَيْعَاتٌ : গাছা, বোকাসন । কর্মফল [শুভ হোক]
 বা অশুভ হোক, তবে মন্দের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার বেশি।
 অতএব শুনাহ এবং অপছন্দনীয় বিষয়ের জন্যও নৈয়ট
 ব্যবহৃত হয় ।

نَيْعٌ (س) نَيْعًا, نَيْعًا, نَيْعًا, نَيْعًا, نَيْعًا :
 কারও পেছনে পেছনে চলা । সাথে চলা, অনুগত হওয়া ।

অনুসরণ করা : -

সংযুক্ত করা : -

مُتَعَالِفَةٌ : مَتَابَعَةٌ, نَيْعًا - بَيْنَ الْأَعْمَالِ :

নিরবচ্ছিন্নভাবে করা ।

- فَلَمَّا عَلَى الْأَمْرِ : ঐকমত্য পোষণ করা । অনুসরণ করা ।

يُجْعَلُ : (س) نَيْعًا - : যুক্ত হওয়া বা করা ।

অনুসন্ধান করা : -
 فِي الْقُرْآنِ : فَسَمِيعٌ هَدَى فَلَا حُزْنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 مَادَّةُ : (ت. ب. ج), جنس : صَحِيح

مَرَادُفٌ : عَاقِبَةٌ

مَعْنَى : অসম্পূর্ণ, ক্ষোভ ।

(ن. ض) عَنَاءٌ, عِثَابٌ, عِتَابٌ, مَعْتَبَةٌ - عَلَيْهِ :
 কারও কোনো কাজে ক্ষোভ প্রকাশ করা, অসম্পূর্ণ হওয়া,
 নিন্দাবাদ করা ।

- فَلَمَّا : ভর্ষনা করা ।

(تَفَعُّلٌ) تَعْتَبٌ, (تَفَاعُلٌ) تَعَاتِبٌ - الرَّجُلَانِ :

একে অন্যের প্রতি অসম্পূর্ণ প্রকাশ করা ।

(مُتَعَالِفَةٌ) مَعَاتِبَةٌ : (س) عِتَابًا - عَلَى كَذَا :

করা । রাগ করা । অভিমান সহকারে সম্বোধন করা ।

(إِفْعَالٌ) إِمْتَابًا - : অসম্পূর্ণতার কারণ দূর করা ।

(تَفَعُّلٌ) تَعْتِبٌ - الرَّجُلُ : বিপর্যয় করা ।

- أَلْبَابٌ : দরজার টোকাঠ বানানো ।

(إِسْتِفْعَالٌ) اسْتَعْتَابًا : অসম্পূর্ণতা দূর করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ لَا يَأْخُذُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ

مَادَّةُ : (ج. ت. ب), جنس : صَحِيح

مَرَادُفٌ : عِتَابٌ / سَخَطٌ, جُنْدٌ : رَضَاءٌ

হাযেছে।

অনুবাদ : হে আল্লাহ! তুমি আমাদের এ আকাজক
বাস্তবায়িত কর এবং আমাদের এ উদ্দেশ্য পূর্ণ কর : দুই
আমাদেরকে তোমার [রহমতের] পরিপূর্ণ হাওয়া থেকে
সরিষে রোদ-দুপুরে ঠেলে দিও না এবং তুমি আমাদেরকে
চর্বনকারীর [মিন্দুকের] গ্রাসে পরিণত করো না।

শব্দ বিশ্লেষণ

পাইয়ে দেওয়া। : مَطْلَبُهُ

نَزَّلًا، نَزَّلًا - فَلَا الشَّيْءَ بِهِ : দেওয়া, প্রদান করা ।

إِنَّا (تَفْعِلُ) تَنْزِيلًا : प्रदान करा ।

গ্রহণ করা, নেওয়া। : نَزَّلَ (نَزَعْل) نَزَارًا

نَدَّ (نَفَعًا) تَمْلًا : নেওয়া ।

দেওয়া : اَلْمُنَاعِلَةُ

الْقُرْآنَ : لَنْ يَنَالَهُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآءُهَا وَلَكِنْ
يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ .

اللَّهُ: (ن. و. ل. / ن. ي. ل.)، جنس: أَجَوَفَ وَآوَى/يَأْتِي

رَأَيْنَا : أَعْطَيْنَا ، ضَدُّ : أَحْمَرْنَا

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, উদ্দিষ্ট বস্তু : **بُغْيَةُ الْبَغْيَةِ، الْبَغَاءُ** :
কোনো : **بُغْيًا، بُغْيٍ، بُغْيَةً، بُغْيَةً - الشَّيْءِ** :

কিছু পেতে চাওয়া।

سَمَى - الرَّجُلُ : বিদ্ভাচরণ করা । সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া ।

- عَلَيْهِ : অবিচার করা, জুলুম করা।

- ت الامة : ব্যাভিচার করা ।

তালাশ করা : اِسْتَفَاءَ :

الْقُرْآنَ : لَقَدْ اِنتَفَعُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَبْغُوكُمْ /
فَ بِسَنِيٍّ يُمَنُّ وَلَمْ اَكْ بَغِيًّا .

في الحديث : هَلُمُّوا إِلَى بَفَيْتِكُمْ.

مادہ : (ب۔ غ۔ ی)، جنس : ناقص یائی

ترادف : مَطْلُوبٌ، ضَدٌّ : مَبْغُوضٌ

تَضَعِنَا : لَا تَجْعَلْنَا فِي الضَّعَى بَعْدَ الْإِخْرَاجِ عَنْ
بَلَدِ السَّابِغِ : । পূর্বাহ্নের প্রথর রোদে ঠেলে দিও না ।

أَضْحَى (إِفْعَالٌ) إِضْحَاءُ غُنَّةٌ : পূর্বাহ্নের প্রখর রোদে ঠেলে : দেওয়া, দূর করে দেওয়া, পূর্বাহ্নে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া বা করা, অথবা যে কোনো সময় হওয়া বা করা।

(ن) ضَحْرًا، ضَحْرًا، (س) ضَحًا، ضَحًا : রোদ খাওয়া, রোদ লাগা।
(تَفْعِيلٌ) تَضْعِيَةً - الثَّأَةِ وَبِهَا : কুরবানি করা, জবাই করা।
(تَفْعِيلٌ) تَضْعِيَةً : পূর্বাহ্নে খাওয়া। পূর্বাহ্ন পর্যন্ত শয়ন করা। যেমন-
রোদ খাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْتَ لَا تَظَنُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَى مَادَّةٌ : (ض. ح. و), جُنْش : تَأَقُّصٌ وَأَوْقِي يَأْنِي مُرَادٌ : لَا تَضْعَدُنَا، ضِدٌّ : لَا تَقْرَنُنَا

ظِلٌّ : (ج) أَظْلَالٌ، ظِلَالٌ، ظُلُلٌ : ছায়া

ظِلَّةٌ : (ج) ظِلٌّ، ظِلَالٌ : গৃহের সামনে অবস্থিত উপরে : চালাবিশিষ্ট ছোট দাওয়া, শীত ও গরমের সময় আশ্রয় নেওয়ার মতো যে কোনো স্থান। যে কোনো ছায়াদার জিনিস।

(س) ظِلَالَةٌ - الْيَوْمَ : দিবস ছায়াচ্ছন্ন হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَظْلِيلًا : ছায়া দেওয়া।

- بِالسَّوْطِ : শাসনোদর জন্য চাবুক নাড়ানো।

(إِفْعَالٌ) أَظْلَلًا - الْيَوْمَ : ছায়াচ্ছন্ন হওয়া। ছায়া দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ مَادَّةٌ : (ظ. ل. ل. ج), جُنْش : مَضَافٌ ثَلَاثٌ مُرَادٌ : قُبِيٌّ، جُنْدٌ : ثَرْقُ

الْسَّابِغِ : (ف. ا. م. ذ), جُنْش : পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ।

(ن) سُبُورًا - السَّنَ : পরিপূর্ণ হওয়া। পূর্ণাঙ্গ হওয়া।

- الْقُرْبُ : দীর্ঘ হওয়া। প্রশস্ত হওয়া।

- الْقُفْرُ : দীর্ঘ হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِسْبَاغًا : পরিপূর্ণ করা।

- الْقُرْبُ : দীর্ঘ করা। প্রশস্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِمْنَهُ ظَاهِرَةً وَرَاطِنَةً مَادَّةٌ (س. ب. ع), جُنْش : صَحِيحٌ مُرَادٌ : كَامِلٌ / زَائِرٌ، جُنْدٌ : تَأَقُّصٌ

لَا تَجْعَلُنَا : পরিণত করো না।

جَعَلَ (ف. جَعَلًا) : তৈরি করা, প্রস্তুত করা, সৃষ্টি করা।

১. جَعَلَ কখনও এক مَقْعُول-এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়।

তখন তা خَلَقَ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

جَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ

২. কখনো مَقْعُول অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এটা দুই مَقْعُول-এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়। যেমন- وَجَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়।

৩. কখনো جَعَلَ حَاكِمًا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন- وَجَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়।

৪. কখনো جَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর অর্থে আসে, যেমন- وَجَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর দিকে مَتَعَدٍّ হয়।

৫. কখনো جَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর অর্থে আসে। যেমন-

جَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا

৬. কখনো جَعَلَ لَكُمْ لَبَاسًا -এর অর্থে আসে। যেমন-

وَأَجْعَلْ لِي لَبَاسًا

مَادَّةٌ : (ع. ج. ل), جُنْش : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : لَا تَضْعَدُنَا

مُضَعَّةٌ : (ج) مَضَعٌ : স্বাভাবিক প্রাস, লোকমা। গোল্ডের টুকরা।

(ف. ن) مَضَعًا : চর্বন করা।

(إِفْعَالٌ) إِضْحَاءًا (تَفْعِيلٌ) تَضْعِيَةً : অপর কর্তৃক চিবিয়ে নেওয়া।

أَمَضَغَ الشَّمْرَ : চর্বনের উপযুক্ত হওয়া।

أَمَضَغَ اللَّحْمَ : সুবাদ হওয়া।

مُضَاعَلَةٌ (مُضَاعَلَةٌ) - الْفِعَالُ : কারো সাথে দীর্ঘসময়।

লড়াই করা।

الْمَضَاعِغُ : (ج) مَضَعٌ : চর্বনকারী।

فِي الْقُرْآنِ : فَخَلَقْنَا الْعِلْفَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِطْفًا

مَادَّةٌ : (م. ض. ع), جُنْش : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْعَالِيكُ، جُنْدٌ : بَالَعٌ / يَلْعَمُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَا تَجْعَلُنَا مَضْغَةً لِلْمَضَاعِغِ :

উক্ত ইবরাতে দোষত্রুটি বর্ণনাকারী ও কটাক্ষকারীকে

مَضْغَةً بِه-এর সাথে تَضْيِئَةً দেওয়া হয়েছে। এখানে

উল্লেখ রয়েছে এবং مَضْغَةً মাহযুফ রয়েছে। অতএব এখানে

إِسْتِعَارَةٌ مُضَرَّةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : ذَلِكَ الشَّيْءُ :

এখানে إِسْتِعَارَةٌ مُضَرَّةٌ হয়েছে। কেননা আত্মাহর

রহমতকে ظِلٌّ [ছায়া] -এর সাথে تَضْيِئَةً দেওয়া হয়েছে।

এখানে مَضْغَةً মাহযুফ এবং مَضْغَةً উল্লেখ রয়েছে, তাই

إِسْتِعَارَةٌ مُضَرَّةٌ হয়েছে।

فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ يَدَ الْمُسْتَلَةِ، وَخَعَفْنَا
بِالِاسْتِكَانَةِ لَكَ وَالْمُسْكِنَةِ، وَاسْتَنْزَلْنَا
كَرَمَكَ الْجَمِّ، وَفَضْلَكَ الَّذِي عَمَّ، بِضَرَاعَةِ
الطَّلَبِ وَبِضَاعَةِ الْأَمَلِ.

অনুবাদ : কেননা আমরা তোমার নিকট প্রার্থনার হাত
সম্প্রসারিত করেছি এবং আমরা তোমার সামনে
[নিজেদের] দুর্বলতা ও দীনতা স্বীকার করছি এবং আমরা
সমিনতি প্রার্থনা ও আশার পুঁজি নিয়ে তোমার পর্যাপ্ত
অনুগ্রহ ও পরিব্যাগ করণার অবতরণ কামনা করছি।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَدْ مَدَدْنَا কেননা আমরা সম্প্রসারিত করেছি إِلَيْكَ তোমার নিকট يَدَ হাত الْمُسْتَلَةِ প্রার্থনার
وَسَخَفْنَا এবং আমরা স্বীকার করছি بِالِاسْتِكَانَةِ দুর্বলতা لَكَ তোমার সামনে الْمُسْكِنَةِ দীনতা وَاسْتَنْزَلْنَا এবং আমরা
অবতরণ কামনা করছি كَرَمَكَ তোমার অনুগ্রহ الْجَمِّ পর্যাপ্ত وَفَضْلَكَ এবং তোমার করুণা الَّذِي যা পরিব্যাগ بِضَرَاعَةِ
الطَّلَبِ সমিনতি প্রার্থনা وَبِضَاعَةِ الْأَمَلِ ও আশার পুঁজি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ مَدَدْنَا : আমরা সম্প্রসারিত করেছি।
مَدَّ (ن) مَدًّا - أَلْقَى : টানা।
الدَّوَاءُ : দোষাতের কালি বৃদ্ধি করা।
الْقَلَمُ : দোষাতে কলম চুবানো।
أَمَدًا (إِفْعَالًا) إِمْدَادًا : অবকাশ দেওয়া। সাহায্য করা।
مَدَّدَ (تَفْعِيلٌ) تَمْدِيدًا : বিস্তৃত করা, প্রসারিত করা।
اسْتَنْزَلَ (اِفْعَالًا) اسْتِزَادًا : সম্প্রসারিত হওয়া, দীর্ঘায়িত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : يُمَدُّ كَمْ بِأَمْرَالٍ وَبَيْنَ : وَيُمَدُّكُمْ رَكْمٌ
بَحْسَةِ الْأَبِ مِنَ الْمَلَايِكَةِ مُسَوِّمِينَ -
مَادَهُ : (م-د-د) ، جَسْر : مُصَافَحَ
مَرَاوَن : أَطْلَعَ ، ضَد : قَصَّرْنَا
يَدٌ : (ج) أَيْدٍ : (ج) أَيَادِي : হাত।
তবে أَيَادِي শব্দটি অনেক সময় নেয়ামতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : يَدُ اللَّهِ قَوَىٰ أَيْدِيهِمْ -
مَادَهُ : (ي-د-د) ، جَسْر : لَيْفِيْفٌ مَرَوُّن
مَرَاوَن : فَرَاغَ ، ضَد : رَجُلٌ
الْمُسْتَلَّةُ : (ج) مَسَائِلُ : প্রার্থনা। প্রার্থনার বিষয়। প্রশ্নের
বিষয়। প্রয়োজন। উদ্দেশ্য।

سَأَلَ (ن) سَوْأَلًا ، سَأَلَهُ ، مَسْئَلَةً : কোনো কিছু পেতে
চাওয়া, প্রার্থনা করা, আবেদন করা।

أَسَأَلَ (إِفْعَالًا) إِسْأَلًا - هُ سَوْأَلُهُ : কারও প্রয়োজন বা প্রার্থনা
পূর্ণ করা।

প্রার্থনা করা, চাওয়া।

(نَفَعًا) نَسَاءً - أَلْقَمَ : একে অপরকে জিজ্ঞাসা করা।
سَأَلَ : سَأَلَ : দুই দিকে مَفْعُولٌ হয়। যেমন : سَأَلَ
كَيْفَ : سَأَلَ : যখন কোনো কিছু জানতে চাওয়া
অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন এর প্রথম مَفْعُولٌ-এর দিকে সরাসরি
وَسَخَفْنَا -এর দিকে সহকারে عَنْ সহকারে
يَسْتَفْهِمُونَ عَنْ الرُّوحِ / سَأَلَتْهُ عَنْ حَاجَتِهِ : যেমন :
পড়া হয়।
سَأَلَ : (ج) سَوْأَلًا ، سَأَلَهُ : কখনো - مَسْئَلَةً -
প্রার্থনাকারী।
سَأَلَ : (ج) سَوْأَلًا ، سَأَلَهُ : কখনো - مَسْئَلَةً -
আবেদনকারী। প্রশ্নকারী।
فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي / سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ
مَادَهُ : (س-د-د) ، جَسْر : مَهْمُوزٌ عَيْنَ
مَرَاوَن : الطَّلَبِ

بَخَعَفْنَا : আমরা স্বীকার করেছি।
(ن) بَخَعًا ، بَخُوعًا ، بَخَاعَةً - لَهُ : আনুগত্য করা।
نَفَسَهُ : দুঃখে বা ক্ষোভে নিজেকে ধ্বংসের মুখে -
ঠেলে দেওয়া।

(س) بَخُوعًا ، بَخَاعَةً : আনুগত্য করা। স্বীকার করা।
فِي الْقُرْآنِ : لَعَلَّكَ بِأَخٍ تَفْسَكُ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
مَادَهُ : (ب-خ-ع) ، جَسْر : صَحِيحٌ
مَرَاوَن : اِعْتَرَفْنَا ، ضَد : أَنْكَرْنَا / أَبَيْنَا

الِاسْتِكَانَةِ : দুর্বলতা, বিনয়।
إِسْكَانَ اسْتِكَانَةً : বিনয় প্রকাশ করা। দুর্বলতা প্রকাশ করা।
হীন ও দুর্বল হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا / تَبَارَكَ الَّذِي
 نَزَّلَ الْفُرْقَانَ / نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ.
 مَادَّة : (ন. জ. ল.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : اِسْتَهْطَطْنَا , ضَد : اِسْتَرْقَعْنَا
 অনুগ্রহ। উদার। মহানুভবতা। বদান্যতা। :
 (ক) كَرَمًا , كَرَمَةً , كَرَامَةً : দানশীল : প্রিয় ও উৎকৃষ্ট হওয়া, দানশীল : সহজে দিয়ে দেওয়া।
 হওয়া। দান করা।
 (ন) كَرَمًا : দান-দাক্ষিণ্যের কাজে অপর অপেক্ষা অগ্রী হওয়া।
 সম্মান করা।
 (تَفَعُّيل) تَكْرِمًا , تَكْرِمَةً : সম্মানিত করা।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ /
 مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
 মাদ্দে : (ক. র. ম.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : قَضَلُ / مَنْ , ضَد : لَوْمُ

فِي الْقُرْآنِ : قَمًا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا
 مَادَّة : ك. و. ن. / ك. ي. ن. س. - ك. ن. , جنس :
 أَجَوَبُ / صَحِيح
 مُرَادُف : اَلْخَضَعُ , ضَد : اَلْبَطَرُ

اَلْمُسْكِنَةُ : দীনতা, হীনতা, দুর্বলতা। :
 (ক) سَكُونَةً , سَكَانَةً , (تَفَعُّل) تَسَكَّنًا , وَتَسَكَّنَ :
 মিসকিন হওয়া, নিঃশেষ হওয়া।
 (إِنْفَعَال) اِسْكَنًا : মিসকিন হওয়া। মিসকিন বানানো। :
 গৃহে বাস করানো। স্থির করা।

(ن) سَكُونًا : স্থির হওয়া, থামা। :
 فِي الْقُرْآنِ : ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنَةَ
 مَادَّة : (স. ক. ন.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : اَلْفَقْرُ , ضَد : اَلْفَتْنُ

اِسْتَنْزَلْنَا : আমরা অবতরণ কামনা করেছি/ -করছি।
 (اِسْتِغْفَال) اِسْتَنْزَلًا : অবতরণ কামনা করা, অবতরণ :
 প্রার্থনা করা।

(ض) نَزَلُوا : অবতরণ করা, অবতীর্ণ হওয়া, উপনীত হওয়া। :
 (إِنْفَعَال) اِنْزَالًا : অবতীর্ণ করা, রেতঃপাত করা। :
 - اَلْقَبِي : মেহমান রাখা। :
 (تَفَعُّيل) تَنْزِيلًا : অবতীর্ণ করা। :
 - اَلشَّيْءُ مَكَانَ الشَّيْءِ : স্থলাভিষিক্ত করা। :
 اِنْزَالُ : এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, تَنْزِيلُ ও اِنْزَالُ
 এক সাথে অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে এবং تَنْزِيلُ ধীরে ধীরে
 অবতীর্ণ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও কখনও এ
 নিয়মের ব্যতিক্রমও হয়।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا / تَبَارَكَ الَّذِي
 نَزَّلَ الْفُرْقَانَ / نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ.
 مَادَّة : (ন. জ. ল.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : اِسْتَهْطَطْنَا , ضَد : اِسْتَرْقَعْنَا
 অনুগ্রহ। উদার। মহানুভবতা। বদান্যতা। :
 (ক) كَرَمًا , كَرَمَةً , كَرَامَةً : দানশীল : প্রিয় ও উৎকৃষ্ট হওয়া, দানশীল : সহজে দিয়ে দেওয়া।
 হওয়া। দান করা।
 (ন) كَرَمًا : দান-দাক্ষিণ্যের কাজে অপর অপেক্ষা অগ্রী হওয়া।
 সম্মান করা।
 (تَفَعُّيل) تَكْرِمًا , تَكْرِمَةً : সম্মানিত করা।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ /
 مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
 মাদ্দে : (ক. র. ম.) , جنس : صحيح
 مُرَادُف : قَضَلُ / مَنْ , ضَد : لَوْمُ

اَلْجَم : (ج) جَمْعُ , جَمَاعَ : যে কোনো বস্তুর পর্যাপ্ত পরিমাণ, :
 বড় অংশ, সিংহভাগ।

(ن) جَمًا , جَمْعًا : একত্র হওয়া। প্রচুর হওয়া। :
 - اَلْعَظَم : অধিক মাংসল হওয়া। :
 - اَلْيَسْرُ : কৃপের পানি বেশি হওয়া। :
 (إِنْفَعَال) اِجْمَاعًا : নিকটবর্তী হওয়া। :
 - اَلْفِرَاقُ : বিচ্ছেদের সময় হওয়া। :
 (تَفَعُّيل) تَجْمِيعًا - اَلْيَسْرُ : মাপপাত্র পরিপূর্ণ করে মাপা। :
 (اِسْتِغْفَال) اِسْتِجْمَاعًا : প্রচুর পরিমাণে জমা হওয়া। :
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَجْعَلُونَ لِنَاكَ حِسًا
 মাদ্দে : (জ. ম. ম.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُف : اَلْكَثِيرُ / اَلْأَكْثَرُ , ضَد : اَلْقَلِيلُ

কোনো পূর্ব কারণ ব্যতিরেকে : اَفْضَالُ , فَضْلُ :
 কারও প্রতি প্রথমে কৃত অনুগ্রহ। করুণা। অতিরিক্ত, অবাঞ্ছিত।
 (ن) فَضْلًا , (س) فَضْلًا : অবশিষ্ট থাকা। অতিরিক্ত হওয়া। :
 (ك) فَضْلًا : ৩৭-গরিমার অধিকারী হওয়া। :
 (تَفَعُّيل) تَفْضِيلًا : - عَلَى غَيْرِهِ : প্রাধান্য দেওয়া, :
 অগ্রাধিকার দেওয়া।
 (إِنْفَعَال) اِفْضَالًا - عَلَيْهِ : অগ্রসর হওয়া। কল্যাণ করা। :
 অনুগ্রহ করা।

سُطَّرِش : تَفَعَّلَ تَشْفَعًا - لَهُ أَوْ إِلَيْهِ بَلَّانٍ أَوْفَى فُلَانٍ
করতে বলা।

سُطَّرِش : اسْتَشْفَعًا - فَلَانًا وَبِهِ إِلَى فُلَانٍ
করতে বলা।

কোনো বিষয়ে সুপারিশকরতে বলা : فِي الْأَمْرِ أَوْ عَلَى الْأَمْرِ :
فِي الْقُرْآنِ : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

مَادَّة : (শ. ফ. ع), جنس : صَحِيح
مُرَادِف : مُجِبُّو الشَّفَاعَةِ , ضِد : مَحْزُول

সমবেত হওয়ার বা সমবেত করার : مَعَاشِيرُ (ج)
হান। হাশরের ময়দান।

সমবেত করা, একত্ব করা : (ض, خُفْرًا) :

- وَ عَنْ وَطِينٍ :
নির্বাচন দেওয়া।

- الْجَذْبُ الْمَاشِيَّة :
ধ্বংস করে দেওয়া।

(س) خُفْرًا - الشَّى :
এটে যাওয়া, ময়লাযুক্ত হওয়া।

মাথা বড় হওয়া : خُفْرًا وَخُفْرًا - فِي رَأْسِهِ :

فِي الْقُرْآنِ : وَتَخَفَّرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

مَادَّة : (জ. শ. র), جنس : صَحِيح

مُرَادِف : الْمُسْتَعْمَع , ضِد : خَلَوَ

ভূমি পরিসমাণ্ড ঘটিয়েছ : جَحَمَت :

(ض) خَشًا , خَشًا : সমাণ্ড করা, শেষ করা।

মোহরাক্ষিত করা : - الشَّى وَعَلَى الشَّى :

(إفْعَال) اخْتَمًا - الشَّى : পরিসমাণ্ডিতে পৌছা।

(إفْعَال) اخْتَمًا : শেষ করা, সম্পূর্ণ করা।

(تَفَعَّل) تَخَنَّنًا : ভালোভাবে সমাণ্ড করা। আংটি পরানো।

(تَفَعَّل) تَخَنَّنًا - بِالْعَنَمِ : আংটি পরিধান করা।

আংটি, যা এককালে মোহরের জন্য : الْخَاتَمُ (ج) خَوَاتِمُ :

ব্যবহার করা হতো। সীল।

আংটি। মোহর। সীল : الْخَاتَمُ وَالْخَاتِمُ : (ج) خَوَاتِمُ , خَم :

আংটি। মোহর। সীল : الْخَاتَمُ وَالْخَاتِمُ وَالْخَاتِمُ :

فِي الْقُرْآنِ : خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ

مَادَّة : (জ. ত. ম), جنس : صَحِيح

مُرَادِف : اَتَمَّت , ضِد : نَقَصَتْ

(ج) الشَّيْبَتَيْنِ : (و) نَبِيٍّ , وَتَجَمَّعَ أَيْضًا عَلَى أَنْبِيَاءُ

সংবাদদাতা, বার্তাবাহক।

نَبِيٍّ শব্দের মূল সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। কারও মতে,

শব্দটি নَبَا থেকে নির্গত। নَبَا মানে সংবাদ। সুতরাং

নাবী মানে এমন ব্যক্তি, যিনি আদৃশ্যের ও পরকালের সংবাদ দেন।

কারো মতে, শব্দটি نَبُو থেকে উৎপন্ন। এর মানে

উচ্চস্থান। সুতরাং নবীকে এজন্য নবী বলা হয় যে, তিনি
সাধারণ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

উচ্চ হওয়া। প্রকাশ্য পাওয়া। : نَبَا , نَبَا :

নিম্নস্বরে আওয়াজ করা। : نَبَا , نَبَا :

সংবাদ দেওয়া। : النَّبَأُ النَّبَأُ - النَّبَأُ وَالْغَيْرُ :

সংবাদ দেওয়া। : النَّبَأُ :

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

نَبَا : (ন. ব. ও. ন. ব. ও.) : جنس : نَاقِصٌ / مُهْزَلٌ

نَبَا : مُرْسِلِينَ , ضِد : الْمُتَنَبِّئِينَ

তুমি উন্নীত করেছ। : عَلِيَّت :

উচ্চ করা, বৃদ্ধ করা : عَلَا , عَلَا :

উচ্চ হওয়া। বৃদ্ধ হওয়া। : عَلَا , عَلَا :

তবে এটুকু পার্যক্য আছে যে, عَلَا (ن) عَلَا

বৃদ্ধাবার জন্য এবং عَلَا (س) عَلَا মর্যাদার উচ্চতা বৃদ্ধাবার

জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার কারো মতে, عَلَا (ن)

ও মন্দ উভয় ক্ষেত্রে এবং عَلَا (س) কেবল ভালো

ক্ষেত্রে আসে।

دَلَّ الشَّيْءُ : দিবস প্রভাতোত্তীর্ণ হওয়া।

- فَلَانٌ فِي الْأَرْضِ : দাখিক ও বেখোঁচাচারী হওয়া।

- كَعَبٌ فِي الْعِلْمِ وَغَيْرِهِ : জ্ঞান ইত্যাদিতে মর্যাদা :
বৃদ্ধ হওয়া।

- فَلَانًا بِالسَّيْفِ : তারাবারি দ্বারা আঘাত করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ

مَادَّة : (জ. ল. ও), جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادِف : رَفَعَتْ , ضِد : أَذْلَلْتُ / هَبَّطْتُ

মর্যাদা। পদ। সিঁড়ি। স্তর। : دَرَجَةٌ (ج) دَرَجَاتُ , دَرَج :

উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া। : دَرَجًا :

(ن) دَرَجًا : دَرَجًا , دَرَجًا : নড়তে শুরু করা।

একটু একটু হাটা। পদে, মর্যাদায় বা সিঁড়িতে উঠা।

فِي الْقُرْآنِ : أُولَئِكَ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ

بَعْدَ وَقَاتِلُوا

مَادَّة : (দ. র. জ), جنس : صَحِيح

مُرَادِف : رَتَبَةٌ / مِرْقَاةٌ / مَرْتَبَةٌ

(ج) عَلِيَّتَيْنِ (وَعَلِيَّتَيْنِ) : (و) عَلِيَّت :

উচ্চ স্থান। উচ্চ স্তর।

জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান বা এসবের অধিকারী।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَذْرَاكَ مَا عَلَيْنَا كِتَابٌ مُرَقَّرٌ / كَلَّا إِنَّ

كِتَابَ الْأَنْبَاءِ لَفِي عَلَيْنَا

مَادَّة : (জ. ল. ও), جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادِف : أَعْلَى مَكَانٍ , ضِد : سَبِيلَتَيْنِ

وَوَصَّفَتْهُ فِي كِتَابِكَ الْمُبِينِ، فَقُلْتُ :-
وَأَنْتَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ - وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ .

অনুবাদ : এবং তুমি তোমার সুস্পষ্ট গ্রন্থে তাঁর গুণ বর্ণনা
করে বলেছ, -আর তুমি তো সব চেয়ে বড় সত্যবাদী-
“আমি তোমাকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপই
প্রেরণ করেছি” ।

শাস্তিক অনুবাদ : وَوَصَّفَتْهُ : এবং তুমি তাঁর গুণ বর্ণনা করেছ وَوَصَّفَتْهُ : তোমার গ্রন্থে الْمُبِينِ সুস্পষ্ট তুমি
বলেছ وَأَنْتَ আর তুমি أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ সবচেয়ে বড় সত্যবাদী وَمَا أَرْسَلْنَاكَ : আমি তোমাকে প্রেরণ করিনি إِلَّا
তবে/শুধুমাত্র رَحْمَةً রহমত স্বরূপই لِّلْعَالَمِينَ সমগ্র জগতের জন্য ।

শব্দ-বিশ্লেষণ

وَصَفَّتْ : তুমি গুণ বর্ণনা করেছ ।

وَصَفَّ (ض) وَصَفًا، صِفَةً : গুণ বা দোষ বর্ণনা করা, গুণকর্তা : স্ফটিক করা, সজ্জিত করা ।

وَصُوفًا - أَنْفَرَسَ : ঘোড়া সুন্দরভাবে চলা ।

وَصِفَةً - الطَّبِيبُ لِلْمَرِيضِ : ব্যবস্থাপত্র দেওয়া ।

(ك) وَصَافَةً - أَلْفَلَكَمَ : ছেলে খেদমতের উপযুক্ত হওয়া এবং
ভালোভাবে খেদমত করা ।

(إِفْعَالًا) إِيصَافًا : খেদমতের উপযুক্ত হওয়া ।

(إِفْتِعَالًا) اِتِّصَافًا - الشَّيْءُ : বর্ণনার উপযুক্ত হওয়া ।

- أَلْرَجُلُ : উৎকৃষ্ট গুণাবলিতে খ্যাত হওয়া ।

- بِالصِّفَاتِ الْحَسَنَةِ : গুণাবিত হওয়া ।

الْصِفَةُ : (ج) صِفَاتٌ : গুণ । দোষ ।

أَوْصَاكَ : (ج) أَوْصَاءٌ : দোষ । গুণ ।

صِفَةً ও -এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, গুণ বর্ণনাকারীর
গুণ বর্ণনাকে وَصَفَ এবং গুণ বর্ণিত ব্যক্তির বর্ণিত গুণকে
أَوْصَفَ مَا قَامَ بِالْأَوْصِيَةِ وَالصِّفَةُ مَا قَامَ بِالْمَوْصُوفِ
বলা হয়-
فِي الْقُرْآنِ : سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ .

مَا دَهُ : (و-ص-ف) ، جَشَّ : مِثَالُ وَارِي

مُرَادُفٌ : نَعَتٌ ، يَصُدُّ : قدحت

كِتَابٌ : (ج) كُتُبٌ ، كَتَبْتُ : লিখিত বিষয় বা বস্তু । সহীফা ।

হুকুমনামা, পরওয়ানা, চিঠি, গ্রন্থ । ফরজ ।

(ن) كَتَبًا ، كِتَابًا ، كُتِبَ ، كِتَابَةً : লেখা, লিপিবদ্ধ করা ।

- عَلَيْهِ كَذَا : ফরজ করা, অপরিহার্য করা ।

(إِفْعَالًا) اِكْتَابًا - : লেখকরূপে পাওয়া । লেখা শোনাও ।

- اَلْقُرْآنَ : মশকের মুখ বাঁধা ।

- اَلْعِدِيثَ وَتَعَوُّ : লেখানো, লিপিবদ্ধ করানো ।

(تَفْعِيلًا) تَكْتِيبًا - قَلَامًا : লেখায় নিযুক্ত করা ।

লেখা শোখানো ।

- اَلْكُتَابُ : সৈন্যদের উপদল প্রস্তুত করা ।

(تَفْعُلًا) تَكْتِيبًا - اَلرَّجُلُ : কাপড় গুটিয়ে সতর্ক হওয়া ।

- اَلْقَوْمُ : সমবেত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ .

مَا دَهُ : (ك-ت-ب) ، جَشَّ : صَحِيبُ

مُرَادُفٌ : رِسَالَةٌ ، يَصُدُّ : قَوْلُ

اَلْمُبِينِ : স্পষ্টকারী, স্পষ্ট ।

(إِفْعَالًا) اِبْتَانًا : স্পষ্ট করা বা স্পষ্ট হওয়া ।

(ض) بَيَّنَّا ، بَيَّنَّا ، بَيَّنَّوْهُ - عَنَّا : পৃথক হওয়া । পৃথক করা ।

- بَيَّنَّا : প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া ।

- اَلشَّيْءُ : স্পষ্ট করা ।

(تَفْعِيلًا) تَبَيَّنَّا ، تَبَيَّنَّا ، تَبَيَّنَّوْهُ : প্রকাশ পাওয়া ।

প্রকাশ করা । স্পষ্ট হওয়া । স্পষ্ট করা ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا رَيْبَ وَلَا تَابِيسَ إِلَّا نَسِيَ كِتَابَ مِّبِينٍ

قُلْتُ : তুমি বলেছ ।

(ن) قَوْلًا ، قَالًا ، قِيلًا ، مَقَالًا ، مَقَالَةً : বলা, কথা বলা,

কথোপকথন করা ।

সম্বোধন করা : كَلَّمَ -
 নির্দেশ দেওয়া, বিশ্বাস পোষণ করা : كَذَّبَ -
 ইঙ্গিত করা : يَرْسِيسُ -
 ধরা ও ঝুঁকে পড়া : يَسِيْدُ -
 চলা : يَرْخِلُ -
 বর্ণনা করা : عَنَّهُ -
 অপবাদ দেওয়া : عَلَيْهِ -
 কোনো বিষয়ে উক্তি করা : فِيهِ -
 উত্তোলন করা : يَتَوَهَّبُ -
 এছাড়াও قَوْلُ শব্দটি- করা, ধারণা করা, মুখোমুখি হওয়া, শান্তি লাভ করা ও মৃত্যুবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।
 فِي الْقُرْآنِ : قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 مَاذِهِ : (ق. ও. ল), جنس : آجُوفٌ وَأَوِي
 مُرَادٌ : تَكَلَّمْتُ ، ضِدُّ : سَكَتْتُ
 أَصْدَقُ : (اسْمُ تَفْضِيلٍ) : অপেক্ষাকৃত :
 বেশি সত্যবাদী। সর্বোচ্চ সত্যবাদী। সব চেয়ে বড় সত্যবাদী।
 (ن) صِدْقًا ، صَدَقًا ، مَصْدُوقَةً :
 বীরত্ব প্রদর্শন করা : فِي الْفَيْتَالِ -
 সঠিক সংবাদ দেওয়া : فَلَا -
 আন্তরিকতায় নিঃস্বার্থ হওয়া : فِي السَّعْيَةِ -
 প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা : الْوَعْدُ أَوْ فِي الْوَعْدِ -
 সত্যায়ন করা : (تَفْعِيلٌ) تَصْدِيقًا :
 সদকা দেওয়া : (تَفْعِيلٌ) تَصَدَّقًا :
 মহর নির্ধারণ করা : إِفْعَالًا :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَنْتَ بِمُصَدِّقٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ -
 مَاذِهِ : (ص. দ. দ. ক), جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَحَقُّ ، ضِدُّ : أَكْذَبُ
 (ج) الْأَعَالِيَيْنِ (الرَّافِعَاتِلُونَ) وَجَمَعَ أَيْضًا عَلَى :
 বক্তা, কবিতার রচয়িতা : (و) الْفَائِلُ :
 مُرَادٌ : الْمُتَكَلِّمِينَ
 এতদসংশ্লিষ্ট আরও ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আমি প্রেরণ করিনি : رُسُلَنَا :
 প্রেরণ করা : خَلَفَ :
 মনোযোগ আকৃষ্ট করা : فَلَانًا عَلَيْهِ :
 চুল ঝুলে পড়া : رُسُلًا - رَسَانُ - انْقِطَعُ :
 ধীর ও মন্থবগতি হওয়া : الْبَيْعُ :
 (تَفْعِيلٌ) تَرْسِيْلًا - فِي الْقِرَاءَةِ :
 ধীরে ধীরে পড়া :
 অনুপ্রাসবিহীন বাক্য রচনা করা : فِي الْكَلَامِ :
 কেশদাম সোজা ও কোঁকড়াবিহীন হওয়া : انْقِطَعُ الشَّعْرُ :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيهِ
 مَاذِهِ : (ر. স. ল), جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : بَعَثْنَا ، ضِدُّ : عَيَّنَا
 দয়া, অনুগ্রহ, করুণা, অনুকম্পা : رَحْمَةً :
 দয়া করা, অনুগ্রহ করা : (ر) رَحْمَةً ، رَحْمًا ، مَرَحْمَةً :
 রহমতের দোয়া করা : (تَفْعِيلٌ) تَرْحَمًا :
 একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা : زَامَةً الْقَوْمِ :
 কারো থেকে দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করা : (الِشْفَاعُ) فَلَانًا :
 জরামু : (ج) أَرْحَامُ :
 লালিত হয়।
 رَحْمَةً এর মূল অর্থ অন্তর বিগলিত হওয়া, তবে رَحْمَةً
 আল্লাহর অনুগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে তখন অন্তর বিগলিত
 হওয়ার শেষ ফলশ্রুতি উদ্দেশ্য হয়।
 دُرُوءَ الْأَرْحَامِ : -এর- أَصْحَابُ الْفُرُوضِ وَ غَضَبُهُ :
 আত্মীয়, যারা غَضَبُهُ :
 অন্তর্ভুক্ত নয়।
 অনুগ্রহহীল, দয়াশীল : رَحِيمٌ ، رَاحِمٌ :
 দয়াশীল, যার প্রতি দয়া করা হয় : رَحِيمٌ : (ج) رَحِمَاءُ :
 فِي الْقُرْآنِ : أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 مَاذِهِ : (ر. জ. ম), جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : شَفَقَةٌ ، ضِدُّ : الْقَهَرُ / الْغَضَبُ
 (ج) الْأَعَالِيَيْنِ (الرَّافِعَاتِلُونَ) وَجَمَعَ أَيْضًا عَلَى :
 জগৎ, বিশ্ব, সৃষ্টিকূল : (و) عَالَمٌ :
 যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার পরিচয় পাওয়া যায় : (أَسْمَاءُ بِهِ الْخَالِقِ)
 তাকেও عَالَمٌ বলা হয়।
 مَاذِهِ : (ع. ল. ম), جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْمَخْلُوقِينَ ، ضِدُّ : الْمَعْدُونِينَ

اَللّٰهُمَّ فَصِّلْ عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ الْهٰدِيْنَ
وَاَصْحَابِهٖ الَّذِيْنَ شَادَوْا الَّذِيْنَ .

অনুবাদ : হে আল্লাহ! সুতরাং তুমি তাঁর প্রতি ও তাঁর
পথের দিশারী পরিবার-পরিজন ও সহচরবৃন্দের প্রতি
অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যারা [তোমার] দীনকে বুলন্দ করেছেন।

শাস্তিক অনুবাদ : اَللّٰهُمَّ হে আল্লাহ! فَصِّلْ সুতরাং তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ কর عَلَيْهِ তার প্রতি وَعَلٰى তার পরিবার-
পরিজনের প্রতি اٰلِهٖ দিশারী اَصْحَابِهٖ পরিবার ও সহচরবৃন্দের প্রতি الَّذِيْنَ যারা شَادَوْا বুলন্দ করেছেন الَّذِيْنَ দীনকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَللّٰهُمَّ : হে আল্লাহ।

اَللّٰهُمَّ -এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فَصِّلْ : (الفَاءُ لِيَجَوَابَ الشَّرْطِ، صَلَّ : مُبْتِغَا الْاَمْرِ الْحَاجِظِ)
সুতরাং তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ কর।

صَلَّى (تَفَعَّلَ) صَلَاةً : নামাজ পড়া, দোয়া করা।

كَارَوْا جَنَآ كَلْيَاطَافِ الدَّوَا : জানাযার : عَلَيْهِ -
নামাজ পড়া।

বরকত ও কল্যাণ দ্বারা ঢেকে : اَللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ -
নেওয়া, -আচ্ছাদিত করা।

যোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় : اَلْفَرَسُ -
দ্বিতীয় হওয়া।

আওনে হেঁকে : اَلْعَصَا عَلٰى النَّارِ اَوْ يَالنَّارِ -
সোজা করা।

আওনে প্রবিষ্ট করা : صَلَّى (ض) صَلَاتًا -

গোশত ভুনা করা। : اَلْعُجْمُ -

ধোকা দেওয়া। : اَلرَّجُلُ -

ফাঁদ পাড়া। : اَلصِّيدُ وَهْ -

صَلَّى (س) صَلَاتًا : صَلَاتًا، صَلَاتًا - اَلنَّارُ وَهْ :
আওনে পুড়ে যাওয়া।

কোনো বিষয়ে কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হওয়া। : اَلْاَمْرُ وَهْمٌ -
কষ্ট সহ্য করা।

নামাজ : দু'আ। : اَلصَّلَاةُ : তাসবীহ। ইসতিগফার। রহমত। : اَلصَّلَاةُ -
করো

মতে, এর আসল অর্থ কল্যাণের দোয়া করা। কারো মতে,
সন্ধান করা। সুতরাং নামাজকে এজন্য صَلَاةٌ বলা হয়, যেহেতু

নামাজের মধ্যে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের
দোয়া রয়েছে অথবা যেহেতু নামাজ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার

প্রতি সন্ধান প্রদর্শন করা হয় তাই নামাজকে صَلَاةٌ বলা হয়।
কারণে মতে, صَلَاةٌ শব্দটি تَعَرُّدُ الصَّلَوَاتِ থেকে

নির্গত। এর অর্থ নিত্য নাড়ানো। নামাজ পড়ার সময় যেহেতু

নিত্য নড়চড়া করে এজন্য নামাজকে صَلَاةٌ বলা হয়। কিন্তু
এ অভিমতটি যেমন অযৌক্তিক, তেমনি নামাজের ন্যায়
গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের জন্য অত্যন্ত অমর্যাদাকর। তাই এটি
গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মতে, صَلَاةٌ শব্দটি صَلَّ থেকে
নির্গত। এর অর্থ আওন। বান্দা যেহেতু নামাজের সাহায্যে
নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে, তাই নামাজকে
صَلَاةٌ বলা হয়। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, صَلَاةٌ -এর ব্যবহারগত
অর্থ চারটি :

১. اَلصَّلَاةُ مِنَ التَّوْبَةِ : রহমত, দয়া, অনুগ্রহ।
২. اَلصَّلَاةُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ : ইসতিগফার, ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৩. اَلصَّلَاةُ مِنَ النَّاسِ : দোয়া।
৪. اَلصَّلَاةُ مِنَ الطَّيْبِ وَغَيْرِهِمَا : তাসবীহ।

কিন্তু এ চারটি অর্থ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও স্বীকৃত নয় এবং
সর্বসম্মতও নয়। এ কারণে اَلصَّلَاةُ শব্দটিকে কেউ কেউ
পরিপূর্ণ প্রশংসা [اَلنَّشَاءُ اَلْكَامِلُ] অথবা আল্লাহর যমোপযুক্ত
অনুগ্রহ [اَللّٰهُ يَنْعَمُ اَللّٰهُ يَنْعَمُ اَللّٰهُ يَنْعَمُ] অর্থে গ্রহণ করেছেন।
فِي الْقُرْآنِ : اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ .
مَادَهُ : (ص-ل-ي) : يَنْصُرُ : نَاقِضٌ يَانِي .

مِرَادُ : رَحْمَةٌ : رَحْمَةٌ : رَحْمَةٌ : رَحْمَةٌ : رَحْمَةٌ :
পরিবার -পরিজন। : اَلْ :
পরিবার-পরিজন। : اَلرَّجُلُ :

আল -এর ব্যবহার সম্ভ্রান্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ইহকালীন
সম্ভ্রান্ত হোক বা পরকালীন। পক্ষান্তরে أَهْل -এর ব্যবহার
সবার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

أَهْلُ الرَّجُلِ : পিতৃ-পরিবার-পরিজন।

أَهْلُ الْأَمْرِ : শাসনকর্তা, শাসকবর্গ।

أَهْلُ الْمَنْعَبِ : মাযহাবের অনুসারী।

أَهْلُ الزَّوْرِ : বেদুইন, গাম্যলোক।

أَهْلُ الْمَنْزِلِ وَالْعَصْرِ : আরবের শহুরে লোক।

আঁ শব্দটি মূলত অঁ ছিল। কেননা এর তাসগীর অঁএং
বহুবচন অঁএং, অঁএং, অঁএং, অঁএং।

(ন. অঁ) : অঁএং, অঁএং, অঁএং।

(স. অঁএং) : অঁএং।

কোনো স্থান তার অধিবাসী দ্বারা আবাদ প. কা : অঁএং।

(অঁএং) : অঁএং।

উপযুক্ত করে দেওয়া। উপযুক্ত মনে করা।

(অঁএং) : অঁএং।

উপযুক্ত মনে করা।

(অঁএং) : অঁএং।

স্বাগতম জানানো।

অঁএং।

উপযুক্ত হওয়া।

উপযুক্ত মনে করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ

مَادَهُ : (أ. ه. ل.) : جَسَدٌ : مَهْمُوزٌ قَا

مَرَادٌ : عِيَالٌ : أَهْلٌ : ضِدٌّ : الْجَارُ

(ج) : الْهَادِينَ, (وَالْهَادُونَ), (وَالْهَادُونَ) : (وَالْهَادُونَ) : (وَالْهَادُونَ)

(ض) : هِدَايَةٌ, هَدَى, هَدَى, هَدَى, هَدَى, هَدَى, هَدَى, هَدَى

দিকনির্দেশনা দেওয়া।

(অঁএং) : অঁএং।

উৎসর্গ করা। হাদিয়া দেওয়া।

এতদসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يُضِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

(ج) : أَصْحَابٌ, صَحْبٌ, صَحْبَةٌ, صَحْبَانٌ, صَحْبَانٌ

صَحَابَةٌ, صَحَابَةٌ, صَحَابٌ (و) : صَاحِبٌ (ج) : أَصْحَابٌ

সাথী, সঙ্গী। বহু। শিষ্য।

(স) : صُحْبَةٌ, صَحَابَةٌ, صَحَابَةٌ : (و) : صَحَابَةٌ

(ف) : صَحْبًا - الصُّحْبَةُ : (و) : صَحْبًا

(مُتَعَاَلَةً) : مَصَاحِبَةٌ, صَحَابَةٌ : (و) : صَحَابَةٌ

হওয়া। সাহচর্যে আসা।

(অঁএং) : অঁএং।

(অঁএং) : অঁএং।

হয়ে পিতার সহচর হওয়া।

(অঁএং) : অঁএং।

অনুগত/অনুসারী হওয়া।

সাথী বানিয়ে দেওয়া : (وَالَّذِينَ)

وَأَعْنَى : (وَالَّذِينَ)

লজ্জা করা : (وَالَّذِينَ)

সাথী বানানো, সঙ্গ প্রার্থনা করা : (وَالَّذِينَ)

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

مَادَهُ : (ص. ج. ب.) : جَسَدٌ : صَحْبٌ

مَرَادٌ : وَفَقَا / وَفَقَا : ضِدٌّ : أَهْلٌ

শক্তিশালী করেছেন।

(ض) : ضِدٌّ : (وَالَّذِينَ)

(وَالَّذِينَ) : (وَالَّذِينَ)

সুগন্ধি মাখা : (وَالَّذِينَ)

ধ্বংস হওয়া : (وَالَّذِينَ)

উটকে ডাকা : (وَالَّذِينَ)

ইমারত উচু করা। সুদূর করা : (وَالَّذِينَ)

মজবুত করা।

(وَالَّذِينَ) : (وَالَّذِينَ)

প্রশংসা ছড়িয়ে দেয়া।

প্রসিদ্ধ করা।

(وَالَّذِينَ) : (وَالَّذِينَ)

فِي الْقُرْآنِ : فَهِيَ خَازِنَةٌ عَلَى عُرْوَيْهَا وَيَسِّرُ مَعْطَلَةٌ

وَلَقَدْ تَشَبَّهَ

مَادَهُ : (ش. ي. د.) : جَسَدٌ : أَجَوَفٌ يَائِسٌ

مَرَادٌ : أَحْكَمُوا : ضِدٌّ : أَضْعَفُوا

الَّذِينَ : (ج) : أَدْبَانٌ : (وَالَّذِينَ)

ধর্ম। মতাদর্শ। মতবাদ। হিসাব।

ফয়সালা। অভ্যাস। আচরণ।

(ض) : (وَالَّذِينَ)

অনুগত হওয়া।

দীন গ্রহণ করা।

(وَالَّذِينَ) : (وَالَّذِينَ)

অঁএং।

অঁএং।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ مَبْغُوزٍ / إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ

اللَّهِ الْإِسْلَامُ

مَادَهُ : (د. ي. ن.) : جَسَدٌ : أَجَوَفٌ يَائِسٌ

مَرَادٌ : مَدْعَبٌ : ضِدٌّ : مَدْعَبَةٌ

وَأَجْعَلْنَا لِهَدْيِهِ وَهَدْيِهِمْ مُتَّبِعِينَ، وَأَنْفَعْنَا
يَمَحْبَبَتِهِ وَمَحَبَّتِهِمْ أَجْمَعِينَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَإِلَّا جَابَةَ جَذِيرٌ.

অনুবাদ : আমাদেরকে তাঁর ও তাঁদের আদর্শের অনুসারী
কর এবং তাঁর ও তাঁদের সবার ভালোবাসায় আমাদের
উপকৃত কর। নিশ্চয় তুমি সবকিছুই করতে সক্ষম এবং
দোয়া কবুলের জন্য উপযুক্ত।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

• اجْعَلْنَا: আমাদেরকে কর/-করুন।

এ শব্দমূলের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

مَادَّةُ : (ج . ع . ل) ، جِنْسُ : صَحِيبُ

مَرَادُفُ : صَيِّرْنَا ، ضِدُّ : أَصْرَفْنَا

আদর্শ । জীবন চরিত । সীরাত । হরম : هَدْيٌ (ج) هَذِيَّةٌ :

শরীফে কুরবানির জন্য প্রেরিত জন্তু। শেষোক্ত অর্থে ۱

جنس रूपে ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَبَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ

مَادَّةُ: (هـ د ی) ، جنس : ناقص یائی

مُرَادِفٌ : سَيِّرَةٌ / أُسْوَةٌ ، ضِدٌّ : رَذَالَةٌ

(ج) مُتَّبِعِينَ (وَمُتَّبِعُونَ) (و) مُتَّبِعٌ : অনুসারী ।

অনুগত হওয়া । অনুসরণ করা । (اِتَّبَاعًا)

পেছনে পেছনে চলা । অনুকরণ করা । (س) تَبِعًا، تَبُوعًا

(مُفَاعَلَةٌ) مُتَابِعَةٌ - بَيْنَ الْأَعْمَالِ : অব্যাহতভাবে করা ।

(تَفَعَّلَ) تَتَبَّعًا : दीर्घ समय अनुसन्धान करा ।

فَإِنِ الْقُرْآنَ : وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ .

مَادَّة : (ت. ب. ع) ، جنس : صَنِيع

مرادف : مُقْتَدِرِينَ ، ضِدُّ : عَاصِينَ

আমাদেরকে উপকৃত কর/-করুন। : نَفْعًا

(إِنْفَع : صِيغَةُ الْأَمْرِ، نَا : ضَمِيرُ مَنْصُوبٍ مُتَّصِلٍ)

(ف) نَفْعًا : উপকার করা।

উপকৃত হওয়া, উপকার : **إِنْتِفَاعًا - بِهِ أَوْمِنُهُ**
লাভ করা।

উপকার প্রার্থনা করা : (اِسْتِغَاثًا - :)

(إِنْعَالًا) إِنْفَاعًا - الرَّجُلُ : নাঠির ব্যবসা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنَّ الذَّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

مَادَّةُ : (ن - ف - ع) ، جُنُسُ : صَحِيبُ

مُرَادِفُ : اُمْتَعَنَّا ، ضِدُّ : ضَرَرْنَا

ভালোবাসা : محبة

প্রিয়ভাজন হওয়া : حَسًّا (ন, ض)

(স.ক) حَسَّا : প্রিয় হওয়া। ভালোবাসা।

(ض) حُبًّا (إِنْعَادًا) إِحْبَابًا - فَلَا تَأْكُلُوا
 هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي فِيهَا آفٌ لَكُمْ وَلَيْسَ فِيهَا بَرٌّ لَكُمْ

أَحَبُّ الزَّرْعِ : الفسلة আসা :

(تَفْعِيل) تَعْبِيًّا : প্রিয় করা । প্রিয় পাত্র বানানো ।

আন্তরিক হওয়া ও ভালোবাসা : **تَفَعَّلَ - تَعَبُّبًا - إِلَيْهِ**
প্রকাশ করা।

(اِسْتِغَاثًا) : استیغاثاً : ভালো মনে করা, প্রাধান্য দেওয়া।

(تَفَاعُلٌ) تَعَابُيًّا : পরস্পরে ভালোবাসা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي

مَادَّةُ : (ح - ب - ب) ، جِنْسُ : مُضَاعَفٌ

مَرَادِفُ : مَوَدَّةٌ ، ضِدُّ : بُغْضٌ

(ج) أَجْمَعِينَ (أَجْمَعُونَ) : (و) أَجْمَعُ : সমস্ত, সকল।

تایید বুঝবার জন্য ব্যবহৃত শব্দ ।

فِي الْقُرْآنِ : تَوَرَّكَ لِنَسْتَلْهُمْ أَجْمَعِينَ

مَادَّةُ : (ج-م-ع) , جنس : صَحِيح

مُرَادُفٌ : جَمِيعًا / كَلًّا , ضِدٌّ : بَعْضٌ

কল : সবকিছু :

কূল শব্দটি যার দিকে إِضَافَةٌ হয় তার সকল أَفْرَادُ বুঝানোর

জন্য অথবা তার সকল أَجْزَاءُ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

যেমন- كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ

এর সাথে ৮ যুক্ত হয় তখন ব্যাপকতা বুঝানোর জন্য ظَرْفٌ

أَفْكَلًا জা-কম-রসূল- কখনো হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

كُنْهًا বাক্যের تَكْيِيدُ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে

কখনো কোনো গুণের পূর্ণতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

যেমন- هَوَ الْعَالَمِ كُلِّ الْعَالِمِ

فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شَيْءٌ : (ج) أَشْيَاءُ (জ) أَشْيَاءُ, أَشَارَاتٌ, أَشْيَاءُ

বস্তু, এমন জিনিস, যার সম্পর্কে : أَشَارَةٌ, أَشْيَاءُ

জানা যায় বা অবহিত করা যায়, অস্তিত্ব সম্পন্ন বস্তু।

شَاءَ (ف) شَيْئًا , مَشِئَةً , مَشَائِئَةً : ইচ্ছা করা

- عَلَى الْأَمْرِ : উদ্ভুক্ত করা

فِي الْقُرْآنِ : وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

مَادَّةُ : (শ-য-০) , جنس : مُرَكَّبٌ (أَجَوَفٌ يَأْتِي مَبْهُرًا لَمْ)

مُرَادُفٌ : مُوجُودٌ / جَوْهَرٌ , ضِدٌّ : مُعْدُومٌ

সক্ষম : পূর্ণ সক্ষম। সামর্থ্যবান :

(ض, ن, س) قَدْرًا , قُدْرَةً , مُقَدِّرَةً : সক্ষম হওয়া।

- أَلَيَّرَ عَلَيْهِ : জীবনোপকরণ ত্রাস করে দেওয়া।

- عَلَى عِيَالِهِ : কার্পণ্য করা।

تَفْعِيلٌ تَفْعِيلًا : পরিমাণ নির্ধারণ করা।

শক্তিশালী করে দেওয়া। সামর্থ্যবান করে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مَادَّةُ : (ق-দ-০) , جنس : صَحِيح

مُرَادُفٌ : مَسْمُوكٌ , ضِدٌّ : عَاجِزٌ

অসহায়, সাড়া।

দেওয়া কবুল করা। ডাকে সাড়া দেওয়া।

উত্তর দেওয়া।

(ن) جَوِيَ : কর্তন করা।

- أَلْيَلًا : সফর করা। দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো।

- أَلْغِيَرُ أَلْيَلًا : প্রসারিত হওয়া।

একে অপরের উত্তর দেওয়া। পরস্পর (تَفَاعَلٌ) جَوِيَ :

কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلْيَبِ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

مَادَّةُ : (ج-০-ব) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوِي

مُرَادُفٌ : أَلْقَبُولُ , ضِدٌّ : أَلْرَدُّ

জবাব (ج) جُدَّاءُ : উপযুক্ত, যথাযোগ্য।

যথাযোগ্য হওয়া, উপযুক্ত হওয়া।

(س) جَدَّرًا : গুটি বসন্ত বা জল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হওয়া।

গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

(إِنْعَالٌ) إِجْدَارًا-التَّيْبِتُ : মাথা তুলে দাঁড়ানো।

গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগ দেখা দেওয়া।

গুটিবসন্ত বা জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি।

مَادَّةُ : (ج-দ-০) , جنس : صَحِيح

مُرَادُفٌ : لَاتِقٌ , ضِدٌّ : نَاقِصٌ

وَبَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدَجَرَى بِبَعْضِ أُنْدِيَةِ الْأَدَبِ
الَّذِي رَكَدَتْ فِي هَذَا الْعَصْرِ رِيحَهُ،

অনুবাদ : হামদ ও সালাতের পর বক্তব্য এই যে, কোন এক সাহিত্য মজলিসে আলোচনা উঠল- যে সাহিত্যবিদ্যার বায়ু বর্তমান যুগে থেমে গেছে।

শাখিক অনুবাদ : وَبَعْدُ এবং [হামদ ও সালাতের] পর جَرَى আলোচনা উঠল أُنْدِيَةِ الْأَدَبِ কোনো এক সাহিত্য মজলিসে رَكَدَتْ فِي هَذَا الْعَصْرِ তার বায়ু থেমে গেছে وَبَعْدُ

শব্দ বিশ্লেষণ

পূর্ব, অতঃপর। بَعْدُ

بَعْدُ -এর مُضَافٌ إِلَيْهِ এখানে حَذْوُفٌ مُثَرَوٍ হয়েছে। এ কারণে بَعْدُ মানে- بَعْدُ الْعَمْدِ وَالْقَوْلِ

فِي الْقُرْآنِ : لِلَّذِي الْأَمْرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدُ
مَادَّة : (প. ১-২), جنس : صَحِيح
مُرَادِف : عَقِيبٌ / غَيْبٌ ، ضِد : قَبْل
فَائِدَة :

فَائِدَة : -এর تَوَهُّمٌ أَمَّا مَتَهُ কারও মতে فَاءُ এখানে : فَائِدَة এসেছে। অর্থাৎ প্রায় স্থানে যেহেতু بَعْدُ -এর সাথে أَمَّا -এর উল্লেখ থাকে তাই এখানে أَمَّا -এর উল্লেখ না থাকলেও أَمَّا আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কেউ বলেন যে, এখানে أَمَّا উহা আছে, সে ভিত্তিতে এখানে فاءُ আনা হয়েছে। কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য অভিমত নয়। কেননা যেখানে فاءُ -এর পরে تَمَّ , أَمْرٌ থাকে। অথচ এখানে তা হয় নি। অতএব সঠিক অভিমত এই যে, এখানে فاءُ কে طَرْفٌ -এর হুলাভিষিক্ত গণ্য করে فاءُ ব্যবহার করা হয়েছে।

قَدْ جَرَى : [আলোচনা] উঠেছে। চালু হয়েছে।

(ض) جَرَى، جَرَتْ، جَرَاتٌ : কোনো কাজ, প্রবাহিত হওয়া। কোনো কাজ, কথা বা আলোচনা চলা। আলোচনা উঠা।
(إفعال) إِجْرَاءً، (تفعیل) تَجْرِیةً : প্রবাহিত করা, চালানো, চালু করা।

فِي الْقُرْآنِ : فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ
مَادَّة : (ج. ১-২), جنس : ناقصٌ مَبْنِي
مُرَادِف : صَدَرَ / مَرَّ ، ضِد : رَكَدَتْ

بَعْضٌ : (ج) أَبْعَاضٌ : অংশ। কতিপয়। কিছু। কেউ কেউ : بَعْضٌ শব্দটি যখন مُفْرَدٌ -এর দিকে إِصْطَافٌ হয় তখন সাধারণত সেই مُفْرَدٌ -এর অংশ বিশেষ উদ্দেশ্য হয়। আর যখন جَمْعٌ -এর দিকে إِصْطَافٌ হয় তখন সেই جَمْعٌ থেকে একটি বা কতিপয় উদ্দেশ্য হয়। কখনও بَعْضُ الشَّيْءِ দ্বারা পূর্ণ বস্তু বুঝানো হয়। যেমন- يَصِيبُكُمْ بَعْضٌ -এর মধ্যে বুঝানো হয়েছে। কারও কারও মতে, كُلٌّ ও بَعْضٌ -এর পূর্বে যুক্ত হওয়া ফাসাহাতের পরিপন্থী।

(ف) بَعْضٌ : কর্তন করা।

(س) بَعْضٌ -الْمَكَانِ : কোনো স্থানে মশার বেশি উপদ্রব হওয়া।
أَبْعَضُ الْمَكَانِ : মশার বেশি উপদ্রব হওয়া।
(تفعیل) تَبْعِضٌ : পৃথক পৃথক করা।
(تفعیل) تَبْعِضٌ : বিভক্ত হওয়া।
أَبْعُوضٌ : মশা।
بَعُوضَةٌ : একটি মশা।

মশা যেহেতু প্রাণীর গায়ে হল গড়ে দেয়, যা কর্তন করার নামান্তর, তাই মশাকে بَعُوضٌ বলা হয়।

মাদ্দে : (প. ১-২), جنس : صَحِيح
مُرَادِف : شَرٌّ / أَوَى ، ضِد : كَلِمٌ
فِي الْقُرْآنِ : أَوْلَيْكَ بِبَعْضِهِمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ
(ج) أُنْدِيَّةٌ، أُنْدَاءٌ، تَوَادٍ، (و) تَادٍ أَوْ تَدِيٌّ : মজলিস, সভা।
(ن) تَدَوُّوا - الْقَوْمُ : মজলিসে উপস্থিত হওয়া,
- الْقَوْمُ : মজলিসে সমবেদ করা।

(স) تَدَى، تَدَاوَى، تَذَوَى : সিক্ত হওয়া।

- فُلَانٌ : দান-দক্ষিণ্য করা।

- الصَّوْتُ : আওয়াজ দীর্ঘ ও উচ্চ হওয়া।

تَادَى فُلَانٌ : ডাকা। উচ্চঃস্বরে চিৎকার করা।

(اِفْتِعَالٌ) اِسْتَدَاءٌ - اِسْتَوْمٌ : সমাবেশে একত্র হওয়া।

اَلْمَسْتَدَى : মজলিস।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَاتَوْنَ فِى تَادِيكُمْ الْمُنْكَرُ

مَادَهُ : (ন. দ. যি) , جَس : নَاقِصٌ يَأْنِي

مَرَادٌ : مَجَالِسٌ , ضِدٌ : وَحْدَةٌ

اَلْاَدَبُ : (জ) اَدَابٌ : সাহিত্য। শিষ্টাচার।

(ক) اَدَبًا : সাহিত্যিক হওয়া।

اَدَبٌ : (জ) اَدَبًا : সাহিত্যিক।

(ض) اَدَبًا : অতিথ্যেতার জন্য খাবারের আয়োজন করা।

আতিথ্যেতা গ্রহণের জন্য আহবান করা।

اَدَبٌ (تَفْعِيلٌ) تَادِيًا : অদ্যাদবির।

জন্য সাজা দেওয়া।

(تَفْعَلٌ) تَادِيًا , (اِسْتِفْعَالٌ) اِسْتَدَاءًا : শিষ্টাচার গ্রহণ করা।

فِي الْحَدِيثِ : اَدْبَيْتُ رَبِّي فَاحْسَنَ تَادِيِي

رَكَدَتْ : থেমে গেছে।

(ن) رُكُوْدًا : থিরা হওয়া। থেমে যাওয়া।

رَاكِدٌ : বন্ধ পানি, অপ্রবাহিত পানি।

فِي الْقُرْآنِ : اِنْ يَسَاءَ يَسْكُنِ الرِّيحُ فَيُظِلُّنَّ رَوَاكِدَ

تَلَى ظُهُرِهِ

مَادَهُ : (র. ক. দ) , جَس : صَحِيحٌ

مَرَادٌ : سَكَنَتْ , ضِدٌ : جَرَتْ

العَصْرُ : (জ) عَصُورٌ , اَعْصَارٌ , اَعَصَرَ , عَصَرَ (জ) , اَعَاَصِرُ :

সময়, কাল, যুগ। দিনের শেষ অংশ [সূর্য রক্তিম হওয়া পর্যন্ত]

নিংড়ানো।

(اِنْفَعِيلٌ) تَعَصِيْرًا : বারবার নিংড়ানো।

(اِنْفَعَالٌ) اِغْتِصَارًا - اَلشَّيْءُ : নিংড়ানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْعَصْرِ , اِنْ الْاِنْسَانَ لَقِيْ حَسِرٍ

مَادَهُ : (এ. স. র) , جَس : صَحِيحٌ

مَرَادٌ : زَمَانٌ/دَهْرٌ , ضِدٌ : مَكَانٌ

رِيحٌ : (জ) رِيْحٌ , اَرْوَاحٌ , اَرْبَاحٌ (জ) , اَرَايِيحٌ :

বায়ু, বাতাস, বিজয়।

(ن) رَوَاحًا : সন্ধ্যা বেলায় ভ্রমণ করা। [যে কোনো সময়] ভ্রমণ করা।

(ن) رَوَاحًا , رَوْحًا - اِلْبَلُّ : সন্ধ্যাকালে গোয়াল ঘরে ফেরা।

(اِنْفَعَالٌ) اَلْبَلُّ - اِرَاْحَةً : সন্ধ্যাবেলায় গোয়াল ঘরে নিয়ে আসা।

- فُلَانًا : শাস্তি দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَوَّيْرٍ عَاتِيَةٍ

مَادَهُ : (র. যি. জ) , جَس : اَجْوَفٌ يَأْنِي

مَرَادٌ : هَوَاءٌ , ضِدٌ : تَارٌ

وَحَبَّتْ مَصَابِيحَهُ، ذَكَرَ الْمَقَامَاتِ الَّتِي
اِسْتَدْعَاهَا بِذِيْعِ الزَّمَانِ، وَعَلَامَةُ هَمْدَانِ رَحِمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى.

অনুবাদ : এবং যার প্রদীপ নিতে গেছে- সেই
মাকামাতের আলোচনা উঠল, যা যুগের অনুপম ব্যক্তি
হামাদানের শ্রেষ্ঠ আলিম (আবুল ফযল আহমদ ইবনে
হসাইন (র.)) উদ্ভাবন করেছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَحَبَّتْ : এবং নিতে গেছে مَصَابِيحَهُ যার প্রদীপ الْمَقَامَاتِ মাকামাতের আলোচনা
الَّتِي যা উদ্ভাবন করেছেন هَمْدَانِ হামাদানের শ্রেষ্ঠ আলিম بِذِيْعِ الزَّمَانِ যুগের অনুপম ব্যক্তি
اِسْتَدْعَاهَا তা আলা তার প্রতি অনুরোধ বর্ষণ করুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

حَبَّتْ : নিতে গেছে।

(ن) حَبَّرَ، حُبَّرَ : নিতে যাওয়া। স্তিমিত হয়ে যাওয়া।

- الْحَرَبَ : যুদ্ধ থেমে যাওয়া।

(إِفْعَالٌ) إَغْيَا - النَّارَ : নিভিয়ে দেওয়া।

أَخْبَى وَخَسَى وَتَخَسَّى وَاسْتَخَسَى - الْغَيَا : তাঁর স্থাপন করা।

إِسْتَجَبَى - الْغَيَا : তাহুতে প্রবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَاوَاهُمْ جَهَنَّمَ، كُلَّمَا حَبَّتْ زُؤَانُهُمْ سَعِيرًا

مَادَهُ : (خ. ব. ও) جَنَسَ : ناقص وَاوِي

مُرَادٌ : طَفِقَتْ، ضَدَّ : أَضَاءَتْ

(ج) مَصَابِيحُ، (و) مَصْبَاحٌ : প্রদীপ, বাতি, ল্যাম্প।

(ف) صَبَحًا، صَبَاحًا : সকালে আসা। সকালের মদ পান করানো।

- الْقَوْمَ : সকাল বেলায় আক্রমণ করা।

- عَنِ الْحَقِّ : প্রকাশ করা।

(س) صَبَحًا، صَبَحَةً : উজ্জ্বল হওয়া। আলোকিত হওয়া।

(ك) صَبَاحَةً : উজ্জ্বল হওয়া। সুন্দর ও কাঙ্ক্ষনীয় হওয়া।

صَبِيحٌ (ج) صَبَاحٌ : উজ্জ্বল, সুন্দর।

(إِفْعَالٌ) إِضْبَاحًا : প্রভাতে উপনীত হওয়া। ভোররাতে

জমাত হওয়া।

- السَّرَاجَ : প্রদীপ জ্বালানো।

- الْحَقُّ : সত্য প্রকাশ পাওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَصَبَّيْعًا : প্রভাতে আসা। সকালের শরাব

পান করানো।

- الْقَوْمَ : সকাল বেলায় আক্রমণ করা।

- فَلَانًا : সকালের অভিবাদন পেশ করা।

- اللَّهُ يَحْكُمُ : প্রভাত কল্যাণময় করা।

(تَفَعَّلَ) تَصَبَّيْعًا : সকালে শয়ন করা, সকালে নাস্তা করা।

- يَمَ : সকালে সান্ধ্য করা।

(إِفْعَالٌ) إِضْبَاحًا : সকালের মদ পান করা। প্রদীপ জ্বালানো।

(إِسْتِفْعَالٌ) إِسْتِضْبَاحًا : প্রদীপ জ্বালানো।

(تَفَاعُلٌ) تَصَابُحًا : কৃত্রিমভাবে সুন্দর সাজা।

فِي الْقُرْآنِ : وَرَبَّتْ السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحِ

مَادَهُ : (ص. ব. ও) جَنَسَ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : سَرَجٌ، ضَدَّ : وَظَلَمَ

ذَكَرَ : আলোচনা, স্মরণ।

(ن) ذَكَرًا، ذَكَرًا : স্মরণ করা। বিবৃতি করা।

- النَّبِيَّةَ : কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

(إِفْعَالٌ) إِذْكَرًا - الْحَقَّ عَلَيْهِ : করো সামনে সত্য প্রকাশ করা।

- فَلَانًا الشَّيْ : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

بِالنِّسْبَةِ : পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়া। পুরুষের সাদৃশ্য

ধারণ করা

(مَعَالَفَةٌ) مَنَازَرَةً : পরস্পরে আলোচনা করা।

(تَفْعِيلٌ) تَذْكِيرًا - الْكَلِمَةَ : পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করা।

- النَّاسَ : উপদেশ দেওয়া।

- فَلَانًا الشَّيْ : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

স্মরণ করা : (الْفَنَى) : تَذَكَّرَ - الْفَنَى :
 মুখস্থ করার জন্য অধ্যয়ন করা : اِسْتَذَكَّرَ الْكِتَابَ :
 স্মৃতিশক্তি : اِلْتِذَاكَ :
 স্মরণ : স্মারক : শিক্ষা গ্রহণের : تَذَاكِرُ (ج) :
 উপকরণ : টিকিট :
 فِي الْقُرْآنِ : اَوْعَيْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ
 مَادَّةُ : (ذ.ك.ر) , جِنْسُ : صَحِيحُ
 مُرَادِفُ : بَيَانُ , ضِدُّ : نَشَى
 মজলিস : জমায়ত : (و) مَقَامَةٌ :
 বক্তৃতা : অভিভাষণ :
 دَاذَانُو : دَاذَانُوْر جَايْغَا : مَقَامُ :
 দাঁড়ানো : (ن) قَوْمًا , قَوْمَةٌ , قِيَامًا , قَامَةً :
 মধ্যাহ্ন হওয়া : مِيزَانُ النَّهَارِ :
 তারসাম্যপূর্ণ হওয়া : الْأَمْرُ :
 জমে যাওয়া : اَلْتَمَّ :
 দায়িত্ব সম্পাদন করা : بِأَلَامَرٍ :
 সত্য প্রকাশ পাওয়া ও বিজয়ী হওয়া : اَلْحَقَّ :
 থেমে যাওয়া : تَبَيَّهَ دَابَّتَهُ :
 চালু হওয়া : ت السُّوقُ :
 فِي الْقُرْآنِ : مَا يَكُنْ إِلَّا كَمَا مَقَامُ مَعْلُومٍ / وَلَيْسَ خَاتَمُ
 مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّاتٍ
 مَادَّةُ : (ن.و.م) , جِنْسُ : أَجَوَفٌ وَادِي
 مُرَادِفُ : مَجْلِسُ , ضِدُّ : خَلَوٌ
 উদ্ভাবন করল/ করেছে : اِبْتَدَعَ :
 উদ্ভাবন করা, আবিষ্কার করা : اِبتِدَاعًا :
 আবিষ্কার করা : পূর্বদৃষ্টান্ত ছাড়া কোনো জিনিস : (ف) بَدْعًا :
 তৈরি করা : উদ্ভাবন করা :
 অস্তিত্ব হওয়া : অপূর্ব হওয়া : অনুপম হওয়া : (ك) بَدَاعَةٌ , بَدُوْعًا :
 অনুপম বস্তু উপস্থাপন করা বা পেশ করা : اِبْتِدَاعًا :
 বিদ্যাত্মক কাজ করা :

কোনো নজিরের অনুকরণ ব্যতিরেকে কোনো : اَلْفَنَى :
 বস্তু তৈরি করা :
 অভিনব : অপূর্ব : অনুপম : অবিদ্যায় : يَنْبَغُ :
 الْقُرْآنُ : رُفْعَانِيَّةٌ اِبْتَدَعُوْهَا عَلَيْهِمْ
 (প.দ.এ) , جِنْسُ : صَحِيحُ
 رَدِّ : اِخْتَرَعَ , ضِدُّ : تَصَنَعَ
 بَيْعُ الزَّمَانِ :
 আবুল ফযল আহমদ ইবনে হুসাইন হামাদানীর উপাধি :
 সমকালীন আরবি ভাষার স্বনামধন্য পণ্ডিত ও অগ্রদূত
 সাহিত্যিক এবং আরবি সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ
 اَلْمَدِينَةُ -এর লেখক : ৩৯৩ হিজরি সনে তিনি ইয়েক
 করেন : বিস্তারিত পরিচয় ভূমিকা দ্রষ্টব্য :
 زَمَانُ : (ج) اَزْمَنَ , اَزْمَنَةً :
 কাল, যুগ, সময় :
 কারো মতে, দুইমাস থেকে ছয়মাস পর্যন্ত সময়কে
 হয় এবং অফুরন্ত কালকে دَهْرٌ বলা হয় :
 بَنَى السَّنَةَ : বছরের ঋতু চতুষ্টয় : গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত, হেমন্ত :
 اِبْتَدَعَ اِزْمَانًا - يَأْتِيكَانِ : কোনো স্থানে কিছুকাল :
 অবস্থান করা :
 اَلْفَنَى : দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া :
 اَوَامَةً , زَمَنَةً , زَمَانَةً : দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকা, অধিক :
 বয়স অথবা দীর্ঘ অসুস্থতার দরুন দুর্বল হওয়া : হাত বা
 নিক্রিয় হয়ে যাওয়া :
 اِلْتِذَاكَ : لَا يَأْتِي عَلَى كَيْفِ زَمَانٍ إِلَّا الَّذِي يَبْعُدُهُ عَنْ مَنَّهُ
 (ن.و.م) , جِنْسُ : صَحِيحُ
 رَدِّ : وَقْتُ / عَصْرٌ , ضِدُّ : مَكَانٌ
 عَلَمَةٌ : (ج) عَلَامُونَ : বিজ্ঞ আলেম, বিদগ্ধ পণ্ডিত,
 শ্রেষ্ঠ আলেম :
 عَلَمًا : জানা : চেনা : উপলব্ধি করা :
 - الْأَمْرُ : সুদৃঢ় করা :
 - عَلَمًا : উপরের ঠোঁট কাটা হওয়া :

<p>(إِنْعَمَ) - عَلَامًا - فُلَانًا النَّعَمَ وَهْمٌ : অবহিত করা। (تَفْعِيلٌ) تَعْلِيمًا، عَلَامًا - فُلَانًا الشَّيْءُ : শিক্ষা দেওয়া। لَهُ عَلَامَةٌ : কারও অবগতির জন্য কোনো বিশেষ চিহ্ন নির্ধারণ করা। الثَّوْبُ : কাপড়ে কারুকাজ করা। - الشَّيْءُ وَعَلَيْهِ : চিহ্নিত করা। (تَفْعِيلٌ) تَعْلِيمًا : শেখা। - الْآمَرُ : সুদৃঢ় করা। (إِنْعَمَ) - عَلَامًا - النَّاءُ : প্রবাহিত হওয়া। - الشَّيْءُ : জানা। - الْبَرَقَ : বিদ্যুত চমকানো। (تَفَاعُلٌ) تَعَالَمًا - الْقَوْمَ الشَّيْءُ : জানা।</p>	<p>(إِنْعَمَ) - عَلَامًا - النَّاءُ : জানতে চাওয়া। فِي الْقُرْآنِ : قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَادَّةُ : (ع. ل. م.) ، جَسَدٌ : صَبِيح مَرَاوِدُ : وَابِعُ الْعِلْمِ ، ضِدُّ : جَاهِلٌ هَمْدَانُ : - هَمْدَانُ : ইরানের একটি শহরের নাম। এটাকে হমদান বলা হয়। رَجَمَ : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। - اللُّهُ : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। تَعَالَى (تَفَاعُلٌ) تَعَالَى : উচু হওয়া, সমুচ্চ হওয়া। فِي الْقُرْآنِ : سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ : এতদংশশ্রুতি আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

১. এ শহরটি ইরানের বুরাসান প্রদেশে অবস্থিত। আদ্রামা হামাবী বলেন, হামাদান/হামাবান ও আসফাহান দুই ভাই ছিলেন। দু'জনে দুটি শহর নির্মাণ করেন। বর্তমান ইরানের ইসফাহান ও হামাদান নামক শহর দুটি তাদের নামেই পরিচিত। হামাদান শহরটি হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) ২৪ হিজরিতে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর শাহাদাতের ছয়মাস পর জয় করেন। হামাদানের ঠাণ্ডা বেশ প্রশ্রিত। কবিশাপ হামাদানের ঠাণ্ডা নিয়ে বেশ অতিরঞ্জন করে কবিতা রচনা করেছেন। কেউ বলেছেন, হামাদানের ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতার আশ্রয় ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কবি আবু সারাহ বলেন :

النَّارُ فِي هَمْدَانَ بَيْرُهُ حَرُّهَا
 وَالْبَرْدُ فِي هَمْدَانَ دَاءُ مَسْفِيْمٍ
 وَالْفَقْرُ يَكْتُمُ فِي بِلَادِ غَيْرِهَا
 وَالْفَقْرُ فِي هَمْدَانَ مَالًا يَكْتُمُ

কিছু ঠাণ্ডা শব্দেও হামাদান শহরটি অত্যন্ত সজীব সুন্দর। সেখানকার জমি ও পর্বতমালা সবুজ-শ্যামল ও দৃষ্টিনন্দন। আদ্রামা বান্দীউবহামান এখনকারই অধিবাসী ছিলেন।

وَعَزَا إِلَى أَبِي الْفَتْحِ الْإِسْكَانْدَرِيَّ نَشَاتَهَا،
وَالِىَ عَيْسَى بْنِ هِشَامٍ رَوَاتَهَا، وَكِلَاهُمَا
مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ، وَنِكَرَةٌ لَا تَعْرَفُ.

অনুবাদ : এবং তার রচনা আবুল ফাতহ ইসকান্দরী নামে এবং বর্ণনা ইসা ইবনে হিশামের নামে উপস্থাপন করেছেন। অথচ তারা উভয়জন এমন অজ্ঞাত ব্যক্তি, যাদের চেনা যায় না এবং এমন অপরিচিত ব্যক্তি, যাদের পরিচয় পাওয়া যায় না।

শাস্তিক অনুবাদ : وَعَزَا এবং উপস্থাপন করেছেন إِلَى أَبِي الْفَتْحِ الْإِسْكَانْدَرِيَّ আবুল ফাতহ ইসকান্দারীর নামে نَشَاتَهَا তার রচনা وَكِلَاهُمَا এবং ইসা ইবনে হিশামের নামে رَوَاتَهَا তার বর্ণনা অথচ তারা উভয়জন مَجْهُولٌ অজ্ঞাত ব্যক্তি لَا يُعْرَفُ চেনা যায় না এবং অপরিচিত ব্যক্তি لَا تَعْرَفُ পরিচয় পাওয়া যায় না।

শব্দ-বিশ্লেষণ

عَزَا : নিসবত/উপস্থাপন করেছেন।
(ض) عَزَى (ن) عَزَا : কারো প্রতি কিছু নেসবত করা। কারো : عَزَا (ن) عَزَا : কারো নামে কিছু উপস্থাপন করা।
নামে কিছু চালিয়ে দেওয়া। কারো নামে কিছু উপস্থাপন করা।

(س) عَزَا : বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা।
(تَعْيِيل) تَعَزَّى : সাবুনা দেওয়া, কারো মৃত্যুতে শোক
প্রকাশ করা।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ رَجُلًا اعْتَزَى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ.

مَادَّ : (ع-ز-و- / -ع-ز-ي) جُنْس : تَقِيص
مُرَادِي : تَسَبَّ، ضَنْد : كَذَبَ عَلَيْهِ.

أَبُو الْفَتْحِ الْإِسْكَانْدَرِيَّ : বদীউ'য-যামান হামাদানীর
মাকামাত নামক গল্পসমূহের কল্পিত নায়কের নাম।

نَشَاةٌ : রচনা, সৃষ্টি।

(ف) نَشَأَ، تَفَرَّأَ، تَشَأَ، تَشَاءَ، تَشَاءَ : সৃষ্টি হওয়া, তৈরি : تَشَاءَ
হওয়া। নতুন হওয়া।

الْعَمِي : যৌবনপ্রাপ্ত হওয়া ও বড় হওয়া।

الشَّعْرُ عَنْ غَيْرِهِ : অনুগ্রহণ করা।

(إِنْعَال) إِنَشَأَ : সৃষ্টি করা। তৈরি করা।

الْحَدِيثُ أَوْ الْكَلَامُ : রচনা করা।

الدَّار : নির্মাণ করা।

الشَّاعِرُ قَصِيدَةً أَوْ الْكَاتِبُ مَقَالَةً : রচনা করা।

(تَنْبِيل) تَنْشَنَ - اللَّصِي : লালন-পালন করা।
بِالْقُرْآنِ : وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاةَ الْآخَرَى
مَادَّ : (ن-শ-) : جُنْس : مَهْمُزٌ لَا م
مُرَادِي : صَنَعَ، ضَنْد : هَدَمَ

عَيْسَى ابْنُ هِشَامٍ : বদীউ'য-যামান হামাদানী কৃত :
মাকামাত নামক গল্পসমূহের কল্পিত বর্ণনাকারীর নাম।

رَوَاةٌ : এ শব্দগুলোর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
كِلَاهُمَا : (كِلَا) مَضَائِي، مَضَا : مَضَا إِلَيْهِ

كِلَا পুংলিঙ্গের জন্য এবং كِلَا স্ত্রীলিঙ্গের জন্য। এদুটি
শব্দ শব্দগত দিক থেকে مُرَادٌ এবং অর্থগত দিক থেকে
تَفْيِيَةٌ। এখানে শব্দের দিকে লক্ষ্য করে خَيْرٌ মুস্তরাদ
ব্যবহার করা হয়েছে। كِلَا ও كِلَا কখনও কখনও
تَمَانٍ -এর দিকে এবং কখনও تَمِينٌ -এর দিকে
كِلَاهُمَا, كِلَاهُمَا, كِلَا الصَّحِيفَتَيْنِ, -যেমন-
كِلَا الرَّجُلَيْنِ।

مَجْهُولٌ : (ج) مَجَامِيلٌ : অজ্ঞাত।
مَجْمَلٌ (ج) مَجْمَلٌ, مَجْمَلٌ, مَجْمَلٌ, مَجْمَلٌ, مَجْمَلٌ :
অজ্ঞ, মূর্খ, অশিক্ষিত।

(س) مَجْمَلٌ : রক্ষ ও রুঢ় আচরণ করা।

الشَّيْ : না জানা, না চেনা।

الْعَقْرُ : অধিকার খর্ব করা, হক নষ্ট করা।

কাউকে মূর্খ বলা। মূর্খ সাব্যস্ত করা। : فَلَانًا - تَجْهِيلًا
মূর্খতা প্রকাশ করা। মূর্খতার জান করা। : تَجَاهُلًا
মূর্খতা। বর্বরতা। প্রাক ইসলামি যুগ। প্রতিমা : التَّجَاهِلِيَّةُ
পূজার যুগ।

জহল তিন ধরনের :

১. عَدَمُ الْعِلْمِ : অজ্ঞতা।

২. اِعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ : অবাস্তব বিশ্বাস।

৩. الْعَمَلُ عَلَى خِلَافِ عِلْمِهِ : জ্ঞানের বিপরীত কর্ম।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهْلُولًا / وَإِذَا خَاطَبَهُمُ
الْبَاحِلُونَ قَالُوا سَلَاً .

مَادَّةُ : (ج. هـ. ل) , جِنْسُ : صَحِيح
مُرَادُفُ : أَحْجَبِي , ضِدُّ : مَعْلُومٌ

لَا يُعْرَفُ : চেনা যায় না।

(ض) عِرْفَةٌ , عِرْقَانًا , مَعْرِفَةٌ : জানা, চেনা।

- بِالذَّنْبِ : স্বীকার করা।

(ك) عَرَأْفَةٌ : কোনো বিষয়ে অবগত হওয়া। তত্ত্বাবধায়ক হওয়া।

(تَفْعِيلُ) تَعْرِيفًا - اَلْعَجَاجُ : আরাফার ময়দানে অবস্থান করা।

- عَلَيْهِمْ عَرِيْفًا : কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা জানার জন্য।

তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা।

(اِفْتِخَالُ) اِغْتِرَافًا - بِالشَّيْءِ : স্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَخْرُوجَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ

مَادَّةُ : (ع. ر. ف) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : يَعْتَرِفُ , ضِدُّ : يَجْهَلُ

نَكِيرَةٌ : অনির্দিষ্ট, অপরিচিত।

(س) نَكْرًا , نَكْرًا : না চেনা।

লাইসের মতে, نَكْرٌ থেকে نَهَى -أَمْرٌ , مَضَارِعُ , نَهَى থেকে نَكْرٌ, লাইসের মতে, ব্যবহার হয় না।

(ك) نَكَارَةٌ : শক্ত ও কঠোর হওয়া, অপরিচিত হওয়া।

(اِفْتِخَالُ) اِغْتِرَافًا : না চেনা।

- حَقَّةُ : অধিকার অস্বীকার করা।

- عَلَى فُلَانٍ فِعْلُهُ : কারো কোনো কাজ অপছন্দ করা এবং :

কাজটি করতে বারণ করা।

(تَفْعِيلُ) تَنْكِيرًا - الشَّيْءُ : এক্ষেপে পরিবর্তন করে দেওয়া,

যাতে চেনা না যায়। نَكْرَةٌ বানানো।

فِي الْقُرْآنِ : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا تَكْرًا .

مَادَّةُ : (ن. ك. ر) , جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُفُ : جِهَالَةٌ , ضِدُّ : مَعْرِفَةٌ

لَا تَتَعَرَّفُ : পরিচয় পাওয়া যায় না।

تَعَرَّفَ (تَفْعِيلُ) تَعَرَّفُ : পরিচয় হওয়া। নিজের পরিচয়

দেওয়া। পরিচয় পাওয়া। এতদংশষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فَأَشَارَ مَنْ إشارَتَهُ حُكْمٌ، وَطَاعَتُهُ غَنَمٌ،
إِلَى أَنْ أُنْشِيَ مَقَامَاتٍ أَتَلَوْ فِيهَا تِلْوُ
الْبَيْدِيعِ، وَأَنْ لَمْ يُدْرِكِ الظَّالِعُ شَأْوَ الصَّلِيلِ .

অনুবাদ : অতঃপর যার ইঙ্গিত নির্দেশ জুলায় এবং কণ
আনুগত্য সৌভাগ্য স্বরূপ তিনি আমাকে একরূপ করেকটি
মাকামা রচনা করতে ইঙ্গিত করলেন, যেগুলোতে আমি
বকীউ'য-যামান হামাদানীর পদাঙ্ক অনুসরণ করি, যদিও
খৌড়া ষাড়া শক্তিশালী অস্ত্রের গতিময়তা লাভ করতে
পারে না।

শাস্তিক অনুবাদ : فَأَنزَلَ أَتَاقُপৰ ইঙ্গিত কৰলেন مِّنْ إِسْرَارُহ য়াৰ ইঙ্গিত حَكْمٌ নিৰ্দেশ তুল্য وَعَاقِبَةُ এবং য়াৰ আশুগতা نَهْأ সৌভাগ্য স্বৰূপ أَن نَسِيْهُ إِلَىٰ رِচনা কৰতে مَقَامَاتٍ একপ কয়েকটি মাকামা أَنزَلُو আমি পদাঙ্ক অনুসৰণ কৰি نَهْأ যেতলোতে اَلْمُبِيْعِ বদীউজ্জামান হামাদানীৰ পদাঙ্ক يَذَرِكُ যদি লাভ কৰতে পাৰে না الطَّالِعِ ষোড়া ষাঁড় نَزَلَ শক্তিশালী অশ্বৰ গতিময়তা।

শব্দ বিশ্লেষণ

أشار : তিনি ইঙ্গিত করলেন।

إِنْفَعَالٌ إِشَارَةٌ - إِلَيْهِ بِبَيْدِهِ : اِسْتِثْنَاءٌ

কোনো কাজ করতে উপদেশ দেওয়া : **عَلَيْهِ بِكَذَا** :
পরামর্শ দেওয়া ।

শাওর - فِى الْأَمْرِ : কারো পরামর্শ চাওয়া, মতামত চাওয়া ।
تَشَاوَرَ - الْقَوْمُ : পরস্পরে পরামর্শ করা ।

কোনো বিষয়ে কারো কাছে : **إِسْتَشَارَ - فَلَا فَا فِي كَذَا :**
পরামর্শ চাওয়া।

এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কারো মতে খলিফা : (اِسْمُ مَوْصُول) মুসতারশিদ বিদ্বাহর মন্ত্রী শরফুদ্দীন আবু নাসর আনোশেরওয়ানি ইবনে খালিদ ইবনে মুহাম্মদ আল-কাশানী। কারো মতে মুসতারশিদ বিদ্বাহর মন্ত্রী জালালুদ্দীন আমীদুদ্দৌলা আবু আলী আল-হাজন ইবনে আবুল ইয্য। এছাড়া অন্যান্য মতামতও রয়েছে।
এজন্য জমিকা দুটাই

কোনো কিছুকে হাত বা অন্য কিছুর ইঙ্গিত দ্বারা নির্দিষ্ট : **إِشَارَةٌ**
করা। ইঙ্গিত, ইশারা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ
فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

مَادَّةٌ : (ش. و. ر.) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَارِيٌّ

مُرَادِف : تَلْوِيح ، ضَد : تَصْرِيح

حُكْم : (ج) أَحْكَام : ۱۔ حکم، নির্দেশ

এখানে **حَكَم** মানে **كَعَم** অর্থাৎ, নির্দেশতুল্য।

(ن) حُكْمًا، حُكْمَةٌ - لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، أَوْ بَيْنَهُمْ :

ফয়সালা করা, রাই প্রদান করা। নির্দেশ দেওয়া।

(ক) مُكْتَبًا : বিজ্ঞ হওয়া।

مَجْرُوتٌ كَرًّا، دُفِرَ كَرًّا : اِنْقَالَ اِحْكَامًا - اَلشَّيْءُ :

حَاكِمٌ - إِلَى الْحَاكِمِ : ফয়সালার আবেদন নিয়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ

مَادَّةُ: (ح. ك. م) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِن : أَمْرٌ ، ضِدُّ : نَهْيٌ

طاعة : ۱. انوگত্য

আনুগত্য করা : طوعاً (ف, ن) طوعاً

طائع : (ج) طوع : अनुगत ।

আনুকূল্য ও আনুগত্য করা : إطاعة، طاعة :

انفاعة مطاوعة، (تفعيل) تطويعاً، (انفعال)

अनुगत इत्या, अनुगत करी : مطابعا
 निरुक्ता अत्रकसाधा इत्या : طاعة له المبدأ

বাদ্যকারী । স্বচ্ছাসেবক । : نَسَفٌ، مَقْدٌ

দ ইত্যাদি কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দানকারী : مُطْعَمَةٌ , مُطْعَمَةٌ

দল, স্বৈচ্ছাসেবক দল।

পান্না, সক্ষম হওয়া : اِسْتِطَاعَةٌ

يس القرآن : قُلْ لَا تَقْسِمُوا، طَاعَةً مَعْرُوفَةً، إِنَّ اللَّهَ

فَجَبْرِي مَا تَعْمَلُونَ

جنس : اجوف
برادین : اذقہ کادک

নাম : কল্লবিহীন সাফল্য

অন্যাস লব্ধ সম্পদ, গনিয়ত । কষ্টবিহীন সাফল্য : ع

[এখানে] সৌভাগ্য ।

۱۱۱

সফল হওয়া। বিনিয়ম ব্যতিরেকে লাভ করা। মুদের মান বাড়ানো।

فَذَاكِرْتُهُ بِمَا قَبِلَ فَبِمَنْ أَلْفَ بَيْنَ
كَلِمَتَيْنِ، وَنَظَمَ بَيْتًا أَوْ بَيْتَيْنِ، وَاسْتَقَلْتُ
مِنْ هَذَا الْمَقَامِ، الَّذِي فِيهِ يَحَارُ الْفَهْمُ،
وَيَفْرُطُ الْوَهْمُ.

অনুবাদ : সুতরাং আমি তাঁকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে
উত্থাপিত মন্তব্য স্বরণ করিয়ে দিলাম, যে দুটি
মাঝে জোড়া দেয় এবং একটি শ্লোক অথবা দুটি
রচনা করে। আমি সেই স্থান থেকে অব্যাহতি চাইলাম,
যেখানে বোধশক্তি বিভ্রান্ত হয় এবং ধারণা মাত্রাচ্যুত হয়

শাব্দিক অনুবাদ : সুতরাং আমি তাকে স্বরণ করিয়ে দিলাম সে ব্যক্তি সম্পর্কে উত্থাপিত মন্তব্য
কোনো বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা : مُذَاكِرَةٌ : দুটি শব্দের মাঝে এবং রচনা করে : بَيْتًا একটি শ্লোক অথবা
করা। আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
দুটি শব্দের মাঝে : بَيْنَ : দুটি
আমি অব্যাহতি চাইলাম : مِنْ هَذَا الْمَقَامِ : সেই স্থান থেকে
যেখানে : الَّذِي فِيهِ : বিভ্রান্ত হয় : يَحَارُ : বোধশক্তি
এবং মাত্রাচ্যুত হয় : وَيَفْرُطُ : এবং ধারণা

শব্দ বিশ্লেষণ

ذَاكِرْتُ : আমি স্বরণ করিয়ে দিলাম।

مُذَاكِرَةٌ : (مُذَاكِرَةٌ) আলোচনা : কোনো বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা :
করা। আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

بَيْنَ الْقُرْآنِ : (بَيْنَ الْقُرْآنِ) : দুটি শব্দের মাঝে

مَادَهُ : (مَادَهُ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مُرَادُفٌ : (مُرَادُفٌ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

أَلْفٌ : (أَلْفٌ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

সংকলন করা। একত্র করা, জোড়া : (تَفْعِيلٌ) :
দেওয়া। এক হাজার পূর্ণ করা।

কাজকে এক হাজার মুদ্রা দেওয়া। : (ض) : أَلْفًا - فُلَانًا

আজরিক হওয়া, ভালোবাসা। : (س) : أَلْفًا، أَلْفًا، أَلْفًا

بَيْنَ الْقُرْآنِ : (بَيْنَ الْقُرْآنِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مَادَهُ : (مَادَهُ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مُرَادُفٌ : (مُرَادُفٌ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

كَلِمَتَيْنِ : (كَلِمَتَيْنِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

শব্দ, কথা। : (كَلِمَةً) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

أَخْبَارًا : (أَخْبَارًا) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

بَيْنَ الْقُرْآنِ : (بَيْنَ الْقُرْآنِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مَادَهُ : (مَادَهُ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مُرَادُفٌ : (مُرَادُفٌ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

نَظَمَ : (نَظَمَ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

أَخْبَارًا : (أَخْبَارًا) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

الْمُلُوكُ : (الْمُلُوكُ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

السُّعْرُ : (السُّعْرُ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

إِلَى الشُّعْرِ : (إِلَى الشُّعْرِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

أَلْفًا : (أَلْفًا) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

إِنْشِئَالًا : (إِنْشِئَالًا) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

إِلَى الْعَوِيْثِ : (إِلَى الْعَوِيْثِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مَادَهُ : (مَادَهُ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مُرَادُفٌ : (مُرَادُفٌ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

بَيْتٌ : (بَيْتٌ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

দুই পঙ্ক্তির সমষ্টি। আবাসস্থল, গৃহ।

কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট শোলক, যে শ্লোকটিতে

কবি তার আসল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

بَيْتُ اللَّهِ : (بَيْتُ اللَّهِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

بَيْتُ الرَّجُلِ : (بَيْتُ الرَّجُلِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

রাখি যাপন করা। : (ض) : بَيْتُكَ

بَيْنَ الْقُرْآنِ : (بَيْنَ الْقُرْآنِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

بَيْنَ الْعَوِيْثِ : (بَيْنَ الْعَوِيْثِ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مَادَهُ : (مَادَهُ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

مُرَادُفٌ : (مُرَادُفٌ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

بَيْتٌ : (بَيْتٌ) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

শ্লোক, বয়ান, গৃহ : (بَيْتًا) : (অ. ক. র.) : জিন্স : صَحِيح

আমি অব্যাহতি চাইলাম : (س) : اسْتَقْلْتُ

কৃত ক্রয়-বিক্রয় ডল করতে চাওয়া। : (س) : اسْتَقْلْتُ

কারো নিকট ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করতে আবেদন করা। : (س) : اسْتَقْلْتُ

(إِقْعَال) إِقَاعَةٌ : বেচা-কেনা ভঙ্গ করা : ।

কমা করা : ।

অব্যাহতি দেওয়া : ।

(ض) قَبِلًا، قَبِلْتُهُ، مَبِيْلًا، (تَفْعُل) تَقْبِيْلًا : বিশ্বাস করা ।

فِي الْحَدِيثِ : فَاسْتَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْأَبْيَضُ مِنْ أَقَالِ نَادِمًا أَقَالَهَ اللَّهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ .

مَاَدَه : (ق-ي-ل) . جَنَس : اجَوَفَ يَأْنِس .

مُرَاوَف : اسْتَعْفَيْتُ، جُنْد : اسْتَعْمَلْتُ

الْمَقَام : (ج) مَقَامَات : দাঁড়াবার জায়গা, দাঁড়ানো, অবস্থান : ।

হল, অবস্থান : ।

فِي الْقُرْآنِ : وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

مَاَدَه : (ق-و-م) . جَنَس : اجَوَفَ رَاوَى

مُرَاوَف : مَوْفِقٌ، جُنْد : مَجْلِسٌ

يَعَارُ : ।

(س) خَبِرًا، خَبَرًا، خَبَرًا، حَبِرًا : হতভম্ব হওয়া ।

অধির : ।

ও বিচলিত হওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া ।

النَّاء : -

حَبِرَ (تَفْعِيل) تَحْبِيرًا : পেরেশানীতে ফেলে দেওয়া ।

(تَفْعُل) تَعْبِيرًا، (اسْتِفْعَال) اسْتِعَارَةً : পেরেশানীতে পতিত : ।

হওয়া । অস্থির হওয়া, হতবুদ্ধি হওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : تَدْعُ الْعَلِيمَ مِنْهُمْ حَبِرًا

مَاَدَه : (ح-ي-ر) . جَنَس : اجَوَفَ

مُرَاوَف : يَهْتُ، جُنْد : يَرْسُ

الْفَهْم : (ج) أَهْلَاهُمْ : বোধশক্তি : ।

(س) قَهْمًا، قَهْمًا، قَهْمًا، قَهْمًا : বুঝা, উপলব্ধি করা : ।

قَهْمًا وَأَهْمًا : বুঝানো : ।

تَفْعُلَ الْكَلَام : কিছু কিছু করে বুঝা : ।

تَفْعُلَ الْقَوْم : একে অপর থেকে বুঝে নেওয়া : ।

اسْتَفْهَمَ الْأَمْر : কারও নিকট কিছু বুঝতে চাওয়া ।

قَهْم : প্রখর মেধাধারী : ।

قَهْم : (ج) قَهْمًا : বুদ্ধিমান, বোদ্ধা : ।

قَهْمًا : অধিক বোদ্ধা ব্যক্তি : ।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامًا قَهْلًا

مَاَدَه : (ب-و-م) . جَنَس : صَحِيح

مُرَاوَف : الْقَهْل : অল্পবুদ্ধি : ।

يَفْرَطُ : মাত্রাচ্যুত হয় : ।

(ن) فَرَطًا : অগ্রসর হওয়া, অগ্রণী হওয়া : ।

فَرَطُ (ن) فَرَطًا - فِي الْأَمْرِ : [কোনো কাজে] ত্রুটি করা : ।

كোনো কথা না বুঝে বলে ফেলা : মুখ ফসকে : مِنْهُ الْقَوْلُ

কোনো কথা বের হয়ে যাওয়া : ।

عَلَيْهِ فِي الْقَوْل : অগ্রিম মন্তব্য করা এবং মাত্রা লঙ্ঘন করা : ।

إِلَى رَسُولًا : দূত প্রেরণ করা : ।

مَاَدَه : فِي الشَّيْء : ছুটে যাওয়া, ফুটত হয়ে যাওয়া : ।

(تَفْعِيل) تَفْرِيطًا - الشَّيْءُ وَفِي الشَّيْء : নষ্ট করা : ।

فِي الشَّيْء : ত্রুটি করা : ।

(إِعْمَال) إِفْرَاطًا : সীমালঙ্ঘন করা : ।

رَسُولًا : দূত প্রেরণ করা : ।

الْأَمْر : ভুলে যাওয়া, ছেড়ে দেওয়া : ।

فِي الْقُرْآنِ : رَمَّا إِنَّا تَغَابَ أَنْ يَفْرَطَ عَلَيْنَا

مَاَدَه : (ف-ر-ط) . جَنَس : صَحِيح

مُرَاوَف : يَسِيْقُ، جُنْد : يَخْلُفُ .

الْوَهْم : (ج) أَوْهَامٌ، وَهْمٌ، وَهْمٌ : ধারণা, কল্পনা, সন্দেহ : ।

لَا وَهْمَ مِنْ كَذَا : এছাড়া কোনো উপায় নেই : ।

وَاهِمَةً : কল্পনাক্রিয় : ।

(ض) وَهْمًا : ধারণা করা, কল্পনা করা : ।

(س) وَهْمًا : ভুল করা, ভুলে যাওয়া : ।

(تَفْعِيل) تَوَهْمًا - : ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দেওয়া : ।

(إِعْمَال) إِهْمًا : ভুল ধারণায় পতিত হওয়া : ।

ভুল ধারণার মধ্যে ফেলে দেওয়া : ।

فَلَا يَكْذًا : অপবাদ দেওয়া, খারাপ ধারণা করা : ।

كَذَا مِنَ الْوَهْم : ভুল করা : ।

فِي الْحَدِيثِ : مَا وَهَمْتُ وَلَا سَيِّئْتُ

مَاَدَه : (و-ه-م) . جَنَس : مِثَال

مُرَاوَف : الظَّن، جُنْد : الْيَقِيْن

বালাগাত

قَوْلُهُ : نَظَّمَ بَيِّنًا :

مُنْتَبِهٌ بِمَنْشُورٍ : উল্লিখিত বাক্যে যিনি কে মালার সাথে দিয়ে

কে উল্লেখ এবং কে মুন্তেহা কে হযেছে : সুতরাং

এখানে ইস্তিয়ারে মুন্তেহা হয়েছে : আর মালার জন্য

[পাঠা] ইস্তিয়ারে মুন্তেহা হয়েছে : এর মধ্যে মুন্তেহা লাওম

وَنُسَبِّرُ غُرُورَ الْعَقْلِ، وَتَتَبَّعُ قِيَمَةَ الْمَرْءِ
فِي الْفَضْلِ، وَيُظْطَرُّ صَاحِبُهُ.

অনুবাদ : আর জ্ঞানের গভীরতা অনুমিত হয়
গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে মানুষের মূল্যমান প্রকাশ পায়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَنُسَبِّرُ আর গভীরতা অনুমিত হয় غُرُورُ জ্ঞানের গভীরতা تَتَبَّعُ প্রকাশ পায়
مَرْءُ মানুষের মূল্যমান فِي الْفَضْلِ গুণ-গরিমার ক্ষেত্রে وَيُظْطَرُّ এবং বাধ্য হয় صَاحِبُهُ এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

গভীরতা অনুমিত হয় : نُسَبِّرُ

(إِفْعَال) إِسْبَارًا، (اسْتِفْعَال) اسْتِبَارًا، الْجَرْحُ أَوْ الْبَرُّ أَوْ الْمَاءُ :

গভীরতা অনুমান করা।

পরীক্ষা করে দেখা। যাচাই করা, নিরীক্ষণ করা। - الْأَمْرُ :

এই বিয়াবানের প্রশস্ততা অনুমান করা : هَذِهِ مَفَازَةٌ لَا تُسَبَّرُ :
যায় না।

نُسَبِّرُ وَمُسَبَّرًا، (ج) مَسَائِرُ، مَسَائِرُ، سَبَّارٌ (ج) سُبُرُ :

যার সাহায্যে অনুমান বা নিরীক্ষণ করা হয়।

فِي حَدِيثِ الْفَارِ : قَالَ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو
بَكْرٍ : لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى تُسَبِّرَهُ قَبْلَكَ .

مَادَّةُ : (س. ب. ر.) ، جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : يُسْتَعْنَى، جُنْدٌ : يُطْلَقُ

غُرُورٌ : (ج) أَغْوَارٌ، غَيْرَانٌ : গভীরতা, নীচু ভূমি, গর্ত, গুহা।

فَلَانٌ يَعْقِدُ الْغُورَ : অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ।

عَرَفْتُ غُورَ الْمَسْئَلَةِ : আমি বিষয়টির তাৎপর্য বুঝে নিয়েছি।

(ن) غُورًا : নিচের দিকে আসা।

- النَّهَارُ : প্রাচ্য গরম হওয়া।

- الْعَيْنُ : সন্ধান করা, খোঁজ করা।

- بِنَ الْعَيْنِ : চোখ দেবে যাওয়া।

- الْمَاءُ : পানি পাতালে নেমে যাওয়া।

(إِفْعَال) إِغَارَةٌ - عَلَيْهِمْ : আক্রমণ করা, লুটতরাজ করা।

পানি পাতালে নেমে যাওয়া : تَفَعَّلَ تَغْوِيرًا - الْمَاءُ :

- فَلَانٌ : নিচের দিকে আসা।

- الْفَرَسُ : দ্রুত চলা। দৌড়ানো।

- فِي الْأَرْضِ : গমন করা, সফর করা।

- الْقَوْمَ وَيَوْمَ وَالْيَوْمِ : সাহায্য দানের জন্য গমন করা।

কতিপয় কতিপয়ের : الْقَوْمُ - غَرَارًا - الْغَرَامُ

উপর আক্রমণ করল।

- الْعَدُوُّ الْقَوْمُ : আক্রমণ করা।

وَالْفَرَانِ : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاكُمْ غُورًا .

نُ : (غ. و. ر.) ، جُنْسٌ : أَجَوُّ وَأَوْقَى

بُرْنٌ : عَمَقٌ ، جُنْدٌ : طُهُورٌ

فَعْلٌ : (ج) عَقُولٌ : বিবেক। জ্ঞান। বুদ্ধি। রত্নপণ, দিয়াত।

يَا غُلًّا، عُقُولًا - إِلَيْهِ : আশ্রয় নেওয়া।

- الْمَصَارِعُ خَصْنَةً : আছাড় দেওয়া।

- غُلًّا : তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

- الْغَلَامُ : জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, বুদ্ধিমান হওয়া।

- الشُّنْ : বুঝা।

- الْغَيْبِلُ : রত্নপণ পরিশোধ করা।

- الْيُمَيْرُ : রান ও পা মিলিয়ে বাঁধা।

وَالْفَرَانِ : وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

نُ : (غ. ق. ل.) ، جُنْسٌ : صَحِيحٌ

بُرْنٌ : الْقَهْمُ ، جُنْدٌ : الْعَمَقُ

نُسَبِّرُ : প্রকাশ পায়।

فَعْلٌ تَبَيَّنَ - الشُّنْ : সুশ্পষ্ট হওয়া।

- الشُّنْ : সুশ্পষ্ট করা। চিন্তা-ভাবনা করা।

এতদসংশ্লিষ্ট আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

وَالْفَرَانِ : تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ النَّصِيِّ

نُ : (أ. ب. ي. ن.) ، جُنْسٌ : أَجَوُّ وَأَوْقَى

بُرْنٌ : طُهُورٌ ، جُنْدٌ : عَمَقٌ

قَبِيْمَةً : (ج) قِيَمَ : মূল্য, দর, মূল্যমান, দাম।

فِي الْحَدِيثِ : فَقَضَى يَقْبِيْمَةُ الْجَارِيَةِ الْمَبْنُوتِ

مَادَهُ : (ق-و-م) , جِنْس : أَجَوِفٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : ثَمَنٌ , ضَدٌّ : سِلْعَةٌ

الْحِرَّةُ (مَثَلَةُ الْيَمِينِ) (ج) رِجَالٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ) :

পুরুষ, মানব, মানুষ [ব্যাপক অর্থে]।

فَمَزَّةٌ -এর শুরুতে وَلَمْ যুক্ত না হলে তখন

فَمَزَّةُ الرَّصْلِ যুক্ত হয়। যেমন : إِمْرُؤُ . শুরুতে

যুক্ত হলে তখন শব্দটিকে তিন রকম পড়া যায়-

১. সর্বদা , হরফে فَتَحَهُ সহকারে।

২. সর্বদা , হরফে ضَمَّهُ সহকারে।

৩. শেষ হরফের হরকত অর্থাৎ اَعْرَابٍ অনুসারে।

الْمَرْأَةُ : الْمَرْءُ : (ج) رِجَالٌ , نِسَاءٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا) :

নারী, রমণী। মানবী।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

مَادَهُ : (م-র-এ) , جِنْس : مَهْمُوزٌ

مُرَادُفٌ : رَجُلٌ , ضَدٌّ : الْمَرْأَةُ

الْفَضْلُ : গুণ-গরিমা।

(س.ك) فَضَّلًا : গুণ-গরিমার অধিকারী হওয়া।

تَنْفِيْلًا : প্রাধান্য দেওয়া।

إِفْعَالًا : কল্যাণ করা, - عَلَيْهِ :

অগ্রণী হওয়া।

অনুগ্রহ করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ يَتَغَفَرُوا فُضَّلًا مِنْ رَبِّكُمْ

مَادَهُ : (ف.ض.ل) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : مَنَقَبَةٌ , ضَدٌّ : مُدْمَةٌ

يُضْطَرُّ : বাধ্য করা হয়।

إِضْطِرَّارًا - إِلَى كَذَا : বাধ্য করা, মুখাপেক্ষী করা।

أَضْطَرَّ (مَجْهُولٌ) : বাধ্য হওয়া, অপারগ হওয়া, অনুলোপায় হওয়া।

(ن) ضَرًا , ضَرًا - فَلَانًا وَلِفْلَانًا : ক্ষতি সাধন করা।

- إِلَى كَذَا : বাধ্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : تَمَنَّى اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْتِمَ عَلَيْهِ

مَادَهُ : (ض.ر.ر) , جِنْس : مُضَاعَفٌ

مُرَادُفٌ : يُجَبِّرُ , ضَدٌّ : يُخَيَّرُ

صَاحِبٌ : (ج) صَحَابٌ , أَصْحَابٌ , صَحَابٌ , صَحَبَةٌ ,

صُحْبَانٌ , صَحَابَةٌ , صَحَابَةٌ (ج) أَصْحَابٌ :

সাথী, বন্ধু, সঙ্গী, একসঙ্গে জীবন যাপনকারী। মালিক, অধিকারী। শিষ্য, অনুসারী।

صَاحِبَةٌ : সঙ্গিনী, স্ত্রী।

الْمَسْكِينُ : مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ

যিনি নবী ﷺ -এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে তাকে হৃদয়ে

দেখেছেন এবং মুসলমান অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন তাকে

সাহাবী বলা হয়।

فِي الْقُرْآنِ : مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

مَادَهُ : (ص.ج.ب) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : صَدِيقٌ / زَمِيلٌ , ضَدٌّ : عَدُوٌّ

إِلَى أَنْ يَكُونَ كَحَاطِبٍ لَيْلٍ، أَوْ حَالِبٍ رَجُلٍ
وَحَيْلٍ.

অনুবাদ : এবং এতদসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রাত্রিকালেঃ
সংগ্রাহকের মতো অথবা পদাতিক ও অশ্বারোহী কাহিনী
নিয়ন্ত্রকের মতো হতে বাধ্য হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : كَحَاطِبٍ لَيْلٍ হতে বাধ্য হয় রাত্রিকালের খড়ি সংগ্রাহকের মতো অথবা
নিয়ন্ত্রকের মতো وَحَيْلٍ পদাতিক وَحَيْلٍ ও অশ্বারোহী বাহিনী।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَكُونُ : হয়, হবে।

سُطِّحَ হওয়া, সংঘটিত হওয়া, كُنْتُوتُهُ :
বিদ্যমান হওয়া। হওয়া।

سُطِّحَ করা। আবিষ্কার করা। গঠন : تَكُونُ :
করা। রূপদান করা।

سُطِّحَ হওয়া। আবিষ্কৃত হওয়া। আবর্তনশীল হওয়া।

أَكْبَنَ : স্বভাব।

أَكْبَنَاتُ : সৃষ্টিজগৎ।

فِي الْفُرَانِ : فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
مَادَّة : (ক. - ও. - ন) : جَنَس : آجُوفَ وَأَوِي
مُرَادُف : يَوْسُرُ : ضِدَّ : يَعْدَمُ

حَاطِبٌ : (ج) حَطَابٌ : খড়িসংগ্রাহক, খড়িসংগ্রাহীতা।

حَطَابٌ (ض) حَطَبًا (فَعَال) لِحَطَابٍ, (إِنْفَعَال) اِحْطَابًا : খড়ি কুড়ানো,

খড়ি সংগ্রহ করা।

فِي الْفُرَانِ : وَأَمْرَاتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ
فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

مَادَّة : (ح - ط - ব) : جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : جَامِعُ : ضِدَّ : مُفَرِّقُ

حَاطِبٌ لَيْلٍ : রাত্রিকালের খড়িসংগ্রাহক।

যে ব্যক্তি আলাপ-আলোচনাকালে অর্থক ও নিরর্থক সব
রকমের কথার মিশ্রণ ঘটায় তাকেও حَاطِبٌ লَيْলٍ বলা হয়।
কেমনা রাত্রিকালের খড়িসংগ্রাহক যেমন সাপ-বিছুর দংশন
থেকে নিরাপদে থাকে না, তেমনি সে রাতের অন্ধকারে
শুকনো ও ডেজা ঘড়ির মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না।
এমনিভাবে একজন লেখকও অনেক ক্ষেত্রে তাঁর রচনায়

ভালা-মন্দ বিচার করে এবং প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয়
আলোচনাকে সঠিক তুল্যদণ্ডে মেপে বিষয়বস্তুকে সঠিক
সুন্দর করতে সক্ষম হন না।

لَيْلٍ : (ج) لَيْلٍ, لَيْلٍ, لَيْلٍ : রাত্রি, রজনী, যামিনী,
নিশা, নিশি, নিশীথ, নিশীথিনী, শরীরী, বিভাবরী, ক্ষণদ্বয়
দীর্ঘ কালো রাত্রি, لَيْلَةٌ لَيْلٍ :
অন্ধকার রাত্রি।

إِلَّا (مُفَاعَلَة) مُلَابَكَةٌ : [কাউকে] রাতের জন্য মজদুর
রাখা, অথবা এই অর্থে مُلَابَكَةٌ বলা হয়, যেমন এ
বিপরীতে - عَامِلٌ مُبَايَمَةٌ - অর্থাৎ দিনের বেলা
জন্য মজদুর রাখা।

لَيْلٍ لَيْلٍ رَأَى (إِنْفَعَال) إِلَّا لَا : রাত্রিকালে উপনীত হওয়া,
রাত্রিকালে প্রবেশ করা।

فِي الْفُرَانِ : ثُمَّ أُنْمِرُوا الصَّبَامَ إِلَى اللَّيْلِ

مَادَّة : (অ. - য. - ল) : جَنَس : آجُوفَ بَيَانِي

مُرَادُف : غَائِقُ : ضِدَّ : نَهَارُ

حَالِبٌ : যে ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিয়ে যায় বা টেনে নিয়ে যায়।
নেতা, নিয়ন্ত্রক।

حَالِبٌ : (ض) حَالِبًا, حَالِبًا : হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া।

الرَّجُلُ : যাওয়া।

النَّعْرُجُ : নিরাময় হওয়া।

النَّوْمُ : একত্র করা।

لَيْلًا : শাসনো।

لَا مَلِيَّةَ : উপার্জন করা।

عَلَى الْفَرَسِ : অশ্বচালনা করে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করা।

ভকিয়ে যাওয়া : الدَّمَّ -

হৈ চৈ করা : النَقَمَ -

একত্র হওয়া : جَلَبَ -

অপরাধ করা : عَلَبَ -

একত্র করা : اِنْعَالَ - اِجْلَبَا - النَقَمَ -

শাসনো : فَلَائِي -

উপার্জন করা : لِأَهْلِي -

অস্থচালনা করে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করা : عَلَى الْقَرْيِ -

চিৎকার করা : تَغْمِيلَ - النَقَمَ -

যাওয়া : اِنْعَالَ - اِجْلَبَا -

আনা : اِنْعَالَ - اِجْلَبَا -

কোনো কিছু লাভ করা অথবা : اِسْتِنْعَالَ - اِسْتِجْلَبَا -

কোনো বিষয়ের কার্যকারণে পরিণত হওয়া :

اَلْجَلَبُ : অপরাধ, গুনাহ।

اَلْجَلَبُ : যে মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।

فِي الْقَرْيَانِ : وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ يَحْيَىٰ وَرَجُلٌ

مَادَهُ (ج. ل. ب.) جُنْسٌ صَحِيحٌ

مُرَافِقٌ كَاسِبٌ، ضِدٌّ فَاقِدٌ

(ج) رَجُلٌ (و) رَاجِلٌ : পদচাষী, পদাতিক।

(س) رَجَلًا، رَجَلَةً : পায়ে হেঁটে চলা। পায়ে কোনো

রোগ-ব্যাদি হওয়া।

اِنْعَالَ (إِرْجَالًا -) : অবকাশ দেওয়া। পায়ে হাঁটানো।

শক্তিশালী করা : تَرَجَّلًا -

চুলে চিকুনি করা : الشَّعْرَ -

সওয়ারী থেকে নেমে পায়ে হাঁটা : تَرَجَّلًا -

পুরুশালী হওয়া : تَ الرِّاءَ -

সূর্যের প্রভাস অতিক্রম করা : الشَّمْسَ -

চুলে চিকুনি করা : الشَّعْرَ -

فِي الْقَرْيَانِ : فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

مَادَهُ (ر. ج. ل.) جُنْسٌ صَحِيحٌ

مُرَافِقٌ كَاسِبٌ، ضِدٌّ خَيْلٌ

خَيْلٌ : (ج) أَخْبَالٌ، خَيُْولٌ : অস্থপাল।

রূপক অর্থে অস্থারোহী দল বা বাহিনীকেও খইল বলা হয়।

কারো মতে, খইল শব্দটি অস্থারোহী বাহিনী অর্থে ব্যবহৃত

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দ থেকে তার কোনো

একবচন নেই। আবু উবায়দা বলেন, এর একবচন

এখানে جَالِبٌ رَجُلٌ وَخَيْلٌ দ্বারা এমন ব্যক্তি বুঝানো হয়েছে,

যে একই সময় অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন অস্থারোহী বাহিনী ও ঘীর

গতিসম্পন্ন পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব ও পারিচালনা করতে

গিয়ে হিমশিম খায় এবং সাফল্য লাভে ব্যর্থ হয়।

সে তার অস্থারোহী বাহিনী ও পদাতিক : أَنَّى يَخْبِيهِ وَرَجُلٍ

বাহিনী সহ এসেছে।

فِي الْقَرْيَانِ : وَأَجْلَبَ عَلَيْهِمْ يَحْيَىٰ وَرَجُلٌ

مَادَهُ (خ. ي. ل.) جُنْسٌ أَجْوَفُ بَيَاضٍ

مُرَافِقٌ فَارِسٌ، ضِدٌّ رَاجِلٌ

وَقَلَّمَا سَلِمَ مَكْتَارًا، أَوْ أُقْبِلَ لَهُ عَنَارًا،
فَلَمَّا لَمْ يُسَعِفْ بِإِلْقَالَةٍ، وَلَا أَعْفَى مِنَ
الْمَقَالَةِ،

অনুবাদ : আর অধিক আলাপী ব্যক্তি কমই [কুল-হু-
থেকে] নিরাপদে থাকে বা তার পদস্থলন ক্ষমা করা হয়
কিন্তু যখন তিনি [আমাকে] অব্যাহতি দিয়ে সাহা-
য্য করলেন না এবং সেই উক্তি থেকে ক্ষমা করলেন না

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَلَّمَا আর কমই سَلِمَ নিরাপদে থাকে مَكْتَارًا অধিক আলাপী ব্যক্তি أَوْ أُقْبِلَ বা ক্ষমা করা হয় عَنَارًا
পদস্থলন فَلَمَّا কিন্তু যখন لَمْ يُسَعِفْ তিনি সাহায্য করলেন না بِإِلْقَالَةٍ অব্যাহতি দিয়ে أَعْفَى এবং ক্ষমা করলেন
না مِنَ الْمَقَالَةِ সেই উক্তি থেকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

কমই : قَلَّمَا

قَلَّمَا -এর ম সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে। এক অভিমত
মোতাবেক এটা قَلَّمَ। এ অভিমতটি প্রসিদ্ধ, কিন্তু দুর্বল।
কেননা، قَلَّمَ হলো হরফ। উল্লেখ্য যে, হরফ فَعَلَ -এর
ম নষ্ট করতে পারে না। দ্বিতীয় অভিমত মতে, এটা قَلَّمَ
এ অভিমতটি অধিক নির্ভরযোগ্য। قَلَّمَ কখনও
সম্পূর্ণ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, আবার কখনও স্বল্পতা
বুঝাবার জন্য আসে।

কম হওয়া : قَلَّ، قَلَّةٌ

নিম্নবিস্তৃত হওয়া : الرُّجُلُ

শরীর ক্ষীণকায় হওয়া : الجِسمُ

উচ্চ হওয়া : الشَّيْءُ

কম করা : إقْلَالَ - الشَّيْءُ

কম আনা, নিম্নবিস্তৃত হওয়া, মুখাপেক্ষী হওয়া : الرُّجُلُ

উচ্চ করা, উচ্চুত ধারণ করা : الشَّيْءُ

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيْسَ، نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ

مَادَّةُ : (ق. ل. ল.) ، جِنْسُ : مُضَاعَفٌ

مُرَادُفٌ : نَدَّرَ ، ضَدُّ : كَثُرَ

নিরাপদে রয়েছে, -থাকে : سَلِمَ

(স) سَلَامَةً، سَلَامًا

নিরাপদে থাকা : مِنْ عَيْبٍ أَوْ أَفْتٍ

মুক্তি পাওয়া : لَمْ يَمَلَّ

নিজস্ব হওয়া : سَلَّمَ

দংশন করা : (ض) سَلَّمَ - التَّجَلُّدُ

সালাম বৃক্ষের পাতা দ্বারা চামড়া দেবাগত করা : الدُّثْرُ

প্রবৃত্ত করে অবসর হওয়া এবং মজবুত করে : التَّوَلَّى

তৈরি করা।

تَقْبِيلًا تَلْبِيًا - ، وَعَلَيْهِ : سالام দেওয়া।

আপদ থেকে রক্ষা করা : مِنَ الْآفَةِ

অর্পণ করা : إِلَى فَلَانٍ

সমত হওয়া : بِالْأَمْرِ

অনুগত হওয়া : إِلَيْهِ

নিখাদ করা : الشَّيْءُ

আত্মসমর্পণ করা। অনুগত হওয়া, ইসলাম : تَسَالًا، إِسْلَامًا
গ্রহণ করা।

স্বত্বকে ছেড়ে দেওয়া : الدُّعْوُ

بِالْقُرْآنِ : وَلَمْ يَسْلَمْ مِّنْ رِّبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

مَادَّةُ : (স. ল. ম.) ، جِنْسُ : صَحِيعٌ

مُرَادُفٌ : آمِنٌ ، ضَدُّ : خَافَ

অধিক আলাপী ব্যক্তি : مَكْتَارًا (وَيَكْتُمِرُ)

অধিক হওয়া : كَثُرَ، كَثَرَةً

অধিকো অগ্রণী হওয়া : أَكْثَرًا

অধিক করা, বৃদ্ধি করা : تَكْثِيرًا

প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়া : الرُّجُلُ

বেশি করা, বেশি গণনা করা, বেশি পাওয়া : الشَّيْءُ

খেজুর গাছে অধিক ফুল আসা : التَّغْلُ

অধিকো অগ্রণী হওয়া : أَكْثَرًا

অধিক বা অধিক : أَكْثَرًا

সম্পদ নিয়ে গর্ব করা : التَّعَلُّ

পান করার জন্য অধিক পানি চাওয়া : السَّاءُ

অধিক সম্পদশালী : كَثِيرٌ

فِي الْقُرْآنِ : وَيَوْمَ حَبْنِ إِذْ أَعْمَجْتُمْ كُفْرَكُمْ

সাদ্ধ : (ক. থ. রা.) , جنس : صَحِيح

مُرَافُف : مِهْدَار , ضِد : صَمَرَتْ

أَقِيل : কমা করা হয় ।

(إِنْعَال) إِقَالَة - اللَّهُ عَثَرَك : কমা করা ।

- الْبَيْع : বেচা-কেনা ভঙ্গ করা ।

(ض) قَبَلًا , قَائِلَةً , قِيلُولَةً , (تَفْعُل) تَقِيلًا :

দুপুরের শয়ন করা ।

(تَفْعِيل) تَقِيلًا - : দুপুরের পান করানো ।

فِي الْعَوْدِ : مَنْ أَقَالَ نَادَى أَقَالَ اللَّهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ -

সাদ্ধ : (ক. থ. রা.) , جنس : أَحْوَف يَأْسِي -

مُرَافُف : فَيْح / عُفْر , ضِد : أَخَذَ

عِشَارٌ : পদস্থলন, তুল-হুটি ।

(ن, ض, س, ك) عَثَرًا , عِشِيرًا , عِشَارًا :

পড়ে যাওয়া, পদস্থলিত হওয়া ।

- الْعِرْقُ : রগ বা শিরা সম্বলিত হওয়া ।

(ن) عَثَرًا , عَثَرًا - عَلَى الْيَرِّ : গোপন তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া ।

হওয়া । চেষ্টা ব্যতিরেকে কোনো কিছু সম্পর্কে অবগত হওয়া ।

تَعْيِيرًا , إِغْفَارًا - : পদস্থলিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ عَثَرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِنَّمَا

فَأَخْرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا

সাদ্ধ : (ক. থ. রা.) , جنس : صَحِيح

مُرَافُف : الزَّلَّة , ضِد : التَّبَاكُ

لَمْ يُسْعِف : সাহায্য করলেন না ।

(إِنْعَال) إِسْمَاءًا - بِحَاجِبِهِ : কারো প্রয়োজন পূর্ণ করা ।

- عَلَى الْأَمْرِ : সাহায্য করা ।

- الشَّنْ : নিকটবর্তী হওয়া ।

- الْيَرِّ : মনোযোগ দেওয়া, ইচ্ছা করা ।

(ف) سَعَفًا - بِحَاجِبِهِ : কারও প্রয়োজন পূর্ণ করা ।

(س) سَعَفًا : নখের আশে-পাশে আবুল ফেটে যাওয়া ।

سُعِفَ الرَّجُلُ : ব্রণ বা ফোড়া উঠা ।

إِسْمَاءٌ : সাহায্য ।

إِسْمَاءٌ طَيِّبٌ : চিকিৎসা-সাহায্য, দাতব্য চিকিৎসা ।

لُجْنَةُ الْإِسْعَابِ : রিলিফ কমিটি ।

سَبَّارُ الْإِسْعَابِ : এস্তেলেক ।

سَعَفٌ : খেজুরের ডাল ।

فِي الْعِيدِ : فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا

সাদ্ধ : (স. ফ. ও.) , جنس : صَحِيح

مُرَافُف : لَمْ يَخِذْ , ضِد : لَمْ يَخِذْ

إِلْقَالَهُ (إِنْعَال) مَد : কমা করা । কমা ।

لَا أَعْفَى : কমা করলেন না ।

(إِنْعَال) إَعْفَا - اللَّهُ فُلَانًا : শান্তি দেওয়া ।

- مِنَ الْأَمْرِ : মুক্তি দেওয়া, মুক্ত করা ।

- الشُّعْرُ : চুল লম্বা হওয়ার জন্য কর্তন না করে

ছেড়ে রাখা ।

- الرَّجُلُ : অনেক সম্পাদশালী হওয়া । প্রয়োজনের

অতিরিক্ত মাল ব্যয় করা ।

- الْمَرْئِضُ : সুস্থ হওয়া ।

- الرَّجُلُ : দেওয়া ।

فُلَانًا يَحْتَقِبُ : প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করে দেওয়া ।

(ن) عَثَرًا - عَنْهُ وَلَهُ ذَنْبُهُ وَعَنْ ذَنْبِهِ : কমা করা ।

- عَنِ الشَّيْءِ : বিরত থাকা ।

- الشَّنْ : বুদ্ধি করা ।

- عَلَيْهِ فِي الْعِلْمِ : অগ্রণী হওয়া ।

- الْأَمْرُ أَوْ الْمَنْزِلُ : নিশ্চয় হয়ে যাওয়া ।

- أَمْرُ فُلَانٍ : বিনষ্ট হয়ে যাওয়া, মরে যাওয়া ।

عَثَا (ض) عَثَفًا , (ن) عَثَرًا - الشُّعْرُ : চুল লম্বা

হওয়ার জন্য কর্তন না করে ছেড়ে রাখা ।

(تَفْعِيل) تَعْيِفَةً : চুল লম্বা হওয়া ও বুদ্ধি পাওয়া ।

- الرِّيحُ الْمَنْزِلُ : নিশ্চয় করে দেওয়া ।

(مُعَاوَلَة) مُعَاوَاةٌ , عَفَاً , عَافِيَةً - اللَّهُ : আরোগ্য

দান করা ।

فِي الْقُرْآنِ : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ / فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ

يَعْفُو عَنْهُمْ -

সাদ্ধ : (ক. থ. ও.) , جنس : نَاقِص وَآوِي

مُرَافُف : خَلَصَ / مَرَّ , ضِد : وَطَفَ / شَغَلَ

الْمَقَالَةُ : (ج) مَقَالَةٌ : প্রবন্ধ, নিবন্ধ, উক্তি, বক্তব্য ।

لَبَّيْتُ دَعْوَتَهُ تَلْبِيَةَ الْمُطِيعِ، وَبَدَلْتُ فِي
مُطَاوَعَتِهِ جُهْدَ الْمُسْتَطِيعِ، وَأَنْشَأْتُ عَلَى
مَا أَعَانِيهِ مِنْ قَرِيحَةٍ جَامِدَةٍ،

অনুবাদ : তখন আমি অনুগত ব্যক্তির ডাকে সাড়া
দেওয়ার ন্যায় তাঁর ডাকে সাড়া দিলাম এবং সক্ষম ব্যক্তির
ন্যায় তাঁর আনুগত্যে শক্তি ব্যয় করলাম এবং আমি রচনা
করলাম কষ্টের স্বীকার হওয়া সত্ত্বেও স্থবির স্বভাব।

শাব্দিক অনুবাদ : লَبَّيْتُ আমি সাড়া দিলাম। دَعْوَتَهُ তাঁর ডাকে। تَلْبِيَةَ الْمُطِيعِ অনুগত ব্যক্তির সাড়া দেওয়ার ন্যায়।
وَبَدَلْتُ এবং ব্যয় করলাম। جُهْدَ مُطَاوَعَتِهِ তার আনুগত্যে শক্তি ব্যয় করলাম। وَأَنْشَأْتُ এবং আমি
রচনা করলাম। مَا أَعَانِيهِ কষ্টের শিকার হওয়া সত্ত্বেও স্থবির স্বভাব।

শব্দ বিশ্লেষণ

লَبَّيْتُ : আমি সাড়া দিলাম।
(تَفْعِيل) تَلْبِيَةً - الرَّجُلُ :
দেওয়া।
(س) لَبَّيًّا - مِنَ الطَّعَامِ :
(ن) لَبَّيًّا، لَبَّيًّا، (إِفْعَال) لَبَّيًّا - بِالْمَكَانِ :
স্থায়ীভাবে থাকা। আঁকড়ে থাকা।
কারণে মতে, لَبَّيْتُ মূলত لَبَّ থেকে নির্গত। এ
কারণে লَبَّ -এর তাহকীক প্রদত্ত হলো।

فِي الْحَدِيثِ : مَالِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يَلْبُونَ
مَادَّة : (ل. ب. ي) ، جَنَسٌ : نَاقِصٌ يَأْتِي
مُرَادُفٌ : أَجَبْتُ ، ضِدٌّ : أَنْكَرْتُ
ডাক, আহবান, দাওয়াত।

(ن) دَعَاءٌ ، دَعْوَى ، دَعْوَةٌ :
দাবি করা।
(إِسْتِفْعَال) اسْتَدْعَاءٌ :
দাওয়া, প্রার্থনা করা, চাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : أَجَبْتُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
مَادَّة : (د - ع - و) ، جَنَسٌ : نَاقِصٌ وَآوَى
مُرَادُفٌ : نَدَا ، ضِدٌّ : مَنَعَ
تَلْبِيَةً : -এর তাহকীক দৃষ্টব্য।

الْمُطِيعُ (نَا، مَذ، مَص) : إِطَاعَةٌ - (إِفْعَال) :
অনুগত।
(إِفْعَال) إِطَاعَةٌ ، طَاعَةٌ - :
অনুগত হওয়া। আনুগত্য করা।
- الشَّيْءُ :
ফল পাকা।

- لَمْ يَلْعَنِي :
চারপাশে প্রশংসা হওয়া।
(ن. ب) طَرَفًا ، (إِتْفَاعًا) انْطِبَاحًا - :
অনুগত হওয়া।
يَبْدُلْتُ :
আমি ব্যয় করলাম।
بَدَلًا (ن. ض) بَدَلًا الشَّيْءِ :
দেওয়া। বিনিময় করা। দান করা।
ব্যয় করা।

- نَفْسُهُ دُونَ أَوْ عَنْ نَفْسِهِ :
কারণে অগ্রাধিকার সহযোগিতা করা।
- جَبَدَ :
শ্রম ব্যয় করা। পুরোপুরি চেষ্টা করা।
- الثَّوْبُ :
নিত্য ব্যবহার করা।
(إِفْعَال) انْثَبَالَ - الثَّوْبُ :
নিত্য ব্যবহার করা।
فِي الْحَدِيثِ : وَلَكِنْهُمْ بَدَلُوهُ لِأَهْلِ الدِّيَارِ
مَادَّة : (ب - ذ - ل) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : صَرَفْتُ ، ضِدٌّ : قَبَضْتُ
আনুগত্য।
مُطَاوَعَةٌ :
(مُفَاعَلَةٌ) مُطَاوَعَةٌ ، طَوَاعَةٌ - فِيهِ وَعَلَيْهِ :
আনুগত্য করা।
(تَفْعِيل) طَوِيعًا - لَهُ تَسَعُّدٌ :
আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

جَهْدٌ : مَجْهُودٌ ، جَهْدٌ :
শ্রম, শক্তি, সামর্থ্য, কষ্ট।
فَلَا يَبْدُلُ جَهْدًا وَمَجْهُودًا :
অমুক তার শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করল।
(ف) جَهْدًا - فِي الْأَمْرِ :
অনেক চেষ্টা করা।

- بِالرَّجُلِ :
পরীক্ষা করা।
- الْمَرَضُ :
দুর্বল করে দেওয়া।
- اللَّبَنُ :
সম্পূর্ণ মাখন বের করে নেওয়া।
- اللَّبَنُ :
খেতে আগ্রহ করা।
- الدَّابَّةُ :
সামর্থ্যের অধিক বোঝা দেওয়া।
(إِفْعَال) أَجْهَدًا - الطَّعَامُ :
খেতে আগ্রহ করা।
- الدَّابَّةُ :
সামর্থ্যের অধিক বোঝা দেওয়া।

- فِي الْأَمْرِ :
সতর্কতা অবলম্বন করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جَهْدَهُمْ وَجَاهِدُوا فِي
اللَّهِ مَعَ جِهَادٍ -
مَادَّة : (ج - ه - د) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : الطَّاقَةُ ، ضِدٌّ : الْعَجْزُ

أَلَمْ نَسْطِيعُ (না, مذ, ص: اسْتَطَاعَ, اسْتَطَاعَ) :

সক্ষম, সমর্থ।

اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَ - الْأَمْرُ :। সক্তি রাখা। সমর্থ্য রাখা।
কখনো। - اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَ - اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَ :।

فِي الْقُرْآنِ : أَعَدَّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
مَادَّة : (ط. و. ج.) : جَسَدٌ : أَجْوَدَ رَأَى
مُرَافِقٌ : الْقَادِرُ : جَدُّ : الْعَاجِزُ :

আরো তাহকীক ইত্যপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

أَنْشَأَتْ : আমি রচনা করলাম :

(أَفْعَالٌ) : رَحَنَ : الْكَوَلَمُ :। রচনা করা।

اللهُ الشَّيْءُ :। সৃষ্টি করা।

نَشَأَ (ف) : وَنَشَأَ (و) : نَشَأَ : نَشَأَ : نَشَأَ : نَشَأَ :

নতুন করে পয়দা হওয়া, জীবিত হওয়া। : الشَّيْءُ :

যৌবনে উপনীত হওয়া। : الطِّفْلِ -

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

عَلَى مَا : হরফটি বাংলায় বিভিন্ন ধরনের অর্থ।

প্রকাশ করে। যেমন - عَلَى أَنْ : এতদসত্ত্বেও, এছাড়াও,

উপরস্থ, অধিকস্থ।

أَعَانِي : আমি কষ্টের শিকার হই। :

(مُعَانَعَةٌ) : مُعَانَعَةٌ : কষ্টের শিকার হওয়া, কষ্ট সহ্য করা।

الْمَرْءُ : الْمَرْءُ :। মাল হেফাজত করা।

فُلَانًا : [বিপরীত] খাতিরদারি করা। :

الْمَرْءُ : الْمَرْءُ :। দুঃখ-বেদনায় পেয়ে বসা।

(ن) : عَنَّا : عَنَّا :। নত ও বিনীত হওয়া।

عَلَيْهِ الْأَمْرُ :। কঠিন হওয়া।

الْأَمْرُ :। চিন্তায় ফেলে দেওয়া।

ت الْأَمْرُ يُفْلَان :। অবতীর্ণ হওয়া, চেপে পড়া।

(ن) : عَنَّا : الْكَتَابُ :। শিরোনাম লেখা। চিঠিতে ঠিকানা লেখা।

(ن) : عَنَّا :। জোরপূর্বক নিয়ে নেওয়া। সন্ধির মাধ্যমে নেওয়া।

(ن) : عَنَّا :। বকী হওয়া।

(ض) : عَنَّا :। অবতীর্ণ হওয়া।

فِيهِ الْكُلُّ :। উপকারী হওয়া।

(ض) : عَنَّا : عَنَّا : بِكَ فَكَ كَذَا :। উদ্দেশ্য করা,

অর্থ নেওয়া।

اللهُ عَنَّا :। হেফাজত করা।

فِي الْقُرْآنِ : عَنَّتِ الرُّوحُ لِلْمَرْءِ :।

فِي الْحَدِيثِ : مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْينُهُ :

مَادَّة : (ع. ن. ي. ع. ن. و.) : جَسَدٌ : نَاقِصٌ بَائِسٌ :।

مُرَادٌ : أَفْسَى : جَدُّ : أَنْفَرُ

যে কোনো বস্তুর প্রথম। কৃপ থেকে : قَرَبَةُ : (ج) : قَرَبَةُ :।

প্রথমবারের তোলা পানি।

قَرَبَةُ الْإِنْسَانِ :। স্বভাব, ভাব।

قَرَبَةُ الشَّاعِرِ أَوْ الْكَاتِبِ :। এরূপ ভাবশক্তি, যা লেখক বা

কবির উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ক্রিয়ামূলক হয়।

(ف) : قَرَبًا :। জখম করা, আহত করা।

قَرَحَ (س) : قَرَحًا : (ف) : قَرُوحًا : قَرَا - الْفَرَسُ :। ঘোড়া

পঞ্চবর্ষীয় হওয়া।

قَرَحَ (ف) : قَرُوحًا : قَرَا - الْفَرَسُ :। উষ্ট্রার গর্ভ প্রকাশ পাওয়া।

(س) : قَرَحًا :। ফোঁড়া হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) : تَقَرَّحًا :। জখম করা, আহত করা।

(أَفْعَالٌ) : اقْتَرَحًا :। নির্বাচন করা, বাছাই করা। উদ্ভাবন করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ مَسَّكُمْ قَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرَحٌ مِنْهُ :

মাদ্দে : (ق. ن. و. ج.) : جَسَدٌ : صَبِيعٌ

مُرَافِقٌ : طَبِيعَةٌ : جَدُّ : عَقْلٌ

জামিদ : (ج) : جَوَامِدٌ :। স্থির, স্থান, স্থির, নিশ্চল। জমাট।

(ن) : جَدًا : جَمُودًا :। স্থির হয়ে যাওয়া, জমে যাওয়া, শক্ত হওয়া।

الْذَّمُّ :। শুকিয়ে যাওয়া।

تَبَذَ :। কার্পণ্য করা, কৃপণ হওয়া।

تَبَعَثَ :। অশু বন্ধ হয়ে যাওয়া।

(أَفْعَالٌ) : اجْمَادًا :। কৃপণ হওয়া।

اجْمَدَ وَجَمَدَ :। জমানো, শক্ত করা।

جَمَدَ : جَمَدَ :। জমে যাওয়া পানি, বরফ।

جَمَدَ : جَمَدَ :। শক্ত ও উঁচু ভূমি।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمَادًا :

মাদ্দে : (ج. م. د.) : جَسَدٌ : صَبِيعٌ

مُرَادٌ : رَاسِخَةٌ : جَدُّ : ذَابِئَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَنْشَأَتْ عَلَى مَا أَعَانِيهِ الْخ :

এখানে : وَأَنْشَأَتْ عَلَى : ফেলে, যমীর ফায়েল।

أَعَانِيهِ : بَيَّانٌ : مِنْ قَرَبَةٍ الْخ :। এবং : مَا :।

ফেলে, ফায়েল, মাফউল মিলে : جَمَدَ فَعْلِيَّةٌ :।

অন্তঃপদ : مَرْصُولٌ : এবং : وَ :।

হয়েছে। তারপর : جَارٌ : এবং : مَجْرُورٌ :।

সাথে মুতাআদ্রিক হয়েছে।

وَفِطْنَةً خَامِدَةً، وَرَوِيَةً نَاصِبَةً، وَهُمُومٌ
نَاصِبَةٌ.

অনুবাদ : নিবত্ত মেধা, গুরু চিন্তা এবং ক্রান্তিকর
দুঃখ-বেদনার শিকার হওয়া সম্বন্ধেও

শাব্দিক অনুবাদ : فِطْنَةٌ মেধা خَامِدَةٌ নিবত্ত رَوِيَّةٌ চিন্তা نَاصِبَةٌ গুরু দুঃখ-বেদনা ক্রান্তিকর।

শব্দ বিশ্লেষণ

فِطْنَةٌ : (ج) فِطْنٌ :
فُطِنَ، فُطْنٌ، فُطْرُنَ، فُطِينٌ، فَاطِنٌ، فُطِرَ (ج) فُطْنٌ، فُطْنٌ :
চতুর, বুদ্ধিমান।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝা। উপলব্ধি করা। অভিজ্ঞ হওয়া।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

فُطِنَ (ن, ك, س) فُطْنًا، فُطْنًا :
বুঝানো।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
চিন্তা-ভাবনা। মনন। প্রয়োজন। স্বপ্নের অবশিষ্টাংশ।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
চিন্তা-ভাবনা করা।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
তৃপ্তি ভরে পান করানো।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
কবিতা বর্ণনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
গাছগাছালিতে পানি দেওয়া।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
তৃপ্তি ভরে পান করানো।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
কবিতা বর্ণনা করতে উদ্বুদ্ধ করা।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
পানি পান করে পরিতৃপ্ত হওয়া।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
চিন্তা-ভাবনা করা।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
কারও কাছে কিছু শুনে তা অন্যের কাছে।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
বর্ণনা করা।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
সফরে সাথে পানি নিয়ে যাওয়া।

رَوِيَّةٌ : (ج) رَوِيَّةٌ :
শরীরের জোড়াতালো স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় হওয়া।

نَاصِبَةٌ : (فَا، مَوْ، ج) : نَوَاصِبٌ : نَاصِبَاتٌ : শুষ্ক ।
(ن.ض) نَصَبٌ - النَّاءُ : পানি ভূমির নিচে চলে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া ।

عَنْهُ النَّاءُ : পানি শুকিয়ে যাওয়া ।

النَّخِيرُ : কল্যাণ কমে যাওয়া ।

الْقَرْمُ : দূরবর্তী হওয়া ।

فُلَانٌ : মরে যাওয়া ।

مَاءٌ وَجَيْهٌ : নির্লজ্জ হওয়া ।

فُلَانٌ الشَّرِبُ : পোশাক খুলে ফেলা ।

(ن) نَصَبٌ - عَمَرُو : বয়স শেষ হয়ে যাওয়া ।

النَّاءُ : প্রবাহিত হওয়া ।

(تَفْعِيل) تَنْصِبُ - النَّاءُ : পানি ভূমির নিচে চলে যাওয়া ।

نِ السَّائَةِ : উটনীর দুধ কমে যাওয়া ।

(إِفْعَال) إِنْصَابٌ - الْقَوْمُ : ধনুক থেকে ধানি বের হওয়ার ।

জন্য ধনুকের জ্যোত তান দেওয়া ।

مَادَهُ : (ن.ض.ب) : جَنَسٌ : صَحِجٌ

مَرَاوُنٌ : عَازِرَةٌ : جُنْدٌ : مَبِجَلَةٌ

(ج) هُمُومٌ (و) هَمٌّ : ইচ্ছা । চিন্তা । দুঃখ-বেদনা ।

(ن) مَكًا : مَهْمَةً : الْأَمْرُفَلَانُ : দুঃখিত করা, মর্যাহত করা ।

الْفُحْمُ وَجَمَّةٌ : রোগে শরীরকে অকেজো করে দেওয়া ।

نِ الْكُنْسُ الثَّلُجُ : সূর্য কর্তৃক বরফ গলিয়ে দেওয়া ।

الْبَيْنُ : দুধ দোহন করা ।

مَاءٌ : بِالسَّيْرِ : ইচ্ছা করা, চাওয়া, দৃঢ় ইচ্ছা করা ।

(ن) هُمُومَةٌ : مَكَامَةٌ : الرَّجُلُ : অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া ।

(ض) مَاءٌ : حَمِيمًا - خَشَّاشُ الْأَرْضِ : ভূমির কীট-পতঙ্গের ।

বিচরণ করা ।

(ض) الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِ الصَّرِي : ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে শিতর ।

ঘুম পাড়ানো । উকুন বের করা ।

هَامٌ : وَكُتُّوْهُ

هَامَةٌ : (ج) هَوَامٌ : বিষাক্ত কীট । সরীসৃপ, সর্প ইত্যাদি ।

فِي الْفَرَانِ : وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَى مُرَحَانٌ رَوِي

مَادَهُ : (ه.م.م) : جَنَسٌ : مَضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُنٌ : الْأَعْرُنُ : جُنْدٌ : الْأَطْمِنَتَانُ

نَاصِبَةٌ : (فَا، مَوْ، ج) : نَوَاصِبٌ : نَاصِبَاتٌ : ক্লাস্তিকর ।

ক্লাস্তিময় ।

(ض.ن) نَصَبٌ - الْمَرَضُ أَوْ الهم : অবসন্ন করে দেওয়া । ক্লাস্ত করে দেওয়া ।

الشَّنُ : বুলন্দ করা, কামেম করা, দাঁড় করা ।

الشَّجَرَةُ : চারা লাগানো ।

لَهُ رَأْيًا : অভিমত দেওয়া ।

الْفَلَانُ : শত্রুতা করা ।

الْكَلْبَةُ : যবর দেওয়া বা যবর সহকারে পড়া ।

الْأَمِيرُ فُلَانٌ : কাউকে কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করা ।

(س) نَصَبٌ : অবসন্ন হওয়া । ক্লাস্ত হওয়া ।

فِي الْأَمْرِ : চেষ্টা করা ।

(تَفْعِيل) تَنْصِبُ - الشَّقُّ : রাখা । স্থাপন করা । বুলন্দ করা ।

الْأَمِيرُ/ فُلَانٌ : কাউকে কোনো দায়িত্বে নিযুক্ত করা ।

(إِفْعَال) إِنْصَابٌ - ه : অবসন্ন করে দেওয়া । ক্লাস্ত করে দেওয়া ।

দেওয়া । অংশ নির্ধারণ করা ।

ه الْمَرَضُ : রোগে কষ্ট দেওয়া ।

الْحَدِيثُ : সনদ বর্ণনা করা ।

الْيَسْكِينُ : হাতল লাগানো ।

فِي الْفَرَانِ : لَا يَسْكُنُ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَسْكُنُ فِيهَا

لُغُوبٌ/ قِيَادًا فَرَعَتْ فَانَصَبَ

مَادَهُ : (ن.ص.ب) : جَنَسٌ : صَحِجٌ

مَرَاوُنٌ : تَعَبٌ : جُنْدٌ : تَشِيْطٌ

خَمْسِينَ مَقَامَةً، تَحْتَوِي عَلَى جِدِّ الْقَوْلِ وَهَزْلِهِ،

অনুবাদ : পঞ্চাশটি মাকামা, যাতে রয়েছে যথার্থ ও রসাত্মক কথা,

শাব্দিক অনুবাদ : خَمْسِينَ পঞ্চাশটি مَقَامَةً মাকামা عَلَى تَحْتَوِي যাতে রয়েছে جِدِّ যথার্থ কথা وَهَزْلِهِ ও রসাত্মক কথা।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَمْسِينَ : পঞ্চাশ।

خَمْسَةٌ : পাঁচ।

خَمَاسِي : পাঁচহরফবিশিষ্ট।

جَارِيَةٌ خَمَاسِيَّةٌ : পঞ্চবর্ষীয়া মেয়ে।

خُمَاسٌ وَمَخْمَسٌ : পাঁচ-পাঁচ। এ দু'টি শব্দের প্রত্যেকটি পঁচাত্তর থেকে মَعْدُول হয়েছে।

جَانِبًا خُمَاسٌ وَمَخْمَسٌ : তারা পাঁচ-পাঁচ জন করে আসল।
 خُمَسٌ وَخَمْسٌ : এক পঞ্চমাংশ।

صَرَبَ أَخْبَاسًا لِأَسْدَاسٍ : সে প্রতারণা করতে চেষ্টা করল।

إِنْعَالٌ إَخْمَاسٌ - الْقَوْمُ : পাঁচজন হওয়া।

تَفْعِيلٌ تَخْمِيسًا - الشَّيْءُ : পাঁচ ভাগ করা। বয়াতের দুই।

পঙক্তির সাথে আরও তিন পঙক্তি যুক্ত করে পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট করা।

পঞ্চম হওয়া। মানুষের মাল থেকে : الْقَوْمُ - خَمْسًا

এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা।

المَالُ : মালের এক পঞ্চমাংশ গ্রহণ করা।

العَيْلُ : পাঁচগুণা দিয়ে রশি শাকানো।

أَلْخَمِيسُ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ : (ج) أَخْمِيسًا، أَخْمِيسَةً : বৃহস্পতিবার।

الْخَمِيسُ : সেনাবাহিনী।

سَاقَةٌ، قَلْبٌ، مِيسَرَةٌ، مَقْدَمَةُ الْجَيْشِ : যেহেতু সেনাবাহিনীতে

رَمَحَ خَمِيسٌ وَمَخْمُوسٌ : বলা হয়।

مُخْمَسٌ : পাঁচগজ দীর্ঘ বর্ষা। পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট।

فِي الْقُرْآنِ : قَلَيْتَ فِيهِمْ أَلَمْ تَكُنْ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

مَادَّةُ : (خ. م. س.)، جَمَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : يَصِفُ مَنَاقِبَ وَنَدَ : مَنَاقِبُ

مَقَامَةً : এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

تَحْتَوِي : যাতে রয়েছে।

إِنْعَالٌ إِخْتِوَاءٌ - الشَّيْءُ وَعَلَيْنِ : একত্র করা। শামিল করা,

অন্তর্ভুক্ত করা।

إِكْتِوَاءٌ - حَبًّا - الشَّيْءُ : একত্র করা। শামিল করা,

অন্তর্ভুক্ত করা।

سُجُوبٌ বা লাল মিশ্রিত কালো হওয়া।

تَفْعِيلٌ تَحْوِيَّةٌ (لَا زِمَ، مُتَعَدِي) : হস্তগত করা, সঙ্কুচিত হওয়া।

تَفْعِيلٌ تَحْوِيَّةٌ : হস্তগত হওয়া। গোলাকার হওয়া।

تَفْعِيلٌ تَحْوِيَّةٌ : হস্তগত করা।

رِثَ الْعَيْلَةِ : কুওলী পাকিয়ে বসা।

الْعَاوِي : (ج) حَوَاةٌ : যে ব্যক্তি মন্ত্র দিয়ে সর্প জড়ো করে।

যে ব্যক্তি অভিনব কীর্তি কলাপ করে।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِي أَخْرَجَ الْفَرْعَوْنَ نَجْعَلَهُ غَنَاءً أَحْوَى

مَادَّةُ : (ح. و. ي.)، جَمَسٌ : تَوَفِيفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادُفٌ : تَفْخِيمٌ، نَدَ : تَتَعَرَّجُ

যথার্থ। অর্থবহ। প্রকৃত। তাৎপর্যবহ।

جَدُّ (ض) جَدًّا : উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া।

جَدَّةٌ - الْقُرْبُ : নতুন হওয়া।

جَدًّا - الشَّيْءُ : কর্তন করা।

(ض. ن) جَدًّا : চেষ্টা করা।

يَا حَايَ : فِي الْأَمْرِ : যাচাই করা। যত্নের সাথে কাজ আঞ্জাম

দেওয়া। তাড়াহুড়া করা।

يَدُ الْأَمْرِ : কঠিন হওয়া।

(স) جَدَّدَا - النَّدَى : শুকিয়ে যাওয়া।

- جَدَّأٌ، جَدَّأٌ : ভাগ্যবান হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَجَدَّدَا، (إِفْعَالٌ) إِجْدَادًا : নবায়ন করা, নতুন করা।

أَجَدَّ - ثَوْبًا : নতুন কাপড় পরা।

- الْأَمْرُ : ভালোভাবে যাচাই করা।

- فِى الْأَمْرِ : গাঠীর্থ অবলম্বন করা। চেষ্টা করা।

- الطَّرِيقُ : শক্ত ও সমতল হওয়া।

- الرَّجُلُ : শক্ত ও সমতল ভূমিতে চলা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُجَادَّةٌ - : কারো কাছে যাচাই করা।

(اسْتِفْعَالٌ) اسْتَجَدَّادًا - الشَّىْءُ : নতুন হওয়া।

- الشَّىْءُ : নতুবা করা বা নতুন পাওয়া।

- الثَّوْبُ : নতুন পোশাক পরিধান করা।

(تَفَعَّلَ) تَجَدَّدَا - الشَّىْءُ : নতুন হওয়া।

أَجَدَّ (ج) جَدُّودَةً، جُدُودًا، أَجْدَادًا : দাদা [পিতামহ], ানা

[মাতামহ]।

أَلَجَدَّ : ভাগ্য। মাহাত্ম্য। ভক্তি। আয়। নদীর তট।

أَلَجَدَّ : চেষ্টা। গাঠীর্থ। তাড়াতাড়ি। সুপ্রমাণিত। সুপ্রতিষ্ঠিত।

أَلَجَدَّ : অংশ। ভাগ্য। পানি ভরা কূপ। মরু বিয়াবানের প্রান্তে

অবস্থিত সামান্য পানি। সমুদ্র সৈকত। যে কোনো কবুর কেনারা।

فِى الْقُرْآنِ : وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

فِى الْحَدِيثِ : ثَلَاثُ جَدُّ هُنَّ جَدُّ هَزْلُهُنَّ جَدُّ

مَادَّةُ : (ج. د. د.) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : حَقِيقَةٌ ، ضِدٌّ : هَزْلٌ

الْقَوْلُ : (ج) أَقْوَالٌ، (ج) أَقْوَالٌ : কথা। বাণী। অভিযত।

মন্তব্য। বক্তব্য।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِى الْقُرْآنِ : فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فَنَزَّلْنَاهُمْ تَنْزِيلًا

مَادَّةُ : (ق. و. ل.) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ رَاوِي

مُرَادٌ : نَطَقٌ ، ضِدٌّ : فِعْلٌ

هَزْلٌ : রসিকতা। রসাত্মক কথা। অর্থহীন কথা।

(س) هَزَلًا، (ض) هَزَلًا : রসিকতা করা।

(ن) هَزَلًا، هَزَلًا : দুর্বল হওয়া, ক্ষীণকায় হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِهْزَالَ، (تَفَعُّلٌ) تَهْزِيلًا : দুর্বল ও ক্ষীর্ণ করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُهَازَلَةٌ، هَزَالًا : রসিকতা করা।

فِى الْقُرْآنِ : إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

مَادَّةُ : (ه. ز. ل.) ، جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مُرَادٌ : مَزَاحٌ ، ضِدٌّ : جِدٌّ

وَرَقِيْبُ اللَّفْظِ وَجَزَلِهِ، وَغَرَّرَ الْبَيَانَ وَدَرَّرَهُ،
وَمُلِعَ الْأَدَبَ وَتَوَادَّرَهُ، إِلَى مَا وَشَحَّتْهَا بِهِ
مِنَ الْآيَاتِ،

অনুবাদ : সহজ-মিষ্ট ও সাবলীল শব্দ, চমকপ্রদ বর্ণনা ও
তার মণি-মুক্তা এবং সাহিত্যের চটকদার ও দুর্লভ
বিষয়াদি। এর পাশাপাশি তাকে আমি অলংকৃত করেছি
কুরআনের আয়াত।

শাব্দিক অনুবাদ : সহজ-মিষ্ট اللَّفْظُ শব্দ ওজলিহ ও সাবলীল الْبَيَانَ বর্ণনা ওদরর তার মণি-মুক্তা
চটকদার الْأَدَب সাহিত্যে তাদারহ দুর্লভ বিষয়াদি إِلَى এর পাশাপাশি وَشَحَّتْهَا তাকে অলংকৃত করেছি
مِنَ الْآيَاتِ কুরআনের আয়াত।

শব্দ বিশ্লেষণ

পাতলা। হালকা। সহজ-মিষ্ট। رَقِيْبٌ : (ج) أَرْقَأُ :
(ض) رَقَّةٌ : পাতলা হওয়া।
- كُهُ : দয়া করা।
- وَجَّهَهُ : লজ্জা করা।
(ض) رَقَا : দাস হওয়া, দাস থাকা।
- الرَّجُلُ : দূরবস্থার শিকার হওয়া ও অর্থ-সম্পদ কমে যাওয়া।
(تَفَعَّلَ) تَرَقَّى : পাতলা করা।
- اللَّفْظُ : নরম স্বরে পড়া।
- الْكَلَامُ : সুন্দরভাবে কথা বলা।
- مَتَّبِعَهُ : ধীরে চলা।
- مَا بَيْنَ الْقَوْمِ : বিবাদ সৃষ্টি করা।
فِي الْعَوِيْثِ : إِنَّ أَبَاكَرَ رَجُلٍ رَقِيْبٌ
الْمَادَّةُ : (ر. ق. ق.)، جُنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادٌ : سَهْلٌ، ضِدٌّ : صَعْبٌ
الْكَفْظُ : (ج) أَعْلَطُ : উচ্চারিত শব্দ বা কথা।
(ض) (س) لَفَظًا - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ مِنْ قَبِهِ :
কিছু নিষ্কেপ করা। ফেলে দেওয়া।
- النِّعْرُ الشَّيْءُ : নদীর কেন্দ্রায় নিষ্কেপ করা।
- قُلَانٌ نَفْسٌ : মরে যাওয়া।
- الرَّجُلُ : মরে যাওয়া।
- تِ الْبِلَادُ أَمَلَهَا : বের করে দেওয়া।
কথা বলা। উচ্চারণ করা।
لَفَظٌ وَتَلَفُظٌ بِالْكَلِمِ :
نَكِيْظٌ وَمَلَفُظٌ : নিষ্কেপ বন্ধ। উচ্চারিত শব্দ।
فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَيْنُهُ
الْمَادَّةُ : (ل. ف. ط.)، جُنْسٌ : صَحِيحٌ -
مُرَادٌ : الْكَلِمَةُ، ضِدٌّ : التَّعْنِي -
جَزَلٌ (وَجَزَلٌ) : (ج) أَجَزَالٌ، جَزَالٌ :
সাবলীল। প্রাঞ্জল। মোটা। বড়।
(ك) جَزَالَةٌ - الشَّيْءُ : বড় হওয়া। মোটা হওয়া।

প্রাঞ্জল ও সাবলীল হওয়া। : الْمَنِيْنُ -
সুচিন্তিত ও দৃঢ় অভিমত পোষণকারী হওয়া। : الرَّجُلُ -
(ض) جَزَلًا : কর্তন করা, দুটুকরো করা।
(س) جَزَلًا - الْبَيْعُ أَوِ الْبَيْعُ : গোকান্দা হওয়া।
فِي الْعَوِيْثِ : فَاجْتَمَعُوا إِلَيَّ حَقِيْبًا كَثِيْرًا جَزَلًا
الْمَادَّةُ : (ج. ز. ل.)، جُنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : الْفَصِيْحُ / الْعَظِيْمُ، ضِدٌّ : غَيْرُ فَصِيْحٍ / رَقِيْبٌ
(ج) غَرَّرَ : (و) غَرَّةٌ : ঘোড়ার কপালের গুহতা।
غَرَّةٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : যে কোনো জিনিসের প্রথম ও সিংহভাগ।
غَرَّةٌ مِنَ الْقَوْمِ : সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
غَرَّةٌ مِنَ الرَّجُلِ : চেহারা।
الْفَرَّةُ : দাস/দাসী।
الْفَرَّةُ : মাসের প্রথম তিন রাত্রি।
আরবগণ চান্দ্রমাসকে তিনরাত্রি তিনরাত্রি করে বিভক্ত করে
প্রত্যেক ভাগকে এক একটি হস্তত্ব নামে নামকরণ করে
থাকে। যেমন প্রথম তিন রাত্রিকে বলা হয় ১. غَرَّةٌ তার
পরের তিন রাত্রিকে বলা হয় ২. غَرَّةٌ এভাবে চক্রমুসারে বলা
হয় - ১. طَلَمٌ, ২. دَرَّةٌ, ৩. غَرَّةٌ, ৪. غَرَّةٌ, ৫. غَرَّةٌ, ৬. غَرَّةٌ, ৭. غَرَّةٌ, ৮. غَرَّةٌ, ৯. غَرَّةٌ, ১০. غَرَّةٌ, ১১. غَرَّةٌ, ১২. غَرَّةٌ
(س) غَرَّةٌ, غَرَّةٌ, غَرَّةٌ : সুন্দর ও গুহ হওয়া।
(ض) غَرَّةٌ, غَرَّةٌ, غَرَّةٌ : অভিজ্ঞতা সবেও শিশুসুলভ কাজ করা।
(ن) غَرَّةٌ, غَرَّةٌ, غَرَّةٌ : প্রতারণা করা, ধোকা দেওয়া।
(ن) غَرَّةٌ, غَرَّةٌ, غَرَّةٌ : সন্ধ্যা হওয়া, অনভিজ্ঞ হওয়া।
فِي الْعَوِيْثِ : سَوِ اسْتَطَاعَ يَنْتَكُمُ أَنْ يَطِيْلَ غَرَّةٌ فَلْيَقْمَلْ
الْمَادَّةُ : (غ. ر. ر.)، جُنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادٌ : بَيَاضٌ، ضِدٌّ : سَوَاءٌ
الْبَيَانَ : এর তাহসীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
(ج) دَرَّرَ، دَرَّرَ، (و) دَرَّرَ : বড় মুক্তা।

وَمَحَاسِنِ الْكِتَابَاتِ .

অনুবাদ : ও সুন্দর সুন্দর ইঙ্গিতবহ বাক্যাবলি দ্বারা ।

শাস্ত্রিক অনুবাদ : ও সুন্দর সুন্দর বাক্যাবলি দ্বারা الْكِتَابَاتِ ইঙ্গিতবহ ।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) مَحَاسِنُ, (و) حُسْنٌ (خَلَاتٍ وَبَاسٍ) : সৌন্দর্য, রূপবত্তা ।
শোভা । মনোহারিতা । কনুইয়ের নিকটস্থ একটি হাড় ।

الْمَحَاسِنُ : শরীরের সুন্দর জায়গাগুলো ।
حُسْنُ سَاعَةٍ : এক প্রকার ফুল, যা সূর্যোদয়ের পূর্বে প্রস্ফুটিত ।
হয় এবং সূর্যোদয়ের পর শুকিয়ে যায় । যেহেতু এফুলের
সৌন্দর্য অতি সামান্য সময় টিকে থাকে তাই এ ফুলকে
حُسْنُ سَاعَةٍ [ক্ষণিকের সৌন্দর্য] বলা হয় ।

سِتُّ الْحُسْنِ : এক প্রকার পরাশ্রয়ী লতিকা, যার ফুল অতি
মনোহর হয় ।

(ك) (ن) حُسْنًا : সুন্দর হওয়া ।
تَنْفَعِلُ تَغْيِيئًا - : সুন্দর বানানো, সজ্জিত করা ।

(مُعَاَلَعَةٌ) مَحَاسِنُهُ : সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা করা ।
نص্ব ব্যবহার করা । সদ্যব্যবহার করা । সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করা ।
বলা হয়-

إِنِّي لَأُحَاسِنُ بِكَ النَّاسَ : আমি তোমার সৌন্দর্য নিয়ে
মানুষের সাথে গর্ব করি ।

(إِفْعَالٌ) إِحْسَانًا : নেক কাজ করা । ভালোভাবে করা ।
সুন্দরভাবে তৈরি করা । ভালোভাবে জানা বা পারা ।

- إِيَّاهُ : সদ্যব্যবহার করা ।
فَلَا بُعْثَ الْفِرَاقَةَ : সে ভালোভাবে পড়তে পারে ।

تَفَعَّلَ تَحَسُّنًا : সুন্দর হওয়া । উত্তম হওয়া ।
تَنَحَّيْنُ (إِسْتِغْعَالٌ) إِسْتِغْعَانًا - : ভালো মনে করা ।
يَسِ الْقُرْآنَ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ
مَادَّةُ : (ح-س-ن) , جِنْسٌ صَحِيحٌ

(ج) الْكِتَابَاتِ , (و) كِتَابَةٌ : ইঙ্গিত, ইশারা ।
الْكِتَابَةُ : لَفْظٌ أُرِيدَ بِهِ لَازِمٌ مَعْنَاهُ مَعَ جَوَازٍ إِرَادَةٍ
الْمَعْنَى الْأَصْلِي لِعَدَمِ وُجُودِ قَرِينَةٍ سَائِعَةٍ مِنْ إِرَادَتِهِ :

“পরিভাষায় এমন শব্দকে كِتَابَةٌ বলে, যার অর্থের সাথে
সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বুঝানো উদ্দেশ্য হয় এবং অন্য কোনো
অন্তরায় না থাকলে তার প্রকৃত অর্থও গ্রহণ করা যায় ।”

(ض) كِتَابَةٌ : একটা বলে অন্যটা উদ্দেশ্য করা, ইঙ্গিত করা ।
(إِفْعَالٌ) إِكْتَنَاءٌ , (تَفَعُّلٌ) تَكْنِيَةٌ , (ض) كُنْيَةٌ , كُنْبَةٌ
زَيْدًا بِأَيِّ فُلَانٍ : -অন্যের উপনাম রাখা, কুনিয়াত রাখা ।

تَفَعَّلَ تَكْنِيًا (إِفْعَالٌ) إِكْتِنَاءً , بِكَذَا : উপনাম গ্রহণ করা,
আখ্যাণোপন করা ।

يَسِ الْعَدُوِّ : مَنِ اقْتَنَى بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَقَسَّى بِإِسْمِي
مَادَّةُ : (ك-ن-ي) , جِنْسٌ نَاقِصٌ
مُرَادُونَ : الْإِشَارَاتُ , جِنْدٌ : الْقَتَصِرَاتُ

وَرَصَفَتْ فِيهَا مِنَ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ،
وَاللَّطَائِفِ الْأَدَبِيَّةِ، وَالْأَحَاجِي النَّحْوِيَّةِ،

অনুবাদ : এবং আমি তাতে খচিত করেছি আরবি প্রবাদ-প্রবচন, সাহিত্যিক মানসম্পন্ন রম্য রচনা, ব্যাকরণিক ধাঁধা।

শাব্দিক অনুবাদ : وَرَصَفَتْ فِيهَا مِنَ الْأَمْثَالِ الْعَرَبِيَّةِ প্রবাদ-প্রবচন আরবি اللَّطَائِفِ الْأَدَبِيَّةِ রম্য রচনা وَالْأَحَاجِي النَّحْوِيَّةِ সাহিত্যিক মানসম্পন্ন ধাঁধা ব্যাকরণিক।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি খচিত [সংযোজিত] করেছি : رَصَفْتُ
(تَفْعِيل) تَرْصِفُ السَّاحَ أَوْغَيْرُهُ :
মনিরত্ন খচিত করা বা সংযোজিত করা।
খড় ও খড়ি জড়ো করে পাখির নীড় :
رَصَفَ الطَّائِرُ عُشَّهُ -
রচনা করা।

(ف) رَصَعًا - بِبَيْدٍ :
বাগ্মর মারা।
শত বর্শা নিক্ষেপ করা : بِالرَّمْعِ -
দুটি পাথরের মাঝে ফানো কিছুই বাচি রেখে পেশা :
النَّبَّ -
(ف) رَصَعًا، رَمُوعًا - بِالْمَكَانِ :
কোথাও বসবাস করা।
(س) رَصَعًا - بِالشَّيْءِ :
এটে যাওয়া।
সুগন্ধিময় হওয়া : بِالطِّيبِ -
সঙ্গম করা : الْمَرْأَةُ رَصَعًا -
শত বর্শা নিক্ষেপ করা : بِالرَّمْعِ -
সজ্জিত হওয়া। খচিত হওয়া : بِالشَّيْءِ -
সংযোজিত হওয়া।

فِي حَدِيثِ الْمَلَأَنَةِ : إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُرْبَعُ.
مَادَّةُ : (ر-ص-ع), جِنْسُ : صَرِيعُ
مُرَادُ : الْأَصْفُتُ/صَفِيفُ، وَنَدُّ : طَرَحْتُ/مَدَفْتُ
(ج) الْأَمْثَالُ (و) مَثَلٌ :
মতো, সদৃশ। প্রবাদ-প্রবচন।
শিক্ষা, প্রমাণ।

(ن) مَثَلًا :
সাদৃশ্য হওয়া।
(ف) الْقَسْرُ :
উদিত হওয়া। অস্তমিত হওয়া।
(ف) الْخَائِبُ :
প্রতিমা প্রযুক্ত করা।
(ف) الرَّجُلُ يَبِينُ بَيْنَ فُلَانٍ :
কারো সামনে দণ্ডায়মান হওয়া।
(ك) مَثَلًا :
উক্ত হওয়া। আদর্শপূর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
مَادَّةُ : (م-ث-ل), جِنْسُ : صَرِيعُ
مُرَادُ : مَثَلًا، وَنَدُّ : أَضْدَادُ
আরবি ভাষায় ব্যবহৃত। আরবি সংক্রান্ত, আরবি :
الْعَرَبِيَّةُ
সম্পর্কিত। আরবি ভাষা। আরব দেশীয়।

اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ :
আরবি ভাষা।
الْأَعْرَابُ : (ج) أَعْرَابٌ :
আরব বেদুইন।
(ك) عَرَبًا، عَرُوبًا، عُرُوبًا، عُرُوبِيَّةً، عَرَابِيَّةً :
বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ আরবি ভাষায় কথা বলা। বিশুদ্ধ ও প্রাজ্ঞ
আরবি ভাষী হওয়া।

(س) عَرَبًا :
পেটের শাকযন্ত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া।
النَّمْرُ :
ক্ষতস্থান ফুলে ও পেকে যাওয়া।
الْيَسْرُ :
কৃপে প্রচুর পানি থাকা।
الرَّجُلُ :
মুখের জড়তা কাটিয়ে উঠার পর প্রাজ্ঞ।
ভাষী হওয়া।

(ض) عَرَبًا - الطَّعَامُ :
খাওয়া।
(تَفْعِيل) تَعَرَّبًا - التَّمَطُّطُ :
কাথোপকথনকে ইরাবগত।
ভুল থেকে মুক্ত করা।
الْكِتَابُ :
আরবি ভাষায় অনুবাদ করা।
عَلَيْهِ يَفْعَلُ :
কারও কাজের মন্দত্ব বলে দেওয়া।
قَوْلًا :
উপেক্ষা করা।

(أَفْعَال) إِبْرَاهِيمًا - الشَّيْءِ :
প্রকাশ করা।
الْكَلَامُ :
বিশুদ্ধ ও সাবলীলভাবে বক্তব্য পেশ করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ .
مَادَّةُ : (ع-ر-ب), جِنْسُ : صَرِيعُ
مُرَادُ : لُغَةُ النَّصَارِ، وَنَدُّ : التَّعْجِيبَةُ

(ج) اللَّطَائِفُ (الر) لَطِيفٌ : চিত্তাকর্ষক উক্তি। রম্য গল্প।

মনোরম কথা। তত্ত্বপূর্ণ বক্তব্য।

(ن) لُطْفًا - يُلْطَفُ وَيُفْلَحُ : অনুগ্রহ করা।

(ك) لُطْفًا، لَطَافَةً : ক্ষুদ্র হওয়া। সূক্ষ্ম হওয়া। ক্ষুদ্র হওয়া।

নম্র হওয়া। কَلَامُهُ -

(تَفْعِيل) تَلَطُّفًا - اللَّيْنُ : নরম করা, সূক্ষ্ম করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُلَاطَفَةً - : ভালো ব্যবহার করা, সদ্ব্যবহার করা।

নম্র ভাষায় কথা বলা।

(إِنْعَال) إِنطَابًا - السُّؤَالُ : সুন্দরভাবে আবেদন করা বা চাওয়া।

(تَفْعِيل) تَلَطُّفًا : বিনয় প্রকাশ করা।

কৌশল করে গোপন কথা জেনে নেওয়া। بِه -

নম্র ব্যবহার করা। - الأَمْرُ وَفِي الأَمْرِ -

فِي القرآن : وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ -

مَادَهُ : (ل. ط. ف), جَنَس : صَحِیح

مَرَادُف : مَلْعَةٌ، ضِدُّ : جِدُّ

الأَدَبِيَّةُ : সাহিত্য সংক্রান্ত, সাহিত্য সম্পর্কিত। সাহিত্যমান।

সম্পন্ন। এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَادِيَةُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ

فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَادِيَتِهِ -

مَادَهُ : (أ. د. ب), جَنَس : مَهْمُوزٌ قَا

مَرَادُف : اللَّيْلِيَّةُ/الْفَصِيحَةُ، ضِدُّ : الرَّدِيئَةُ

(ج) الْأَحَاجِي (ر) أَحْجَرَةٌ، أُحْجِيَةٌ : ধাধা। কৌতুহলজনক বাক্য।

أَلْحَجِي وَالْحِجَا : (و) أَحْجَأٌ : বুদ্ধি। চাতুর্য। পর্দা।

কেনারা। কোণ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُحَاجَاةٌ : ধাধা পেশ করা। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তায়।

মোকাবিলা করা।

حَاجِيَتُهُ فَحَجَّوْهُ : আমি বুদ্ধিমত্তায় তার মোকাবিলা করছি।

এবং আমি বিজয়ী হয়েছি।

فِي الْحَدِيثِ : حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَمِ

مَادَهُ : (ح. ج. ي), جَنَس : تَاقِص

مَرَادُف : اللُّغْزُ، ضِدُّ : جِدُّ

النَّخْوَةُ : নাহবসংক্রান্ত, নাহববিষয়ক।

(ن) نَحْوًا - النَّسْرُ : ইচ্ছা করা।

نَحْنُ نَحْوُكُمْ : অনুসরণ করা।

نَحْوُ الشَّيْءِ : শব্দটি কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. ইচ্ছা। যেমন- نَحْوُ هَذَا نَحْوُ : আমি এটা ইচ্ছা করেছি।

২. দিক। যেমন- هُنَّ نَحْوُ النَّبِيِّ عَامِدَاتُ : তারা গৃহের

দিকে ফিরছে।

৩. সদৃশ। মতো। যেমন- هَذَا نَحْوُ : এটা তার মতো বা

তৎসদৃশ।

৪. প্রকার। যেমন- هَذَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْعَامٍ : এটা চার প্রকার।

৫. পথ। যেমন- هَذَا النَّحْوُ السُّوِّيُّ : এটাই সরল পথ।

৬. সাবলীলতা। যেমন- مَا أَحْسَنَ نَحْوَكُ فِي الْكَلَامِ : তোমার

ভাষা কতই না সাবলীল।

৭. ফেরানো। যেমন- نَحْوْتُ بَصَرِي الْبُيُوتِ : আমি তার

প্রতি আমার দৃষ্টি ফিরিয়েছি।

فِي الْحَدِيثِ : أَلَا نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوِ رِسَالِ قَالَ عُمَرُ

مَادَهُ : (ن. ج. و), جَنَس : تَاقِص وَآوِي

বাক্য বিশ্লেষণ

إِلَى مُرْجِعٍ -এর- مُرْجِعٍ -এর- مُرْجِعٍ -এর- رَجَعْتُ

مِنْ الْأَمْثَالِ مُبِينٌ আর -এর- مَا وَشَعْنَهَا بِه

بَيَّانٌ তার -এর- الْخ

أَخْبَرَنِي مَقَامَاتٍ -এর- مُرْجِعٍ -এর- فِيهَا

বালাগাত

এখানে تَحْسِينُهُ কে সুন্দরী মহিলার সাথে

হয়েছে। এখানে مُسَبِّهُ উল্লেখ

করা হয়নি। সুতরাং এতে بِالسَّيْفَةِ

সুন্দরী মহিলার জন্য তَرْجِيْعٌ হলো এবং এটা

-এর জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে, তাই এতে

تَرْجِيْعَةٌ হয়েছে।

যে রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া : **الْخُطْبُ : (ج) أَخْطَبُ**
হয়। যে পুরুষ বিবাহের প্রস্তাব দেয়।

অবস্থা : কঠিন বিষয় : **الْخُطْبُ : (ج) خُطُوبٌ**
আলোচনা বক্তব্য

বক্তৃতা করা, ভাষণ দেওয়া : **خُطِبَ، خُطَابَةٌ : (ن)**

বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া : **خُطِبَ، خُطْبَةٌ : (ن)**

লাল বা হলুদ রঙ মিশ্রিত কালো বর্ণ হওয়া : **خُطِبَ**

কারো সাথে : **مُخَاطَبَةٌ، تَخَاطَبٌ : (ن)**

কথা বলা বা আলোচনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَخَاطَبُنِي فِي الذِّينِ ظُلُمًا..

مَاذُ : (خ. ط. ب) ، جَنَسٌ صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْمُخَاطَبَةُ، ضِدُّ : الْكِتَابَةُ

الْمُحَبَّرَةُ : সালস্বার, অলস্বারযুক্ত, সজ্জিত, সুশোভিত।

সজ্জিত করা। সুশোভিত : **تَجَمَّيَلٌ - الشَّيْءُ**
করা। কারুকার্য করা।

الكَلَامُ : কালি দ্বারা ভর্তি করা।

الْكَلَامُ أَوْ التَّجَمُّلُ : উৎকৃষ্টভাবে প্রকাশ করা।

সজ্জিত করা। সুশোভিত করা : **حَبَّرَ (ن) حَبْرًا - الشَّيْءُ**
কারুকার্য করা।

(ن) حَبَّرَ، حَبْرَةً (إِفْعَالٌ) أَحْبَارًا : - : সজ্জিত করা।

(س) حَبَّرَ، حَبْرًا : সজ্জিত হওয়া।

الْحَبِيرُ : (ج) حَبِيرٌ : মোলায়েম ও কারুকার্য স্বচিৎ চাদর।

আলেম, জ্ঞানী। সজ্জিত : **الْحَبِيرُ وَالْحَبِيرُ : (ج) حَبِيرٌ، أَحْبَارٌ**
নেয়ামত।

الْحَبِيرُ الْأَعْلَمُ : পোপ, ইহুদিদের বড় পণ্ডিত।

الْحَبِيرُ : (ج) حَبِيرٌ : কালি। সৌন্দর্য। কারুকার্য। দাঁতের হরিত্রাভ

فِي الْقُرْآنِ : أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ

مَاذُ : (ح. ب. ر) ، جَنَسٌ صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْمُسْتَدِيمَةُ، ضِدُّ : الْمُسَادِمَةُ

উপদেশ, নসিহত : **الْمُرَاعِظُ : (و) الْمُرَوعَةُ**

উপদেশ দেওয়া নসিহত করা। অপরাধের : **رِظًا، عِظَةً**

জন্য অনুশোচনা জাগ্রত করে এবং সংশোধনের জন্য ইচ্ছা করে একপ কথা স্বরণ করিয়ে দেওয়া।

উপদেশ গ্রহণ করা। উপদেশ মোতাবেক : **إِتِمَاتًا**
আমল করা।

رِظًا : (ج) رِظًا، وَعَظًا : উপদেশদাতা, ওয়ায়েজ।

أَمَّا : অধিক উপদেশদাতা।

رِظًا : (ج) وَعَظًا، عِظَةً : (ج) عِظَاتٌ، مَرِيعَةٌ

(ج) مَرِيعَةٌ : ওয়াজ, নসিহত, উপদেশ।

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهَذِي مَرِيعَةٌ لِلْمُتَّقِينَ

مَاذُ : و. ع. ط. جَنَسٌ : مِثَالٌ

مُرَادٌ : التَّصْيِيحَةُ، ضِدُّ : التَّوَسُّعُ

الْمُبْكِيَّةُ (فَا، مَوْ، إِفْعَالٌ، مَصْدُ : إِبْكَاءُ) : ক্রন্দনোদ্রেককর।

(إِفْعَالٌ) إِبْكَاءُ، (تَفْعِيلٌ) تَبْكِيَّةٌ، (إِسْتِفْعَالٌ) اسْتَبْكَاءُ :

ক্রন্দন করানো।

إِسْتَفْعَالٌ : কান্নার ডান করা, কৃত্রিম কৌশল অবলম্বন

করে ক্রন্দন করা।

(ض) يُبْكِي : ক্রন্দন করা।

يُبْكِي رُبَّكَ : মৃতের জন্য ক্রন্দন করা।

أَلْبَيْكًا : অধিক ক্রন্দনশীল।

أَلْبَيْكًا : ক্রন্দন, আহাজারি।

أَلْبَيْكًا : আহাজারি, বিলাপ।

يُبْكِي : নীরব অশ্রু বিসর্জন। বিগলিত অশ্রু

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنَّهُ أَوْ أَشَدُّكُمْ وَأَبْكِي

مَاذُ : (ب. ل. ي) ، جَنَسٌ نَاقِصٌ يَمَانِي

مُرَادٌ : الْمُسْتَدِيمَةُ، ضِدُّ : الْمُسَادِمَةُ

وَالْأَضَاجِيكَ الْمُلَهَّبَةِ، مِمَّا أَمَلَيْتُ جَمِيعَهُ
عَلَى لِسَانِ أَبِي زَيْدِ السُّرُجِيِّ، وَأَسْنَدْتُ
رَوَايَتَهُ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هَمَامِ الْبَصْرِيِّ.

অনুবাদ : ও মনোরম হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা। এর সবকিছুই আমি আবু য়াদ সারুজীর ভাষায় লিখিয়েছি এবং তার বর্ণনা হারেস ইবনে হাম্মাম বসরীর নামে উপস্থাপন করেছি।

শাস্তিক অনুবাদ : الْمُلَهَّبَةِ মনোরম হাস্য-রসাত্মক কথাবার্তা : أَمَلَيْتُ আমি লিখিয়েছি : جَمِيعَهُ সবকিছুই : عَلَى لِسَانِ أَبِي زَيْدِ السُّرُجِيِّ আবু য়াদ সারুজীর ভাষায় : وَأَسْنَدْتُ এবং উপস্থাপন করেছি : رَوَايَتَهُ তার বর্ণনা : إِلَى الْحَارِثِ بْنِ هَمَامِ الْبَصْرِيِّ হারেস ইবনে হাম্মাম বসরীর নামে।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) الْأَضَاجِيكَ, (و) الْأَضْعُوكَةُ : হাস্যকর বস্তু বা বিষয় : হাস্যজনকগল্প-কাহিনী।

صُحَّكَ : যাকে দেখে মানুষ অধিক হাসে।

صُحَّكَ : যে বেশি হাসে। যে মানুষকে নিয়ে হাসে।

(س) صَحَّكَ، صَحِكَ، صَحَكًا : হাসা।

(إِنْفَاعِل) إِشْعَاكَ : হাসানো।

الْصَّحُّ : সাদা দাঁত। মুকুল। ফেনা। বরফ। পথের মধ্যস্থল।

বিশ্বয়, মধু বা মোমাশ্রিত মধু, খেজুরের প্রস্তুতিত ফল।

فِي الْقُرْآنِ : فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا -

مَادَّه : (ض-ح-ك), جَنَس : صَحِيح

مُرَافِق : الْمَضْحَكَةُ، ضَدَّ : الْمُبْكِيَّةُ

الْمُلَهَّبَةِ : (ف), مَزَّ، إِفْعَال، مَص : إِلَهَاءُ : মনোরম,

মনোহর, চিত্তাকর্ষক।

(إِفْعَال) إِلَهَاءُ : মনকে কোনো বিষয় থেকে অন্যদিকে : নিবিষ্ট করে দেওয়া।

- فَلَا تُلَاقُوا دَانَكَ -

- الرَّحْمِ وَيَنْهَا وَلَهَا -

- فَلَا تُشَقُّ : অকম হয়ে ছেড়ে দেওয়া।

(ن) لَهَا - الرَّجُلُ : খেলা করা।

- يَه : আসক্ত হওয়া। অনুরাগী হওয়া। পছন্দ করা।

- عَنِ الشَّيْ : উদাসীন হওয়া। স্কুলে যাওয়া। স্বরণ না করা।

(س) لَهَى - يَكْدًا : ভালোবাসা।

সাম্প্রদায়িক হওয়া। উদাসীন হওয়া।

আলোচনা না করা। বিরুদ্ধ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تُلَاقِيَهُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ
/ الْهَاجِمِ الْكَافِرِ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ
مَادَّه : (ل-و), جَنَس : نَاقِص وَارِ
مُرَافِق : الْمَغْفِلَةُ، ضَدَّ : الْمَذْكُورَةُ
أَمَلَيْتُ : আমি লিখিয়েছি।

(إِفْعَال) إِتْلَاءُ : নিজে বলা এবং অন্যের দ্বারা দেখানো।

লিপিবদ্ধ করানো। এই একই অর্থে : أَمَلٌ إِتْلَاءٌ - ও ব্যবহৃত হয়।

- اللَّهُ فَلَاحًا عُمَرُ : বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া। দীর্ঘ সময় : উপকৃত হতে দেওয়া।

উপকৃত হতে দেওয়া।

- الْبَيْعِ وَالْبَيْعِ : বন্ধন শিথিল করে দেওয়া।

- اللَّهُ الظَّالِمِ وَلَهُ : অবকাশ দেওয়া।

- عَلَيْهِ الزَّمَنُ : দীর্ঘ হওয়া।

(ن) مَلَّو - الْبَيْعِ : দ্রুত চলা।

(تَفْعِيل) تَحْلِيَةً - اللَّهُ عُمَرُ : বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া।

(تَفْعِيل) تَحْلِيَةً - اللَّهُ عُمَرُ : বয়স বৃদ্ধি করে দেওয়া।

বয়স দীর্ঘ হওয়া।

- الشَّيْ : দীর্ঘসময় উপকৃত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ

تُسَلَّى عَلَيْهِمْ بَكْرَةً وَأَسِيلًا -

مَادَّه : (م-ل-و), جَنَس : نَاقِص وَارِ

مُرَافِق : أَمَلْتُ، ضَدَّ : أَذْكَرْتُ

جَمِيعٌ : সর্ব, সবকিছু, সমস্ত।

رَأَى جَمِيعٌ : সঠিক অভিমত।

(ج) جَمَعًا : একত্র করা ; জমা করা ।

- (إِفْعَال) إِجْمَاعًا - الْقَوْمُ : একমত হওয়া।

একত্র করা। : **مَا كَانَ مُتَّفَرِّقًا** -

— الْأَمْرُ وَعَلَى الْأَمْرِ : नृप इच्छा कर्ता ।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ كُنْ لَكُمْ دِينٌ فَاعْبُدُوهُ .

مَادَّةُ : (ج - م - ع) ، جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مُرَادِفٌ : كُلُّ ، ضِدٌّ : بَعْضُ

ভাষা, রসনা, জিহবা । : لِسَانٌ

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

مَادَّةُ : (ل . س . ن) ، جنس : صَحِیح

مُرَادِفٌ : لُفَّةٌ ، ضِدٌّ : حَضَرٌ

আবুয্যুসুফের সূরুজী : বর্ণিত হারীরীতে মাঝামাঝে :

মূল নামকের কল্পিত নাম ।

و.و.و
: مسووح :

ইরাকের ফোয়াত নদীর পূর্ব তীরবর্তী হাক্কান শহরের নিকটস্থ

একটি প্রাচীন শহর বা জনপদ। ১৭ হাজারে হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে বিশিষ্ট সাতাবী হযরত ইয়ায

ইবনে গানম (রা.)-এর হাতে সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে এ শহর

বিজ্ঞিত হয়।

আমি উপস্থাপন করেছি। : **اَشَدُّ**

(إِنْعَام) إِنْشَادًا - فِي الْجَبَلِ : ।

পাহাড়ে আরোহণ করানো : - فِي الْجَبَلِ :

- فِي الْعَذْرِ : দৌড়াতে চেষ্টা করা ।

- وَإِلَى الشَّيْءِ : ঠেক দিয়ে রাখা ।

- الْعَدِيَّةُ إِلَى فُلَانٍ : কারো সূত্রে কোনো কথা

উপস্থাপন করা।

(ن) سَوَدَا، اِسْتِنَادَا، (تَفَاعَلَ) تَسَانَدَا - اِلَيْهِ رَاثَا
 دُرُوسَا كَرَا :

পাহাড়ে আরোহণ করা : **سُودًا فِي الْحِلِّ** :

চল্লিশের কাছাকাছি হওয়া : - لِلْأَرْبَعِينَ :

- ذَنْبُ النَّاقَةِ : উটনীর লেজ ডান বা বাম নিতয়ে লাগা।

এক প্রকার চাদর পরিধান করা : **نَفْعِيلٌ تَسْنِيدًا** :

- الشئ: ঠেক দিয়ে মজবুত করা।

الْقُرْآنِ : وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خَشَبٌ مُسْتَنْدَةٌ

مَادَّةُ : س . ن . د جنس : صَحِيح

مرادف : عزیت، ضد : نصبت

वर्णना : वाये

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

মাকামাতে হারীরীর গল্পগুলোর : لَعَارُ بْنُ هَمَامٍ

କଳ୍ପିତ ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀର ନାମ ।

وَمَا قَصَدْتُ بِالْإِخْمَاصِ فِيهِ إِلَّا تَنْشِيطَ
قَارِنِيهِ، وَتَكْثِيرَ سَوَادِ طَالِيئِهِ،

অনুবাদ : এবং আমি এতে বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করার
দ্বারা [অথবা এতে টকের মিশ্রণ ঘটানোর দ্বারা] কেবল
এর পাঠকবর্গকে আনন্দ দান করার এবং এর প্রতি
অনুরাগীদের দল বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করেছি।

শাব্দিক অনুবাদ : وَمَا قَصَدْتُ : এবং ইচ্ছা করিনি بِالْإِخْمَاصِ বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করার দ্বারা فِيهِ এতে أَنَا কেবল/
তবে/ওধুমাত্র تَنْشِيطَ আনন্দ দান করা قَارِنِيهِ এর পাঠকবর্গকে وَتَكْثِيرَ স্রাব এবং দল বৃদ্ধি করা طَالِيئِهِ এর প্রতি
অনুরাগীদের।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি ইচ্ছা করিনি : مَا قَصَدْتُ :
(ض) قَصَدًا - الطَّرِيقُ : সোজা ও সরল হওয়া।
কাসীদা [কবিতা] রচনা করা : الشَّاعِرُ -
ইচ্ছা করে অভিযুক্তী হওয়া। কোনো ব্যক্তি : لَهُ وَالْبَئْرِ -
বা স্থানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

মধ্যপন্থা অবলম্বন করা : فِي الْأَمْرِ -
ন্যায় বিচার করা, পক্ষপাতিত্ব না করা : فِي الْحُكْمِ -
ভারসাম্য বজায় রেখে ব্যয় করা : فِي النَّفَقَةِ -
স্বাভাবিক ভাবে চলা : فِي مَقْصِدِهِ -
কাসীদা রচনা করা : (تَفَعُّل) تَقْصِيدًا - الشَّاعِرُ :
কাসীদা সংশোধন করা, কবিতা সম্পাদনা করা : الْقَسَائِدُ -
মধ্যপন্থা অবলম্বন করা : (اِفْتِمَال) اِقْتِسَادًا - فِي الْأَمْرِ :
আয়-ব্যয়ে ভারসাম্য রক্ষা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاقْبِضْ فِي مَنِيكَ وَاعْصُفْ مِنْ صَوْتِكَ
مَا دَه : (ق - ص - د) ، جَس : صَجِيع
مُرَادٌ : أَرَدْتُ / تَوَيْتُ ، وَدَّ : أَعَزَّضْتُ

বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করা : بِالْإِخْمَاصِ ✓
ইতিহাসের আলোচনা-আলোচনায় : اِنْعَمَالٌ - اِنْعَمَاتٌ - اِنْعَمَالٌ :
মনোনিবেশ করা।

গবাদিপশুর অন্নভক্ষণ ও লবণাক্ত ঘাস খাওয়ানো : اِنْعَامٌ -
কোনো স্থানে অন্নভক্ষণ ও লবণাক্ত ঘাস : اَلْمَكَانُ -
বেশি হওয়া।

অন্নভক্ষণ ও লবণাক্ত করা : اَلْمُسَرُّ -

- فِي الْكَلَامِ : কোনো ভাবিক বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনার :
পর মন বিরক্ত হয়ে উঠলে মনকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য
রসালোপের অবতারণা করা। আলোচনার ধারা পরিবর্তন করা।

(ن) حَفَّأَ - عَنَّهُ : অপছন্দ করা।
- بِم : অগ্রহ করা।
حَفَّأَ (ن) حَفَّأَ ، (س) حَفَّأَ ، (ك) حَفَّأَ :
অন্নভক্ষণ হওয়া, টক হওয়া।

(تَفَعُّل) تَعَجَّبًا : ক্রী সাথে অবৈধ পন্থায় উপগত হওয়া।
فِي الْعَيْنِ : الْأَذُنُ مَجَاجَةً وَلِلنَّفْسِ حَفَّأَ .

مَا دَه : (ح - م - ض) ، جَس : صَجِيع
مُرَادٌ : اَلْمُرَاجُ / اَلْإِنْفِاقُ
تَنْشِيطٌ : আনন্দ দান করা।

(تَفَعُّل) تَنْشِيطًا : আনন্দিত করা। প্রাণবন্ত করে তোলা।
- إِلَى أَوْ فِي الْعَمَلِ : কর্মতৎপর ও প্রাণচঞ্চল করে :
তোলা। উৎসাহ দেওয়া।

- الْعَبَلُ : রশিতে গিরা দেওয়া।
(اِنْعَمَال) اِنْعَمَالًا - نَلَا : কর্মতৎপর করা।

- الْعَبَلُ : রশিতে গিরা দেওয়া।
- اِنْعَمَالًا : গিরা খুলে দেওয়া।

- اَلْبَحِيرُ مِنْ عَقَالِهِ : গিরা খুলে দেওয়া।
- اَلْكَلَامُ السَّابِقُ : পুঁজ করা।

(تَفَعُّل) تَنْشِيطًا : প্রফুল্ল হওয়া।
- لِنَمَلٍ : কর্মোদ্যমী হওয়া।
(ن) تَشَّطًا - مِنَ التَّكَاثُرِ : বের হওয়া।

هَذِهِ يَا وَيْلَهُ : مِنْ بَدِّ إِلَى بَدِّ -

বশিতে গিরা দেওয়া। -

فِي الْقُرْآنِ : وَالشَّارِعَاتِ غَرْفٌ وَالنَّاسِطَاتِ نَطَاطٌ

মাদে : (ন. শ. ط.) , جنس : صَجِيعٌ

مُرَاوٌ : التَّرْغِيبُ : ضِدُّ : التَّكَايُبُ

قَارِئٌ : (ج) قَارِئِينَ , قَارِئُونَ , قَارِئَةٌ , قَارِئَةٌ : পাঠক।

পড়ুয়া। পড়তে সক্ষম এমন ব্যক্তি।

(ف) (ن) قَرَأَ , قَرَأَتْ , قَرَأْنَا , اقْتَرَأَ (اقْتَعَلَ) اقْتَرَأَ , الْكِتَابُ :

পড়া।

عَلَيْهِ السَّلَامُ : -

قَرَأَ , قَرَأْنَا - الشَّيْءُ : -

জমা করা, একত্র করা। -

بِ الشَّائَةِ : -

উটনী গর্ভবর্তী হওয়া। -

بِ النِّعَامِ : -

অন্তঃসত্তা নারীর সন্তান প্রসব করা। -

بِ الْمَرْءِ : -

ঋতুমতী হওয়া। ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়া। -

بِ النِّعَامِ : -

ঋতুমতী হওয়া। -

بِ النِّعَامِ : -

পড়ানো, পাঠ দান করা। -

بِ النِّعَامِ : -

সলাম পৌছানো। -

بِ النِّعَامِ : -

সময় থেকে প্রত্যাবর্তন করা। -

بِ النِّعَامِ : -

নিকটবর্তী হওয়া। -

بِ النِّعَامِ : -

ফেরা, বিমুখ হওয়া। -

بِ النِّعَامِ : -

ফেরা, বিমুখ হওয়া। -

سَوَاءُ اللَّيْلِ : -

শহরের আশপাশের জনবসতি। -

سَوَاءُ النَّاسِ : -

পূর্ণ রাত। -

سَوَاءُ الْأَعْظَمِ : -

জনসাধারণ। -

سَوَاءُ الْعَيْنِ : -

বড় দল, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সৈনিকের অস্ত্র-শস্ত্র। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

চোখের কালো অংশ, চোখের পুতলি। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

হৃদপিণ্ডের কালো দাগ। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

سَوَاءُ الْقَلْبِ : -

সুদৃশ্য। -

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَمَا قَصَدْتُ بِالْإِحْتِصَافِ فِيهِ إِلَّا الْخ :

এখানে উল্লেখিত مُتَعَفِّفٌ টি مُتَعَفِّفٌ

এখানে তার مُتَعَفِّفٌ উহা রয়েছে। মূল ইবারত

এরকম-

وَمَا قَصَدْتُ بِالْإِحْتِصَافِ فِيهِ شَيْئًا إِلَّا تَنْفِيطَ الْخ

وَلَمْ أَدْعُهُ مِنَ الْأَشْعَارِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا
بَيِّنِينَ فَذَيْنِ، أَسَسْتُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً
الْمَقَامَةِ الْعُلُوَّانِيَّةِ،

অনুবাদ : আর আমি অন্যদের রচিত কাব্যমালা থেকে
পৃথক পৃথক দু'টো শ্লোক— যে দু'টির উপর আমি
হলওয়ানের গল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছি—

শাখিক অনুবাদ : وَلَمْ أَدْعُهُ : আর আমি লিপিবদ্ধ করিনি مِنَ থেকে الْأَشْعَارِ الْأَجْنَبِيَّةِ অন্যদের রচিত ۱।
তবে/ব্যতীত بَيِّنِينَ দু'টো শ্লোক فَذَيْنِ পৃথক পৃথক أَسَسْتُ আমি ভিত্তি স্থাপন করেছি عَلَيْهِمَا যে দুটির উপর بَيِّنَةً ভিত্তি
الْمَقَامَةِ الْعُلُوَّانِيَّةِ হলওয়ানের গল্প।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি গচ্ছিত রাখিনি : لَمْ أَدْعُهُ
অন্যের কাছে আমানত রাখা, গচ্ছিত রাখা : اِفْعَالًا اِبْدَاعًا
গোপন রাখার শর্তে কাউকে গোপনীয় কথা বলা : اَلْأَمْرُ :
এচ্ছে বা চিঠিতে কিছু লিপিবদ্ধ করা : -
কোনো উত্তম বিষয়বস্তু আলোচনার অবতীর্ণ করা : اَلْكَلَامُ :
সম্মতি করা : - : اِدْعَا :
বিদায় জানানো : اِنْفِصَالًا :
ছেড়ে দেওয়া : - : فُلَانًا :
ছেড়ে দেওয়া : (ف) دَعَا :
আমানত রাখা : - : مَالًا عِنْدَهُ :
এই মাদে থেকে (فُلَانِي) مَانِي কম ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْيَعْرَ وَمَا يَنْتَعِي لَهُ
مَادَّةُ : (শ-৬-৭) : جِنْسُ : صَحِيح
مُرَافِقُ : بَيِّنٌ / نَظْمٌ : ضِدُّ : نَثْرٌ
الْأَجْنَبِيَّةِ (نِسْبَةً، مَوْثِقَةً) : (مَذ) الْأَجْنَبِيَّةِ :
অনাখ্যীয় অথবা এমন আখ্যীয় যারা : أَجَانِبُ : (ج)
মাহরাম নয়। অপরচিত। জিন্দেদী। প্রবাসী। মুসাফির। অযাযা।
অন্য কবির রচিত কবিতা : الْأَشْعَارُ الْأَجْنَبِيَّةُ :
(ن) جَبَّ : প্রতিহত করা, পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া।
পার্শ্বে আঘাত করা।

دَعَا : (ف) دَعَا :
আমানত রাখা : - : مَالًا عِنْدَهُ :
এই মাদে থেকে (فُلَانِي) مَانِي কম ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْيَعْرَ وَمَا يَنْتَعِي لَهُ
مَادَّةُ : (শ-৬-৭) : جِنْسُ : صَحِيح
مُرَافِقُ : بَيِّنٌ / نَظْمٌ : ضِدُّ : نَثْرٌ
الْأَجْنَبِيَّةِ (نِسْبَةً، مَوْثِقَةً) : (مَذ) الْأَجْنَبِيَّةِ :
অনাখ্যীয় অথবা এমন আখ্যীয় যারা : أَجَانِبُ : (ج)
মাহরাম নয়। অপরচিত। জিন্দেদী। প্রবাসী। মুসাফির। অযাযা।
অন্য কবির রচিত কবিতা : الْأَشْعَارُ الْأَجْنَبِيَّةُ :
(ن) جَبَّ : প্রতিহত করা, পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া।
পার্শ্বে আঘাত করা।

دَعَا : (ف) دَعَا :
আমানত রাখা : - : مَالًا عِنْدَهُ :
এই মাদে থেকে (فُلَانِي) مَانِي কম ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْيَعْرَ وَمَا يَنْتَعِي لَهُ
مَادَّةُ : (শ-৬-৭) : جِنْسُ : صَحِيح
مُرَافِقُ : بَيِّنٌ / نَظْمٌ : ضِدُّ : نَثْرٌ
الْأَجْنَبِيَّةِ (نِسْبَةً، مَوْثِقَةً) : (مَذ) الْأَجْنَبِيَّةِ :
অনাখ্যীয় অথবা এমন আখ্যীয় যারা : أَجَانِبُ : (ج)
মাহরাম নয়। অপরচিত। জিন্দেদী। প্রবাসী। মুসাফির। অযাযা।
অন্য কবির রচিত কবিতা : الْأَشْعَارُ الْأَجْنَبِيَّةُ :
(ن) جَبَّ : প্রতিহত করা, পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া।
পার্শ্বে আঘাত করা।

دَعَا : (ف) دَعَا :
আমানত রাখা : - : مَالًا عِنْدَهُ :
এই মাদে থেকে (ফুলানি) মানি কম ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْيَعْرَ وَمَا يَنْتَعِي لَهُ
مَادَّةُ : (শ-৬-৭) : جِنْسُ : صَحِيح
مُرَافِقُ : بَيِّنٌ / نَظْمٌ : ضِدُّ : نَثْرٌ
الْأَجْنَبِيَّةِ (نِسْبَةً، مَوْثِقَةً) : (مَذ) الْأَجْنَبِيَّةِ :
অনাখ্যীয় অথবা এমন আখ্যীয় যারা : أَجَانِبُ : (ج)
মাহরাম নয়। অপরচিত। জিন্দেদী। প্রবাসী। মুসাফির। অযাযা।
অন্য কবির রচিত কবিতা : الْأَشْعَارُ الْأَجْنَبِيَّةُ :
(ن) جَبَّ : প্রতিহত করা, পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া।
পার্শ্বে আঘাত করা।

دَعَا : (ف) دَعَا :
আমানত রাখা : - : مَالًا عِنْدَهُ :
এই মাদে থেকে (ফুলানি) মানি কম ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْيَعْرَ وَمَا يَنْتَعِي لَهُ
مَادَّةُ : (শ-৬-৭) : جِنْسُ : صَحِيح
مُرَافِقُ : بَيِّنٌ / نَظْمٌ : ضِدُّ : نَثْرٌ
الْأَجْنَبِيَّةِ (نِسْبَةً، مَوْثِقَةً) : (مَذ) الْأَجْنَبِيَّةِ :
অনাখ্যীয় অথবা এমন আখ্যীয় যারা : أَجَانِبُ : (ج)
মাহরাম নয়। অপরচিত। জিন্দেদী। প্রবাসী। মুসাফির। অযাযা।
অন্য কবির রচিত কবিতা : الْأَشْعَارُ الْأَجْنَبِيَّةُ :
(ن) جَبَّ : প্রতিহত করা, পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া।
পার্শ্বে আঘাত করা।

دَعَا : (ف) دَعَا :
আমানত রাখা : - : مَالًا عِنْدَهُ :
এই মাদে থেকে (ফুলানি) মানি কম ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْيَعْرَ وَمَا يَنْتَعِي لَهُ
مَادَّةُ : (শ-৬-৭) : جِنْسُ : صَحِيح
مُرَافِقُ : بَيِّنٌ / نَظْمٌ : ضِدُّ : نَثْرٌ
الْأَجْنَبِيَّةِ (نِسْبَةً، مَوْثِقَةً) : (مَذ) الْأَجْنَبِيَّةِ :
অনাখ্যীয় অথবা এমন আখ্যীয় যারা : أَجَانِبُ : (ج)
মাহরাম নয়। অপরচিত। জিন্দেদী। প্রবাসী। মুসাফির। অযাযা।
অন্য কবির রচিত কবিতা : الْأَشْعَارُ الْأَجْنَبِيَّةُ :
(ن) جَبَّ : প্রতিহত করা, পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া।
পার্শ্বে আঘাত করা।

دَعَا : (ف) دَعَا :
আমানত রাখা : - : مَالًا عِنْدَهُ :
এই মাদে থেকে (ফুলানি) মানি কম ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الْيَعْرَ وَمَا يَنْتَعِي لَهُ
مَادَّةُ : (শ-৬-৭) : جِنْسُ : صَحِيح
مُرَافِقُ : بَيِّنٌ / نَظْمٌ : ضِدُّ : نَثْرٌ
الْأَجْنَبِيَّةِ (نِسْبَةً، مَوْثِقَةً) : (مَذ) الْأَجْنَبِيَّةِ :
অনাখ্যীয় অথবা এমন আখ্যীয় যারা : أَجَانِبُ : (ج)
মাহরাম নয়। অপরচিত। জিন্দেদী। প্রবাসী। মুসাফির। অযাযা।
অন্য কবির রচিত কবিতা : الْأَشْعَارُ الْأَجْنَبِيَّةُ :
(ن) جَبَّ : প্রতিহত করা, পৃথক করা। দূরে সরিয়ে দেওয়া।
পার্শ্বে আঘাত করা।

وَأَخْرَجْنِ تَوَآمِينَ صَمْنَتُهُمَا خَوَاتِمَ
الْمَقَامَةِ الْكَرْجِيَّةِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَخَاطِرِي
أَبُو عَزْدِهِ،

অনুবাদ : এবং অপর দু'টি সংযুক্ত শ্লোক — যে দুটিকে আমি কারাজের গল্পের শেষভাগে সন্নিবেশিত করেছি — ব্যতীত আর কিছু এতে লিপিবদ্ধ করিনি।^১ আর এতদভিন্ন যা রয়েছে আমার ভাব-কল্পনাই তার প্রথম উদ্ভাবক।

শাখিক অনুবাদ : وَأَخْرَجْنِ تَوَآمِينَ সংযুক্ত শ্লোক صَمْنَتُهُمَا যে দুটিকে আমি সন্নিবেশিত করেছি وَأَخْرَجْنِ শেষভাগ الْمَقَامَةِ الْكَرْجِيَّةِ কারাজের গল্প وَمَا عَدَا ذَلِكَ যে এতদভিন্ন যা রয়েছে فَاخَاتِرِي আমার ভাব-কল্পনাই أَبُو عَزْدِهِ তার প্রথম উদ্ভাবক।

শব্দ বিশ্লেষণ

অপর দুটি : أَخْرَجْنِ :
অপর, : أَخْرَجْنِ : (নত) أَخْرَاجَ, أَخْرَجْنِ :
অপরজন, অন্য।
(তফসিল) تَأْخِيرًا - عَنْهُ :
পেছনে থাকা, পিছিয়ে যাওয়া, পরে হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا ذَوَاعِلُكُمْ أَوْ أَخْرَاجَ مِنْ غَيْرِكُمْ
مَا هُوَ : (أ.خ.ر.) : جَس : مَهْمُزٌ قَا.
مُرَافُ : سَوَاءٌ / غَيْرٌ : جَس : نَفَسُ
(নত) تَوَآمِينَ تَوَآمِينَ (ج) تَوَامٌ, تَوَامٍ (و) تَوَامٌ :
যমজ, যমল, একসাথে একই গর্ভজাত, সংযুক্ত।
يَمَجُّ سَتَانِ غَسَبَ كَرَا :
যমজকণে জন্মগ্রহণ করা।
يَمَجُّ كَرَا :
যে নারী প্রত্যেকবারে যমজ সন্তান
জন্ম দেয়।
أَكْبَرُ تَوَآمِينَ :
একই স্থানে উদ্ভূত ও একসঙ্গে যুক্ত দুটি শ্লোক।
فِي الْحَوِيثِ : مَتَمُّ أَوْ مَفْرُ
مَا هُوَ : (ت.م.م.) : جَس : مَهْمُزٌ عَيْنِ
مُرَافُ : مَضْمُونَةٌ / مَلَصُّ : جَس : قَدْ

صَمْنَتُ : আমি সন্নিবেশিত করেছি।
(تَفْصِيل) تَضْيِئًا - الشَّيْءَ الْوَعَاءَ :
কোনো কিছু পাঠে রাখা।
وَالشَّيْءُ :
দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা। দায়িত্ব দেওয়া।
- الشَّاعِرُ :
অন্য কবির রচিত কবিতায় অংশ বা শ্লোক
এরূপ ইঙ্গিত সহকারে নিজের কবিতায় উদ্ভূত
করা যে, তা অন্যের রচিত বলে বুঝা যায়।
(تَفْصِيل) تَضْيِئًا - الشَّيْءُ :
ধারণ করা।
- الشَّيْءُ عَنْهُ :
অন্যের পক্ষ থেকে নিজের দায়িত্বে নেওয়া।
(س) صَمْنَتُ، جَسًا - الشَّيْءَ :
দায়িত্বশীল হওয়া জামিন হওয়া।
- :
জমা করা, একত্র করা।
صَمْنِ (س) صَمْنَتُ، صَمْنَتُ - الرَّجُلُ :
দুরারোগ্য ব্যাধিতে
আক্রান্ত হওয়া, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।
صَمْنِ :
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি।
فِي الْحَوِيثِ : سَنَ يَصْنَعُ لِي مَا بَيْنَ رَجْعِيهِ وَمَا بَيْنَ
رَجْعِيهِ أَشْنُ لَدُنَّ الْعَيْنِ
مَا هُوَ : (ض.م.ن.) : جَس : صَمْنِ
مُرَافُ : أَدْخَلْتُ : جَس : أَفْرَدْتُ
আজ্ঞাম, পরিণতি, পরিণাম, শেষ
ফল, শেষ অবস্থা।
خَاتِمٌ، خَاتِمٌ (ج) خَتْمٌ، خَوَاتِمُ :
আংটি। মোহর। শেষ অবস্থা।
সর্বশেষ। যার মাধ্যমে কোনো কিছু পরিসমাপ্তি হয়।

১. কবি পরিচয় : পৃথক পৃথক দুটি শ্লোকের একটির রচয়িতা আবুল ফারাজ দিমশকী। অপরটির রচয়িতা আবু উবাদাহ বুহত্বরী। যথাস্থানে তাঁদের পরিচয় উল্লিখিত হবে। আর সংযুক্ত দুটি শ্লোকের রচয়িতা ইবনু সুক্কারা। তাঁর নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবুল হাসান। ইবনু সুক্কারা নামে প্রসিদ্ধ। পিতার নাম আবদুল্লাহ, পিতামহের নাম মুহাম্মদ। আলী ইবনুল মাহদীস বংশধর। ব্যাভিনায়া কবি। বাগদাদের অধিবাসী। চার খণ্ডে তাঁর কাব্যসমগ্র প্রকাশিত হয়েছে। তাতে পঞ্চাশ হাজারের অধিক শ্লোক (بَيْت) রয়েছে। ইমাম সা'আদিলী কৃত "ইরাতীমাতুত দাদর" গ্রন্থে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে। নানারকম অভিনব ভাবদ্যোতক কাব্য রচনার তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ৩৮৫ হিজরিতে ইয়েকাল করেন।

وَمُقْتَضِبٌ حُلُومَ وَرَمِهِ، وَهَذَا مَعَ اِغْتِرَافِي
بِأَنَّ الْبَيْدِيعَ رَحِمَهُ اللَّهُ سَبَاقَ غَايَاتٍ،

অনুবাদ : এবং তার মিষ্ট ও তিক্তের বিচয়নকারী। আর এটা আমার এই স্বীকারোক্তি সহকারে যে, বাদী' (র.) হলেন অগ্রজ প্রান্তশশী

শাস্তিক অনুবাদ : এবং বিচয়নকারী তার মিষ্ট ও তার তিক্তের। ওহে আর এটা অগ্রাফি আমার এই স্বীকারোক্তি সহকারে যে বাদী' (র.) হলেন সবার গায়ে অগ্রজ প্রান্তশশী।

শব্দ-বিশ্লেষণ

مُقْتَضِبٌ : (فَا، مَذ، اِنْتِعَال، مَصَد : اِقْتِصَابُ)

বিচয়নকারী। কর্তনকারী। পূর্বপ্রকৃতি ব্যতিরেকে তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রদানকারী।

اِنْتِعَال : اِقْتِصَاب - الشَّيْءُ : : কর্তন করা।

الْكَلَامُ -
الدَّابَّةُ : বাহনজন্তুকে বশীভূত না করে তাতে আরোহণ করা।
فُلَاكًا : কোনো কাজে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়ে সেই কাজ করানো।

ض) قَضَبًا - الشَّيْءُ : : কর্তন করা।

الدَّابَّةُ : বাহনজন্তুকে বশীভূত না করে তাতে আরোহণ করা।

فُلَاكًا : কাউকে ডাল দিয়ে প্রহার করা।

تَقْوِيْلًا : টুকরা টুকরা করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَانْتَبَهْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَنَضَبًا ..

مَادَّة : (ق. ض. ب) : جَنَس : صَجِيع

مُرَاوَن : مُقْتَضِبٌ، ضِدَّ : جَامِعٌ

حُلُومٌ : মিষ্ট। সুহাদু। প্রীতিকর। সুন্দর।

مِثْلٌ : (ك، س) حَلَاوَةٌ، حُلُومًا، وَحُلُومًا، اِنْتِعَالًا : : মিষ্ট হওয়া।

حَلَّتِ الْفَاكِهَةُ : সুহাদু হওয়া।

حَلَاوَتُهُ بِخَيْرٍ : কল্যাণ লাভ করা।

فِي الْعَدِيْبِ : الدَّابَّةُ حُلُومٌ خَوِيْرَةٌ

مَادَّة : (ج. ل. ر) : جَنَس : نَاقِصٌ وَارِي

مُرَاوَن : عَذْبٌ، ضِدَّ : مُرٌّ خَاوِضٌ

مُرٌّ : তিক্ত। বিষাদ। তিতা। অপ্রীতিকর। অসুন্দর।

(س. ن) مَرَارَةٌ : তিক্ত হওয়া।

تَقْوِيْلًا : تَمَرِيْرًا - الشَّيْءُ : : তিক্ত করা।

اِنْتِعَال : اِمْرَارًا - الشَّيْءُ : : তিক্ত হওয়া।

الشَّيْءُ : : তিক্ত করা। দুঃখানো।

فِي الْقُرْآنِ : بَلَّ السَّاعَةَ مَوْعِدُهُمُ وَالسَّاعَةَ أَدْمَى وَأَمْرٌ

مَادَّة : (م. ر. ر) : جَنَس : مُضَاعَفٌ

مُرَاوَن : عَذْبٌ، ضِدَّ : حُلُومٌ

مَعَ : مَعَ :

দুইয়ের মাঝে মিলন ও সান্নিধ্য বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত মোতাবেক। শব্দটি দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়।

এক. مَضَانٌ হয়ে। তখন এটি তারকীবে হয়ে থাকে এবং নিম্নে বর্ণিত তিনটি অর্থে কোনো একটি প্রকাশ করে :

১. একত্রতা ও সঙ্গ। যেমন- اللَّهُ مَعَكُمْ

২. একত্র হওয়ার সময়। যেমন- مَعِ الْعَصْرِ

৩. جَنْتَ مِنْ مَعَ الْقَوْمِ : যেমন- এর অর্থে- عِنْدَ

দুই-এর মতো ও مَعَ হওয়া ব্যতিরেকে। তখন এটি مَضَانٌ

হবে এবং তারকীবে হবে। যেমন- هَبْ

كُنَّا مَعَ : আমরা একই সময় বের হয়েছি।

আমরা একই স্থানে ছিলাম। কখনও এ দুটি উদাহরণের অর্থ

হয়, আমরা একত্রে বের হয়েছি এবং আমরা একত্রে

ছিলাম।"। এমতাবস্থায় مَعَ শব্দটি হিসাবে

مَضْنُوبٌ হবে। فَعَلْنَا جَمِيْعًا وَفَعَلْنَا مَعَ এর মাঝে পার্থক্য

এই যে, مَعَ শব্দটি কাজের সময় কর্তৃবর্ণের একত্র উপস্থিতি

বাক্যের অর্থ সন্তান শব্দটি সকলের কর্তৃত্ব প্রকাশ করে, তাতে সকলের একত্র উপস্থিতিও হাতে পারে অথবা পৃথক পৃথকও হতে পারে।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

ইক্বিরাত : স্বীকারোক্তি।

(اِقْتِمَال) - اِقْتِرَافًا - بِ : স্বীকার করা।

لِلْأَمْرِ - ধৈর্য ধারণ করা।

الْعُسْرِ : - চেনা।

এতসংশ্লিষ্ট আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ

مَاذِهِ : (এ-র-ফ), جنس : صَحِيح

مَرَاوُف : اِقْتِرَافًا , ضَدُّ : اِنْكَارًا

আখানে اَلْبِدِيعُ বলে বদীউয-যামান হামাদানীকে বুঝানো হয়েছে। তার পরিচয় পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

سَبَّانٌ : অধিক অগ্রসর, অধিক অগ্রগামী, অগ্রণী, অগ্রজ।

(ن) سَبَّانًا - إِلَى كَذَا : অগ্রসর হওয়া।

- عَلَى كَذَا : এবল হওয়া, বিজয়ী হওয়া।

(اِفْعَال) اِسْبَاقًا - اَلْقَوْمَ إِلَى الْاَمْرِ : অগ্রসর হওয়া।

(مُفَاعَلَةٌ) مُسَابِقَةً : অগ্রসর হওয়ার জন্য পরস্পরে

প্রতিযোগিতা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْتِي

مَاذِهِ : (স-ব-ق), جنس : صَحِيح

مَرَاوُف : قَادِمًا , مُتَقَدِّمًا , ضَدُّ : مُتَخَلِّفًا

(ج) غَايَاتٍ , غَايَ , (و) غَايَةً : সীমা, প্রান্ত। বাংলা : ফলশ্রুতি।

বাগ্য স্থাপন করা।

أَغْيَا الْفَرَسَ فِي سَهَابِهِ : দৌড় প্রতিযোগিতার সময় ঘোড়ার

নির্দিষ্ট সীমায় পৌছা।

فِي الْحَدِيثِ : سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَقُضِلَ الْقَرْحُ فِي الْغَايَةِ

مَاذِهِ : (গ-য-ই), جنس : لَفِيضٌ مَقْرُونٌ

مَرَاوُف : حَدٌّ , عِلْمٌ , ضَدُّ : اِسْتِدَاءٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هَذَا مَعَ :

হুদা এটা হুদা তার নামে ইশারা করে। কৃতিত্ব, যা তিনি তার পূর্বোক্তিত্বিত বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। হুদা শব্দটি এখানে মুতাদ্বিগে হয়েছে আর তা উহা উহা খবর হয়ে উহা উহা।

বালাগাত

قَوْلُهُ : سَبَّانَ غَايَاتٍ :

এই ইবারতের মধ্যে اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ রয়েছে। কেননা এখানে تَنْبِيهُ (র) কে দ্রুতগামী ঘোড়ার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا يَخْتَرُونَ إِلَّا مِنْ قُضَالِيهِ :

এখানেও اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ রয়েছে। কেননা যোগাতা ও জ্ঞানকে (পানির সাথে) তَنْبِيهُ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উহা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

وَصَاحِبُ آيَاتٍ، وَإِنَّ الْمُتَصَدِّىَ بَعْدَهُ لَأَنْشَاءٌ
مَقَامَةٍ - وَلَوْ أَوْتِىَ بِلَاغَةً قُدَامَةً - لَا
يَغْتَرِفُ إِلَّا مِنْ فَضَالَتِهِ، وَلَا يَسْرِى ذَلِكَ
الْمَسْرِى إِلَّا بِدَلَالَتِهِ .

অনুবাদ : এবং নিদর্শনাবলির অধিকারী। অথচ তাঁর পরে
মাকামা রচনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণকারী ব্যক্তি - যদিও
তাকে কুদামার সাহিত্য শক্তি প্রদান করা হয় - তাঁর উচ্ছিষ্ট
ব্যতীত আজল ভরতে পারবে না এবং তাঁর পথনির্দেশনা
ব্যতীত এ পথে চলতে সক্ষম হবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : এবং নিদর্শনাবলির অধিকারী الْمُتَصَدِّىَ অথচ পদক্ষেপ গ্রহণকারী بَعْدَهُ তাঁর পরে
لَا يَغْتَرِفُ কুদামার সাহিত্য শক্তি প্রদান করা হয় وَلَوْ أَوْتِى যদিও তাকে প্রদান করা হয় أَنْشَاءٌ মাকামা রচনার জন্য
আজল ভরতে পারবে না وَلَا يَسْرِى তার উচ্ছিষ্ট مِنْ فَضَالَتِهِ ব্যতীত এবং চলতে সক্ষম হবে না ذَلِكَ الْمَسْرِى এ পথে
يَا ব্যতীত دَلَالَتِهِ তাঁর পথ নির্দেশনা।

শব্দ বিশ্লেষণ

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। :
(ج) آيَاتٍ، أَيُّ (و) آيَةٍ : শিখা। নিদর্শন। চিহ্ন।
سُورَاتٍ নিদিষ্ট অংশ বিশেষ, আয়াত।
آيَةُ الرَّجُلِ : অস্তিত্ব।
خَرَجَ الْقَوْمُ بِأَيِّهِمْ : লোকজন দলবদ্ধভাবে বের হয়েছে।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ مِنْ ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
مَادَّهُ : (أ. ی. ی.)، جِنْس : لَيْفِيْف مَقْرُون
مُرَادُ : عِلَامَةٌ، ضِد : حَقِيقَةٌ
الْمُتَصَدِّى (ف. م. د.) : পদক্ষেপ গ্রহণকারী, অভিপ্রায়ী।
(تَفَعَّلَ) تَصَدَّى - كُهُ : পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্রতী হওয়া,
প্রয়াসী হওয়া।

- لَأَنْشَاءٌ : কোনো বিষয়ের প্রতি অভিপ্রায়ী হওয়া।
(تَفَعَّلَ) تَصَدَّى - يَبْدِيهِ : উভয় হাতে তালি বাজানো।
(إِنْفَعَالَ) إِشْدَادًا : মৃত্যুবরণ করা।
- الْجَبَلُ : পাহাড়ের গায়ের ধাক্কা খেয়ে শব্দের প্রতিধ্বনি হওয়া।

(ن) صَدُوا - يَبْدِيهِ : উভয় হাতে তালি বাজানো।
(س) صَدَّى : অতিশয় তৃষ্ণা হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : أَمَا مَنِ اسْتَعْنَى فَأَنْتَ كُهُ تَصَدَّى
مَادَّهُ : (ص. د. ی.)، جِنْس : كَاهِش يَأْمَى
مُرَادُ : الْمُسْتَعْرِضُ، ضِد : الْمُسْتَعْرِضُ

انْشَاءٌ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
مَقَامَةٍ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
أَوْتِىَ : প্রদান করা হয়।
(إِعْمَالًا) إِنْشَاءً - مُلَاحَظَةُ الشَّيْءِ : প্রদান করা, দেওয়া।
- إِيْلَافُ الشَّيْءِ : প্রেরণ করা।
(ض) إِنْشَاءً، أَنْشَاءً : আসা।
- إِنْشَاءً : উপনীত হওয়া।
- الشَّيْءُ : করা।
- الرَّجُلُ : প্রতিদান দেওয়া, বিনিময় দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَأَمَّا مَنْ أَوْتِىَ كِتَابَهُ بِرَبِّهِ فَيَقْرُؤُ هَؤُلَاءِ
أَقْرَبُوا بِكِتَابِهِ .
مَادَّهُ : (أ. ت. ی.)، جِنْس : مُرَكَّبٌ مَهْمُوزٌ قَا تَاقِصٌ يَأْمَى
مُرَادُ : أَعْطَى، ضِد : مَنَعَ
بِلَاغَةٍ : বলিষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা। মনের ভাব প্রকাশের :
আকর্ষণীয় ক্ষমতা। ভাষার সাবলীলতা ও প্রাজ্ঞলতা।
(ك) بِلَاغَةٍ : মনের ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ক্ষমতার :
অধিকারী হওয়া। ভাষা প্রজ্ঞল ও সাবলীল হওয়া।
(ج) بِلَاغَةٍ : মনের ভাব প্রকাশে আকর্ষণীয় :
ক্ষমতার অধিকারী। বলিষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী।
كَلَامٌ بِلَاغِي : সাহিত্য মানে উত্তীর্ণ প্রাজ্ঞল ও সাবলীল ভাষা।
মনোমুগ্ধকর ভাষা।

(ن) بُلُوغًا - : পৌছা।

- النَّمْرُ : ফল পাকা।

- النَّمْلُ : বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, বাল্যে গ হওয়া, সাবালক হওয়া।

(إِنْفَعَالٌ) إِنْفَاعًا، (تَفْعِيلٌ) تَبْلِيغًا - : পৌছানো।

(مُفَاعَلَةٌ) مُبَالَغَةً : অতিরঞ্জিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ

مَادَّةُ : (ب. ল. গ), جَنَسُ : صَحِيح

مُرَافِقٌ : فَصَاحَةٌ، جُنْدٌ : هَجَانَةٌ

এক ব্যক্তির নাম। বাগদাদের অধিবাসী এ মনীষী। এছাড়া আরবি সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের এক প্রবাদ পুরুষ। এছাড়া তিনি মানতেক [যুক্তিবিদ্যা] ও ফালসাফা [দর্শন] শাস্ত্রেও একজন স্বীকৃত সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পূর্ণনাম ও বংশ পরিক্রমা এই : আবুল ফারাজ কুদামাহ ইবনে জা'ফর ইবনে কুদামাহ ইবনে যিয়াদ বাগদাদী। তিনি প্রথম জীবনে খ্রিস্টান ছিলেন। পরে আকাশী খলীফা মুক্তাফী বিল্লাহ -এর শাসনামলে [২৮৯ হি.-২৯৫ হি. মুতাবেক ৯০২ খৃ.- ৯০৮ খৃ.] ইসলাম গ্রহণ করেন। মুতাবেক ৯০২ খৃ. তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এছাড়াও তাঁর কতিপয় গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ৩৩৭ হি. মুতাবেক ৯৪৮ খৃ. সালে ইন্তেকাল করেন।

لَا يَغْتَرَفُ : : অজল ভরতে পারবে না।

(إِفْتِعَالٌ) اِغْتِرَافًا - : اَلْمَاءُ اَرَمِنَ الْمَاءِ يَبِيدُ : পানি ঘারা

আজল ভরা।

(ض) عَرَفًا - : الشَّيْءُ : কর্তন করা।

(إِنْفَعَالٌ) اِنْفِرَافًا : : কতিত হওয়া। মুচড়ে যাওয়া। ভেঙ্গে

যাওয়া। মরে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِلَّا سَوِيَ اِغْتَرَفَ عُرْفَةَ يَبِيدُ

مَادَّةُ : (غ. - ر. ب), جَنَسُ : صَحِيح

مُرَافِقٌ : لَا يَشْرَبُ، جُنْدٌ : لَا يَأْكُلُ

(ج) فُضِّلَتْ : : অবশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট।

আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

: لَا يَسْرِي : : চলবে না। চলতে পারবে না।

(ض) سَرَى، سَرِيَّةً، سَرَابًا، سَرَايَ : : (স. র. য), جَنَسُ : نَاقِصٌ يَأْتِي

রাত্রিকালে চলা। রাত্রিকালে সফর করা। [যে কোনো সময়]

সফর করা। চলা।

(إِنْفَعَالٌ) اِسْرَاءٌ : : রাত্রিকালে চলা।

- : رَامَ : : রাত্রিকালে নিয়ে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِمُعْجِزِهِ لَيْلًا مِّنَ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا

مَادَّةُ : (س. - ر. - ي), جَنَسُ : نَاقِصٌ يَأْتِي

مُرَافِقٌ : يَجْرِي / يَسِيرُ

الْمَسْرَى : (ج) مَسَارًى : : চলার জায়গা। সফরের স্থল। পথ।

مُرَافِقٌ : الْمَجْرَى، جُنْدٌ : الْمَوْقِفُ

دَلَالَةٌ : : দিকনির্দেশনা, পথনির্দেশনা।

دَلَالَةٌ دَلَالَةً دَلَالَةً : : দৃষ্টোই শুদ্ধ। তবে يَفْتَحُ الْأَوَّلُ : : পড়া উত্তম।

(أ) دَلَالَةً، دَلَالَةً، دَلُولَةً، دَلِيلًا - : إِلَى الشَّيْءِ أَوْ عَلَيْهِ :

পথ প্রদর্শন করা।

(ض) دَلَا، دَلَالًا (ص) دَلَّلًا : : মান-অভিমান করা। কপট।

বিষম্ভাচরণ করা। গর্ব করা। নিজের দান-দাক্ষিণের খোঁটা দেওয়া।

(إِنْفَعَالٌ) اِدْلَالًا - : عَلَيْهِ : : কারও আন্তরিকতা ও ভালোবাসার

প্রতি ভরসা করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ يَأْتِمُّ مَلَأْ ذَلِكَ عَلَى شَجَرَةِ الْغُلُو

مَادَّةُ : (د. - ل. ل), جَنَسُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِقٌ : اِلْإِشْدَادُ، جُنْدٌ : اِلْإِضْلَالُ

وَلِلَّهِ دَرُاقَائِلُ :

فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً

يَسْعُدِي شَفِيئَةُ النَّفْسِ قَبْلَ التَّنْدِمِ


অনুবাদ : নিম্নোক্ত শ্লোক রচনাকারী কবির বক্তব্যের
সৌকুমার্য আদ্যারই প্রদত্ত :

সুতরাং যদি আমি তার [কপোতীর] পূর্বে সু'দার প্রেমে
ক্রন্দন করতাম, তবে আমি লজ্জিত হওয়ার পূর্বে মনকে
প্রবোধ দিতে পারতাম।

শাস্তিক অনুবাদ : وَلَيْلِي ۖ وَاللَّيْلُ الْغَائِلُ ۚ কবির বক্তব্যের সৌকুমার্য যদি نَبِّئْكَ مَا تَرَى ۚ তার ক্রন্দনের পূর্বে بِكَيْتٍ আমি ক্রন্দন করতাম صَيَانِهِ ۖ প্রেমী سَعْدِي ۖ সুদার شَفِئْتُ ۖ আমি প্রবোধ দিতে পারতাম النَّفْسِ ۖ মনকে قَبْلَ النَّفْسِ ۖ লজ্জিত হওয়ার পূর্বে।

শব্দ বিশ্লেষণ

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : اَللّٰهُ

দুধ। প্রচুর দুধ। দুধের প্রাচুর্য। রক্ত। আত্মা। কর্ম। : 
বিশ্ব্য ও প্রশংসার ক্ষেত্রে বলা হয়-

তার সৌকুমার্য আব্বাহরই প্রদত্ত। : **لَهُ دَرَهُ** :

তার কল্যাণ প্রচুর ও পরিব্যাপ্ত হয়েছে। : دُرِّدَرِه

তার কর্ম সফল না হোক। : لا يدرى

অভিধানবিদগণের মতে, যখন কোনো মানুষ অধিক পরিমাণে দান-দাক্ষিণ্য করে এবং মানুষ তাতে উপকৃত হয় তখন বলা হয় رَدٌّ: তার দান-দাক্ষিণ্যের প্রভূত কল্যাণ আন্বায়ই প্রদত্ত। এখানে দান-দাক্ষিণ্যকে কল্যাণময়তার দিক থেকে দুধের সাথে تَبَيُّه দেওয়া হয়েছে।

(ন, ض) دَرًا - الدَّرُ : প্রচুর দুধ হওয়া ।

উটনীর প্রচুর দুধ দেওয়া : - بِالنَّاقَةِ بَلْبِنَهَا :

مَادَّةُ : (د - ر - ر) ، جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ
مُرَادِفٌ : لَبَنٌ ، ضِدٌّ : دَمٌ

বক্তার বক্তব্যের সৌকুমার্য। কবির ভাবের : **دُرِّ الْقَائِلِ** :
সুকুমারত্ব ও কমনীয়তা, বক্তার বক্তব্যের মর্মস্পর্শী অবদান।

উপরিউক্ত শ্রোক দুটির রচয়িতা দামেশকের প্রখ্যাত কবি আদী ইবনুর রিকা'। রিকা' তাঁর উল্লেখ্যতন পুস্তক। তাঁর পিতার নাম যায়দ। তাঁর বংশ পরিক্রমা নিম্নরূপ : আদী ইবনে যায়দ ইবনে মালিক ইবনে আদী ইবনুর রিকা'। তাঁর উপনাম আবু দাউদ। তিনি বনু আমিলা বংশোদ্ভূত কবি জারীরের সমসাময়িক ও তাঁর প্রবন্ধিত্বী শ্রেণ্যভ্যক্ত কবি। রচয়িতা। কুফর বিখ্যাত অভিধান ও ব্যাকরণবিদ সাহাব তায়র কাব্যমালা সংকলন করেন। আনুমানিক ৭১৪ খৃ. মৃত্যুবেক ৯৫ খি. সালের কাছাকাছি সময় তিনি দামেশকে ইনতিফাক করেন। তিনি উমায়্যাদ খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আব্দুল মালিক শাসনকাল : ৮৬ খি. - ৯৬ খি. -এর দরবারের দ্বাজ কবিদের অন্যতম ছিলেন। উপরিউক্ত দুটি শ্রোকের পদার্থ আরও দুটি শ্রোক নিম্নে প্রদত্ত হলো :

وَمِمَّا شَجَانِي أَنْتَنِي كُنْتُ نَائِمًا
أَعْلَلُ مِنْ فَرْطِ الْكَرَى بِالتَّسْنِيمِ
إِلَى أَنْ دَعَتْ وَرَقَاءُ فِي غَضَنِ أَبِكَةٍ
تَرَدَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرْنِيمِ

উল্লেখ্য যে, আখ্যায়িকা হারীরী ইত্যংপূর্বে পৃথক পৃথক দু'টো শ্লোক এবং একসঙ্গে উপস্থিত দু'টো শ্লোক, মোট চারটি অন্য কবির রচিত শ্লোক তার আল-মাকামাতুল হারিরিয়ায়ও সন্নিবেশিত করার কথা বলেছেন। যে চারটি শ্লোকের দুটি বিভিন্ন মাকামায় এবং আর কয়টি পঁচিশতম মাকামায় উপস্থিত হয়েছে; এখানে উপস্থিত **فَرَنَيْسِلْ** (.....) দু'টি শ্লোকও অন্য কবির রচিত। কিন্তু এ দু'টো

শ্রোক মাকামাতের মূল অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং মাকামাতগুলো রচনা করার পর তার মূলধর্ম হ'ল লেখকের কৌতুহল সন্তোষিত ভূমিকা মেথার সময় শ্রাসনিকভাবে এ দুটি শ্রোক উল্লিখিত হয়েছে।
সুতরাং পূর্ববর্তী আলোচনায় অন্য কবির কবিতা প্রসঙ্গে এ শ্রোক দুটির কথা উল্লেখ করার প্রায়ই উঠে না। শ্রোক দুটির উল্লেখ করার পূর্ব **وَرَدَافِي** বলে ইঙ্গিত করেছেন যে, এ দুটি শ্রোকও অন্য কবির ঘটত।

لَوْ : यदि ।

لُو হরফটি ৭টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. অতীতকালীন শর্ত জ্ঞাপনার্থে। যথা- **لَوْ جَاءَنِي لَأَكْرَمْتَهُ**

২. ভবিষ্যৎকালীন শর্ত জ্ঞাপনার্থে । যথা—

لَوْ تَلَتْنِي أَصْدَانَا بَعْدَ مَرَاتِنَا -

কিন্তু এটি **فعل مضارع** কে **جَزَمَ** প্রদান করে না।

কিছু **وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ** - যথা - হিসাবে **حَرْفُ مُضَرِّي** ৩.

এটি **فِعْلٌ مُضَارِعٌ** কে **نَصَبٌ** দেয় না। এটা সাধারণত **يُود**

-এর পরে ব্যবহৃত হয়। তবে কখনও ব্যতিক্রম

लौ तातिनी فتُحَدِّثُنِي

এ সময় তার جَوَابُ টা এ যুক্ত ও مَنْصُوب হবে।

৫. عَرْضُ বা অনুরোধ জ্ঞাপনার্থে। যথা-

لَوْ تَنَزَّلُ عِنْدَنَا فَتُصِيبُ حَبِيرًا

এ সময় তার جَوَابُ টা এ যুক্ত ও مَنْصُوب হবে।

৬. تَغْلِيلُ [বহুতা] বুঝাবার জন্য। যথা-

تَصَدَّقُوا وَلَوْ يَضِيبُ مُخْرِبًا

৭. أَكْثَرُ [অধিকাতা] বুঝাবার জন্য। যথা-

أَوْلَمْ وَلَوْ يَشَاءُ - এখানে প্রথম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَبْلُ : (ظَرَفُ زَمَانٍ مُعْرَبٍ) : পূর্বে, আগে।

قَبْلُ শব্দটি ظَرَفُ কখনও এটি مُعْرَب হয়। যেমন-

مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَمَاتَ الزَّوْزُ قَبْلَهُ وَمَنْ قَبْلَهُ

কখনও এর مَضَافُ الْإِلَهِ থাকে, তবে বক্তার

মনে তার প্রতি লক্ষ্য থাকে, তখন এটা عَلَى الطَّنْ হয়। যেমন-

مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَمَاتَ الزَّوْزُ قَبْلُ وَمَنْ قَبْلُ

আর যদি مَضَافُ الْإِلَهِ থাকে এবং বক্তার মনেও

তার প্রতি লক্ষ্য না থাকে তবে তা مُعْرَب হয়। যেমন-

مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَمَاتَ الزَّوْزُ قَبْلًا وَمَنْ قَبْلُ

فِي الْقُرْآنِ : لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ بَعْدُ

مَادَّة : (ق. ব. ল) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : سَلَفًا / سَابِقًا , ضِد : بَعْدُ

مَبْكِي : (مَضَرُومِي) : ক্রন্দন, কান্না।

وَكَأ [কপোতী] : (কপোতী) : এ-এর مَرْجِع

ক্রন্দনস্থল। (ج) مَبَاك (إِسْمُ ظَرَفٍ) : ক্রন্দনস্থল।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ

مَادَّة : (ب. ক. য) , جنس : نَائِصُ يَأْنِي

مُرَادُف : رَنَى , ضِد : ضَعُكُ

بَكَيْتُ : আমি ক্রন্দন করলাম, ... করতাম।

এর শব্দ মূল্যের আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

(ض) بَكِي , بُكَاءُ : ক্রন্দন করা।

صَبَابَةٌ : প্রেম, প্রেমের জ্বালা, ভালোবাসার যাতনা, ভালোবাসা।

(س) صَبَابَةٌ - الْبَيَّةُ : আসক্ত হওয়া, প্রেমে পড়া।

(ن) صَبَّ - الْبَاءُ : পানি ঢেলে দেওয়া, বর্ষণ করা।

صَبَّ : (ج) صَبَّوْنٌ : প্রেমিক, আসক্ত।

فِي الْقُرْآنِ : أَنَا صَبَبْتُ الْمَاءَ صَبًّا

مَادَّة : (ص. ব. ব) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : شَوَّقٌ / عَشَقٌ , ضِد : كَرَاهَةٌ / إِبْرَاضٌ

কবির কাল্পনিক প্রেমিকার নাম।

أَمِي প্রবোধ দিলাম। দিতাম।

রোগ নিরাময় করা। রোগমুক্ত করা। সুস্থ করা।

কারণ রোগ নিরাময় কামনা করা।

সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় নিকটবর্তী হওয়া।

অসুস্থ ব্যক্তি রোগ মুক্ত হওয়া।

মনকে প্রবোধ দেওয়া, সান্ত্বনা দেওয়া।

ক্রোধমুক্ত হওয়া।

আরোগ্য লাভ করা।

চিকিৎসা করা। আরোগ্য লাভ করা।

وَالْقُرْآنِ : وَكَفَيْ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

مَادَّة : (ش. ف. ي) , جنس : نَائِصُ يَأْنِي

مُرَادُف : سَلَبْتُ , ضِد : غَرَبْتُ

نَفَس : (ج) أَنْفَسَ , مُتَوَسَّ : প্রাণ। আত্মা। মন। দেহ। ব্যক্তি।

نَفَسُ الشَّيْءِ : আসল বস্তু।

نَفَسُ الْأَمْرِ : বাস্তব বিষয়। বাস্তব অবস্থা। বাস্তব।

এছাড়াও نَفَسُ শব্দটি ভক্তি, সাহস, সম্মান, ইচ্ছা, অভিহা

দোষ-ত্রুটি, শাস্তি, পানি -এসব অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

مَادَّة : (ن. ف. س) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : قَلْبٌ

نَفَسٌ : লজ্জাবোধ, লজ্জা।

نَفَسٌ تَنَدَّدَ : লজ্জিত হওয়া।

نَفَسٌ تَنَدَّدَ : লজ্জিত হওয়া। অনুতাপ হওয়া, দুঃখিত হওয়া।

نَفَسٌ : লজ্জিত করা, লজ্জা দেওয়া, অনুতাপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَقَرَّرُوا نَاصِبًا نَادِيَيْنِ

مَادَّة : (ن. د. م) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : الْغَيْلُ / التَّغْيِيرُ , ضِد : الرَّقِيعُ / الرَّقَاعَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

نَفَسٌ : نَفَسٌ قَبْلُ مَبْكًا خ

নও এখানে قَبْلُ শব্দটি مَبْكًا শব্দটির

ইলাইহি মিলে بَكَيْتُ فعل হয়।

যমীরের مَرْجِع পূর্বের কবিতায় উল্লেখিত

মাফউলে লাহ এবং سَعْدِي -এর

مَفْعُولُ لَهُ - مَفْعُولُ فِيهِ - قَاعِل তার

এবং نَفَسٌ সহ শব্দ এবং خ

وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَهَبَّ لِي الْبُكَاءُ
بُكَاءَهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ
وَأَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ فِي هَذَا الْهَدَرِ الَّذِي
أَوْرَدْتُهُ، وَالْمَوْرِدِ الَّذِي تَوَرَّدْتُه، كَالْبَاحِثِ
عَنْ حَقِّهِ يَظْلِمُهُ،

অনুবাদ : কিন্তু সে আমার পূর্বে জন্মন করল, ফলে তার জন্মন আমার জন্মনকে উদ্বুদ্ধ করল। তাই আমি বললাম, মর্যাদা পূর্বসূরিরই প্রাপ্য। আর আমি আশা করি যে, আমি যে অযথা কথাবার্তার অবতারণা করেছি এবং আমি যে ঘাটে অনিশ্চ্যকভাবে অবতীর্ণ হয়েছি তাতে আমি নিজের খুব দ্বারা নিজের মৃত্যু অন্বেষণকারী।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

لَكِنْ : (حَرْفُ الْإِسْتِدْرَاكِ) : । তবে, কিন্তু

শব্দটি মূলে لَاكِنْ ছিল। লেখারীতিতে لَاكِنْ লেখা হয় না, কিন্তু উচ্চারিত হয়। এটি দু'প্রকার-

এর কোমলরূপ। لَكِنْ أَلْمُخَفَّفَةُ مِنَ الثَّقِيلَةِ ১৫

এটি **حَرْفُ ابْتِدَاء**, এর কোনো আমল নেই। তখন এটি **جُمْلَةُ فِعْلِيَّةٍ** ও **جُمْلَةُ اِسْمِيَّةٍ** উভয় প্রকার জুমলার পূর্বে ব্যবহৃত হয়।

২. গঠনগতভাবে **غَيْفَةٌ**। এরপরে যদি জুমলা আসে তখন এটি কেবল **إِسْتِخْرَافٍ** -এর অর্থ প্রকাশ করে। হরফে আত্ফ হয় না এবং এর পূর্বে **وَأَوْ** যুক্ত হতে পারে। যেমন—
وَأَوْ هَاقِظًا لِّمَنَ كَانَ مِنَ الظَّالِمِينَ কবলা **وَأَوْ** ছাড়াও হয়।
لَكِنِ وَقَائِمُهُ فِي الْعَرَبِ نَنَظِيرُ আর যদি তার পরে **مُفْرَدٌ** আসে তবে তা দু'টি শর্তে হরফে আত্ফ হয়। এক. তার পূর্বে **يَا نَبِيَّ** থাকতে হবে। যেমন—
يَا نَبِيَّ قَامَ زَيْدٌ لِّكِنِ عَمْرُو / وَلَا يَنْفَعُ زَيْدٌ لِّكِنِ عَمْرُو
দুই. তার পূর্বে **وَأَوْ** যুক্ত হবে না। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।
নাহবিমতগণের অভিমত। অপর এক দলের মতে
এক্ষেত্রে **وَأَوْ** যুক্ত করা আবশ্যক।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ .

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : گٹ

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : **فَمِ**

(تَقْعِيل) تَهْنِئَةً الشَّرَّ : উদ্বুদ্ধ করা, উদ্বুদ্ধ দেওয়া, উদ্বুদ্ধ করা।

(تَفَعَّلَ) تَهَيَّأَ - الشَّيْءُ : উদ্ভূত হওয়া। উত্তেজিত হওয়া।

(ض) مَبْعَا، مَبْعَانَا : উদ্ভূত হওয়া। উত্তেজিত হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : هَاجَتِ السَّمَاءُ فَمَطَرْنَا

مادہ : (د - ی - ج) ، جنس : اجوف یا بی

مُرَادِفٌ : حَرَّكَ / حَرَضَ ، ضَدٌّ : هَذَا

क्रन्दन, कान्ना । : اُنْكَا

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : قُلْتُ

মর্যাদা। সম্মান। মাহাত্ম্য। গুণ-গরিমা। ফজিলত : **الْفَضْلُ**
আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

مَادَّةُ : (ف . ض . ل) ، حَسْر : صَعْبِيع

مرادف : محمّدة / منقبة ، ضد : نقص

السَّقَمِ : (فا، مذ) : اِسْتَقَمَّ : اِسْتَقْدَمَا ، اِقْتَدَمَ اِقْتِدَامًا ، تَقَدَّمَ تَقَدُّمًا :

অগ্রসর হওয়া, অগ্রবর্তী হওয়া ।

(س) قُدُّومًا، مَقْدِمًا، قَدَمَانَا - الْحَدِيثَةُ : আগমন করা।

- مِنَ السَّيِّئِ : - সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করা।

उष्ण कर्मा : -

[illegible][illegible]

والصلى على النبي وآله

فَقَدِمَ وَأَقْدَمَ . عَلَى الْأَمْرِ : اِكْتَرَا

কাউকে অগ্রসর করে দেওয়া : **أَقْدَمَ قُلَانٌ** :

(ক) **بَدَأَ** : **قُدَامَةً** : পূর্বান হওয়া।

কাউকে অগ্রসর করে দেওয়া : **تَقْدِيمًا** :

- **بَيْنًا** : কসম করা।

فِي الْقُرْآنِ : لِتَقْرِئَكَ لَهُ مَا تَقْدِمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرُ

مَادَهُ : (ق-দ-ম) , **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مُرَافِق : **سَابِق** , **جُنْد** : **مُخَلِّق**

আমি আশা করি : **أَرْجُو** :

(ন) **رَجَاءً** , **رَجَافًا** , **مَرْجَاةً** , **رَجَاوَةً** , **رَجَاءً** :

আশাবিত্ত হওয়া।

- **الشَّيْءُ** : আশা করা, ভয় করা।

رَجَى (م) رَجَاءً : কথা বলতে যেয়ে থেমে যাওয়া।

رَجَى عَلَيْهِ : কথা থেমে যাওয়া।

(تَقْدِيمًا) **تَرْجِيَةً** , (تَقْعَل) **تَرْجِيَةً** - (إِفْتِمَال) **إِزْجَاءً** :

আশা করা, ভয় করা।

(إِفْتِمَال) **إِزْجَاءً** - **الْأَمْرُ** : বিলম্বিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا**

مَادَهُ : (র-জ-ও) , **جَنَسَ** : **نَاقِص** **وَأَوَى**

مُرَافِق : **أَتَمَّى** , **جُنْد** : **أَيْتَمَر**

لَا أَكُونُ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

الْهَذَرُ : অযথা কথাবার্তা।

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

أَوْرَدْتُ : আমি অবতারণা করেছি। ... উপস্থিত করেছি।

(إِفْتِمَال) **إِزْجَاءً** : ঘাটে আনয়ন করা। উপস্থিত করা।

- **النَّاءُ** : পানির নিকটে নিয়ে আসা।

- **الْكَلَامُ** : বর্ণনা করা। উপস্থাপনা করা। অবতারণা করা।

- **الشَّيْءُ** : উল্লেখ করা।

- **الْخَبَرُ** : বর্ণনা করা।

(ض) **وَرَدًا** - **النَّاءُ** : পানির নিকটে আসা। পানিতে

অবতীর্ণ হওয়া।

- **الرَّجُلُ** : উপস্থিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : **يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ**

مَادَهُ : (ও-র-দ) , **جَنَسَ** : **مِثَال** **وَأَوَى**

مُرَافِق : **أَتَمَّتْ بِهِ** , **جُنْد** : **ذَهَبَتْ بِهِ**

الْمَوْرَدُ : (জ) **مَوْرَدُ** : ঘাট। পানস্থান। পানির নিকটে। যাওয়ার পথ।

আমি অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হয়েছি। : **تَوَرَدْتُ**

تَوَرَدَ (تَقْعَل) تَوَرَدًا : ঘাটে আসতে বলা।

- **النَّاءُ** : পানির নিকটে আসা। পানিতে অবতীর্ণ হওয়া।

(خَامِئَةً تَكَلَّتْ) : অনিচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : **وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ**

النَّاسِ يَنْصُبُونَ

مُرَافِق : تَزَلَّتْ , جُنْد : صَعِدَتْ

الْبَاحِثُ : খননকারী। অন্বেষণকারী। অনুসন্ধানকারী।

গবেষক। গবেষণাধর্মী।

(ن) **بَحَثًا** - **فِي الْأَرْضِ** : খনন করা। মাটির নিচে কোনো।

কিছু খোঁজ করা।

- **عَنْهُ** : অনুসন্ধান করা।

بَحَثًا (ج) بَحْثًا , أَبْحَثَ : অনুসন্ধান। পর্যবেক্ষণ।

যাচাই। নিরীক্ষণ।

فِي الْقُرْآنِ : **فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ**

مَادَهُ : (প-চ-ঠ) , **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مُرَافِق : **الْمُفْتِشُ** , **جُنْد** : **الْأَفْصَالُ**

حَنْفٌ (ج) حَنْفٌ : মৃত্যু।

مَاَنْ حَنْفَ أَتَيْهِ أَوْ حَنْفَ رَبِّهِ : তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

فِي الْعَوْنِ : **وَالْقَتْلُ حَنْفٌ مِنَ الْحَتَمِ**

مَادَهُ : (চ-ত-ফ) , **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مُرَافِق : **الْمَوْتُ** , **جُنْد** : **الْحَيَوَةُ**

ظَلْفٌ (ج) أَظْلَافٌ , ظُلُوفٌ : খর। [গরু, বকরি, হরিণের]

প্রয়োজন। জীবন নির্বাহ সংক্রান্ত সংকট। সংকটময় জীবন।

تَارَا تَارَ **ظُلُوفًا** : তারা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এসেছে।

الْفَرَسُ : উটের খর।

الْعَاقِرُ : ঘোড়ার খর।

(ن) **ظَلْفًا - السُّهُمُ** : খুরের উপর পড়া। খুরে আঘাত করা।

- **عَنِ الْأَمْرِ** : বাধন করা, বিরত রাখা।

(ن) **ظَلْفًا - الْقَوْمُ** : পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

فِي الْعَوْنِ : **وَدُّوا السَّائِلَ وَكَوْ يَطْلِفُ شَاءَ مُحْتَرٍ**

مَادَهُ : (ظ-ল-ফ) , **جَنَسَ** : **صَحِيح**

مُرَافِق : **الْعَائِرُ** , **جُنْد** : **يَدٌ**

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ أَرْجُو أَنْ لَا أَكُونَ فِي هَذَا الْهَذَرِ الَّذِي الْخ :

الْهَذَرُ ইসম **سَبِيح** তার মধ্যে **نَاقِص** لَا **أَكُونُ**

শব্দটি **مَوْضِع** আর **أَوْرَدْتُ** **الَّذِي** হলো তার সিফাত এবং

الْمَوْرَدُ মাউসুফ, আর **تَوَرَدْتُ** তার সিফাত।

قَوْلُهُ : كَاتِبًا حَيْثُ عَنْ حَقِّهِ الْخ :

مَا'তুফ মা'তুফ عَنْ حَقِّهِ, মা'তুফ কান بِمَعْنَى مِثْل
আলাইহি, مَا'تُفَعُ الْخَادِعُ مَا'تُفَعُ। মা'তুফ ও মা'তুফ
আলাইহি মিলে مَا'تُفَعُ مِثْل مَا'তুফের মা'তুফ ইলাইহি :
خَبَرٌ -এর لَا أَكُونُ مِثْلًا مِثْلًا رَأَيْتُ وَ مِثْلًا
তারপর مَفْعُولُ بِهِ -এর أَرْجُو تَارِثًا হয়ে

বালাগাত

قَوْلُهُ : الْبَاحِثُ عَنْ حَقِّهِ يَظُنُّهُ :

এটি একটি আরবি প্রবাদ। নিজ কর্ম-কাণ্ড দ্বারা যখন
কেউ বিপদের সম্মুখীন হয় তখন এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় : এর মূল
ঘটনা ছিল এই, একদা জনৈক ব্যক্তি একটি বকরি জবাই করার
ইচ্ছায় তাকে প্রস্তুত করল, কিন্তু তার কাছে কোনো ছুরি ছিল না :
কিন্তু বকরটি তার পা দ্বারা মাটি খুঁড়তে লাগল। এতে তার পায়ের
নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়ায় লোকটি মাটির নিচে চাপা পড়া একটি
ছুরি দেখা গেল। তারপর সেই ছুরিটি তুলে নিয়ে তা দ্বারা তাকে
জবাই করা হলো তখন লোকেরা বলতে লাগল : (يَحْتَرُّ عَنْ :
تَارِثًا) তারপর থেকেই কেউ নিজের কর্ম দোষে
মসিবতের সম্মুখীন হলে সে স্থানে এ প্রবাদটির ব্যবহৃত হয়। এ
প্রসঙ্গে কবি ফারযাদা বলেন-

وَكَاثَتْ كَعَمْرَ السَّوْرِ كَاثَتْ يَظُنُّهَا

إِلَى مِثْلِهِ تَعَتْ الْقَرْيُ تَسْتَفْرِئًا
এবং কবি আবুল আসওয়াদ বলেন-

فَلَا تَكْ وَمِثْلَ الْتِي اسْتَفْرِئَتْ * بِأَعْلَانِيَا مُذْبِةً أَوْ رِيثًا
نَقَامَ لِنَهْيَا بِهَا دَائِعٌ * وَمَنْ يَدْعُ يَوْمًا شُعْبًا يَجِيهَا

এখানে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, মাকামা রচনা করার দ্বারা যদি
আমার সমালোচনা হয় তবে এর দ্বারা তিনি সেই বকরির মতো
নিজের খুব দ্বারা ছুরি তুলে দিয়ে নিজের মৃত্যু ডেকে আনার মতো
আত্মহননকারী হবেন না বলে তিনি আশা পোষণ করেন।

قَوْلُهُ : الْخَادِعُ سَارٍ أَنْفِي يَكْنِي :

এটাও একটি প্রবাদ : যখন কেউ অন্যের কতি করার জন্য
বেখ্যায়-বখ্যানে নিজের বিশেষ কতি করতেও বিধা করে না তখন
এ প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। জাহিলী যুগে ইরাকের তানুখী রাজত্বের
ভৃতীয় সন্তানের নাম ছিল জাহীমাতুল আব্বাস। মুহূ : আনু. ৩৬৬
ই. পূ. মৃত্যুবিক ১৬৬ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর সাথে তখনকার আরব
বীরদের সন্মতি আমর ইবনুজ জরব (عَمْرُو بْنُ الزَّرْبِ) ইবনে
হাসানানের সাথে তুফল যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আমর ইবনুজ জরব নিহত
হলে তার মেয়ে নারোলা মতান্তরে মারুমলা ওরফে যাক্বা (زَكَا)
পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে ক্ষমতার মনসবে অধিষ্ঠিত হন। এরপর
তিনি তার পিতার হত্যাকারী জাহীমাতুল আব্বাসের নিকট থেকে

প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দূর সংকল্প করেন। একজন কৌশল হিসাবে
তিনি জাহীমাতুল আব্বাসের নিকট বিবাহ বন্দার এবং তার নিজের
রাজত্বকে জাহীমাতুল আব্বাসের রাজত্বের সাথে সংযুক্ত করার
সমগ্র প্রস্তাব পাঠান। সন্মতি এ নিয়ে তার পরিষদবর্গের সাথে
পরামর্শ করলে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ পরিষদ কাসীর ইবনে সাদ (كَاسِرُ بْنُ سَادٍ)
সন্মতি কিছু লোকজন নিয়ে 'যাক্বা'র নিকট গেলে যাক্বা কৌশলে
তাকে হত্যা করে ফেলে। এরপর জাহীমাতুল আব্বাসের ভাগ্নে
আমর ইবনে আদী (عَمْرُو بْنُ عَدِيٍّ) জাহীমাতুল আব্বাসের
স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইরাকের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তখন তিনি
জাহীমাতুল হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কাসীর ইবনে সাদকে
যাক্বা'র নিকট প্রেরণ করার পরিকল্পনা করেন। কাসীর ইবনে সাদ
তার উদ্দেশ্যে সফল করার জন্য কৌশলের অংশ হিসাবে নিজের
হাতে নিজের নাক কেটে যাক্বা'র নিকট গমন করেন এবং তার
নিকট অভিযোগ করেন যে, জাহীমাতুল ভাগ্নে আমর ইবনে আদী এ
বলে আমার নাক কেটে দিয়েছে যে, আমি নাকি জাহীমাতুল হত্যার
ব্যাপারে আপনাকে সহযোগিতা করেছি। তাই আমি কোথাও আশ্রয়
না পেয়ে আপনার কাছে আসলাম। যাক্বা তার কথা শুনে বিশ্বাস
করলেন এবং তাকে ব্যবসা করার জন্য কিছু অর্থ-সম্পদ দিলেন।
সে সেগুলো নিয়ে ইরাকে এসে কিছুদিন অতিবাহিত করে আমর
ইবনে আদী'র নিকট থেকে আরও বেশ কিছু অর্থ-কড়ি নিয়ে যাক্বার
নিকট ফিরে যান এবং তাকে একথা বুঝান যে, এবার ব্যবসায় তার
বেশ লাভ হয়েছে। এভাবে তিনি ব্যবসার কাজে দিনরাত লেগে
থাকেন। এক পর্যায়ে যখন উপলব্ধি করলেন যে, যাক্বা'র নিকট
তিনি পুরোপুরি বিশ্বস্ত হয়েছেন তখন হঠাৎ একদিন ইরাক থেকে
এক হাজার উট নিয়ে আসলেন। প্রত্যেক উটেই পিঠে এক একটি
সিন্দুক ছিল এবং প্রত্যেক সিন্দুকে এক একজন সশস্ত্র সৈনিক
লুকিয়ে ছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিল আমর ইবনে আদী। এ বিশাল
উটের বহর যাক্বার রাজ প্রাসাদের সামনে এসে উপস্থিত হওয়া এবং
সৈন্যেরা বের হয়ে রাজ প্রাসাদের লোকজনকে হত্যা শুরু করল
তখন যাক্বা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। আমর ইবনে আদী
আমর ইবনে আদী'র হাতে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন
এবং عَمْرُو بْنُ زَكَا -এর 'নিজের হাতে মরবে, তবু আমরের
হাতে মরবে না।' এ বলে একটি বিবাক্ত আত্ম হত্যা আত্মহত্যা
করেন। এরপরও আমর ইবনে আদী আত্মহত্যার মাধ্যমে তার মৃত্যু
নিশ্চিত করেন। এভাবে আমর ইবনে আদী ও কাসীর ইবনে সাদের
কৌশলের মাধ্যমে জাহীমাতুল হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভব হয়।
[আয-যিরকীলী, আল আদাম, জাহীমাতুল, কাসীর, যাক্বা শিরো।]
এ ঘটনায় যেহেতু কাসীর নিজের নাক কেটে যাক্বা'কে হত্যা
করতে সক্ষম হয়েছিল তাই এ থেকে আরবি ভাষায় الْخَادِعُ سَارٍ
প্রবাদটি প্রচলিত হয়। বাংলা ভাষায় একেই বলে
'নিজের নাক কেটে পরের যাক্বা ডগ করা।' আদ্যম্মা হারীরী
উপরিস্থিত দুটি প্রবাদ উল্লেখ করে একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে,
তিনি মাকামাত রচনার জন্য উক্ত প্রবাদ দুটির ব্যবহারে পরিণত
হবেন না বলে আশাবাদী।

অনুবাদ : এবং নিজের হাতে নিজের নাসিকায় কর্তনকারী ব্যক্তির মতো হব না, যার ফলে আমাকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয়, যারা ক্রিয়া-কর্মে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত এবং যাদের শ্রম পার্থিব জীবনে পণ্ড হয়ে গেছে।

শাস্তির অনুবাদ : الْجَوَادُ : যিনি ব্যক্তি مَارَئِئَةً নিজের নাসিকায় يَكْفِيهِ নিজের হাতে যার ফলে আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়া হয় الْأَخْسَرِينَ যারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত أَعْمَالًا ক্রিয়াকর্ম الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ যাদের শ্রম পণ হয়ে গেছে الْعَسَاةَ الدُّنْيَا নম পার্থিব জীবনে।

کَرتَن‌کاری : (فا ، مذ) : اَلْجَادِءُ

(ف) جَذَعًا - الْأَنْفَ وَمَا شَاكَهُ : কর্তন করা ।

বন্দী করা, বিরত রাখা। : فَلَا -

– الرَّحْلُ عَالَةٌ : খোরপোষ বন্ধ করে দেওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ

مَادُّہ : (ج . د . ۴) ، جنس : صَحِیح

مُرَادِفُ : الْقَاطِعُ ، ضِدُّ : الْمُصْلِحُ

নাকের ডগা, নাকের নরম অংশ, নাসিকাগ্র : مَارِنُ : (ج) مَارِنُ :

नमनीय वर्णाः ।

(১) مَنَّانٌ, مُنَّانٌ, مُنَّانٌ : কিছুটা কাঠিন্য বজায় রেখে নরম হওয়া।

- يَدُّهُ عَلَيْهِ الْعَمَى : शक्त हुआ, कठोर हुआ ।

(تَنْفَعْنَا) تَمْنُنًا - عَلِمَ الْأَمْرَ : অনুশীলন করানো।

অভ্যাস করা । প্রশিক্ষণ দেওয়া ।

(تَفَعَّلْ) تَمَرَّنَا - عَلَيَّ الْأَمْرُ : অভ্যস্ত হওয়া । অনুশীলন করা ।

فَمِ الْحَدِيثُ : وَفِي الْمَارَنِ الدِّيَّةِ

مَادَّةُ : (م - ر - ن) ، جُنْسُ : صَحِيحٌ

أَنْفٌ : (ح) أَنْفٌ , أَنْفٌ , أَنْفٌ : नाक, नासिका, नासा, घ्राणेन्द्रिय ।

যে কোনো ব্যক্তির প্রথমার্শ। : : أَنْفُكَ كَأَنْفِ

পৰ্বতের একদিকে বর্ধিত অংশ : أَنْفُ الْجَبَلِ

سَعَىٰ أَنفٍ : সে হয়ে প্রতিপন্ন হলো ।

হে প্রবল ও শক্তিশালী হলো : **عَمْرُؤُنَا** :

(স) أَنْفًا - مِنَ الْعَارِ : অগত্যা, অগত্যা করা।

নাকে আঘাত করা। নাকে ঘুষি দেওয়া। : (ض) أَنْفًا - :
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
 مَادَّةُ : (أ. ن. ف) : جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ فَاءُ .

سُرَادِفٌ : مَنَعَرٌ، ضِدٌّ : فَمٌ

হাত । হাতের তাল : كَفٌّ , كُفٌّ , أَكُفٌّ (ح)

[আত্মসহকারে]। নেয়ামত।

(৯) كَفَّاءُ، كَفَّافَةٌ - عَنِ الْأَمْرِ : বিরত থাকা।

বিব্রত রাখা : - عَنْ الْأَمْرِ :

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ
فُتُيَةٍ إِلَى الْمَاءِ

سَادَّةٌ : (ك. ف. ف.) ، جنس : مُضَاعَفَةٌ ثَلَاثِيَّةٌ

سَرَادِفٌ : الرَّاحَةُ، ضِدٌّ : عَضْدٌ

আমাকে অন্তর্ভুক্ত/সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। (১১)

পথক স্থান থাকে এসে কোনো : : : - (: :)

কিছর সাধ যত্ন উৎসাহ। কোনা কিছর সাধ পার এসে

সংযুক্ত হওয়া।

- : بُلَان : কারও সাথে কোনো কিছু সংযুক্ত করে দেওয়া।

একত্রে করে দেওয়া ।

(س) لَعْنًا، لَعْنًا : কোনো কিছুর সাথে পরে এসে :

সংযুক্ত হওয়া। পরে এসে মিলিত হওয়া।

ভর্তি হওয়া। সংযুক্ত হওয়া। : (اِنْتِعَالَ) اِلْتِبَاعًا - به :

মিলিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَلْعَفْنِي بِالصَّالِحِينَ -
 مَادَّه : (ل. ح. ق) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : أَلْعَفَ , جَنَد : أُعَيْدَ

(ج) الْأَخْسَرِينَ , الْأَخْسَرُونَ (و) الْأَخْسَرُ :
 خَيْر (س) خَسِرَا , خَسِرَا , خَسَارًا , خُسْرَانًا :

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া, ধ্বংস হওয়া।
 (ض) خَسِرَا , خُسْرَانًا - الْمَيْبَاز :
 করা। কমিয়ে দেওয়া।

- الْمَال : নষ্ট করা।

(تَفْعِيل) تَغْيِيرًا , (إِفْعَال) إِخْسَارًا :
 পথভ্রষ্ট করা। ধ্বংস করা।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
 مَادَّه : (خ. স. র) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : أَلْهَبَ الْكَيْسَ , جَنَد : أَلْتَوَيْتِ

(ج) أَعْمَال (و) عَمَل :
 نَفْل : কর্ম [ভালা হোক বা মন্দ হোক, মানুষের হোক বা
 অন্য কোনো প্রাণী বা জড় পদার্থের হোক।]

صَنَعَ :
 (س) عَمَلًا : কাজ করা। পরিশ্রম করা।

- لِأَكْبِرَ عَلَى يَدِهِ :
 (إِسْتِعْمَال) إِسْتِعْمَالًا :
 ব্যবহার করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَنَّا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ -
 مَادَّه : (ع. ম. ল) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : أَعْمَلُ , جَنَد : أَقْرَأُ

صَلَّى : পণ্ড হয়েছি। হয়ে গেছে।

(س) ض. صَلَاةً , صَلَاتًا :
 দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া।

- الشَّيْءُ عَنْهُ : নষ্ট হয়ে যাওয়া। হারিয়ে যাওয়া।

- سَفِيه : সফল না হওয়া। শ্রম পণ্ড হওয়া। বার্থ হওয়া।

(تَفْعِيل) تَغْيِيرًا , تَضَلَّاهُ :
 নষ্ট করা। ধ্বংস করা।

দাফন করা। অদৃশ্য করা। পথভ্রষ্ট করা। হারিয়ে ফেলা।
 পথভ্রষ্ট পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي
 مَادَّه : (ض. ল. ল) , جَنَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُف : خَابَ , جَنَد : أَفْلَحَ

سَقَى : শ্রম। চেষ্টা। সাধনা।

(س) سَقَى : কাজ করা। চেষ্টা করা, সাধনা করা। চলা।
 সজোরে হাঁটা, দৌড়ানো।

- الْبَيْت : ইচ্ছা করা।

- فِي جَانِبِ الرَّجُلِ :
 (إِفْعَال) إِسْعَاءً : চেষ্টা করানো।

- لِيَمْلِكَ : উপার্জন করা।

(إِسْتِفْعَال) إِسْتِعْمَاءً - الرَّجُل :

সদকা-যাকাত উসুলের জন্য নিযুক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا

مَادَّه : (س. ع. য) , جَنَس : تَأْنِيسٌ يَائِي
 مُرَادُف : أَلْمَلَّ / أَلْمَهَّدُ , جَنَد : الْإِهْمَالُ

الْحَيَاءُ : জীবন।

(س) حَيَاءً , حَيَوَانًا : বেঁচে থাকা।

(تَفْعِيل) تَحْيَةً :
 বাঁচিয়ে রাখা। বেঁচে থাকার দোয়া করা।
 সালাম দেওয়া। অভিবাদন জানানো।

(إِسْتِفْعَال) إِسْتِعْمَاءً : লজ্জাবোধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا الْعِبَادَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ
 مَادَّه : (ح. য. য) , جَنَس : كَيْفِيَّةٌ مَقْرُون
 مُرَادُف : عَيْشَةٌ / رُوحٌ , جَنَد : أَلْمَوْتُ

حياة শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. বর্ধন-শক্তি। যেমন- গাছপালা ও জীব-জন্তুর জীবন, এ
 অর্থে কুন্ডআনের আয়ত্ত-

إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

২. অনুভূতি-শক্তি : এ অর্থে জীব-জন্তু ও মানুষকে **حَيَوَان**

বলা হয় এবং এ অর্থে কুরআনের আয়াত :

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْواتُ

৩. বোধ-শক্তি । এ অর্থে কুরআনের আয়াত :

أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ


৪. নিরুদ্দিগ্ধতা । এ অর্থে কুরআনের আয়াত-

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ، بَلْ أَحْيَاءُ

৫. পরকালীন জীবন । এ অর্থে কুরআনের আয়াত—

بِالْيَتَنِى قَدُمْتُ لِحَيَاتِنِى

৬. চিরঞ্জীব হওয়া, যা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এ

অর্থে আল্লাহ তা'আলাকে  বলা হয়।

فِي الْقُرْآنِ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

অধিক নিকটবর্তী : (ح) دُنُو (مَذْكُور : الْأَدْنَى) :

अधिक निकटवर्तिनी । इहजगत् । पार्थिव जीवन वा जगत् इहजीवन ।

دُنْيَا الْأَحْلَام : স্বপ্নের জগৎ ।

دُنْيَا السُّرُور : আনন্দের জগৎ বা জীবন।

(ن) دُنُوًّا، دَنَازَةٌ - مِنْهُ وَالْبَيْتِ، وَلَهُ : । निकटवर्ती इওয়া ।

دَکَانٌ : (ج) دُکَانٌ : ।

نَبِيِّ الْفُرَّانِ : وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا

مَادَّةُ : (د - ن - ر) ، جِنْسُ : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : الْحَيَاةُ الْمَادِيَّةُ، ضِدٌّ : الْآخِرَةُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَالَ : فَأُلْحَقَ بِالْأَخْسَرِينَ الْخ :

এটা - مَعْدُوفٌ جَزَاءُ - এরা - فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ - হতো
 مُبْتِئٌ অতঃপর - مُبْتِئٌ هَلَا الْأَخْسَرِينَ - হতো
 وَ مُبْتِئٌ هَلَا الَّذِينَ ضَلَّ الْعَمَى - হতো

قَوْلُهُ : وَهُمْ يَحْسِبُونَ الْخ :

এক- اُخْرَيْنِ হালাল হয়েছে এবং وَارِ حَالِهَ যমীর থেকে।

এর মধ্যে পার্থক্য : سَعَى وَ صَنَعَ . عَمَلَ - فِعْل

فِعْل : ব্যাপক, জীব, জড়, মানুষ সকলের কাজকে বলে, চাই কাজটা ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হোক। পক্ষান্তরে প্রাণী থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে যে কাজ হয় তাকে عَمَل বা سَعَى বলে। জড় পদার্থের কাজকে অনিচ্ছাকৃত কাজকে عَمَل বলা হয় না। আর মানুষের উক্ত কাজকে صنم বলা হয়।

وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا، عَلَى
أَنِّي وَإِنْ أَغْمَضَ لِيَ الْفُطُنُ الْمُتَغَايِي،
وَنَضَعَ عَنِّي الْمُحِبِّ الْمُحَايِي،

অনুবাদ : অথচ তারা ধারণা করছে যে, তারা ভালো কাজ করছে। তা ছাড়া, যদিও মেধাহীনতার ভানকারী যীসপ্পন্ন ব্যক্তি আমার [দোষ ত্রুটির] প্রতি নমনীয় দৃষ্টি দেয় এবং একান্ত আন্তরিক বন্ধু আমার পক্ষ থেকে [শত্রুর আক্রমণ] প্রতিহত করে,

শাসনিক অনুবাদ : অথচ তারা যখন ধারণা করছে যে, তারা ভালো কাজ করছে তখন ভালো কাজ করছে। তা ছাড়া, যদিও অক্ষুণ্ণ নমনীয় দৃষ্টি দেয় আমার প্রতি ফীসপ্পন্ন ব্যক্তি মেধাহীনতার ভানকারী এবং প্রতিহত করে আমার পক্ষ থেকে মুহিব্ব বন্ধু একান্ত আন্তরিক।

শব্দ বিশ্লেষণ

যা তারা ধারণা করে, -করছে, -করবে। : يَخْسَبُونَ
(স. হ) جَسَبًا، مَعْبَةً، مَعْبَةً : ধারণা করা, মনে করা। :
(স. হ) حَسَبًا : স্বেচ্ছা রোগে গায়ের চামড়া সাদা হয়ে যাওয়া। :
(ক. হ) حَسَبًا، حَسَابَةً : বংশীয় দিক থেকে সম্ভ্রান্ত হওয়া। :
(ন. হ) حَسَبًا، حَسَابًا، حَسَبًا، حَسَبًا : গণনা করা। :
فِي الْقُرْآنِ : يَخْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْيَاءً مِنَ التَّعْنِفِ
مَادَهُ : (ح. - স. - ب.) : جَسَبًا، صَجِيعًا
مَرَادُفٌ : يَطْرُقُونَ، يَنْدُ : যন্ত্রণা করা, -করবে। :
يَخْسَبُونَ : তারা ভালো কাজ করে, -করছে, -করবে। :
أَحْسَنَ (إِفْعَالٌ) إِحْسَانًا : ভালো কাজ করা, নেক কাজ করা। :
উত্তমভাবে করা।

উত্তমভাবে প্রযুক্ত করা। ভালো জ্ঞান রাখা। : الشَّنْ :
- ভালোভাবে পড়তে পারা। : الْفَرَادَةُ :
সহাবহার করা। অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করা। : الْإِلْيُوبُ :
(ক. হ) حَسَبًا : সুন্দর হওয়া। :
(জ. হ) حَسَبًا :
حَسِبْتُ : (জ. হ) حَسَبًا، حَسَبًا :
সুন্দর, কমণীয়, মনোহর, আকর্ষণীয়।
فِي الْقُرْآنِ : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا النِّسْيَةَ وَزَيَادَةً
صُنْعٌ : ভালো কাজ। উত্তম কাজ। সংকাজ। আমল। :
অনুকম্পা। রিজিক।

(ف. হ) صُنْعًا : কোনো জিনিস তৈরি করা। :
- অল্পমাত্রায় করা। : الْبَيْتُ مَعْرُوفًا :
- মন্দ কাজ করা। : بِمَصْنُوعَاتٍ :
(إِفْعَالٌ) إِصْنَاعًا : শেখা। ভালোভাবে কাজ করা। : الرَّجُلُ :
অন্যকে সাহায্য করা।

সুন্দর করা। শোভনীয় করা। : الشَّنْ :
(مُفَاعَلَةٌ) مُصَانَعَةً : নম্রতা করা, নম্র আচরণ করা, ঘৃণা দেওয়া। :
- الرَّجُلُ : বন্ধু হওয়া। :
- عَنْ الشَّنْ : প্রত্যাহিত করা। :
فِي السَّنَةِ : مَنْ صَانَعَ بِالنَّالِ يَخْتَصِمُ مِنْ طَلَبِ الْحَاجَةِ :
যে ব্যক্তি ঘৃণা দানে অর্থ ব্যয় করে সে তার প্রয়োজন অন্বেষণে
শক্তি হার্য না।
فِي الْقُرْآنِ : صُنِعَ الطِّمْلُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ
مَادَهُ : (স. - ন. - ع.) : جَسَبًا، صَجِيعًا
مَرَادُفٌ : عَمَلٌ/فِعْلٌ، يَنْدُ :
অধিকার, উপরত্ব, তা ছাড়া। :
أَغْمَضَ : নমনীয় দৃষ্টি দিল। -দেয়। :
(إِفْعَالٌ) : إِغْمَاضًا - (تَفْعِيلٌ) تَغْيِيطًا، عَيْتَهُ :

চুক্ষ মুদিত করা।
أَغْمَضَتِ الْعَيْنُ فَلَا تَأْخُذُ :
- عَنْ الشَّنْ : কমা করে দেওয়া। নমনীয় দৃষ্টিতে দেখা। :
- عَلَى قَدَا : সয়ে নেওয়া। সহ্য করা। সম্মত হওয়া। :
- فِي السَّلْمَةِ : পণ্য নিষ্পন্নের হওয়ার কারণে মূল্য হ্রাস করে দেওয়া।

(ن. হ) عُمُوسًا - الْكَلَامَ :
- (إِفْعَالٌ) إِفْعَالًا : চক্ষু বন্ধ হওয়া। :
(ض. হ) عُمُوسَةً - عَيْتَهُ : নম্র আচরণ করা। :
فِي الْقُرْآنِ : وَلَكَسْهُمْ بِأَعْيُنِهِمْ إِلَّا أَنْ تَغْيِطُوا فِيهِ
مَادَهُ : (ع. - م. - ض.) : جَسَبًا، صَجِيعًا
مَرَادُفٌ : سَامِعٌ/أَغْمَضَ، يَنْدُ :
- (إِفْعَالٌ) إِصْنَاعًا : শেখা। ভালোভাবে কাজ করা। : الرَّجُلُ :
অন্যকে সাহায্য করা।

لَا أَكَادُ أَخْلَصُ مِنْ غُمْرٍ جَاهِلٍ، أَوْ ذِي غُمْرٍ مُتَجَاهِلٍ، يَضَعُ مِنِّي لِهَذَا الرُّوْضِ،

অনুবাদ : তবু আমি অনভিজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি অথবা মূর্খতার ডানকারী নিদুর্ক থেকে হয়তো রেহাই পাব না। সে এ রচনার কারণে আমার মর্যাদা খাটো করবে।

শাখিক অনুবাদ : তবু আমি হয়তো রেহাই পাব না থেকে গুম্বাজি অনভিজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি অথবা মূর্খতার ডানকারী নিদুর্ক থেকে গুম্বাজি আমার মর্যাদা খাটো করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَكَادُ : كَادَ يَكَادُ، كَوَدَا، مَكَادَةُ :

কোনো কাজ করার কাছাকাছি হওয়া, কিন্তু না করা। যেমন-
كَادَ يَضْرِبُ : সে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছে, কিন্তু প্রহার করে নি। এটি أَنْعَالَ مَقَارِنَةٍ -এর একটি। এর خَبَر -এর সাথে কইম ব্যবহৃত হয়। كَادَ কখনো ইচ্ছা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : أَكَادُ أَخْبِيهَا : আমি তা গোপন করার ইচ্ছা করেছি। كَادَ কখনও ইবারতে কইম হয়। যেমন- كَيْفَ يَرَاهَا لَمْ يَكْدُ يَرَاهَا : সে দেখে নি।

يُؤِي الْقُرْآنُ : يَكَادُ التَّبَرُّقُ يَغْطِطُ أَبْصَارَهُمْ.

مَادَهُ : (ك. و. د.), جَسَّ : أَجُوفُ

مُرَادُفٌ : لَا أَقْرَبُ، يَضُدُّ : لَا أَبْعُدُ

أَخْلَصُ : আমি রেহাই/মুক্তি পাব।

(ن) خُلُوصًا، خَلَامًا : ষাটি হওয়া, নিষাদ হওয়া।

مِنْ الْهَلَاكِ : মুক্তি পাওয়া। নিষ্কৃতি পাওয়া। রেহাই :

পাওয়া। নিরাপদে থাকা।

النَّاءِ مِنَ الْكَبَرِ : নির্মল হওয়া।

إِلَى الْمَكَانِ أَوْ بِالنَّكَانِ : পৌছা

مِنْ الْقَوْرِ : পৃথক হওয়া।

(س) خَلَصًا : গোল্ডের মধ্যে হাড়-হুর্গ বিদ্যমান থাকা।

تَفْوِيضًا : নিষ্কৃতি দেওয়া, মুক্তি দেওয়া। مِنْ كَذَا :

الشَّئِ : পরিত্যক্ত করা, নিষাদ করা, সারবত্তা বের করা।

(إِنْفَاعًا) إِخْلَامًا : নিষ্ঠা সহকারে করা। আন্তরিকভাবে করা।

إِسْتَخْلَصَ (إِسْتِنْعَالَ) : ইস্তিখলাস : বেছে নেওয়া। বাস করা।

الشَّئِ مِنْهُ : হাসিল করা।

يَسِ الْقُرْآنُ : فَلَمَّا اسْتَبَاسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا .

مَادَهُ : (ج. ل. ص.), جَسَّ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : أَصْلُو، يَضُدُّ : أَخَالِطُ

غُمْرٌ : (ج) أَغْمَارٌ : অনভিজ্ঞ, মূর্খব্যক্তি।

প্রশস্ত কাপড়। অথৈ পানি, তলিয়ে : غُمُورٌ، أَغْمَارٌ : নেওয়া জলরাশি। অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। মানুষের দল। উদার ব্যক্তি। নম্র-ভদ্র। দানশীল। দ্রুতগামী ঘোড়া। অপ্রকাশিত বিদ্যে। প্রচণ্ড অন্ধকার। প্রবল ঘ্রাণ।

غُمْرٌ : (ج) أَغْمَارٌ : জাফরান।

غُمْرٌ : (ج) غُمُورٌ : হিংসা, বিদ্বেষ।

غُمْرٌ : (ج) أَغْمَارٌ : পিপাসা।

غُمْرٌ : (ج) غُمُورٌ : হিংসা, বিদ্বেষ।

غُمْرٌ : (ج) أَغْمَارٌ : মানুষের দল। অনভিজ্ঞ। মূর্খ।

غُمْرٌ : (ك) غَمَارَةٌ، غُمُورَةٌ - الرَّجُلُ : মূর্খ হওয়া।

النَّاءِ : বৃদ্ধি পাওয়া।

(س) غَمْرًا، غَمْرًا - صَدْرُهُ عَلَيْهِ : কারও প্রতি মনোভাব।

(ن) غَمْرًا - وَ يَشِي : টেকে নেওয়া, আচ্ছাদিত করা।

فِي الْحَوِيْثِ : لَا يَفْرُكُ أَنْ تَقْلَتَ نَفْرًا مِنْ قُرَيْشٍ أَغْمَارًا .

مَادَهُ : (ع. م. و. ر.), جَسَّ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : أَلْعَاجِلُ، يَضُدُّ : أَلْمَجْرِبُ/أَلْعَالِمُ

جَاهِلٌ : (ج) جَهْلَةٌ، جَهْلٌ، جَهْلًا، جَهْلًا، جَهْلٌ :

অজ্ঞ, অশিক্ষিত, নির্বোধ, অপ্রজ্ঞ, মূর্খ।

جَهْلٌ (س) جَهْلًا : অজ্ঞ হওয়া, মূর্খ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

مَادَّة : (ج. ه. ل) , جُنْس : صَحِيح

مُرَادُف : غُمْر , ضِد : الْعَالِمُ / الْمَجْرِبُ

অজ্ঞতার ভানকারী : (ج) مُتَجَاهِلُونَ : ভানকারী।

ভানকারী।

تَفَاعُل (تَجَاهَلًا) : অজ্ঞতার ভান করা, মূর্খতার ভান করা।

مُرَادُف : اَلْمُتَغَابِي , ضِد : اَلْمُتَفَاطِنُ

ذِي غُمْر : বিদ্বেষী, নিন্দুক, হিংসাপরায়ণ।

فِي الْحَدِيثِ : وَلَا ذِي غُمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .

يَضَعُ : খাটো করবে।

(ف) وَضَعًا - : নীচ করা, লাঞ্ছিত করা।

عَنْقَهُ : ঘাড়ে আঘাত করা।

اَلْحَدِيثُ : কথা বানানো। হাদীস জাল করা।

প্রক্ষেপণ করা।

اَلْكِتَاب : রচনা করা, গ্রন্থনা করা।

يَدُّهُ عَنْ فُلَانٍ : বিরত রাখা।

عَصَاهُ : অবস্থান করা।

بِالْمَرْأَةِ حَمَلَهَا : সন্তান প্রসব করা।

مِنْ فُلَانٍ : মর্যাদা খাটো করা।

نَفْسَهُ : নিজেকে অপমানিত করা।

(س) ضَعَفَ , وَضَعَفَ - فِي تِجَارَتِهِ : ব্যবসায় গচ্ছা দেওয়া।

(ك) ضَعَفَ , وَضَاعَفَ : নীচ হওয়া। অপদার্থ হওয়া।

হীন হওয়া। নীচ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى

مَادَّة : (و. ض. ع) , جِنْس : مِثَالِ وَاوِي

مُرَادُف : يُغْزِي , ضِد : يَرْقُعُ

[এখানে] رَحَنَا করা, রচনা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

বালাগাত

ذِي غُمْر -এর মধ্যে ১ম গুমর যদি

يَكُنَّ الْغَنِينِ হয়, তাহলে এখানে

بِضَمِّ الْغَنِينِ বা بِفَتْحِ الْغَنِينِ হয় তাহলে এখানে

يَكُنَّ الْغَنِينِ হয়।

وَيُنَادِي بِأَنَّهُ مِنْ مَنَاهِي الشَّرْعِ، وَمَنْ نَقَدَ
الْأَشْيَاءَ بِعَيْنِ الْمَعْقُولِ، وَأَنْعَمَ النَّظَرُ فِي
مَبَائِي الْأَصُولِ،

অনুবাদ : এবং নিন্দা সহকারে প্রচার করবে যে, এটা
শরিয়ত গর্হিত কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি
বস্তু নিচয়কে যুক্তির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে এবং
[সমালোচনার] নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা করে।

শাস্তিক অনুবাদ : وَيُنَادِي : এবং নিন্দা সহকারে প্রচার করবে الشَّرْعِ শরিয়ত গর্হিত কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত وَمَنْ আর যে ব্যক্তি نَقَدَ নিরীক্ষণ করে الْأَشْيَاءَ বস্তু নিচয়কে بِعَيْنِ যুক্তির দৃষ্টিতে الْمَعْقُولِ এবং গবেষণা করে
مَبَائِي الْأَصُولِ নীতিমালার ভিত্তিতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُنَادِي : নিন্দা সহকারে প্রচার করে/করবে।
কুৎসা রটানো : বদনামি করা।
কলঙ্কিত করা।

يُفْلِنُ : দোষ প্রকাশ করে দেওয়া। মন্দ কথা শোনানো।
- صَوْتُهُ : আওয়াজ বুলন্দ করা।
- الْأَيْلُ : উটের পালকে বিক্ষিপ্ত করা।

(ض) نَدَا، تَدْبَدَا، نَدَادَا - الْبُيُورُ :
হয়ে যাওয়া, নিরস্ত্রদের বাইরে চলে যাওয়া, আয়ত্তের বাইরে যাওয়া।

ن - الْكَلِمَةُ : কোনো শব্দ কমপ্রচলিত হওয়া, কম ব্যবহৃত হওয়া।
فِي الْعَوْنِ : إِنَّكُمْ تَنْدَدُونَ وَإِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ -

مَادَهُ : (ন-দ-দ), جَنَسَ : مُضَاعَفَ
مُرَافِقٌ : يَطْمِئِنُّ، ضَدٌّ - يَتَنَبَّهُ/يُنْدَحُ

(ج) مَنَاهِي، (و) مَنَوِي (عَنْهُ) :
নিষিদ্ধ বিষয়। গর্হিত :
বিষয় বা কাজ।

(ف) نَهَبَ - عَنْ كَذَا : ধমক দেওয়া, শাসনো : নিষেধ করা।
- اللَّهُ عَنْ كَذَا : হারাম করে দেওয়া, নিষিদ্ধ করে দেওয়া।

(إِفْعَال) إِنْهَاءٌ - عَنْهُ : বিরত থাকা, নিবৃত্ত হওয়া।
- إِلَيْهِ : পৌছা।

(إِفْعَال) إِنْهَاءٌ - الشَّقَّ : পৌছানো।
فِي الْقُرْآنِ : إِنْ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

مَادَهُ : (ন-০-০), جَنَسَ : تَأَقَّصَ
مُرَافِقٌ : مَسْتَوْعٌ، ضَدٌّ - مَشْرُوعٌ

الشَّرْعُ : শরিয়ত। জীবন-বিধান। যতো। এক সমান।
বলা হয় : النَّاسُ فِي هَذَا شَرَعَ وَاجِدٌ :
এক সমান।

(ف) شَرَعًا - لِقَعْمٍ : আইন প্রণয়ন করা। বিধি-বিধান জারি
করা। কার্যকর করা।

لَهُمُ الطَّرِيقُ : পথ খুলে দেওয়া। প্রকাশ করে দেওয়া।
- الرَّجُلُ : ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়কে :
দূরীভূত করা।

- الْبَابُ إِلَى الطَّرِيقِ : উন্মুক্ত সড়কের দিকে বাড়ির
দরওয়াজা বের করা।

- فِي السَّاءِ : পানিতে অবতরণ করা অথবা আজল ভরে :
পানি পান করা।

- الْوَارِدُ : মুখ লাগিয়ে পানি পান করা।
- الْمَأْوِيَّةُ : গবাদি পতকে পানির নিকটে নিয়ে যাওয়া।

- الْأَمْرُ : কাজ শুরু করা।
- فِي الْأَمْرِ : কাজে ব্যাপৃত হওয়া।

- يَفْلِنُ : কাজকে পানির নিকটে নিয়ে যাওয়া।
شَرَعَ (بَضْرَبَ) : (وَعَمِلَ الْفَعْلَانِيَّةُ) :
সে [প্রহার করতে] :
শুরু করল।

فِي الْقُرْآنِ : شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا -
مَادَهُ : (শ-র-ع), جَنَسَ : صَحِيعٌ
مُرَافِقٌ : الشَّرِيعَةُ، ضَدٌّ - الْمَعْصِيَةُ

نَقَدَ : সে নিরীক্ষণ করল, - করে।
وَتَقَدَّ (ن) تَقَدَّا (تَفْعِيل) تَقَدَّ - الدَّرَاهِمَ وَغَيْرَهَا :

যাচাই করা। নিরীক্ষণ করা। পরীক্ষা করে দেখা।
نَقَدَ الْكَلَامَ : কোনো কথা বা রচনার ভাষাগত বা অর্থগত
দোষ-গুণ প্রকাশ করা।

- فَلَكَ أَوْ لِفُلَانٍ الشَّمْسُ : নগদ প্রদান করা।
- الرَّجُلُ الشَّقَّ أَوْ إِلَى الشَّقَّ : ছুপিসারে দৃষ্টি দেওয়া,
ছুপিসারে ডাকানো।

فِي الْحَدِيثِ : أَنْ تَسْأَلَ الْأَرْضَ بِالدَّرَاهِمِ السَّنْفُورِ

مَاذِهِ : (ন. দ. দ.) , جِنْس : صَحِيح
مُرَافِق : إِخْتَبَر / فَتَحَ , جِنْد : عَابَ

(ج) الْأَشْيَاءُ : (و) شَرَى : بَشْرًا

يُجَمُّ أَيْضًا عَلَى أَشْيَاءٍ , أَشَارَاتٍ , أَشْيَارَاتٍ , أَشَاوَى :

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

مَاذِهِ : (শ. য. য.) , جِنْس : مُرَجَّبَ أَجَوَفَ يَأْنِي وَمَهْمُوزَ لَامٍ
مُرَافِق : سَوْجُودٌ , جِنْد : مَعْدُومٌ .

عَيْنٌ : (ج) أَعْيَنَ , عَيُونٌ , عَيُونٌ , أَعْيَانٌ , (ج) أَعْيَانَك :

চক্ষু : দৃষ্টি , শহরবাসী , গৃহের মালিক , বদনজর , এছাড়াও
আরও বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় ।

বদনজর দেওয়া : (ض) عَيْنًا - الرَّجُلَ :

- عَيْنًا , عَيْنًا , عَيْنَانَا - السَّاءُ أَوْ الدَّمْعُ :

বা অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

مَاذِهِ : (ع. য. য.) , جِنْس : أَجَوَفَ يَأْنِي

مُرَافِق : الْبَصَرُ , جِنْد : الْغَنَى

الْمَعْقُولُ : (ج) مَعْقُولَاتٌ : যুক্তিনির্ভর, যুক্তিযুক্ত, যুক্তির

অধিগম্য । বোধগম্য । জ্ঞাত, অধিগত । বুঝা হয়েছে এমন ।

বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি ।

عِلْمُ الْمَعْقُولَاتِ : যুক্তিনির্ভর জ্ঞান ।

عِلْمُ الْمَعْقُولُ শব্দটি কখনও مَصْدَرٌ مِنِّي হিসাবে অর্থেও
ব্যবহৃত হয় ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

مَاذِهِ : (ع. দ. দ.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِق : مَبْرُؤٌ , جِنْد : غَيْرُ مَعْقُولٍ

أَتَعَمَّ : সে গবেষণা করল, -করে :

(إِفْعَال) إِنَّمَا - النَّظَرُ فِي السَّنَةِ : গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ

করা । দীর্ঘসময় চিন্তা-ভাবনা করা, গবেষণা করা ।

- فِي الْأَمْرِ : বেশি করা, ভালোভাবে করা ।

- اللَّهُ الْبَغْيَةُ عَلَيْهِ : নেয়ামত দান করা ।

(ن, ن, س) نَعَسَ , مَنَعَا - الرَّجُلَ : সুখী হওয়া ,

হাক্কল হওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : فَأَمَرَ بِالظُّهْرِ وَأَتَمَّ (أَيَّ أَطَالَ الْإِبْرَادَ
وَأَخَّرَ الصَّلَاةَ)

مَاذِهِ : (ন. এ. ম.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِق : أَمَعَنَ , جِنْد : هَزَلَ

النَّظَرُ : দেখা , দৃষ্টি , বুদ্ধিমত্তা , বিবেচনা , মননশক্তি ।

عِلْمُ النَّظَرِ وَالْإِسْتِدْلَالِ : কালামশাফা

فِي هَذَا الْأَمْرِ نَظَرٌ : এ বিষয়ে বিবেচনার অবকাশ রয়েছে ।

ওদিক লক্ষ্য করে, এদিক : كَذَا وَنَظَرًا إِلَى كَذَا

লক্ষ্য করে, এ দৃষ্টিতে ।

(ن, س) نَظَرًا , مَنَظَرًا , مَنَظَرَةً - أَوْ الْبَصَرِ :

দেখা, গভীরভাবে দেখা ।

(ن) نَظَرًا - فِي الْأَمْرِ : ভাবা, চিন্তা-ভাবনা করা ।

- مُلَاحَظَ الدِّينِ : অবকাশ দেওয়া ।

(إِفْعَال) إِنظَارًا - مُلَاحَظًا : অবকাশ দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَعْرَفْنَا آلَ فِرْعَوْنَ أَنَّهُمْ يُنَظَّرُونَ .

مَاذِهِ : (ন. প. র.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَافِق : الْبَصَرُ , جِنْد : الْغَمِيضُ

(ج) مَبَانِي , (و) مَبْنَى : ইমারত, প্রাসাদ ।

مَبْنَى : (مَصْدَرٌ مِنِّي) : ভিত্তি

(ض) مَبْنَى , مَبْنَى , مَبْنَانَا , مَبْنِيَّةٌ , مَبْنِيَّةٌ : প্রতিষ্ঠিত করা ।

(ج) الْأَصُولُ : (ر) أَصْلٌ : মূলনীতি, নিয়ম-নীতি । মূল ।

প্রাধান্যপ্রাপ্ত ।

(ك) أَسَاسَةٌ : ভিত্তিগণি হওয়া । শেকড় গজানো, প্রতিষ্ঠিত হওয়া

হওয়া, শক্তিশালী হওয়া ।

- الرَّأْيُ : উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় হওয়া ।

- الْأَسْلُوبُ : নতুন ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়া ।

- النَّسَبُ : সম্বন্ধ ও ঐতিহ্যবাহী হওয়া ।

أَصُولُ -এর মধ্যে أَنْفَ وَمُضَاফَ إِلا-এর পরিবর্তে

এসেছে । অর্থাৎ أَسْرَأَ النَّفْسَ সমালোচনার নীতিমালা ।

فِي الْقُرْآنِ : مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فَنَازَعَةٌ

عَلَى أَصُولِهَا

مَاذِهِ : (أ. স. ল.) , جِنْس : مَهْمُوزُ الْفَاءِ

مُرَافِق : الْقَوَائِدُ , جِنْد : الْقُرُوءُ

نَظَّمَ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ، فَنِي سِلْكِ الْإِفَادَاتِ،
وَسَلَكَهَا مَسْلَكَ الْمَوْضُوعَاتِ، عَنِ
الْعَجَمَاوَاتِ وَالْجَمَادَاتِ، وَلَمْ يَسْمَعْ بِمَنْ
نَبَأَ سَمْعَهُ عَنْ تِلْكَ الْحِكَايَاتِ،

অনুবাদ : সে এই মাকামাগুলোকে উপকারিতার ভোরে
গাঁথবে [অর্থাৎ, উপকারী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত করবে]
এবং জীব-জন্তু ও জড়পদার্থ সম্পর্কে রচিত গল্প-কাহিনীর
মধ্যে এগুলোকে शामिल করবে। এমন কাউকে শোনা
যায় নি, যার কান এসব গল্প-কাহিনী শুনে বিরক্ত হয়েছে
[বা ঘৃণাবোধ করেছে]।

শাস্তিক অনুবাদ : نَظَّمَ সে গাঁথবে هَذِهِ الْمَقَامَاتِ এই মাকামাগুলোকে উপকারিতার ভোরে
এবং এগুলোকে शामिल করবে مَسْلَكَ الْمَوْضُوعَاتِ রচিত গল্প-কাহিনীর মধ্যে
عَنِ الْعَجَمَاوَاتِ জীব-জন্তু সম্পর্কে
وَالْجَمَادَاتِ এবং জড়পদার্থ সম্পর্কে وَلَمْ يَسْمَعْ এবং শোনা যায়নি سَمْعَهُ যার কান বিরক্ত হয়েছে
عَنْ تِلْكَ الْحِكَايَاتِ [বা ঘৃণাবোধ করেছে]।

শব্দ বিশ্লেষণ

এ শব্দের তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : نَظَّمَ
এ শব্দের তাহকীকও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : الْمَقَامَاتُ
ভোর, মালা গাঁথার সূতা, : سَلَكَ (ج) سَلَكَ : أَسْلَكَ :
অথবা সেলাইয়ের সূতা।
কারো মতে, سَلَكَ : মালা গাঁথার সূতা, خَبِطَ : মালা গাঁথার
সূতা এবং সেলাইয়ের সূতা, سَنَطَ : যে সূতায় মণি-মুক্তা ও
জুহুর বিদ্যমান থাকে।
(ن) سَلَكًا، سَلَكًا - الْمَكَانَ أَوْ يَهْ أَوْ فِيمَا : প্রবেশ করা।
দাখিল করা, প্রবেশ করা : سَلَكَ وَأَسْلَكَ - الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ :
অন্তর্ভুক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : سَلَكَكُمْ فِي سَكَّرَ
مَادَّة : (س-ل-ك)، جنس : صَجِجَ
مُرَافِق : الْخَيْطُ/السَّيْطُ، ضَدَّ : الْغَبْلُ

(ج) الْإِفَادَاتِ (ر) إِفَادَةٌ : উপকারিতা।

(إِفْعَال) إِفَادَةٌ : উপকার করা, ফায়দা দেওয়া।

(إِسْتِغْفَال) إِسْتِغْفَادٌ : আহারণ করা। উপকৃত হওয়া। : مَنِ اسْتَفَادَ مَا لَا يَنْتَهِ الْعِلْمُ تَعْلِيمُ الزُّكُوفِ
فِي الْحَدِيثِ : مَادَّة : (ف-ي-د)، جنس : أَجُوفٌ يَكُونُ

مُرَافِق : الْتَفْعُ، ضَدَّ : الْمَرَرُ

سَلَكَ : এ তাহকীক উপরে বর্ণিত হয়েছে।

مَسْلَكَ (ج) مَسَالِكُ : পথ। পছা। অন্তর্ভুক্ত হওয়া বা
করার স্থান। ক্ষেত্র।

(ج) الْمَوْضُوعَاتِ (ر) مَوْضُوعٌ وَ مَوْضُوعَةٌ : রচিত।

গঠিত। পাত্রহু। রাধা।

(ج) الْعَجَمَاوَاتِ (ر) عَجَمَاءُ (مذ) أَعَجِمَ : চতুষ্পদ,

জন্তু গবাদি পশু। গাছপালাহীন বালুর টিবি।

فِي الْقُرْآنِ : لِبِسَانَ الَّذِي يُلْبِذُونَ إِلَيْهِ أَعْجِمِي
فِي الْحَدِيثِ : الْعَجَمَاءُ جَرَحَهَا جَبَارٌ

مَادَّة : (ع-ج-م)، جنس : صَجِجَ
مُرَافِق : الْبَهَائِمُ، ضَدَّ : الْجَمَادَاتُ

(ج) الْجَمَادَاتِ، ضَدَّ : (ر) جَمَادٌ : জড়পদার্থ, প্রাণহীন

বস্তু। ভূমি।

سَنَّةٌ جَمَادٌ : বৃষ্টিহীন বছর।

أَرْضٌ جَمَادٌ : যে ভূমিতে বৃষ্টি হয় নি।

ثَاقَةٌ جَمَادٌ : ধীরগতি উটনী।

فِعْلٌ جَامِدٌ : রূপান্তরহীন ক্রিয়া। যে ক্রিয়ার রূপান্তর হয় না।

جَمَادٌ لَهُ (مَبْنِي عَلَى الْكَسْرِ) : কৃপণের প্রতি অভিধাপ।

অর্থাৎ, সে সর্বদা এ অবস্থায় থাকুক।

عَيْنٌ جَمَادِيٌّ : অশ্রুহীন চক্ষু।

فِي الْحَدِيثِ : فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَلْيَقْرُوهَا وَمَا حَوْلَهَا

مَادَّة : (ج-م-د)، جنس : صَجِجَ

مُرَافِق : جَامِدٌ، ضَدَّ : الْغَيْرَانُ/الْبَهَائِمَةُ

أَوَأَنْتُمْ رَوَّاتُهَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ. ثُمَّ إِذَا
كَانَتْ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَبِهَا إِنْْعِقَادُ
الْعُقُودِ الدِّينِيَّاتِ،

অনুবাদ : অথবা কেউ কখনো এগুলোর বর্ণনাকারীদেরকে
পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত করেছে। অনন্তর যখন কাজ-কর্ম নিয়তের
উপর ভিত্তিশীল এবং এরই মাধ্যমে দীন বিষয়াদি সংঘটিত
হয় [অর্থাৎ, দীন বিষয়াদির শুদ্ধাশুদ্ধি নির্গত হয়],

শাস্তিক অনুবাদ : অথবা অঁম পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত করেছে রোতাহ তার বর্ণনাকারীদেরকে
সময়ে সময়ে অঁম অনন্তর যখন কাজ-কর্ম হয় নিয়তের উপর ভিত্তিশীল এবং এরই মাধ্যমে
সংঘটিত হয় অঁম দীন বিষয়াদি।

শব্দ বিশ্লেষণ

পাপিষ্ঠ সাব্যস্ত করেছে। : أَمَّ :
(تَغْيِيلٌ) تَأْنِيثًا - الرَّجُلُ :
কাজকে গুনাহগার সাব্যস্ত করা, :
কারণ প্রতি পাপকর্ম আরোপ করা।
(م) إِمَّا، أَمَّا، أَمَّا، مَائًا :
গুনাহ করা। :
(ن) ضَ أَمَّا - أَلَلَهُ فَلَاكَ كَذًا :
কাজকে গুনাহগার সাব্যস্ত
করা এবং শাস্তি দেওয়া।
(إِنْعَادٌ) إِنْْعَادًا - الرَّجُلُ :
গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। :
অবৈধ কাজ। গুনাহ। পাপ। :
অবৈধ কাজ। গুনাহ। পাপ। :
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ يَحْصُ الظَّنَّ إِنْ
مَاءً : (أ. ث. م.) : جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ فَاءٌ
مَرَادُفٌ : اسْتَنْبَابٌ
(ج) رَوَّاهُ، (و) رَاوٍ :
বর্ণনাকারী। যে ব্যক্তি কোনো কথা কারো
কাছে শুনে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করে।
وَقْتُ : (ج) أَوْقَاتٌ، وَقُوتٌ :
সময়। কালের পরিমাণ। ওয়াক্ত। স্বত্ব।
أَوْقَاتُ الشَّيْءِ :
বছরের স্বত্বসমূহ। :
وَقْتُ مَوْقُوتٍ أَوْ مَوْقُوتٌ :
নির্দিষ্ট সময়। :
مِنْقَاتٌ : (ج) مَرَاوِيَتْ :
ওয়াত। সময়। যে ওয়াদার জন্য সময়

নির্দিষ্ট করা হয়েছে অথবা যে স্থলটিকে সমবেত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
(وَقْتُ يَنْقُتُ) (ض) وَقْنَا، وَفَقْنَا : (تَغْيِيلٌ) تَرْقِيَتْ - الْأَثَرُ :
সময় নির্ধারণ করা। কাজের সময় বর্ণনা করা।
فِي الْقُرْآنِ : إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ التَّعْلِيمِ -
مَاءً : (و. ق. ت.) : جِنْسٌ : مِقَالٌ وَأَوْقٌ : مَرَادُفٌ : جِنْسٌ
(ج) الْأَعْمَالُ : (و) عَمَلٌ :
কাজ, কর্ম, নেক কাজ, উত্তম কর্ম। :
فِي الْقُرْآنِ : لَنَا أَعْمَالٌ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
নিয়ত। উদ্দেশ্য। ইচ্ছা। : (ر) نِيَّةٌ :

(ض) نَوَاءً، نِيَّةً، نِيَّةً - الشَّيْءُ :
ইচ্ছা করা। উদ্দেশ্য করা। :
اللَّهُ فَلَاكَ :
হেফাজত করা, রক্ষা করা। :
مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرٍ :
স্থানান্তরিত হওয়া। :
- النَّوَاءُ :
আঁটি ফেলে দেওয়া। :
- الْمَسَافِرُ :
দূর দেশে চলে যাওয়া। :
فِي الْعِدِيثِ : نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ
مَاءً : (ن. و. ي.) : جِنْسٌ : لَكَيْفَ مَقْرُونٌ -
مَرَادُفٌ : الْإِرَادَةُ، ضِدٌّ : الْكَرَاهِيَةُ/الْتَجِيرُ
সংঘটন। :
إِنْْعَادُ (إِنْْعَادٌ) :
সংঘটিত হওয়া। গ্রহিণ পড়া। :
- الْأَمْرُ لِلْفُلَانِ :
নিরঙ্কুশ হওয়া। :
(ض) عَقْدًا :
সংঘটিত করা, পিরা দেওয়া। :
(تَغْيِيلٌ) تَغْيِيلًا :
সুদৃঢ় করা। :
فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ -
مَاءً : (ع. ق. د.) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مَرَادُفٌ : اِرْتِبَاطٌ، ضِدٌّ : اِنْجِلَالٌ
(ج) الْعُقُودُ : (و) عَقْدٌ :
কারবার। বিষয়। লেনদেন। :
বন্ধন। প্রতিশ্রুতি।

عَقْدُ التَّكَاثُفِ :
বিবাহ। :
عَقْدُ التَّبَيُّعِ :
ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার। :
فِي الْقُرْآنِ : تَابَعًا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفَرًا بِالْعُقُودِ
مَاءً : (ع. ق. د.) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مَرَادُفٌ : اَلْمُعَامَلَةُ، ضِدٌّ : اَلْمَذْكَرُ
(ج) الدِّينِيَّاتُ : (و) دِينِيَّةٌ (مؤ.) : دِينِيَّةٌ (مذ) :
ধর্মীয়। :
দীন, দীন সংক্রান্ত। :
দীন, দীন সংক্রান্ত। :
দীন, দীন সংক্রান্ত। :
ধর্ম, আদর্শ, মতাদর্শ, দীন, মতবাদ। :
دِينٌ : (ج) : أَدْبَانٌ :
প্রতিদান। হিসাব। মালিকানা। সামর্থ্য। হুকুম। অবস্থা।
অভ্যাস। আচরণ। স্বভাব। চরিত্র। তদবিষ। বিসৃদ্ধাচরণ। পাপ।

فَأَيُّ حَرْجٍ عَلَى مَنْ أَنْشَأَ مَلَحًا لِلتَّيْبِيهِ
لَا لِلتَّيْمُونِيهِ، وَتَحَا بِهَا مَنَحَى التَّهْذِيبِ، لَا
الْأَكْزَادِيبِ

অনুবাদ : সূতরাং সেই ব্যক্তির দোষ কি, যে জি
রসাখক গল্প-কাহিনী রচনা করে শিক্ষার্থীদের
সচেতন করে তোলার জন্য- মন্দকে ভালো
দেখাবার জন্য নয়; এবং যে এর দ্বারা চরিত্র গঠনে
উদ্দেশ্য রাখে- মিথ্যার বেসাতি নয়?

শাস্তিক অনুবাদ : সূতরাং সেই ব্যক্তির দোষ কি **فَأَيُّ حَرْجٍ** যে রচনা করে **مَلَحًا** কিছু রস-
গল্প-কাহিনী **لِلتَّيْبِيهِ** সচেতন করে তোলার জন্য **وَتَحَا بِهَا** এবং যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য রাখে **التَّهْذِيبِ** চরিত্র
গঠনের উদ্দেশ্য **لَا الْأَكْزَادِيبِ** মিথ্যার বেসাতি নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَيُّ : শব্দটি বিভিন্ন রকমে ব্যবহৃত হয়।

১. **جَزَمَ** -এর জন্য। তখন **فَعَلَ** দু'টি **أَيُّ** কে দেয়।
যেমন : **أَيُّ تَضَرَّبَ أَضْرَبُ** : যাকে তুমি প্রহার করবে
তাকে আমি প্রহার করব।

২. **اسْتَفْهَمَ** -এর জন্য। যেমন : **أَيُّكُمْ** তোমাদের কে
এসেছে?

৩. **سَلَّمَ** **عَلَى** **أَيُّهُمْ** **أَنْصَلُ** :
তাদের মধ্যে যে উত্তম তাকে সালাম কর।

৪. পূর্ণতার অর্থ প্রকাশ করার জন্য। তখন **تَكْرَرًا** -এর
হয়। যেমন : **زَيْدٌ رَجُلٌ أَيْ رَجُلٌ** : যাদের একজন পূর্ণ
ব্যক্তিবান পুরুষ।

৫. কখনো **مُنَادَى** **مُعَرَّرٌ** **بِالْأَمْرِ** এর পূর্বে তথা **بِ** হরফে
নেদার পর সংযুক্ত হয়ে **مَخَاطَبٌ** -কে সজাগ-সতর্ক
করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন : **يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ**

حَرْجٌ :
তুনাহ, পাপ, অপরাধ। ঘন বৃক্ষপূর্ণ সংকীর্ণ স্থান। শব :
বহন করার খাটিয়া। খাটুলি। মর্যাদা।

لَا حَرْجَ عَلَيْكَ : নেই।
সংকীর্ণ হওয়া। **حَرْجًا - الشَّيْءُ** (স)

الْأَرْجُلُ :
তুনাহগার হওয়া।

رَبِّ الْغَيْثِ :
চোখের জ্যোতি কমে যাওয়া।

إِلَيْهِ :
আশ্রয় নেওয়া।

عَلَيْهِ الشَّيْءُ :
হারাম হওয়া।

أَحْرَجًا - أَيْبَانَهُ :
কোণে দাঁত চিবানো।

عَلَيْهِ :
কোণঠাসা করা, সন্ধটে ফেলা।

تَعْرِجًا :
সংকীর্ণ করা।

كَيْسٌ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ

مَدَّ (ج. ر. ج.) :
চেনা।

وَأَنْزَلَ :
তুলে।

نَشَأَ :
রচনা করল, -করে।

إِنشَاءً :
রচনা করা। সৃষ্টি করা। তৈরি করা।

আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

مَلَحٌ (و. مَلَحَةٌ) :
চটকদার কথাবার্তা।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

تَيْبِيهِ :
সতর্কীকরণ।

تَيْبِيَهُ :
জগ্মত করা, সজাগ করা, **مِنْ تَوْبِهِ** :
সচেতন করা।

أَعْلَى أَوْ إِلَى الْأَمْرِ :
অবহিত করা, স্বরণ করিয়ে দেওয়া।

بِأَيْدِيهِ :
প্রসিদ্ধ করে তোলা।

تَيْبِيَهُ :
জগ্মত হওয়া, সজাগ হওয়া, **مِنْ تَوْبِهِ** :
সচেতন হওয়া।

تَيْبِيَهُ :
বুঝে যাওয়া।

تَيْبَانَهُ :
সম্ভ্রান্ত হওয়া। প্রসিদ্ধ হওয়া।

تَيْبِيَهُ :
জগ্মত হওয়া।

عَلَى أَوْ إِلَى الْأَمْرِ :
অবগত হওয়া। বুঝে যাওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ جَاءَ بِلَا فَنَبَّهَ لِلصَّلَاةِ .

مَادَّةُ : (ن. ب. ه) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْإِبْقَاطُ , ضِدُّ : التَّغْيِيلُ

অন্যদিকে ভালো দেখানো।

কোনো স্থানে পানি থাকা : السَّكَنُ - تَمْيِيْنُ (تَغْيِيلُ)

সোনা বা - الشَّيْءُ يَسَاءُ الذَّهَبُ أَوْ الْفِضَّةُ وَنَعُوْمًا :

রূপার নিকেল করা।

কাউকে কোনো বিষয়ে - عَلَيْهِ الْأَمْرُ أَوْ الْخَبَرُ :

বাস্তবের বিপরীত কথা শুনানো, মিথ্যা কথা শুনানো। মন্দকে

ভালোরূপে দেখানো।

কূপে পানি বেশি হওয়া। : مَوْعًا , مَوْعًا - أَلَيْسَ :

নৌযানে পানি প্রবেশ করা। : ت السَّيْفِيَّةُ :

পানি পান করানো। : الرَّجُلُ مَوْعًا :

মিশ্রণ করা। : الشَّيْءُ يَالْتَمَسُ :

مَادَّةُ : (م. و. ه) , جنس : أَعْوَفُ وَأَوْفَى

مُرَادٌ : الرَّغْرَقَةُ , ضِدُّ : التَّرْتِيْنُ

نَحَا : উদ্দেশ্য রাখল, -রাখে।

(ن) نَعُوًا - إِلَى الشَّيْءِ : দাবিত হওয়া, ইচ্ছা করা।

إِلَى : ইচ্ছা করা।

কড়া এনে। : كَذَا عَنَّهُ :

(إِنْعَالٌ) إِنْعَاءً : ঠোকা।

(تَغْلٌ) تَغْيِيْنُ - عَنَّهُ : দূরে সরে, সরে যাওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : أَلَا تَرَى الْقُرْآنَ عَلَى تَعْوِمًا قَالَهُ عَمْرُ .

مَادَّةُ : (ن. ح. و) , جنس : تَاقِصٌ وَأَوْفَى

مُرَادٌ : قَصَدَ , ضِدُّ : أَخْطَأَ/تَسَى

مَنْحَى (مَقْدَرْمِيْنُ) : ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।

مُرَادٌ : الْقَصْدُ , ضِدُّ : التَّيْسَانُ

পরিমার্জন করা। সভ্যতা। সংকুতি।

তাড়াতাড়ি করা। : مُدْبًا (ض) تَهْدِيْبًا

ডালপালা কেটে ফেলা। পরিষ্কার - التَّجْمَرُ وَغَيْرُهُ :

পরিচ্ছন্ন করা। সংশোধন করা।

الرَّجُلُ : চরিত্র সংশোধন করা।

التَّعْمَرُ وَالْكِتَابُ : সম্পাদনা করা।

পরিচ্ছন্ন হওয়া। সংশোধিত হওয়া। মার্জিত : تَهْدِيْبًا

স্বভাবের অধিকারী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : كَجَعَلَ يَهْدِيْبُ الرُّكُوعَ وَتَغْيِفُهُ .

مَادَّةُ : (و. ذ. ب) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : التَّغْيِيْلُ/الْإِصْلَاحُ , ضِدُّ : الْإِسْهَادُ

(ج) الْأَكْمَادِيْبُ , (و) أَكْنُوْبَةٌ : মিথ্যা। মিথ্যার বেসাতি।

মিথ্যার কাসুন্দি।

(ض) كَذِبًا , كَذِبًا , كَذِبَةً , كَذَابًا , كَذَابًا : মিথ্যা বলা।

জেনে শুনে ভুল সংবাদ দেওয়া।

ت العَيْنُ : দৃষ্টিগ্রম হওয়া।

الرَّأْيُ : সিদ্ধান্ত ভুল হওয়া।

(تَغْيِيلُ) تَغْيِيْبُ - : মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা, কারো

প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।

مِيْثَا بِلْتَةِ الْوَدُّدِ : মিথ্যা বলতে উদ্বুদ্ধ করা। মিথ্যাবাদী পাওয়া।

مِيْثَا প্রকাশ করে দেওয়া।

نَفْسَهُ : নিজের মিথ্যা বলার কথা স্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا كَذَّبَ الْفَوَادَ مَا رَأَى

الْمَادَّةُ : (و. ذ. ب) , جنس : صَحِيحٌ

الْمُرَادُ : الرَّوْرُ , ضِدُّ : الْيَقِيْنُ

وَهَلْ هُوَ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ أَنْتَدَبَ
لِتَعْلِيمٍ، أَوْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ - شِعْرُ :
عَلَى أَنْتَنِي رَاضٍ بَأَن أَحْمِلَ الْهُوَى
وَأَخْلَصَ مِنْهُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَا

অনুবাদ : সে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মতোই, যে শিক্ষাদানের ডাকে সাড়া দিয়েছে অথবা সরল পথের প্রতি দিক নির্দেশনা করেছে। [শ্রোকের অনুবাদ] আমি এতে রাজি যে, আমি প্রেমের বোঝা বহন করব এবং তা থেকে এভাবে নিষ্কৃতি লাভ করব, যাতে আমার ক্ষতি ও লাভ কোনোটাই না থাকে।

শাস্তিক অনুবাদ : هَلْ هُوَ فِي ذَلِكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةٍ مِّنْ أَنْتَدَبَ : সে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির মতোই সে যে শিক্ষাদানের ডাকে সাড়া দিয়েছে অথবা সরল পথের প্রতি দিক নির্দেশনা করেছে : هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ : সরল পথের শিউর শ্রোকে আমি এতে রাজি আছি : رَاضٍ : যে আমি বোঝা বহন করব : الْهُوَى : প্রেমের : وَأَخْلَصَ مِنْهُ : এবং তা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব : لَا عَلَيَّ وَلَا لِيَا : যাতে আমার ক্ষতি না থাকে : لَا : লাভ কোনোটাই না থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

- هَلْ : (حَرَفٌ اِسْتِفْهَامٌ) : কি।
هَلْ : দিবস শুরু হয়েছে কি। : هَلْ طَلَعَ النَّهَارُ - যেমন-
শব্দটির কতিপয় ব্যবহার পদ্ধতি এখানে প্রদত্ত হলো :
১. هَلْ শব্দটি اِسْتِفْهَامِيَّةٌ অর্থাৎ হ্যাঁ বাচক বাক্যের শুরুতে আসে। যেমন : هَلْ قَامَ زَيْدٌ : সূত্রাং هَلْ : বলা শুদ্ধ নয়। অর্থাৎ না বাচক বাক্যে প্রশ্ন করতে হলে هَمَزٌ ব্যবহার করতে হয়।
২. هَلْ এরূপ ইসমের পূর্বেও ব্যবহৃত হয় না, যার পরে فِعْلٌ রয়েছে। সূত্রাং هَلْ : বলা শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ হবে বটে, কিন্তু هَلْ : বলা শুদ্ধ নয়।
৩. هَلْ শব্দটি هَمْزٌ مُّطَوِّبَةٌ -এর শুরুতে ব্যবহৃত হয় না। সَلْبٌ : هَمْزٌ مُّطَوِّبَةٌ -এর মধ্যে اِسْتِفْهَامِيَّةٌ ও উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। সূত্রাং هَلْ : বলা শুদ্ধ নয়।
৪. هَلْ শব্দটি এরূপ বাক্যের শুরুতেও ব্যবহৃত হয় না, যার শুরুতে اِنْ : থাকে। কেননা اِنْ : হরফটি কোনো সংঘটিত বিষয়কে গুরুত্বসহকারে সপ্রমাণ করার জন্য আসে; আর هَلْ : আসে প্রশ্ন করার জন্য। বলা বাহুল্য, এ দুটির মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এ কারণে هَلْ : বলা শুদ্ধ নয়। কিন্তু هَمْزٌ : যেহেতু اِسْتِفْهَامِيَّةٌ -এর জন্য মৌলিকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাই তাতে এরূপ ব্যবহারের অবকাশ রয়েছে।
৫. هَلْ যখন فِعْلٌ مُّصَارَفٌ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে اِسْتِفْهَامٌ -এর জন্য খাস করে দেয়। এ কারণে هَلْ : বলা শুদ্ধ নয়।

- اِسْتِعَابٌ : -এর ফায়দা দেয়। এ কারণে اِسْتِعَابٌ :
-এর উদ্দেশ্যে তারপরে اِلَى : ব্যবহার করা শুদ্ধ। যেমন-
هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ
৯. هَلْ -এর পূর্বে هَرْفٌ عَطْفٌ ব্যবহৃত হয়। যেমন- هَلْ :
هَلْ : -এর আরো বিভিন্ন রকমের ব্যবহার রয়েছে।
مَنْزِلَةٌ : (ج) مَنَازِلٌ : গৃহ। মর্যাদা। মান।
আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।
مَرَادٌ : الْمَكَانَةُ/الرَّيْبَةُ
ডাকে সাড়া দিয়েছে। : اِسْتَدْبَ :
ডাকে সাড়া দেওয়া। : اِسْتَدْبَ :
ডাকা, আহ্বান করা। : اِسْتَدْبَ :
উদ্ভূত করা।
- اَلْمَيْت :
সে তাকে ডাকলো সূত্রাং অপরজন ডাকে সাড়া দিল। : اِسْتَدْبَ :
فِي الْحَدِيثِ : اِسْتَدْبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ -
مَاؤ : (অ-১-১) : جَنَسٌ : صَنِيعٌ
مَرَادٌ : اِسْتَدْبَ : اِسْتَدْبَ :
শিক্ষা দান করা। : تَعْلِيمٌ :
দিকনির্দেশনা করেছে। : هَدَى :
দিক নির্দেশনা করা। : هَدَى :
এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

صِرَاطٌ : (ج) صُرُطٌ : পথ, রাস্তা।

এ শব্দটিকে صِرَاطٌ, زِرَاطٌ, এই দুই উচ্চারণেও পড়া যায়।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ .

مَادَّةٌ : (ص-ر-ط), جنس : صحيح
مُرَادٌ : الْقُرْآنُ

مُسْتَقِيمٌ : সরল, সোজা।

السَّجْدَةُ : সরল হওয়া, সোজা হওয়া।

الْمَتَاعُ : আসবাবপত্রের মূল্য ধার্য করা।

الشَّعْرُ : কবিতার শ্লোক নিয়ম মাত্তিক হওয়া।

الْفَعَالُ : (إِنَاءَةٌ) সোজা করা।

بِالْمَكَانِ : অবস্থান করা।

الْمَلَّةُ : যথাযথভাবে নামাজ আদায় করা।

(ن) قِيَامًا : দাঁড়ানো।

فِي الْقُرْآنِ : إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

مَادَّةٌ : (ق-و-م), جنس : آجُرُ

مُرَادٌ : مُعْتَدِلٌ مُسْتَوٍ , ضِدُّ : مُعْوَجٌّ مُلْتَوٍ

الشَّعْرُ : (ج) أَشْعَارٌ : ছন্দ, ডাব ও অলংকারের বিচারে।

মানোত্তীর্ণ বাক্য। কবিতা।

لَبِثَ شَعْرِي فَلَنَّا أَوْ عَن فَلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ مَصْنَعٌ :

যদি আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে জানতাম যে, সে কি করেছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْتَفِعُ بِهِ

عَلَى أَنْ :

رَاضٍ : (ج) رَاضُونَ , رَضَاءٌ : সন্তুষ্ট, প্রসন্ন, হুই, সদয়, সম্মত।

(س) رَضَى , رَضَى , رَضُونًا , رَضَاءً - عَنْهُ عَلَيْهِ :

সন্তুষ্ট হওয়া, প্রসন্ন হওয়া, সম্মত হওয়া।

الشَّيْءُ : أَرَادَهُ أَوْ فَعَلَ - পছন্দ করা। কোনো কিছু পেয়ে।

তুষ্ট হওয়া।

الْفَعَالُ : (رَضَاءٌ) সন্তুষ্ট করা।

فِي الْقُرْآنِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ .

مَادَّةٌ : (ر-ض-ي), جنس : تَأْقِصُ يَأْقِصُ

مُرَادٌ : مَرْفَعٌ , ضِدُّ : سَاخِطٌ

أَحْمِلُ : আমি বোঝা বহন করব।

(ض) حَمَلَ , حَمَلًا , حَمَلَاتٍ : বহন করা। ধারণ করা।

عَلَى الْأَمْرِ : উৎসাহিত করা। উৎসাহিত হওয়া।

عَنْهُ : - সয়ে নেওয়া।

تِلْكَ الْأَمْثَلُ : অন্তঃসত্ত্বা হওয়া।

الْقُرْآنُ : মুখস্থ করা।

الْإِنْفِعَالُ : إِنْفَعَلَ : বাহন চাওয়া।

الْإِنْفِعَالُ : إِنْفَعَلَ : বহন করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ حَمَلَ عَلَيْكَ الصَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

مَادَّةٌ : (ح-م-ل), جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : أَنْفَلَ , ضِدُّ : أَمْرَكَ

الْهَوَاءُ : প্রেম, ভালোবাসা। খেলাল-খুশি।

আরও তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَسْطِقُ عَنِ الْهَوَى

أَخْلَصَ : এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

عَلَى : আমার উপর। আমার বিপক্ষে। আমার জন্য ক্ষতিকর।

عَلَى এখানে ক্ষতির দিকটি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

لِيَ : আমার জন্য। আমার পক্ষে। আমার উপকারার্থে। আমার

জন্য উপকারী।

এটি আসলে لِي ছিল। শেষে إِشْبَاعٌ -এর আলিফ যুক্ত হয়ে

لِيَ হয়েছে। এখানে لِي -এর মধ্যে لَ-টি উপকারের দিকটি

বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে কুরআনের আয়াত :

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا تُكَسِبُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : عَلَى أَنْشَى رَاضٍ الْخ :

উক্ত বাক্যে إِشْبَعَارُكَ إِشْرَابٌ তথা إِشْرَابٌ عَلَى এর জন্য

ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ : لَا عَلَى وَلَا لِي :

لَا خَرَرٌ إِذَا تَرَ لَا تَرَى جِنْسٌ لَا : মূল ইবারত হচ্ছে

এবং مَرْجُوءٌ لِي অতঃপর مَرْجُوءٌ عَلَى وَلَا تَنْفَعُ مَرْجُوءٌ لِي

- إِسْمٌ لَا خَرَرٌ হলে لَا تَنْفَعُ আর خَرَرٌ لَا هَلَا مَرْجُوءٌ عَلَى

বাশালাত

قَوْلُهُ : أَحْمِلُ الْهَوَى :

এখানে প্রেমকে বোঝার সাথে تَحْمِيلُهُ দিয়ে

ইশ্টিহারে بِالْمَكَانِ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে

হয়েছে। আর বোঝার জন্য حَمَلَ বহন করা।

এতে إِشْبَعَارُكَ تَحْمِيلُهُ হয়েছে।

وَبِاللّٰهِ اَعْتَصِدْ، فَبِمَا اَعْتَمَدُ، وَاعْتَصِمْ،
مِمَّا يَصِمُّ، وَاسْتَرْشِدْ، اِلَى مَا يُرْشِدُ، فَمَا
الْمَفْرَعُ اِلَّا اِلَيْهِ، وَلَا اِلِسْتِعَانَهُ اِلَّا بِهِ.

অনুবাদ : আল্লাহরই কাছে আমি আমার উদ্ভিষ্ট বিষয়
সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং আমি সে সব বিষয় থেকে
নিরাপত্তা গ্রহণ করছি যা কলঙ্কিত করে। আমি সৈদিক
দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি যেদিকে তিনি দিক নির্দেশনা
করেন। আশ্রয়স্থল তাঁর দিকেই; সাহায্য প্রার্থনা তাঁর কাছেই।

শাব্দিক অনুবাদ : بِاللّٰهِ আর আল্লাহর কাছেই اَعْتَصِدْ আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি فَبِمَا اَعْتَمَدُ আমার উদ্ভিষ্ট বিষয়
إِلَى مَا يَصِمُّ এবং আমি নিরাপত্তা গ্রহণ করছি اِسْتَرْشِدْ আমি দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি اِلَى مَا
যেদিকে اِلِسْتِعَانَهُ সাহায্য প্রার্থনা اِلَّا بِهِ তাঁরই কাছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَعْتَصِدْ : আমি সাহায্য প্রার্থনা করছি।

اِلِسْتِعَانَهُ : সাহায্য প্রার্থনা করা। অন্যের সাহায্যে।

শক্তিপ্রাপ্ত হওয়া।

اَعْتَصَدَ الشَّيْءَ وَتَعَصَّدَ : বগলদাড়া করা।

(س) عَصَدًا، وَعَصَدَ (مع، س) عَصَدًا : বাহতে ব্যাধা হওয়া।

(ض) عَصَدًا - الشَّجَرَةَ : কর্তন করা। কাণ্ডে দ্বারা গাছ বা

ঘাস কাটা।

اَلْعَصَدُ : (ج) اَعَصَادَ : বাহ। কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত হাতের।

অংশ। সাহায্যকারী।

(ن) غَصَدًا، (مُفَاعَلَةً) مُعَاَصَدَةً : সাহায্য করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا كُنْتَ مَتَّحِدَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا

مَادَّه : (ع-ض-د)، جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَسْتَعِيْن، ضِد : اَعِيْن

اَعْتَمَدُ : আমি ভরসা করি/.. নির্ভর করি/.. ইচ্ছা করি।

اِلِسْتِعَانَهُ : اَعْتَمَدَ - اَلْقَى اَوْ عَلَيَّ : ভরসা করা। ভরসা করা।

- اَلْقَى : ইচ্ছা করা, উদ্দেশ্য করা, পেতে চাওয়া।

- اَعْتَمَدَ : অনুমোদন করা, কার্যকর করতে নির্দেশ দেওয়া।

(ض) عَصَدًا، تَعَصَّدَ : ইচ্ছা করা। উদ্দেশ্য করা,

পেতে চাওয়া।

اِلِسْتِعَانَهُ : اَعْتَمَدَ : তত্ত্ব স্থাপন করা।

بِالْقُرْآنِ : وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

مَادَّه : (ع-ম-দ) جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَعْتَمَدَ، ضِد : اَخْطَا

اَعْتَصِمُ : আমি নিরাপত্তা গ্রহণ করছি।

اِلِسْتِعَانَهُ : اَعْتَصَمًا - بِهِ : হাত দ্বারা ধরা।

- بِمَا جِه : আঁকড়ে ধাকা।

- بِاللّٰهِ : আল্লাহর অনুগ্রহে ওনাহ থেকে বিরত থাকা।

- مِنَ الشَّرِّ وَالْمَكْرُوهِ : আশ্রয় নেওয়া ও দূরে থাকা।

(ض) عَصَمَ - اَلْقَى : ব্যাধা দেওয়া।

- اِلَى فُلَانٍ : আশ্রয় নেওয়া।

- مِنَ الْمَكْرُوهِ اَوْ اِلِى الْخَطَرِ : হেফাজত করা, রক্ষা করা।

بِالْقُرْآنِ : وَمَنْ يَعْصِمِ بِاللّٰهِ فَقَدْ هَدَى اِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ

مَادَّه : (ع-ম-স) جِنْس : صَحِيح

مُرَادِف : اَمْتَنِع / اَوْقِع

بِعَصْمٍ : সে কলঙ্কিত করে।

وَمَنْ يَعْصِمِ (ض) وَصَمًا - اَلْقَى : দোষারোপ করা। দোষে।

দুঃ সাব্যস্ত করা। কলঙ্কিত করা। দ্রুত বাধা।

- اَلْعَوْدَ وَتَعَوَّرَ : সূক্ষ্ম ফাঁদে ধরানো।

দোষ : কলঙ্ক : শারীরিক দুর্বলতা : وَصَّةٌ

বেদনাহত করা : যন্ত্রণা দেওয়া : تَوَصَّيْتُ

فِي الْحَدِيثِ : إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خُضْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصَّةٌ

مَادَّةٌ : (ও-স-ম) , جنس : مِثَالٌ وَأَوْرَى

مُرَادٌ : يَعْيبُ , ضِدُّ : يَمْدَحُ

أَسْتَرْشِدُ : আমি দিক নির্দেশনা প্রার্থনা করছি :

(اِسْتِغْفَالٌ) اِسْتَرْشَادًا - هُ : দিকনির্দেশনা প্রার্থনা বা কামনা করা :

- لَأَمْرِهِ : সঠিক পথ পাওয়া :

(تَفْعِيلٌ) تَرْشِيدًا , (إِفْعَالٌ) إِرْشَادًا - هُ , إِلَى كَذَا وَعَلَيْهِ أَوْلَهُ :

দিকনির্দেশনা করা , পথ প্রদর্শন করা :

- الْقَاضِي الصَّيِّ : বিচারক কর্তৃক কোনো ছেলের

বুদ্ধিমত্তার রায় দেওয়া :

(ن) رُشْدًا , رُشَادًا , (س) رُشْدًا : হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া : সঠিক

পথে চলা :

فِي الْقُرْآنِ : أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ لَوْحِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رُشْدًا

مَادَّةٌ : (র-শ-দ) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : اِسْتَهْدَى , ضِدُّ : اِسْتَضَلَّ

يُرْشِدُ : এর তাহকীক ইত্যংপূর্বে বর্ণিত হয়েছে :

مَفْرُوعٌ وَالْمَفْرُوعَةُ : আশ্রয় নেওয়ার স্থান , আশ্রয়স্থল :

فَلَانٌ مَفْرُوعٌ أَوْ مَفْرُوعَةٌ لِلنَّاسِ : অমুক ব্যক্তি মানুষের আশ্রয়স্থল :

উপরিউক্ত শব্দ দু'টি جمع , مُؤَنَّثٌ , مَذَكَّرٌ , اِوَاحِدٌ , اِوَاحِدٌ , اِوَاحِدٌ

ক্বেত্রো একই রকম ব্যবহৃত হয় :

(ف) فَرَعًا - مِنْهُ : ভয় করা :

(س) فَرَعًا : ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া :

- اِلَيْهِ : ফরিয়াদ করা , আশ্রয় নেওয়া :

- اِلَرْجُلُ : ফরিয়াদে সাড়া দেওয়া , সাহায্য করা :

- مِنْ تَوْبِهِ : জমত হওয়া :

(إِفْعَالٌ) اِفْرَاعًا : ভয় দেখানো :

- عَنْهُ : ভীতি দূর করা :

(تَفْعِيلٌ) تَفْرِيعًا : ভয় দেখানো :

فِي الْقُرْآنِ : فَفَرَعَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ فِي الْأَرْضِ .

مَادَّةٌ : (ف-ز-ع) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : مَلَجًا , ضِدُّ : مَهَرَبٌ

اِلَاِسْتِعَانَةً : সাহায্য প্রার্থনা :

(اِسْتِغْفَالٌ) اِسْتِعَانَةً - فَلَانًا أَوْ يَفْلَانًا : সাহায্য প্রার্থনা করা :

(تَفْعِيلٌ) تَعَوَّنَا , (إِفْعَالٌ) اِعَانَةً , (مُفَاعَلَةٌ) مُعَاوَنَةً - عَوَانًا - عَلَى الشَّيْءِ : সাহায্য করা :

عَوَّنَتِ الْمَرْأَةُ : প্রৌড় বয়সী হওয়া :

أَعَانَهُ مِنْهُ : যুক্তি দেওয়া :

تَعَاوَنَ وَأَعْتَوْنَ الْقَوْمَ : পরস্পরে সাহায্য করা :

فِي الْقُرْآنِ : وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

مَادَّةٌ : (ع-ও-ন) , جنس : آجَوْرٌ وَأَوْرَى

مُرَادٌ : اِعْتِصَادًا , ضِدُّ : اِعَانَةً

وَلَا التَّوْفِيقَ إِلَّا مِنْهُ، وَلَا الْمَوْلَ إِلَّا هُوَ،
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ،
وَهُوَ نِعَمَ الْمُعِينِ -

অনুবাদ : তৌফিক তাঁর পক্ষ থেকেই; আশ্রয়ের স্বক
তিনিই; তাঁর প্রতিই আমি ভরসা করছি এবং তাঁর কাছ
প্রত্যাবর্তন করি। তাঁর কাছেই সাহায্য কামনা ক
তিনিই উত্তম সাহায্যদাতা।

শাব্দিক অনুবাদ : التَّوْفِيقُ তৌফিক : لَا مِنْهُ তাঁর পক্ষ থেকেই الْمَوْلَى আশ্রয়ের জায়গা : عَلَيْهِ তিনিই
প্রতিই تَوَكَّلْتُ আমি ভরসা করেছি وَإِلَيْهِ এবং তাঁর কাছেই نَسْتَعِينُ সাহায্য কামনা করি هُوَ তিনিই উত্তম
সাহায্যদাতা।

শব্দ বিশ্লেষণ

التَّوْفِيقُ : তৌফিক।

অনুকূল করে দেওয়া। : التَّوْفِيقُ - الْأَمْرُ :

সঠিক করে দেওয়া। : اللَّهُ :

কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। : اللَّهُ لِلْخَيْرِ :

সুসম্পর্ক পুনঃস্থাপন করে দেওয়া। মিল : بَيْنَ الْقَوْمِ :

স্থাপন করে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَوَفَّقَنِي إِلَّا بِاللَّهِ -

আশ্রয় নেওয়ার জায়গা, : الْمَوْلَى وَالْوَلَّ وَالْأَسْرَءَةُ :

আশ্রয়স্থল। প্রত্যাবর্তনস্থল।

(ض) وَأَلَّا، وَبَيْنَ، وَوَلَّى - (مفاعلة) رَتَلًا، مَوَءَلَةً -

মুক্তি বোজ করা, পরিগ্রহণ অব্ধেষণ করা। : مِنْ كَذَا :

আশ্রয় নেওয়া। : إِلَيْهِ :

অগ্রসর হওয়া। : إِلَى السَّكَّانِ :

আশ্রয়স্থল স্থির করা। : قَلَاءَ :

ধাবিত হওয়া, তওবা করা। : إِلَى اللَّهِ :

فِي الْقُرْآنِ : لَمْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا

مَادَهُ : (أ. و. ل.) : جَش : مَرْكَبٌ (مَهْمُوزٌ فَأَءَ وَأَجَوْفَ وَأَوَى)

মরাদ্ : التَّرْجِعُ / التَّلَجُ، مَهْرَبٌ

تَوَكَّلْتُ : আমি ভরসা করছি।

প্রতিনিধি হওয়া। প্রতিনিধিত্ব করা। : تَوَكَّلًا :

সাক্ষ্যের জন্য দায়ভার গ্রহণ করা। : لَهُ بِالْحَاجَّ :

ভরসা করা। অনুভূতি ও আদেশানুসারী হওয়া। : وَاتَّكَلَ عَلَى اللَّهِ :

আস্থা ও ভরসা করা। : اتَّكَلْتُ عَلَى أَمْرِهِ عَلَى قَلْبِي :

নিজের অপারগতা প্রকাশ করা ও অন্যের : تَوَكَّلْتُ
প্রতি আস্থা পোষণ করা।

সোপর্দ করা। : إِلَيْهِ الْأَمْرُ : - وَكُلًّا، وَكُلًّا :

অর্পণ করা, কারও প্রতি আস্থাশীল হয়ে কাজ ছেড়ে দেওয়া।

بِالْقُرْآنِ : فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

لَهُ : (و. ل.) : جَش : مَكَالٌ وَأَوَى

بِإِلَهِ : أَعْتَمِدَ، حُذِّ : اسْتَعْنَيْتُ

আমি প্রত্যাবর্তন করি। : أُنِيبُ :

ধাবিত হওয়া, (إفعال) إِنَابَةً - إِلَى اللَّهِ :

মনোযোগী হওয়া, তওবা করা, মনে-প্রাণে অভিনিবিষ্ট হওয়া।

تَوَكَّلْتُ : هُوَ : تَوَكَّلْتُ

বারবার ফিরে আসা। : إِلَيْهِ :

স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করা। স্থলাভিষিক্ত স্থির করা। : تَوَكَّلْتُ

بِالْقُرْآنِ : وَلَكُمْ اللَّهُ رَحْمَةً، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

لَهُ : (ن. و. ب.) : جَش : أَجَوْفَ وَأَوَى

تَوَكَّلْتُ : أُرْجِعَ، حُذِّ : أَذْهَبَ

এর তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। : نَسْتَعِينُ :

نِعْمَ : (إفعل مدح) : تَوَكَّلْتُ

বলা হয়, نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَنِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ

নৈম্য করা যায় : نِعْمَتًا، نِعْمَتًا : نِعْمَتًا

কখনও এর শেষে نِعْمَتًا : نِعْمَتًا : نِعْمَتًا

তার পরে : نِعْمَتًا : نِعْمَتًا : نِعْمَتًا

তার পরে : نِعْمَتًا : نِعْمَتًا : نِعْمَتًا

বাক্যটি **نَعْمَ مَا دَقَّقْتَهُ** -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে **قَرِينَةٌ**-এর পূর্বে **دَقَّقْتَهُ** বিদ্যমান থাকাই একটি **نِعْمًا**।
 অপর এক উদাহরণে এভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: **إِنْ تَعَلَّيْتُ** অর্থৎ, যদি তুমি কর ভালো এবং সে কর্ম সাধুদের উপযুক্ত। এখানে **نِعْمَتٍ** মানে **نِعْمَتٌ**।
فِي الْقُرْآنِ : حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

আল্‌মুইমিন : সাহায্যকারী :
إِنْعَالٍ إِعَانَةٍ - قَلَاءً : সাহায্য করা।
فِي الْحَدِيثِ : وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
مَرَادٍ : التَّسَاعُدُ ، ضِدُّ : التَّمْيِدُ / التَّهْلِكُ

التدريبات

১. الف. ما هو الأدب لغة واصطلاحاً وما موضوعه وما غرضه؟
 ب. ما هو مكانة المقامات للحريري في الأدب العربي -
 ج. اكتب شرف الأدب ومنافعه.
 د. من تكلم بالعربية أولاً.
 ه. حرر نبذة من ترجمة الحريري وأذكر وجه تاليف المقامات.
 و. لم سمى الأدب أدباً؟
২. الف. شكل العبارة وترجمها فصيحاً.
 قوله : اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان وألهمت من التبيان كما نحمدك على ما أسبغت من العطاء وأسبغت من الغطاء ---- إلى خطط الخطيبات.
 ب. أعرب قوله "كما نعوذ بك".
 ج. اجعل أسماء الجموع في العبارة المذكورة مفردة والمفردات جموعاً.
 د. اكتب ما تعلم عن كلمة اللهم.
 ه. ما الفرق بين البيان والتبيان والفضل والفضول؟
 و. اكتب حل لغات الألفاظ الآتية : أسبغت - اللسن - الهذر - إطار - مسامح - إزراء - الفاضح -
৩. الف. ترجم العبارة بعد تشكيلها .
 قوله : وعزيمة قاهرة ولا معتبة .
 ب. علام عطف عزيمة قاهرة وإن تسعدنا وما عاملهما؟
 ج. بم تشعلق حتى وهل تحتل ان تكون عاطفة؟
 د. اكتب حل لغات الألفاظ الآتية : الهداية - تعضد - غواية - فكاهاة - عزيمة - هوى - غوائل .
 ه. اكتب التشبيه المودع في حصائد الألسنة وغوائل الزخرفة.

الف. ترجم فصیحة.

ز. وبعد فإنه قد جرى ببعض اندية الأدب وإن يدرك الظالع شأو الضليع .

ح. الواد فى قوله : وبعد والفاء فى قوله : فانه قد جرى/ قوله : فلما لم يسعف" لأى معنى؟

ج. علام عطف "وبعد" ولفتة بعد فى أى محل من الإعراب وكيف؟

د. أوضـع غرض المصنف بقوله : فلما لم يسعف بالإقالة الخ.

ر. قوله : "فأشار من إشارته حكم" أوضـع هذه العبارة : من المراد - بمن" فى قوله : من إشارته حكم .

ز. "تلو البديع" فى أى محل من الإعراب؟ وكلمة تلو أى نوع من الأسماء المعربة .

ح. اكتب لغات الكلمات الآتية : أندية - خيت - المقامات - عزى - ضليع - يسعف - ابتدع .

الف. ترجم العبارة فصیحة ثم اكتب وجوه الإعراب للآيات .

ز. ولله در القائل فلو قبل مبكاها بكيت صباية - يسعدى شغيت النفس قبل التندم هم

بعضون أنهم يحسنون صنعا.

ب. اوضح المثالين : "الباحث عن حثفه الخ والجادع مارن الخ" ثم اذكر الواقعة التى أشير إليها فى كل مثال .

ج. أوضـع ماذا أراد الحريرى بأيراد قول القائل : فلو قبل مبكاها الفضل للمتقدم؟ ثم اعرب ولله درالقائل.

د. الفاء فى قوله : فالحق بالأخسرین/ لأى معنى؟

هـ. اية صنعة وجدت فى اقتباس الآيات وما تعريف تلك الصنعة؟

و. اذكر مواد الكلمات الآتية : المتغابى - السحابى - المناهى - المعانى - العجماوات -

د. ما لفرق بين جاهل ومتجاهل وما أراد بالعجماوات والجمادات وما الفرق بين الغمر بالفتح والكسر

والضم - وما اشتقاقها؟

الف. شكل وترجم - ثم إذا كانت الأعمال بالنيات ----- وهو نعم المعين.

ب. اكتب لغات الكلمات الآتية : ملح - منحى - يصم - مفرع .

ج. قوله "لاعلى ولا ليا" فى أى محل من الأعراب؟

الف. اكتب وجوه أعراب الجمل الآتية .

اللهم إنا نحمدك على ما علمت من البيان والهمت/ أسبـلت من العطاء .

اللهم فحقق لنا هذه السنية . اللهم فصل عليه .

ب. اكتب أضداد الكلمات التالية : ركدت - خيت - مجهول - طاعة - الظالع - الضليع

ج. ضع كل واحد من الكلمات الآتية فى جملتين : مقامات - أتلو - بادرة - مضفة .

المقامة الأولى الصنعانية

প্রথম মাকামা : সান'আর গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আল্লামা হারীরী তাঁর মাকামাত গ্রন্থের প্রতি দশটি মাকামার প্রথমটি উপদেশমূলক গল্পরূপে উপস্থাপন করেছেন। সে মতে প্রথম মাকামাটিও একটি উপদেশমূলক গল্প।

এ মাকামার সারসংক্ষেপ হলো, হারিস ইবনে হাখাম ইয়ামনের প্রসিদ্ধ শহর সান'আ ভ্রমণকালে একটি সমাবেশে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে শ্রোতাদের প্রচণ্ড ক্রন্দনরোলন চমতে পান। সেই ক্রন্দনরোলনের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখেন, জনৈক ব্যক্তি সেখানে অনলবধী বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতা শেষ করার পর লোকটি এক পর্যায়ে লোক চক্কর অন্তরালে একটি গিরিওহায় তাঁর আস্তানায় ফিরে যান। হারিসও চূপিচূপি তাঁর পিছু নেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, সেই বক্তা তাঁর এক শিষ্যসহ উন্নতমানের ময়দার রুটি, বকরির ভূনা গোশত ও নবীয়ের পাত্র নিয়ে খেতে বসেছেন। হারিস জিজ্ঞেস করলেন, একি! আপনি যে সমাবেশে মানুষকে দুনিয়াবিমুখতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে জোরালো বক্তৃতা দিলেন। এখন দেখি, আপনার সামনে এক জমকালো বিলাসী খাবারের আয়োজন! হারিসের এহেন প্রশ্ন শুনে তিনি প্রথমে বেশ দ্বুজ্জ হন। পরে তাঁর জ্ঞেধাশ্মি স্তিমিত হলে কবিতা পাঠ করে এভাবে হারিসের প্রশ্নের উত্তর দেন যে, আসলে আমি আমার জীবিকা নির্বাহের একটি অবলম্বন হিসেবে বক্তৃতা ও উপদেশকে পেশা রূপে বেছে নিয়েছি। হারিস তাঁর এ জবাব শুনে বিস্মিত হন এবং তাঁর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, বক্তা সাহিত্যকুল শিরোমনি আবু যায়েদ সাদ্জজী।

www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ الْأُولَى الصَّنَعَانِيَّةُ

প্রথম মাকামা : সান'আর গল্প

حَدَّثَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: لَمَّا
اِقْتَعَدْتُ غَارِبَ الْإِغْتِرَابِ، وَأَنَا نِي
الْمُتَرَبِّعَةِ عَنِ الْأَنْرَابِ، طَوَّحْتُ بِنِ طَوَائِعِ
الزَّمَنِ، إِلَى صَنْعَاءِ الْيَمَنِ، فَدَخَلْتُهَا
خَاوِيَ الْوِفَاضِ، بِأَدَى الْإِنْفَاضِ، لَا أَمْلِكُ
بَلْعَةً، وَلَا أُجِدُّ فِي جَرَابِي مُضْغَةً.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যখন আমি প্রবসনের [বাহন জলুর] পিঠে চেপে বসলাম এবং দারিদ্র্য আমাকে বাল্যবন্ধুদের থেকে দূরে সরিয়ে দিল, তখন কালের দুর্যোগ আমাকে ইয়ামনের [রাজধানী] সান'আয় নিক্ষেপ করল। তখন আমি থলিশূনা ও প্রকাশ্য পাথেয় নিঃশেষিত অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করলাম। [আর এমতাবস্থায় যে] আমি সামান্য পাথেয়ের অধিকারী ছিলাম না এবং আমি আমার থলিতে এক টুকরো মাংস পাচ্ছিলাম না।

শাখিক অনুবাদ : الْمَقَامَةُ الْأُولَى প্রথম মাকামা সান'আর গল্প হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন لَمَّا যখন اِقْتَعَدْتُ غَارِبَ الْإِغْتِرَابِ আমি চেপে বসলাম এবং أَنَا نِي প্রবসনের পিঠে اَلْمُتَرَبِّعَةِ عَنِ الْأَنْرَابِ আমি দারিদ্র্য আমাকে বাল্যবন্ধুদের থেকে দূরে সরিয়ে দিল طَوَّحْتُ তখন আমাকে নিক্ষেপ করল طَوَائِعِ কালের দুর্যোগ আমাকে ইয়ামনের রাজধানী সান'আয় فَدَخَلْتُهَا তখন আমি সেখানে প্রবেশ করলাম خَاوِيَ الْوِفَاضِ সামান্য পাথেয়ের অধিকারী لَا أَمْلِكُ আমি অধিকারী ছিলাম না بِأَدَى الْإِنْفَاضِ অবস্থায় সেখানে প্রকাশ্য পাথেয় নিঃশেষিত অবস্থায় وَلا أُجِدُّ আর আমি পাচ্ছিলাম না فِي جَرَابِي আমার থলিতে مُضْغَةً এক টুকরো মাংস।

শব্দ বিশ্লেষণ

দাঁড়বার স্থান, মজলিস, বক্তৃতা, গল্প।
الْمَقَامَةُ وَالْمَقَامُ : (ج) مَقَامَاتٌ
الْأُولَى (اسْمُ تَفْخِيلٍ، مُؤ. مَصْدَرٌ-أَوَّلُ-ن) (ج) أَوَّلُ، أَوَّلِيَّاتٌ :

প্রথম, প্রধান।

الصَّنَعَانِيَّةُ وَالصَّنَائِي :
الصَّنَعَانِيَّةُ الصَّنَائِيَّةُ :

সান'আ সংক্রান্ত, সান'আ স্বর্নীয়।
সান'আ সংক্রান্ত গল্প, সান'আর গল্প।

حَدَّثَ : বর্ণনা করেছে।

(تَفْعِيلٌ) تَعْدِيًا : বর্ণনা করা।

(اِفْعَالٌ) اِشْدَادًا : আবিষ্কার করা, সৃষ্টি করা।

(ن) حُدُوثًا : সৃষ্টি হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَهَلْ أَنَاكَ حَدِيثٌ مُوسَى .

سَاءَ : (ج-د-ث) ، جِنْسٌ صَحِيحٌ

مُرَادٌ : রূয়।

الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : হারীর মাকামা গল্পগুলোর রচয়িতার নাম।

কল্পিত নাম। এ কল্পিত নামটি দ্বারা লেখক নিজেকেই বুঝিয়েছেন।

لَمَّا : এ সময়টি যদি فِعْلٌ مَاضٍ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হয় তখন

শর্তের অর্থ প্রকাশ করে এবং তার পরে দুটি জুমলা আসে।

আর نَعْلٌ مُضَارِعٌ -এর পূর্বে ব্যবহৃত হলে হরফে নকী।

এবং حَرَبٌ اِسْمِيَّةٌ -এর পূর্বে আসলে جَمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়।

صَنْعَاءُ নামে দুটি জায়গা রয়েছে- ক, দিম্যশকে অবস্থিত একটি গ্রাম খ, ইয়ামনের রাজধানী। এখানে ইয়ামনের রাজধানী ইন্দ্রেশ্য। এজন্য ইয়ামনের দিকে اِسْمَانَتْ করে صَنْعَاءُ বলেছেন এবং এই صَنْعَاءُ -এর প্রাচীন নাম হলো اِزَال যে ব্যক্তি এ শহরটি প্রথম আবাস করেন তার নাম ছিল সান'আ। তাই তার নামে শহরটির নামকরণ করা হয়েছে।

এখানে নিম্নলিখিত -এর পূর্বে এসে জিন্স অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং শব্দের অর্থ প্রকাশ করাচ্ছে।

আমি চেপে বসলাম। : اِقْتَعَدْتُ

বাহনরূপে গ্রহণ করা, চেপে বসা। : اِقْتِعَالُ

বসা। : قَعُودًا

ফী القرآن : يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا .

মাদে : (ق. ৫. ৮) , جِنْس : صَحِيح

مَرَادُف : رَكِبْتُ , ضِد : تَزَلَّيْتُ

গার্ব : (ج) غَوَارِبُ : কাধ, পিঠ ও ঘাড় অথবা কুঁজ ও ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থান।

يَقُولُ الْعَرَبُ : حَبَلَك عَلَى غَارِبِكَ .

মাদে : (غ. র. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مَرَادُف : ظَهَرُ/سِتَام

الْأَغْرَابُ , اِقْتِعَالُ مَص : দেশ ত্যাগ করা, প্রবসন।

(ن) غُرُوبًا : অদৃশ্য হওয়া। অন্ত যাওয়া।

غُرْبَةً : প্রবাসী হওয়া।

(ك) غُرَابَةٌ - الْكَذَابُ : অস্পষ্ট হওয়া।

- السُّنَى : অপরিচিত হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : بَدَأَ الْإِسْلَامُ غُرْبًا وَسَبْعُونَ كَمَا بَدَأَ

মাদে : (غ. র. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مَرَادُف : الْكَسْرُ/الْغُرَابَةُ , ضِد : الْإِقَامَةُ

أَنَاتُ : দূরে সরিয়ে দিল।

(اِقْتِعَالُ) إِنَاءً : দূরে সরিয়ে দেওয়া।

মাদে : (ن. ৫. ৫) , جِنْس : مَرَادُف : (س) مَص : দাবিত্ত হওয়া।

مَشْرَبَةٌ : দাবিত্ত।

(مُقَاعَلَةٌ) مَتَارِبَةٌ : বন্ধ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ مَسْكِنًا ذَا مَتْرَبَةٍ .

মাদে : (ت. র. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مَرَادُف : الْمَسْكَنَةُ , ضِد : الْفَيْسُ

(ج) أَتْرَابُ : (و) تَرْبُ : সমবয়সী, বাল্যবন্ধু।

فِي الْقُرْآنِ : عَرَبًا أَتْرَابًا .

مَادَةٌ : (ت. র. ব.) , جِنْس : صَحِيح

مَرَادُف : الْآفِرَانُ .

مَوْجِبٌ : নিষ্ক্ষেপ করল।

(اِقْتِعَالُ) تَطْوِيْعًا - يَم : নিষ্ক্ষেপ করা।

(ن) طَوَا : দিশেহারা হওয়া, ধ্বংস হওয়া।

(اِقْتِعَالُ) إِطَاعَةً : নিঃশেষ করা, ধ্বংসের উপক্রম করা।

মাদে : (ط. ও. ج) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مَرَادُف : فَحَرَّتْ

(ج) طَوَانِجُ : (و) مُطَبَّحَةٌ : দুর্যোগ, মুসিবত।

قَالَ الشَّاعِرُ تَهْتَلُ بَيْنَ الْحَرَى

لِبَيْتِكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِيَحْصُمُوهُ *

وَمُخْتَصِطٌ مِمَّا تَطْبِيحُ الطَّرَائِجِ

মাদে : (ط. ও. ج) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مَرَادُف : التَّوَالِيَةُ/الْعَوَادَةُ

الزَّمَنُ : (ج) أَزْمَانٌ , أَزْمَنَ . (ج) أَزْمِنَةً , أَزْمَنَ . وَالزَّمَانُ :

সময়, কাল।

قَالَ الشَّاعِرُ : أَبَا مَنَزَلِي سَلِسِي سَلَامٌ عَلَيَّ كَمَا *

هَلِ الْآزْمَنُ الْكَلَامِي مَضِيحٌ رَوَاجِعُ

মাদে : (ز. ম. ন) , جِنْس : صَحِيح

مَرَادُف : الْوَقْتُ/الذَّمَرُ

صَنَاءُ الْيَمِينِ : ইয়ামনের (রাজধানী) সান'আ।

دَخَلْتُ : আমি প্রবেশ করলাম।

(ن) دَخَلًا , مَدْخَلًا : প্রবেশ করা, ঢুকা।

(اِقْتِعَالُ) إِدْخَالَ : প্রবেশ করানো।

মাদে : (د. খ. ল) , جِنْس : صَحِيح

مَرَادُف : وَلَجْتُ , ضِد : خَرَجْتُ

خَارٍ (خَادِي) : (ف. ম. ড) : শূন্য, খালি, অন্তঃসার শূন্য।

(ض. স) خِيًا , خَوَانَةً , خَوَاءً : শূন্য হওয়া, খালি হওয়া, বিরান হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَتْهُمْ أَعْمَانًا زَنْجَلٍ خَاوِيَةً

মাদে : (خ. ও. য) , جِنْس : لَفِيْفٌ مَقْرُونٌ

مَرَادُف : الْفَارِغُ/الْخَالِي , ضِد : الْمَمْلُوءُ

(ج) وَفَاضٌ، وَفَضَاتٌ، (و) وَفَضَةٌ : মাখালের থলি, চামড়া :
নির্মিত তীরের থলি, তৃণ, তৃণীর :

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَنْ تُرَوَّعَ فِي الْوَفَاضِ .

مَادَّةُ : (و-ফ-ض) , جِنْس : مِقَالٌ وَآوِي

مُرَادِفُ : الْمَوَادُّ

بَادٍ : (بَادِي) (ف) (ج) بَادُونَ , بُدَى , بُدَى :

প্রকাশ্য, প্রকাশমান, প্রকাশিত ।

(إِنْعَالٌ) إِنْدَاءٌ : প্রকাশ করা ।

(ن) بُدُوا - بُدَاءٌ : প্রকাশ পাওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : بَادَى الرَّأْيِ .

مَادَّةُ : (ব-দ-ও) , جِنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادِفُ : الظَّاهِرُ، ضِدُّ : الْغَيْبُ

الْإِنْفَاضُ : (إِنْعَالٌ) مَصْد : থলি শূন্য হওয়া ।

(ن) نَفَضًا : পাথর শূন্য হওয়া, নিঃসঞ্চল হওয়া ।

(تَفْعِيلٌ) تَنْفِضًا : ঝাড়া দেওয়া, নাড়া দেওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : كُنَّا فِي سَفَرٍ فَأَنْفَضْنَا .

مَادَّةُ : (ন-ফ-ض) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفُ : الْفَقْرُ، ضِدُّ : الْغِنَى .

(لَا) أَمْلِكُ : আমি অধিকারী নই, মালিক নই ।

(ض) مَلِكًا : অধিকারী হওয়া, মালিক হওয়া ।

(تَفْعِيلٌ) تَمْلِكًا : মালিক বানানো ।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ لَا تَنَالُكَ نَفْسٌ لَنْفِسٍ شَيْئًا .

مَادَّةُ : (ম-ল-ন) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفُ : لَا اسْتَحَقَّ، ضِدُّ : لَا اِحْرَمَ

بَلْفَةٌ : প্রয়োজন পূর্ণ হয় এ পরিমাণ বস্তু । যৎসামান্য ।

(تَفْعِيلٌ) تَبْلِغًا : পৌঁছানো ।

(ن) بَلَّغًا : পৌছা ।

فِي الْحَدِيثِ : بَلَّغُوا عَنِّي وَلَوْ أَنَّهُ .

مَادَّةُ : (ব-ল-গ) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفُ : رَأَى (يَسِيرُهُ)

(لَا) أَحَدٌ : আমি পাই না ।

(ض) ح. وَجَدًا، وَجُودًا : পাওয়া, লাভ করা ।

عَلَيْهِ : তুচ্ছ হওয়া ।

(ض) جَدُّ : সম্পদশালী হওয়া ।

(إِنْعَالٌ) إِنْعَادًا : সৃষ্টি করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى .

مَادَّةُ : (ও-জ-দ) , جِنْس : مِقَالٌ وَآوِي

مُرَادِفُ : تَالٌ

جَرَابٌ : (ج) أَجْرِيَّةٌ، جُرْبٌ، جُرْبٌ : থলি, জাম্বিল, চামড়ার পাত্র ।

مَادَّةُ : (জ-র-ব) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفُ : الْمِزْوَرُ/الزَّنْبِيلُ

مُضَعَّةٌ : (ج) مُضَعٌ : মাংসপিণ্ড, গোশক্তের টুকরা, লোকমা ।

مَادَّةُ : (জ-র-ব) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادِفُ : لُفْمَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : قَدْ خَلَعَهَا خَاوِي الرِّفَاضِ الْخ :

لَا أَمْلِكُ وَأَبَدَى الْإِنْفَاضِ এবং خَاوِي الرِّفَاضِ

وَدَلَّتْ خَالَاتٌ لَا أَجِدُ فِي جَرَائِنِ مُضَعَّةٍ وَبَلْفَةٍ

ফেয়েলের ফায়েল ضَمِيرٌ مُتَكَلِّمٌ থেকে হয়েছে ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَمَّا اقْتَعَدْتُ غَارِبَ الْإِغْتِرَابِ :

এখানে (বাহন জন্তু) مُرَكَّبٌ কে (প্রবসন) الْإِغْتِرَابِ এখানে

উল্লেখ রয়েছে এবং (পাঠ) غَارِبٌ এর জন্য مُرَكَّبٌ তার

মধ্যে (পাঠ) تَحْلِيلُهُ রয়েছে । আর مُرَكَّبٌ এর উপর

এর মধ্যে (পাঠ) تَحْلِيلُهُ রয়েছে । আর مُرَكَّبٌ এর উপর

এর মধ্যে (পাঠ) تَحْلِيلُهُ রয়েছে ।

فَطَفِقْتُ أَحَبَّ طُرُقَاتِهَا مِثْلَ الْهَائِمِ ،
وَأَجُولُ فِي حَوَامَاتِهَا جَوْلَانِ الْحَائِمِ ، وَأَرُودُ
فِي مَسَارِحِ لَمَحَاتِي ، وَمَسَايِعِ عَدَوَاتِي
وَرَوَحَاتِي ، كَرِيمًا أَخْلَقَ لَهُ دِينًا جَنِي ،
وَأَبُوحَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِي ، أَوْ أَدِيبًا تَفْرِجُ رُؤْيَتَهُ
عُمَّتِي ، وَتُرَوِّي رَوَايَتَهُ عُلَّتِي ،

অনুবাদ : ফলে আমি সান'আর পথে পথে উদ্ভাসে
ন্যায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এবং তার বড় বড় স্থানসমূহে
তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায় ফিরতে লাগলাম। আর আমি আমার
দৃষ্টির চারণভূমিতে এবং আমার সকাল-সন্ধ্যার বিচরণ
ক্ষেত্রে এমন একজন দানশীল ব্যক্তিকে খোঁজ করছিলাম,
যার কাছে আমি আমার চেহারা মলিন করব এবং যা
কছে আমি আমার প্রয়োজন তুলে ধরব। অথবা এমন
একজন সাহিত্যিককে [খোঁজ করছিলাম], যার দর্শন
আমার দুঃখ দূরীভূত করে দেবে এবং যার বর্ণনা আমার
তীব্র পিপাসা নিবারিত করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : ফলে আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম সান'আর পথে পথে উদ্ভাসে
ন্যায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম এবং ফিরতে লাগলাম তার বড় বড় স্থানসমূহে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায়
আর আমি খোঁজ করছিলাম আমার দৃষ্টির চারণভূমিতে এবং আমার সকাল-সন্ধ্যার বিচরণক্ষেত্রে
এমন একজন দানশীল ব্যক্তিকে যার কাছে আমি মলিন করব এবং যা
আমার চেহারা মলিন করবে এবং যার কাছে আমি তুলে ধরব আমার প্রয়োজন আমার দৃষ্টির
সাহিত্যিককে [খোঁজ করছিলাম] যার দর্শন আমার দুঃখ দূরীভূত করে দেবে এবং যার বর্ণনা আমার
তীব্র পিপাসা।

শব্দ বিশ্লেষণ

طَفِقْتُ : শুরু করলাম, করতে লাগলাম।

(س. ض.) طَفِقًا : শুরু করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَزَقِ الْجَنَّةِ .

مَادَّةُ : (ط. ف. ق.) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : أَخَذْتُ

(طَفِقْتُ) أَحَبُّ : আমি ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

(ن. جَوَّ) تَجَوَّأْتُ : অতিক্রম করা, ঘুরে বেড়ানো, কাটা।

কবুল করা, উত্তর দেওয়া। : (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتَجَابَةَ :

فِي الْقُرْآنِ : وَتَقَرَّدَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّغَرَ بِالرَّوَادِ .

مَادَّةُ : (ج. و. ب.) , جِنْس : أَجَوْتُ وَأَوَى

مُرَادُف : أَعْبَرُ .

(ج. ط. ر. ق.) أَطْرُقُ , أَطْرُقُ , أَطْرُقُ : (و. ط. ر. ق.)

রাস্তা, পথ।

فِي الْحَدِيثِ : أَدْنَاهَا إِسَاطَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ .

مَادَّةُ : (ط. ر. ق.) , جِنْس : صَحِيح ,

مُرَادُف : سَبَّلَ

وَسَبَّلَ , مِثْلَ (ج. أَشْهَالَ) : মতো, সদৃশ, ন্যায়, তুল্য।

الْهَائِمُ : (ف. ه. ذ.) مَيَّامٌ : উদ্ভাস, অস্থির।

(ض. ق. ه. ي. م.) مَيَّامًا : অস্থির হওয়া, উদ্ভাস হওয়া।

اِسْتَفْعَالَ) اِسْتَجَبْتُ , (تَفَقَّلَ) تَهَيَّأْتُ : বুদ্ধিভিষ্ট করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ .

مَادَّةُ : (ه. ي. م.) , جِنْس : أَجَوْتُ

مُرَادُف : خَابَطَ , ضَبَّ , مَطْنَنَ

(طَفِقْتُ) أَجُولُ : আমি ফিরতে লাগলাম।

(ن. جَوْلَا) جَوْلَةً , جَوْلَانًا : চক্কর দেওয়া, ঘোরাকোরা করা, ভ্রমণ করা।

(اِفْعَالَ) اِجَالَةً : ঘুরানো।

مَادَّةُ : (ج. و. ل.) , جِنْس : أَجَوْتُ وَأَوَى

مُرَادُف : أَدْوَرَّ أَطْرُقَ , ضَبَّ , أَسْكُنَ

(ج. حَوَامَاتِ) حَوَامَةً : উল্লেখযোগ্য অংশ , বড় স্থান।

مَادَّةُ : (ج. و. م.) , جِنْس : أَجَوْتُ

مُرَادُف : مُتَّظِمٌ جَلَّ

جَوْلَانِ (ن. م. د.) : ঘুরে বেড়ানো, ঘুরাকোরা করা।

الْحَائِمِ (ف. ه. ذ.) حَوَامَةً (ج. حَوَامَةً) : তৃষ্ণার্ত, পিপাসু।

حَوَامَاتِ : তৃষ্ণার্ত, পিপাসু।

(ন) حَمَوًا، حَمَوَاتًا - عَلَى الشَّيْءِ، وَحَوْلَهُ : চক্র দেওয়া।
 - الرَّجُلُ : ভ্রমার্ত্ত হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ بَهَائِنَا الْعَانِيَةَ .
 ماده : (ح-و-م) ، جنس : آجوف وَاوِي
 مرادف : الْعَطْشَانُ
 আরুদ : (অ) : آمي بواج کري (ক) : (ই) : আমি
 (ন) رَوَدًا (إِنْفَعَالًا) إِرْيَادًا : সন্ধান করা, বোজ করা, চাওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : قَمِيرُونَ يَسْطِفُونَا نَوْرَ اللَّهِ .
 (إِفْعَالًا) إِرَادَةٌ : আশা করা, চাওয়া।
 قَالَ الشَّاعِرُ : وَقَالَ رَأَيْدُهُ أَرَسُو نَزَاوِلَهَا
 فَتَحَقَّقْ كُلَّ أَمْرٍ أَسْرًا يَجْرِي بِمَنْدَارٍ
 مَادَّةُ : (ر-و-د) ، جنس : آجوف
 مرادف : أَطْلَبُ/التَّمِيصُ
 (ج) مَسَارَحَ ، (و) مَسَرَّحَ : চারণভূমি।
 (ف) سَرَّحًا - سَرَّوَجًا - الْمَأْشِيَةِ : গবাদি পশু চরতে যাওয়া,
 গবাদি পশু চরানো।
 فِي الْقُرْآنِ : وَحِينَ تَرْمِثُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ .
 ماده : (س-ر-ح) ، جنس : صَحِيح
 مرادف : التَّمَرُّغُ
 (ج) لَمَسَحَاتٍ ، (و) لَمَسَةٍ : দৃষ্টি, ভিৎ দৃষ্টি।
 (ف) لَمَسًا : দেখা, চমকানো।
 (إِفْعَالًا) إِمَاحًا (إِنْفَعَالًا) إِمْسَاحًا : হালকা দৃষ্টিতে দেখা।
 فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَكَ الْبَصِيرَ .
 مَادَّةُ : (ل-م-ح) ، جنس : صَحِيح
 مرادف : نَظَرُ
 (ج) مَسَايِخَ ، (ر) مَسْبِيحَةٍ : বিচরণক্ষেত্র।
 (ض) سَبَّحًا : ভ্রমণ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : فَيَسْبَحُونَ فِي الْأَرْضِ .
 مَادَّةُ : (س-ي-ح) ، جنس : آجوف يَائِسُ
 مرادف : سَالِدٌ
 (ج) غَدَوَاتٍ ، (و) غَدَاةٌ : সকাল, প্রভাত।
 فِي الْقُرْآنِ : بِالْفُجُوِّ وَالْأَسَالِ .
 مَادَّةُ : (غ-و-و) ، جنس : تَافِيسُ وَاوِي
 مرادف : الْبُكُورَةُ، ضِدُّ الْكُرُوحِ

(ج) رَوَحَاتٍ ، (و) رَوَحَةٌ : বিকাল, সন্ধ্যা।
 فِي الْحَدِيثِ : لَعْنَةُ أَوْ رَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .
 ماده : (ر-و-ح) ، جنس : آجوف وَاوِي
 مرادف : مَسَاءٌ، ضِدُّ غَدُوٍّ
 (ن) كَرِمٌ، كَرَامَةٌ : দানশীল হওয়া, সম্মত্ত হওয়া, সম্মানিত হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ رَسْمَ غَنِيِّ كَرِيمٍ .
 ماده : (ك-ر-م) ، جنس : صَحِيح
 مرادف : سَخِيٌّ، ضِدُّ بَخِيلٍ/لَيْيِمٍ
 আমি মলিন করব।
 (إِفْعَالًا) إِخْلَافًا - الْكُرْبُ : পুরানো হওয়া।
 - الْكُرْبُ : পুরানো করা।
 - الْكُرْبُ : যৌবন শেষ হওয়া।
 (ن، س، ك) حَلَقَةٌ، خَلْفًا - الْكُرْبُ : পুরানো হওয়া।
 (ن) خَلْفًا، خَلْفَةً : সৃষ্টি করা।
 (س) خَلْفًا، (ك) خَلَقًا، خَلْقَةً، خَلَقَةً : নরম ও মসৃণ হওয়া।
 خَلَقَ الشَّيْءُ لَهُ : উপযুক্ত হওয়া।
 خَلَقَ الْعِلَامُ : চরিত্রবান হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : أَبْلَى وَأَخْلَقَ قَالَ الشَّاعِرُ : وَطَرَلْ مَقَامُ
 الْفَرَا فِي الْعَقْرِ مَخْلَقٌ لِدَيْبَاجِيَّتِهِ فَاعْتَرَبَ تَجَدُّدُ
 ماده : (خ-ل-ق) ، جنس : صَحِيح
 مرادف : أَبْلَى، ضِدُّ أَجْدَدُ
 دَيْبَاجَةٌ (ج) دَيْبَاجَاتٍ - وَدَيْبَاجٌ (ج) وَدَيْبَاجٍ، دَيْبَاجُ،
 دَيْبَاجُ : চেহারা, বেশী কাপড়।
 أَبُوهُ : [তার কাছে] আমি প্রকাশ করব।
 (ن) بَوَّحًا - إِلَهِيَّةً : প্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া।
 (إِفْعَالًا) إِبَاحَةً - الْبَرَّ : প্রকাশ করা।
 - الْبَرُّ : জায়েজ করা।
 فِي الْحَدِيثِ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَرَّاحًا .
 مَادَّةُ : (ب-و-ح) ، جنس : آجوف
 مرادف : أَظْهَرَ، ضِدُّ أَخْفَى
 حَاجَةٌ (ج) حَاجٍ، حَاجَاتٍ، حَوَاجٍ، حَوَاجٌ : প্রয়োজন, অভাব।
 فِي الْقُرْآنِ : لِيَتَلَكَّمُوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ فِي صُورِكُمْ .
 مَادَّةُ : (ح-و-ج) ، جنس : آجوف
 مرادف : فَتَقَرَّ، ضِدُّ غَنِيَ

حَتَّىٰ أَتَيْنِي خَاتِمَةَ الْمَطَانِ، وَهَدَتْنِي
فَاتِحَةَ الْأَلْطَانِ، إِلَى نَادٍ رَحِيْبٍ، مُخْتَوٍ
عَلَى زَحَامٍ وَتَحِيْبٍ، فَوَلَجْتُ غَايَةَ الْجَمْعِ،
لَأَسِيرَ مَجْلِبَةَ الدَّمْعِ، فَرَأَيْتُ فِي بَهْرَةِ
الْحَلَقَةِ، شَخْصًا شَعَتْ الْخَلْقَةِ، عَلَيْهِ
أُهْبَةُ السَّيَاحَةِ، وَلَهُ رَنَّةُ التَّيَاحَةِ، وَهُوَ
يَطْبِعُ الْأَسْجَاعَ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، وَيَقْرَعُ
الْأَسْمَاعَ بِزَوَاجِرِ وَعْظِهِ.

অনুবাদ : অবশেষে ঘুরাফেরার পরিসমাপ্তি আমাকে পৌছে দিল এবং অনুগ্রহের সূচনা আমার পথ-নির্দেশনা করল এমন এক বিশাল সভার প্রতি, যা ছিল লোকের ভিড় ও ক্রন্দনরোলে পূর্ণ। অতঃপর আমি অশ্রু বিসর্জনের কারণ অন্বেষণের জন্য সেই সমাবেশের ভেতরে প্রবেশ করলাম। তখন আমি সভার মাঝখানে শীর্ণগঠন বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তাঁর কাঁধে রয়েছে সফরের সখল [অথবা ইবাদতের সামগ্রী]। তাঁরই এ ক্রন্দন-ধ্বনি। তিনি তাঁর শব্দের রত্নমালা দ্বারা হৃদ সৃষ্টি করছেন এবং তাঁর তীতি সঙ্গারক উপদেশ দ্বারা কর্ণকূহর ঝংকৃত করে তুলছেন।

শাব্দিক অনুবাদ : **حَتَّى** অবশেষে **أَتَيْنِي** আমাকে পৌছে দিল **خَاتِمَةَ الْمَطَانِ** ঘুরাফেরার **وَهَدَتْنِي** এবং আমার পথ নির্দেশনা করল **فَاتِحَةَ الْأَلْطَانِ** অনুগ্রহের **إِلَى** প্রতি **نَادٍ رَحِيْبٍ** বিশাল **مُخْتَوٍ** যা ছিল পূর্ণ **عَلَى** লোকের ভিড় **وَتَحِيْبٍ** ও ক্রন্দনরোলে **فَوَلَجْتُ** অতঃপর আমি প্রবেশ করলাম **الْجَمْعِ** সমাবেশের ভেতরে **لَأَسِيرَ** অন্বেষণের জন্যে **مَجْلِبَةَ الدَّمْعِ** অশ্রু বিসর্জনের কারণ **فَرَأَيْتُ** তখন আমি দেখতে পেলাম **الشَّخْصَ** এক ব্যক্তিকে **شَعَتْ الْخَلْقَةِ** শীর্ণ গঠন বিশিষ্ট **عَلَيْهِ** তার কাঁধে রয়েছে **أُهْبَةُ** সখল **السَّيَاحَةِ** সফরের **وَهُوَ** তাঁরই **رَنَّةُ التَّيَاحَةِ** এ ক্রন্দন ধ্বনি **يَطْبِعُ** সৃষ্টি করছেন **الْأَسْجَاعَ** হৃদ **بِجَوَاهِرِ** রত্নমালা দ্বারা **لَفْظِهِ** শব্দের **وَيَقْرَعُ** এবং ঝংকৃত করে তুলছেন **الْأَسْمَاعَ** কর্ণকূহর **بِزَوَاجِرِ** তীতি সঙ্গারক উপদেশ দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

অবশেষে, পরিশেষে। : **حَتَّى (حَرْفُ جَارٍ)** :

أَدَّتْ : [আমাকে] পৌছে দিল।

আদায় করা, পৌছানো। **أَدَّى (ض)** :

প্রাপ্য আদায় করা। : **كَهَ حَقَّ** :

- إِلَيْهِ : পৌছা।

مَادَهُ : (أ. د. ي.) : **يَجْسُ** : **تَأَقَّصَ بَيْنَ**

مُرَادُفٌ : **أَوْصَلَكَ**

خَاتِمَةٌ : (ج) **خَوَاتِمٌ** : **خَاتِمَاتٌ** :

فِي الْقُرْآنِ : **وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ** .

مَادَهُ : (خ-ت-م.) : **يَجْسُ** : **صَحِيحٌ**

مُرَادُفٌ : **مُتَعَدِّ** : **يُضَدُّ** : **خَاتِمَةٌ**

الْمَطَانُ : (ن) **مَدَّ** : **مَدَّ** :

مَطَانٌ : **مَطَانٌ** : **مَطَانٌ** :

فِي الْقُرْآنِ : **مَطَانٌ عَلَيْهِمْ طَائِفٌ** .

مَادَهُ : (ط-و-ف.) : **يَجْسُ** : **أَجَوَّ وَآوَى**

مُرَادُفٌ : **الدَّوْرَانُ** : **يُضَدُّ** : **السَّكُونُ**

هَدَّتْ : [আমার] পথ নির্দেশনা করল।

দিকনির্দেশনা দেওয়া, পথ প্রদর্শন করা। : **إِلَى** : আরো তাহকীক পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

فِي الْقُرْآنِ : **إِعْدِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** .

مُرَادُفٌ : **أَرَشَدْتُ / وَدَّعْتُ** : **يُضَدُّ** : **أَضَلْتُ**

فَاتِحَةٌ : (ج) **فَوَاتِحٌ** : **إِلَى** :

فَاتِحَةٌ : **فَاتِحَةٌ** : **فَاتِحَةٌ** :

سَاهَا : **سَاهَا** : **سَاهَا** :

فِي الْقُرْآنِ : **إِنَّا فَتَقْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا** .

مُرَادُفٌ : **مُتَعَدِّ** : **يُضَدُّ** : **خَاتِمَةٌ**

الْمَطَانُ : (و) **لَفْظٌ** :

سَمَّاهُ : **لَفْظًا** : **لَفْظًا** :

سَمَّاهُ : **لَفْظًا** : **لَفْظًا** :

فِي الْقُرْآنِ : لَا أَرَى مِنْكَ الطُّفَّ الَّذِي كُنْتَ أَغْرِفُهُ .

মাদে : (ল. প. ফ), جنس : صحيح

مُرَادُ : الْغَطَاءُ / الرُّفْقُ / الْجَوْرُ

নাদ : (জ) أَنْدِيَّةٌ , تَوَادٍ , (জ) أَنْدِيَّةٌ : সভা, মজলিস।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَقَاتُونَ فِي نَادِيكُمْ السُّكْرَ .

মাদে : (ন. দ. ও), جنس : نَاقِصٌ

مُرَادُ : مُبْجِلٌ / مَجْتَمَعٌ

রজিব : (জ) رَحَبٌ : প্রশস্ত, বিশাল, বিশালায়তন।

تَفْعِيلٌ تَرْجِيئًا : অভ্যর্থনা জানানো।

(স) رَحَبًا (ক) رَحَابَةً : প্রশস্ত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ .

মাদে : (র. চ. ব), جنس : صحيح

مُرَادُ : وَاسِعٌ , ضِدُّ : ضَيِّقٌ

مَحْتَوٍ (ফা. মড) : شاملকারী, অন্তর্ভুক্তকারী।

(اِفْتِعَالٌ) اِحْتِيََاءٌ , (ض) حَوَايَةً - السَّنْ أَوْ عَلَى السَّنْ :

অন্তর্ভুক্ত করা, شامل করা, ধারণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظَمٍ .

মাদে : (চ. ও. য), جنس : لَيْفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادُ : مُتَمَثِّلٌ

زَحَامٌ : লোকের ভিড়।

زَحَامٌ (ফ, مَتَاعِلَةٌ) مَصْد : ভিড়াভিড় করা।

(تَفَاعُلٌ) تَزَاهَاً , (اِفْتِعَالٌ) اِزْدَحَامًا : ঠেলাঠেলি করা।

مُرَادُ : حَقْدٌ / زَحْمَةٌ .

تَحْيِيْبٌ : ক্রন্দনরোল।

تَحْيِيْبٌ (ফ, ض) مَصْد : চিৎকার করে ক্রন্দন করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَسَمْتُ لَهُمْ مِّنْ قَطْئِ تَعْبَةٍ .

মাদে : (ন. চ. ব), جنس : صحيح

مُرَادُ : بَكَاءٌ , ضِدُّ : ضَحْكٌ

ولجبت : আমি প্রবেশ করলাম।

(ض) وَلَوْحًا : প্রবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِ الْغِيَابِ .

মাদে : (ও. ল. জ), جنس : وَمَقَالٌ يَائِي

مُرَادُ : دَخَلَ , ضِدُّ : خَرَجَتْ

غَايَةً (জ) غَايَاتٌ , غَاب : বাশের ঝাড়, নিহুতুমি, জনতার সমাবেশ।

مَادَةٌ : (غ. য. ব), جنس : أَجَوْتُ

مُرَادُ : وَسَطٌ / دَاخِلٌ , ضِدُّ : خَارِجٌ

الْجَمْعُ : (ج) جَمْعٌ : লোকের সমাবেশ, জমায়েত।

(ن) جَمْعًا : একত্র করা।

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ الْأَوَّلِينَ .

মাদে : (এ. ম. ও), جنس : صحيح

مُرَادُ : التَّجْلِيْسُ / التَّأْدِي

استمر : আমি যাচাই করি।

(ن. ض) سَمَرًا : যাচাই করা।

فِي الْحَدِيثِ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى أَسِيرَهُ .

মুরাদ : أَخْتَمِرُ

مَجْلِيَّةٌ : কোনো কিছু হাসিল করার উপায়, কারণ।

(ن) جَلَبًا : টেনে আনা।

فِي الْحَدِيثِ : لَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ

مُرَادُ : سَبَبٌ

أَلْذَمُّ : (ج) دَمَرٌ , أَدَمَعٌ : অশ্রু, চোখের পানি।

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম, দেখতে পেলাম।

(ن) رَأَى , رُؤْيَةً : দেখা।

بُهْرَةً (ج) بَهْرٌ : মধ্যস্থল, মাঝখান।

(اِفْعَالٌ) اِبْهَرَارًا : মধ্যরাত হওয়া, মধ্যাহ্ন হওয়া।

(ن) بَهْرًا - هُ : বিজয়ী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى أَبْهَارَ اللَّيْلِ .

মুরাদ : وَسَطٌ / غَابَةٌ

أَلْخَلَقَةُ : (ج) خَلَقٌ , خَلَقَاتٌ : বৃন্ত, সভা, মজলিস।

فِي الْحَدِيثِ : تَهَيَّ عَنِ الْخَلْقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ .

মাদে : (চ. ল. ও), جنس : صحيح

مُرَادُ : الْجَمْعُ / التَّأْدِي / التَّجْلِيْسُ

شَخْصٌ : (ج) أَشْخَصٌ , أَشْخَاصٌ , شُخُوصٌ :

দূর থেকে পরিদৃষ্ট মানুষ বা অন্য কিছু দের দেহাবয়ব, ব্যক্তি।

فِي الْحَدِيثِ : لَا شَخْصَ أَغْيَرَ مِنَ الْوُ .

মাদে : (শ. খ. ব), جنس : صحيح

مُرَادُ : نَفْسٌ

شَخْتٌ , (ض. মড) : (ج) شَخَاتٌ : শীর্ণকায়, শীর্ণগঠন বিশিষ্ট।

(ك) شَخُونَةٌ : শীর্ণ দেহের অধিকারী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : إِنْ لَأَرَاكَ شَخِيلاً شَخِيئًا .

মাদে : (শ. খ. ব), جنس : صحيح

مُرَادُ : شَخِيئٌ , ضِدُّ : سَمِيئٌ

أَلْخَلَقَةُ : (ج) خَلَقٌ : প্রকৃতি, গঠন।

(ن) خَلَقًا : সৃষ্টি করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَبَارَكَ الَّذِي أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ .

মাদে : (শ. খ. ব), جنس : صحيح

وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ أَخْلَاطُ الزَّمْرِ، إِحَاطَةُ الْهَالَةِ
بِالْقَمَرِ، وَالْأَكْسَامِ بِالشَّمْرِ، قَدَلْتُ الْيَبِ
لِاتِّسَابِ مِنْ قَوَائِدِهِ، وَالْتَقِطُ بَعْضَ قَوَائِدِهِ،
قَسَمْتُ يَقُولُ جِبْنَ خَبٍ فِي مَجَالِهِ،
وَهَدَرْتُ شَقَاشِقُ ارْتِجَالِهِ : أَيُّهَا السَّادِرُ فِي
غُلُوَانِهِ، السَّادِلُ ثَوْبٌ خِلَافِهِ، الْجَمَاعُ فِي
جَهَالَتِهِ، الْجَانِحُ إِلَى خُرْعِيَلَتِهِ!

অনুবাদ : আর আলোকবৃত্ত কর্তৃক চন্দ্রকে এবং খোসা কর্তৃক ফলকে আবৃত করার মতো বিভিন্ন শ্রেণির লোকজন তাকে বেটন করে রেখেছে। অতঃপর তাঁর কিছু কল্যাণকর কথা আহরণ করার জন্য এবং তাঁর কিছু অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করার জন্য আমি তাঁর প্রতি ধীরে ধীরে এতলাম। এরপর যখন তিনি তাঁর ময়দানে দ্রুত চললেন এবং তাঁর অনর্গল কথনের ফেনা ধ্বনি তুলল তখন আমি তাকে বলতে শুনলাম : হে বাড়াবাড়িতে উদ্ভ্রান্ত! অথবা সীমা লঙ্ঘনে নিভীক!, অহংকারের বস্ত্র পরিহিত, বিভ্রান্তিতে লাগামহীন! [এবং] অসার কথা ও কাজে ধাবিত ব্যক্তি!

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ أَخْلَاطُ الزَّمْرِ বিভিন্ন শ্রেণির লোকজন আহৃত করার মতো إِحَاطَةُ الْهَالَةِ আলোকবৃত্ত কর্তৃক الْقَمَرِ চন্দ্রকে এবং খোসা بِالشَّمْرِ ফলকে قَدَلْتُ الْيَبِ অতঃপর আমি ধীরে ধীরে এতলাম। তাঁর প্রতি لِاتِّسَابِ আহরণ করার জন্য مِنْ قَوَائِدِهِ তার কিছু কল্যাণকর কথা وَالْتَقِطُ এবং সংগ্রহ করার জন্য بَعْضَ قَوَائِدِهِ কিছু ফলাফল তখন আমি শুনলাম يَقُولُ তাকে বলতে جِبْنَ যখন خَبٍ তিনি দ্রুত চললেন وَهَدَرْتُ শ্রবণে শ্রবণে ارْتِجَالِهِ ফেনা ধ্বনি তুলল তার অনর্গল কথন أَيُّهَا السَّادِرُ فِي غُلُوَانِهِ হে উদ্ভ্রান্ত! বাড়াবাড়িতে السَّادِلُ পরিহিত ثَوْبٌ বস্ত্র خِلَافِهِ আপন অহংকার الْجَمَاعُ লাগামহীন فِي جَهَالَتِهِ আপন বিভ্রান্তিতে الْجَانِحُ ধাবিত ব্যক্তি خُرْعِيَلَتِهِ নিজের অসার কথা ও কাজে।

শব্দ বিশ্লেষণ

বেটন করে রেখেছে। : (قَدْ) أَحَاطَتْ :

(إِئْتَالَ) إِحَاطَةٌ - بِالشَّمْرِ : ঘিরে নেওয়া, বেটন করা। :

(ن) حَوَظًا - حِطَّةً، جَبَاطَةً : সংরক্ষণ করা, তত্ত্বাবধান করা। :

বেটন করা। : بِه :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَحَاطَتْ بِهِمْ خَطِيئَتُهُمْ :

سَادَةٌ : (ج. و. ط.) ، جِنْس : অজুত

مُرَادٌ : طَوَقْتُ

(ج) أَخْلَاطُ، (و) خَلَطَ : বিভিন্ন রকমের/ শ্রেণির,

নানান প্রকারের।

(ض) خَلَطَ (تَغَيَّلَ) تَغْلِيظًا - الشَّرُّ بِالشَّرِّ :

মিশ্রিত করা, মিলানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخَلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضٍ :

سَادَةٌ : (ج. و. ط.) ، جِنْس : অজুত

مُرَادٌ : أَصْنَافُ أَنْوَاعٍ

(ج) زَمَرٌ، (و) زَمَرَةٌ : দল, শ্রেণি, সজ্জা

الْهَالَةِ : (ج) هَالَاتٌ : চন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ আলোকবৃত্ত।

الْقَمَرُ : (ج) أَقْمَارٌ : চন্দ্র, চাঁদ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا الشَّمْسُ يَبْقَى لَهَا أَنْ تَذُرِكَ الْقَمَرُ :

سَادَةٌ : (ث. م. و. ر.) ، جِنْس : সচিব

مُرَادٌ : الْهَالَةُ :

(ج) أَكْسَامٌ، كَيْسَمٌ، أَكْمَةٌ، أَكْسِيمٌ، (و) كَمٌّ : মুকুল বা

ফলের উপরস্থ খোসা।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْتَقَلَّ ذَاتُ الْأَكْسَامِ :

سَادَةٌ : (ث. م. و. ر.) ، جِنْس : মস্কাফ

مُرَادٌ : غِلَاطَةُ التَّوَدُّ وَغِلَاطَةُ الْقُلُوبِ

الشَّمْرِ : (ج) شِمَارٌ، شَمْرٌ، أَشْمَارٌ : ফল।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّوْا مِنْ شَرِّهِ إِذَا أَتَمَّرَ :

سَادَةٌ : (ث. م. و. ر.) ، جِنْس : সচিব

مُرَادٌ : نَاصِيحَةٌ

كَلَّفْتُ : আমি ধীরে ধীরে চললাম।

(ض) دَلَمَّا دَلَوْنَا : পায়ে শিকল পরিহিত ব্যক্তির নাম ধীরে ধীরে চলা।

অগ্রসর হওয়া : أَلْحَيْشُ

চলা, নিকটবর্তী হওয়া : أَلَيْهِ تَذَلُّوا - أَلَيْهِ

মাদে : (দ. ল. ফ), جنس : صَحِيح

মরাদু : إِنْقَرَضَتْ/إِنْقَرَضَتْ, جُنْد : بَعْدَتْ

তার কিছু কল্যাণকর কথা আহরণ করার জন্য : لَأَقْتَنِسَ مِنْ قَوَائِدِهِ

আমি আহরণ করি/করছি/করব : أَقْتَنَسَ

জ্ঞান আহরণ করা : (إِنْتَعَالَ) إِنْتَبَاسًا, (ض) قَبَسًا - أَلْعَلُّم :

فِي الْقُرْآن : أَنْظَرُونَا تَقْنِيسًا مِنْ تَوَرُّكُم

মাদে : (ক. ব. স), جنس : صَحِيح

মরাদু : أَكْتَسَبَ/أَخَذَ

কল্যাণকর বিষয়/ কথা : (و) قَائِدًا : (ج) قَوَائِدُ

মাদে : (ফ. য. দ), جنس : أَجُوف

মরাদু : التَّائِبَاتُ, جُنْد : الْمَوَاصِرَاتُ

আমি সংগ্রহ করি/করছি/করব : أَلْتَقَطُ

কুড়ানো, সংগ্রহ করা : (ن) لَقَطًا : (إِنْتَعَالَ) إِنْتِقَاطًا

فِي الْقُرْآن : يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّابِرَةِ

মাদে : (ল. ক. ট), جنس : صَحِيح

মরাদু : أَجْتَنَسَ

অংশ, কিছু, অনেকের মধ্যে অন্যতম : (ج) أَبْعَاضُ

فِي الْقُرْآن : وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي بَعْدَكُمْ

মাদে : (ফ. র. দ), جنس : صَحِيح

মরাদু : قَسَى

এক, একক মুক্তা, অনুপম : (و) قَرِيدًا, قَرِيدَةً : (ج) قَرَائِدُ

রত্ন, অমূল্যরত্ন :

فِي الْقُرْآن : لَقَدْ جُتِّمَمْنَا فَرَادَى

মাদে : (ফ. র. দ), جنس : صَحِيح

মরাদু : جَوَاهِرُ

সম্প্রতি : سَمِعْتُ

শোনা, শ্রবণ করা : (س) سَمِعًا, سَمَاعًا : يَقُولُ : (أ) شَوَانَا

ক্রমত চললেন : كَبَّ

(ن) كَبَّ : كَبَّ

(س) كَبَّ : كَبَّ

বঞ্চিত করা, ধোকা দেওয়া : (تَفَعُّل) تَحْبِيبًا : (أ) -

فِي الْحَدِيثِ : سَلَّ عَنِ السَّيْرِ بِالْحِزَانَةِ فَقَالَ مَا دُونَ الْخَبَرِ

মাদে : (খ. ব. ব), جنس : مَضَاعَفٌ مُكَلَّبِي

মরাদু : أَسْرَعُ, جُنْد : دَلَفُ

মজাল : (ج) مَجَالَتٌ : (ج) مَجَالَتٌ : (ج) مَجَالَتٌ

মাদে : (জ. ও. ল), جنس : أَجُوفٌ وَأَوَى

মরাদু : مَبْدَأٌ, جُنْد : دَارٌ

শব্দ করল, ধনি তুলল : هَدَرْتُ

(ض) هَدَرًا - هَدِيرًا (تَفَعُّل) تَهْدِيرًا - الْبَيْعِيرُ :

বিড়বিড় করা, ধনি তোলা, শব্দ করা :

খুনের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত : أَمَدَر (إِنْعَالَ) إِعْدَارًا - أَلَدَم :

করে দেওয়া :

قَالَ الشَّاعِرُ الْأَخْطَلُ : ذَا هَدَرْتُ شَقَائِفَهُ وَتَشَيْتُ * لَهُ الْأَطْفَارُ تَرَكَ لَهُ الْهَدَاءُ

মাদে : (হ. দ. র), جنس : صَحِيح

মরাদু : صَوْنٌ, جُنْد : صَنَعَتْ/سَكَنْتُ

(ج) شَقَائِيقُ, (و) شَنْفَقَةٌ : (و) شَنْفَقَةٌ

থেকে নির্গত ফেনা :

মাদে : (শ. ক. শ. ক), جنس : مَضَاعَفٌ رُبَاعِي

মরাদু : أَلْهَدِيرُ

إِرْتِجَالٌ (إِنْتَعَالَ) إِرْتِجَالًا :

উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলা, অনর্থক কথন, তাৎক্ষণিক বলা :

(تَفَعُّل) تَرْجِيلًا : (أ) تَرْجِيلًا

পায়ে হাটা : (أ) تَرْجِيلًا

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَحِبُّ التَّيَاسُنَ فِي كَهْمِهِ وَتَرْجِيلِهِ

মাদে : (ও. জ. ল), جنس : صَحِيح

মরাদু : بَدَاخَةٌ

السَّادُ (ف), (ن) سَادًا

হতবুদ্ধি হওয়া, উদ্ভ্রান্ত হওয়া, বেপরোয়া হওয়া : (س) سَدْرًا, سَدْرَةً

চল স্থলিয়ে দেওয়া : (ص) سَدْرًا, سُدْرًا - أَلْتَعَر :

দেহান্তরে গমন করে ফিরে না আসা : أَلْجَلَ فِي الْيَلَدِ :

(إِنْتَعَالَ) إِنْتِدَارًا - الْكَعْمُ :

চল স্থলে পড়া : (أ) الْكَعْمُ

নিচে নামা : الْكَعْمُ :

فِي الْحَدِيثِ : الَّذِي يَسْدُرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمَتَحَبِّطِ فِي دَمِهِ

মাদে : (স. দ. র), جنس : صَحِيح

মরাদু : أَلْهَائِمُ, جُنْد : أَلْمَطِينُ

বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন, যৌবনের শুরু, নবযৌবন : غَلَوًا :

(ن) غَلَوًا : (ن) غَلَوًا : (ن) غَلَوًا

মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া : - غَلَا :

إِلَامَ تَسْتَمِرُّ عَلَىٰ غَيْبِكَ، وَتَسْتَمِرُّ مَرْغَىٰ
بَغْيِكَ، وَحَتَّامَ تَتَنَاهَىٰ فِي زَهْوِكَ، وَلَا
تَنْتَهَىٰ عَنِ لَهْوِكَ، تُبَارِزُ بِمَغْصَبَتِكَ،
مَالِكَ نَاصِبَتِكَ، وَتَجْتَرِي بِقُبْحِ سَيْرَتِكَ،
عَلَىٰ عَالَمِ سَيْرَتِكَ، وَتَتَوَارَىٰ عَنِ قَرِينِكَ،
وَأَنْتَ بِمَرَأَىٰ رَقِيبِكَ، وَتَسْتَخْفِي مِنْ
مَمْلُوكِكَ، وَمَا تَخْفَىٰ خَافِيَةً عَلَىٰ مَلِيكَكَ .

অনুবাদ : কতকাল তুমি তোমার বিভ্রান্তিতে অবিচল থাকবে এবং তোমার বিরুদ্ধাচরণের চারণভূমিকে উপভোগ্য মনে করবে [অথবা তোমার বিরুদ্ধাচরণের তৃণরাজিকে সুস্বাদু মনে করবে?] কখন তুমি তোমার দম্বের প্রান্তসীমায় পৌছবে এবং তোমার খেলাধুলা থেকে বিরত হবে না? তুমি তোমার অপরাধ দ্বারা তোমার ভাগ্যনিয়ন্ত্রার বিরুদ্ধে লড়াই করছ এবং তোমার মন্দ চরিত্র দ্বারা তোমার অন্তর্যামীর বিরুদ্ধে দুঃসাহস প্রদর্শন করছ। তুমি তোমার নিকটবর্তী লোক থেকে লুকাচ্ছ, অথচ তুমি তোমার পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির সীমার মধ্যে রয়েছ। তুমি তোমার ভৃত্য থেকে আত্মগোপন করছ, অথচ তোমার প্রভুর কাছে কোনো গোপন বিষয় গোপন নেই।

শাস্তিক অনুবাদ : إِلَامَ تَسْتَمِرُّ তুমি অবিচল থাকবে عَلَىٰ غَيْبِكَ তোমার বিভ্রান্তিতে وَتَسْتَمِرُّ এবং উপভোগ্য মনে করবে مَرْغَىٰ চারণভূমিকে بِغْيِكَ তোমার বিরুদ্ধাচরণের وَحَتَّامَ কখন তুমি تَتَنَاهَىٰ প্রান্তসীমায় পৌছবে وَلَا تَنْتَهَىٰ তোমার দম্বের এবং তুমি বিরত হবে না عَنْ থেকে لَهْوِكَ তোমার খেলাধুলা তুমি লড়াই করছ تُبَارِزُ তোমার অপরাধ দ্বারা مَالِكَ নাসিবতের বিরুদ্ধে وَتَجْتَرِي এবং তুমি দুঃসাহস প্রদর্শন করছ তোমার অন্তর্যামীর وَتَتَوَارَىٰ তুমি লুকাচ্ছ عَنْ থেকে قَرِينِكَ তোমার নিকটবর্তী লোক وَأَنْتَ অথচ তুমি রয়েছ بِمَرَأَىٰ দৃষ্টির সীমার মধ্যে رَقِيبِكَ তোমার পর্যবেক্ষকের وَتَسْتَخْفِي তুমি আত্মগোপন করছ مِنْ مَمْلُوكِكَ তোমার ভৃত্য থেকে وَمَا تَخْفَىٰ অথচ গোপন নেই خَافِيَةً কোনো গোপন বিষয় গোপন তোমার প্রভুর কাছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

الَامَ : (إِلَى حَرْفِ جَزَاءٍ بَدَلًا مَا إِسْتَفْهَامِيَّةً) কতকাল।
تَسْتَمِرُّ : তুমি অবিচল থাকবে।
(اِسْتَفْعَال) : اِسْتَمَرَّ : অটল থাকা, অবিচল থাকা।
(ن) : مَرُورًا : অতিক্রম করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّفُوهُمَا وَيَقُولُوا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
مَاذِهِ : (م-ر-ر) : جِنْس : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِينَ
مُرَادُف : تَدَوُّمٌ : جِنْد : تَعَدُّتْ
عَنِّي : বিভ্রান্তি।
عَنِّي (ض) : مَصَد : বিভ্রান্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : قَدَرَتَيْنِ الرَّشْدُ مِنَ النَّفْيِ .
مَاذِهِ : (ع-و-ي) : جِنْس : لَفِيفٌ مَقْرُون
مُرَادُف : اَلْقَلَاةُ : جِنْد : اَلْهَيْبَةُ
تَسْتَمِرُّ : তুমি উপভোগ্য মনে করবে, সুস্বাদু মনে করবে।
(اِسْتَفْعَال) : اِسْتَمَرَّ : সুস্বাদু মনে করা, উপভোগ্য মনে করা।

(س-ك) : مَرَاةً - الطَّعَامُ : খাবার সুস্বাদু হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَكَلَّوْهُ مَيْتَانِ مَرْتَبًا .
مَاذِهِ : (م-ر-ر) : جِنْس : مَهْمُوزٌ لَمْ
مُرَادُف : تَسْتَطِيعُ : جِنْد : تَسْتَمِرُّ [ভিক্ত মনে করা]
مَرْغَىٰ (ج) : مَرَاةً : চারণভূমি, তৃণ-লতা, ঘাস।
(ف) : رَغَبًا - اَلنَّاسِيَةِ : চরানো।
- اَلْأَمِيرَ رَغَبَتَهُ رَغَاةً : শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْغَىٰ .
مَاذِهِ : (ر-ع-ي) : جِنْس : تَاقِصٌ يَائِي
مُرَادُف : مَرَّحٌ
بَغْيٍ (ض) : مَصَد : বিরুদ্ধাচরণ করা।
بَغْيٍ : বিরুদ্ধাচরণ।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ .
مَاذِهِ : (ب-غ-ي) : جِنْس : تَاقِصٌ يَائِي
مُرَادُف : اَلطُّغْيَانُ : جِنْد : اَلْعَدَاةُ

حَتَّامَ (حَتَّى حَرْفَ جَارٍ، بَعْدَهَا مَا لَا يَنْفُخُهَا مَبْنِيَّةٌ) :

কখন, কখন পর্যন্ত, কবে নাগাদ।

تَتَنَاهَى : তুমি প্রাণসীমায় পৌছবে, শেষমাত্রায় পৌছবে।

(تَفَاعَلَ) تَنَاهَى : প্রাণসীমায় পৌছা, শেষ সীমায় উপনীত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .

مَادَّةُ : (ন. ১০. ৫) , جِنْسُ : تَاقِصُ يَاقِصُ
مَرَادُفُ : تَبْلُغُ (الْيَهَائَةِ) , جِنْدُ : تَنْتَهَى (عَنِ)

زَهَوٌ (ن) مَصْدُ : অহঙ্কার করা, দম্ব করা।

زَهَوٌ : দম্ব, অহঙ্কার।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى الْعَامِلِ الْمُزْهِرِ .

مَادَّةُ : (জ. ১০. ৫) , جِنْسُ : تَاقِصُ وَاقِصُ

مَرَادُفُ : حَبَلَاءُ , جِنْدُ : تَرَوَّضُ

(لَا) تَنْتَهَى : তুমি বিরত হবে না।

(اتَّعَمَلَ) انْتَهَى - عَنِ الشَّيْءِ : বিরত থাকা, নিবৃত্ত হওয়া।

- إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا : পৌছা।

فِي الْقُرْآنِ : فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهَوُونَ .

مَادَّةُ : (ন. ১০. ৫) , جِنْسُ : تَاقِصُ يَاقِصُ

مَرَادُفُ : تَتَعَبَّ , جِنْدُ : تَتَفَتَّلُ

لَهُو (ن) مَصْدُ : খেলা করা।

لَهُو : খেলাধুলা।

(تَفَعَّلَ) تَلَهَّبَ - بِكَذَا : কোনো কিছুর প্রতি অনুরাগ বা

বিরাগের মাধ্যমে মনকে সান্ধনা দেওয়া, ব্যাপ্ত হওয়া।

(اِنْعَمَلَ) اِنْهَى : উদাসীন করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَعْلَمُوا أَنَّ الْعَبْرَةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ
وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ .

مَادَّةُ : (ল. ১০. ৫) , جِنْسُ : تَاقِصُ وَاقِصُ

مَرَادُفُ : لَعَبٌ , جِنْدُ : عَمَلٌ

لَبَّازٌ : লড়াই করছ, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছ।

(مُتَعَامَلَةٌ) مُبَارَزَةٌ : লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া।

(ن) بَرَزَ بَرَزًا : বের হওয়া।

(اِنْعَمَلَ) اِبْرَأَ : বেরা করা, প্রকাশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنَّ بَرَزُوا لِيَمْلَكُنَّ .

مَادَّةُ : (ব. ১০. ৫) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مَرَادُفُ : تَحَارَبَ

نَمَسَ (ج) مَعَاصٍ (مَعَاصٍ) : অপরাধ, পাপ, গুনাহ।

نَمَسَ : নাফরমানি করা, বিরুদ্ধাচরণ করা।

الْقُرْآنِ : تَمَسُّ أَدَمَ رَبَّهُ قَفْوَى .

(ع. ১০. ৫) , جِنْسُ : تَاقِصُ يَاقِصُ

نَمَسَ : حَبِطَتْ , جِنْدُ : طَاعَةٌ

مَالِك (ن) مَلِك (ج) مَلَاةٌ , مَلِكٌ : মালিক, স্বত্বাধিকারী।

مَالِك (ن) مَلِك (ج) : মালিক হওয়া।

مَالِك (ن) مَلِك (ج) : মালিক বানানো।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا .

نَمَسَ : صَاحِبٌ , جِنْدُ : عَبْدٌ , مَمْلُوكٌ

نَاصِيَةٌ (ج) نَوَاصٍ (نَوَاصِيٍّ) , نَاصِيَاتُ :

মাথার অগ্রভাগ, মাথার অগ্রভাগের চুল। রূপক অর্থে ভাষা।

فِي الْقُرْآنِ : بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَذَابَةٍ .

مَادَّةُ : (ন. ১০. ৫) , جِنْسُ : تَاقِصُ

نَمَسَ : مَقْدَمُ الرَّأْسِ .

نَجَّهْتُ : তুমি দুঃসাহস প্রদর্শন করছ।

(اِنْتَمَلَ) اِنْتَهَى (ك) جَرَأَ - عَلَى كَذَا : দুঃসাহসী হওয়া,

দুঃসাহস প্রদর্শন করা।

فِي الْحَدِيثِ : لَكِنَّهُ اِجْتَرَأَ وَجَعًا

مَادَّةُ : (জ. ১০. ৫) , جِنْسُ : مَهْمُوزٌ

نَمَسَ : تَتَجَبَّعٌ , جِنْدُ : تَجَبُّعٌ

نَمَسَ : كَثَا , كَاجٌ وَ آكَافُتِ الْمَشْهُدُ :

নম হওয়া, বিশ্রী হওয়া।

اِنْتَمَلَ (ن) تَمَسَّ : বিশ্রী করা।

فِي الْحَدِيثِ : فَيَنْتَهَى أَقُولُ وَلَا أَقْبَحُ .

مَادَّةُ : (ق. ১০. ৫) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

نَمَسَ : سَمَى , جِنْدُ : حَسَنٌ

سَمَى (ج) سَمَى : অভ্যাস, গুরুত্ব, জীবন যাপনের ধারা, আকৃতি, চরিত্র।

فِي الْقُرْآنِ : سَتَجِدُنَا فِي سَبِيلِهَا الْآرِلَى .

مَادَّةُ : (স. ১০. ৫) , جِنْسُ : أَجَوَفُ يَاقِصُ

مَرَادُفُ : عَادَةٌ .

عَالِم (ج) عَلَمَاءُ , عَلَمٌ : জ্ঞানী, বিদ্বান, আলিম।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .

مُرَادٌ : عَارِفٌ , ضِدُّ : جَاهِلٌ
 سِرِّيَّةٌ (ج) سَرَائِرُ : ভেদ, রহস্য, মনের গোপন ভাব, মনোভাব।
 فِي الْقُرْآنِ : سِرًّا وَعَلَانِيَةً .
 مَادَّةُ : (স. র. র.) , جِنْسُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ
 مُرَادٌ : جَنِيَّةٌ : ضِدُّ : عَلَانِيَةً
 عَلِيمٌ سِرِّيَّةٌ : অন্তর্ভাসী।
 تَتَوَارَى : তুমি লুকোছ।
 (تَعَاوَل) تَوَارَى : আত্মগোপন করা, লুকিয়ে থাকা।
 (تَغَيَّل) تَوَارَى : লুকানো, গোপন করা।
 مَادَّةُ : (ও. র. য.) , جِنْسُ : لَكَيْفَ مَفْرُوقٌ
 مُرَادٌ : تَسْتَخْفِي , ضِدُّ : تَظْهَرُ
 قَرِيبٌ (صف, مذ) :
 (ج) أَقْرَبُ , قَرَابَى : নিকটবর্তী, আত্মীয়-স্বজন।
 (ك) قَرِيبًا : নিকটবর্তী হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ .
 مَادَّةُ : (অ. র. ব.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : جَارٌ : ضِدُّ : بَعِيدٌ
 هَرَى (ج) مَرَا : দেখার জায়গা, দৃষ্টি-সীমার আওতা, দৃষ্টিসীমা।
 قَالَ الشَّاعِرُ : وَأَنْتَ بِمَرَى مِنْ سَعَادٍ وَمَسْجٍ
 مَادَّةُ : (র.) , جِنْسُ : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ عَيْنٌ وَنَاقِصٌ يَائِزٌ)
 مُرَادٌ : مَنظَرٌ
 رَقِيبٌ (صف, مذ) (ج) رَقِيبًا : পর্যবেক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক, হেয়দা।
 (ن) رَقِيبَةً , رَقَابَةً : অপেক্ষা করা, তত্ত্বাবধান করা।
 فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .
 مَادَّةُ : (অ. র. ব.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : حَارِسٌ : ضِدُّ : غَافِلٌ
 تَسْتَخْفِي : তুমি আত্মগোপন করছ, -করতে চাচ্ছ।
 (اِسْتَعْفَالٌ) اِسْتَخْفَا : আত্মগোপন করা।
 (اِئْتِمَالٌ) اِئْتَمَأ : গোপন করা।
 (س) خَفَا : গোপন থাকা।
 فِي الْقُرْآنِ : يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ .
 مَادَّةُ : (অ. র.) , جِنْسُ : نَاقِصٌ
 مُرَادٌ : تَتَوَارَى , ضِدُّ : تَظْهَرُ/تَهْرُ

مُكَلِّفٌ (صف, مذ) (ج) سَائِلٌ : ভূতা, দাস, ক্রীতদাস।
 (ض) يُكَلِّفُكَ , مُكَلِّفٌ : মালিক হওয়া।
 مُرَادٌ : عَبْدٌ : ضِدُّ : حُرٌّ
 مَا تَخْفِي : গোপন থাকে না, গোপন নেই।
 (س) خَفَا : গোপন থাকা।
 حَافِيَةً (ف, مذ) (ج) عَرَابٌ (خَوَائِي) :
 গোপন বিষয়, গোপন তথ্য।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ .
 مُرَادٌ : سِرٌّ/سِرِّيَّةٌ : ضِدُّ : ظَاهِرَةٌ
 مَلِكٌ (صف, مذ, مصدر) : يَلِكُ (ض) (ج) يَلِكُ , مُلْكٌ : বাদশাহ, সম্রাট, প্রভু।
 فِي الْقُرْآنِ : عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ .
 مُرَادٌ : سُلْطَانٌ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ اِلَامٌ تَسْتَعِيْرُ :

এখানে اِلَامٌ -এর মূল হলো اِلَى হরকে জর এবং
 ইসতেফহামিয়া। এমনিভাবে تَسْتَعِيْرُ -এর মূলও এবং
 এখানে এভাবে লেখার কারণ হলো, যদি
 হরকে জরের সাথে اِسْتِغْفَايَةً যোগ হয়। আর হরকে
 জরের শেষে اِلَى হয় তাহলে উক্ত কে اِلَى আকৃতিতে
 লেখা হয় আর اِلَى কে ফেলে দেওয়া হয়। এ
 বাক্যটির তরকীব হলো اِلَى হরকে জর, আর مَحْرُور
 অতঃপর এবং جَارٌ মিসে تَسْتَعِيْرُ ফেয়েলের সাথে
 مَتَعَلِقٌ আর عَلَى عَيْنِكَ আর تَسْتَعِيْرُ
 এবং فَاعِلٌ তার ফেয়েল তার ফেয়েল নিয়ে
 জুমলায়ে -فِعْلِيَّةٌ -

বালাপাত

قَوْلُهُ : مَرَعَى بِغَيْك :

اِصْفَاءَةٌ -এর- بِغَى টা اِصْفَاتٌ -এর- مَرَعَى
 بِغَيْكَ الْمُنْتَبِهَ بِالْمَرَعَى اَرْثَابُ الْمُنْتَبِهَ بِهِ اِلَى الْمُنْتَبِهَةِ
 আর جَنَاسٌ مَرْدُودٌ -এর- مَرَعَى -এর- بِغَيْكَ

أَتَظُنُّ أَنْ سَتَنْفَعَكَ حَالُكَ، إِذَا أَنْ
إِزِيحَ حَالُكَ، أَوْ يَنْقُذَكَ مَالُكَ، حِينَ
تُؤْيِكَ أَعْمَالُكَ، أَوْ يُغْنِي عَنْكَ نَدْمُكَ،
إِذَا زَلَّتْ قَدَمُكَ، أَوْ يَغْطِفُ عَلَيْكَ
مَعْشَرُكَ، يَوْمَ يَضُكُّ مَحْشَرُكَ، هَلَّا
انْتَهَجْتَ مَحَجَّةَ اهْتِدَانِكَ، وَعَجَلْتَ
مُعَالَجَةَ دَائِكَ، وَفَلَلْتَ شِبَابَ اعْتِدَانِكَ،
وَقَدَعْتَ نَفْسَكَ فِيهِ أَكْبَرَ أَعْدَانِكَ .

অনুবাদ : তুমি কি ধারণা করছ যে, যখন তোমার বিদায়ের
সময় ঘনিয়ে আসবে তখন তোমার [স্বাচ্ছন্দ্যময়] অবস্থা তোমার
উপকারে আসবে? অথবা যখন তোমার আমল তোমাকে ধ্বংস
করবে তখন তোমার দন-সম্পদ তোমাকে রক্ষা করবে? কিংবা
যখন তোমার চরণ স্থলিত হবে তখন তোমার অনুতাপ তোমার
উপকার করবে? অথবা যেদিন তোমার পুনরুত্থান তোমাকে
[অন্যদের সাথে] মিলিত করবে সেদিন তোমার দলবল তোমার
প্রতি অনুগ্রহ করবে? তুমি কেন তোমার হেদায়েতের পথে
চলছ না এবং তোমার ব্যাধির চিকিৎসার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করছ
না? তুমি তোমার সীমালঙ্ঘনের ধার ভেঙ্গে দিচ্ছ না [অর্থাৎ
তুমি তোমার সীমালঙ্ঘনের তীব্রতাকে স্তিমিত করছ না] এবং
তুমি তোমার রিপুকে বারণ করছ না [অর্থাৎ দমন করছ না],
অথচ সে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু?

শাব্দিক অনুবাদ : أَتَظُنُّ তুমি কি ধারণা করছ أَنْ যে سَتَنْفَعُكَ তোমার উপকারে আসবে حَالُكَ তোমার [স্বাচ্ছন্দ্যময়]
অবস্থা إِذَا যখন ঘনিয়ে আসবে إِزِيحَ حَالُكَ তোমার বিদায়ের أَوْ অথবা يَنْقُذُكَ তোমাকে রক্ষা করবে مَالُكَ তোমার সম্পদ
نَدْمُكَ যখন তোমাকে ধ্বংস করবে أَعْمَالُكَ তোমার আমল عَنْكَ তোমার উপকার করবে يُغْنِي তোমার অনুতাপ
তুমি কেন তোমার চরণ স্থলিত হবে قَدَمُكَ তোমার চরণ يَغْطِفُ عَلَيْكَ অথবা অনুগ্রহ করবে তোমার প্রতি
মোক্ষ তোমার দলবল مَعْشَرُكَ যেদিন তোমাকে মিলিত করবে يَضُكُّ তোমার পুনরুত্থান مَحْشَرُكَ তোমার দলবল
চলছ না এবং দ্রুত করছ না مُعَالَجَةَ চিকিৎসার ব্যবস্থা دَائِكَ তোমার ব্যাধি
তোমার সীমালঙ্ঘনের ধার ভেঙ্গে দিচ্ছ না شِبَابَ তোমার সীমালঙ্ঘনের তীব্রতাকে স্তিমিত করছ না
তোমার রিপুকে বারণ করছ না أَكْبَرَ অথচ সে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু .

শব্দ বিশ্লেষণ

(أ) تَظُنُّ : তুমি [কি] ধারণা করছ?

(ن) ظَنًّا : মনে করা, ধারণা করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مَلَأْتُ حِسَابِيهِ
مَادَّةُ : (ط - ن - ن) , جِنْس : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : تَخَسُّبٌ , جِنْد : تَعْلُمُ

سَتَنْفَعُكَ : তোমার উপকারে আসবে, উপকার করবে।

نَفْعٌ (ف) نَفْعًا : উপকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَضَرًا .

مَادَّةُ : (ن - ف - ع) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادُف : يُفِيدُ , جِنْد : تَضَرُّ

حَالٌ (ح) أَحْوَالٌ , أَحْوَالٌ : অবস্থা, আকৃতি, প্রকৃতি।

(ن) حَوْلًا : পরিবর্তিত হওয়া। বছর অতিক্রম করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا .

مَادَّةُ : (ح - ر - ل) , جِنْس : أَجْوَفٌ وَأَوَى , مُرَادُف : كَانَ

أَنْ : সময় হলো, [-হবে], ঘনিয়ে আসল [-আসবে]।

(اض) آتِيًا : সময় আসা, সময় হওয়া।

أَنْ يَحِثُّ : تَقْلُوبٌ مِنْ "أَنْتِي يَأْنِي أَنْتِي"

فِي الْقُرْآنِ : أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ .

مَادَّةُ : (ا - ي - ن) , جِنْس : أَجْوَفٌ يَأْنِي

مُرَادُف : حَانَ , جِنْد : قَرِيبٌ

إِزِيحَ حَالُكَ : বিদায়।

إِزِيحَ حَالُكَ (الْفِعَال) مَصْرُ : বিদায় হওয়া, রওয়ানা হওয়া।

عَنِ السَّكَّانِ : স্থানান্তরিত হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : فَمَنْ تَجَاوَزَ وَلَا رَحْلَةً .

مَادَّةُ : (ر - ح - ل) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادُف : مُعَادَرَةٌ , جِنْد : إِقَامَةٌ .

يَنْقُذُكَ : রক্ষা করবে।

(الْعَمَل) إِنْقَادًا , (ن) نَفْعًا : মুক্তি দেওয়া, রক্ষা করা।

(هَلَا) اِنْهَجَتْ : তুমি [কেন] পথে চলছ [না]।

(اِنْهَجَال) : পথচলা, পথ সন্ধান করা।

(ن) هَجَا : পথ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لِكُلِّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .

মাদে : (ন-১০-১) : ج : جنس : صَبِيح , مُرَاف : سَلَكَتْ

مَحَجَّة (ج) مَحَاج : পথ, রাস্তার মাঝ।

মাদে : (হ-১-১) : ج : جنس : مُصَاعَف ثَلَاثِي

مُرَاف : مِنْهَاج : طَرِيق

اِهْتَدَاء : (حَاصِل مَصْدَر) : হেদায়েত।

اِهْتَدَا : (اِتِّحَال) : হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া।

مُرَاف : رُفِدَ : ضَلَّ

(هَلَا) عَجَلَتْ : দ্রুত ব্যবস্থা করেছ [করছ না]।

(تَفْعِيل) تَفْعِيلًا (ي) عَجَلًا : তাড়াহুড়া করা, দ্রুত ব্যবস্থা করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَعَجَلْتُمْ اَمْرَكُمْ .

মাদে : (এ-১-১) : ج : جنس : صَبِيح

مُرَاف : اَسْرَعَتْ : ضَد : اَبْطَأَتْ

مُعَالَجَة (مُعَالَجَة) : চিকিৎসা করা।

مُعَالَجَة : (حَاصِل مَصْدَر) : চিকিৎসা।

(تَفَاعُل) تَعَالَجًا : চিকিৎসা গ্রহণ করা।

মাদে : (এ-১-১) : ج : جنس : صَبِيح , مُرَاف : مَدَاوَا

دَاء : (ج) أَدْرَا : রোগ, ব্যাধি।

فِي الْعَدِيثِ : فَإِنَّ فِيمَ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ .

মাদে : (১০-১) : ج : جنس : مُرَبِّ (أَجْرًا وَارَى وَمَهْمُز لَام)

مُرَاف : مَرَضَ : ضَد : صَحَّ

(هَلَا) فَلَكَتْ : তুমি ধার ভেঙ্গে দিয়েছ [দিচ্ছ না]।

(ن) فَلَا : ধার ভেঙ্গে দেওয়া, ভোতা করা।

(اِتِّفَاعَال) اِنْفَلَا , (تَفْعِيل) تَفَلَّلَ : পরাজিত হওয়া।

فِي الْعَدِيثِ : ضَجَكَ أَوْ فَلَكَ أَوْ جَمَّ كُلًّا لَكَ

মাদে : (ফ-১-১) : ج : جنس : مُصَاعَف ثَلَاثِي , مُرَاف : كَسَرَتْ

شِبَاة (ج) شَبَا : ধার, ঠীকতা।

মাদে : (শ-১-১) : ج : جنس : نَاقِص وَارَى

مُرَاف : حَذَّ : ضَد : قَلَّ

اِعْتَدَا : (حَاصِل مَصْدَر) : সীমালঙ্ঘন।

اِعْتَدَا : (اِتِّفَاعَال) : সীমা লঙ্ঘন করা।

عُدْوَانًا (ج) عُدَاوَة : সীমালঙ্ঘন করা।

(ن) عُدْوَا : দৌড়ানো।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ كُلَّ مُعْتَدٍ أَنِيسٍ .

মাদে : (এ-১-১) : ج : جنس : نَاقِص وَارَى

مُرَاف : فَلَارَ / اِفْرَامَ : ضَد : تَفْرِيطُ / تَفْصِيرُ

(مُ) قَدَعَتْ : বারণ করেছ [করছ না]।

قَدَعَا : বাদ্য দেওয়া, বারণ করা।

قَدَعَا : বিরত থাকা।

فِي الْعَدِيثِ : اِقْدَعُوا هَذِهِ النَّفُوسَ فَإِنَّهَا طَلْعَةٌ .

মাদে : (অ-১-১) : ج : جنس : صَبِيح

مُرَاف : نَبَعَتْ : ضَد : أَوْنَتْ

نَفَس (ج) اَنْفَسَ : শ্বাস, আশ্বাস, রিপু।

مُرَاف : شَهَرَتْ

اَكْبَرُ (ج) اَكْبَرُ : বড়, অপেক্ষাকৃত বড়।

فِي الْقُرْآنِ : قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ شَهَادَةً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ .

মাদে : (ক-১-১) : ج : جنس : صَبِيح

مُرَاف : اَعْظَمَ : ضَد : اَصْفَرَّ

(ج) اَعْنَاء (ج) اَعْنَاء (أَعَادِي) : (র-১-১) : ج : جنس : شَكْر , অরাত, বৈরী।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ .

মাদে : (এ-১-১) : ج : جنس : نَاقِص وَارَى

مُرَاف : ضَعَّفَ : ضَد : أَصَدَّقَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هَلَا اِنْهَجَتْ مَحَجَّةً اِهْتَدَايَكَ :

হল। হরফে تَحْنِيض একটি সর্বদা ফেয়েলের শুরুতে ব্যবহৃত হয়।

مُخَاطَب -এর পূর্বে বসে তাহলে কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

কে-মুখাতিবের কৃতকর্মের জন্য ডিরকার করা উদ্দেশ্য হয়। আর যদি

أَمَّا الْحِمَامُ مِيعَادُكَ؟ فَمَا إِعْدَادُكَ؟
وَبِالنَّمِيبِ إِنْذَارُكَ؟ فَمَا أَعْدَارُكَ؟ وَفِي
الْخُذِّ مَقِيلُكَ؟ فَمَا قِيلُكَ؟ وَإِلَى اللَّهِ
مَصِيرُكَ؟ فَمَنْ نَصِيرُكَ؟ طَالَمَا
أَيَقُظُكَ الدَّهْرُ فَتَنَاعَسْتَ، وَجَذَبَكَ
الرَّوْعُ فَتَقَاعَسْتَ، وَتَجَلَّتْ لَكَ الْعَبِيرُ
فَتَعَامَيْتَ، وَحَصَصَ لَكَ الْحَقُّ
فَتَمَارَيْتَ، وَأَذْكُرَكَ الْمَوْتُ فَتَنَاسَيْتَ،
وَأَمْنَكَ أَنْ تُرَاسِيَ فَمَا أُسَيْتَ .

অনুবাদ : মৃত্যু কি তোমার প্রতিশ্রুত সময় নয়? [অথবা, সাবধান, মৃত্যু তোমার প্রতিশ্রুত সময়]। সূতরাং তোমার কি প্রতুতি রয়েছে? চুলের শুভ্রতা দ্বারা তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় না? [অথবা, চুলের শুভ্রতা দ্বারা তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে]। সূতরাং তোমার কি অজুহাত রয়েছে? কবরে তোমার শয্যা হবে না? [অথবা, কবরে তোমার শয্যা হবে]। তখন তোমার কি বক্তব্য থাকবে? আল্লাহর কাছে তোমার প্রত্যাবর্তন হবে না? [অথবা, আল্লাহর কাছে তোমার প্রত্যাবর্তন হবে]। তখন তোমার সাহায্যকারী কে হবে? কালাবর্ত তোমাকে বহুবার জাগ্রত করেছে। কিন্তু তুমি তন্দ্রার ভান করে রয়েছে। উপদেশ তোমাকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ। তোমার সামনে শিক্ষার উপকরণ উদ্ভাসিত হয়েছে, কিন্তু তুমি অন্ধ সেজে বসেছ। তোমার কাছে সত্য প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তুমি অযথা সন্দেহ করছ। মৃত্যু তোমাকে [পরকালের কথা] স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, কিন্তু তুমি ভুলে থাকার ভান করেছ। [সৃষ্টির প্রতি] সমবেদনা জ্ঞাপন করা তোমার জন্য সহজ ছিল, কিন্তু তুমি সমবেদনা জ্ঞাপন কর নি।

শাখিক অনুবাদ : الْحِمَامُ : মৃত্যু কি নয় মِيعَادُكَ তোমার প্রতিশ্রুত সময় فَما সূতরাং কি রয়েছে إِعْدَادُكَ তোমার প্রতুতি بِالنَّمِيبِ চুলের শুভ্রতা দ্বারা إِنْذَارُكَ তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করা فَما সূতরাং কি রয়েছে أَعْدَارُكَ তোমার অজুহাত فِي الْخُذِّ কবরে কি হবে না قِيلُكَ তোমার শয্যা فَمَا তখন তোমার কি বক্তব্য থাকবে إِلَى اللَّهِ আল্লাহর কাছে مَصِيرُكَ তোমার প্রত্যাবর্তন فَمَنْ কবে হবে نَصِيرُكَ তোমার সাহায্যকারী طَالَمَا বহুবার أَيَقُظُكَ الدَّهْرُ জাগ্রত করেছে وَجَذَبَكَ তোমাকে আকৃষ্ট করেছে الرَّوْعُ উপদেশ فَتَقَاعَسْتَ কিন্তু তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ উদ্ভাসিত হয়েছে لَكَ তোমার সামনে الْعَبِيرُ শিক্ষার উপকরণ فَتَعَامَيْتَ কিন্তু তুমি অন্ধ সেজে বসেছ وَحَصَصَ প্রকাশিত হয়েছে لَكَ তোমার কাছে الْحَقُّ সত্য فَتَمَارَيْتَ কিন্তু তুমি অযথা সন্দেহ করছ وَأَذْكُرَكَ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে الْمَوْتُ মৃত্যু فَتَنَاسَيْتَ কিন্তু তুমি ভুলের ভান করেছ وَأَمْنَكَ তোমার জন্য সহজ ছিল أَنْ تُرَاسِيَ সমবেদনা জ্ঞাপন করা فَمَا কিন্তু তুমি সমবেদনা জ্ঞাপন করনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَمَّا (حَرْفُ التَّنْبِيهِ أَوْ مَقَرَّةُ الْإِسْتِفْهَامِ مَعَ مَا التَّائِيَةِ) :
সাবধান , নয় কি ?
الْحِمَامُ : মৃত্যু
مَادَهُ : (ج. م. م.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَافِقٌ : الْمَوْتُ , نَصِيرٌ : الْخَبِيرُ
مِيعَادُكَ (ج. مُرَاعِيَةٌ) : প্রতিশ্রুতির সময় বা যখন, প্রতিশ্রুত সময়
(ض. رَعَا : رَعَا : مُوَعِدَةٌ : প্রতিশ্রুতি দেওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ .
مَادَهُ : (و. ع. د.) , جنس : مِيقَالٌ وَآوَى
مُرَافِقٌ : مُوَعِدٌ / مِيقَاتٌ

إِعْدَادُ (إِفْعَال) : মসদ : প্রতুত করা।
أَعْدَارُ (حَاصِلٌ مَصْدَرٌ) : প্রতুতি।
(ن. عَدَا : গণনা করা।
تَعَدَّى : সংখ্যায় অধিক হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ .
مُرَافِقٌ : تَهْنِئَةٌ
النَّمِيبُ : (حَاصِلٌ مَصْدَرٌ) : চুলের। শুভ্রতা।
النَّمِيبُ (ض. مَد) : শুভ্র চুল বিশিষ্ট হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَاسْتَعْلَ الرَّأْسُ شَيْبًا .

مَادَهُ : (শ. য. প.) , جنس : اجوف يائس

مُرَادُ : شَيْخُوخَةٌ , جَدُّ : شَبَابٌ

إِنذَارٌ (إِفْعَالٌ) مصد : আতি প্রদর্শন করা :

إِنذَارٌ : (حَاصِلٌ مَصْدَرٌ) : ভীতিপ্রদর্শন, সতর্কীকরণ।

(ন. য.) نَذَرًا , نَذِيرًا : মানন করা :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنذَرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ .

مَادَهُ : (ন. ড. র.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : تَرْفِيهُ , جَدُّ : تَبْخِيرٌ

(ج) أَعْذَارٌ , (و) عَذْرٌ : ওজর, অজুহাত, অক্ষমতা :

أَعْذَارٌ (إِفْعَالٌ) مصد : ওজর প্রকাশ করা :

فِي الْقُرْآنِ : يَعْذِرُونَ إِلَيْكَ قُلٌ لَا تَعْتَزُّوا .

مُرَادُ : مَعَاذِيرٌ

الْكُفْرُ : (ج) الْأَحَادُ , لُغْوٌ : বগলী কবর, কবর :

فِي الْعَوِيْثِ : الْكُفْرُ لَنَا وَالشُّقُّ لِبَغِيْرِنَا .

مَادَهُ : (ল. হ. দ.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : قَبْرٌ

مَقْبِلٌ : (ظَرْفٌ أَوْ مَصْدَرٌ مِمَّا) : দুপুরে শয়নের জায়গা, শয্যা :

(ض) مَقْبِلًا , قَبْلُولَةٌ : ছিপ্রহরে শোয়া :

قَبْلٌ , قَبْلٌ (ن) مصد : কথা বলা :

فِي الْقُرْآنِ : أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ أَحْسَنُ مُسْتَقَرًّا وَمَقِيلًا .

مَادَهُ : (ত. য. ল.) , جنس : اجوف يائس

مُرَادُ : مُضْجِعٌ

قَبْلٌ (حَاصِلٌ مَصْدَرٌ) : কথা, বক্তব্য :

فِي الْقُرْآنِ : وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ .

مَادَهُ : (ত. ও. ল.) , جنس : اجوف واوى

مُرَادُ : كَلَامٌ / حَدِيثٌ

مَصْصِرٌ : (ج) مَصَارِبٌ : পরিণাম, প্রত্যাবর্তন :

مَوْصِرٌ (ض) مصد : প্রত্যাবর্তন করা :

فِي الْقُرْآنِ : وَآلِىَ اللَّهِ الْمَوْصِرُ .

مَادَهُ : (স. য. র.) , جنس : اجوف يائس

مُرَادُ : مَرْجِعٌ , جَدُّ : مَهْرَبٌ

نَصِيْرٌ : (ফ. ম. ড.) , نَصْرًا , أَنْصَارٌ : সাহায্যকারী :

(ن) نَصْرًا : সাহায্য করা :

فِي الْقُرْآنِ : يَنْصُرُ الْمُؤْمِنِ وَيَنْصُرُ الشَّيْطَانِ .

مَادَهُ : (ন. স. র.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : مُبِيتٌ , جَدُّ : مُبْطِرٌ / مَارٌ

طَالَمَا (طَالٌ) : فِعْلٌ , بَعْدَهُ مَا الْكَافَّةُ أَوْ الْمَصْدَرَةُ :

বহুবার, অনেকবার।

خَطٌّ : জাহত করল/ করেছে।

(إِفْعَالٌ) إِنْطَاطًا : জাহত করা, সজাগ করা।

خَطٌّ : (إِسْتِفْعَالٌ) إِنْطَاطًا : জাহত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَحْسِبُهُمْ أَيَّامًا وَهُمْ رُقُودٌ

مَادَهُ : (ই. ক. গ.) , جنس : مِثَالٌ

مُرَادُ : نَبْهٌ , جَدُّ : أَرْقَدٌ

الدَّهْرُ : (ج) دَهْوَرٌ / أَدَهْرٌ : যুগ, দীর্ঘকাল।

فِي الْعَوِيْثِ : لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ

مَادَهُ : (দ. ও. র.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : الْفَعْرُ

تَنَاعَسَتْ : তুমি তন্দ্রার ভান করেছে।

(إِفْعَالٌ) تَنَاعَسًا : তন্দ্রার ভান করা, ঘুমের ভান করা।

(ن. ي.) نَعَسًا : তন্দ্রা যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ يَغْشِيْهِمُ الْعَاسُ .

مَادَهُ : (ন. ও. স.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : تَنَاقُوسٌ , جَدُّ : تَقِظْتُ

جَدُّ : আকৃষ্ট করল/ করেছে।

(ض) جَذَبًا : টানা, আকৃষ্ট করা।

(إِفْعَالٌ) اِنْجَذَبًا : আকৃষ্ট হওয়া।

- فِي السَّيْرِ : দ্রুত চলা।

مَادَهُ : (জ. ড. প.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : سَحَبٌ / قَادٌ

الْوَعْظُ : (ض) مصد : উপদেশ দেওয়া।

الْوَعْظُ (حَاصِلٌ مَصْدَرٌ) : উপদেশ।

تَفَاعَسَتْ : তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছুটান দিয়েছ।

(إِفْعَالٌ) تَفَاعَسًا : বক্স উঠু করা।

- عَنِ الْأَمْرِ : পিছু টান দেওয়া।

(إِفْعَالٌ) اِفْعَالًا : ধনী হওয়া।

(ن) قَعَسَ : বক্স উঠু করে এবং পিঠকে সামনের দিকে :

ঠেলে দিয়ে চলা।

مَادَهُ : (ত. ও. স.) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : تَأَخَّرَتْ , جَدُّ : تَقَدَّمَتْ

تَجَلَّجَتْ : উদ্ভাসিত হয়েছে।

(إِفْعَالٌ) تَجَلَّجًا : উদ্ভাসিত হওয়া।

(ن) جَلَّجًا : উদ্ভাসিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَلَّمَا تَحَلَّى رُءُوءًا .

মাদে : (জ-ল-ও) . جَنَسٌ : نَاقِصٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : اِنْكَسَفَتْ / ظَهَرَتْ , جُنْدٌ : اِنْشَرَّتْ

(জ) عِبْرٌ (র) اَلْعِبْرَةُ : শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাম্রহণের উপকরণ।

উপদেশ গ্রহণ করা। : اِغْبَارًا

(ন) عَمَّرًا : অশ্রু প্রবাহিত করা। চিত্তিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْاَبْصَارِ .

মাদে : (এ-ব-র) . جَنَسٌ : صَحِج

مُرَادُفٌ : مَوْعِظَةٌ / تَنْبِيْهُةٌ

تَعَامُيْتُ : তুমি অন্ধ সোজে বসেছ।

(تَفَاعُلٌ) تَعَامَيْتُ : অন্ধ সাজা।

(স) عَمِيَّتًا : অন্ধ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ .

মাদে : (এ-ম-য) . جَنَسٌ : نَاقِصٌ

حَصَصُ : প্রকাশ পেয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে।

(تَعَلَّلَةٌ) حَصَحَصَةً : প্রকাশিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ .

মাদে : (হ-স-হ-স) . جَنَسٌ : مُضَاعَفٌ رَّيَاعِي

مُرَادُفٌ : تَبَيَّنَ , جُنْدٌ : خَفِيَ

اَلْحَقُّ : নায়, সত্য, সত্যতা।

اَلْعَقُّ (জ) حُقُقٌ : প্রাণ্য, অধিকার।

تَمَارَيْتُ : তুমি অথবা সন্দেহ করেছ।

(تَفَاعُلٌ) تَمَارَيْتُ : অথবা সন্দেহ করা, পরস্পর ঝগড়া করা।

(ض) مَرَاً : ঝগড়া করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَيَايَ اَلْاَوَّلِيْكَ تَمَارَى .

مُرَادُفٌ : تَوَقَّعْتُ

مَادَةٌ : (ম-র-য) . جَنَسٌ : نَاقِصٌ يَّائِي

أَذْكَرُ : স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

(اِفْعَالٌ) اَذْكَارًا : স্মরণ করিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَادْكُرُوْنِيْ اَذْكُرْكُمْ

مُرَادُفٌ : ذَكَرَ , جُنْدٌ : اَنْتَى

اَلْمَوْتُ : মৃত্যু।

(ن) سَوَاتٍ : মৃত্যুবরণ করা।

(اِفْعَالٌ) اِمَاتَةً : মৃত্যু দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَقُولُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ

মাদে : (ম-ও-ত) . جَنَسٌ : اَفْوَج

مُرَادُفٌ : اَلْعِمَامُ , جُنْدٌ : اَلْعَبَاةُ

تَمَاسَيْتُ : তুমি ভুলে থাকার ভান করেছ।

(تَفَاعُلٌ) تَمَاسَيْتُ : ভুলে থাকার ভান করা।

(স) نَسَبًا : ভুলে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَى .

মাদে : (ন-স-য) . جَنَسٌ : نَاقِصٌ يَّائِي

أَمَكُنْ : সঙ্কর ছিল, সহজ ছিল।

(اِفْعَالٌ) اِمَكَّنًا : সহজ হওয়া, সঙ্কর হওয়া।

(تَفْعِيلٌ) تَمَكَّنِيْتُ : সহজ করা, সুযোগ দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى .

মাদে : (ম-ক-ন) . جَنَسٌ : صَحِج

مُرَادُفٌ : قَدَّرَ , جُنْدٌ : عَجَزَ

(أَنْ) تَوَاسَى : তোমার সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

(مُضَاعَلَةٌ) مُوَاَسَاةٌ : সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

(مَا) أَسَيْتُ : তুমি সমবেদনা জ্ঞাপন কর নি।

(স) أَسَى : ভারাক্রান্ত হওয়া, চিন্তিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ .

মাদে : (অ-স-য) . جَنَسٌ : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ فَـ) وَنَاقِصٌ يَّائِي

مُرَادُفٌ : تَعَامَفْتُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : اَمَّا الْجِمَامُ فَيُعَادُكَ الْبُخ :

১. এটি ত্বিহে বিখ : ১. এটি ত্বিহে বিখ : ১. এটি ত্বিহে বিখ :

তখন এ বাক্যের অর্থ হবে সাবধান! মৃত্যু তোমার প্রতিশ্রুত সময়।

২. শব্দটি نَاقِصَةٌ আর مَا শব্দটি এ সময় এ

বাক্যের অর্থ হবে, মৃত্যু কি তোমার প্রতিশ্রুত সময় নয়? উভয়

অবস্থাতেই الْجِمَامُ শব্দটি مُبْتَدَأُ আর مُبْتَدَأُ হলে

বালাগাত

قَوْلُهُ : فِي اللّٰحْدِ مَعِيْلِكَ مَتَا وَيْلَكَ :

এখানে جَنَسٌ مُرَادُفٌ এর মাঝে وَيْلٌ এবং مَعِيْلٌ

قَوْلُهُ : اِلَى اللّٰهِ مَصِيْرُكَ فَمَنْ يَصْبِرْكَ :

এখানে جَنَسٌ لَا يَمُوتُ এর মাঝে يَصْبِرُ এবং مَصِيْرٌ

قَوْلُهُ : يَنْقُطُكَ الدَّعْمُ تَفَاعَلَتْ :

এখানে جَنَسٌ لَا يَمُوتُ এর মাঝে تَفَاعَلَتْ এবং تَفَاعَلَتْ

হয়েছে।

উপরে উঠা, বৃশস করা, সুউচ্চ করা : (أَفْعَالٌ) عَلَا :
 (ن) عَلَا : বৃশস হওয়া, সুউচ্চ হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ -
 مَاذَه : (ع. ل. و) , جَنَس : نَاقِصٌ رَاوِي
 مُرَادُفٌ : تَرَجَّعَ . جَنَد : تَمَّعَ / تَنَزَّلَ
 দান, অনুদান, সদাচার :
 (ن) (ض) مَعَد : আনুগত্য করা, সদাচার করা, সেবা করা :
 فِي الْقُرْآنِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ -
 مَاذَه : (ب. ر. ر) , جَنَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : عَطِيَّةٌ . جَنَد : بَخَلَ
 দান করতে পার, দিতে পার :
 (أَفْعَالٌ) إِعْلَا : (مِنْ الرُّوَيْ) : দান করা :
 فِي الْقُرْآنِ : مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَايِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ :
 مَاذَه : (و. ل. و) , جَنَس : لَوَيْفٌ مَّفْرُوقٌ
 مُرَادُفٌ : تَعَطَّى
 তুমি মনোযোগ দিচ্ছ :
 تَرَجَّعَ :
 - عَيْن : তুমি বিমুখ হচ্ছে :
 (س) رَغَبَ - عَيْن : বিমুখ হওয়া :
 - فَيُؤْذِنُكَ إِلَى : আকৃষ্ট হওয়া :
 (تَفَعُّلٌ) تَرَجَّعَ : উৎসাহিত করা :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَرْغَبْ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا -
 مَاذَه : (و. غ. ب) , جَنَس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : تَعَرَّضَ . جَنَد : تَجَبَّلَ
 পথনির্দেশক :
 هَادٍ : (فَا. مَذ. مَص) (ج) هَادٍ , هَادٍ :
 পথনির্দেশ করা : সঠিক পথে পরিচালিত করা :
 (ض) هَادٍ :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَسَاءَ لَهُ مِنْ هَادٍ -
 مَاذَه : (د. د. و) , جَنَس : نَاقِصٌ يَأْوِي
 مُرَادُفٌ : مُرِيدٌ . جَنَد : مُجَلَّ
 তুমি পথ-নির্দেশনা কামনা করছ :
 تَسْتَهْدِي :
 (الِشْتِعَالُ) اسْتَهْدَا : (مِنْ الْهَادِيَةِ) : পথ নির্দেশনা কামনা করা :
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -
 مُرَادُفٌ : تَسْتَهْدِي . جَنَد : تَسْتَهْدِي
 পাথের, সন্ধ্যার সন্ধ্যা :
 زَادَ (ج) زَادَ , زَادَ :
 (تَفَعُّلٌ) زَادَ : (ن) زَادَ : পাথের সন্ধ্যা করা :
 (أَفْعَالٌ) زَادَ : (تَفَعُّلٌ) زَادَ :
 فِي الْقُرْآنِ : زَادُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى -
 مَاذَه : (ز. و. د) , جَنَس : أَجُوفٌ رَاوِي

مُرَادُفٌ : أَهَبَ . جَنَد : عَدِمَ / عَدِمَ / عَدِمَ
 تَسْتَهْدِي : তুমি উপদেষ্টা পতে চাও :
 (الِشْتِعَالُ) اسْتَهْدَا - الشَّيْءُ : (مِنْ الْهَادِيَةِ) :
 হাদিয়া, উপদেষ্টা চাওয়া :
 (أَفْعَالٌ) إِعْدَا : হাদিয়া দেওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَتَى مَرْيَمَ إِلَيْهِمْ بِبَيْتٍ -
 مَاذَه : (د. و. و) , جَنَس : نَاقِصٌ يَأْوِي
 مُرَادُفٌ : تَسْتَهْدِي . جَنَد : تَسْتَهْدِي
 তুমি অগ্রাধিকার দিচ্ছ, প্রাধান্য দিচ্ছ :
 (تَفَعُّلٌ) تَغْلِبَ :
 প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া :
 (ض) غَلَبَ : বিজয়ী হওয়া, প্রভাবশালী হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَافِلُونَ -
 مَاذَه : (ع. ل. ب) , جَنَس : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : تَوَزَّرَ / تَرَجَّعَ . جَنَد : تَغْلِبَ
 চ্যুত করা, ভালোবাসা :
 (أَفْعَالٌ) غَلَبَ :
 ভালোবাসা :
 فِي الْقُرْآنِ : فَأَتَيْنَاهُمُ بِالْحَبْلِ -
 مَاذَه : (ح. ب. ب) , جَنَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : مَدَّ , جَنَد : عَادَا
 (ج) أَتَوَابَ , أَتَوَابَ , شَبَّ : পোশাক, বস্ত্র, পরিধান :
 فِي الْقُرْآنِ : رَبِّكَ يَبْكَ فَطَهَّرَ -
 مَاذَه : (ث. و. ب) , جَنَس : أَجُوفٌ رَاوِي
 مُرَادُفٌ : كَسَا . جَنَد : غَرَّهَ
 تَشْتَهِي : তুমি কামনা কর :
 (أَفْعَالٌ) اسْتَهْدَا : কামনা করা :
 (ن) (س) شَهَرَا : উত্তীর্ণভাবে অগ্রহ করা :
 مُرَادُفٌ : تَسْتَهْدِي . جَنَد : تَكْرَهَ
 বিনিময়, পুরস্কার :
 فِي الْقُرْآنِ : ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ -
 مَاذَه : (ث. و. ب) , جَنَس : أَجُوفٌ رَاوِي
 مُرَادُفٌ : جَزَا . جَنَد : غَرَّاهَ (مَالِيَّةٌ)
 তুমি ক্রয় [অর্জন] করতে পার :
 (أَفْعَالٌ) اسْتَهْدَا : (ض) شَرَا : ক্রয়-বিক্রয় করা, ক্রয় করা :
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَشْتَرُوا بِأَيَّامٍ تَتَا فَيْلًا -
 مَاذَه : (ث. ر. و) , جَنَس : نَاقِصٌ يَأْوِي
 مُرَادُفٌ : تَسْتَهْدِي . جَنَد : تَسْتَهْدِي

(জ) يَوَاقِيتُ, (و) يَأْوُتُ : রক্ত, মণি-মুক্তা।
(জ) صَلَاتُ, (و) صَلَّةٌ : দান, অনুগ্রহ, পুরস্কার, উপঢৌকন।
فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ اشْتَرَى بَيْنِي بَعِيرًا وَأَعْطَانِي وَصَلًا مِنْ ذَمٍّ.

سَاءَهُ : (ও-স.ল.) : চেন্স : ঝগড়া
مِرَادُف : الْحَايِزُ/الْعَظِيَّةُ
অধিক জড়িত, (জ) أَعَالِقُ :
অধিক সম্পর্কিত।

(স) عَلَقًا - بِالشَّيْءِ : জড়িত হওয়া, আসক্ত হওয়া।

(تَفْعِيل) تَغْلِيظًا : লটকানো, ঝুলানো।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ خَلَقْنَا السَّمْعَةَ عَلَقَةً -

سَاءَهُ : (ও-স.ল.) : চেন্স : ঝগড়া
مِرَادُف : أَقْرَبُ, ضَدُّ : أَبْعَدُ.

قَلْبُ (ج) قُلُوبٍ : অন্তর, হৃদয়।

(تَفْعِيل) تَغْلِيظًا, (ض) قَلْبًا : উন্টিয়ে দেওয়া।

(تَفْعِيل) تَغْلِيظًا : উন্টি যাওয়া।

(স) قَلْبًا : উন্টি টাট বিশিষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ.

سَاءَهُ : (ও-স.ল.) : চেন্স : ঝগড়া
مِرَادُف : قَوْلًا, ضَدُّ : جَسَدًا

(ج) مَوَاقِيتُ, (و) مَوَاقِيتُ : সময়, ওয়াক্ত।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ.

سَاءَهُ : (ও-স.ল.) : চেন্স : ঝগড়া
مِرَادُف : وَمَثَلُ وَأَوَى

الْصَّلَاةُ : (ج) صَلَوَاتُ : নামাজ, সালাত।

فِي الْقُرْآنِ : حَافِظًا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى.

سَاءَهُ : (স.ল.) : চেন্স : ন্যায়সি

مُعَالَاةٌ : (مُعَالَاةٌ) مَصْدَرٌ : মূল্য বৃদ্ধি করা, অধিক মূল্য দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ.

مِرَادُف : الزِّيَادَةُ : جَدُّ : التَّكْثِيرُ/التَّرْجِيصُ

(ج) صِدَقَاتُ, (و) الصَّدَقَةُ : মাহর।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَتَرَا النِّسَاءَ صِدَقَاتِهِنَّ.

سَاءَهُ : (স.ল.) : চেন্স : ঝগড়া
مِرَادُف : مَهْرًا, ضَدُّ : أَجْرًا

أَفْرَأَيْتُمْ تَغْلِيظَ (مَذ) : অধিক অগ্রগণ্য।

(س) أَثَرًا : প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া।

(ن) أَثَرًا : অনুসরণ করা। বর্ণনা করা।

مَوََالَاةٌ : দ্বারা বাহিকতা, নিরবচ্ছিন্নতা।

مَوََالَاةٌ : (مُعَالَاةٌ) مَصْدَرٌ : দ্বারা বাহিকভাবে করা।

مَوََالَاةٌ : (مُعَالَاةٌ) مَصْدَرٌ : তত্ত্বাবধায়ক হওয়া।

مَوََالَاةٌ : (مُعَالَاةٌ) مَصْدَرٌ : التَّكْثِيرُ/التَّرْجِيصُ

مَوََالَاةٌ : (و) ل.ই, چنسن : كَيْفِيَّةٌ مَفْرُوقٌ

مَوََالَاةٌ : تَتَابَعٌ

(ج) مَدَقَاتُ, (و) صَدَقَاتُ : দান-খয়রাত, সদকা, অনুদান।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ.

سَاءَهُ : (স.ল.) : چنسن : صَحِيحٌ

مَوََالَاةٌ : يَرُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَتَرَعَّبَ عَنْ هَذَا زَادَ تَسْتَهْدِيهِ :

উল্লেখিত বাক্যে مَوْضُوع শব্দটি হওয়া আর تَسْتَهْدِيهِ হওয়া আর

مَوْضُوع তারপর আর تَسْتَهْدِيهِ মিলে আর তারপর আর

مَوْضُوع এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং تَرَعَّبَ মিলে এবং

وَصَحَافُ الْأَنْتَوَانِ، أَشْهَى إِلَيْكَ مِنْ
صَحَائِفِ الْأَذْيَانِ، وَدَعَابَةُ الْأَقْرَانِ، أَنْسَ لَكَ
مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، تَأْمُرُ بِالْعَرْفِ وَتَنْتَهِيكَ
حِجَاهُ، وَتَحْمِي عَنِ النُّكْرِ وَلَا تَشْعَامَا،
وَتُزَجِرُ عَنِ الظُّلْمِ ثُمَّ تَغْشَاهُ، وَتَخْشَى
النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. ثُمَّ أَنْشَدَ :

অনুবাদ : নানা রকমের খাবারের খাওয়া তোমার কাছে
ধর্মীয় গ্রন্থাবলির চেয়ে অধিক প্রিয়। সাথী-সঙ্গীদের সাথে
রসিকতা করা তোমার কাছে কুরআন তেলাওয়াতের
চেয়ে অধিক প্রীতিকর। তুমি সং কাজের আদেশ কর,
অথচ তুমি তার সীমারেখা দলিত কর। তুমি অসং কাজ
থেকে [মানুষকে] বাধা দাও, অথচ তুমি তা থেকে বেঁচে
থাক না। তুমি [মানুষকে] অত্যাচার থেকে দূরে রাখ,
অতঃপর তুমি তা কর। তুমি মানুষকে ভয় কর, অথচ
আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করা অধিক প্রিয়। অতঃপর তিনি
শ্লোক আবৃত্তি করলেন :

শাব্দিক অনুবাদ : **وَصَحَافُ** খাবারের খাওয়া **أَشْهَى** অধিক প্রিয় **إِلَيْكَ** তোমার কাছে **مِنْ** থেকে/চেয়ে
صَحَائِفِ الْأَذْيَانِ ধর্মীয় গ্রন্থাবলি **دَعَابَةُ** রসিকতা করা **الْأَقْرَانِ** সঙ্গী সাথীদের **أَنْسَ** অধিক প্রীতিকর **لَكَ** তোমার কাছে **مِنْ**
تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে **تَأْمُرُ** তুমি আদেশ কর **بِالْعَرْفِ** সংকাজের **وَتَنْتَهِيكَ** অথচ তুমি দলিত কর **حِجَاهُ**
তার সীমারেখা **تَحْمِي** তুমি মানুষকে বাধা দাও **النُّكْرِ** অসং কাজ থেকে **وَلَا تَشْعَامَا** অথচ তুমি তা থেকে বেঁচে থাক
النَّاسَ তুমি মানুষকে দূরে রাখ **الظُّلْمِ** অত্যাচার থেকে **ثُمَّ تَغْشَاهُ** অতঃপর তুমি তা কর **تَخْشَى** তুমি ভয় কর **النَّاسَ**
মানুষকে **وَاللَّهُ** অথচ আল্লাহ তা'আলা **أَحَقُّ** অধিক প্রিয় **أَنْ تَخْشَاهُ** ভয় করা **ثُمَّ أَنْشَدَ** অতঃপর তিনি শ্লোক আবৃত্তি করলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) **صَحَافُ**, (و) **صَحَفَةٌ** : খাবারের পাতা, খাওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : **يُطَاعُ عَلَيْهِمْ بِصَحَافٍ بَيْنَ ذَهَبٍ**
مَاهُ : (ص.ح.و) (ف), **جِنْس** : **صَحِيج**
مُرَافُ : **قَصْفَةٌ**, **يُنْدُ** : **كَأَنَّ**
(ج) **أَلْوَانُ**, (و) **لَوْنٌ** : রঙ, রকম, প্রকার।
فِي الْحَدِيثِ : **لَوْنُهُ لَوْنُ الدَّمِ وَيَنْحُهُ رِيحُ الْيَسَنِ**।
مَاهُ : (ل.و.ن) (ج), **جِنْس** : **أَجَوَفٌ** **وَأَوَى**
مُرَافُ : **أَنْوَاعٌ**, **يُنْدُ** : **وَحْدَانٌ**
أَشْهَى : (إِسْمٌ تَفْعِيلٌ, مَذ) : অধিক প্রিয়, অধিক মনঃপুত।
(ن.س) **شَهْرَةٌ**, (إِفْتِحَالٌ) **إِشْبَاهٌ** : উত্তীর্ণভাবে অগ্রহ করা।
فِي الْقُرْآنِ : **وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ**।
مُرَافُ : **أَطْيَبُ**, **يُنْدُ** : **أَكْرَهُ**
(ج) **صَحَائِفُ**, (و) **صَحِيفَةٌ** : গ্রন্থ, ধর্মীয় গ্রন্থ, পবিত্র গ্রন্থ।
صَحِيفَةُ الرَّحْمَى : চোহার চামড়া।
فِي الْقُرْآنِ : **صُحُفٌ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى**।

مَاهُ : (ص.ح.و) (ف), **جِنْس** : **صَحِيج**
مُرَافُ : **كِتَابٌ**, **يُنْدُ** : **رِسَالَةٌ**
(ج) **أَذْيَانُ**, (و) **رِيحٌ** : ধর্ম, মতবাদ, আদর্শ।
دَعَابَةٌ : রসিকতা, রসরস।
دَعَابَةٌ (ف) **مَص** : রসিকতা করা, স্মৃতি করা।
مُعَافَلَةٌ **مُدَاعِيَةٌ** : প্রমোদ করা।
فِي الْحَدِيثِ : **إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَرِيهِ دَعَابَةً**
مَاهُ : (د.ع.ب) (ج), **جِنْس** : **صَحِيج**
مُرَافُ : **مَرَّاحٌ**, **يُنْدُ** : **وَقَارٌ**
(ج) **أَقْرَانُ**, (و) **قُرْنٌ** : সাথী-সঙ্গী, সমকক্ষ, প্রতিযোগী।
فِي الْقُرْآنِ : **وَقَدْ قَرَيْتَهُ هَذَا مَا كَدَى عَيْنُهُ**।
مَاهُ : (ق.و.ن) (ج), **جِنْس** : **صَحِيج**
مُرَافُ : **الْأَتْرَابُ**, **يُنْدُ** : **أَخْلَاطٌ**
أَنْسَ (إِسْمٌ تَفْعِيلٌ, مَذ) : অধিক প্রীতিকর।
(ض.س.ك) **أَنَسَا** : প্রীতিকর হওয়া, অন্তরঙ্গ হওয়া।

(مُفَاعَلَة) مُرَاسَئَةً : ভালবাসা, সাধুনা দেওয়া ।
 (إِفْعَال) إِيْسَاسًا : অন্তরঙ্গ করা, প্রত্যক্ষ করা, অনুভব করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : إِيْسَاسَتٌ نَارًا لِعَلِّیْ أَرَبِیْكُمْ مِنْهَا .
 مَادَّةُ : (أ. ن. س) , جِنْس : مَهْمُوزٌ قَا .
 مُرَادٌ : أَحَبُّ / أَطِيبُ , ضِدُّ : أَبْغَضُ / أَنْكَرُ
 تِلَاوَةٌ : (حَاصِل مُصَدَّر) : তেলাওয়াত ।
 (ن) مَصْد : পাঠ করা, তেলাওয়াত করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا تُبِیْتُ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ .
 مُرَادٌ : قَرَأَهُ .
 الْقُرْآنُ : আদ্বাহর কালাম, কুরআন ।
 (ف) مَصْد : পড়া, পাঠ করা ।
 (ف) قَرَأَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ : সালাম পৌছানো ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
 مَادَّةُ : (ق. ر. م) , جِنْس : مَهْمُوزُ اللَّامِ
 مُرَادٌ : كِتَابٌ / مَصْعَفٌ , ضِدُّ : لَهْوُ الْحَدِيثِ
 تَأْمُرُ : তুমি আদেশ কর ।
 (ن) أَمَرَ : নির্দেশ দেওয়া, আদেশ করা ।
 (إِفْعَال) إِيْحَامًا : হুকুম পালন করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَمَرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ .
 مَادَّةُ : (أ. م. ر) , جِنْس : مَهْمُوزٌ قَا .
 مُرَادٌ : تَحْكُمُ , ضِدُّ : تَنْهَى
 الْعُرْفُ : (ج) أَعْرَافٌ , عُرْفٌ : দান, অনুদান, সংকাজ ।
 فِي الْقُرْآنِ : تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .
 مُرَادٌ : الْيَرُ , ضِدُّ : الْمُنْكَرُ
 تَنْتَهَكُ : তুমি অপমানিত কর, দলিত কর ।
 (إِفْعَال) إِيْتِهَامًا : অপমানিত করা, দলিত করা ।
 (ف) نَهَكَ - : প্রভাবিত করা ।
 مَادَّةُ : (ن. ه. ك) , جِنْس : صَحِيح
 مُرَادٌ : تَهَكُّ , ضِدُّ : تَعْظِيمُ / تَكْرِيمُ
 الْجَمْعُ : সংরক্ষিত চারদিক, সংরক্ষিত এলাকা বা তার সীমারেখা ।
 فِي الْعَوْنِ : أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمًى اللَّهِ مَحْرَمُهُ .

مَادَّةُ : (ح. م. ي) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي
 مُرَادٌ : الْمَحْصَى , ضِدُّ : مَفْتُوحٌ
 تَحْمِي : তুমি বাধা দাও/ বাচাও ।
 (ض) مَحَبٌ - حِمِيَّةٌ , حِمَايَةٌ : রক্ষা করা, বাধা দেওয়া, রোধ করা, বাচানো ।
 (فَعْل) تَحَوَّبَ , (إِفْعَال) إِحْتِمَاءٌ : ক্ষতিকর বিষয় থেকে বেঁচে থাকা । বিরত থাকা ।
 (فَعْل) إِحْمَاءٌ - الْحَيْدُ : অধিক গরম করা ।
 - الْمَكَانُ : সংরক্ষিত এলাকা বানানো ।
 (إ) حِمِيًا (النَّارُ) : উত্তপ্ত হওয়া ।
 فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ .
 مَادَّةُ : (ح. م. ي) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي
 مُرَادٌ : تَنْهَى / تَمْنَعُ , ضِدُّ : تَأْمُرُ / تَشْتَفِلُ
 الْمُنْكَرُ : অসংকাজ, মন্দ কাজ ।
 (ض) تَنْكَرُ : না চেনা, না জানা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ .
 مُرَادٌ : مُنْكَرٌ , ضِدُّ : مَعْرُوفٌ
 لَا تَتَحَامَى : তুমি বেঁচে থাক না, বিরত থাক না ।
 (تَفَاعُل) تَحَايَا : বেঁচে থাকা, বিরত থাকা ।
 فِي الْقُرْآنِ : إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحِشْبَةَ .
 مَادَّةُ : (ح. م. ي) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي
 مُرَادٌ : لَا تَمْتَنِعُ , ضِدُّ : لَا تَشْتَفِلُ
 تَزْحِجُ : তুমি দূরে রাখ, সরিয়ে রাখ ।
 (فَعْل) زَحَجَةً - : দূরে রাখা, সরিয়ে রাখা ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَسَنَ زَحَرْنَا عَنِ النَّارِ وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ فَقَدْ قَارَ
 مَادَّةُ : (ز. ح. ز. ح) , جِنْس : مُصَاعَفٌ رَائِي
 مُرَادٌ : تَبَوَّأَ , ضِدُّ : تَقَرَّبَ
 الظُّلْمُ : জুলুম, অত্যাচার ।
 الظُّلْمُ (ض) مَصْد : অত্যাচার করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .
 مَادَّةُ : (ظ. ل. م) , جِنْس : صَحِيح
 مُرَادٌ : جَمُودٌ / يَغْمَرُ , ضِدُّ : عَدَلُ

তুমি লিখ হও, তুমি কর। [এখানে লিখ হওয়া] : تَفْعَلُ

(স) غَشَّيْنَا : ঢেকে রাখা, আবৃত করা।

(স) غَشَّيْنَا : (ন) غَشَّرَا - مُلَّتْنَا : কারও কাছে গমন করা।

- الْأَمْرُ : কোনো কাজে লিখ হওয়া।

غَشَّيْنَا (স) غَشَّيْنَا, غَشَّيْنَا - عَلَيْهِ : বেইশ হওয়া।

(স) غَشَّيْنَا - الْأَمْرُ فَلَا تَكُنْ : কোনো বিষয় কর্তৃক কাউকে

লিখ রাখা।

(تَفْعِيل) تَفْعَلُ : ঢেকে রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : تَفْعِيلُهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَّيَهُمْ -

مَا هُ : (গ-শ-য), جَس : নাকিস বানী

مُرَاف : تَفْعِيلُ/تَبَايُحُ, جَس : مُعْرِضُ

تَفْعِيلُ : তুমি ভয় কর।

(স) جَس, غَشَّيْنَا : - : ভয় করা।

(تَفْعِيل) تَفْعِيلُ : ভয় দেখানো।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ -

مَا هُ : (গ-শ-য), جَس : নাকিস বানী

مُرَاف : تَخَافُ, جَس : تَأْمَنُ

النَّاسُ (إِسْمُ النِّعَةِ يَشْفِي قَوْمَ, رَفَعُ, رَاجِدُ إِنْسَانٍ) :

মানুষ, মানবজাতি, জিন ও মানব।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

مَا هُ : (ন-ও-স), جَس : أَجَوَفُ وَارِي

مُرَاف : أَلْبَسُوا, جَس : أَلْبَسُوا

أَحَقَّ (إِسْمُ تَفْعِيلٍ, مَذ) : অধিক শ্রেয়।

(ن) حَقًّا : - : সত্যতা বা অধিকারে অগ্রণী হওয়া।

(ض) حَقًّا - عَلَيْهِ : অপরিহার্য হওয়া। আবশ্যক হওয়া।

(ن) حَقًّا - الْأَمْرُ : প্রমাণিত ও অবধারিত হওয়া।

الْقُرْآنِ : لَمَّا هَدَّيْنَاهُ أَحَقَّ مِنْ شَهَادَتِيهِمَا

مَا هُ : (হ-ও-ন), جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَاف : أَجْعَلُ/أَلْبَسُ, جَس : أَهْوَنُ

أَنْشُدَ : শ্লোক আবৃত্তি করল।

(إِنْشَاد) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।

(ن) ض) نَشَدًا : হারানো বস্তু অনুসন্ধান করা।

فِي الْعِدْبَةِ : سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي سَالَةَ فَيُ الْمَسِيدِ -

مَا هُ : (ন-শ-দ), جَس : صَبِيح

مُرَاف : قَرَأَ/دَرَسَ, جَس : سَكَّتْ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : تَغِيثُ عَنِ النَّكَرِ وَلَا تَتَحَاوَاهُ :

শব্দটি আদ্য হলে তগিথ ফেয়েল

হচ্ছে عَنِ النَّكَرِ এবং مَفْعُولُ بِهِ مَحْذُوفٌ -এর

আর جَالِيَهُ টা রাও এবং مَتَعَلِّقٌ -এর সাথে

আর جَالِيَهُ টা রাও অতঃপর حَالٌ জুমলাটি

-এর ফায়েল।

قَوْلُهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ :

হচ্ছে النَّاسِ আদ্য হলে তখশা ফেয়েল

আর جَالِيَهُ টা রাও এবং مَفْعُولُ بِهِ

আর مَضَانٌ এবং تَفْعِيلُ إِسْمِ শব্দটি

আর مَضَانٌ তারপর مَضَانٌ

আর جَالِيَهُ টা রাও এবং مَضَانٌ

আর جَالِيَهُ টা রাও এবং মিলে মিলে

আর جَالِيَهُ টা রাও এবং মিলে মিলে

আর جَالِيَهُ টা রাও এবং মিলে মিলে

বালাপাত

قَوْلُهُ : ثُمَّ تَفْشَاهُ وَتَغْشَى :

এখানে تَغْشَى এবং تَفْشَى

হয়েছে।

قَوْلُهُ : وَتَغْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ :

এ বাক্যের মধ্যে উভয় তখশা

হয়েছে।

(إِعْمَال) إِنشَاءً - عَلَيْهِ : প্রশংসা করা ।

(إِسْتِغْنَال) إِشْفَاءً : ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা ।

فِي الْقُرْآن : أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتَوُونَ سُورَهُمْ -

فِي الْحَدِيث : قَبْلَ أَنْ يَنْشَأَ رَجُلُهُ -

مَادَّة : (ث. - য. -), جِنْس : نَاقِصٌ بِأَيِّ

مُرَافِق : صَرَفٌ

انْتِصَابٌ : আকর্ষণ, মনোযোগ, অনুরাগ ।

(إِنْفِعَال) إِنْبِطَابًا (স) صِبَابَةٌ : আকৃষ্ট হওয়া, আসক্ত হওয়া ।

(ن) صَبًا : প্রবাহিত করা ।

فِي الْقُرْآن : أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا -

مَادَّة : (ص. - প. - ব. -), جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِق : الشَّرْقُ/الْعَبْ/الْمَيْدَانُ , ضِدُّ : الْإِعْرَاضُ

(مَا) يَسْتَوْفِقُ : সে প্রকৃতিস্থ হয় না ।

(إِسْتِغْنَال) إِشْفَاءً (إِعْمَال) إِفَادَةً : আরোগ্য লাভ করা ।

سُخِّدَ هُوَ : সুস্থ হওয়া ।

جَاهَزَتْ هُوَ : জাহাজ হওয়া ।

سَحَبَتْ هُوَ : সচেতন হওয়া ।

فِي الْقُرْآن : قُلْنَا أَفَأَنْتَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ -

مَادَّة : (ف. - ও. -), جِنْس : أَحْوَجٌ وَأَوَى

مُرَافِق : يَسْتَرْيِعُ , ضِدُّ : يَغْشَى/يَضَعُ

عَرَامٌ : আসক্তি, অন্তরের যাতনাদায়ক ভালোবাসা, ধ্বংস, শাস্তি ।

(س) عَرَمًا , عَرَامَةً , مَقْرَمًا - الدِّين : ঋণ পরিশোধ করা ।

- فِي الصَّجَارَةِ : গল্ফা দেওয়া ।

(إِعْمَال) إِعْرَامًا , تَغْيِيلٌ تَغْرِيمًا - ه - الْمَدِين :

ঋণ পরিশোধ অপরিহার্য করে দেওয়া । দায়গ্রস্ত সাব্যস্ত করা ।

أَعْرَمَ بِالشَّيْ : কোনো বস্তুর প্রতি অধিক আকৃষ্ট হওয়া ।

فِي الْقُرْآن : إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ عَرَامًا -

مَادَّة : (غ. - র. - ম. -), جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَافِق : النِّعْمَةُ , ضِدُّ : الْكَفَرَةُ

قَرَطٌ : আতিশয়া ।

قَرَطَ (ن) مَصَد : সীমালঙ্ঘন করা ।

فِي الْقُرْآن : مَا قَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

مَادَّة : (ف. - র. - টা), جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَافِق : مُبَالَغَةٌ , ضِدُّ : إِعْتِدَالٌ

صِبَابَةٌ : প্রেম, ভালবাসা ।

صِبَابَةٌ (س) مَصَد : আসক্ত হওয়া ।

قَالَ الْكَسْبِيُّ : وَلَسْتُ تَصَبُّ إِلَيَّ الطَّاعِنِينَ إِذَا

صَدَيْتُكَ لَمْ يَصَبِّ

مَادَّة : (ص. - প. - ব. -), جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِق : الْعُجْبُ/تَوَقَّانٌ

(كُو) دَرَى : [যদি] সে জানত ।

(ض) دَرَى , وَرَابَةٌ , وَرِيَّةٌ : জানা ।

فِي الْقُرْآن : لَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادًا تَكْسِبُ عَذَابًا -

مَادَّة : (د. - র. - য. -), جِنْس : نَاقِصٌ بِأَيِّ

مُرَافِق : عَلِيمٌ , حَيْكَلٌ

كَفَى (ض) كِفَايَةً : [হতো] - যথেষ্ট হল

(ض) كِفَايَةً : যথেষ্ট হওয়া ।

فِي الْقُرْآن : وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا -

مَادَّة : (ك. - ফ. - য. -), جِنْس : نَاقِصٌ بِأَيِّ

مُرَافِق : اِفْتَتَحَ

(مَا) يَرُومُ : [যা] সে পেতে ইচ্ছা করছে ।

(ن) رَوَّمَ , مَرَامًا - ه : অবৈষণ করা । কিছু পেতে ইচ্ছা করা ।

مَادَّة : (ر. - ও. - ম. -), جِنْس : أَحْوَجٌ وَأَوَى

مُرَافِق : يُوْنِدُ/يَطْلُبُ , ضِدُّ : يَكْرَهُ

صِبَابَةٌ (ج) صِبَابَاتٌ , صَبَّاحٌ : পাত্রে অবশিষ্ট পানি, যতসামান্য ।

قَالَ الْأَخْطَلُ : جَادَ الْفِلَالُ لَمْ يَدَاثْ صِبَابَةً

مَادَّة : (ص. - প. - ব. -), جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِق : فَضْلَةٌ , ضِدُّ : جَمِيعٌ

لَيْدٌ : সিক্ত করল ।

(تَغْيِيل) تَلْيِينًا - الْمَطَرُ الْأَرْضُ : মাটিকে জমিয়ে দেওয়া ।

سِكِّتَ : সিক্ত করা ।

(ن) كَبُرَ بِأَيِّ لَيْكَان : অবস্থান করা । আটকে থাকা ।

يَقَالُ : كَبُرَ عَجَابُهُ : সে যে কাজে নিরত ছিল তা থেকে বিরত হলো ।

مَادَّة : (ل. - প. - দ. -), جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَافِق : طَوَى

عَجَاجَةٌ : (ج) عَجَاجٌ : ধোয়া । মানুষের হেঁচ ।

(ض. س) عَجَا : আওয়াজ বুলন্দ করা ।

فِي الْحَدِيثِ : أَمَّا الْعَجُّ الْمَجُّ وَالْعَجُّ الْمَجُّ رَمَعُ

الصَّوْتِ بِالتَّجْدِيدِ وَالْعَجُّ صَبَّ دَمِ الْهَدْيِ

يُقَالُ : كَفَّ عَجَاجَهُ عَلَيْهِ : সে তার প্রতি আক্রমণ করল ।

مَادَهُ : (ع-ج-ج) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : مُبَارَا , ضَدٌّ : طَبَعٌ

عَيْضٌ : নিল । তকিয়ে নিল ।

(تَفْعِيلٌ) تَغْيِيضًا : তকিয়ে নেওয়া ।

(ض) غَيْضًا : তকিয়ে দেওয়া । তকিয়ে যাওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَغْيِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

مَادَهُ : (ع-ي-ض) , جنس : أَجْوَدُ بَيَانِي

مُرَادٌ : جَعَفٌ , ضَدٌّ : بَلَّلٌ

مُجَاجَةٌ : (ج) مُجَاجٌ : মুখের ফোনা, পুথু, নির্ঘাস ।

(ن) مَجَا : পুথু ফেলা ।

فِي الْحَدِيثِ : أَخَذَ مِنَ الدُّلُو حُشُوَ مَاءٍ فَمَجَّهَا فِي يَمِينِهِ .

مَادَهُ : (م-ج-ج) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : رَمَعٌ

إِعْتَضَدَ : কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নিল ।

(اِفْتِئَالَ) اِفْتِئَادًا : কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে নেওয়া ।

- يُمْلَأُن : সাহায্য নেওয়া ।

(ن) عَضَدَهُ : বাহুতে আঘাত করা । সাহায্য করা ।

فِي الْقُرْآنِ : سَتَدُّ عَضْدَكَ بِأَوْحِكَ

مَادَهُ : (ع-ض-د) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : عُلِقَ (بِالْمَضَدِ)

شَكْوَةٌ : (ج) شَكْوَاتٌ : মশক, পানি রাখার চর্ম নির্মিত পায় ।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ شَكْوَةٌ يَنْفَعُ

فِيهَا زَيْبًا .

مَادَهُ : (ش-ك-و) , جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : قَرَبَةٌ

تَأَيَّطَ : বগলদাবা করল ।

(تَفْعُلٌ) تَأَيَّطًا : বগলদাবা করা ।

بِقَوْلِ الْعَرَبِ : تَأَيَّطَ شَرًّا

فِي الْحَدِيثِ : أَمَا وَاللَّهِ إِنْ أَعَدَّكُمْ لِيُخْرِجُ سَيِّئَاتِي

مَادَهُ : (ب-ط) , جنس : مَهْمُوزُ الْفَاءِ

مُرَادٌ : (ج) هَرَاوِي , هُرِي , هِرِي : দণ্ড, যষ্টি, লাঠি ।

نَا هَرَاوِي : লাঠি দ্বারা আঘাত করা ।

فِي الْحَدِيثِ : خَرَجَ صَاحِبُ الْهَرَاوِي - أَرَادَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

مَادَهُ : (ه-ر-و) , جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : الْعَصَا

رَبَّتْ : অপলক দৃষ্টিতে প্রত্যাক করল ।

يَا رُبَّاءُ , رَبَّتْ : (تَفْعُلٌ) تَرَبَّيَتْ : অপলক দৃষ্টিতে তাকানো ।

غَابِغِي : গাওয়া ।

فَالْشَّاعِرُ : يَا صَاحِبِ إِنِّي أَرْجُو كَمَا *

لَا تَحْتَرِمَانِي إِنِّي أَرْجُو كَمَا

مَادَهُ : (ر-ن-و) , جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : نَظَرَتْ / رَأَتْ , ضَدٌّ : غَضَتْ

الْجَمَاعَةُ : (ج) جَمَاعَاتٌ : সমবেত লোকজন ।

(ا) جَمَعًا : একত্র করা ।

الْجَمَاعُ : একত্র হওয়া । একত্র করা ।

فِي الْحَدِيثِ : يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ

مَادَهُ : (ج-م-ع) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : طَائِفَةٌ , ضَدٌّ : مُتَفَرِّقَةٌ

نَعْفُزُ : গমনোদ্যোগ ।

نَعَزَ (تَفْعُلٌ) مَصَد : উঠা বা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া ।

اِفْتِئَالَ) اِحْتِفَازًا : উদ্যত হওয়া, তাড়াহুড়া করা ।

غَرَا غَفْرًا : খাকা দেওয়া ।

مَادَهُ : (ع-ف-ز) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : تَهَيَّأَ

رَأَتْ : দেখল ।

(ا) رَأَى , رُؤْيَا : দেখা, প্রত্যাক করা ।

اِفْتِئَالَ) اِرْأَا : দেখানো, প্রদর্শন করা ।

اِفْتِئَالَ) اِرْأَا , رُؤْيَا , رَأَى : বাস্তবের বিপরীত ভালো দেখানো ।

اِفْتِئَالَ) اِرْأَا , رُؤْيَا , رَأَى : বাস্তবের বিপরীত ভালো দেখানো ।

وَقَالَ : اِصْرِفْ هَذَا فِى نَفَقَتِكَ اَوْ فَرِّقْهُ عَلَى رَفَقَتِكَ . فَقَبِلَهُ مِنْهُمْ مُغَضِبًا ، وَاَنْشَأَ عَنْهُمْ مَثْنِيًا ، وَجَعَلَ يُوَدِّعُ مَنْ يَشِيعُهُ ، لِيَخْفَى عَلَيْهِ مَهْبِعُهُ ، وَتَسْرِبُ مَنْ يَتَّبَعُهُ ، لِكَيْ يَجْهَلَ مَرَبِعُهُ . قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ : فَاتَّبَعْتُهُ مُوَارِيًا عَنْهُ عِيَانِي ، وَقَفَوْتُ اِثْرَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَرَانِي ، حَتَّى اِنْتَهَى اِلَى مَغَارَةٍ ، فَاَنْسَابَ فِيهَا عَلَى غَرَارٍ .

অনুবাদ : আর বলল, এগুলো আপনি আপনার ব্যয় খাতে অথবা আপনার আপনজনদের মধ্যে বিতরণ করুন। তখন তিনি আনত নয়নে তাদের থেকে তা গ্রহণ করলেন এবং [তাদের] প্রশংসা করে তাদের থেকে বিদায় নিলেন। আর যারা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছে তাদেরকে তিনি বিদায় জানাতে লাগলেন, যাতে তাদের কাছে তার পথ অজ্ঞাত থাকে এবং যারা তাঁর পেছনে চলছে তাদেরকে তিনি পৃথক করতে লাগলেন, যাতে তাঁর আস্তানা অজানা থাকে। হারিস ইবনে হামাম বলেন, অতঃপর আমি তাঁর থেকে নিজেকে গোপন রেখে তাঁর পেছনে পেছনে চললাম এবং আমি এভাবে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে লাগলাম, যাতে তিনি আমাকে না দেখেন। অবশেষে তিনি একটি গুহায় পৌঁছলেন এবং চুপিসারে তাতে দ্রুত বেগে প্রবেশ করলেন।

শাস্তিক অনুবাদ : قَالَ : اِصْرِفْ اَوْ فَرِّقْ هَذَا فِى نَفَقَتِكَ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ اَوْ اَوْفِدْهُ a

শব্দ বিশ্লেষণ

আপনি খরচ করুন। اِصْرِفْ : (ض) صَرَفًا : ফিরিয়ে দেওয়া, খরচ করা।
فِى الْقُرْآنِ : وَلَا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ .
مَاهِدٌ : (ص. ر. ف) جَسَدٌ : صَنِيعٌ
مُرَاوٍ : اَنْتَقَى : جَدَّ : اَخْرَجَ
نَفَقَةٌ : (ج) نَفَقَاتٌ ، نَفَقَاتٌ ، اَنْفَاقٌ : ব্যায়খাত, খরচের খাত।
(اِفْعَال) اِنْفَاقًا : খরচ করা।
فِى الْقُرْآنِ : وَاتَّبِعُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ
مَاهِدٌ : (ن. ف. ق) ، جَسَدٌ : صَنِيعٌ
مُرَاوٍ : مَصْرُفٌ / صَرَفٌ
فَرَّقَ : আপনি বিতরণ করুন।

পৃথক করা, বিতরণ করা। اَنْفَقَ (ن. ف. ق) : পৃথক হওয়া।
فِى الْعَدِيثِ : لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ .
مُرَاوٍ : قَسَمَ : جَدَّ : اَجْمَعَ
رَفَقَةٌ : (اِسْم جَمْع) رِفَاقٌ ، رِفْقٌ ، اَرْفَاقٌ : আপনজন, বন্ধু-বান্ধব।
فِى الْعَدِيثِ : اللَّهُمَّ بِالرِّفْقِ الْاَعْلَى
مَاهِدٌ : (ا. ر. ف. ق) ، جَسَدٌ : صَنِيعٌ
مُرَاوٍ : صِدْقٌ / صَاحِبٌ : جَدَّ : عَدُوٌّ
قَبِيلٌ : গ্রহণ করল/ করলেন।
(س) قُبُولًا ، قَبُولًا : গ্রহণ করা।
فَقِيلَ : قَبِيلًا : চুমো দেওয়া।

(إِفْعَال) اِتَّبَعَا عَلَيْهِ : অভিযুক্তী হওয়া।

গমন করা। - اَتَّبَعُوا

(تَفَعُّل) تَقَبَّلَ : গ্রহণ করা, কবুল করা।

فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

مَاذِهِ : (ق. ব. ল), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : أَخَذَ، جَذَد : تَرَكَ / رَدَّ

مَقْبُضًا : (حَال) (فَا، مَذ) : চক্ষু বন্ধ করে, আনত নয়নে।

قَالَ عَلَيْهِ رَض : فَكَمْ أَغْضَى الْجَفُونِ عَلَى الْقَدَى

مَاذِهِ : (غ. ض. য়), جَس : نَاقِص يَائِي

مُرَادُف : مُتَوَاضِعًا، جَذَد : مُتَكَبِّرًا

إِنْشَى : ফিরে গেলে, বিদায় নিলে।

(إِنْفِعَال) إِنْشَاءً - عَنْ ... : ফিরে যাওয়া, বিদায় নেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَا إِنَّهُمْ يَخُنُّونَ صُدُورَهُمْ :

مُرَادُف : رَجَعَ

مُتَنَبِّيًا (حَال) (فَا، مَذ) : প্রশংসা করে।

(إِفْعَال) إِنْشَاءً : প্রশংসা করা।

فِي الْحَدِيثِ : لَا أَحْصِي نَفَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ

عَلَى نَفْسِكَ .

مَاذِهِ (ث. ন. য়), جَس : نَاقِص يَائِي

مُرَادُف : حَامِلًا / سَاحِبًا، جَذَد : ذَامًا

(جَعَلَ) يُوَدِّعُ : বিদায় জানাতে লাগলেন।

(تَفَعُّل) تَوَدَّعًا : পরিত্যাগ করা। বিদায় জানানো।

(ف) وَدَّعَا : ছেড়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

مَاذِهِ : (و. দ. গ), جَس : بِمَال

مُرَادُف : يَبُذِّعُ، جَذَد : يَسْتَقْبِلُ

يَسْتَبِيعُ : এগিয়ে দিচ্ছে।

(تَفَعُّل) تَسْبِيحًا : এগিয়ে দেওয়া, বিদায় দেওয়া।

(ض) سَبَّحًا : ছড়িয়ে পড়া।

مَاذِهِ : (শ. য়. গ), جَس : أَجَوَزُ يَائِي

مُرَادُف : يَسْبِيحُ / يُوَدِّعُ، جَذَد : يَسْتَقْبِلُ

(ل) يَخْلَى : [যাতে] গোপন থাকে, অজ্ঞাত থাকে।

(س) خَفَاً، خَفِيَ : গোপন থাকা।

مَهَبِعُ : (ج) مَهَابٌ : উদ্ভূত ও প্রশস্ত রাস্তা।

عَاج (ض) هَاجَ - الشَّنْ : প্রশস্ত হওয়া। সম্ভারিত হওয়া।

قَالَ عَلَيْهِ رَض : اِتَّقُوا الْيَمَعَ وَالْتَزِمُوا الْمَهَبِعَ

مَاذِهِ : (হ. য়. গ), جَس : أَجَوَزُ يَائِي

مُرَادُف : طَرِيقٌ / مَسْجِدٌ

يَسْرُبُ : পৃথক করতে লাগলেন।

(تَفَعُّل) تَسْرَبًا : পৃথক করা।

(ن) سَرَبًا - لَمَّا : পানি প্রবাহিত হওয়া। বের হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا .

مَاذِهِ : (স. র. ব), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : يَتَوَرَّقُ

يَتَتَبِعُ : পেছনে পেছনে চলছে।

(س) تَبِعًا : অনুসরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।

فِي الْحَدِيثِ : فَأَمَرْنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ .

مَاذِهِ : (ত. ব. গ), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : يَتَقَفَّوْا، جَذَد : يَتَقَدَّمُ

(لِكُنْ) يَجْهَلُ (مع) : [যাতে] অজানা থাকে।

(س) جَهَلًا - جَهْلًا : অজানা থাকা, অজ্ঞাত থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ .

مَاذِهِ : (জ. দ. ল), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : يَنْكُرُ، جَذَد : يَبْعُرُ

مَرَبِعُ : (ج) مَرَابِعٌ : আস্তানা, বাসস্থান।

(ف) رُبُوعًا : প্রবেশ করল।

رَبَعًا بِالْمَكَانِ : স্থির হওয়া ও অবস্থান করা।

فِي الْحَدِيثِ : هَلْ تَرَكَ مَقْبِلٌ مِنْ رِبْعٍ .

مَاذِهِ : (র. ব. গ), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : مَتَوَلَّى، جَذَد : مَتَّعَتْ

إِشْبَعَتْ : আমি পেছনে পেছনে চললাম।

(إِفْعَال) إِيْتَابًا : অনুসরণ করা, পেছনে পেছনে চলা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ

اللَّهُ . مَاذِهِ : (ত. ব. গ), جَس : صَحِيح

مُرَادُف : تَبِعْتُ، جَذَد : عَمِيَتْ

مُؤَارِبًا (حَال) (فَا، مَذ) : গোপন রেখে।

(مُتَاعِلَةً) مُؤَارَاةً : গোপন রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ يُؤَارِبُ سَرَاةَ أَجْنِي

مَاذِهِ : (ও. র. য়), جَس : لَيْفَتٌ مُتَفَرِّقٌ

مُرَادُف : مُخْفِيًا، جَذَد : مُظْهِرًا .

عَيَانَ : (ج) عَيْنٌ ، أَعْيَنَ : ব্যক্তি, দেহাবয়ব ।
ثَقُلَ : الثِّقَانُ أَحَدٌ وَسَائِلُ الْمَعْرِفَةِ .
وَفِي السَّيْلِ : لَيْسَ الْخَيْرُ كَالْعَيَانَ .

مَادَهُ : (ع-ي-ن) , جَسَسَ : أَحْوَجَ يَأْنِي
مُرَافِقٌ شَخْصٌ ضِدَّ طَلَّ

قَفَوْتُ : আমি অনুসরণ করলাম ।

(ن) قَفَوْا : قَفَوْا (الْفِتْمَالُ) أَفْتَيْتُ : পেছনে চলা, অনুসরণ করা ।

(تَفَعُّلٌ) تَفَعُّيْتُ : পেছনে আনা ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

مَادَهُ : (ق-ف-ن) , جَسَسَ : نَاقِصٌ وَأَوَى

مُرَافِقٌ : إِيْتَبَعْتُ , ضِدَّ قَفَيْتُ

أَثَرٌ : أَثَرُ (ج) أَثَارٌ , إِثْرٌ : পায়ের চিহ্ন, পদাঙ্ক ।

فِي الْقُرْآنِ : فَانْظُرْ إِلَى أَثَارِ رَحْمَتِهِ

مَادَهُ : (أ-ث-ر) , جَسَسَ : مَهْمُوزٌ الْفَاءُ

مُرَافِقٌ : قَدَّمَ

حَيْثُ : এভাবে যাতে ।

لَا يَرَانِي : তিনি আমাকে না দেখেন ।

(ف) رَأَى : দেখা ।

(الْقَمَالُ) رَأَى : দেখানো ।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي

مَادَهُ : (ر-ي-ن) , جَسَسَ : مُرَكَّبٌ مَهْمُوزٌ الْعَبِيدُ

وَنَاقِصٌ يَأْنِي

مُرَافِقٌ : لَا يَبْصُرُنِي

حَتَّى (حَرَفُ جَارٍ) : অবশেষে ।

إِنْتَهَى : তিনি পৌছলেন ।

(الْفِتْمَالُ) إِنْتَهَى : পৌছা ।

فِي الْقُرْآنِ : قَهْلَ أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ .

مُرَافِقٌ : وَصَلَ .

مَعَارَةٌ : (ج) مَعَارِثُ , مَعَارِثُ : হুহা, লুটতরাজ ।

(ن) غَوَرًا : পানি নিচে নেমে আসা ।

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ أَصْبَحَ مَا بَيْنَ غَوَرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِسَاءٍ مَعِينٍ .

مَادَهُ : (غ-و-ر) , جَسَسَ : أَحْوَجَ وَأَوَى

مُرَافِقٌ : الْفَارُ , ضِدَّ الْمَسْتَوَى

إِنْسَابٌ (الْفِتْمَالُ) (الْإِسْبَابُ) : দ্রুত বেগে প্রবেশ করলেন ।

مُرَافِقٌ : دَخَلَ , ضِدَّ حَرَجَ

حَرَجٌ : শৈশব- কৈশোর, চুপিসার, অনবধানতা ।

অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও শিশু সুলভ কাজ করা, অসঙ্গত হওয়া । সঙ্গত হওয়া ।

أَجْزَأُ : অজ্ঞাতসারে আসা ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَغُرُّكُمْ تَغْلِبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْيَلَادِ

مَادَهُ : (غ-ر-ر) , جَسَسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافِقٌ : غَفَلَةٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

ثَرُلٌ : تَفَعَّلَ مِنْهُمْ مُتَعَلِّقٌ :

মুদ্রল পি শব্দটি আর دُوَالْحَال হলো ضَمِير ফেয়েল

تَفَعَّلَ আর مُتَعَلِّقٌ তার সাথে ফেয়েলের কিল

হলো অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

মিলে কিল হলে অতঃপর دُوَالْحَال এবং تَفَعَّلَ তার সাথে

فَأَمَلَتْهُ رَبِّمَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ، وَغَسَلَ
رِجْلَيْهِ، ثُمَّ هَجَمَتْ عَلَيْهِ، فَوَجَدَتْهُ مَثَانِفًا
لِئَلْيَمِيذٍ، عَلَى خُبَرٍ سَمِيذٍ، وَجَدِي حَيْنِيذٍ،
وَقَبَالَتْهُمَا خَابِيَةً تَبِيذٍ، فَقُلْتُ لَهُ:
يَاهَذَا! أَكُونُ ذَاكَ خَبِيرَكَ وَهَذَا مَخْبِرَكَ!
فَزَفَرَ زَفْرَةَ الْقَبِيظِ، وَكَادَ يَتَمَيَّزُ مِنْ
يَزَلُ بِحَمْلِقٍ إِلَيَّ، حَتَّى خَفْتُ الْغَيْظِ، وَلَمْ
أَنْ يَسْطُو عَلَيَّ، فَلَمَّا أَنْ خَبَتْ نَارُهُ،
وَتَوَارَى أَوَارُهُ، أَنْشَدَ:

অনুবাদ : আমি তাকে এ টুকু অবকাশ দিলাম, যাতে
তিনি তাঁর জুতো দু'টো খুলে নেন এবং তাঁর পা দু'টো
ধুয়ে নেন। তারপর আমি হঠাৎ তাঁর কাছে হাজির হলাম
এবং আমি তাকে ভূনা ছাগল ছানা-র গোশত ও ময়দার
কুটির দস্তুরখানে এক শিষ্যের সাথে উপবিষ্ট অবস্থায়
পেলাম। তাঁদের উভয়ের সামনে রয়েছে নবীযের মটকা।
আমি তাকে বললাম, এই যে! সেটা কি আপনার বক্তৃতা,
আর এটা আপনার অভ্যন্তরীণ অবস্থা! তখন তিনি
ঐশ্বকালের অত্যাঞ্চ বায়ুর ন্যায় দীর্ঘ শ্বাস ছাড়লেন এবং
কোথেকে ফেটে পড়ার উপক্রম করলেন; আর আমার প্রতি
প্রশ্নর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ফলে আমি ভয় করলাম
যে, তিনি আমার প্রতি আক্রমণ করে বসবেন। অতঃপর
যখন তাঁর ক্রোধাগ্নি নির্বাপিত হলো এবং তার কুল্লিস
স্তিমিত হলো তখন তিনি নিম্নের শ্লোকগুলো আবৃত্তি করলেন:

শাব্বিক অনুবাদ : فَأَمَلْتُ : আমি তাকে অবকাশ দিলাম এটুকু خَلَعَ তিনি খুলে নেন نَعْلَيْهِ তাঁর জুতা দু'টো
وَوَجَدْتُهُ : এবং وَجَدْتُ : আমি হঠাৎ হাজির হলাম عَلَيْهِ তাঁর কাছে هَجَمْتُ : আমি তাকে পেলাম مَثَانِفًا উপবিষ্ট অবস্থায়
وَقَبَالَتْهُمَا : তাহাদের উভয়ের সামনে রয়েছে خَابِيَةً মটকা تَبِيذٍ নবীযের (খেজুর ডেজানো পানি) فَقُلْتُ : আমি তাকে বললাম
يَاهَذَا : এই যে, أَكُونُ : সেটা কি أَنْشَدَ : আপনার বক্তৃতা, وَهَذَا : আর এটা مَخْبِرَكَ : আপনার অভ্যন্তরীণ অবস্থা
فَزَفَرَ : ফেটে زَفْرَةَ : পড়ার উপক্রম করলেন الْقَبِيظِ : কোথেকে يَزَلُ : আমার প্রতি بِحَمْلِقٍ : প্রশ্নর দৃষ্টিতে
وَلَمْ : আর حَتَّى : তাকিয়ে خَفْتُ : ফলে আমি ভয় করলাম الْغَيْظِ : যে, তিনি আক্রমণ করে বসবেন
فَلَمَّا : অতঃপর أَنْ : যখন خَبَتْ : নির্বাপিত হলো نَارُهُ : তার ক্রোধাগ্নি وَتَوَارَى : এবং
أَوَارُهُ : তার কুল্লিস أَنْشَدَ : তখন তিনি আবৃত্তি করলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَمَلْتُ : আমি অবকাশ দিলাম।
(إِفْعَال) اِمْتَلَأَ، (تَفْعِيل) تَمَلَّأَ :
সুযোগ/অবকাশ দেওয়া।
(ف) مَهَّلًا، (تَفْعِيل) تَمَلَّأَ :
ধীরে সুস্থে কাজ করা।
فِي الْقُرَانِ : أَمَلْتُمْ رَوَيْدًا -
سَاهِدَ (م. د. ل.)، جَسَّ : صَرَّحَ
مُرَافِقٌ : أَنْظَرْتُ
رَبِّمَا (رَبَّ، سَ) : এ টুকু, এ পরিমাণ।
رَبَّ (ض) مَسَدَ : দেখি করা, বিলম্ব করা।
فِي الْحَوِيثِ : قَلَمْتُ بَلَيْتُ إِلَّا رَبِّمَا -
سَاهِدَ (و. ي. ث.)، جَسَّ : أَجَوَفُ بَائِي
مُرَافِقٌ : قَدَرْتُ

خَلَعَ : খুললেন [খুলে নেন]।
(ف) خَلَعًا : খুলে ফেলা, খোলা।
(مُفَاعَلَة) مَخَالَمَةٌ : অর্ধের বিনিময়ে হানী থেকে পৃথক হওয়া।
فِي الْقُرَانِ : فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ -
سَاهِدَ (خ. ل. د.)، جَسَّ : صَرَّحَ
مُرَافِقٌ : نَزَعَ، جَسَّ : كَيْسٌ/إِحْدَى.
نَعْلٌ : (ج) نَعْلَانِ، أَنْعَلَ : জুতা, চপ্পল।
فِي الْحَوِيثِ : إِذَا اِبْتَلَيْتَ الرَّعَالَ فَالْعَلَوُ فِي الرَّحَالِ -
سَاهِدَ (ن. د. ل.)، جَسَّ : صَرَّحَ
مُرَافِقٌ : جَعَلَ
غَسَلَ : গুলেন [ধুয়ে নেন]।

(ض) عَسَلًا : দৌত করা।

(اِفْتَعَالَ) اِفْعِسَالًا : গোসল করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَاغِيْرًا وَوَجُوْعًا .

مَاَذَه : (غ-س-ل) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : تَطْف

رَجُلٌ : (ج) اَرْجُلٌ : পা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاَرْجَلُكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ .

مَاَذَه : (ر-ج-ل) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : قَدَمٌ , يَدٌ , رَأْسٌ

هَجَمْتُ : হঠাৎ আমি হাজির হলাম।

(ن) هَجَوْتُ : অতর্কিতভাবে আসা, হঠাৎ প্রবেশ করা। একে।

অন্যের উপর অতর্কিত আক্রমণ করা।

مَاَذَه : (و-ج-م) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : دَخَلْتُ

وَجَدْتُ : আমি পেলাম।

(ض) وَجَدًا , وَجُودًا : পাওয়া।

(اِفْعَالَ) اِيجَادًا : সৃষ্টি করা।

فِي الْقُرْآنِ : اِنْنِى وَجَدْتُ اِمْرَاَةً لِّكُم .

مَاَذَه : (و-ج-د) , جَنَس : مِتَالِ وَاَوَى

مُرَادُف : اَلْقَيْتُ مَد : قَذَلْتُ

سَفَّيْنِ (نَا, مَد) : পরশরে হাঁটু সরাবর করে উপবিষ্ট। বসিষ্ট সহচর।

(مُعَاَلَةً) مُتَاَفَةً : পরস্পরে হাঁটু বরাবর করে বসা।

(ض) تَفَّسًا : প্রতিহত করা। প্রহার করা। জড়িয়ে থাকা।

فِي حَدِيثِ اَبِي الدَّرْدَاءِ : اَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

مِثْلَ ثُغْمَةِ البَعِيْرِ .

مَاَذَه : (ث-ف-ن) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : مُصَاحِبًا / مُسْنَدًا (رُكْبَتَيْنِ)

تَلْمِيْذٌ : (ج) تَلَامِيْذٌ , تَلَامِيْذَةٌ : ছাত্র, শিষ্য, বাস্দের।

قَالَ الشَّاعِرُ لَيْسَ

فَالسَّاءُ يَجْلُوْ مُتَوَنِّهٍ كَمَا * يَجْلُوْ التَّلَامِيْذُ لَوْلَا كَيْفِيَّتُ

مَاَذَه : (ل-م-ذ) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : طَالِبٌ / مُتَعَلِّمٌ

خَبِيْرٌ : (ج) خُبَيْرٌ , أَخْبَارٌ : কুতি।

فِي الْقُرْآنِ : اَحْبِلْ قَوْقَ رَأْسِيْ خُبْرًا .

مَاَذَه : (خ-ب-ز) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : رَغِيْفٌ

سَبِيْعٌ , سَبِيْدٌ : সাদা আটা, ময়দা।

مَاَذَه : (س-م-ذ) , جَنَس : صَحِيح , مُرَادُف : حَوَارِي

এক বছরের ছাগল-ছানা। : جَدًا , جَدِيَانٌ :

(ج-د-ي) , جَنَس : نَاقِصٌ يَائِسِي

جَدًا / بَهْمَةٌ

جُدْنَا : গোসত, গরম পানি।

فِي الْقُرْآنِ : قَبَاً يَمْعِلُ حَنِيْبٌ .

جُدْنَا : জুনা করা।

مَاَذَه : (ج-ن-ذ) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : مَشْوَى , يَدٌ : مَشْوَجٌ

قَبَالَةٌ : সম্মুখে, সামনে, অগ্রে।

مَاَذَه : (ق-ب-ل) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : اَسَامٌ , يَدٌ : خَلْفٌ / وَرَاءُ

خَائِبَةٌ : (ج) خَوَائِبٌ , خَوَائِسُ : মটকা, জালা।

مَاَذَه : (خ-ب-و) , جَنَس : نَاقِصٌ وَاَوَى

مُرَادُف : جَبُوْ

يَبُوْ : (ج) اُنْبُوْ : আকুর বা বেকুর নিতানে পানীয়। বেকুর ডেজানো পানি।

مَاَذَه : (ن-ب-ذ) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : عَصِيْرٌ

خَبِيْرٌ : (ج) أَخْبَارٌ , أَخْبِيْرٌ : সংবাদ, [গৌণ অর্থ] বক্তৃতা, বহিষ্কৃত অবস্থা।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خَبْرًا .

مَاَذَه : (خ-ب-ر) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : نَبَأٌ

مُخْبِرٌ : সংবাদ বা পরীক্ষারূপ অবগতি, [এখানে] অত্যন্তরীণ অবস্থা।

زَفَرٌ : উচ্চদীর্ঘ শ্বাস ছাড়ানো।

(ض) زَفَرًا , زَفِيْرًا : দীর্ঘশ্বাস ছাড়া, উচ্চশ্বাস ছাড়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَّهْمُ فِيْهَا زَفِيْرٌ زَفِيْرٌ .

مَاَذَه : (ز-ف-ر) , جَنَس : صَحِيح

مُرَادُف : تَنَفَّسٌ

زَفَرَةٌ : (ج) زَفَرَاتٌ : দীর্ঘশ্বাস, উচ্চশ্বাস।

مُرَادُف : تَنَفَّسٌ

الْقَيْطُ : (ج) اَقْبَاطٌ , قَيْطٌ : গরমের তীব্রতা, গ্রীষ্মকাল।

(ض) قَيْطًا : তীব্র গরম পড়া।

مَاَذَه : (ق-ي-ط) , جَنَس : أَخَوَفٌ يَائِسِي

مُرَادُف : الصَّبِيْفُ / الْعَرُ (الشَّيْبَةُ) , يَدٌ : الْبَرْدُ

كَأَدٌ : يَتَمَيَّرُ : কেটে পড়ার উপক্রম করানো।

اَنْفَعَلَ : تَمَيَّرًا : বিচ্ছিন্ন হওয়া, কেটে পড়া।

(ض) تَمَيَّرًا , اَنْفَعَلَ : تَمَيَّرًا , اِنْفَعَلَ : إِمَارَةٌ : পৃথক করা।

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হওয়া : سَارَ - السَّيْرُ :
(إِنْفَعَال) إِسْيَارًا : (إِنْفَعَال) إِسْيَارًا : (إِسْتِفْعَال) إِسْيَارًا :
পৃথক হওয়া । বিচ্ছিন্ন হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : تَكَادَ تَمَيَّرَ مِنَ الْقَيْظِ -

মাদে : (ম. য. র) , جُنِسَ : أَجُوفَ يَأَيَّ

مِرَادُفٌ : يَتَقَرَّرُ

অল্প ক্ষোভ, ক্রোধ ।

الْقَيْظُ (ض) : مَصَدٌّ :

স্বপ্ন হওয়া, ক্রোধান্বিত হওয়া । تَغَيَّبَ (إِنْفَعَال) إِغْيَابًا :

فِي الْقُرْآنِ : وَالْكَافِرِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ -

মাদে : (গ. য. প) , جُنِسَ : أَجُوفَ يَأَيَّ

مِرَادُفٌ : الْغَيْظُ : يَنْدُ : الْآثَامُ

... রইল/ রইলেন, থাকল/ থাকলেন । لَمْ يَزَلْ

বিচ্ছিন্ন নেমে তাকালেন । প্রথর দৃষ্টিতে তাকালেন । يَحْمِلُ

(تَعَلَّلَ) حَلَلَةً : প্রথর দৃষ্টিতে তাকানো ।

মাদে : (ম. য. ল. ন) , جُنِسَ : صَحِيحٌ

مِرَادُفٌ : يَتَوَقَّنُ (النَّظَرُ)

অনিত ভয় করলাম । خَفَّتْ

আশঙ্কা করা, ভয় করা : خَوَّفَ : سَفَافَةٌ :

فِي الْقُرْآنِ : أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ -

মাদে : (খ. ও. ফ) , جُنِسَ : أَجُوفَ وَآوَى

مِرَادُفٌ : فَرَعَتْ : يَنْدُ : أَيْتٌ

আক্রমণ করবেন । يَسْتَطِرُّ

(ن) سَطَرًا , سَطَرَةً , (إِنْفَعَال) إِسْطَاءً - بِمِ رَعِيٍّ : কাবু করা ।

আক্রমণ করা ।

فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُونَ يَسْطُرُونَ -

মাদে : (স. প. ও) , جُنِسَ : نَاقِصٌ وَآوَى

مِرَادُفٌ : يَصْرُلُ

عَلَيَّ : (عَلَى) حَزَبٌ جَارٌ أَيْتٌ إِلَى بَاءِ التَّكْمِيلِ : আমার প্রতি ।

حَبَّتْ : নির্বাণিত হলো ।

(ن) حَبَّرًا , حَبَّرًا : নিতে যাওয়া, স্তিমিত হওয়া ।

(إِنْفَعَال) إِخْيَاءً : নিভিয়ে দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَا حَبَّتْ زِدْنَاهُمْ سِينًا -

মাদে : (খ. ব. ও) , جُنِسَ : نَاقِصٌ وَآوَى

مِرَادُفٌ : حَبَّتْ : يَنْدُ : دَكَّتْ

نَارٌ : (ج) أَنْوَرُ , زَيْرَانُ , زَيْرَةً : অগ্নি, [এখানে] ক্রোধান্বিত ।

تَوَارَى : লুপ্ত হলো, স্তিমিত হলো ।

(تَفَاعُلٌ) تَوَارَى : আত্মগোপন করা, স্তিমিত হওয়া ।

(ض) ح) وَرَبًّا , وَرَبًّا , رَيْبَةً - الزُّنْدُ :

পাথরের ঘর্ষণে অগ্নি বের করা ।

- النَّارُ : অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ -

মাদে : (অ. ও. য) , جُنِسَ : لَيْفِيْفٌ مَقْرُونٌ

مِرَادُفٌ : حَبًّا , يَنْدُ : تَلَطَّى

গরম, স্থূলিক, পিপাসা, ধোয়া । أَرُو : (ج) أَرُو :

মাদে : (অ. ও. র) , جُنِسَ : مُرْغَبٌ (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَ أَجُوفٌ وَآوَى)

مِرَادُفٌ : يَنْدُ

أَنْشَدَ (إِنْفَعَال) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করল/ করলেন ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَأَهْلَيْتُهُ رَيْبًا خَلَعَ تَعْلِيمُ :

مَقْرُونٌ بِمِ ফেয়েল যমীর ফায়েল " " শব্দটি হলো أَهْلَيْتُ

আর تَا " " শব্দটি রইল -এর অর্থে হয়ে مُضَان আর تَا " " শব্দটি

মুَضَان এবং تَعْلِيمُ এবং مَضَدٌ

মুَضَان এবং مُضَان অতঃপর مُضَان

মিলে مُضَان এবং مُضَان অতঃপর مُضَان

মিলে مُضَان এবং مُضَان অতঃপর مُضَان

قَوْلُهُ : وَقَبَّالَتْهَا حَابِيَةً تَبَيَّنَ :

এখানে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

ইলাহিহি মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

মিলে وَقَبَّالَتْهَا আর حَابِيَةً আর وَقَبَّالَتْهَا

বালাগাত

এবং حَبَّرَ : قَوْلُهُ : ذَلِكَ حَبَّرَكَ وَهَذَا حَبَّرَكَ

এবং حَبَّرَ : قَوْلُهُ : ذَلِكَ حَبَّرَكَ وَهَذَا حَبَّرَكَ

এবং حَبَّرَ : قَوْلُهُ : ذَلِكَ حَبَّرَكَ وَهَذَا حَبَّرَكَ

এবং حَبَّرَ : قَوْلُهُ : ذَلِكَ حَبَّرَكَ وَهَذَا حَبَّرَكَ

এবং حَبَّرَ : قَوْلُهُ : ذَلِكَ حَبَّرَكَ وَهَذَا حَبَّرَكَ

مَادَّه : (প-ঘ-য়), جَنَس : تَانِص يَانِي
مُرَاوُن : أَطْلَبُ، حَنْدُ : أَتَرُكُ

الْخَبِيصَةُ : الْخَبِيصُ : খেজুর ও ঘি-এর তৈরি হাদুয়া।

(ض) حَبِصًا : মিশ্রিত করা, মেশানো।

مَادَّه : (খ-প-স), جَنَس : صَحِيج

مُرَاوُن : حَبِصَةً

أَنْشَبْتُ : আমি গােখে দিয়েছি।

(إِفْعَال), إِنشَابًا (تَفْعِيل) تَنْشِبًا - :

আটকে দেওয়া, গােখে দেওয়া।

(س) تَنْشَبًا نَشْرُومًا, نَشَبَةً : আটকে যাওয়া, বিধে যাওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : إِذِ الْمَجِيَّةِ أَنْشَبْتُ أَظْفَارَهَا .

مَادَّه : (ন-শ-ব), جَنَس : صَحِيج

مُرَاوُن : رَكَزْتُ

شَصَّ : (ج) شُصْرُوسُ : বড়শি, পাকা চোর।

(ض) س, شُصْرُومًا, شِصَامًا - الْمَعِيْنَةُ :

জীবিকা সংকীর্ণ হওয়া।

(ن) شَصًا, (إِفْعَال) إِشْصَامًا - عَن كَذَا :

বাধা দেওয়া। সরিয়ে দেওয়া।

- بَ النَّاتَةِ وَالنَّاءُ : বকরি বা উটের দুধ কম হওয়া।

(ض) شَصًا : দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ مَاتَيْنَا شُصُوسَ .

مَادَّه : (শ-স-স), جَنَس : مُضَاعَفَةٌ ثَلَاثِي

مُرَاوُن : يَتَارَةً

شِصِصَةً, شِصِصُ (ج) شِصُوسُ : এক প্রকার মাছ। এক

প্রকার নিরম্যনের খেজুর।

يَقَالُ : التَّغْلُفُ يَنْبُتُ وَيَبُو التَّغْرُ وَالشَّشُّ مَثَلُ يَغْرَبُ

لِلْقَوْمِ يَوْمَهُ يَوْمَهُ يَوْمَهُ الْجَدُّ وَالرَّيُّ وَهُمْ مِنْ أَصْلٍ وَاحِدٍ

مَادَّه : (শ-য-স), جَنَس : أَجَوَفُ يَانِي

صَبِرْتُ : আমি বানিয়েছি।

(ض) صَبْرِيرَةً : হওয়া।

(تَفْعِيل) تَحْقِيصًا : বানানো।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدًا لَنَا عَنْهَا فَاتَا صَائِرَ الْبَنِي .

مَادَّه : (স-য-র), جَنَس : أَجَوَفُ يَانِي

وَعَطَّ : উপদেশ, ওয়াজ।

رَعَطَّ (ض) مَصَد : উপদেশ দেওয়া।

أَحْبَوْلَهُ, أَحْبَوْلُ (ج) أَحَابِيلُ : ফাদ, জাল।

فِي الْحَدِيثِ : أَلَيْسَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ .

مَادَّه : (হ-প-ল), جَنَس : صَحِيج

مُرَاوُن : شَبَكَةً .

أُرِيعَ : আমি অব্বেষণ করি/ হুজি।

(إِفْعَال) إِرَافَةً : অব্বেষণ করা। অব্বেষণ করা।

(ن) رَوْعًا رَوْعَانًا : ছুপিসারে কোনো দিকে খাবিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَرَأَ عَلَيْهِمْ قُرْآنًا بِأَلْبِينِ .

مَادَّه : (র-ও-ঘ), جَنَس : أَجَوَفُ وَابِي

مُرَاوُن : أَطْلَبُ/أَبْنِي

الْفَيْصُ : (ج) فَيَاصُ : নর শিকার।

الْفَيْصَةُ (ج) فَيَاصُ : মাদী শিকার।

(ض) فَيَاصُ : শিকার করা।

أَلَجَا : বাধা করল/করেছে।

(إِفْعَال) إَلَجَا : বাধা করা।

(ف) لَجَا, لَجُومًا, (س) لَجَا, (إِفْعَال) إَلَجَا : অশ্রয় নেওয়া।

مَادَّه : (ল-জ-য), جَنَس : مَهْمُوزٌ لَام

مُرَاوُن : أَجَبِير .

الْمَهْمُورُ : (ج) دُمُورُ : যুগ, কাল, কালাবর্ত।

وَلَجَجْتُ : আমি প্রবেশ করেছি।

(ض) وَلَجْتُ, لَجَجْتُ : প্রবেশ করা।

(إِفْعَال) إَلَجَا : প্রবেশ করানো।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْغِيَاطِ .

مَادَهُ : (و. ل. ج) ، حَسَنٌ : وَمَالَ وَارَى
مُرَادُفٌ : دَخَلَتْ

لُطْفٌ : (ن) مَصَد : হওয়া, ছোট হওয়া।
لُطْفٌ : সূক্ষ্মতা।

(ك) لُطْفَانَةٌ : পরিষ্ক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَوْلَى اللُّطِيفِ الْخَيْرِ .

مَادَهُ : (ل. ط. ف) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ
مُرَادُفٌ : رَقَّةٌ

اِحْتِيََالَ : (اَنْتِعَالَ) مَصَد : কৌশল অবলম্বন করা।

(ن) حَوْلًا : পরিবর্তন হওয়া।

- حِيلَةٌ : ফন্দি করা।

- حِيلَةٌ : প্রতিবন্ধক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ .

مَادَهُ : (ح. و. ل) ، حَسَنٌ : أَجْوَفُ وَارَى
مُرَادُفٌ : كِبَاسَةٌ

عَلَى اللَّيْثِ : বাঘের উপস্থিতিতে।

اللَّيْثُ : (ج) لُبُوثٌ ، مَلِيقَةٌ : বাঘ, সিংহ।

مَادَهُ : (ل. ي. ث) ، حَسَنٌ : أَجْوَفُ يَأْيِ

مُرَادُفٌ : أَسَدٌ ، ذَنْبٌ

عَيْصٌ : (ج) أَعْيَاصٌ ، عَيْصَانٌ : ঘন গাছগাছালি, ঝোপ।

مَادَهُ : (ع. ي. ص) ، حَسَنٌ : أَجْوَفُ يَأْيِ

مُرَادُفٌ : أَجَمَةٌ

(لَمْ) أَهَبَ : আমি ভয় করি নি।

(س) حَبِيْبًا ، حَبِيْبَةً ، مَهَابَةً : আতঙ্কিত হওয়া। ভয় করা।

(تَفَعَّلَ) تَهَيَّبًا ، تَهَيَّبًا - فِي :

ভীত করা, আতঙ্কিত করা।

الْحَدِيثُ : نَزَعَتْ مِنْهُمْ حَبِيْبَةَ الْإِسْلَامِ .

مَادَهُ : (و. ي. ب) ، حَسَنٌ : أَجْوَفُ يَأْيِ

مُرَادُفٌ : لَمْ أَخَفْ ، حَسَنٌ : لَمْ أَمْنُ

صَرَفٌ (ض) مَصَد : সরানো, ফেরানো।
مُرَادُفٌ : اَلْتَّحَادَةُ .

صَرَفٌ الدَّمْعُ : কালের আপদ, কালাবর্তে সংঘটিত বিষয়।

(لَا) تَبَيَّنَتْ : প্রকল্পিত হয় নি।

(ض) تَبَيَّنًا ، تَبَيَّنَاتًا : স্পন্দিত হওয়া, প্রকল্পিত হওয়া।

(ن) تَبَيَّنًا - السَّاءُ : পানি প্রবাহিত হওয়া।

مَادَهُ : (ن. ب. ض) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : عَدَّتْ ، تَجَرَّكَتْ

قَرِيصَةٌ : (ج) قَرِيصٌ ، قَرَانِصٌ : বাহু, কাঁধ বা স্তন ও

কাঁধের মধ্যবর্তী মাংসপিণ্ড, যা ভয়ের সময় কেঁপে উঠে।

فِي الْحَدِيثِ : حَيَّيْ بِهِمَا تَرْتَعِدُ قَرِيصَتُهُمَا .

مَادَهُ : (ف. ر. ص) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : اَلْكَيْفُ

(لَا) شَرَعَتْ : [আমাকে] অবতরণ করায় নিঃ

(ف) شَرَعًا - بِهِ وَفِيهِ وَعَلَيْهِ : অবতরণ করানো।

فِي الْقُرْآنِ : لِكُلِّ جَعَلْنَا شَرَعًا وَمِنْهَا ج .

مَادَهُ : (ش. ر. ع) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : أَدَخَلَتْ / أَنْزَلَتْ

مَوْرِدٌ : (ج) مَرَارِدٌ : পানির ঘাট, পানস্থান।

يُدْرِسُ : কলঙ্কিত করে/..করতে পারে।

(تَفَعَّلَ) تَذَنَّبًا : ময়লা করা, কলঙ্কিত করা।

(س) دَنَسًا : কলঙ্কিত হওয়া, ময়লা হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : إِذَا أَلْمَرَ يَدْرِسُ مِنَ اللَّوْمِ عَرَضَةً *

فَكُلُّ رِدَاءٍ يَرْتَدِيهِ جَيْبِلٌ

مَادَهُ : (و. ن. س) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُفٌ : يَوْسُجٌ / يَسِيْنٌ ، حَسَنٌ : يَنْقُصُ

يَوْسُجٌ : (ج) أَغْرَاضٌ : সদাচার, সন্মান, মর্যাদা।

فِي الْحَدِيثِ : أَنْ إِغْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَعَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا .

مَادَهُ : (ع. ر. ض) ، حَسَنٌ : صَحِيحٌ

نَفْسٌ (ج) أَنْفُسٌ ، نُفُوسٌ : আত্মা, প্রাণ, মন ।
حَرِيصٌ : (ج) حِرَاصٌ ، حَرَايِصٌ : সোভী, সোলুপ ।
فِي الْقُرْآنِ : حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ -

মাদে : (ح. ر. ص) , جنس : صَحِيحٌ
مُرَافِقٌ : طَائِعَةٌ , ضِدٌّ : قَانِعَةٌ

(لَوْ) أَنْصَفَ : [যদি] ন্যায্য বিচার করত ।

(إِنْعَالٌ) إِنْصَافًا : ন্যায্যবিচার করা, ন্যায্য বিচার করা ।

(ن. ض) إِنْصَفًا : অর্ধেক হওয়া, বরাবর হওয়া ।
فِي الْحَدِيثِ : وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ رِشْلَ أَحَدٍ ذِمًّا مَا بَلَغَ مِنْ أَحِبِّهِمْ وَلَا تَوْبَعَهُ
মাদে : (ن. ص. ف) , جنس : صَحِيحٌ
مُرَافِقٌ : أَعْدَلُ/عَدْلٌ , ضِدٌّ : ظَلَمٌ

الدَّهْرُ : (ج) أَذْهُرٌ , دُهُورٌ : কাল, যুগ, কালাবর্ত ।

(ف) دَهْرًا - الْقَوْمُ وَيَأْتِيهِمْ : কোনো বিষয় এসে উপনীত হওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
মাদে : (د. ر.) , جنس : صَحِيحٌ
مُرَافِقٌ : الْقَصْرُ -

حُكْمٌ : (ج) أَحْكَامٌ : নির্দেশ, ফয়সালা, বিচার ।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ -

মাদে : (ح. ক. ম) , جنس : صَحِيحٌ
مُرَافِقٌ : قَضَاءٌ

(لَمَّا) مَلَكَ : অধিকারী করত না ।

(تَفْعِيلٌ) تَمْلِكُ : মালিক বানানো । অধিকারী বানানো ।

(لَمَّا) مَلَكَ : অধিকারী হতো না ।

(ض) مَلَكَ , تَمْلِكُ : মালিক হওয়া । অধিকারী হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَمْلِكُ مِنَ الْوُفُئِنَا مَادَهُ (م. ل.)

(ك) , جنس : صَحِيحٌ مُرَافِقٌ : حَارٌّ , ضِدٌّ : قَدَدٌ

أَلْحُكْمُ (ج) أَحْكَامٌ : কুমতা, সিদ্ধান্ত, ফয়সালা ।

مُرَافِقٌ : إِمَارَةٌ

أَهْلٌ (ج) أَهْلُونَ , أَهَالٌ , أَهَالٌ , أَهَلَاتٌ , أَهَلَاتٌ :

পরিবার, আত্মীয়, অধিকারী, কোনো গুণে গণ্যমান্য, অনুসারী ।

فِي الْقُرْآنِ : هُوَ أَهْلُ التَّوَرَى وَأَهْلُ السِّفْرِ -

মাদে : (ا. ل.) , جنس : مَهْمُوزٌ قَاءٌ

مُرَافِقٌ : أَلْ/أُسْرَةٌ دُو

تَقِيصَةٌ : (ج) تَقَايِصٌ : দোষ, ত্রুটি, কলঙ্ক ।

(ن) تَقَصًا : হ্রাস পাওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : يَنْقُصُ الرُّطْبُ إِذَا بَسَسَ

মাদে : (ن. ن. ص) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَافِقٌ : التَّيْنُ

أَهْلُ التَّقِيصَةِ : আযোগ্য, ত্রুটিযুক্ত ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَبْيَسُ الْخَرِيصَةِ :

এ জুমলাটি خَرِيصَةٍ থেকে লিস্ট ফেয়েলের লিস্ট হয়েচে ।

قَوْلُهُ : لَمَّا مَلَكَ الْحُكْمُ أَهْلُ التَّقِيصَةِ :

যদি মাদে বাবে তফসিল - এর থেকে নেওয়া হয় তাহলে
أَهْلُ التَّقِيصَةِ আর مَفْعُولٌ بِهِ ১ম তার
أَهْلُ التَّقِيصَةِ হাবে এবং مَفْعُولٌ بِهِ হাবে
যদি مَفْعُولٌ بِهِ থেকে নেওয়া হয় তাহলে مَفْعُولٌ بِهِ হাবে
এর ফায়েল, আর الْحُكْمُ হাবে -

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَيْسَتْ التَّعْيِيفَةُ أَبْيَسَ الْخَرِيصَةِ :

এখানে جِنَاسٌ مُضَارِعٌ এবং خَرِيصَةِ - এর মধ্যে হয়েচে ।

قَوْلُهُ : أَتَشَبَّهَ يَمِيٌّ فِي كُلِّ شَيْئَةٍ :

এ বাক্যের মধ্যে يَمِيٌّ এবং شَيْئٌ جِنَاسٌ হাবে
হয়েচে ।

قَوْلُهُ : أَرْبَعُ الْقَيْنِصِ بَهَا وَالْقَيْنِصَةُ :

এখানে جِنَاسٌ أَلْفَيْنِصَةٍ এবং الْقَيْنِصَةُ হাবে
হয়েচে ।

অনুবাদ : অতঃপর তিনি আমাকে বললেন, নিকটে আস এবং খাও : আর যদি তুমি উঠে যেতে চাও তবে ইচ্ছা যাও। এবং [যা ইচ্ছা হয়] বল। তখন আমি তাঁর শিরের দিকে ফিরে তাকলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে সেই সত্তার কসম দিচ্ছি, যার সাহায্যে দুঃখ কষ্ট দূরীকৃত করা হয়। তুমি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবে, ইনি কে? উত্তরে সে বলল, ইনি আবু যায়দ সাক্তী ভবঘুরেদের [প্রবাসীদের] প্রদীপ, সাহিত্যিককুল শিরোমুকুট। অতঃপর আমি যেখান থেকে এলাম সেখানে ফিরে গেলাম এবং আমি যা দেবলাম তাতে অত্যন্ত আকর্ষিত হলাম।

[illegible]

نِکٹے آس، نِکٹےبِرتی ہُو : اَدُن :

নিকটবর্তী হওয়া : (ن) دُورًا :

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى .
مَادَّة : (د - ن - و) ، جِنْس : نَاقِص وَارِي ،
مُرَادف : اقْرَب

আহার কর, খাও। : **كُلْ**

(ن) اَنكَلًا ، مَا كَلًا : آহার করা, খাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كُلُّوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

مَادَّةٌ : (أَكَل - ل) ، جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ فَاءٌ ،

مُرَادِف : اِطْعَم

(إِنْ) شِئْتَ : (যদি) তুমি চাও ।

(ف) شَبِينًا - مَشِينَةً : চাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

ماده : (ش. ی. -)

ନାଁଦାଓ, ଉଠେ ଯାଓ । : فَمُ

উঠে যাওয়া, দাঁড়ানো, সোজা হওয়া। : نَسَامًا

প্রস্তুত হওয়া। : -

فَالَّذِينَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ، آتُوا الزُّكَاةَ.

سَأَدُّهُ : (قَبْلَهُ وَخَلْفَهُ) : أَحْفَافٌ وَأَوْدٌ

مُؤَدِّفٌ : اذْهَبْ

قُلْ

لن : لا

अनामिका, मन्त्रालय : ११

التفت : আমি ফিরে তাকালাম।

ফিরে থাকানো, লক্ষ্য করা : اِنْتِفَاتًا

(অ) لَفَنَّا (الْكَلَامَ) : তাহা কথ্য বলা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمْ أَحَدٌ .

ماده : (الف. ب. ج.)

تَلَوَيْتُ : (জ) তলায়িত : আমি কসম নিলাম [দিল্লি] :
 (হু) عَزَمْتُ (عَلَى) : শপথ দেওয়া, সংকল্প করা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

سংকল্প করা : (فَتَعَزَّيْتُ) : সংকল্প করা।
 فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
 مَاوَهُ : (ع-ز-م) : (ج) : جَس : صَحِيح : مُرَادُف : اَتَسَنَّتْ
 يَسْتَدْفِعُ (مَج) : : দ্বীভূত করা হয়।
 (اِسْتَفْعَل) اِسْتَدْفَعَا : দ্বীভূত করা।

দেওয়া, পরিশোধ করা : اِلَى :
 (ن) اَدْفَعَا : প্রতিহত করা, ধাক্কা দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ -
 مَاوَهُ : (د-ف-ع) : (ج) : جَس : صَحِيح :
 مُرَادُف : يَزَالُ : يَضُدُ : يَقْوَرُ

কষ্ট, দুঃখ : الْأَذَى : الْأَذَى : الْأَذَى :
 (س) أَذَى : أَذَى : (فَعْل) تَأَذَّى : কষ্ট পাওয়া।

(اِفْعَال) اِئْذَاءٌ : কষ্ট দেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : كُلُّ هُوَ أَذَى قَاعَتَزَلُوا النِّسَاءَ.

مَاوَهُ : (أ-ذ-ي) : (ج) : جَس : مُرَكَّب (مَهْمَز قَا) : زَانِص (بَائِي)
 مُرَادُف : الْقَسَرُ

لَتُخَيِّرَنَّ (لَا) تَاكِيدُ بَائُونُ تَاكِيدُ خَفِيْفَةٌ :
 হুমি অবশ্যই অবশ্যই আমাকে জানাবে।

(اِفْعَال) اِخْبَارًا : সংবাদ দেওয়া।
 (ن) خَبَّرَا : (اِفْعَال) اِخْبَارًا : পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ تَصِفُ عَلَيَّ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَيْرًا -
 مَاوَهُ : (خ-ب-ر) : (ج) : جَس : صَحِيح : مُرَادُف : لَتُنْبَأُ

سِرَاجٌ : (ج) سُرُجٌ : প্রদীপ, বাতি।
 مَاوَهُ : (س-ر-ج) : (ج) : جَس : صَحِيح :
 مُرَادُف : مَضْبَحٌ

(ج) عُرِبَا : (ر) عَرَبِيٌّ : ভাষ্যে, প্রবাসী, মুসাফির।
 فِي الْعُرْبِ : بَدَأَ الْإِسْلَامَ عَرَبِيًّا - سَمِعُوهُ كَمَا بَدَأَ

مَاوَهُ : (ع-ر-ب) : (ج) : جَس : صَحِيح :
 مُرَادُف : الْمُسَافِرُ : يَضُدُ : اَلْمَوْثُومُ

تَاجٌ : (ج) اَتْرَاجٌ : যিহাজ : তাজ, মুকুট, শাখী টুপি।
 فِي الْعُرْبِ : اَلْعَمَانُ يَنْجَانُ الْعَرَبِ -

مَاوَهُ : (ت-ي-ج) : (ج) : جَس : اَعْرَفَ بَائِي : مُرَادُف : اِكْتَلِفَ
 (ج) اَدْبَا : اَوْدَبَ (ص-ف-م-ذ) : সাহিত্যিক।

(ل) اَدْبَا : : সাহিত্যিক হওয়া।
 فِي الْعُرْبِ : اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَادِبَةٌ اللّٰوِي اِلَى الْاَرْضِ

مَاوَهُ : (ا-د-ب) : (ج) : جَس : مَهْمَز قَا -
 مُرَادُف : يَلْبِغُ / يَصْبِغُ

اِنْصَرَفَتْ : আমি ফিরে গেলাম।
 (اِنْفَعَال) اِنْصَرَفَا : ফিরে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ اِنْصَرَفُوا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ -
 مَاوَهُ : (ص-ر-ف) : (ج) : جَس : صَحِيح :
 مُرَادُف : يَصْعَقُ / اِنْصَعِقُ

مِنْ حَيْثُ اَتَيْتُ : আমি এলাম।
 اَتَيْتُ : আমি এলাম।

(ض) اَتَيْنَا : আসা।
 فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ -
 مَاوَهُ : (أ-ت-ي) :

جَس : مُرَكَّب (مَهْمَز قَا) : نَاقِص (بَائِي)
 مُرَادُف : جَاءَ : يَضُدُ : ذَهَبَ

اَمِي পূরণ করলাম।
 (ض) قَضَاءُ (الْعَاجَةِ) : পূরণ করা।

- اَلْعَجَبُ : অবাক হওয়া।
 - الدَّيْنُ : পরিশোধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْنَا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ -
 مَاوَهُ : (ق-ض-ي) : (ج) : جَس : نَاقِص (بَائِي)
 مُرَادُف : اَتَمَّتْ

اَلْعَجَبُ : বিস্ময়, আশ্চর্য।
 (س) عَجِبًا مِنَ الْأَمْرِ وَكَه : আশ্চর্যবিত্ত হওয়া।

(اِسْتَفْعَال) اِسْتَعَجَبَا - وَه : আশ্চর্যবিত্ত হওয়া।
 (اِفْعَال) اِعْجَبَا : (تَفْعِيل) تَعَجَّبَا : আশ্চর্যবিত্ত করা।

(تَفْعِيل) تَعَجَّبَا وَه : আশ্চর্যবিত্ত হওয়া।
 مَاوَهُ : (ع-ج-ب) : (ج) : جَس : صَحِيح : مُرَادُف : اَلْقَرَابَةُ

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম।
 (ف) رَوَيْتُ : দেখা।
 قَضَيْتُ الْعَجَبَ مِنْ ... : অত্যন্ত আশ্চর্যবিত্ত হলাম।

বাক্য বিশ্লেষণ

تَوَلَّى : وَأَنْ شِئْتَ قَمَّ وَقَل :

তর তَوَلَّى ফেয়েল তা' ফায়েল তার
 مَعْمُول به অন্তঃপর ফেয়েল তার
 تَوَلَّى তার কاعিল এবং
 مَعْمُول به তার কاعিল
 قَمَّ ফেয়েল তার কاعিল
 قَمَّ ফায়েলসহ
 قَمَّ ফায়েল তার কاعিল সহ
 قَمَّ ফায়েল তার কاعিল সহ

مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো
 مَعْمُول به مَعْمُول হলো

বালাগাত

تَوَلَّى : وَأَنْ شِئْتَ قَمَّ وَقَل :

এখানে কَمَّ এবং قَمَّ -এর মাঝে

التَّدرِيبَات

الف. شَكَّلَ وَتَرَجَّمَ :

هَذِهِ الْعَارِضَةُ بَيْنَ حَمَامٍ قَالَ : لَمَّا افْتَعَدْتُ غَارِبَ الْإِغْتِرَابِ وَأَنَا نَتَى الْمَثَرَةِ عَنِ الْأَتْرَابِ لَا أَمَلُكَ بَلْفَغَةٍ
 وَلَا أَمَلُ فِي جَرَانِي مَضْغَةٍ ---- أَلَوْحُ الْبَيْتِ بِحَاجَتِي.

ب. أَذْكَرُ الْإِسْتِعَارَةَ الْمُوَدَّعَةَ فِي الْعِبَارَةِ الْمَرْسُومَةِ.

ج. الْخَارِطُ بَيْنَ حَمَامٍ مَنِ هُوَ؟

د. صَنَعَاءُ عَاصِمَةً أَبُو مَسْلُوكٍ الْيَوْمَ/ مَا الْمَرَادُ؟ بِالصَّنْعَاءِ.

الف. تَرَجَّمَ الْعِبَارَةَ بَعْدَ تَشْكِيلِهَا - قَوْلُكَ غَمَابَةُ الْجَمْعِ لِأَسْمٍ مَجْلِبَةٍ الدَّمْعِ إِلَّا أَنْ تَسْتَحِجَّ عَلَى عَيْكَ
 وَتَسْخَرُ مَرَعَى بَيْتِكَ.

ب. أَكْتُبُ مُفْرَدَاتِ الْأَلْفَاظِ الْأَيَّةَ : قَرَأَيْدُ . شَقَائِقُ . جَهَالَاتُ . خُرَعِيَلَاتُ . زَوَاجِرُ .

ج. خَرَزَ أَبْرَابَ الْكَلِمَاتِ الْأَيَّةَ وَأَجْنَسَهَا مَعَ مَعَانِيهَا : التَّقْطُطُ . حَبَّ . مَجَالُ . إِرْتِجَالُ . أَلْجَائِعُ . غُرُ . مَرَعَى .

د. عَيْنُ يَصْدَاقِ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ فِي رَكْبَتِ وَيَصْدَاقِ شَخْصًا .

ه. عَلَى أَنْتَنِي لَمْ أَهَبْ صَرْفَهُ مِنْ أَبُو مَقَامَةٍ هَذَا الْيَوْمِ وَمَا مَعْنَاهُ؟ بَيْنَ مُتَّفَكِرًا .

الف. شَكَّلَ وَتَرَجَّمَ : فَلَا انْتَهَجْتَ مَحَجَّةً اهْتِدَايَكَ فَمَا أُسَيْتَ.

ب. أَذْكَرُ مُفْرَدَاتِ الْجُمُوعِ وَجُمُوعَ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ:

ج. أَكْتُبُ مُفْرَدَاتِ الْكَلِمَاتِ الْأَيَّةَ (أَيُّ تَلَايِيهِ شِئْتَ) : قَفُوتُ . رَيْثُ . هَجَبْتُ . نَعْلُ . سَمِيرُ . حَنِبْتُ . مَسَائِرُ .
 قَبَالَةُ . زَقَرُ . الْفَيْطُ . خِفْتُ . يَسْطُرُ .

د. أَكْتُبُ أَضْدَادَ الْكَلِمَاتِ الْأَيَّةَ : تَوَرَّى . مَحْشَرْتُ . تَلَسَّيْتُ . أَعْدَاءُ . عَجَلْتُ . تَوَرَّى . أَلْجَمَامُ . كَرَمًا .

الف. شَكَّلَ الْعِبَارَةَ وَتَرَجَّمَهَا : ثُمَّ أَنَّهُ لَبَّدَ عَجَاجَتَهُ فَلَمَّا أَنْ خَبَّتْ نَارُهُ تَوَارَى أَوَارُهُ أَنْشَدَ :
 لَيْسَتْ الْغُصْبَةُ

ب. قَوْلُهُ أَنْشَدَ : لَيْسَتْ --- أَكْمِلِ الْأَشْعَارَ ثُمَّ تَرَجِّمْهَا وَاشْرَحْهَا.

ج. لَيْسَ هَذَا الْأَبْيَاتُ أَكْتُبُ نَبْدًا مِنْ حَيَاتِهِ؟

د. حَوِّلِ الشُّعْرَ إِلَى النُّثْرِ .

(أ) حَرَّرَ وَجْهَهُ الْإِعْرَابَ لِلتَّبَيُّنِ الْفَائِزِ؟

(أ) أَوْضَحَ التَّشْبِيهَ فِي قَوْلِهِ : لَبَّدَ عَجَاجَتَهُ .



المقامة الثانية الحلوانية

দ্বিতীয় মাকামা : হলওয়ানের গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আল্লামা হারীরী এ মাকামায় অভিনব উপমা-উৎপ্রেক্ষা সম্বলিত ছয়টি কাব্যশ্লোক উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে এভাবে কাহিনী সাজিয়েছেন যে, ইরাকের হলওয়ান শহরে আবু য়ায়েদ সাদ্ধজীর সাথে হারিস ইবনে হাম্মামের বেশ অন্তরঙ্গ সাহিত্য-আড্ডা জমে উঠে। এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আবু য়ায়েদ সাদ্ধজী অভাব-অনটনের শিকার হয়ে জীবিকা অন্বেষণের তাগিদে ইরাক ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। ফলে তাদের উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে। হারিস ইবনে হাম্মাম তাঁর জন্মস্থানে ফিরে যান। একদিন তিনি সেখানকার লেখক-সাহিত্যিকদের আড্ডাস্থল এক গ্রন্থাগারে হাজির হন। তিনি সেখানে দেখতে পান, অতি সাধারণ বেশে একজন ঘনশূশ্রুমণ্ডিত মানুষ গ্রন্থাগারে প্রবেশ করে মজলিসের পেছনে এসে বসেন। এক পর্যায়ে লোকটি তাঁর পাশে অধ্যয়নরত জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি যে গ্রন্থটি পাঠ করছেন তার নাম কি? লোকটি উত্তরে বললেন, কবি আবু উবাদা বুহতুরীর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। লোকটি তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে কি রস উপভোগ করার মতো কোনো কাব্যশ্লোক আপনি পেয়েছেন? পাঠক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলে তিনি বললেন, একি আর তেমন উল্লেখযোগ্য? এর চেয়েও তো উৎকৃষ্ট শ্লোক রয়েছে। এ বলে তিনি দু'টি কাব্যশ্লোক শোনালেন। উপস্থিত লোকজন তার শ্লোক দু'টি শুনে পছন্দ করেন এবং শ্লোকগুলো কায় রচিত, তা জানতে চান। উত্তরে তিনি বলেন, এগুলো আমার রচিত। উপস্থিত লোকজন তাঁর এ দাবিকে সম্বোধনের দৃষ্টিতে দেখল। সুতরাং তাদের একজন প্রশ্ন করল যে, যদি আপনি সত্যিই উপরিউক্ত কবিতার রচয়িতা হয়ে থাকেন, তবে আমি একটি নতুন কাব্যশ্লোক পেশ করছি। আপনি তার অনুকরণে শ্লোক রচনা করে দেখান। তিনি এক মুহূর্তের মধ্যেই দুটো শ্লোক শুনিয়ে তার উত্তর দিলেন। এতে উপস্থিত লোকজন তাঁর উৎপন্নমতি কাব্য প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করল। তিনি তাদের মুগ্ধতা লক্ষ্য করে আরও দুটো শ্লোক তাদেরকে শোনান। এতে উপস্থিত জনতা তার প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হলো। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, আমি এসব কাও দেখে একটু ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম, এ বিশ্বকর প্রতিভার স্বাক্ষর রাখা লোকটি আমার সেই পূর্ব পরিচিত আবু য়ায়েদ সাদ্ধজী। তার চুল-দাড়ি শুষ্ক হয়ে যাওয়ার তাকে আমার চিনতে বিশেষ হয়েছে। তাঁর এত দ্রুত চুল-দাড়ি শুষ্ক হয়ে যাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি একটি কবিতায় এ বলে তার উত্তর দেন যে, দুঃখ-দুর্দশার ক্রমাগত আমার বার্ষিক্যকে জ্বরাজিত করেছে।





www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ الثَّانِيَّةُ الْحُلُوَانِيَّةُ

দ্বিতীয় মাকামা : হলওয়ানের গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ قَسَّامٍ : قَالَ : كَلَيْفْتُ مَذَّ
مِيطَتْ عَيْنِي التَّمَامِيْمُ، وَنَبِطْتُ بِسَى
الْعَمَامِيْمُ، بِأَنْ أَغْشَى مَعَانَ الْأَدَبِ، وَأَنْضَى
إِلَيْهِ رِكَابَ الطَّلَبِ، لِأَعْلَقَ مِنْهُ بِمَا يَكُونُ
لِي زِينَةً بَيْنَ الْأَنْسَامِ، وَمَزْنَةً عِنْدَ الْأَوَامِ .
وَكُنْتُ لِفَرْطِ اللَّهْجِ بِإِفْتِبَاسِهِ، وَالطَّمَعِ فِي
تَقْصُصِ لِبَاسِهِ، أَبَاحْتُ كُلَّ مَنْ جَلَّ وَقَلَّ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন থেকে আমার তাবিজ-কবজ খুলে নেওয়া হলো এবং আমাকে পাগড়ি পরানো হলো তখন থেকে আমি সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করতে এবং এনুদ্দেশ্যে [জান] অন্বেষণের বাহনজন্তুকে দুর্বল করতে [অর্থাৎ, অধিক সফর করতে] ভীষণ আগ্রহী হয়েছি, যাতে আমি তার সাথে এরূপ আন্তরিকভাবে জড়িয়ে পড়ি, যা সৃষ্টি-সমাজে আমার জন্য ভূষণ হবে এবং পিপাসার সময় বারিবহ মেঘ স্বরূপ হবে। আর আমি সাহিত্যের আলো আহরণের জন্য আগ্রহাতিশয্যে এবং সাহিত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রতি লোভের কারণে ছোট-বড় সবার সাথে [সাহিত্য-নিয়ে] আলোচনা করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : الْحَارِثُ بْنُ قَسَّامٍ দ্বিতীয় মাকামা الْحُلُوَانِيَّةُ হলওয়ানের গল্প হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন كَلَيْفْتُ ভীষণ আগ্রহী হয়েছি مَذَّ যখন থেকে مِيطَتْ খুলে নেওয়া হলো عَيْنِي আমার থেকে وَنَبِطْتُ তাবিজ-কবজ بِسَى আমাকে الْعَمَامِيْمُ পাগড়ি أَغْشَى আমায় প্রবেশ করতে وَأَنْضَى সাহিত্যের আসরে وَإِنْضَى এবং বাহনজন্তুকে দুর্বল করতে إِلَيْهِ এনুদ্দেশ্যে رِكَابَ الطَّلَبِ অন্বেষণের বাহন جُت্তুকে أَعْلَقَ যাতে আমি এরূপ আন্তরিকভাবে জড়িয়ে পড়ি مِنْهُ তার সাথে يَكُونُ যা হবে لِأَعْلَقَ আমার জন্য زِينَةً ভূষণ بَيْنَ الْأَنْسَامِ সৃষ্টি-সমাজে وَمَزْنَةً বারিবহ মেঘ عِنْدَ الْأَوَامِ সময় সময় تَقْصُصِ لِبَاسِهِ সাহিত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রতি لِبَاسِهِ সাহিত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণের প্রতি أَبَاحْتُ প্রতি লোভের কারণে كُلَّ مَنْ জট ছোট সবার সাথে وَقَلَّ আর আমি আলোচনা করতাম وَقَلَّ ছোট সবার সাথে।

শব্দ বিশ্লেষণ

হাকী : বর্ণনা করল [করেন] :

حَكَى : (ض) حَكَى : বর্ণনা করা।

مُتَعَالِدٌ مُحَاكَاةً : অনুকরণ করা।

فِي الْحَوَائِثِ : مَا سَرَّيْنِي أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنْ لِي كَذَا وَكَذَا .

سَأَلَهُ : (ح. ك. ي.) : جَسَسَ : صَجِيعَ : مُرَاوِفٌ : رَوَى

كَلَيْفْتُ : আমি ভীষণ আগ্রহী হয়েছি :

(م) كَلَيْفًا : আসক্ত হওয়া, ভীষণ আগ্রহী হওয়া।

(ت) تَعَلَّمَ : تَكَلَّمَ : কঠিন কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করা।

فِي الْحَوَائِثِ : أَرَاكَ كَلَيْفْتُ يَعْلَمُ الْفَرَاغَ .

سَأَلَهُ : (ك. ل. ن. ف.) : جَسَسَ : صَجِيعَ .

مُرَاوِفٌ : تَعَلَّمَ : تَكَلَّمَ : جَسَسَ : حَرَفْتُ

مَذَّ : যখন থেকে :

مِيطَتْ (مع) : সরিয়ে নেওয়া/ খুলে নেওয়া হলো।

(ض) مِيطًا : দূর করা। দূর হওয়া।

(إ) مِيطَةً : পৃথক হওয়া। পৃথক করা।

فِي الْحَوَائِثِ : أَدْنَا مَا مِيطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ .

سَأَلَهُ : (م. ي. ط.) : جَسَسَ : أَجَوَفَ يَأْسِي

مُرَاوِفٌ : أَزَالَتْ : جَسَدَ : أَثْبَتَتْ

(ج) التَّمَامِيْمُ : (ر) تَمَيَّنَ : তাবিজ-কবজ।

فِي الْحَوَائِثِ : التَّمَامِيْمُ وَالرُّقْمَى وَالْيُوكَةَ مِنَ الشَّرِكِ .

سَأَلَهُ : (ت. م. م.) : جَسَسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَاوِفٌ : الْأَحْرَارُ

مَادَّةُ : (ا. ر. ك. ب.) جنس : صَحِيع
 مُرَافِق : الْأَوَّلُ مُرَكَّبٌ
 অন্বেষণ : طَلَبُ
 অন্বেষণ করা : طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ -
 مَادَّةُ : (ط. ل. ج. ب.) جنس : صَحِيع، مُرَافِق : الْبَغِيَّةُ
 عَلَنٌ : أَمَامِ آدَاتِيكَتَابِهِ جَذِيَّةً فِي بَطْنِ [بَطْنِ]
 (س) عَلَوْتُ، عَلَنًا، عَلَنًا (إِفْتِعَال) اِعْتَلَا - رَيْتُهُ
 জড়িয়ে পড়া, জড়িত হওয়া, ভালোবাসা, আসক্ত হওয়া।
 (تَفَعُّل) تَعَلَّيْتُ : مُلَانَا، لَطِكَانَا :
 فِي الْقُرْآنِ : خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَنٍ
 مَادَّةُ : (ع. ل. ق.) جنس : صَحِيع
 مُرَافِق : اِتَّصَلَ / اِشْتَرَكَ، ضَدُّ : اِفْتَرَقَ
 يَكُونُ : هَي، هَبْ
 (ن) كَوْنًا : هَوَا
 زَيْنَةُ : سَاجِد-سَاجِدَا، ذُخْرٍ، شَوَاهِد، اَلْمَلَكُوتِ :
 (ض) زَيْنَةُ، (تَفَعُّل) تَزَيَّنَا : শোভিত করা, সজ্জিত করা।
 (تَفَعُّل) تَزَيَّنَا : সুশোভিত হওয়া, সুসজ্জিত হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : فَخَرَّ عَلَى قَوْمِهِ فِي زَيْنَتِهِ -
 مَادَّةُ : (ز. ي. ن.) جنس : أَجْوَفُ يَائِي
 مُرَافِق : حُسْنٌ، ضَدُّ : شَيْئٌ
 يَبِينُ : مَا دَخَلَ
 الْأَلَامُ : مَا خَلُصَ
 مَزْنَةُ (ج) مَزْنٌ : مَعْبُودٌ، مَعْبُودٌ
 فِي الْحَدِيثِ : مَا تَقُولُونَ هَذِهِ قَالُوا السَّعَابُ قَالُوا
 وَالْمَزْنُ قَالُوا وَالْمَزْنُ
 مَادَّةُ : (م. ز. ن.) جنس : صَحِيع
 مُرَافِق : السَّعَابُ الْوَلَدَانِ
 عِنْدَ : (ع. ر. ز. م. ك. ن.)
 الْأَوَّلُ (ج) أَوَّلٌ :
 (ن) أَوَّلًا :
 مَادَّةُ : (أ. و. ه.) جنس : مُرَكَّبٌ مَهْمُوزٌ قَدْ أَجْوَفُ وَأَوَى
 مُرَافِق : اَلْبَطْنُ، ضَدُّ : الرِّئِ
 (كُنْتُ) .. أَهْجَرْتُ :
 (مُعَاذِلَةٌ) مَبَاحِثَةٌ :
 قُرْطُ : اَتَشَارُفُ

কুলানো হলো, পরানো হলো : (م. ج. ب.)
 লটকানো, ভুলানো : (أ. و. ه.)
 মাদ্দে : (ن. و. ط.) جنس : أَجْوَفُ وَأَوَى، مُرَافِق : عَلَنٌ
 পাগড়ী, উচ্চীষ : (و. ع. م.)
 فِي الْحَدِيثِ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ
 يَوْمَ الْفَيْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ -
 (أ. ن) أَغْشَى : গমন / প্রবেশ করবে [করতে]
 (س) غَشِيَانَا : আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা, প্রবেশ করা, আসা।
 (إِسْتِعْمَال) اسْتَفْعَانَا : আবৃত হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَاسْتَفْعَرُوا رَبَّهُمْ -
 مَادَّةُ : (غ. ش. ي.) جنس : نَاقِصٌ يَائِي
 مُرَافِق : أَدْخَلَ، ضَدُّ : أَخْرَجَ
 مَعَانٍ : মঞ্জিল, মজলিস, আসর।
 قَالَ الشَّاعِرُ الْمُعْتَرِي : مَعَانٍ مِّنْ أَحَبَّتْنَا مَعَانٍ
 تُجِبُّ السَّاعِلَاتِ بِهِ الْقِيَانُ
 مَادَّةُ : (م. ع. ن.) جنس : صَحِيع، مُرَافِق : اَلْمُعْتَرِلُ
 (إ. أ. ب. ج) أَدَابٌ : সাহিত্য, শিষ্টাচার।
 (أ. ن) اَنْضَى : বাহনজন্তু দুর্বল করবে [করতে]
 (إ. ف. ع. ل. ج) اَلْبَغِيَّةُ وَالرِّكَابُ : শীর্ণ করা, দুর্বল করা।
 - الْقَوْبُ : জীর্ণ করা।
 (ن) نَضَوْنَا، (إِسْتِعْمَال) اِنْتَضَا : টানা।
 - الْقَوْبُ : [কাপড়] খুলে ফেলা।
 فِي الْحَدِيثِ : قَالَ عَلِيٌّ (رَض) كَيْسَانُ لَوْ رَحَلْتُمْ
 فَيَهْنُ / الْمَطِيُّ لَا تَنْصَبُوهُمْ
 مَادَّةُ : (ن. ض. و.) جنس : نَاقِصٌ
 مُرَافِق : أَهْزَلَ، ضَدُّ : أَقْوَى
 (ج) رِكَابٌ، (و) رَاحِلَةٌ (مِنْ غَيْرِ لَفْظِهَا) :
 বাহনজন্তু, বাহনের উট।
 এ শব্দটি সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে :
 ১. কেউ বলেন এটা جَمْع তার কোনো وَاحِد নেই।
 ২. কেউ বলেন, এটা جَمْع তবে তার وَاحِد কি এ ব্যাপারে
 দুটি অস্তিত্ব রয়েছে।
 ক. এর وَاحِد হচ্ছে رَكْبَةٌ
 খ. কেউ কেউ বলেন, তার وَاحِد হচ্ছে [ভিন্ন শব্দমূল থেকে]
 رَكْبٌ، رِكَابَاتٌ، رِكَابٌ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِ

ফَرَطَ (ন) মস : । মাত্রা অতিক্রম করা ।

الْفَهْرُ : আসক্তি, আগ্রহ ।

(স) لَهَجًا - بِ : আসক্ত/আগ্রহী হওয়া ।

(إِفْعَال) الْهَاجَ : আসক্ত করা ।

مَادَهُ : (ل. ج. ه) , جَس : صَحِيح

مُرَاوَن : أَلْعَبُ/الرَّيْبُ , جَس : الْبَغْضُ

أَقْتَبَسَ (إِفْعَال) مَص : । আলো আহরণ করা ।

الطَّع : লোভ, লিস্কা ।

الطَّع : (স) - فَي رِب : লোভ করা ।

(إِفْعَال) طَعَا : লোভ দেখানো ।

فِي الْقُرْآن : اقْتَطَعُونَ أَنْ يَأْتُوا لَكُمْ

مَادَهُ : (ط. م. ه) , جَس : صَحِيح

مُرَاوَن : الْحَرَصُ , جَس : الْفَنَاءُ

تَقَمَّصَ (فَعَّل) مَص : । জামা পরিধান করা, পরিস্ফুট/সাজ এহণ করা ।

(تَفْعِيل) تَقَمَّصًا : জামা পরিধান করানো ।

فِي الْقُرْآن : إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدْ مِنْ دُبُرٍ -

مَادَهُ : (ق. م. ص) , جَس : صَحِيح

مُرَاوَن : تَلَسَّ , جَس : الْزَنُوعُ/الْعُلُوعُ

لَبَّاسٌ : (ج) لَبَّسَ , الْبَسَ : পোশাক, পরিস্ফুট, সাজ ।

فِي الْقُرْآن : وَلَبَّاسُ الثَّقَلَيْنِ خَيْرٌ -

مَادَهُ : (ل. ب. س) , جَس : صَحِيح

أَبَاحَتْ : আলোচনা করি/ করছি/ করব ।

(مُضَاعَفَة) مَبَاحَتْ : আলোচনা করা ।

- عَن : অনুসন্ধান করা ।

(ف) يَبْعَثُ - فَي : বনন করা ।

فِي الْقُرْآن : فَيَبْعَثُ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ -

مَادَهُ : (ب. ج. ث) , جَس : صَحِيح

مُرَاوَن : أَسَائِلُ , أَذَاكِرُ

(مَنْ) جَلَّ : [যে] বড়/ মর্যাদাশীল হয়েছে ।

(ض) جَلَّأَ , جَلَّأَهُ : বড় হওয়া, মর্যাদাশীল হওয়া ।

(إِفْعَال) إِجْلَلَا : সম্মানিত করা ।

فِي الْقُرْآن : وَيَبْقَى رَجْمَهُ رَبِّكَ ذَوَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

مَادَهُ : (ج. ل. ل) , جَس : مُضَاعَف

مُرَاوَن : عَظُم , جَس : قَلَّ/حَقَّرَ

(مَنْ) قَلَّ : [যে/ যা] ছোট/কম হয়েছে ।

(ض) قَلَّأَ - قَلَّأَهُ : ছোট হওয়া, কম হওয়া, ছোট হওয়া ।

(تَفْعِيل) تَقِيلًا : কম করা, হ্রাস করা ।

فِي الْقُرْآن : إِذْ كُنْتُمْ قِيلًا فَكَنَّاكُمْ -

مَادَهُ : (ق. ل. ل) , جَس : مُضَاعَف ثلاثي

مُرَاوَن : حَقَّرَ , جَس : عَظُم/جَلَّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : كُنْتُ مَذْمُومًا بِطَنَتِ عَنِّي التَّسَانِيمُ وَبَطَنَتِ بِي

الْمَسَانِيمُ بِأَنْ أَغْنَى الْخ -

মুদ্রা ফেয়েল, ক্লিট মড শব্দটি যদি

এর পূর্বে আসে তাহলে তা দু' ভাবে ব্যবহার হয় ।

ক. - جَر দেয় । যথা-

رَأَيْتُ مَذْمُومًا

ইসম হিসাবে ব্যবহার হয় এবং তার পরবর্তী

ফেয়েলে কামিল -এর মড্রুজ হিসাবে

তাহলে এটা সম طرف -এর পূর্বে আসে

হবে । আর পরবর্তী জুমলা

بَطَنَتِ عَنِّي التَّسَانِيمُ অতএব এখানে

বাক্যটি

বাক্যটি

কল্ট -এর মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি

ফেয়েলের

قَوْلُهُ : بِأَنْ أَغْنَى :

مَعَانَ -এর সাথে, আর

- مَفْعُول فِيهِ ফেয়েলের ইয়াফী হয়ে

বালাশাত

قَوْلُهُ : بَطَنَتِ عَنِّي التَّسَانِيمُ وَبَطَنَتِ بِي

الْعَسَانِيمُ وَ التَّسَانِيمُ -এর মাঝে এবং

-এর মধ্যে

قَوْلُهُ : مَا يَكُونُ لِي رَيْبَةٌ بَيْنَ الْأَوَامِ :

এখানে

হয়েছে । অতএব

তাই

قَوْلُهُ : مَرَّةً عِنْدَ الْأَوَامِ :

এ বাক্যে

হয়েছে । অতএব এখানেও

অনুবাদ : এবং আমি [সাহিত্যের] প্রবল বৃষ্টি ও হালকা বৃষ্টি কামনা করতাম। আর আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে প্রবেশ লাভ করতাম। অতঃপর যখন আমি হলওয়ে উপনীত হলাম এবং বন্ধু-বান্ধবদেরকে পরীক্ষা করলাম, আর [মানুষের] পরিমাপ অনুমান করলাম এবং ভালো-মন্দ যাচাই করে দেখলাম তখন সেখানে আবু সৈয়দ সার্কাজীকে দেখতে পেলাম। সে বংশ বর্ণনার ইচ্ছা দেখেছে পরিবর্তন করছে এবং জীবিকা উপার্জনের কৌশলের ক্ষেত্রে দিশাহারা হয়ে ঘুরছে। সুতরাং সে একবার দাবি করছে যে, সে সাসানী বংশোদ্ভূত। আবার সে গাসসানী রাজ পরিবারের পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

১০০
 ১০১
 ১০২
 ১০৩
 ১০৪
 ১০৫
 ১০৬
 ১০৭
 ১০৮
 ১০৯
 ১১০
 ১১১
 ১১২
 ১১৩
 ১১৪
 ১১৫
 ১১৬
 ১১৭
 ১১৮
 ১১৯
 ১২০
 ১২১
 ১২২
 ১২৩
 ১২৪
 ১২৫
 ১২৬
 ১২৭
 ১২৮
 ১২৯
 ১৩০
 ১৩১
 ১৩২
 ১৩৩
 ১৩৪
 ১৩৫
 ১৩৬
 ১৩৭
 ১৩৮
 ১৩৯
 ১৪০
 ১৪১
 ১৪২
 ১৪৩
 ১৪৪
 ১৪৫
 ১৪৬
 ১৪৭
 ১৪৮
 ১৪৯
 ১৫০
 ১৫১
 ১৫২
 ১৫৩
 ১৫৪
 ১৫৫
 ১৫৬
 ১৫৭
 ১৫৮
 ১৫৯
 ১৬০
 ১৬১
 ১৬২
 ১৬৩
 ১৬৪
 ১৬৫
 ১৬৬
 ১৬৭
 ১৬৮
 ১৬৯
 ১৭০
 ১৭১
 ১৭২
 ১৭৩
 ১৭৪
 ১৭৫
 ১৭৬
 ১৭৭
 ১৭৮
 ১৭৯
 ১৮০
 ১৮১
 ১৮২
 ১৮৩
 ১৮৪
 ১৮৫
 ১৮৬
 ১৮৭
 ১৮৮
 ১৮৯
 ১৯০
 ১৯১
 ১৯২
 ১৯৩
 ১৯৪
 ১৯৫
 ১৯৬
 ১৯৭
 ১৯৮
 ১৯৯
 ২০০

مَادَهُ : (ع. ل. ل.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَافٍ : اِتِّسَاعٌ / اِتِّسَاعٌ .

عَسَى وَلَعَلَّ : আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

عَسَى : (فعل مضارع) : আশা, আকাঙ্ক্ষা, সন্তর্পণ, অচিরেই।
فِي الْقُرْآنِ : عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ .

مَادَهُ : (ع. স. য়) , جنس : تَائِصٌ يَائِي
مُرَافٍ : لَعَلَّ

لَعَلَّ : حَرْفٌ تَرْجِي : আশা, আকাঙ্ক্ষা।

فِي الْقُرْآنِ : لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

مَادَهُ : (ع. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَافٍ : لَيْتَ/عَسَى

(لَمَّا) حَلَلْتُ : [যখন] আমি উপনীত হলাম।

(ن.ض) حَلًا , حُلُولًا : অবতরণ করা, উপনীত হওয়া।

حَلَّالٌ : বৈধ হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَحَلَّلًا : বৈধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

مَادَهُ : (ع. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافٍ : تَزَلَّتْ , ضِدٌّ : اِرْتَحَلَتْ

حُلُولًا : ইরাকের একটি শহরের নাম।

বাগদাদ ও হামদানের মাঝে অবস্থিত ইরাকের একটি শহরের নাম। হুলওয়ান ইবনে ইমরান এ শহরটির ভিত্তি স্থাপন করেন। তার নামেই শহরটির নামকরণ হয়। ইয়রত ওয়র (রা.)-এর খেলাফতকালে এ শহরটি বিজিত হয়।

(قَدْ) بَلَوتُ : আমি পরীক্ষা করলাম।

(ن) بَلَرًا , بَلَاءً : (اِفْتِحَال) اِشْتِلَاءً : পরীক্ষা করা।

(س) بَلَى , بَلَاءً : জীর্ণ হওয়া, পুরাতন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْغَوْفِ وَالْجُورِ

مَادَهُ : (ب. ল. ও) , جنس : تَائِصٌ يَائِي

مُرَافٍ : اِخْتَبَرْتُ / جَرَّبْتُ / اِمْتَحَنْتُ

(ج) اِخْوَانًا , اِخْوَةً , اَخَاءَ (و) اَخٌ : তাই, সাথী, বন্ধু, সহোদর।

فِي الْقُرْآنِ : فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ .

مَادَهُ : (أ. خ. و) , جنس : مُرَكَّبٌ (مَمَّوَزٌ قَا) وَتَائِصٌ يَائِي
مُرَافٍ : الْأَصْحَابُ / الْأَشْقَاءُ , ضِدٌّ : الْأَعْدَاءُ

سَبَرْتُ (ن) سَبَرًا : অনুমান করলাম।

(ج) أَرَأَاكَ , (و) وَزَنَ : ওজন, পরিমাপ।

فِي الْقُرْآنِ : الْوَزَنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ .

مَادَهُ : (و. ز. ن) , جنس : مِثَالٌ يَائِي

مُرَافٍ : الْأَقْدَارُ

خَبَّرْتُ : যাচাই করে দেখলাম।

(ن) خَبَّرًا , خَبْرَةً , (اِفْتِحَال) اِخْتِبَارًا : অবগত হওয়া, জানা,

পরীক্ষা করা, যাচাই করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَفَيْتَ تَصْمِيرَ عَلَىٰ مَالِهِ تَحِطُّ بِهِ خَبْرًا .

مَادَهُ : (خ. ب. ر) , جنس : صَحِيعٌ

مُرَافٍ : عَرَفْتُ , ضِدٌّ : جَهِلْتُ

(مَا) شَانَ : [যা] কলঙ্কিত করে, [যদ]।

(ض) شَيْنًا : দোষারোপ করা, দোষ উন্মোচন করা, কলঙ্কিত করা।

مَادَهُ : (ش. য়. ন) , جنس : أَجَوَفٌ يَائِي

مُرَافٍ : عَابَ , ضِدٌّ : زَانَ

(مَا) زَانَ : [যা] সুসজ্জিত/ সুন্দর করে, [ভাষা]।

(ض) زَيْنًا : সজ্জিত করা, সুন্দর করা।

(تَفَعَّلَ) تَزَيَّنًا : সজ্জিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ .

مَادَهُ : (ز. য়. ন) , جنس : أَجَوَفٌ يَائِي

مُرَافٍ : حَلَى , ضِدٌّ : شَانَ

الْفَنِيَّةُ : আমি [দেখতে] পেলাম।

(اِفْتِحَال) اِنْفَاءً : পাওয়া।

(ن) لَفَّوْا - فَلَاكَ حَقَّهُ : কারও প্রাপ্য হ্রাস করা।

(تَفَاعَلَ) تَلَانِيًا : সংশোধন করা।

فِي الْقُرْآنِ : اَلْفَتَىٰ سَدَّهَا كَذَى الْبَابِ .

مَادَهُ : (ل. ف. ও) , جنس : تَائِصٌ يَائِي

مُرَافٍ : وَجَدْتُ , ضِدٌّ : قَدَدْتُ/عَدَدْتُ

يَتَقَلَّبُ : সে যথোচ্ছা পরিবর্তন করছে।

(تَقَلَّبَ) تَقَلَّبًا : আবর্তিত হওয়া।

— نَبَى الْأُمُور : নিজের ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা

— عَلَى فِرَاقِهِ : বিছানায় এপাশ-ওপাশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَغُرُّكُمْ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ .

مَادَّةُ : (ق. ল. ব), جِنْس : صَحِيح

مُرَافُفٌ : يَتَنَوَّعُ / يَتَصَرَّفُ : ضِدٌّ : يَخْتُلِفُ

(ج) قَوَالِبُ, (و) قَالِبٌ : ঝাঁচ, ফর্যা

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَلْبَسْنَ الْقَوَالِبَ

مَادَّةُ : (ق. ল. ব), جِنْس : صَحِيح

مُرَافُفٌ : مُتَبَايِنٌ / مُضَيَّعٌ

الْإِنْتِسَابُ (إِنْتِعَال) مَصَد : বংশধারা বর্ণনা করা।

— إِلَى : পরিচয় দেওয়া, পরিচিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَعَلَهُ نِسَبًا وِصْهًا .

مَادَّةُ : (ন. স. ব), جِنْس : صَحِيح

مُرَافُفٌ : الْأَعْيَزَاءُ

يَخْطِطُ : দিশেহারা হয়ে ঘুরছে।

(ض) خَطَطًا, (تَفَعَّلَ) تَخَطَّطًا : দিশেহারা হয়ে ঘুরা।

— الْقَبْطَانُ : অপ্রকৃতিস্থ করা।

(إِنْتِعَال) اخْتِطَا : উসিলা ব্যতীত কারো নিকট প্রার্থনা করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَخْطِطُ الشَّيْطَانُ مِنَ النَّاسِ .

قَالَ الشَّاعِرُ : وَلَبَّيْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِيَحْضُوبِي

وَمُخْتِطٌ مِمَّا تُطِيعُ الطَّرَائِعُ

مَادَّةُ : (খ. ব. ট), جِنْس : صَحِيح

مُرَافُفٌ : يَمُتُّ

(ج) أَسَالِيبُ, (و) أَسْلُوبٌ : পছন্দ, ধারা, কৌশল।

يُقَالُ : أَخَذَ فُلَانٌ فِي أَسَالِيبِ مِنَ الْقَوْلِ «وَأَنَّ أَنْفَهُ

لَقَدْ أَسْلُوبٌ» إِذَا كَانَ مُتَكَبِّرًا

مَادَّةُ : (স. ল. ব), جِنْس : صَحِيح

مُرَافُفٌ : طَرَفٌ / وَجُوهُ

الْإِنْتِسَابُ (إِنْتِعَال) مَصَد : উপার্জন করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ .

مَادَّةُ : (ক. স. ব), جِنْس : صَحِيح

مُرَافُفٌ : الْإِعْصَادُ

يَدْعَى : সে দাবি করছে।

(إِنْتِعَال) إِدْعَاءٌ : দাবি করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ

فِيهَا مَا تَدْعُونَ .

مَادَّةُ : (দ. এ. ও), جِنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَافُفٌ : يُطَالِبُ

نَارَةٌ : (ج) تَارَاتٌ, تَبَرٌّ, تَبَرُّ : একবার, কখনও।

فِي الْقُرْآنِ : فِيهَا خَلْقْتُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا

نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى .

مَادَّةُ : (ত. য. র), جِنْس : أَجَوَفٌ يَأْنِي

مُرَافُفٌ : مَرَّةً, ضِدٌّ : دَوَامًا

الْأَلُ : পরিবার-পরিজন, বংশ।

سَاسَانٌ : পারস্য রাজবংশ।

مَادَّةُ : (স. ও. স), جِنْس : أَجَوَفٌ وَآوِي

يَغْتَرِزِي : ...পরিচয়ে পরিচিত হচ্ছে।

(إِنْتِعَال) إِعْتَرَا : সম্পৃক্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া,

পরিচয় দেওয়া,

(ن) عَزَا : সম্পৃক্ত করা।

مَادَّةُ : (এ. জ. ও), جِنْس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَافُفٌ : يَنْتَسِبُ

مَرَّةً : (ج) مَرٌّ, مَرَارٌ, مَرَرٌ, مَرُودٌ, مَرَاتٌ : একবার, কখনো।

فِي الْقُرْآنِ : سَعَّدَ بِهِمْ مَرَّتَيْنِ .

مَادَّةُ : (ম. র. র), جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَافُفٌ : تَارَةٌ, ضِدٌّ : دَائِمًا

(ج) أَقْيَالٌ قَبِيرٌ, (و) قَبِيلٌ : সমাজপতি, হিময়ারী সম্রাটদের উপাধি।

مَادَّةُ : (অ. য. ল), جِنْس : أَجَوَفٌ يَأْنِي

۱. مَفْعُولٌ بِهِ فَعْيَوْنَهُ خَبَرٌ

উভয় জায়গায় **اِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ** হয়েছে।

وَيَسُرُّ طَوْرًا فِي شِعَارِ الشُّعْرَاءِ، وَيَلْبَسُ
حِثًّا كِمَرِ الْكِبَرَاءِ، يَبْدُ أَنَّهُ مَعَ تَلَوْنِ حَالِهِ،
وَتَبَيُّنِ مُحَالِهِ، يَتَحَلَّى بِرَوَاءِ وَرَوَايَةِ،
وَمُدَارَاةِ وَدِرَايَةِ، وَبَلَاغَةِ رَانِعِيَّةِ، وَبَدِيهِ
مُطَاوِعَةِ، وَأَدَابِ بَارِعَةِ، وَقَدَمِ لِأَعْلَامِ الْعُلُومِ
فَارِعَةِ، فَكَانَ لِمَحَاسِنِ آلِيهِ، يُلْبَسُ عَلَى
عَلَاتِهِ، وَلِسَعَةِ رَوَايَتِهِ، يُضَيُّ إِلَى رُؤْيَتِهِ.

অনুবাদ : কখনও সে কবিদের পোশাকে আত্মপ্রকাশ
করছে। আর কখনও বিগুণাশীদের মত
পরিধানরূপে গ্রহণ করছে। তবে তার অবস্থা স্বেচ্ছা
তার অমথ্য কথা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও সেই লোকটি
চেহারা উজ্জ্বল্য, কথার বর্ণনা, সৌহার্দ্য, সূক্ষ্ম ক্রম
বিমূঢ়তার সহিত্যাগলকার, স্বেচ্ছাধীন উৎপন্নমতি, সুদৃঢ়
গুণ-গরিমা ও নানা জ্ঞানের উচ্চ পর্বতমালায় আরোহণক
চরণ ইত্যাদি ভূষণ) দ্বারা ভূষিত হয়। সুতরাং
জ্ঞান-গরিমার সৌন্দর্যের কারণে তার শোষণ-কৃতি ঢাকা
পড়ে যেত এবং তার জ্ঞানোচ্চারণের ব্যাপকতার কারণে
তার দর্শনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হতো।

শাসিক অনুবাদ : **يَبْرُ** সে আত্মপ্রকাশ করছে **طَوْرًا** কখনও **فِي شِعَارِ الشُّعْرَاءِ** কবিদের পোশাকে **يَرَى** অর্থাৎ পরিধানরূপে গ্রহণ করছে **حُجَّتًا** কখনো **كِبَرِ الْكِبَرَاءِ** বিদূষীদের অহঙ্কারকে **أَنَّ** তবে সেই লোকটি **مَعَ** সত্ত্বেও **يَنْتَرِي** তার অবস্থা বৈচিত্র্য **مُعَالِمِ** ও তার অবস্থা কথা প্রকাশ পাওয়া **يَتَحَلَّى** সে ভূষিত হয় **بِرَوَّادٍ** চেহারা৷ **وَكُلُّهَا** কথার বর্ণনা **مُدَارًا** সৌহার্দ্য **سُحْرًا** জ্ঞান **بِلَاغَةٍ** সাহিত্যালঙ্কার **رَائِعَةٍ** বিমূর্ছক **بِدَهْنَةٍ** উপপন্নমতি **طَوَائِفِ** **نَكَانَ** **أَوَّلِ** গুণ-গরিমা **بَارِعَةٍ** সুউচ্চ **قَدِيمِ** চরণ **لِأَعْلَمِ** উচ্চ-পর্বতমালায় **الْعُلُومِ** নানা জ্ঞান **فَارِعَةٍ** আরোহণকারী **سُتَرَاهِ** সুতরাং সৌন্দর্যের কারণে **أَلَمِ** জ্ঞান গরিমা **يَلَسَ** ঢাকা পড়ে যেত **عَلَيْهِ** তার দোষত্রুটি **بِلَاغَةٍ** ব্যাপকতার কারণে **رَوَّادِهِ** জ্ঞানালোচনার **بُصْبَى** আকর্ষণ সৃষ্টি হতো **إِلَى** প্রতি **زُرِّيهِ** তার দর্শনের ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আত্মপ্রকাশ করছে। : ২০০

(ন) **بَرَزًا** : প্রকাশিত হওয়া, আত্মপ্রকাশ করা । : **فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا بَرَزًا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِم** .

مَادَّةُ : (ب. ر. ز) ، جُنْسُ : صَحِيح

مُرَادِفٌ : يَظْهَرُ ، ضِدٌّ : يُخْفَى

অবস্থা, পালা, কখনও। : (ج) أَطْوَارُ :

فَإِنَّ الْقُرْآنَ : وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا .

مَادَّةُ : (ط - و - ر) ، جنس : أَجْوَفَ وَآوَى

مُكَادِفٌ : حَسْبًا / تَارَةً ، ضَدٌّ : دَائِمًا

গায়ের সাথে লেগে থাকা বস্ত্র : شِعَارٌ : (ج) أَشِعْرَةٌ، شُعْرٌ :
পোশাক, প্রতীক।

في الحديث : الْأَنْصَارُ شِعَارُ وَالنَّاسِ دِئَارُ.

مَاءٌ : (ش - ٤ - ر) ، جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادُ : شَبَابُ

(ج) شُعْرَاءُ، (و) شَاعِرٌ : कवि, कविता रचनाकारी ।

পোশাক পরিধান করছে, আবরণরূপে গ্রহণ করছে। : **يَلْبَسُ**

পোশাক পরিধান করা : لَبَسَ (س) لِبَاسًا

مِثْنٌ (م) اَحَانٌ, (ج) اَحَابِينُ : समय, कथन० ।

فِي الْقُرْآنِ : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ .

مَادَّةُ : (ح. ي. م. ن.) : حَنْسٌ : أَخَفُّ بَانِسٍ

مرادف : مَوْءُودٌ / تَارِقٌ / ضِدٌّ : ذَاتُهَا

কিন্তু : অসম্ভব দল গঠন।

سَادَةُ : (المرأة) سَادَةٌ

مَدَانِ: يَكُونُ

বড় সমারোহপতি বিষয়শীলী

سَمْعًا وَبَصَرًا : كَبِيرٌ (أو) كَبِيرٌ

مَادَهُ : (ক. ব. র.) , جنس : صَنِيع
مَرَاوُفٌ : اَلْعَظْمَاءُ , ضِدٌّ : اَلْفَسْفَاءُ

বৈদ (অন) : তবু , কিছু

فِي الْحَدِيثِ : نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بَيِّنَةٌ أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا .

مَادَهُ : (ব. য. দ.) , جنس : أَجْوَفُ يَأْنِي

مَرَاوُفٌ : غَيْرُ رَضَدٍ

مَعَ , مَعَ : সাথে , সঙ্গে , সবেও

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَخَفْ إِنَّ اللَّهَ مَعَا

تَكُونُ : বৈচিত্র্য

تَكُونُ (تَفَعَّلَ) مَصْد : রঙীন হওয়া , বৈচিত্র্যময় হওয়া

(تَفَعَّلَ) تَكُونُ : রং করা

فِي الْحَدِيثِ : اَللُّهُ لَوْ أَنَّ الدَّمَ وَالرَّيْحَ رِيعَ النَّاسِ .

مَادَهُ : (ল. ও. ন.) , جنس : أَجْوَفُ وَآوِي

مَرَاوُفٌ : تَنْتَوِعُ

حَالٌ : (জ) أَحْوَالٌ , أَحْوَالٌ : কাদা মাটি অবস্থা , আকৃতি-প্রকৃতি

فِي حَوَائِثِ الْكَذِّبِ : وَحَالُهُ النَّاسُ أَيْ طَبِئُهُ

مَادَهُ : (হ. ও. ল.) , جنس : أَجْوَفُ وَآوِي

مَرَاوُفٌ : كَيْفَةٌ

تَبَيَّنَ (تَفَعَّلَ) مَصْد : প্রকাশ পাওয়া

فِي الْقُرْآنِ : قَدْ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

مَادَهُ : (ব. য. ন.) , جنس : أَجْوَفُ يَأْنِي

مَرَاوُفٌ : ظُهُورٌ , ضِدٌّ : خَفَاءٌ

مَحَالٌ : অযথা কথা , বক্তৃ , কঠিন , অসম্ভব

اَلْمَحَالُ : هُوَ اَلْكَلَامُ اَلْمَعْدُولُ عَنْ وَجْهِهِ

مَادَهُ : (হ. ও. ল.) , جنس : أَجْوَفُ وَآوِي

مَرَاوُفٌ : بَاطِلٌ / كَيْذِبٌ , ضِدٌّ : مُسْكِنٌ / سَدُوقٌ

يَسْتَحْلِي : ভূষিত হয়

(تَفَعَّلَ) تَحْلِي : অলংকার পরা , ভূষিত হওয়া , সজ্জিত হওয়া

(ض) حَلَبٌ , (تَفَعَّلَ) تَحْلِي : সজ্জিত করা

فِي الْقُرْآنِ : مُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ .

مَادَهُ : (হ. ল. য.) , جنس : لَغِيْفٌ مَقْرُونٌ

مَرَاوُفٌ : يَنْتَزِعُ

رَوَاءُ : সৌন্দর্য , চেহারা

رِيَاءٌ , رِيَاءٌ : رَوَى - الشَّجَرُ : সবুজশ্যামল হওয়া

مَادَهُ : (র. ও. য.) , جنس : لَغِيْفٌ مَقْرُونٌ

مَرَاوُفٌ : الرِّبَاةُ , ضِدٌّ : اَلْقَبَاةُ

رَوَايَةُ : বর্ণনা

رَوَايَةُ (ض) مَصْد : বর্ণনা করা

مُدَارَاةٌ : সৌহার্দ্য

مُدَارَاةٌ (مُتَاعَلَكَةٌ) مَصْد : পরস্পর বিনম্র ব্যবহার করা

(ف) دَرَأَ - يَرِي : প্রতিহত করা

دِرَايَةُ : সূক্ষ্ম জ্ঞান

دِرَايَةُ (ض) مَصْد : কষ্ট করে জানা , কৌশলে জানা

(إِنْعَالٌ) إِدْرَاءٌ : জানানো

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَدْرِي نَفْسٌ مَادَا تَكْسِبُ غَدًا .

مَادَهُ : (দ. র. য.) , جنس : نَاقِصٌ يَأْنِي

مَرَاوُفٌ : عِلْمٌ

يَلَاغَةُ : সাহিত্যলঙ্কার

يَلَاغَةُ (ك) مَصْد : সুসাহিত্যিক হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا يَلَاغُ لِلنَّاسِ

مَادَهُ : (ব. ল. য.) , جنس : صَنِيعٌ

مَرَاوُفٌ : فَصَاحَةٌ , ضِدٌّ : خَطَأٌ

رَائِعَةٌ (ف. ম.) (ج) رَوَائِعٌ , رَوَّعٌ : মনোমুগ্ধকর , বিমুগ্ধকর

(ن) رَوَّعًا مِنْهُ : ভয় পাওয়া

مُذَّكَّرٌ : মুগ্ধ করা

(إِنْعَالٌ) إِرَاعَةٌ : ভয় দেখানো , মুগ্ধ করা

فِي الْقُرْآنِ : قَلَمًا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوَّعِ .

مَادَهُ : (র. ও. য.) , جنس : أَجْوَفُ وَآوِي

مَرَاوُفٌ : مُعْجِبَةٌ , ضِدٌّ : مُنْكَرَةٌ

بَدَّيْهِ (ج) بَدَّيْهِ : উপলক্ষ্যমতিত্ব।

(ف) بَدَّيْهِ : উপস্থিত জবাব দেওয়া, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা দেওয়া।

مَادَّه : (ب. د. د.) , جَس : صَحِيح

مُرَادُف : اَرْتِبَاعٌ

مُطَاوَعَةٌ (ف.ا) : মুহাব্বাত, অনুগত।

(مُتَاعِلَةٌ) مُطَاوَعَةٌ : অনুকরণ করা।

(ن) طَوَعًا : অনুগত হওয়া, স্বৈচ্ছায় কোনো কাজ করা।

فِي الْقُرْآن : وَلَهُ اسْلَمَ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَعًا وَكَرْهًا .

مَادَّه : (ط. و. ع) , جَس : أَجْرَفَ وَارَى

(ج) أَدَابٌ , (و) أَدَبٌ : গুণ-গরিমা।

بَارِعَةٌ (ف.ا) : সুউচ্চ, মাত্রাপূর্ণ।

(ن. س. ك) بَرَّاعَةٌ : জ্ঞান-গরিমা বা গুণে পূর্ণ হওয়া/ অসামান্য হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَبَرَّعًا : দান করা, সদকা করা।

مَادَّه : (ب. ع. ر) , جَس : صَحِيح

مُرَادُف : قَانِقَةٌ , جَد : نَازِلَةٌ .

قَدَّمَ : (ج) أَقْدَامٌ , قُدَّامٌ : পা, চরণ।

فِي الْحَدِيث : أَلْحَنَةُ تَعَتَّ أَقْدَامُ الْأَمْهَاتِ .

مَادَّه : (ق. د. م) , جَس : صَحِيح

(ج) أَعْلَامٌ , (و) عِلْمٌ : উচ্চ পর্বত, খাগা, নেতা, চিহ্ন।

مَادَّه : (ع. ل. م) , جَس : صَحِيح

مُرَادُف : جِبَالٌ

(ج) عِلْمٌ , (و) عِلْمٌ : ইলম, জ্ঞান।

قَارِعَةٌ (ف.ا) : (ج) قَوَارِعُ : [পর্বতে] আরোহণকারী। উচ্চ অংশ।

(ف) قَرَعًا - التَّجِيلُ : আরোহণ করা।

(تَفَعَّلَ) تَقَرَّعًا - الْأَرْضُ : প্রদক্ষিণ করা।

- الْمَسَائِلُ : মূলনীতি থেকে উপবিধি বের করা।

(ج) مَحَاسِنُ , (و) حُسْنٌ (وَالْجَمْعُ عَلَى خِلَافِ الْفَعْلِيَّاتِ) :

সুন্দর গুণাবলি, সৌন্দর্য।

فِي الْقُرْآن : وَيُحْسِنُونَ صَنَاعًا .

مَادَّه : (ح. س. ن) , جَس : صَحِيح

مُرَادُف : اَلْمَرْفَعَةُ , جَد : قَبِيح

(ج) اَلْ : اَلْ : হাতিয়ার, [এখানে] মানুষকে মুগ্ধ করার

কাজে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত গুণাবলি।

قَدَّ الرَّاجِعُ : قَدَّ اُرْكَبُ الْاَلَةِ بَعْدَ الْاَلَةِ

مَادَّه : (ا. و. ل) , جَس : مُرْكَبٌ (مَمْرُزٌ قَا- وَاجِرُفَ وَارَى)

مُرَادُف : عِدَّةٌ / اَدَابٌ

(كَانَ) يَلْبِسُ : ঢেকে দেওয়া হতো, ঢাকা পড়ে যেত।

(اِنْعَمَ) اِلْبَاسًا : আবৃত করা, ঢাকা, পরিধান করা।

فِي الْقُرْآن : يَلْبِسُونَ نِيَابًا حُضْرًا .

مُرَادُف : يَعْطِي , جَد : يُكْشَفُ

(ج) عِلَاتٌ , عِلَلٌ , (ج) اَعْلَالٌ , (و) عِلَّةٌ : দোষ-ত্রুটি।

قَالَ الشَّاعِرُ : قَالَ لِي كَيْفَ اَنْتَ ؟ قُلْتُ : عَلِيْلٌ

سَهْرًا نِمْ وَحَزَنٌ طَوِيْلٌ

مَادَّه : (ع. ل. ل) , جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : عِيُوبٌ / اَمْرَاضٌ , جَد : مَعَارِسٌ

سَعَةً : ব্যাপকতা।

سَعَةً (س. ح. مَص) : প্রশস্ত হওয়া, ব্যাপক হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَوَسَّعَةً : প্রশস্ত করা।

فِي الْقُرْآن : وَبِيعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْسًا .

مَادَّه : (و. س. ع) , جَس : وَمِثَالٌ وَارَى

رَوَايَةً (ض. مَص) : বর্ণনা করা, [এখানে] জ্ঞানালোচনা।

(كَانَ) يَضْمِي : আকর্ষণ সৃষ্টি করা হতো, ...সৃষ্টি হতো।

(اِنْعَمَ) اِمْبَاءٌ : আকর্ষণ সৃষ্টি করা, আকৃষ্ট করা।

(ن) صَبَأٌ : শিশু সুলভ কাজ করা।

(س. صَبَأٌ - اَلْكِبَرُ) : অগ্রহী হওয়া।

فِي الْقُرْآن : اَلَا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ

وَاَكُنَّ مِّنَ الْجَاهِلِيْنَ .

مَادَّه : (ص. ب. و) , جَس : نَاقِصٌ وَارَى

مُرَادُف : وَمِثَالٌ , جَد : يُعْرَضُ

رَوَايَةً (ف. مَص) : দেখা, দর্শন করা।

وَلَعْدُوِيَّةٍ يُرَادُّوهُ، يُسْعِفُ بِمَرَادِهِ، فَتَعَلَّقَتْ
بِأَهْدَابِهِ، لِيَخْصَانِصَ أَذَابِهِ، وَتَأَفَّسَتْ فِي
مَصَافَاتِهِ، لِنَفَائِصِ صِفَاتِهِ، شِعْرُ:
فَكُنْتُ بِهِ أَجْلُوْهُ مُؤَمِّنِي، وَأَجْتَلِي
زَمَانِي طَلُقَ الْوَجْهَ، مَلْتَمِعَ الصِّبَا
أَرَى قَرْنَهُ قُرْنِي، وَمَغْنَاهُ غَنِيَّةُ
وَرُوَيْتَهُ رِيًّا، وَمَحْيَا لِي حَيًّا

স্বাভাবিক প্রায় বাগ্যিতার খলচাতুরীর কারণে তার বিরোধিতার পরাজয়প্রভা প্রদর্শন করা হতো এবং তার উপস্থাপনার মাধ্যমেও কারণে তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হতো। অতএব আমি তার বিশেষ গুণ-গরিমার কারণে তার আঁচল জড়িয়ে ধরলাম এবং তার উৎকৃষ্ট গুণাবলির কারণে তার নিখাদ বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহী হলাম। [শ্লোকের অনুবাদ] : অতএব আমি তার মাধ্যমে আমার দুর্ভাবনার মরচে দূরীভূত করতাম এবং আমি আমার জীবনকালকে দীপ্তবদন ও আলোকোজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করতাম। আমি তার সান্নিধ্যকে বন্ধুত্ব এবং তার গৃহকে নির্ভর, তার দর্শনকে তৃপ্তি এবং তার জীবনকে আমার জন্য [জীবন-] বারি মনে করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : খলচাতুরীর কারণে তার বিরোধিতার পরাজয়প্রভা প্রদর্শন করা হতো এবং তার বিরোধিতায় তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হতো। অতএব আমি জড়িয়ে ধরলাম তার আঁচল তার বিশেষ গুণ-গরিমার কারণে এবং আগ্রহী হলাম তার নিখাদ বন্ধুত্বের জন্য তার উৎকৃষ্ট গুণাবলির কারণে এবং আমি আমার জীবনকালকে দীপ্তবদন ও আলোকোজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করতাম। আমি তার সান্নিধ্যকে বন্ধুত্ব এবং তার গৃহকে নির্ভর এবং তার দর্শনকে তৃপ্তি এবং তার জীবনকে আমার জন্য বারি মনে করতাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

খলচাতুরী : خَلَاةٌ
(ن) خَلْبًا، خَلَابَةً، (مُعَاةَلَةً) مُعَاةَلَةً : নরম কথায় আকৃষ্ট করা।
فِي الْعَدُوِيَّةِ : إِذَا بَايَعْتَ قَعْلَ لَا خَلَابَةَ :
مَادَّةُ : (خ. ل. ب.) ، جِنْسٌ : صَبِيح
مُرَادُفٌ : خِلَاعٌ ، حَيْدٌ : صِلَاحٌ
عَارِضَةٌ : (ج) عَوَارِضٌ : বাগ্যিতা, বক্তব্যের স্বল্প উপস্থাপন।
(ض) عَرَضًا : প্রদর্শন করা।
(مُعَاةَلَةً) مُعَاةَلَةً : বিরোধিতা করা।
(افْعَالٌ) اِفْرَاحًا : উপেক্ষা করা, বিমুখ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ النَّفْوِ مُعْرِضُونَ -
مُرَادُفٌ : اِبْرَادٌ / اِلْسَن -
(كَانَ) يُرْعَبُ - (مَج) - عَن ... : পরাজয়প্রভা/ বিমুখতা প্রদর্শন করা হতো।
(س) رَعْبًا، رَغْبَةً - اِلَى : ধাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া।
- عَن ... : বিমুখ হওয়া, বিমুখতা প্রদর্শন করা।

উৎসাহিত করা : اِنْعِيْلُ
فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يُرْعَبْ عَن مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَتِيْفًا -
مَادَّةُ : (ر. غ. ب.) ، جِنْسٌ : صَبِيح
مُرَادُفٌ : مُعْرِضٌ ، حَيْدٌ : يَشْفُلُ
مُعَارِضَةٌ : বিরোধিতা।
مُعَارِضَةٌ (مُعَاةَلَةً) مَص : বিরোধিতা করা।
مُرَادُفٌ : مُقَابَلَةٌ / مُنَاقَضَةٌ ، حَيْدٌ : مُوَافَقَةٌ / مُطَاوَعَةٌ
مُعَارِضَةٌ : মাধ্যম।
مُعَارِضَةٌ (ك) مَص : সুবাদ ও মাধ্যমপূর্ণ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : مَا كَدَّبَ مُرَادُفٌ -
مَادَّةُ : (ع. ذ. ب.) ، جِنْسٌ : صَبِيح
مُرَادُفٌ : كَيْسٌ / حَلُوْ ، حَيْدٌ : تَفَافُةٌ / مُرَادُفٌ
اِبْرَادٌ : উপস্থাপনা।
اِبْرَادٌ (اِفْعَالٌ) مَص : উপস্থাপন করা।

فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ : هَذَا الَّذِي أَوْ رَوْنِي الْمَوَارِدَ
مَادَّةٌ : (ও. ও. দ.) , جنس : مِثَالُ ,

مُرَادُفٌ : عَرَضُ
(كَانَ) يَسْتَعْفُ (مع) : পূর্ণ করা হতো : ,

(إِنْعَالَ) إِسْتَاَفَ - يَد : পূর্ণ করা, সাহায্য করা :
فِي الْحَدِيثِ : فَاطِمَةُ بَعَثَتْ بَنِيَّ بِسَمْعَيْنِ مَا سَعَتْهَا
مَادَّةٌ : (স. - এ. - ফ.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُفٌ : يَسَاعِدُ/يَسَلِّدُ , ضِدٌ : يُغَارِضُ/يُفَرِّغُ
مُرَادٌ : (مف. مذ) : উদ্দেশ্য, লক্ষ্য :

(إِنْعَالَ) إِرَادَةٌ : ইচ্ছা করা :

(ن) رَوَى : কোনো কিছুয় ভালোশে যোরা :
فِي الْقُرْآنِ : فَعَالَ لِيَا يَرِيدُ -

مَادَّةٌ : (ও. ও. দ.) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى
مُرَادُفٌ : مَطْلُوبٌ/عَرَضُ

تَعَلَّقَتْ : জড়িয়ে গেলাম, জড়িয়ে ধরলাম :

(تَعَلَّقَ) تَمَلَّكًا - يَه : জড়িয়ে পড়া, জড়িত হওয়া :

(س) عَلَقًا , عَلَوًا - ب : আসক্ত হওয়া, আটকে যাওয়া :

تَعَلَّقَتْ : জ্বলানো :

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ تَمَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ بِمَعْنَى عِلْقِهِ
মাদে : (এ. - ল. - দ.) , جنس : صحيح

مرادف : تلبست , ضد : تفرقت

(جع) أَهْدَابُ , (ج) هَدَبُ (و) هَدْبَةٌ : কাপড়ের খালর, আঁচল :

فِي الْحَدِيثِ : مَا مَعَهُ إِلَّا كَهْدِيدَةُ الثَّوْبِ -

মাদে : (ও. - দ. - ব.) , جنس : صحيح , مرادف : طرف

(ج) خَصَائِصُ , خَاصِيَاتُ , (و) خَاصِيَةٌ : বৈশিষ্ট্য, বিশেষ গুণ :

فِي الْقُرْآنِ : يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ -

মাদে : (খ. - স. - স.) , جنس : مضاعف ثلاثي

مرادف : ميزه/امتياز -

(ج) أَدَابُ , (و) أَدَابُ : গুণ-গরিমা :

فِي الْحَدِيثِ : أَدْبَنِي رِسَى فَاحْسَنُ تَأْدِيبِي

আগ্রহী হলাম :

(مفاعله) مَنَافَسَةٌ : তোলা কাজে অগ্রহী হওয়া, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা :

(ن) نَفَاسَةٌ : উৎকৃষ্ট হওয়া :

(تفعيل) تَنَفَّسًا عَنْهُ : দূরীভূত করা :

فِي الْقُرْآنِ : وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ -

মাদে : (ন. - ফ. - স.) , جنس : صحيح

مرادف : رغبته , ضد : أعرضت

مُصَافَاةٌ : নিখাদ বুদ্ধি :

مُصَافَاةٌ (مُفَاعَلَةٌ) مَصَدٌ : নিখাদভাবে ভালোবাসা :

(تفعيل) تَضَنُّبَةٌ : স্বচ্ছ করা :

(ن) سَفَا : স্বচ্ছ হওয়া :

(إِنْعَالَ) اصْطَفَا : মনোনীত করা। নির্বাচন করা :

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ -

মাদে : (স. - ফ. - ও.) , جنس : ناقص وأوى

مَادُفٌ : مَوَدَّةٌ , ضِدٌ : الْعَدَاوَةُ -

(ج) تَقَاتُلٌ , (و) تَقَاتُلٌ , تَفِينَةٌ : উৎকৃষ্ট :

মাদে : (ন. - ফ. - স.) , جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : أَحْسَنُ/جَيِّدٌ , ضِدٌ : أَفْضَلُ

(ج) صَفَاتٌ , (و) صِفَةٌ : গুণাবলি :

فِي الْقُرْآنِ : سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ -

মাদে : (ও. - স. - ফ.) , جنس : مِثَالُ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : تَعَنُّتٌ , ضِدٌ : قَبَحٌ

(كُنْتُ) أَجَلْتُ : দূরীভূত করতাম :

(ن) جَلَا : স্পষ্ট হওয়া। প্রকাশিত হওয়া :

- الْأَمْرُ : স্পষ্ট করা। প্রকাশ করা :

- عَنْهُ الْهَمُّ : দূরীভূত করা :

- أَلَسْتُفٌ : মরচে দূর করা :

(إِنْعَالَ) - جَلَا - عَنْ يَدَيْهِ : দেশান্তরিত করা :

(إِنْعَالَ) اجْتَلَا - أَلَسْتُفٌ : প্রত্যক্ষ করা :

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَتَجَلَّيْهَا إِلَّا بِوَقْتِهَا -

মাদে : (এ. - ল. - ও.) , جنس : ناقص وأوى

مُرَادُفٌ : أَزَلَّ/أَكْشَفَ , ضِدٌ : أَخْفَى/أَسْتَرَّ

(ج) هَصُومٌ , (و) هَمٌّ : দুর্ভাবনা, চিন্তা :

(ن) مَمَّا , مَوْتَةً - الْأَمْرُ فَلَا تَأْ : চিন্তিত করা :

- مَمَّا - بِأَلَيْسَ : সংকল্প করা : জগা, ইচ্ছা করা :

فِي الْقُرْآنِ : وَلَقَدْ مَتَّعْتَهُ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا -

মাদে : (ও. - ম. - ম.) , جنس : مضاعف ثلاثي

مُرَادُفٌ : الْأَخْرَافُ , ضِدٌ : الْأَنَافُ

(كُنْتُ) أَجَلْتُ : আমি প্রত্যক্ষ করতাম :

(إِنْعَالَ) اجْتَلَا : প্রত্যক্ষ করা :

مُرَادُفٌ : أَكْثَرُ

زَمَانٌ : (ج) أَرْسَنَ , أَرْمَانَ , أَرْسَنَ [জীবন]-কাল :

طَلَّقَ : (مف. مذ) (ج) أَطْلَقَ : দীপ্ত, দীপ্তিময় :

সহাসা বদল হওয়া : جَاحِلٌ - جَاحِلَةٌ

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ تَلْقَى أَهْلًا يَوَجُّعُ عَلَيْهِ .

مَادَّةُ : مُتَبَسِّطٌ / مُتَفَرِّقٌ , ضِدُّ : عَابِسٌ

الْوَجْهَ (ج) أَوْجُهُ , وَجْهٌ : চেহারা, বদন ।

فِي الْقُرْآنِ : وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ .

مَادَّةُ : (و-ج-و) , جِنْسُ : يَجَالُ وَآوَىٰ

مُرَادُفٌ : مَظْهَرٌ / طَلَمَةٌ

مُلْتَمِعٌ : (ف-ا-م-ذ) : আলোকোজ্জ্বল

(اِنْفَعَالٌ) اِلْتَمَاعًا (ف) لُتَمِعًا : চমকানো, আলোকিত হওয়া ।

(اِفْعَالٌ) اِلْتَمَاعًا : ছোঁ মারা, মেরে নেওয়া ।

مَادَّةُ : (ل-م-ع) , جِنْسُ : صَحِيجٌ

مُرَادُفٌ : مَشْرِقٌ / مُضِيٌّ , ضِدُّ : مَظْلِمٌ

الضِّيَاءُ : (بِالْفَتْحِ) , اَلضِّيَاءُ (بِالْمَدِّ) : আলো

الضِّيَاءُ (ن) مَصْدَرٌ : আলোকিত হওয়া ।

(اِفْعَالٌ) اِصْطَاعًا (ل-ا-و-م-ع) : আলোকিত হওয়া । আলোকিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَحَنَّنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ .

مَادَّةُ : (ض-و-و) , جِنْسُ : مُرَكَّبٌ (اَجْزَاءُ وَآوَىٰ وَمُتَمَوِّزٌ لَّامٌ)

مُرَادُفٌ : اَلتَّوَرُّ , ضِدُّ : اَلظُّلَامُ

(كُنْتُ) أَرَىٰ (ف) رَأْيًا , رُؤْيَةٌ (مِنْ أَعْيَالِ الْقُلُوبِ) :

আমি মনে করতাম ।

قُرْبٌ : নৈকট্য, সান্নিধ্য ।

قُرْبٌ (ك) مَصْدَرٌ : নিকটবর্তী হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : هُوَ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ .

مَادَّةُ : (ق-و-ব) , جِنْسُ : صَحِيجٌ

مُرَادُفٌ : صُغْبَةٌ / تَقَرُّبٌ , ضِدُّ : عَدَاوَةٌ

قُرْبَىٰ : আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব ।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ .

مَادَّةُ : (ق-و-ব) , جِنْسُ : صَحِيجٌ

مُرَادُفٌ : نَسَبٌ / عِلَاقَةٌ , ضِدُّ : عَدَاوَةٌ

مَعْنَى : (ج) مَعَانٍ : মঞ্জিল, গৃহ, ঘর ।

(س) غَيْثٌ , مَغْنَى - بِالسَّكَنِ : অবস্থান করা ।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَ كَمْ يَغْنُو فَيْتَهَا .

مَادَّةُ : (غ-ن-ي) , جِنْسُ : تَائِيضٌ / يَائِيضٌ

مُرَادُفٌ : مُتَوَلِّدٌ

غَنِيَّةٌ : যথেষ্টতা, ধনাঢ্যতা, নির্ভর, ভরসা, স্বচ্ছন্দতা ।

দর্শন : نَظَرٌ

نَظَرٌ (ب) مَصْدَرٌ : দেখা ।

نَظَرٌ : পরিতত্ত্ব, মুখ-সম্বন্ধি ।

نَظَرٌ : পরিতত্ত্ব হওয়া ।

نَظَرٌ : পানি পান করে, পরিতত্ত্ব হওয়া ।

نَظَرٌ : اَلتَّحَنُّنُ لِلَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا .

مَادَّةُ : (ن-و-ي) , جِنْسُ : لَيْفِيْفٌ / مَقْرُونٌ

مُرَادُفٌ : نَفَىٰ / اِزْتَوَا , ضِدُّ : اَلتَّعَطُّشُ

نَظَرٌ : (ج) مَعَانٍ : জীবন, লজ্জার স্থল ।

نَظَرٌ : اِنْعَمَالٌ / اِنْعِيَاءٌ : জীবিত করা ।

(س) حَيَاءٌ : জীবিত থাকা ।

فِي الْقُرْآنِ : اِنْ صَلَاتِي وَنَسْكَي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي .

مَادَّةُ : (ح-ي-ي) , جِنْسُ : لَيْفِيْفٌ / مَقْرُونٌ

مُرَادُفٌ : حَيَاءٌ , ضِدُّ : مَمَاتٌ

حَيَا : লজ্জা-শরম, বৃষ্টি, বারি, সজীবতা ।

مَادَّةُ : (ح-ي-ي) , جِنْسُ : لَيْفِيْفٌ / مَقْرُونٌ

مُرَادُفٌ : حَيَاءٌ , ضِدُّ : مَمَاتٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

لَهُ : اِجْتَلَىٰ زَمَانِي طَلَّقَ الْوَجْهَ مُلْتَمِعِ الضِّيَاءِ :

তাকে জেগে উঠলো আমার সময়কে মুখের আলোকে আলোকিত হতে ।

نَتَمِّعُ الضِّيَاءَ : طَلَّقَ الْوَجْهَ এবং اِجْتَلَىٰ

মাফডল আলোকে আলোকিত হওয়া ।

এ দুটি ক্রিয়া মাফডল থেকে হয়েছে ।

বালাগাত

قَوْلُهُ فَنَمَلَقْتُ بِأَعْدَابِهِ لِيَخْلَصَنِي أَدَابِهِ :

এখানে جَنَاسٌ لَا حِينَ - এর মাঝে أَهْدَابٌ ও أَدَابٌ

কোনো এক জিনিসের দ্বারা ।

قَوْلُهُ : فَكَفَّنْتُ بِهِ أَجَلَهُ مَوْتَيْنِ :

যদি কবর - এর অর্থ মরতে দূর করা হয় তাহলে এখানে

কবর - এর অর্থ মরতে দূর করা হয় তাহলে এখানে

কবর - এর অর্থ মরতে দূর করা হয় তাহলে এখানে

কবর - এর অর্থ মরতে দূর করা হয় তাহলে এখানে

কবর - এর অর্থ মরতে দূর করা হয় তাহলে এখানে

কবর - এর অর্থ মরতে দূর করা হয় তাহলে এখানে

কবর - এর অর্থ মরতে দূর করা হয় তাহলে এখানে

وَلَيْسَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بُرْهَةٌ ، يُنْشِئُ لِي كُلَّ
يَوْمٍ نَزْهَةً ، وَتَدْرَأُ عَن قَلْبِي شِبْهَةً ، إِلَىٰ أَنْ
جَدَحْتُ لَهُ بِدِ الْإِمْلَاقِ كَأَسِ الْفِرَاقِ ، وَأَغْرَأُ
عَدَمَ الْعِرَاقِ يَتَطَلِّقُ الْعِرَاقِ ، وَلَفْظَتُهُ
مَعَاوِرَ الْإِرْقَاقِ إِلَىٰ مَفَاوِزِ الْآفَاقِ ، وَنَظَمَهُ
فِي سِلْكِ الرَّفَاقِ خُفُوقَ رَايَةِ الْإِخْفَاقِ ،
فَنَحَدَ لِلرَّحْلَةِ غِرَارَ عَزْمِيهِ ، وَظَعَنَ يَفْتَادَ
الْقَلْبَ بِأَرْمِيهِ .

অনুবাদ : আমরা এভাবে একটা সময় কাটালাম যে,
প্রতিদিন সে আমার জন্য একটা আনন্দের যোগান দিত
এবং আমার অন্তর থেকে সংশয় দূরীভূত করত ।
অবশেষে অভাবের হাত তার জন্য বিশ্বেদের পেয়ালা
[পানীয়] প্রস্তুত করে দিল এবং মাংসহীন হাড়ের
অবিদ্যমানতা তাকে ইরাক ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করত । সদয়
ব্যবহারের অনুপস্থিতি তাকে নানা দিক-দিগন্তের বিয়াবানে
নিষ্ক্ষেপ করল এবং ব্যর্থতার ঝাণ্ডা-সঞ্চালন তাকে
পরিব্রাজক-দলের ডোরে গেঁথে দিল । ফলে সে স্বস্থান
ত্যাগের জন্য তার সংকল্পের ধারে শান দিল এবং [আমার]
অন্তর তার লাগাম দ্বারা টেনে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করল :

শাব্দিক অনুবাদ : লَيْسَ আমার কাটালাম এভাবে একটা সময় يُنْشِئُ সে যোগান দিত আমার জন্য
يَوْمٍ প্রতিদিন আনন্দ نَزْهَةً এবং দূরীভূত করত আমার অন্তর থেকে شِبْهَةً সংশয়
إِلَى أَنْ তার জন্য الْإِمْلَاقِ بِدِ অভাবের হাত তার জন্য الْفِرَاقِ কাস বিশ্বেদের পেয়ালা
وَأَغْرَأُ এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করল
عَدَمَ অবিদ্যমানতা الْعِرَاقِ মাংসহীন হাড়ِ يَتَطَلِّقُ ছাড়তে الْعِرَاقِ ইরাক وَلَفْظَتُهُ এবং তাকে নিষ্ক্ষেপ করল
مَعَاوِرَ অবিদ্যমানতা الْإِرْقَاقِ সদয় ব্যবহারের إِلَى مَفَاوِزِ বিয়াবানে الْإِرْقَاقِ দিক দিগন্তে وَنَظَمَهُ এবং তাকে গেঁথে দিল
فِي سِلْكِ দোরে
رَفَاقِ পরিব্রাজক দল خُفُوقَ রায়َةِ সঞ্চালন رَايَةِ ঝাণ্ডা الْإِخْفَاقِ ব্যর্থতা فَتَادَ ফলে সে শান দিল
لِلرَّحْلَةِ স্বস্থান تَيَادَرُ ত্যাগের ধারে غِرَارَ
عَزْمِيهِ তার সংকল্প وَظَعَنَ এবং বিদায় গ্রহণ করল يَفْتَادَ টেনে নিয়ে الْقَلْبَ [আমার] অন্তর তার লাগাম দ্বারা .

শব্দ বিশ্লেষণ

লَيْسَ : আমরা থাকলাম / অবস্থান করলাম / কাটালাম ।
(س) لَيْسَ , (مَقْل) تَلَيْسَ : অবস্থান করা ।
(إِفْعَال) إِيْلَاسًا , (تَفْعِيل) تَلَيْسًا : অবস্থান করানো ।
فِي الْقُرْآنِ : কেম লَيْسَ قَالُوا لَيْسَ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .
مَادَّة : (ل-ب-ث) , جنس : صَحِيح
مُرَادُف : مَكْفَنًا , جُنْد : ذَهَبْنَا .
بُرْهَةٌ : (ج) بُرْهَةٌ , بُرْهَاتُ : কালের একটি অংশ, কাল ।
بَقَالُ : أَقَسْتُ عِنْدَهُ بُرْهَةً مِنَ الدَّعْوِ
مَادَّة : (ب-ر-ه) , جنس : صَحِيح
مُرَادُف : زَمَانٌ / مَدَّةٌ
يُنْشِئُ : সে সৃষ্টি করত/ যোগান দিত ।
(إِفْعَال) إِنْشَاءً : সৃষ্টি করা, তৈরি করা ।

فِي الْقُرْآنِ : كُم أَنْشَأْنَا خَلْقًا آخَرَ / وَيُنْشِئُ السَّعَابَ الْيَقَالَ
مَادَّة : (ن-ش-ه) , جنس : مَهْمُوزٌ اللَّامُ
مُرَادُف : يَخْلُقُ , جُنْد : يَهْلِكُ
كُلُّ : প্রতি
يَوْمٍ (ج) أَيَّامٌ : দিন, প্রত্যহ ।
نَزْهَةٌ : (ج) نَزْوَةٌ : প্রমোদ ভ্রমণ, আনন্দ ।
(س-ك) نَزَامَةٌ : মন্দ থেকে দূরে থাকা ।
(تَفْعِيل) تَنْزَعًا : আনন্দ ভ্রমণ বের হওয়া ।
(تَفْعِيل) تَنْزِيهًا : পবিত্রতা বর্ণনা করা ।
فِي الْحَدِيثِ : قَرَحَ فِيهِ فَنَزَوَ عَنْهُ قَوْمٌ
مَادَّة : (ن-ز-ه) , جنس : صَحِيح
مُرَادُف : سَرَدَ / قَرَحَ , جُنْد : حَزَنَ

يَدْرَأُ : سے দূরীভূত করে [করত] :

(ف) دَرَأَ : دَرَأَةً : প্রতিহত করা, দূরীভূত করা :

فِي الْحَدِيثِ : إِدْرَأُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .

مَادَّةُ : (দ-র-এ) , جنس : مَهْمُوزٌ لَمْ

مُرَادُ : يَجْلُو/يَذْفَعُ

قَلْبُ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয় :

شَبِيهَةٌ : (ج) شَبَهٌ , شَبَهَاتٌ : সন্দেহ, সংশয়, সাদৃশ্য :

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ وَقَعَ فِي الشَّبَهَاتِ كُرَاعَ بَرَعَى حَوْلَ الْيَمَى

مَادَّةُ : (শ-ব-এ) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : رَبَّيْتُ , ضِدُّ : طَمَانِينَةٌ

إِلَى أَنْ : অবশেষে :

جَدَّحْتُ : মিশ্রিত করল, প্রস্তুত করে দিল :

(ف) جَدَّحًا , تَغْيِيلٌ تَجْدِيحًا :

মেশানো, মিশ্রিত করা [এখানে প্রস্তুত করা] :

فِي الْحَدِيثِ : أَنْزَلَ فَأَجَدَحَ لَنَا .

مَادَّةُ : (জ-দ-হ) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : مَرَجَتْ/تَهَيَّأَتْ , ضِدُّ : تَشَرَّتْ

يَدَّ : (ج) أَيَّدَ , (ج) أَيَّدَا : হাত, শক্তি, ক্ষমতা :

إِمْلَاقٌ : অভাব :

إِمْلَاقٌ (إِفْصَالٌ) مَصْدُ : অভাবী হওয়া :

(س) مِلَقًا , تَغْفَلٌ تَغْلًا : চাটুকারিতা করা :

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَغْفَلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ .

مَادَّةُ : (ম-ল-দ) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : الْفَقْرُ , ضِدُّ : الْفَيْسُ

كَأَسَ : (ج) كُوِّسَ , كُوِّسَ كَأَسَاتٍ , كِبَاسٌ :

পানীয় ভরা পেয়লা :

فِي الْقُرْآنِ : يَكْأَسُ مِنْ مَعِينٍ بَيْضًا .

مَادَّةُ : (ক-এ-স) , جنس : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ

مُرَادُ : قَدَحٌ

الْفِرَاقُ : বিচ্ছেদ, বিরহ :

الْفِرَاقُ (مُفَاعَلَةٌ) مَصْدُ : পৃথক হওয়া :

تَفَرَّقَ : تَفَرَّقًا : পৃথক করা, বিচ্ছেদ করা :

تَفَرَّقَ : تَفَرَّقًا : বিচ্ছেদ হওয়া, পৃথক হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : إِنْ تَفَرَّقَا يَغْنِ الْكَلَّ كَلًّا مِنْ سَعْيِهِ .

مَادَّةُ : (ফ-র-ক) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : فِرْقَةٌ , ضِدُّ : وَصْلٌ/صِلَةٌ

أَغْرَى : উদ্বুদ্ধ করল :

الْإِفْعَالُ إِغْرَاءً : উদ্বুদ্ধ করা :

- أَلْعَدَاةُ بَيْنَهُمْ : শত্রুতা সৃষ্টি করা :

(س) غَرَاءٌ - يَكْدًا : অধিক আগ্রহী হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَغْرَيْنَا بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبِقْضَاءَ .

مَادَّةُ : (গ-র-য) , جنس : نَاقِصٌ يَائِيٌّ

مُرَادُ : يَرُوضُ , ضِدُّ : أَسْكَنَ

عَدِمَ : অবিন্যমানতা :

عَدِمَ , عَدَمَ : (স) مَصْدُ : বিনাস করা :

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّكَ تَكْسِبُ السَّعْدَ وَمَا تَحْمِلُ الْكَلَّ .

مَادَّةُ : (এ-দ-ম) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : الْفَقْدَانُ , ضِدُّ : وُجُودٌ

(ج) الْفِرَاقُ , (و) عِرْقٌ : মাংসহীন হাঁড় :

এ শব্দটির অর্থ নিয়ে ভাষাবিদদের মতভেদ রয়েছে ।

ইমাম বলীল বলেন, এর অর্থ গোস্তবিহীন হাঁড় । আবু জায়েদ

ও ইবনে কুতাইবা বলেন, এর মানে গোস্তযুক্ত হাঁড় । আবু

ওবাইদা, ইবনুল আনবারী ও ইমাম আসমায়ী বলেন, এর অর্থ

গোস্তের টুকরা ।

فِي الْحَدِيثِ : فَمَعَلَتْ لَا أَكُلُ الْفِرَاقَ وَلَا أَضَعُ/وَقَالَ

الشَّاعِرُ : عَ حَمْرَاءَ تَبْرَى اللَّحْمَ عَنْ عَرَاقِهَا .

مَادَّةُ : (এ-র-ক) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : مُضَنَّةٌ/عِظَامٌ

تَطْلِيْقٌ (تَغْيِيلٌ) مَصْدُ : ছেড়ে দেওয়া, ছাড়া, ত্যাগ করা :

فِي الْقُرْآنِ : قَطَّلَ قَوْمَهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

مَادَّةُ : (ট-ল-ক) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادُ : تَرَكَ , ضِدُّ : أَخَذَ

اَلْعِرَاقُ : ইরাক।

ইরাক : প্রসিদ্ধ আরব মুসলিম রাষ্ট্র। কুফা, বসরা, মোসুল ও বাগদাদ তার প্রধান প্রধান নগরী। বহু প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি। ইতিহাসের অনেক রক্তক্ষয়ী বিপর্যয়ের নীলব সাক্ষী। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রভূমি। আকাশী খেলাফতের শেষ নিদর্শনস্থল। ইরাক শব্দের অর্থ কারও মতে উপকূল। দজলা ও ফোরাতেহর তীরে অবতীর্ণ হওয়ায় এ নামকরণ করা হয়েছে। কারও মতে, এর মানে সমান ইরাকের ভূমি সমতল হওয়ায় তাদের মতে এ নাম রাখা হয়েছে। কেউ অবশ্য অন্য মতও পোষণ করেন।

لَقَطَطَ : নিষ্কেপ করল।

(ض.س) لَقَطَطَ : নিষ্কেপ করা, ফেলে দেওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَلَقَّطَ : উচ্চারণ করা, কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْنِي رَقِيبٌ عَيْنٌ .

مَاَدَه : (ل.ফ.ظ) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : رَمَتْ

(ج) مَعَارُزُ , (و) مَعْرَ : অভাব, সংকট, অনুপস্থিতি।

(س) عَوَزًا : দারিদ্র্য হওয়া, অভাব গ্রস্ত হওয়া।

مَاَدَه : (ع.و.ز) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَادٍ

مُرَادُ : صَبِيحٌ , ضِد : الْخَفَضُ

اَلْأَرْقَاقُ (إِنْعَالٌ) مَص : সদয় ব্যবহার করা, উপকার করা।

(ن.س.ك) رَقَقًا - يَهْ وَلَهُ وَعَلَيْهِ : সদয় আচরণ করা, কোমল আচরণ করা।

فِي الْحَدِيثِ : مَا كَانَ الرَّقُّ قِيَّ سَمٍ إِلَّا زَانَةً .

مَاَدَه : (ر.ফ.ق) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : اَلْإِعَانَةُ اَلْقَنَعُ , ضِد : اَلْإِخْرَارُ

(ج) مَقَاوِرُ , مَقَارَاتُ , (و) مَقَارَةٌ : বিয়াবান, মুক্তি, সাফল্য, ক্ষণ।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَحْسِبُهُمْ مَعَارِزَ مِنَ الْعَذَابِ .

مَاَدَه : (ف.و.ز) , جِنْس : أَجَوَفٌ وَادٍ

مُرَادُ : اَلصَّحْرَاءُ , ضِد : اَلْأَيْمُرَانُ

(ج) أَفَاقٌ , (و) أَفُقٌ , أَفُقٌ : দিক, দিগন্ত।

فِي الْقُرْآنِ : سُبْرَتُهُمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ .

مَاَدَه : (أ.ف.ق) , جِنْس : مَهْمُوزٌ فَاءٌ

مُرَادُ : اَلْأَقْطَارُ .

تَطَلَّمَ (ض) تَطَلَّمَ , نَظَامًا : [মালা] গেঁথে দিল।

فِي الْحَدِيثِ : رَأَيْتُ تَتَابِعَ كَيْطَامٍ بِأَلٍ قَطِيعٍ يَلْكِيهِ .

مُرَادُ : سَلَكَ .

يَلْكُ : (ج) سُلْكٌ , أَسْلَكَ : মালার সুতা, ডোর।

فِي الْحَدِيثِ : كَيْطَامٌ بِأَلٍ قَطِيعٍ يَلْكِيهِ .

مَاَدَه : (س.ل.ك) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : اَلتَّحِيْطُ

(ج) رِقَاقٌ , رِقٌّ , أَرْقَاقٌ , (و) رُقْعَةٌ , رُقَاقَةٌ :

সফর সঙ্গীদের দল, পরিব্রাজকের দল।

فِي الْحَدِيثِ : لَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُقْعَتِكَ .

مَاَدَه : (ر.ফ.ق) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : رَمَيْلٌ

خَفُوقٌ : সঞ্চালন।

خَفُوقٌ ن (ض) : কশিত হওয়া, নড়া, সঞ্চালিত হওয়া।

(إِنْعَالٌ) إِخْفَاقٌ : বঙ্কিত হওয়া, ব্যর্থ হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : كَانُوا يَنْظُرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى يَخْتَفِ رُؤُسُهُمْ .

مَاَدَه : (خ.ফ.ق) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُ : اَلتَّحَرُّكُ , ضِد : اَلسُّكُونُ

رَأْيَةٌ : (ج) رَأْيَاتٌ , رَأَى : ঝাণা, পতাকা।

(إِنْعَالٌ) إِرْيَاءٌ - اَلرَّأْيَةُ : ঝাণা স্থাপন করা।

(تَفَعَّلَ) تَرَيَّيْتُ - اَلرَّأْيَةُ : ঝাণা বানানো।

مَاَدَه : (ر.য.য) , لَفِيْفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادُ : تَرَاءٌ

اَلْإِخْفَاقُ : ব্যর্থতা।

اَلْإِخْفَاقُ (إِنْعَالٌ) مَص : অস্থির হওয়া, ব্যর্থ হওয়া।

مُرَادُ : اَلتَّحِيْطُ , ضِد : اَلظَّفَرُ/اَلْفَلَاحُ

شَحَذَ : শান দিল, ধার দিল।

(ف) شَعْنًا : পাড়াপীড়ি করে চাওয়া, তীক্ষ্ণ করা, ধার দেওয়া, শান দেওয়া।

فَمَارَاقِنِي مِّنْ لَّا قِنِي بَعْدَ بَعْدِهِ
وَلَا شَاقِنِي مِّنْ سَاقِنِي لِيُوصَالِهِ
وَلَا لَاحَ لِيْ مُذْ نَذَرْتُ لِفَضْلِهِ
وَلَا دُوَّ خِلَالِ حَازٍ مِّثْلَ خِلَالِهِ
وَاسْتَسَرَّ عَنِّي حِينًا، لَا أَعْرِفُ لَهُ عَرِيئًا،
وَلَا أَحَدُ عَنْهُ مَبِيئًا، فَلَمَّا أَبْتُ مِنْ
عَرِيَّتِي، إِلَى مَنِيَّتِ شُعْبِيَّتِي، حَضَرْتُ دَارَ
كُتُبِهَا الَّتِي هِيَ مُنْتَدَى الْمُتَادِيَيْنِ،
وَمُلْتَقَى الْقَاطِنِينَ مِنْهُمْ وَالْمُتَغَرِّبِينَ،

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] তার বিরহের পর যে-ই আমার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে, কেউ আমাকে মুগ্ধ করতে পারে নি এবং যে-ই তার সান্নিধ্যের জন্য আমাকে আহ্বান করেছে, আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থেকে গুণ-গরিমায় তার কোনো সমকক্ষ আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করে নি এবং কোনো গুণাবলির অধিকারী তার মতো গুণাবলির অধিকারী হয় নি। সে আমার থেকে কিছুকাল এভাবে আত্মগোপন করে রইল যে, আমি তার আবাসস্থল চিনতাম না এবং তার সম্পর্কে কোনো সংবাদদাতা পেতাম না। অতঃপর যখন আমি আমার প্রবাস থেকে আমার শাখা উদগত হওয়ার স্থান [অর্থাৎ, আমার নিজ দেশ]-এ প্রত্যাবর্তন করলাম তখন আমি সাহিত্যিকদের মিলনায়তন এবং স্থানীয় ও প্রবাসী সাহিত্যমোদীদের সাক্ষাৎনিকেতন [অর্থাৎ,] তথাকার গ্রন্থাগারে উপস্থিত হলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : ফَمَارَاقِنِي কেউ আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি **لَا قِنِي** যে-ই আমার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে **بَعْدَ بَعْدِهِ** তার বিরহের পর **وَلَا شَاقِنِي** এবং আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি **مِّنْ سَاقِنِي** যে-ই আমাকে আহ্বান করেছে **لِيُوصَالِهِ** তার সান্নিধ্যের জন্য **وَلَا لَاحَ** এবং আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেনি **مُذْ** তার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থেকে **نَذَرْتُ** কোনো সমকক্ষ **لِفَضْلِهِ** তার গুণ-গরিমায় **وَلَا دُوَّ** কোনো গুণাবলির অধিকারী **خِلَالِ** অধিকারী হয়নি **مِثْلَ** মতো **خِلَالِهِ** তার গুণাবলির **وَاسْتَسَرَّ** সে এভাবে আত্মগোপন করে রইল **عَنِّي** আমার থেকে **حِينًا** কিছুকাল **لَا أَعْرِفُ** আমি চিনতাম না **لَهُ** তার **وَلَا أَحَدُ** এবং পেতাম না **عَنْهُ** তার সম্পর্কে **مَبِيئًا** কোনো সংবাদদাতা **فَلَمَّا** অতঃপর যখন **أَبْتُ** আমি প্রত্যাবর্তন করলাম **مِنْ عَرِيَّتِي** আমার প্রবাস থেকে **إِلَى مَنِيَّتِ** উদগত হওয়ার স্থানে **شُعْبِيَّتِي** আমার শাখা **حَضَرْتُ** উপস্থিত হলাম **دَارَ كُتُبِهَا** তথাকার গ্রন্থাগারে **الَّتِي هِيَ مُنْتَدَى** মিলনায়তন **الْمُتَادِيَيْنِ** সাহিত্যিকদের **وَمُلْتَقَى** সাক্ষাৎ-নিকেতন **الْقَاطِنِينَ** স্থানীয় **مِنْهُمْ** তাদের **وَالْمُتَغَرِّبِينَ** ও প্রবাসী সাহিত্যমোদীদের।

শব্দ বিশ্লেষণ

(مَا) رَاقَى : মুগ্ধ করে নি [করতে পারে নি]।

(ن) رَوَّى - : মুগ্ধ করা, আনন্দিত করা।

(إِنْعَالَ) إِزَاقَةً - أَلَا : প্রস্তাব করা। প্রবাহিত করা।

أَلَكُم : রক্ত খরানো।

قَالَ الشَّاعِرُ : رَاقَتْ عَلَى الْبَيْضِ الْحَسَنُ يَحْنِيهَا وَهَانِيهَا

مَاَدَةُ : (ر-و-ق) , چنس : آجَوْتُ وَاوِي

مَرَاوُن : يَجْذِبُ .

(مِّنْ) لَّا قَى : [যে-ই] সম্পৃক্ত হয়েছে।

(ض) لَبِقًا - لِبَاقَةً : উপযুক্ত হওয়া, পোতা পাওয়া, সম্পৃক্ত হওয়া।

(إِنْعَالَ) لَاقَةً : কালি ব্যবহারেরোপযোগী করা।

بَقَالُ : مَا لَاقَتْ عِنْدَ رَوْحِهَا وَلَا عَاقَتْ

مَاَدَةُ : (ل-ر-ق) , چنس : آجَوْتُ يَاسِي

مَرَاوُن : لَصَقَ (ب/صَحِيْب) , جَذَبَ : إِفْتَرَقَ

بَعْدُ : বিচ্ছেদ, বিরহ।

بَعْدُ (ك) مَصَد : দূরবর্তী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَا بَعَثْنَا لَبِيذِينَ كَمَا بَعِدْتَ ثَمُودَ

فِي الْحَدِيثِ : نَدَّ يَمْحَرُ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ .
 مُرَادُفٌ : قَرَّ ، حُنْدٌ : فُتِنَتْ
 (لَا) شَأْنٌ : [করতে পারে নি] - [করতে নি, উদ্বুদ্ধ করে নি,
 (ن) شَوْقًا : আকৃষ্ট করা।
 (تَفْعِيلٌ) تَشْرِيقًا : আকৃষ্ট করা।
 (إِفْتِعَالٌ) إِشْتِبَاثًا : আগ্রহ প্রকাশ করা।
 قَالَ الشَّاعِرُ : ذَكَرَكَ لِمُسْتَفَاحٍ خَيْرَ شَرَابٍ .
 مَادَّةٌ : (শ-ও-ق) : جِنْسٌ : أَجْوَفَ وَأَوْيَ
 مُرَادُفٌ : حَنَّ ، حُنْدٌ : كَر
 (مَنْ) سَقَى : [হাকিয়ে নিয়েছে] [আহবান করেছে]।
 (ن) سَوَّى : হাকিয়ে নেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَسْأَلُ الْمَجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرَدًا
 مَادَّةٌ : (স-ও-ق) : جِنْسٌ : أَجْوَفَ وَأَوْيَ
 مُرَادُفٌ : جَرَّ ، حُنْدٌ : تَرَكَ :
 وَصَالَ : সামান্য।
 وَصَالَ (مَفَاعَلَةٌ) مَصَدٌ : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়া।
 (ن) وَصَلًا ، صِلَةً : মিলিত হওয়া।
 - وَصُولًا : পৌছা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
 وَيَقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ .
 مَادَّةٌ : (و-ص-ل) : جِنْسٌ : يَمْتَلَأُ وَأَوْيَ
 مُرَادُفٌ : صُجْبَةً ، حُنْدٌ : قَطَعَ
 (لَا) لَاحَ : প্রকাশ পায় নি, আশ্চর্যপ্রকাশ করে নি।
 (ن) لَوَحًا : প্রকাশ পাওয়া, আশ্চর্যপ্রকাশ করা।
 (تَفْعِيلٌ) تَلَوَّحًا : দূর থেকে ইশারা করা।
 فِي الْقُرْآنِ : بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ
 مَادَّةٌ : (ل-ও-ح) : جِنْسٌ : أَجْوَفَ وَأَوْيَ
 مُرَادُفٌ : ظَهَرَ ، حُنْدٌ : اخْتَفَى
 (مَدَّ) نَدَّ : অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর থেকে।
 (ض) نَدَّ ، يَدَادُ : অদৃশ্য হওয়া, পলায়ন করা, বিরল হওয়া।
 (إِنْعَالٌ) إِنْدَادًا ، (تَفْعِيلٌ) تَدِيدًا : বিচ্ছিন্ন করা, বিক্ষিপ্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : نَدَّ يَمْحَرُ مِنْ إِبِلِ الْقَوْمِ .
 مُرَادُفٌ : قَرَّ ، حُنْدٌ : فُتِنَتْ
 (ج) أَنْدَادًا : সমকক্ষ, সমান, সমতুল্য।
 فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا .
 مَادَّةٌ : (ن-ও-د) : جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ
 مُرَادُفٌ : يَمْلُ / مَسَائِلٌ ، حُنْدٌ : ضَادٌ / مَتَّضِدٌ
 فَضْلٌ : গুণ-গরিমা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ
 يَأْتُوا أَوْلَى الْقُرْنَى .
 ذُو خِلَافٍ : গুণাবলির অধিকারী।
 (ج) خِلَافٌ ، خِلَلٌ ، (و) خَلَّةٌ : অভাব, গুণ।
 فِي الْقُرْآنِ : لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خَلَّةٌ .
 مَادَّةٌ : (خ-ল-ل) : جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ
 مُرَادُفٌ : الْخَصْلَةُ ، حُنْدٌ : شَيْئٌ
 (لَا) حَازَ : [অধিকারী হয় নি] একত্র করে নি, একত্র করা, জমা করা।
 (ن) حَوَّزًا ، حِيَازَةً ، (إِفْتِعَالٌ) إِحْيَاؤًا :
 (تَفْعِيلٌ) تَعَوُّرًا : পৃথক হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِتْنَةٍ .
 مَادَّةٌ : (ح-ও-ز) : جِنْسٌ : أَجْوَفَ وَأَوْيَ
 مُرَادُفٌ : جَنَعَ ، حَصَلَ ، حُنْدٌ : عَدَّ نَفْسِي
 يَمْلُ خِلَافِهِ : তার গুণাবলির মতো।
 اسْتَسَرَّ : আশ্বগোপন করে রইল।
 (السِّفْعَالُ) اسْتَسَرَّ : আশ্বগোপন করা, অদৃশ্য হওয়া।
 (الِنْعَالُ) اسْتَسَرَّ : চুপিসারে কথা বলা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَسْرَرَتْ لَهُمْ إِسْرَارًا
 مَادَّةٌ : (س-ও-ر) : جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ
 مُرَادُفٌ : اسْتَفْنَى / غَابَ ، حُنْدٌ : لَاحَ
 جِنْسٌ : (ج) أَحْبَابًا ، (جِع) أَحْبَابِينَ : কাল, যুগ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَتَّاعٌ إِلَى جَنِينٍ
 (لَا) أَعْرَفُ : আমি চিনি না, [চিনতাম না]
 (اض) عَرَفَةً ، عِرْفَانًا : চেনা, জানা।

فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ .

مَاذَه : (এ-র-ফা), جنس : صحيح

مَرَادُف : اعْلَمَ, جَد : اَجْهَلَ

عَرَيْنَ : (জ-ই-র) : ঘরের আশিনা, ঝোপ, আবাসস্থল

قَالَ الْيَطْرَاحُ : كَلَوْنِ سَرَاةٍ ثُعْبَانِ الْعَرَيْنِ

مَاذَه : (এ-র-ন), جنس : صحيح

مَرَادُف : عَيْصَه

أَمِي পাই না [-পেতাম না]

(ض) وَجُودًا : পাওয়া

مُيَبِّنٌ (ফা, মড) : স্পষ্টকারী, সুস্পষ্ট, সংবাদদাতা

بَانَ (إِفْعَالٌ) يَبَانَةٌ : স্পষ্ট হওয়া। স্পষ্ট করা

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

مَاذَه (ব-ই-ন), جنس : آجَوَفٌ يَابِنُ

مَرَادُف : مَطْهَرٌ / ظَاهِرٌ, جَد : مَكْفٌ / خَفِي

(لَمَّا) أَيْتُ : (যখন) আমি প্রত্যাবর্তন করলাম

(ن) أَوْبًا, سَابًا : প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা

(تَفَعَّلَ) تَارَبًا : প্রত্যাবর্তন করা

- إِلَى اللّٰهِ : তওবা করা

فِي الْحَدِيثِ : أَنْبَوْنَ تَائِبُونَ لِرَبِّكَ حَامِدُونَ .

مَاذَه : (অ-ব-ই-ন), جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ فَاءُ, أَجَوَفٌ وَادِي)

مَرَادُف : رَجَعْتُ, جَد : أَقَمْتُ

عُرْبَةً : প্রবাস

عُرْبَةً (ন) : প্রবাসী হওয়া

مُنْبِتٌ : (জ) مَنَابِتُ : উদ্গত হওয়ার স্থান, উৎপন্নস্থল

(ن) نَبَاتًا : উৎপন্ন হওয়া

(إِفْعَالٌ) إِنْبَاتًا : উৎপাদন/উৎপন্ন করা

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْبَتَ اللَّهُ نَبَاتًا حَسَنًا .

مَاذَه : (অ-ব-ই-ন), جنس : صحيح

مَرَادُف : الْفَصْنُ

شُعْبَةً : (জ) شَعَبٌ, شِعَابٌ : শাখা, দল

حَضَرْتُ : আমি উপস্থিত হলাম

(ন) (স) حُضُورًا : উপস্থিত হওয়া

(إِفْعَالٌ) اِحْضَرًا : উপস্থিত করা

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا حَضَرَ النِّسَمَةَ .

مَاذَه : (অ-স-ই-ন), جنس : صحيح

مَرَادُف : يَحْضُ, جَد : غَيْثٌ

دَارَ (জ) دَوْرٌ, دَوْبَارٌ, أَدْوَرٌ, أَدُور : গৃহ, বাড়ি, আগার

(ج) كُتِبَ, كُتِبَ, (ও) كِتَابٌ : বই, গ্রন্থ, চিঠি, কিতাব

دَارَ الْكُتُبِ : গ্রন্থাগার

مُنْتَدَى : মজলিস, মাহফিল, [এখানে] মিলনায়তন

مَاذَه : (অ-দ-ই-ন), جنس : تَائِقِصٌ يَابِنُ

مَرَادُف : مَجْلِسٌ / مُتَعَفَى

(ج) الْمَتَادِييُنَ, (ফা, মড, মস) : تَارِبٌ - تَفَعَّلَ (ও) مَتَادِبٌ : সাহিত্যিক, শিষ্টাচারী

مَاذَه : (অ-দ-ই-ন), جنس : صحيح

مَرَادُف : الْأَدِيْبُ .

مُلْتَقَى (اسم ظرف) : সাক্ষাৎনিকেতন, মিলনায়তন

(স) لِقَاءٌ : সাক্ষাৎ করা

(إِفْعَالٌ) لِقَاءً : মিলিত হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ الَّذِي لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا .

مَاذَه : (অ-দ-ই-ন), جنس : تَائِقِصٌ يَابِنُ

مَرَادُف : مُجْتَمِعٌ

(ج) الْقَاطِنِينَ, (ফা, মড) (ও) قَاطِنٌ : স্থানীয়, অধিবাসী

(ن) قُطْرًا : বসবাস করা, অবস্থান করা

(تَفَعَّلَ) تَقَطُّطًا : বসবাস করানো

فِي الْحَدِيثِ : تَحَنُّ قُطَيْنَ اللّٰهِ .

مَاذَه : (অ-দ-ই-ন), جنس : صحيح

مَرَادُف : التَّكِينِ

(ج) الْمُتَغَرِّبِينَ, (ফা, মড) (ও) مُتَغَرِّبٌ : প্রবাসী

(ن) غُرْبَةً, (تَفَعَّلَ) تَغَرُّبًا : প্রবাসী হওয়া

مَرَادُف : الْمَسَافِرِينَ .

فَدَخَلَ دَوْلَةَ كَثَّةٍ ، وَهَيْبَةً رَقَّةً ، فَسَلَّمَ
عَلَى الْجُلَاسِ ، وَجَلَسَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ ،
ثُمَّ أَخَذَ يَبْدِي مَا فِي وَطَائِهِ ، وَيُعْجِبُ
الْحَاضِرِينَ بِفَضْلِ خَطَائِهِ ، فَقَالَ لِمَنْ يَلِيهِ
: مَا الْكِتَابُ الَّذِي تَنْظُرُ فِيهِ ؟ فَقَالَ
دِيَّانُ أَبِي عُبَادَةَ ، الْمَشْهُودُ لَهُ بِالْإِجَادَةِ ،
فَقَالَ : هَلْ عَثَرْتَ لَهُ فِي مَا لَمَحْتَهُ ، عَلَى
بَدِيعِ اسْتِمْلَحَتِهِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، قَوْلُهُ :

অনুবাদ : ইত্যবসরে ঘন শূশ্রুমণ্ডিত ও জীর্ণ-জীর্ণ আকৃতির এক ব্যক্তি (সেখানে) প্রবেশ করল। অতঃপর সে উপবিষ্টদের সালাম করল এবং মানুষের সর্বশেষ সারিতে বসে গেল। এরপর তার থলিতে যা কিছু ছিল সে প্রকাশ করতে লাগল এবং তার সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত লোকদেরকে মুগ্ধ করতে লাগল। অতঃপর যে ব্যক্তি তার নিকটে অবস্থান করছে তাকে বলল, যে কিতাবটি তুমি দেখছ তার নাম কি? সে বলল, কবি ডিয়ান আবাদার কাব্যসমগ্র, যা উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে স্বীকৃত। তখন সে বলল, তুমি যা দেখেছ তাতে এমন কোনো অভিনব কিছু কি পেয়েছ, যাকে তুমি রসাত্মক বলে গণ্য করতে পার? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, কবির এই উক্তি :

শাব্দিক অনুবাদ : فَدَخَلَ ইত্যবসরে প্রবেশ করল دَوْلَةَ শূশ্রুমণ্ডিত وَهَيْبَةً আকৃতি رَقَّةً জীর্ণ-জীর্ণ সَلَّمَ আতঃপর সে সালাম করল عَلَى الْجُلَاسِ উপবিষ্টদের প্রতি وَجَلَسَ এবং বসে গেল فِي أُخْرَيَاتِ সারিতে النَّاسِ মানুষ ثُمَّ এরপর أَخَذَ প্রকাশ করতে লাগল مَا যা কিছু ছিল وَطَائِهِ তার থলিতে يُعْجِبُ মুগ্ধ করতে লাগল الْحَاضِرِينَ উপস্থিত লোকদেরকে بِفَضْلِ خَطَائِهِ তার সুস্পষ্ট বক্তৃতা দ্বারা فَقَالَ অতঃপর বলল لِمَنْ يَلِيهِ যে ব্যক্তি তার নিকটে অবস্থান করছে তাকে কি الْكِتَابُ الَّذِي تَنْظُرُ فِيهِ যে কিতাবটি তুমি দেখছ فَقَالَ সে বলল مِنْ أَبِي عُبَادَةَ ডিয়ান আবাদার কাব্য সমগ্রী بِالْإِجَادَةِ যা স্বীকৃত উৎকৃষ্টতার ক্ষেত্রে তখন সে বলল لَهُ তুমি তাতে কি পেয়েছ? هَلْ عَثَرْتَ لَهُ فِي مَا لَمَحْتَهُ এমন কোনো অভিনব কিছু اسْتِمْلَحَتِهِ যাকে তুমি রসাত্মক বলে গণ্য করতে পার فَقَالَ উত্তরে সে বলল نَعَمْ হ্যাঁ কবির এই উক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

প্রবেশ করল : دَخَلَ :

প্রবেশ করা : (ن) دَخُولًا :

শূশ্রুমণ্ডিত : دَوْلِيَّةٌ :

فِي الْقُرَى : بِأَيِّ أَمْسٍ لَا تَأْخُذُ بِلَعْنَتِي .

مَاذُ : (ال. ح. ي) ، جِنْسٌ : تَأْقِصُ بَأَنِي

لَعْنَةٍ : (ج) لَعْنٌ ، لَعْنٌ : দাড়া, শাস্তি

كَثَّةٌ : كَثٌّ (ج) كَثَاتٌ : ঘন

كَثَّ الشُّعْرُ : ঘনশূশ্রুমণ্ডিত

(س) كَثٌّ ، كَثَاتٌ : ঘন হওয়া

فِي الْعَدِيدِ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثَّ الْعَيْبَةِ .

مَاذُ : (ك. ث. ث) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : كَثِيفٌ

فَيْبَةٌ : (ج) فَيَبَاتٌ : আকার-আকৃতি, অবস্থা

فِي الْعَدِيدِ : وَفِي يَدِهِ كَهَيْبَةِ الدِّرْقَةِ قَوْصَعَنَا ثُمَّ

جَلَسَ خَلْفَهَا قَبَالَ إِلَيْهَا .

مَاذُ : (ي. ي.) ، جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (أَجَوَفٌ وَمَهْمُوزٌ لَامٌ)

مُرَادٌ : صَوْرَةٌ مُشَكَّلٌ

رَقَّةٌ : (ج) رَقَاتٌ : জীর্ণ-জীর্ণ

(ض) رَقَاتٌ : জীর্ণ-জীর্ণ হওয়া

الرَّقِيعَاتُ : إِرْقِيَاتٌ :

আহত হওয়ার পর যুদ্ধের ময়দান থেকে নিয়ে যাওয়া

الرَّقِيعَاتُ : إِرْقِيَاتٌ : জীর্ণ-জীর্ণ হওয়া

فِي الْعَدِيدِ : فَصَبَّغَتْ الرَّقَاتُ إِلَى السَّائِبِ

مَاذُ : (ر. ث. ث) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 ضِدُّ : اَلْجَدِيدُ / اَلْأَنفِيسُ / اَلْجَنَدُ
 সালাম করল : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 সালাম করা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 فِي اَلْقُرْآنِ : صَدَّقُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا .
 مَادَّةُ : (স. ল. ম.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : مَيِّمٌ
 (ج) جَلَسَ , جُلُوسٌ , (و) جَالِسٌ
 (ج) جَلَسَ , جُلُوسًا , (و) جَالِسٌ : উপবিষ্ট
 جَلَسَ (ض) جُلُوسًا : উপবেশন করা, বসা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 বসানো : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 فِي اَلْقُرْآنِ : تَفَتَّحُوا فِي اَلْمَجَالِيسِ .
 مَادَّةُ : (ج. ল. স.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : قَفَدَ , ضِدُّ : قَامَ
 (ج) أَخْرَجَاتُ , (و) أَخْرَجَ : শেষভাগ, সর্বশেষ : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 مَادَّةُ : (أ. খ. র.) , جَنَسٌ : مَهْمُوزٌ قَامَ
 النَّاسُ اَلَّذِينَ جَمَعَ مِثْلَ قَدَمٍ وَرَفَعُوا (و) اِنْسَانٌ : মানুষ
 أَخْرَجَاتُ النَّاسِ : মানুষের সর্বশেষ সারি : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 أَخَذَ (ن) أَخَذًا : ধরা, ধারণ করা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 أَخَذَ مُبْدِئِي : প্রকাশ করতে লাগল : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 أَخَذَ (فَعْلًا) : প্রকাশ করা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 فِي اَلْقُرْآنِ : ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا مِنَ الْآيَاتِ .
 مَادَّةُ : (ب. দ. ও.) , جَنَسٌ : نَاقِصٌ وَآوَى
 مُرَادُفٌ : يَخْفَى , ضِدُّ : يَخْفَى
 (ج) وَطَأَ أَوْطَبَ , أَوْطَأَ , (ج) أَوْطَأَ , (و) وَطَأَ :
 দুধের মশক, [এখানে] বলি : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 قَالَ أَمْرًا الْقَبَسِ : دَأَبَتْهُنَّ عَلَيْهِا جَرِيضًا وَلَوَادَرَكْنَ
 صَفِيرَ الْوُطَأِ
 مَادَّةُ : (و. ط. ব.) , جَنَسٌ : مِثَالٌ وَآوَى
 مُرَادُفٌ : قَرَبَ
 (أَخَذَ) يَعْجَبُ : মুগ্ধ করতে লাগল : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ

অবাক করা, মুগ্ধ করা, বিস্মিত করা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 বিস্মিত হওয়া : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّانُ
 فِي اَلْقُرْآنِ : يَعْجَبُ الزَّوَارِعُ لِيَنْظُرَ بِهِمُ الْكَفَّارُ
 مَادَّةُ : (ع. জ. ব.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : يَرْوَى , ضِدُّ : يَرْوَى
 (ج) حَاضِرُونَ (حَاضِرِينَ) , حَضَرٌ , حِضَارٌ , حُضُورٌ ,
 حَضَرَةٌ , (و) حَاضِرٌ : উপস্থিত
 فِي اَلْحَدِيثِ : وَلَا يَبْنِي حَاضِرٌ لِبَادٍ .
 قَصَلَ : (ج) أَفْصَلَ : সত্য ও অসত্যের ফয়সালা, বিভাজক, সীমা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 فِي اَلْقُرْآنِ : هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ تَكِيدُونَ .
 اَلْخَطَابُ : বক্তব্য, সম্বোধন : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 اَلْخَطَابُ كَثَافَةً : পরস্পরে কথোপকথন করা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 فِي اَلْقُرْآنِ : وَلَا تَحَاطِطِينَ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوا .
 قَصَلَ اَلْخَطَابُ : সত্য ও অসত্যের বিভাজক, সিদ্ধান্ত, আশ্রয়বাদ : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 فِي اَلْقُرْآنِ : وَأَتَيْنَا فَصَلَ اَلْخَطَابِ .
 مَادَّةُ : (خ. ط. ব.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : مَخَاصِرٌ
 يَكُنِي : নিকটে অবস্থান করছে : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 (ض. س. و) وَلِيًا : নিকটবর্তী হওয়া : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 وَلَا يَكُنِي : দায়িত্ববান হওয়া : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 اَلْمُرَادُفُ : تَوَلَّى : দায়িত্ব অর্পণ করা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 فِي اَلْحَدِيثِ : كُلُّ مِثَالٍ يَلِيَدُ
 مَادَّةُ : (و. ল. য.) , جَنَسٌ : تَقْيِيدٌ مَقْرُونٌ
 مُرَادُفٌ : يَرْفَعُ / يَرْفَعُ / يَلْقَى , ضِدُّ : يَنْتَهِي
 كِتَابٌ (ج) كُتِبَ , كُتِبَ : বই, গ্রন্থ, কিতাব, চিঠি : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 تَنْظَرُ : ভূমি দেখছ, ভূমি পড়ছ : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 (ن) نَظَرَ : দেখা, প্রত্যক্ষ করা : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 فِي اَلْقُرْآنِ : وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ
 مَادَّةُ : (ن. ط. র.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : تَبَسَّرَ
 دِيْنَوَانِ (ج) دَوَّارِيْنِ , دِيَاوِيْنِ : গ্রন্থসমগ্র, কাব্যসমগ্র : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN
 রচনাসমগ্র, রেজিস্টার : اَلْمُرَادُفُ : اَلْخَلْقُ / اَلْغَيْبُ / اَلْأَيَّAN

فِي الْحَدِيثِ : لَا يَجْمَعُهُمْ وَيَوْنٌ حَافِظٌ
مَادَّةٌ : (د. ي. و.) : جِنْسٌ : لَيْفٌ مَقْرُونٌ
مُرَادٌ : مَجْمُوعَةُ الشُّرُفِ قَائِمَةٌ .
أَبُو عَبَّادَةَ (أَبُو عَبْدِ الْبَحْرِيِّ) :

১. বিশিষ্ট আরবি কবির উপনাম ।

الْمَشْهُودُ لَهُ : শীকৃত, সাক্ষাদানের মাধ্যমে সমর্থিত । :
(س) شَهَادَةٌ : শীকৃতি দেওয়া, হাজির হওয়া । :
فِي الْقُرْآنِ : شَاهِدٌ وَمَشْهُودٌ .

مَادَّةٌ : (ش. و. د.) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : مُسْلِمٌ مَعْتَرَفٌ

الْإِجَادَةُ (إِعْمَالٌ مَصْدُ : উৎকৃষ্টরূপে করা, সুন্দর করা । :
(ن) جَوْدَةٌ : সুন্দর হওয়া ।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْوَدَ
النَّاسِ مِنَ الرِّيحِ الْمَرْسَلَةِ
مَادَّةٌ : (ج. و. د.) : جِنْسٌ : أَحْوَفٌ وَأَوَّيْ

مُرَادٌ : الْأَمْنِيَارُ/الْعَسَنُ , ضِدُّ : التَّقْيِيعُ
عَشْرَتْ : তুমি অবগত হয়েছ/ পেয়েছ । :
(ن) عَشْرًا , عَشِيرًا , عَشَارًا : পড়ে যাওয়া । পদস্থলিত হওয়া ।

عَفْرًا , عَقْرًا - عَلَى السَّرِّ : অবগত হওয়া । :
(إِعْمَالٌ) إِعْفَارًا , تَقْعِيلٌ تَعْفِيرًا - :
পদস্থলিত করা । অবহিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ عَيَّرَ عَلَى آثِمًا اسْتَحَقَّ إِثْمًا .

مَادَّةٌ : (ع. ث. ر.) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : اِطْلَعَتْ : ضِدُّ : جَهَلَتْ

لَمَحَتْ : তুমি দৃষ্টি দিয়েছ, দেখেছ । :
(ف) لَمَسًا : (إِعْمَالٌ) الْإِسْمَا :

(إِعْمَالٌ) الْإِسْمَا : লোক চক্ষু থেকে বেঁচে থেকে তাকানো । :
فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَكَ بِالْبَصَرِ .

مَادَّةٌ : (ال. م. ح.) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : رَأَيْتَ/نَظَرْتُ

بَدِيعٌ (ف. ا. م. ذ.) : : অভিনব বস্তু, অনুপম বস্তু

بَدِيعًا , بَدِيعًا : অনুপম হওয়া । অভিনব হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مَادَّةٌ : (ب. د. ع.) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : جَدِيدٌ

إِسْتَمْلَحْتُ : লাবণ্যময়/রসাত্মক গণ্য করতে পার । :
إِسْتَمْلَحًا : লাবণ্যময় মনে করা, রসাত্মক গণ্য করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ
مَادَّةٌ : (م. ل. ح.) : جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : إِسْتَمْلَحْتُ , جَدُّ : إِسْتَمْلَحْتُ

نَعَمْ : ইয়া, সম্মতি ও ইতিবাচক উত্তর ।

فِي الْقُرْآنِ : قَالَ : نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَيَمُنُّ الْمَعْرِينَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَيَوْنٌ أَيْ عِبَادَةُ الْمَشْهُودِ لَهُ بِالْإِجَادَةِ :

مُصَوِّفٌ وَيَوْنٌ أَيْ عِبَادَةُ مُصَافٍ ও মুযাফ ইলাহি মিলে
আর بِالْإِجَادَةِ তার সাথে
আর الْمَشْهُودِ শিবহে ফেয়েল
উক্ত هَذَا অতঃপর সিফাত ও মাওসূফ মিলে
মুভতাদা -এর খবর ।

قَوْلُهُ : عَلَى بَدِيعٍ إِسْتَمْلَحْتَهُ :

হলে সিফাত ।
بَدِيعٌ মাউসূফ আর إِسْتَمْلَحْتَهُ

বালগাণাত

قَوْلُهُ : ذُو لَيْعِمٍ كَفَّةُ الْخ :

এখানে كَفَّةٌ এবং رَكَّةٌ মধ্যে

قَوْلُهُ : يَبْنِي مَا فِي وَطَائِهِ الْخ :

এ বাক্যের মধ্যে وَطَابٌ এবং خَطَابٌ
হয়েছে ।

১. আরবি সাহিত্যের খ্যাতনামা কবি আবু উবাদা ওয়াসীদ ইবনে উবাদ আল-বুহতুরী ২০৬ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি তার সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন । ২৮৪ হিজরিতে এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী যুগশ্রেষ্ঠ কবি ইন্তেকাল করেন । দীওয়ালুন বুহতুরী নামে দুই খণ্ডে তার কাব্যসমগ্র পাওয়া যায় ।

كَأَنَّمَا تَبِسُّمٌ عَنْ لَوْلُو

مَنْضِدٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ أَقَاجٍ

فَقَالَ: يَا لِلْعَجَبِ! وَلِضَعِيفَةِ الْأَدَبِ! لَقَدْ
اسْتَسَمَنْتَ يَا هَذَا! ذَا وَرَمَ، وَتَفَخْتَ فِى
غَيْرِ صَرَمٍ. أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَيْتِ الْتَدْرِ،
الْجَامِعِ مُشَبَّهَاتِ الثُّغْرِ! وَأَنْشَدَ:

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِشَجَرِ رَاقٍ مَبْسِمِهِ

وَزَانَهُ شَنْبٌ نَاهِيكَ مِنْ شَنْبٍ

অনুবাদ : শ্লোকের অনুবাদ। “যেন সে [প্রিয়া] বিনামূল্যে মুক্তামালা কিংবা শিলাদানা অথবা বাবুনা পুষ্প দ্বারা মুচকি হাসে।” কেননা কবি এই শ্লোকে ব্যবহৃত উপমার ক্ষেত্রে নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন। উত্তরে সে লোকটি তাকে বলল, হায়রে আশ্চর্য! হায়রে সাহিত্যের অবনতি! হে জনাব! আপনি শোথরোগীকে মোটা-তাজা মনে করেছেন এবং ইন্ধন ব্যতীত [অগ্নিতে] ফুৎকার দিয়েছেন [অর্থাৎ, যা প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত নয়, তার প্রশংসা করে অযথা কাজ করেছেন]। আপনি দাঁতের উপমানসমূহের একমূল সেই দুর্লভ শ্লোক থেকে কত দূরে পড়ে আছেন। এবং সে আবৃত্তি করল। শ্লোকের অনুবাদ। “আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত সেই দাঁতের জন্য, যার মুচকি হাসি [আমাকে] মুগ্ধ করেছে এবং যার সৌন্দর্য বর্ধন করেছে এমন ঔজ্জ্বল্য, যা তোমাকে অন্য কোনো ঔজ্জ্বল্যের [প্রতি তাকানো] থেকে বারণ করে।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

যেন, উপমা ও সাদৃশ্যদ্ব্যেতক অব্যয়। : كَأَنَّمَا

সে [কী লিঙ্গে] মুচকি হাসে । : تَبَسُّم

(ض) بَسَمًا، (اِفْتِعَالًا) اِبْتِسَامًا، (تَفَعُّلًا) تَبَسُّمًا : मुँहकि हासा ।

فِي الْقُرْآنِ : فَتَبَسَّ ضَاحِكًا .

مُرَادِفٌ : تَضَعَكَ ، ضِدٌّ : تَبَكَّى .

لَوْلَوْ : (ج) لَا لِي : । যুক্তা, মতি, মনি ।

فِي الْقُرْآنِ : كَأَمْثَالِ اللَّوْزِ الْمَكْنُونِ .

مادة : (ل . ل . ل . ل) .

مرادف : (ذرة/جوهر)

منضد (مف، مذ) : ۱۰ : विन्यास, स्वरसंज्ञा विशिष्टः ।

فِي الْقُرْآنِ : وَطَلَحَ مَنْضُودٌ .

مَادَّةُ : (ن. ض. د) ، جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادِف : مُرْتَبِّ، ضِد : مُنْتَشِر / مَنَشُور

بَرْدٌ : (بَفْتَحِ الْبَاءِ وَالرَّاءِ) :

শিলা, ব্যুটির সাথে পতিত বরফের টুকরা।

بَرَدًا : (بَسُكُونِ الرَّاءِ) : । नीत, ठाण

فِي الْقُرْآنِ : وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ حَيَاةٍ

مَادَّةُ : (ب. ر.)

مُرَادِف : قُلَم

(ج) أَقَامَ، أَقَامَ، (ر) أَلَاتَعَمَّ أَنْ : বাবনা পূর্ণ।

مَادَّةٌ : (ق. ح. و) . جنس : نَاقِصٌ وَآوَى
 নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে/ করেছেন : (إِنْعَالٌ) إِذْعَانُ :
 অভিনব আকৃতিতে সৃষ্টি করা, নতুনত্ব সৃষ্টি করা :
 أُتَشَبِهَ (تَغْيِيلٌ) مَصْد : উপমা দেওয়া :
 تَشْبِيهُ : উপমা :
 مَادَّةٌ (مُتَاعِلَةٌ) مُتَابِهَةٌ : সাদৃশ্য হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ش. ب. ه) . جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَلْتَمِيزٌ
 أَلْمُودَعُ (مف. مد) : গম্বুজ, অনোর নিকট সংরক্ষিত :
 (إِنْعَالٌ) إِذْعَانُ : আমানত রাখা, গচ্ছা রাখা :
 (ف) وَدَعًا : ছেড়ে দেওয়া :
 مَادَّةٌ : (و. د. ع) . جنس : مِثَالٌ وَآوَى
 مُرَادٌ : أَلْمُتَضَمِّنُ / أَلْمُتَضَوِّعُ
 أَلْعَجَبُ : আচর্য :
 ضَبْعَةٌ : অবনতি, ধ্বংস :
 (ض) ضَبْعَةٌ : অবনতি হওয়া, ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হওয়া :
 (إِنْعَالٌ) إِضَاعَةٌ : নষ্ট করা, ধ্বংস করা :
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَضْعِيحُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ .
 مَادَّةٌ : (ض. ي. ع) . جنس : أَجَوَزُ يَأْنِي
 مُرَادٌ : هَلَكَ / فَتَدَّ : ضِد : صَلَاحٌ
 أَلْأَدَبُ (ج) أَدَابٌ : সাহিত্য :
 اسْتَضَاعَتْ : মোটা-তাজা মনে করেছে/করেছেন :
 اسْتِغْنَالٌ اسْتِغْنَاءٌ : মোটা তাজা মনে করা :
 (س) سَعًا : মোটা তাজা হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَسِينَنَّ وَلَا يَغْنِيَنَّ مِنْ جَوْعٍ .
 مَادَّةٌ : (س. م. ن) . جنس : صَحِيحٌ
 يَا هَذَا : হে জনাব :
 وَرَمَ : (ج) أَرَامَ : শোথ রোগ :
 وَرَمَ (ح) مَصْد : শরীরে ফুলে যাওয়া :
 فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ قَامَ فِي الصَّلَاةِ
 حَتَّى تَوَرَّعَتْ قَدَمَاهُ .
 مَادَّةٌ : (و. ر. م) . جنس : مِثَالٌ وَآوَى
 مُرَادٌ : دَمَلٌ
 تَفَعَّلَتْ : ফুৎকার দিয়েছ/দিয়েছেন :
 (ف) تَفَعَّلَ : ফুৎকার দেওয়া :
 (إِنْعَالٌ) اسْتِغْنَاءًا , (تَفَعَّلَ) تَفَعَّلًا : ফুলে যাওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا نَفَعَ فِي الصُّورِ .
 مَادَّةٌ : (ن. ف. خ) . جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : نَفَعٌ
 صَرَمَ : জোখ, আশুন, ইকন :
 (س) صَرَمًا : প্রজ্বলিত হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ض. ر. م) . جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : وَقَوَّةٌ
 أَلْيَتِي (ج) أَبْيَاتٌ , بَيُوتٌ : শ্লোক :
 أَلْتَرُّ (ن) مَصْد : দুর্বল হওয়া :
 أَلْتَرُّ (صف) : দুর্বল :
 (ك) تَرُّ : অদ্ভুত হওয়া, অভিনব হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ن. د. ر) . جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَلْغَرِيبُ , ضِد : أَلْمُتَعَرِّفُ
 أَلْغَامِعُ (ج) جَوَامِعُ : সমন্বয়ক, একত্রকারী, একাধার, একত্রস্থল :
 فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ .
 مَادَّةٌ : (ج. م. ع) . جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَلْقَامُ / أَلْمَطِيحُ , ضِد : أَلْقَارُ
 (ج) مُشَبَّهَاتٌ (بها) , (ر) مَثَبَةٌ : উপমান :
 أَلْقَفَرُ (ج) تَقَوَّرَ : দাঁত, মুণের সামনের দাঁত, মুখ :
 مَادَّةٌ : (ث. غ. ر) . جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَلْتَنُّ
 أَنْشَدَ : আবৃত্তি করল :
 (إِنْعَالٌ) إِنْشَاءٌ : আবৃত্তি করা :
 نَفَسٌ (ج) أَنْفَسَ , تَقَوَّرَ : প্রাণ, আখা, রিপু :
 أَلْقِدَاءُ (ض) مَصْد : উৎসর্গ করা :
 يَتَعَنَّى إِسْمَ مَفْعُولٍ : উৎসর্গীকৃত :
 (مُتَاعِلَةٌ) مَفَادَةٌ , (مُتَاعَلٌ) تَفَادَيْ : মুক্তিপণ আদায় করা ,
 মুক্তিপণ গ্রহণ করে মুক্তি দেওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : وَقَدَيْنَاهُ بِذِيحٍ عَظِيمٍ .
 مَادَّةٌ : (ف. د. ي) . جنس : نَاقِصٌ وَآوَى
 مُرَادٌ : إِشَارٌ / تَضَعِيَةٌ
 رَأَى (ن) رَوَّاهُ : মুখ করেছে :
 مَشِيمٌ (ج) مَبَاسٍ : মুচকি হাসি, মুচকি হাসির স্থল অর্থাৎ মুখ :
 فِي الْقُرْآنِ : فَتَشِيمُ ضَاحِكًا .
 مَادَّةٌ : (ب. س. م) . جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : إِشْيَسَامٌ , ضِد : مَكَاةٌ

সজ্জিত করেছে, সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। : زَانَ (ض) زَيْنًا :
উজ্জ্বল হওয়া, নির্মল হওয়া। : مَصَد :
শুষ্ক। : شَبَّ :

قَالَ الْأَصْمَعِيُّ : سَأَلْتُ رُوَيْدَ عَنِ الشَّبِّ مَا هُوَ؛ فَأَخَذَ
حَبَّةَ زُرْنَانٍ قَاوَمًا إِلَى بَصِيصِهَا .
مَادَّةُ : (ش. ن. ب) . جَش : صَحِيح

মুদাফ : بِرَقٍّ وَبَصِيصٌ
তারণকারী, যে তারণ করে। : تَهَاءُ : (ج)
فِي الْحَدِيثِ : تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الشَّجَشِ .

مَادَّةُ : (ن. ه. ي) . جَش : نَاقِصٌ يَائِي
مُرَادُ : كَافِيكَ/مَانِعُكَ
مَنْتَب (نَكْرَةً مَكْرَرَةً يَرَاهُ بِهَا غَيْرُ الْأُولَى) :

অন্য কোনো উজ্জ্বল।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : كَانَتْ تَبَسُّمٌ عَنْ لَوْلُو مُنْقَبِدٍ الْخ :
إِسْمٌ جَائِدٌ هِيَ جُنَا هِيَ تَاهَلَةٌ تَارْ خَبَرِ
হওয়া শর্ত আর তَحْقِيقٌ -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে
كَانَتْ হওয়া ক্রয় হলে কান হওয়া ক্রয় হলে
لَوْلُو مُنْقَبِدٍ শব্দটি ক্রয় হলে
مَنْتَب ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে

قَوْلُهُ : زَانَ (ض) زَيْنًا :
إِسْمٌ جَائِدٌ هِيَ جُنَا هِيَ تَاهَلَةٌ تَارْ
হওয়া শর্ত আর তَحْقِيقٌ -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে
كَانَتْ হওয়া ক্রয় হলে কান হওয়া ক্রয় হলে
লَوْلُو مُنْقَبِدٍ শব্দটি ক্রয় হলে
مَنْتَب ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে

قَوْلُهُ : زَانَ (ض) زَيْنًا :
إِسْمٌ جَائِدٌ هِيَ جُنَا هِيَ تَاهَلَةٌ تَارْ
হওয়া শর্ত আর তَحْقِيقٌ -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে
كَانَتْ হওয়া ক্রয় হলে কান হওয়া ক্রয় হলে
লَوْلُو مُنْقَبِدٍ শব্দটি ক্রয় হলে
মَنْتَب ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে

قَوْلُهُ : زَانَ (ض) زَيْنًا :
إِسْمٌ جَائِدٌ هِيَ جُنَا هِيَ تَاهَلَةٌ تَارْ
হওয়া শর্ত আর তَحْقِيقٌ -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে
كَانَتْ হওয়া ক্রয় হলে কান হওয়া ক্রয় হলে
লَوْلُو مُنْقَبِدٍ শব্দটি ক্রয় হলে
মَنْتَب ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে

এগিয়ে আস, কেননা। এখন তোমার স্বপ্ন দরকার। এখানে
অর্থ হবে হায়রে আশ্চর্য। : لَيْسَ الْعِلْمُ إِلَّا بِالْعَمَلِ -এর মধ্যেও
উল্লিখিত বিশ্লেষণ প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ : آيِنَ أَنْتَ مِنَ اللَّيْلِ النَّهْرِ :
إِسْمٌ جَائِدٌ هِيَ جُنَا هِيَ تَاهَلَةٌ تَارْ
হওয়া শর্ত আর তَحْقِيقٌ -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে
كَانَتْ হওয়া ক্রয় হলে কান হওয়া ক্রয় হলে
লَوْلُو مُنْقَبِدٍ শব্দটি ক্রয় হলে
মَنْتَب ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে

قَوْلُهُ : تَفَسَّيَ الْفَيْدَاءُ لِيَغْفَرَ الْخ :
إِسْمٌ جَائِدٌ هِيَ جُنَا هِيَ تَاهَلَةٌ تَارْ
হওয়া শর্ত আর তَحْقِيقٌ -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে
كَانَتْ হওয়া ক্রয় হলে কান হওয়া ক্রয় হলে
লَوْلُو مُنْقَبِدٍ শব্দটি ক্রয় হলে
মَنْتَب ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে

বালাগাত

قَوْلُهُ : كَانَتْ تَبَسُّمٌ عَنْ لَوْلُو مُنْقَبِدٍ :
إِسْمٌ جَائِدٌ هِيَ جُنَا هِيَ تَاهَلَةٌ تَارْ
হওয়া শর্ত আর তَحْقِيقٌ -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে
كَانَتْ হওয়া ক্রয় হলে কান হওয়া ক্রয় হলে
লَوْلُو مُنْقَبِدٍ শব্দটি ক্রয় হলে
মَنْتَب ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে

قَوْلُهُ : تَفَسَّيَ الْفَيْدَاءُ لِيَغْفَرَ الْخ :
إِسْمٌ جَائِدٌ هِيَ جُنَا هِيَ تَاهَلَةٌ تَارْ
হওয়া শর্ত আর তَحْقِيقٌ -এর জন্য হলে শর্ত নয়। এখানে
كَانَتْ হওয়া ক্রয় হলে কান হওয়া ক্রয় হলে
লَوْلُو مُنْقَبِدٍ শব্দটি ক্রয় হলে
মَنْتَب ফেয়েল عَنْ হরফে জার। আর
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে
কান হওয়া ক্রয় হলে
-এর জন্য হয় তাহলে, এখানে প্রেমিকার দাঁত কে

يَفْتَرُ عَنْ لَوْلُو رَطِبٍ وَعَنْ بَرْدٍ
وَعَنْ أَفَاجٍ وَعَنْ طَلُجٍ وَعَنْ حَبِيبٍ
فَاسْتَجَادَهُ مِنْ حَضَرٍ وَاسْتَحْلَاهُ ، وَاسْتَعَادَهُ
مِنْهُ ، وَاسْتَمْلَاهُ . وَسَيَّلَ : لِمَنْ هَذَا الْبَيْتِ
؟ وَهَلْ حَتَّى قَائِلُهُ أَوْ مِثَّتْ ؟ فَقَالَ : أَيْمُ
اللَّهِ ! لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ ، وَلِلصِّدْقِ حَقِيقُ
يَأْنِ يُسْتَمْعَ ، إِنَّهُ - يَا قَوْمَ ! - لَنَجِيكُمْ مَذِ
الْيَوْمِ . قَالَ : فَكَانَ الْجَمَاعَةُ ارْتَابَتْ
بِعَزْوِيهِ ، وَأَبَتْ تَصْدِيقَ دَعْوَتِهِ .

অনুবাদ : সে [প্রেমাস্পদ] তরতাজা মুক্তামালা, শিলাদানা, বাবুনা পুষ্প, মুকুল ও বরুদ দ্বারা মুচকি হাসে। "অতঃপর যারা উপস্থিত ছিল তারা উক্ত শ্লোককে উৎকৃষ্ট মনে করল এবং তা মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল। তার কাছে সেই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি কামনা করল এবং তার কাছ থেকে শ্লোকদ্বয় লিখিয়ে নিতে চাইল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই শ্লোকের রচয়িতা কে? এর রচয়িতা জীবিত আছে, না কি মৃত? সে বলল, আত্মাহর কসম! অবশ্যই সত্য পথ অনুসরণ করা অধিক শ্রেয় এবং সত্য কথা মনোযোগ সহকারে শোনার উপযুক্ত। হে আমার সম্প্রদায়! নিশ্চয় সে আজ তোমাদের সাথে কথায় লিপ্ত। হারিস ইবনে হাম্বাম বলেন, অতঃপর লোকজন যেন [উক্ত শ্লোক দুটি] তার নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল এবং তার দাবি বিশ্বাস করতে অস্বীকার করল।

শাব্দিক অনুবাদ : يَفْتَرُ : সে মুচকি হাসে عَنْ لَوْلُو : মুক্তামালা দ্বারা رَطِبٍ : তরতাজা عَنْ بَرْدٍ : শিলাদানা দ্বারা وَعَنْ أَفَاجٍ : বাবুনা পুষ্প দ্বারা وَعَنْ طَلُجٍ : মুকুল দ্বারা وَعَنْ حَبِيبٍ : বরুদ দ্বারা فَاسْتَجَادَهُ : অতঃপর উৎকৃষ্ট মনে করল উক্ত শ্লোককে لِمَنْ هَذَا الْبَيْتِ : যারা উপস্থিত ছিল তারা وَاسْتَحْلَاهُ : এবং তা মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল اسْتَعَادَهُ : সেই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি কামনা করল مِنْهُ : তার কাছে وَسَيَّلَ : এই শ্লোকের রচয়িতা কে? قَائِلُهُ : জীবিত কি? أَوْ مِثَّتْ : এর রচয়িতা নাকি মৃত? فَقَالَ : অতঃপর সে বলল أَيْمُ اللَّهِ : আত্মাহর কসম! لِلْحَقِّ : অধিক শ্রেয় أَنْ يُتَّبَعَ : অনুসরণ করা وَلِلصِّدْقِ : এবং সত্য কথা حَقِيقُ : উপযুক্ত يَأْنِ يُسْتَمْعَ : মনোযোগ সহকারে শোনার সাথে কথায় লিপ্ত مَذِ الْيَوْمِ : আজ قَالَ : হারিস ইবনে হাম্বাম বলেন فَكَانَ الْجَمَاعَةُ : অতঃপর যেন ارْتَابَتْ : লোকজন সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল وَعَزْوِيهِ : তার নিজের নামে চালিয়ে দেওয়াكَ دَعْوَتِهِ : এবং অস্বীকার করল تَصْدِيقَ : বিশ্বাস করা دَعْوَتِهِ : তার দাবি।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَفْتَرُ : সে মুচকি হাসে।
(إِنْتِهَالٌ) إِفْتِرَآءٌ : চমকানো, মুচকি হাসা, ঘ্রাণ লওয়া।
(ض) فَرَّأَ / فَرَّارًا : পলায়ন করা।
مَادَهُ : (ফ. র. র.) : চিন্তা : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِي
مَرَادُونَ : يَتَّبِعُ / يَتَّبِعُكَ : চূড় : يَتَّبِعُ .
لَوْلُو : (জ) : لَا يُنَى : মুক্তা, মতি, মণি।
رَطِبٌ : (জ) : رَطِبٌ : তরতাজা।
فِي الْقُرْآنِ : وَلَا رَطِبٌ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِينٍ .
مَادَهُ : (র. প. ব.) : چش : صَحِيح

مَرَادُونَ : طَرِبَ : ضِد : يَابِسَ
بَرْدٌ : শিলা, বৃষ্টি-শিলা, শিলাদানা।
(ج) أَفَاجٍ : (و) أَفْعَوَانٌ : বাবুনা পুষ্প।
طَلُجٌ : মুকুল, কলি।
(ز) طَلُجًا : উদিত হওয়া, মুকুল ধরা।
فِي الْقُرْآنِ : لَهَا طَلُجٌ تَخِيْدٌ .
مَادَهُ : (ط. ল. হ.) : چش : صَحِيح
مَرَادُونَ : تَوَزَّرَ / زَلَّجَ
حَبِيبٌ : বরুদ।

قَالَ طَرْفَةً : وَإِذَا تَضَعَكَ تَبْدِي حَبَابَ كَرَسَابِ الْمَسْكِ
 بِالنَّاسِ الْخَصْرِ .
 مَادَّةُ : (ح. ب. ب) , جنس : مُتَعَاَف
 مُرَادُف : تَقَاعَة
 উৎকৃষ্ট মনে করল : اِسْتَعَادَ
 উৎকৃষ্ট মনে করা : (اِسْتِعْمَالَ) اِسْتِعَادَة
 مَادَّةُ : (ج. و. د) , جنس : اَجَوَفَ وَادِي
 مُرَادُف : اِسْتَعَسَّ , حُذ : اِسْتَقْبَحَ
 যে/যারা উপস্থিত ছিল : (مَنْ) حَضَرَ
 উপস্থিত হওয়া : (ن) حَضُرًا
 মাধুর্যপূর্ণ জ্ঞান করল : اِسْتَحْلَى
 মাধুর্যপূর্ণ মনে করা, সুমিষ্ট মনে করা : (اِسْتِعْمَالَ) اِسْتَحْلَا
 مَادَّةُ : (ح. ل. و) , جنس : نَاقِصَ رَاوِي
 مُرَادُف : اِسْتَعْدَبَ
 পুনরাবৃত্তি কামনা করল : اِسْتَعَادَ
 পুনরাবৃত্তি কামনা করা : (اِسْتِعْمَالَ) اِسْتَعَادَة
 লিখিয়ে নিতে চাইল : اِسْتَمْلَى
 লিখিয়ে নিতে চাওয়া : (اِسْتِعْمَالَ) اِسْتَمْلَا
 লেখানো : (اِفْعَالَ) اِمْلَا
 মَادَّةُ : (م. ل. ي) , جنس : نَاقِصَ يَانِي
 مُرَادُف : اَكْتَسَبَ / اِسْتَكْتَسَبَ
 তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো : (مِج) سَمِلَ
 প্রার্থনা করা, জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা : (ف) سَوَّلَا
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ الْعَفَاءَ .
 মাদ্দা : (س. . . ل) , جنس : مَهْمُورَ عَيْنٍ
 مُرَادُف : اِسْتَسْرَ
 পিত্ত : (ج) يَبَرَّتْ , اَبْيَات : গৃহ, শ্রোক
 খয় : (ج) اَحْيَا : জীবিত, জীবনী শক্তি সম্পন্ন
 فِي الْقُرْآنِ : بَلَّ هَمَّ اَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ .
 মাদ্দা : (ح. ي. ي) , جنس : لَفِيفَ مَقْرُونٍ .
 مُرَادُف : رَوَّحِي , حُذ : مَيَّتَ

قَائِلٌ (ف.ا. مذ) (ج) قَوْلٌ , قَبْلَ , قَالَةً .
 قَوْلٌ : বক্তা, কথক, রচয়িতা
 (ن) قَوْلًا : কথা বলা
 مَيَّتَ (ج) اَمَوَاتٌ , مَوْتَى , مَيِّتُونَ : মৃত, জীবনী শক্তি রহিত
 (ن) مَوْتًا : মৃত্যুবরণ করা
 (اِفْعَالَ) اِمَاتَةً : মৃত্যু দান করা
 فِي الْقُرْآنِ : اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ .
 মাদ্দা : (م. و. ت) , جنس : اَجَوَفَ وَادِي
 مُرَادُف : حَيَّفَةً , حُذ : حَيَّ
 اَيُّمَ اللّٰهِ (يَعْنِي اَيَّامَ اللّٰهِ) : আল্লাহর শপথ [শপথ বাক্য]
 اَلْحَقُّ : সত্য, সত্যপথ
 (ن. ض) حَقًّا : অপরিহার্য হওয়া, সত্য হওয়া, সঠিক হওয়া
 فِي الْقُرْآنِ : حَقًّا عَلَى الْمَعْصِيْنِ .
 মাদ্দা : (ح. ق. ق) , جنس : مُتَعَاَف ثَلَاثِي
 مُرَادُف : حُذ , حُذ : اَلْبَاطِلُ
 اَحَقَّ (اِسْمٌ تَفْضِيلٌ) (مذ) : অধিক শ্রেয়
 فِي الْقُرْآنِ : لَشَهَادَتِنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا .
 مُرَادُف : اَلْيَقُّ / اَجَدُّ
 (أَنْ) يُتَّبَعَ (مع) : অনুসরণ করা হবে
 (اِفْتِعَالَ) اِتَّبَاعًا : অনুকরণ করা, অনুসরণ করা
 فِي الْقُرْآنِ : اَتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ اَجْرًا .
 مُرَادُف : يَتَّبِعُ / يَحْتَدِي
 اَلصِّدْقُ : সত্য কথা
 (ن) صِدْقًا : সত্য কথা বলা
 فِي الْعَدِيْثِ : اَلصِّدْقُ يَنْجِي وَالْكَذِبُ يَهْلِكُ .
 مُرَادُف : يَتَّبِعُ / يَحْتَدِي
 حَقِيْقٌ (ص.ف. مذ) (ج) اَحَقَّ : উপযুক্ত, যোগ্য
 فِي الْقُرْآنِ : حَقِيْقٌ عَلَى اَنْ لَا اَقُوْلَ عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ .
 মাদ্দা : (ح. ق. ق) , جنس : مُتَعَاَف ثَلَاثِي
 مُرَادُف : حُدِيْرٌ

(أَنْ يَسْتَمَعَ) (مع) : শোনা হবে, শোনা।

(إِشْمَاعًا) : মনোযোগ দিয়ে শোনা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا .

مَادَّة : (স-ম-এ) : جنس : صَحِيح

مُرَادُف : يَضَعُ (الْبَيْتِ)

قَوْم : (ج) أَقْوَامٌ، أَقَانِمٌ، أَقَابِمٌ : নিকট আত্মীয়।

এক দাদার সন্তান, আপন সম্প্রদায়।

نَجَى : (ص.ف.م) : কারও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা সম্পর্কে :

অবগত, আলাপচারী, কথায় লিপ্ত।

(ن) نَجَا (مَفَاعَلَة) مَنَاجَا : গোপন রহসা বলা, চুপিপারে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : وَخَلَصُوا نَجِيًّا .

مَادَّة : (ন-জ-ও) : جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادُف : مُنَاجٍ

الْجَمَاعَةُ : (ج) جَمَاعَاتٌ : লোকজন, দল, সমবেত জনতা।

مَادَّة : (জ-ম-এ) : جنس : صَحِيح

مُرَادُف : الْحَاضِرُونَ/الْقَوْمُ

إِرْتَابَتْ : সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল।

(إِشْمَاعًا) (إِرْتَابًا) : (ض) رَبَّاهُ : সন্দেহ পোষণ করা,

সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা, সন্দেহ করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا رَبَّ يَنْبِرُ .

مَادَّة : (র-য-ব) : جنس : أَجُوفٌ يَائِسٌ

مُرَادُف : تَشَكَّكَتْ/تَرَدَّدَتْ : ضِد : اِطْمَنَّنتُ

عَزَوْهُ (ن) : মস : তার নিষ্পত্তির নামে চালিয়ে দেওয়া।

مَادَّة : (এ-জ-য-ও) : جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادُف : نِسْبَةٌ .

أَيْت : অস্বীকার করল।

إِنْ (ض) يَأْبَاهُ، إِبَاهَةً : (فَعْلٌ) تَأْيَبٌ : অপছন্দ করা, অস্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَيْسَى وَأَسْكَنَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ .

مَادَّة : (অ-ব-য) : جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَنَاقِصٌ يَائِسٌ)

مُرَادُف : أَنْكَرْتُ : ضِد : أَقَرْتُ

تَضَدَّقَ (تَضَعِيلٌ) : বিশ্বাস করা।

مُرَادُف : تَوَثَّقَ

عَوَّاهُ (ن) : মস : ডাকা, দাবি করা।

نَبَّاهُ (إِذْعَاءٌ) : দাবি করা।

فِي الْقُرْآنِ : أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا .

مَادَّة : (ও-এ-ও) : جنس : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادُف : الْإِذْعَاءُ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَقَالَ أَيْمُ اللَّهِ لِيَحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَمَعَ الْخ :

يَسْمَعُ : মুখাফ ও মুখাফ ইলাহিহি মিলে মুবতাদা

এবং জَوَابُ قِسْم : لِلْحَقِّ أَحَقُّ الْخ : খবর মাহযুফ।

مَنْسَم بِهِ : قَائِدُهُ : কেননা : قَائِمٌ مَقَامٌ خَيْر

মুবতাদা হয় এবং : قِسْم : খবর হয় তাহলে

جَوَابُ قِسْم : করে : قَائِمٌ مَقَامٌ : খবরের

قَوْلُهُ : إِنَّهُ يَأْقَوْمُ لَنَجِيَّتِكُمْ مَذِ الْيَوْمِ :

এখানে ইবারতের মধ্যে : تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ : হয়েছে মূল

ইবারত হবে : - يَأْقَوْمُ إِنَّهُ لَنَجِيَّتِكُمْ مَذِ الْيَوْمِ :

যা হরফে নিদা : قَوْمٌ : মুনাদা। মূলত ছিল

যাবহারে কারণে : هَرَفٌ : হরফে নিদাও মুনাদা মিলে

নিদা : - إِنَّ : হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল 'হলো'।

ইসম : - إِنَّ : হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল 'হলো'।

নিদা : - إِنَّ : হরফে মুশাব্বাহ বিল ফেয়েল 'হলো'।

فَتَرَجَّسَ مَا هَجَسَ فِي أَفْكَارِهِمْ ، وَقَطَّنَ
لِمَا بَطَّنَ مِنْ إِسْتِنكَارِهِمْ ، وَحَادَزَ أَنْ
يَفْرَطَ إِلَيْهِ دَمٌ ، فَقَرَأَ إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْهُمْ ،
ثُمَّ قَالَ : يَا رَوَاةَ الْقَرِيضِ ، وَأَسَاءَةَ الْقَوْلِ
الْمَرِيضِ ! إِنْ خَلَاصَةَ الْجَوْهَرِ تَظْهَرُ
بِالسَّبَبِ ، وَبَدَّ الْحَقَّ تَضَعُ رِذَاءَ الشُّكِّ ،
وَقَدْ قِيلَ فِي مَا غَبَرَ مِنَ الزَّمَانِ : عِنْدَ
الْإِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يَهَانُ .

অনুবাদ : তখন তাদের চিন্তাধারায় যা উদ্ভিত হলো তা
সে অনুভব করল এবং তাদের যে অস্বীকারের ভাব
লুকিয়ে ছিল তা সে বুঝে নিল। এবং সে ভয় করল যে,
তার প্রতি নিন্দার ঝড়ু বইবে। সুতরাং সে পাঠ করল :
إِنْ بَعْضَ الظَّنِّ [নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপের
কারণ]। অতঃপর সে বলল, হে কবিতার বর্ণনাকারীগণ
এবং রুগণ কথার চিকিৎসকগণ! নিশ্চয়ই খাটি জওহর
গলানোর দ্বারাই প্রকাশ পায় এবং সত্যের হাত সন্দেহের
আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। অবশ্য অতীতকালে বলা
হয়েছে : “পরীক্ষার সময় মানুষ সম্মানিত হয় অথবা
লাঞ্ছিত হয়।”

শাব্বিক অনুবাদ : وَطَّنَ তখন সে অনুভব করল مَا هَجَسَ তাদের চিন্তাধারায়
এবং তা সে বুঝে নিল لِمَا بَطَّنَ যে ভাব লুকিয়ে ছিল مِنْ إِسْتِنكَارِهِمْ অস্বীকারের
وَحَادَزَ ঝড়ু বইবে তার প্রতি إِسْتِنكَارِهِمْ নিন্দার
ثُمَّ قَالَ : يَا رَوَاةَ الْقَرِيضِ হে বর্ণনাকারীগণ وَأَسَاءَةَ الْقَوْلِ চিকিৎসকগণ
الْمَرِيضِ রুগণ কথার
تَظْهَرُ প্রকাশ পায় بِالسَّبَبِ গলানো দ্বারাই وَبَدَّ الْحَقَّ এবং সত্যের হাত
عِنْدَ অতীতকালে يَكْرَمُ মানুষ সম্মানিত হয় أَوْ يَهَانُ অথবা লাঞ্ছিত হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَوَجَّسَ : অনুভব করল।
(تَفَعَّلَ) تَوَجَّسَ , (إِفْعَالٌ) إِنْجَسًا : উপলব্ধি করা, অনুভব করা।
(ض) وَجَسًا : শঙ্কিত হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً .
مَادَّةُ : (و-ج-س) , وَجَسَ : যিৎবালাও
مُرَادِفٌ : أَحَسَّ
(مَا) هَجَسَ : [যা] মনে উদ্ভিত হলো।
(ض) هَجَسًا : অন্তরে জাগা, মনে উদ্ভিত হওয়া।
(مَفَاعَلَةٌ) مَهَاجَسَةً : চুপিসারে কথা বলা।
مَادَّةُ : (و-ج-স) , وَجَسَ : যিৎবালাও
مُرَادِفٌ : خَطَّرَ

(ج) أَفْكَارًا , (و) يَكْرُ : চিন্তা-ভাবনা, চিন্তাধারা।
فِي الْقُرْآنِ : إِنْ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .
مَادَّةُ : (ف-ك-ر) , وَجَسَ : যিৎবালাও
مُرَادِفٌ : تَأَمَّلَ / انْظَرَ .
قَطَّنَ : বুঝে নিল।
(ن-س-ك) قَطَّنًا , قَطَّنَةً : বুঝা, উপলব্ধি করা।
مُرَادِفٌ : شَمَّرَ / تَبَهَّمْ
(مَا) بَطَّنَ : [যা] লুকিয়ে ছিল।
(ن) بَطَّنًا , بَطَّنَةً : গোপন হওয়া, লুকিয়ে থাকা।
(إِفْعَالٌ) إِبْطَأَ : গোপন করা।
(س) بَطَّنًا : পেটুক হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : يَتَعَلَّمُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ .

مَادَّةٌ : (ب. ط. ن.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : خَفِيٌّ , ضِدٌّ : ظَهَرٌ
 اسْتِنْكَارٌ : اسْتِغْفَالٌ : مَصْدَرٌ :
 অস্বীকারের ভাব :
 مَادَّةٌ : (ن. ك. ر.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : يَابِءٌ , ضِدٌّ : إِقْرَارٌ
 حَازِرٌ :
 সে ভয় করল, করতে থাকল।
 مَعَاذَةُ : مَعَاذَرَةٌ : (س) : حَذَرٌ :
 ভয় করা।
 تَقَعُّبٌ : تَحْذِيرٌ :
 জীতি প্রদর্শন করা, ভয় দেখানো।
 فِي الْقُرْآنِ : هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرَهُمْ
 مَادَّةٌ : (ح. ذ. ر.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : خَافَ , ضِدٌّ : أَمِنَ
 يَفْرُطُ :
 অধিক হবে, [এখানে] বাড়ি বইবে।
 (ن) : قُرُوطًا , قُرْطًا :
 অগ্রসর হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : عَسَى أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا .
 مَادَّةٌ : (ف. ر. ط.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : يَسْبِقُ
 دَمٌ : (ن) : مَصْدَرٌ :
 নিশা করা।
 دَمٌ : (ج) : دُمُومٌ :
 নিশা।
 مَادَّةٌ : (ذ. م. م.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ
 مُرَادٌ : فَضُووحٌ , ضِدٌّ : مَدْحٌ
 قَرَأَ :
 সে পাঠ করল।
 - الشَّيْءُ :
 একত্র করা।
 (ن. ف) : قَرَأَةً :
 পাঠ করা।
 يَعْصُ : (ج) : أَبْعَاضٌ :
 অংশ, কোনো কোনো, কোনো এক।
 مَادَّةٌ : (ب. ع. ض.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : طَائِفَةٌ / قَرَدٌ
 ধারণা।
 ظَنٌّ : (ج) : ظُنُونٌ :
 দৃঢ় বিশ্বাস করা, ধারণা করা।
 فِي الْقُرْآنِ : لِيَتَّبِعُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ .
 مَادَّةٌ : (ظ. ن. ن.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ
 مُرَادٌ : وَهْمٌ , ضِدٌّ : يَكِينٌ .

أَنَّهُ : (ج) : أَنَّهُ :
 أَنَّهُ : (أ. ث. م.) , جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ قَاءٌ
 مُرَادٌ : ذَنْبٌ , ضِدٌّ : طَاعَةٌ / عِبَادَةٌ
 (ح) : رَوَاةٌ , رَاوُونَ , (و. ر. و. ف. ا) :
 বর্ণনাকারী।
 (ض) : رَوَاةٌ :
 বর্ণনা করা।
 مَادَّةٌ : (ر. و. ي.) , جِنْسٌ : لَفِيفٌ مَقْرُونٌ .
 مُرَادٌ : نَاقِلٌ
 الْغَرِيضُ : (ص. ف. م. ذ.) :
 কবিতা, শের, শ্লোক।
 (ض) : قُرْطٌ , (تَفْعِيلٌ) : تَقْرِيطًا :
 কর্তন করা।
 (يَعْمَالٌ) : إِقْرَاصًا :
 স্বর্ণ দেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : مَنْ يَقْرُضَ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا .
 مَادَّةٌ : (ق. ر. ر. ض.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الشَّمَرُ
 (ج) : آسَاءَةٌ , يَأْسَاءُ , (ر) : أَسَى (أَسَى)
 চিকিৎসক, ডাক্তার।
 (ض) : آسَأَ :
 চিকিৎসা হওয়া।
 (ن) : آسَرُ :
 চিকিৎসা করা।
 مَادَّةٌ : (أ. س. و.) , جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ قَاءٌ وَنَاقِصٌ وَادِي)
 مُرَادٌ : أَطْيَبًا
 الْقَوْلُ : (ج) : أَقْوَالٌ , (ج) : أَقَاوِيلُ :
 কথা, বাণী।
 الْقَوْلُ : (ن) : مَصْدَرٌ :
 কথা বলা।
 الْغَرِيضُ : (ص. ف. م. ذ.) :
 (ج) : مَرَضَى :
 রুগণ অসুস্থ, দুর্বল।
 (س) : مَرَضًا :
 অসুস্থ হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا عَلَى الْغَرِيضِ حَرَجٌ .
 مَادَّةٌ : (م. ر. ر. ض.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الضَّعِيفُ , ضِدٌّ : الضَّعِيفُ
 خَلَاَصَةٌ :
 খাটি, নির্ভেজাল, সারমর্ম।
 (إِنْعَادٌ) : إِخْلَاصًا :
 খাটি করা।
 (ن) : خُلُوصًا :
 খাটি হওয়া।
 فِي الْعَبِيدِ : أَخْلَصَ وَإِنَّكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ .
 مَادَّةٌ : (خ. ل. ص.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَمِيسٌ / أَصْفَاءُ
 الْخَوَافِرُ : (ج) : جَوَاهِرُ :
 জওহর, মূল্যবান বস্তুবিশেষ, মৌল পাথর।

مَادَّةٌ : (ج. و. د. ر.) ، جُنُسٌ أَجَوْفٌ وَأَوْرِي
مِرَادُفٌ : لَوْلُو

তপ্পহর : প্রকাশ পায়।

(ف) ظَهَرُ : প্রকাশ পাওয়া।

(انْعَمَالٌ) إِظْهَارًا : প্রকাশ করা।

مِرَادُفٌ : تَبَرُّزٌ تَبَيَّنَ ، ضِدٌّ : تَغَيَّنَ

السَّبْكُ (ن. ض. ص. د.) : গলানো, গলিয়ে ছাচে ঢালা।

- الْكَلَامُ : পরিমার্জিত করা।

(انْفِعَالٌ) انْبِطَأَ : বিগলিত হওয়া।

مَادَّةٌ : (س. ب. ك.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادُفٌ : التَّدْوِيْبُ/الْإِدَاْبَةُ

يَدٌ : (ج. أَيْدٍ) (ج. أَيَادٍ) : হাত, শক্তি, ক্ষমতা।

الْحَقُّ : সত্য।

تَصَدَّعٌ : ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়।

(ف) صَدَعًا : ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া, ফেড়ে দেওয়া।

- عَن : বাধা দেওয়া।

- الْأَمْرُ : প্রকাশ করা।

(مَفْعَلٌ) تَصَدَّعًا : বিচ্ছিন্ন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قَاصِدَعٌ يَسَا تَوْمَرٌ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ

مَادَّةٌ : (ص. د. ع.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادُفٌ : تَشَقُّقٌ

رَدَاءٌ : (ج. أَرْدِيَّةٌ) : চাদর, আবরণ, পর্দা।

فِي الْحَدِيثِ : الْكَيْسَرِيَّةُ رَدَائِي

مَادَّةٌ : (ر. د. ي.) ، جُنُسٌ : نَاقِصٌ يَائِي

مِرَادُفٌ : حِجَابٌ

الشُّكُّ (ج. شُكُوكٌ) : সন্দেহ।

الشُّكُّ (ن. م. د.) : সন্দেহ করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَمٌ فِي شَكِّ مَرْيَمَ

مَادَّةٌ : (ش. ك. ل.) ، جُنُسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِينَ

مِرَادُفٌ : رَيْبٌ ، ضِدٌّ : يَفِيْنٌ

(ق. د. ق. ل.) : বলা হয়েছে, অবশ্য বলা হয়েছে।

(مَا) غَبَرَ : [বা] অতীত হয়েছে।

(ن) غُبُورًا : অতিবাহিত হওয়া, অতীত হওয়া, ধূলায়িত হওয়া।

(انْعَمَالٌ) إِغْبَارًا : ধূলা উড়ানো।

(انْعَمَالٌ) إِغْبِرَارًا : ধূলিময় হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَائِرِينَ

مَادَّةٌ : (ع. ب. ر.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادُفٌ : مَضَى

الزَّمَانُ (ج) أَزْمِنَةٌ : কাল, সময়।

عِنْدَ : কাছে, সময়ে, মুহূর্তে।

الْأَمْتِحَانُ (انْفِعَالٌ) م. : পরীক্ষা করা।

الْأَمْتِحَانُ : পরীক্ষা।

(ف) مَحْتًا : যাচাই করা।

فِي الْقُرْآنِ : أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِيَتَّقُوا

مَادَّةٌ : (م. ح. ن.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادُفٌ : الْاِخْتِيَارُ

يَكْرُمُ (م. ج.) : সম্মান করা হয়, সম্মানিত হয়।

(انْعَمَالٌ) اِكْرَامًا : সম্মান করা।

(ك) كَرَامَةً : সম্মানিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ النَّبِيَّ

مَادَّةٌ : (ك. ر. م.) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادُفٌ : يَعْظُمُ ، ضِدٌّ : يَهَانُ

الرَّجُلُ (ج) رَجَالٌ ، رَجُلَةٌ ، أَرَجِلٌ : পুরুষ মানুষ।

يَهَانُ (م. ج.) : লাঞ্ছিত করা হয়, লাঞ্ছিত হয়।

(انْفِعَالٌ) اِهَانَةً : লাঞ্ছিত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

مَادَّةٌ : (و. د. ن.) ، جُنُسٌ : أَجَوْفٌ وَأَوْرِي

مِرَادُفٌ : يُبْدَلُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : يَا زَوْدَةُ الْقَرِيضِ وَأَسَاءَ الْقَوْلِ الْقَرِيضُ :

হয়েছে। جُنُسٌ مُعَرَّفٌ عَرَبِيٌّ - এর মধ্যে الْقَرِيضُ এবং الْقَرِيضُ

قَوْلُهُ : يَدُ الْحَقِّ تَصَدَّعُ رَدَاءَ الشُّكِّ :

إِسْخَافَةُ الْمُسْتَبِ بِهٖ إِلَى الْمُسْتَبِ - এর মধ্যে رَدَاءُ الشُّكِّ

হয়েছে।

وَهَا أَنَا قَدَعَرَضْتُ خَبِيئَتِي لِإِخْتِبَارٍ،
عَرَضْتُ خَبِيئَتِي عَلَى الْإِخْتِبَارِ، فَأَيَّدَرَ
أَحَدٌ مِنْ حَضَرَ، وَقَالَ: أَعَرَفَ بَيْتًا لَمْ
يُنْسَجْ عَلَى مِثَالِهِ، وَلَا سَمَحَتْ قَرِيعَةً
بِمِثَالِهِ، فَإِنِ أَثَرْتُ إِخْتِلَابَ الْقُلُوبِ،
فَأَنْظِمَ عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ، وَأَنْشَدَ :

فَأَمْطَرْتُ لَوْلَا مِنْ نَرْجِسٍ، وَسَقَتْ
وَرْدًا، وَعَصَّتْ عَلَى الْعُنَابِ بِالْبَرْدِ

অনুবাদ : জেনে রাখ, আমি আমার অভ্যন্তর পরীক্ষার
জন্য উপস্থাপন করলাম এবং আমি আমার জাখিল [ঝুড়ি]
যাচাইয়ের জন্য সামনে রাখলাম। অতঃপর যারা উপস্থিত
ছিল তাদের একজন অগ্রসর হয়ে বলল, আমি এমন
একটি শ্লোক জানি, যার ধাঁচে কোনো কবিতা রচিত হয়
নি এবং কোনো প্রতিভা তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে সক্ষম
হয় নি। যদি আপনি [মানুষের] অন্তর আকৃষ্ট করতে
আগ্রহী হন তবে এই পদ্ধতিতে কবিতা রচনা করুন এবং
সে আবৃত্তি করল : [শ্লোকের অনুবাদ] “অতঃপর সে
নাগিস ফুল থেকে মুক্তা বর্ষণ করল এবং গোলাপ ফুলকে
সিঞ্চিত করল, আর কুলের উপর শিলাদানা দ্বারা কামড়
বসাল।”

শাখ্বিক অনুবাদ : হَا জেনে রাখ قَدَعَرَضْتُ আমি উপস্থাপন করলাম আমার অভ্যন্তর পরীক্ষার
উদ্দেশ্যে عَرَضْتُ আমি সামনে রাখলাম خَبِيئَتِي আমার জাখিল [ঝুড়ি] فَأَيَّدَرَ যাচাইয়ের জন্য
অগ্রসর হলো أَحَدٌ একজন حَضَرَ যারা উপস্থিত ছিল وَقَالَ এবং বলল أَعَرَفَ আমি জানি بَيْتًا এমন একটি শ্লোক
لَمْ يُنْسَجْ কোনো কবিতা রচিত হয়নি مِثَالِهِ যার ধাঁচে سَمَحَتْ এবং সক্ষম হয়নি قَرِيعَةً কোনো প্রতিভা
إِخْتِلَابَ তার দৃষ্টান্ত পেশ করতে أَثَرْتُ যদি আপনি إِخْتِلَابٍ আকৃষ্ট করতে الْقُلُوبِ অন্তর فَأَنْظِمَ তবে কবিতা রচনা
করুন عَلَى هَذَا الْأُسْلُوبِ এই পদ্ধতিতে فَأَمْطَرْتُ অতঃপর সে বর্ষণ করল لَوْلَا মুক্তা مِنْ نَرْجِسٍ নাগিস ফুল থেকে
وَسَقَتْ এবং সিঞ্চিত করল وَرْدًا গোলাপ ফুলকে وَعَصَّتْ আর কামড় বসাল عَلَى الْعُنَابِ কুলের উপর بِالْبَرْدِ শিলাদানা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَآ (حَرْفُ التَّيْسِدِ) : জেনে রাখ, সাবধান।

قَدَعَرَضْتُ : আমি উপস্থাপন করলাম।

(تَفْعِيلٌ) تَعْرِيفًا - كَلَامٌ : উপস্থাপন করা।

(إِقْعَالٌ) يُعَارَضُ : বিমূখ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا -

مَادَّةٌ : (ع. ر. ر. ض.) , جِنْسٌ : صَعِيْبٌ

مُرَادٌ : قَدَمْتُ .

خَبِيئَةٌ : (ج) خَبَاءٌ : অভ্যন্তরীণ বিষয়, [এখানে] অভ্যন্তর।

(ف) خَبَاءٌ : গোপন করা, লুকানো।

(إِنْعِيَالٌ) إِخْتِبَارٌ : আড়াল হওয়া, আত্মগোপন করা।

مَادَّةٌ : (خ. ب. .) , جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ

مُرَادٌ : مَكْتُومٌ/بَاطِنٌ , ضِدٌّ : ظَاهِرٌ

الْإِخْتِبَارُ (إِنْعِيَالٌ) مَدٌّ : পরীক্ষা করা।

الْإِخْتِبَارُ : পরীক্ষা।

مَادَّةٌ : (خ. ب. .) , جِنْسٌ : صَعِيْبٌ

مُرَادٌ : الْإِنْعِيَالُ

১. এ শ্লোকটির রচয়িতার নাম : মুহাম্মদ ইবনে আহমদ গাসসানী আদ-দিমালকী। উপনাম : আবুল ফারাজ। উপাধি আল-ওরা'ওয়া (الْوَرَا'). তিনি ছিলেন একজন স্বভাব কবি। তাঁর কাব্যের ভাষা প্রাজ্ঞ ও গভীর ভাবদোষাক। উপমা-উৎপ্রেকাশসহ কাব্য রচনার তিনি ছিলেন প্রথিতযশা। তার জন্ম সাল অজ্ঞাত। তিনি আনুমানিক ৩৮৫ হিজরি মৃত্যুবিক ৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে ইনতিকাল করেন। তাঁর একটি কাব্যসমগ্রও প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো টীকাকার তার নাম যিয়ার দিমালকী বলে উল্লেখ করেছেন, যা সঠিক নয়।

عَرَضْتُ (ض) عَرَضًا - عَلَى... : সামনে রাখলাম, পেশ করলাম।
 حَقِيبَةٌ : (ج) حَقَائِبُ : জাবিল, ঝুড়ি, থলি।
 مَادَّةٌ : (ج-ق-ب) , جنس : صَحِيع
 مَرَادُفٌ : وَعَاءٌ/وَقَاضٍ
 الْأَعْتِبَارُ (اِنْتِعَال) مصد : যাচাই করা।
 الْأَعْتِبَارُ : যাচাই।
 (ن) عُبُورًا : অতিক্রম করা।
 فِي الْقُرْآنِ : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ .
 مَادَّةٌ : (ج-ب-ر) , جنس : صَحِيع
 مَرَادُفٌ : الْأَمْتِعَانُ .
 اِئْتَدَرَ : অগ্রসর হলো।
 (اِنْتِعَال) اِئْتَدَارًا , (ن) بَدُورًا , (مَفَاعَلَة) مَبَادَرَةً , بَدَارًا :
 অগ্রসর হওয়া, দ্রুত যাওয়া।
 مَادَّةٌ : (ب-د-ر) , جنس : صَحِيع
 مَرَادُفٌ : تَقَدَّمَ/اِسْتَبَقَ
 أَحَدٌ : (ج) أَحَادٌ : একজন, একক, একা।
 (مَنْ) حَضَرَ : [যারা] উপস্থিত ছিল।
 (ن) حُضُورًا : উপস্থিত হওয়া।
 أَعْرَفٌ : আমি জানি।
 (ض) عَرَفْنَا , مَعْرِفَةٌ : জানা।
 فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ .
 مَرَادُفٌ : أَعْلَمُ , حَيْد : أَعْلَمُ
 بَيْتٌ : (ج) أَبْيَاتٌ , بُيُوتٌ : গৃহ, কামরা, শ্রোক, ছন্দ।
 لَمْ يَنْتَسِجْ (مع) : বুন হই নি, রচিত হয় নি।
 (ن-ض) نَسَجًا : বুনন করা, বোনা।
 - النَّسِجُ : কবিতা রচনা করা।
 (اِنْتِعَال) اِنْتِسَاجًا : বুনন করা, বোনা।
 مَادَّةٌ : (ن-س-ج) , جنس : صَحِيع
 مَرَادُفٌ : لَمْ يَنْتَسِجْ/لَمْ يَنْسِجْ (الحِكَايَة)
 مِثْوَالٌ : (ج) مَثَابِلٌ : তাঁতে কাশড় জড়াবার বেলন, ধাঁচ।

مَادَّةٌ : (ن-و-ل) , جنس : أَجَوِفٌ وَأَوَى
 مَرَادُفٌ : طَرَارٌ
 (لَا) سَمَعْتُ : বশিশ করতে পারে নি, পেশ করতে পারেনি।
 (ف) سَمِعًا - ب : বশিশ করা।
 ل- : দান করা।
 مَادَّةٌ : (س-م-ح) , جنس : صَحِيع
 مَرَادُفٌ : أَعْطَى , ضِد : مَتَعْتُ
 قَرِينَةٌ : (ج) قَرَانِجٌ : প্রতিভা, স্বভাব।
 مِثَالٌ : (ج) أَثِيلَةٌ , يَثُلُ , مَثَلٌ : উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, নজির।
 فِي الْقُرْآنِ : كَيْسٌ كَيْثِلُهُ كَيْ .
 مَادَّةٌ : (م-ث-ل) , جنس : صَحِيع
 مَرَادُفٌ : تَطَيَّرَ
 أَثَرَتْ : অগ্রাধিকার দেন।
 (اِنْفَاعَل) اِثَارًا : প্রাধান্য দেওয়া, অগ্রাধিকার দেওয়া, পছন্দ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : بَلْ تَوَثَّرُونَ الْعَيَّةَ الدُّنْيَا :
 مَادَّةٌ : (أ-ث-ر) , جنس : مَهْمُوزٌ قَا
 مَرَادُفٌ : قَضَلَتْ/اخْتَرَتْ
 اِخْتِلَابٌ (اِنْتِعَال) مصد : আকৃষ্ট করা।
 (ن-ض) خَلَبًا : মুগ্ধ করা।
 مَرَادُفٌ : الْإِسَالَةُ .
 (ج) قَلُوبٌ , (و) قَلْبٌ : অন্তর, হৃদয়, মন।
 أَنْظَمَ : আপনি কবিতা রচনা করুন।
 (ض) نَظَمًا : গীতা, রচনা করা।
 اُسْلُوبٌ : (ج) أَسَالِيْبٌ : পদ্ধতি, ধাঁচ, ধরন।
 مَادَّةٌ : (س-ل-ب) , جنس : صَحِيع
 مَرَادُفٌ : طَرَارٌ/مِثْوَالٌ
 أَنْشَدَ : আবৃত্তি করল।
 (اِنْفَاعَل) اِنْتَشَادًا : আবৃত্তি করা।
 اِمْطَرَتْ : সে বর্ষণ করল।

(إِنْعَال) বৃষ্টি বর্ষণ করা । : إِنْمَارًا :

(ن) مُطَوَّرًا : গমন করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا .

مَادَّةُ : (ম. - প. - র) : جِنْس : صَبِيع

مُرَادِف : مَطَلَّتْ

لَوْلَوْ : (ج) لَأَلَيْنِ : [এখানে- অক্ষর উদ্দেশ্য] : মুক্তা, মতি, মণি, [এখানে- অক্ষর উদ্দেশ্য]

نَرْجِس : [এখানে- চক্ষু উদ্দেশ্য] : নার্গিস ফুল,

হলুদ বর্ণের এক প্রকারের ফুল, যার উপর একটি পাতা আবৃত থাকে, ফলে ফুলটি সহজে দৃষ্টিত আসে না, নার্গিস ফুল ।

قَالَ ابْنُ الْمَعْتِزِ : وَسَيَانُ قَدْ خَدَعَ التَّنْعَاسَ جَفُونَهُ
فَعَكَى بِمُفْلَةٍ ذَبَرِ التَّرْجِيسِ .

مَادَّةُ : (ন. - র. - জ. - স) : جِنْس : صَبِيع

سَقَّتْ : পানি পান করাল, সিঁধিত কবল ।

(ض) سَقَّى : তৃষ্ণা নিবারণ করা, সিঁধিত করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا .

مَادَّةُ : (স. - ক. - য) : جِنْس : تَقْطِصُ يَائِنِي

مُرَادِف : أَشْرَبْتُ / أَرَوْتُ

وَرْدَةٌ : (জ) وَرْدَةٌ : [এখানে-গণদেশ উদ্দেশ্য] : গোলাপ,

فِي الْقُرْآنِ : فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْيَدَاهَانِ .

مَادَّةُ : (ও. - র. - দ) : جِنْس : مِثَالٌ وَآوَى

عَصَتْ : কামড় দিল, কামড় বসাল ।

فِي الْحَدِيثِ : عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ .

مَادَّةُ : (এ. - স. - স. - স) : جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادِف : قَرَضَ / لَدَعَ

عُتَابٌ : কালসে লালবর্ণের বিলেতী কুল, বরই, বদরী ।

[এখানে-আঙ্গুলের মাথা উদ্দেশ্য]

مَادَّةُ : (এ. - ন. - ব) : جِنْس : صَبِيع

بَرْدٌ : [এখানে-দাঁত উদ্দেশ্য] : শিলা, বৃষ্টি-শিলা, শিলাদানা,

مَادَّةٌ : (স. - ল) , جنس : مهْمُوزٌ عَيْنٌ
 مرادف : لِحْسَنَةٌ .

جَيْنٌ : (জ) أَحْيَانٌ , (জি) أَحْيَائِيْن : সময়, মুহূর্ত, [যখন] :
 زَارَتْ : সাক্ষাৎ করতে এলো।

(ن) زَوَّرَ , زِيَارَةٌ : জিয়ারত করা, সাক্ষাৎ করা।
 تَفْعِيلٌ تَزْوِيرٌ : জালিয়াতি করা।

فِي الْحَدِيثِ : تَهَيَّئْتُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقَبْرِ , أَلَا تَزُورُونَهَا .
 مَادَّةٌ : (জ-ও-র) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى
 مرادف : لَقِيْتُ

تَضَوُّ (ن) مَصَد : অনাবৃত করা, বসন খুলে ফেলা।
 (إفعال) انضَاءٌ : দুর্বল করা, জীর্ণ শীর্ণ করা।

مَادَّةٌ : (ন-স-ও) , جنس : نَاقِصٌ وَأَوَى
 مرادف : كَشَفٌ/خُلِعٌ , ضِد : كَسَبٌ/تَفْطِيَةٌ
 بَرَقِعٌ : (জ) بَرَأَقِعٌ : বোরকা, বুরকা, হেজাব।

مَادَّةٌ : (ব-র-ক-গ) , جنس : صَحِيحٌ
 مرادف : حِجَابٌ

أَلْقَانِي (ف) مَذ : গাঢ় লাল, তীব্র লালবর্ণ।
 (ن) قَتَرًا - أَلْقَى : রং গাঢ় লাল হওয়া।
 - أَلْمَل : জমা করা।

مَادَّةٌ : (ক-ন-ও) , جنس : نَاقِصٌ وَأَوَى
 مرادف : الْأَحْمَرُ

إِدْبَاعٌ (إفعال) مَصَد : আমানত রাখা, [এখানে] পরিবেশন করা।
 (ف) وَدَعًا : ছেড়ে দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ও-দ-গ) , جنس : مِثَالٌ وَأَوَى
 مرادف : أَمَانَةٌ/تَقْدِيمٌ .

سَمِعَ : (জ) أَسْمَاعٌ , أَسْمَعُ (জি) أَسْمِعُ , أَسْمِيعُ
 কান, শ্রবশক্তি।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ
 وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَارًا .

مَادَّةٌ : (স-ক-গ) , جنس : صَحِيحٌ
 مرادف : أذن (إليه)

أَطْيَبُ (اسم تفضيل, مَذ) : (জ) أَطْيَبُ : উত্তম, উৎকৃষ্ট।

فِي الْقُرْآنِ : إِلَيْهِ بِصَدْعِ الْكَلِمِ الطَّيِّبِ .
 (ط-ই-ব) , جنس : أَجَوَفٌ

سَمْعٌ : حَسْرٌ
 أَنْخَبِرُ (ج) أَخْبَارٌ , أَخْبِيرُ : সংবাদ, সম্ভেল।

سَمِعَ : سَمِعَ : সে সরিয়ে ফেলল।
 (تَفْعِيلٌ) وَخَرَجَ : সরিয়ে ফেলা, দূরে সরিয়ে নেওয়া, দূর করা।

(تَفْعِيلٌ) : دُرَّةٌ : দুরে সরা, হটা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ وَخِرَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ نَارَ .
 مَادَّةٌ : (জ-ক-জ-হ) , جنس : مُصَاعَفٌ رِبَاعِيٌّ
 مَرَادِف : أَرَأَيْتَ , ضِد : أَتَيْتُ

نَفَقٌ : (জ) أَشْفَاقٌ : লাল দিগন্ত রেখা।
 [এখানে লাল বোরকা অর্থাৎ লাল গুড়না উদ্দেশ্য।]

مَادَّةٌ : (শ-ফ-ক) , جنس : صَحِيحٌ
 غَشِيَ (تَفْعِيلٌ) تَغْشِيَةٌ : ঢেকে রাখল [রেখেছিল]।
 فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا غَشِيَهُمْ فِي الظُّلِّ دَعَا اللَّهَ .

مَادَّةٌ : (গ-শ-ই) , جنس : نَاقِصٌ بَائِنٌ
 سَنَا : [এখানে আলো, রশ্মি]।

فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ سَنَا بَرَقِهِ .
 مَادَّةٌ : (স-ন-ই) , جنس : نَاقِصٌ
 مرادف : ضَوْءٌ

قَمَرٌ : (জ) أَقْمَارٌ : চাঁদ।
 فِي الْقُرْآنِ : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ .

مَادَّةٌ : (ক-ম-ও) , جنس : صَحِيحٌ
 مرادف : هِلَالٌ

سَنَاقِمَرٌ : [এখানে- চেহারার দীপ্তি উদ্দেশ্য]।
 سَاقَطَتْ : [একাধারে] ঝরাগেলো।

إِنْعَالَةً مُسَاقَطَةً : [লাগাতার] ঝরানো।
 (إِنْعَالٌ) إِسْقَاطٌ : ফেলে দেওয়া।

(ن) مَقْرَمٌ : পড়ে যাওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : تَسَاقَطَ عَلَيْكَ رَطَبًا جَنِبًا .

مَادَّةٌ : (স-ক-ট) , جنس : صَحِيحٌ
 مرادف : قَطَرٌ

خَاتَمٌ : (জ) خَوَاتِمٌ : [এখানে মুখ উদ্দেশ্য]।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ .

مَادَّةٌ : (ع . ت . م) . جنس : صحيح

عَطَرَ (صف . مذ) : আতর মাখা, সুগন্ধিময়।

(س) عَطَرَ : (تَفَعَّلَ) تَعَطَّرًا : সুগন্ধিময় হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَعَطَّرًا : সুগন্ধমুক্ত করা, সুগন্ধিময় করা।

فِي الْحَدِيثِ : وَهُوَ أَعْطَرَ نِسَاءِ النَّاسِ .

مَادَّةٌ : (ع . ط . ر) . جنس : صحيح

مَرَادُفٌ : طَيْبٌ / مَطْيَبٌ

حَارٌّ : হতভম্ব হলো।

(س) حَبِيرًا , حَبِيرَةً , حَبِيرَاتًا : কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া।

الْرَجُلُ : দিশেহারা হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَحَبَّيَّرًا : হতভম্ব করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَبِيرَاتًا .

مَادَّةٌ : (ج . ي . ر) . جنس : آجُونٌ يَائِنُ

مَرَادُفٌ : بَهْت

(ج) حَاضِرُونَ , حُضُرٌ , حِضَارٌ , (و) حَاضِرٌ : উপস্থিত জনতা।

بِدَاهَةٌ : উপেন্নমতিত্ব, প্রত্যাপনমতিত্ব।

بِدَاهَةٌ (ف) مصد : তৎক্ষণাৎ জওয়াব দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ب . د . ه) . جنس : صَعِيح

مَرَادُفٌ : اَرْتِيَالٌ

اَعْتَرَفُوا : তারা স্বীকার করল।

(اِنْتَعَالَ) اِعْتَرَاءًا : স্বীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ .

مَادَّةٌ : (ع . ر . ف) . جنس : صَعِيح

مَرَادُفٌ : اَقْبَرُوا , ضَدٌّ : اَنْكَبَرُوا

نَزَاهَةٌ : নিকলুযতা, অপবাদমুক্তি।

نَزَاهَةٌ (س . ك) مصد : নিকলুয হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَنَزَّهًا : পবিত্র হওয়া, নিকলুয হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَنَزَّهًا : পবিত্র করা, পবিত্রতা বর্ণনা করা।

مَادَّةٌ : (ن . ز . ه) . جنس : صَعِيح

مَرَادُفٌ : صَفَاةٌ / نَتَافَةٌ

(لَمَّا) اُنْسَ : [যখন] প্রত্যাক করল।

(اِنْتَعَالَ) اِنْتَا : অনুভব করা, প্রত্যাক করা।

(س . ك) اِنْتَا - اِلَيْهِ وَيَه : অন্তরঙ্গ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ اُنْتَمْتُمْ إِلَيْهِمْ رَضُوا فَأَدْنُوا إِلَيْهِمْ
أَسْأَلُكُمْ .

مَادَّةٌ : (أ . ن . س) . جنس : مَهْمُوزٌ

مَرَادُفٌ : تَوَجُّسٌ / اَبْصَر

اِسْتِنَاسٌ : আকর্ষণ।

اِسْتِنَاسٌ (اِسْتَعْمَالَ) مصد : আকৃষ্ট হওয়া।

مَادَّةٌ : (أ . ن . س) . جنس : مَهْمُوزٌ

مَرَادُفٌ : اِجْتِنَابٌ .

كَلَامٌ : কথা, আলোচনা, বাক্য।

اِنْتِصَابٌ (اِنْتِعَالَ) مصد : অগ্রহী হওয়া।

اِنْتِصَابٌ : অগ্রহ।

شُعَبٌ (ج) شِبَابٌ : ঘাঁটি, গিরিপথ।

(ج) شُعَبٌ , (و) شُعْبَةٌ : শাখা, নানা প্রকার।

مَادَّةٌ : (ش . ع . ب) . جنس : صحيح

مَرَادُفٌ : مَخْفَرٌ

اِكْرَامٌ : সম্মান।

اِكْرَامٌ (اِنْتَعَالَ) مصد : সম্মান করা।

اَطْرُقَ : মাথা নিচু করল।

(اِنْتَعَالَ) اَطْرَأًا : মাথা নিচু করা, দৃষ্টি আনত করা।

(ن) طَرُوقًا : রাহে আসা।

كَفُولُ الشَّاعِرِ :

اَطْرُقَ كَرَى اَطْرُقَ كَرَى * اِنَّ السَّعَامَةَ فِي الثَّقَرَى .

مَادَّةٌ : (ط . ر . ق) . جنس : صحيح

مَرَادُفٌ : غَضٌّ

طَرَفَةٌ : একবার পলকপাত করা।

(ض) طَرَفَةٌ : পলকপাত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ طَرَفُهُمْ .

مَادَّةٌ : (ط . ر . ف) . جنس : صحيح

مَرَادُفٌ : نَظَرَةٌ

عَيْنٌ : (ج) عَيْنٌ , اَعْيُنٌ , اَعْيَانٌ : চোখ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا .

مَادَّةٌ : (ج . ي . ن) . جنس : آجُونٌ يَائِنُ

مَرَادُفٌ : اَلْبَصَرُ

শ্রোকে; এবং আবৃত্তি করল : [শ্রোকের অনুবাদ] “এবং সে [প্রিয়া] বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার দিন কালো পোশাকে নির্বাক লজ্জাশীলের মতো আবুলের মাথা কাটতে কাটতে এগিয়ে এলো। তখন ভোরের উপর রাত্রি ছেয়ে গেল। উভয়কে একটি মগডাল বহন করল এবং সে মুক্তামালা দ্বারা বেলেয়ার [চাচ] কাটপ।” অতএব তখন লোকেরা তার মর্যাদা উঁচু মনে করল এবং তার [জ্ঞান] বৃষ্টির প্রাবল্য উপলব্ধি করল। তারা তাকে উত্তম সান্নিধ্য দান করল এবং তার উত্তম পোষাকের ব্যবস্থা করল।

وَجَمَلُوا قِشْرَتَهُ.

শাখিক অনুবাদ : قَالَ اَنْتُمْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ وَلَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَرَبُّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ আরও দুটি শ্রোকে আনন্দ এবং আবৃত্তি করল অফেল্ট সে এগিয়ে এলো يَوْمَ الدِّينِ বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার দিন فَوْقَ حُلْدٍ পোশাকে تَعْمُرُ কালো قَتْعُ কাটতে কাটতে আব্বুলের মাথা التَّامِدِ লজ্জানীল النَّمِرِ নির্বাক فَلاَح তখন ছেয়ে গেল لَيْل রাতি صَنِع তোরের উপর اَفْلَهَا উড়য়কে বহন করল مَغْذَال মগডাল غَضِن এবং সে কাটিল الْبَدْر কাচ بِالْمَرْمَلَةِ মুক্তামলা দ্বারা فَعْنِيْز অতএব তখন اِسْتَنَسِل ঐচ্ছ মনে করল الْقَوْم লোকেরা فَيَنْتَهُ তার মর্য়াদا وَاسْتَغْفَرُوا এবং প্রার্থবা উপলক্ষি করল وَيَنْتَهُ তার [জ্ঞান] وَصَلُوا فَشَرَّتَهُ তারা তাকে উত্তম সান্নিধ্য দান করল وَصَلُوا فَشَرَّتَهُ এবং তারা ব্যবস্থা করল তার উত্তম পোশাকের ।

دُونَكُمْ ، دُونَكَ (اسم فعل بمعنى خُذَ) :

নাও তোমরা, নিন আপনারা ।

আরও দুটি শ্লোক : **بَيَّتَيْنِ أَخْرَيْنِ**

সে এগিয়ে এলো : أَقْبَلَتْ :

এগিয়ে যাওয়া, সম্মুখীন হওয়া, অগ্রসর হওয়া : (إِنْعَالَ إِنْبَالًا)

अहण करा : (أَسْرًا) قَبُولًا، (تَفَعُّلًا) تَقْبُلًا :

فَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

ماده : (ق . ب . ل) ، جنس : صَحِیح

مُرَادِفٌ : تَقْدِم ، ضِدٌّ : تَخْلُف

(يَوْمَ) جَدِّ : [যদি] সংঘটিত হলে, সংঘটিত হওয়ার দিন।

(ض) جَدًّا : হওয়া সংঘটিত

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

جَدُّ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

ماده : (ج - د - د) ، جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ

مرادف : ثبت/تحقق

বিচ্ছেদ, মিলন, সম্পর্ক : **الْبَيْنُ**

পথক হওয়া। : **الْبَيْنُ** (ض) **م** :

فِي الْقُرْآنِ : فَجَعَلْنَا هَانِكَالًا لِمَا نَسَبُ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا

مَادَّةُ: (ب. ي. ن) ، حَنْدُ: أَجْفَافُ بَابُ

مُرَادِفُ : الْفِرَاقُ

নতুন বস্ত্র পরিধেয় কাপড়ের : (ج) حُلَّةٌ, حَلَالٌ, (و) حُلَّةٌ :

জোড়া, পোশাক ।

فِي الْحَدِيثِ : خَيْرُ الْكَفَنِ الْعُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّعَةِ

الْكَبِيرُ وَالْأَقْرَبُ

ماده : (ح. ل. ل.) ، جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ .

مَعَادِنُ : الْأَنْفَابُ

(ج) سَوَدٌ سَوْدَانٌ (و) أَسَدٌ أَسَدَانٌ

ج، گویا، گودان، (و) اسود (صف، مذ، مصد: سور-س):

কালো, কৃষ্ণবর্ণ।

سَيِّئُ الْفَرَاكِ : يومٌ نَبِيضٌ وجوهٌ وتسود وجوهٌ

مَادَّةٌ : (স. র. দ.) , جِنْسٌ : آجَوْفٌ رَاوِي
 مَرَادُفٌ : حَالِكٌ , جِنْدٌ : بِبَحْصُ
 تَعَصُّصٌ : কামড়া/ কামড়াচ্ছে [দাঁত দ্বারা কাটতে কাটতে]
 (স) غَضٌّ : কামড়ে ধরা
 فِي الْحَدِيثِ : وَعَصَصُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ
 مَادَّةٌ : (ع. ض. ض.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ
 مَرَادُفٌ : تَشْتَنِيكَ / تَلَزُّقٌ / تَلَزُّمٌ
 بَنَانٌ : আঙ্গুলের গিরা, আঙ্গুলের মাথা, আঙ্গুল ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَضْرَبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
 مَادَّةٌ : (ب. ن. ن.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَادُفٌ : الْأَصَابِيعُ
 اللَّتَامُ (ج) نَادِمُونَ , نَدَامٌ : লজ্জাশীল, লজ্জিত, অনুতপ্ত ।
 (স) تَدَمُّعًا : লজ্জিত হওয়া
 فِي الْقُرْآنِ : فَتَقَرَّرُوها فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ
 مَادَّةٌ : (ن. د. م.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : الْخَجَلُ
 الْحَصْرُ (الْحَصْرُ) الْخَصِيرُ (صف, مذ, مص: حصر - س) :
 নির্বাক, বাকহীন ।
 فِي الْقُرْآنِ : أَوْجَاوَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ
 مَادَّةٌ : (ع. ص. ر.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : الْأَخْرَسُ , ضِدٌّ : الْتَّاطِقُ
 لَاحٌ : প্রকাশ পেল, [এখানে-ছেয়ে গেল]
 فِي الْحَدِيثِ : رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَوْمًا يَتَوَضَّؤُونَ قَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلَوُّوْا .
 مَادَّةٌ : (ل. و. ح.) , جِنْسٌ : آجَوْفٌ رَاوِي
 مَرَادُفٌ : ظَهَرَ
 لَيْلٌ : (ج) لَيْلٍ (لَيْلِي), لَيْلِيلٌ : রাত, রজনী :
 [এখানে মাথার চুল উদ্দেশ্য] ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا .
 مَادَّةٌ : (ل. ي. ل.) , جِنْسٌ : آجَوْفٌ يَائِي
 جِنْدٌ : تَهَارٌ
 صَبِيحٌ : (ج) أَصْبَحَ : প্রভাত, ভোর [এখানে-চেহারা উদ্দেশ্য] ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَالصَّبِيحِ إِذَا تَنَفَّسَ
 مَادَّةٌ : (ص. ب. ح.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : بَكْرَةٌ , ضِدٌّ : مَسَاءٌ

أَقْلٌ : বহন করল, উত্তোলন করল ।
 نَفَّلَ : (ف. ل. ل.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَادَّةٌ : (ق. ل. ل.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَادُفٌ : سَمَلٌ / رَفَعٌ
 غُصْنٌ : (ج) عُصْوَنٌ , أَغْصَانٌ , عُصْنَةٌ : শাখা, ডাল, মগডাল ।
 قَالُ الشَّاعِرُ : وَمَهْمُهَا كَالْغُصْنِ فَلَتْ لَهُ انْتِصَابٌ
 فَأَجَابَ مَا قَاتَلَ الْحَبِيبَ حَرَامٌ .
 مَادَّةٌ : (غ. ص. ن.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : قَرَعَ , ضِدٌّ : أَصَلَ
 ضَرَسَتْ : চোয়ালের গোড়ার দাঁত দ্বারা কাটতে লাগল ।
 (تَفْعِيلٌ) تَضَرَّسًا , (ض) ضَرَسًا , (مُفَاعَلَةٌ) مُضَارَسَةً :
 চোয়ালের দাঁত দ্বারা কাটা, যাচাই করা ।
 فِي الْحَدِيثِ : يَأْكُلُ أَبْرَأَى الْجُمُضِ وَأَضْرَسَ أَنَا
 مَادَّةٌ : (ض. ر. ر. س.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : عَصَّتْ
 الْيُكُورُ : এক প্রকার কাঁচ, একপ্রকার সাদা নির্মল খাতব বহু
 বেলোয়ার, [এখানে-আঙ্গুলের মাথা উদ্দেশ্য] ।
 مَادَّةٌ : (ب. ل. ر.) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادُفٌ : زَجَّاجٌ
 (ج) دُورٌ , دَرَاتٌ (و) الدُّرُ : মুক্তা, মতি, মণি, [এখানে- দাঁত উদ্দেশ্য] ।
 مَادَّةٌ : (د. ر. ر.) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَادُفٌ : لَوْلُوْا
 جَبْنِيَّةٌ (جَبْنٌ مضاف, يُذ مضاف إليه) : তখন ।
 اِسْتَمْسَى : উঁহু মনে করল ।
 (اِسْتِمْعَالٌ) اِسْتَمْسَا : উঁহু মনে করা ।
 (س) سَاءَ : উঁহু হওয়া, উচ্চ মর্যাদাশীল হওয়া ।
 فِي الْحَدِيثِ : يَشْرُونَ أُمِّيَّيَ بِالسَّاءِ
 مَادَّةٌ : (س. ن. و.) , جِنْسٌ : تَائِيضٌ رَاوِي
 مَرَادُفٌ : اِسْتَعْظَمَ , ضِدٌّ : اِسْتَنْقَصَ
 الْقَوْمُ : (ج) أَقْوَامٌ , أَقْوَامٌ , أَقْوَامٌ , أَقْوَامٌ : লোকজন, লোকেরা ।
 قَيْسَةٌ (ج) قَيْسٌ : মর্যাদা, মূল্য, মান ।
 مَادَّةٌ : (ق. و. م.) , جِنْسٌ : آجَوْفٌ رَاوِي
 مَرَادُفٌ : تَمَسَّ
 اِسْتَفْزَرُوا : প্রাবল্য উপলব্ধি করল ।
 (اِسْتِمْعَالٌ) اِسْتَفْزَرَا : প্রাবল্য উপলব্ধি করা, বেশি মনে করা ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلَهُ : وَأَقْبَلْتُ يَوْمَ جَدِ الْجَبِينِ الْح :

ফেয়েল জِدَ মুখাফ জুলহাল صَيَّر ফেয়েল أَقْبَلْتُ আর مَصَّاف إِلَيْهِ فاعِل و فاعِل فاعِل ফায়েল الْجَبِين مَوْفُون و صَفَّ وَ مَجْرُور এর- فِي حَرْف جَر ফেয়েল مِلَّة مَحْضُفْ وَ مَجْرُور এর- مَجْرُور ফায়েল الْعَصِير صَيَّر مِلَّة مَحْضُفْ وَ مَجْرُور তারপর حَال হয়ে جَمْلَةٌ فَعْلِيَّة অতঃপর مِلَّة مَحْضُفْ এর- أَقْبَلْتُ

বালাগাত

قَوْلُهُ نَالَحَ لَيْلَ عَلَى صَبَحٍ أَقْبَلْنَا غَضَن :

এখানে তার [প্রেমিকার] চুলকে লَيْل এর সাথে তৈশি দেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ য়ে মাহযুফ রয়েছে। তাই এখানে إِسْعَارَةٌ مَصْرُوعَةٌ হয়েছে এবং [প্রেমিকার] শুভ চেহারাকে صَبَح এর সাথে এবং তার আকর্ষণীয় গঠনকে إِسْعَارَةٌ এর সাথে তৈশি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং উভয়স্থানেই মَصْرُوعَةٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ : حَرَسَتْ الْبُيُوتُ بِالْأُتُور :

এখানে এর- يَلُور এর সাথে আর নির্মল দাঁতসমূহকে دُور এর সাথে তৈশি দেওয়া হয়েছে। অতএব এখানেও উভয় জায়গায় مَصْرُوعَةٌ রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : আদ্যম হারিরী আবুল ফারজের কবিতার মোকাবিলা করতে গিয়ে ইতিপূর্বে যে দুটো কবিতা উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি মোকাবিলা করেছেন- এর- أَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ تَرْجِيں তিনি এর- وَرَدًا আর- سَاقَطَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ غَاثِمٍ عَظِيمٍ এর মোকাবিলা করেছেন এর- سَنًا এর- وَرَدًا আর- كَبُوتَ عَلَى الْيُنَابِ بِالْمَرْو এর মোকাবিলা তিনি উক্ত কবিতাঘরে করেন নি। যার কারণ পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তিনি এর সামঞ্জস্যপূর্ণ তৈশি সহ মোকাবিলা করার জন্যই তাৎক্ষণিক এ কবিতা দুটো আবৃত্তি করেছেন। এখানে حَرَسَتْ الْبُيُوتُ بِالْأُتُور যারা তিনি এর চমৎকার মোকাবিলা করেছেন এবং এমনভাবে এখানে তৈশি উল্লেখ করেছেন, যা বিরহের বেলায় পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ বিরহের সময় দুঃখ প্রকাশ করার জন্য কাশো পোশাক পরা হয় এখানে প্রেমিকা তাই করেছে। এমনভাবে বিরহের শোক প্রকাশের জন্য মেহেন্দী ব্যবহার না করার কারণে আবুলের মাথা কাঁচের ন্যায় বন্ধ হয়ে পড়েছে।

(ك) غَرَّارَةٌ : গ্রহর হওয়া :

قَالَ بَعْضُ الْقَائِمِينَ : الْجَانِبُ الْمُسْتَفْزِ زِيَابٌ مِنْ مِثْلِهِ

مَادَّة : (غ. ز. ر.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : اسْتَكْتَفَرُوا , ضَد : اسْتَقْلَرُوا

বিদ্যাতের ঝলকানি ও বজ্রপাতহীন (জ. ডিম, ডিম্ব) :

অবিরাম বৃষ্টি। [এখানে-কাব্য প্রতিভা উদ্দেশ্য।]

قَالَ الشَّاعِرُ : قَسَفَى دِيَارَكَ غَيْرَ مُقْسِدِيهَا

صَرَبَ الرِّيحِ وَدِيمَةً نَهَم

مَادَّة : (د. ي. م.) , جنس : أَجَوَفٌ يَائِسٌ

مُرَادُف : أَلْوَلٌ

তারা উত্তম কাজ করল।

(إِفْعَالٌ) إِجْمَالًا : উত্তম কাজ করা :

সজ্জিত করা, সুন্দর করা, উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা :

সজ্জিত হওয়া, সুন্দর হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

مَادَّة : (ج. م. ل.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : أَحْسَنُوا , ضَد : أَسَاؤُوا

সঙ্গ, সান্নিধ্য, মেলামেশা :

(مُتَاعِلَةٌ) مُعَاشَرَةٌ : মেলামেশা করা, সঙ্গ দেওয়া :

(تَفَاعُلٌ) تَعَاشَرًا : মিলেমিশে থাকা :

فِي الْقُرْآنِ : وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

مَادَّة : (ع. ش. ر.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : مُصَحَّة

তারা উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করল।

(تَفْعِيلٌ) تَجَمُّلًا : সুন্দর বানানো।

- التَّحْم : গলানো।

- التَّحْيُس : দীর্ঘ সময় আটকে রাখা।

فِي الْحَدِيثِ : لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حَرَمَتْ عَلَيْهِمُ

الشَّعْوَمَ فَعَجَّلُوا رِبَاعَهُمْ وَأَكَلُوا أَثْنَانَهَا

مَادَّة : (ج. م. ل.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : زَيَّنُوا , ضَد : قَبَّعُوا

শাল, বাকল, চামড়া [এখানে- পোশাক]।

مَادَّة : (ق. ش. ر.) , جنس : صَحِيح

مُرَادُف : لِيَعَا , بَشُرَةٌ

قَالَ الْمَغِيرُ بِهَذِهِ الْحِكَايَةِ : فَلَمَّا رَأَيْتَ
تَلَهَّبَ جَزْوَتِهِ ، وَتَأَلَّقَ جَلْوَتِهِ ، أَمَعْنْتُ
التَّظَرَّ فِى تَوَسُّمِهِ ، وَرَخَّخْتُ الطَّرْفَ فِى
مِيسَمِهِ ، فَإِذَا هُوَ شَيْخَنَا السَّرُوحِىَّ ، وَقَدْ
أَقْرَمَ لَيْلَهُ الدَّجُورِىَّ ، فَهَنَّتْ نَفْسِى
يَمُورِدِهِ ، وَابْتَدَرْتُ إِسْلَامَ يَدِهِ ، وَقُلْتُ لَهُ :
مَا الَّذِى أَحَالَ صَفَتَكَ ، حَتَّى جَهِلْتُ
مَعْرِفَتَكَ ؟ وَآئِ شَيْءٌ شَبَّ لِحَيْتِكَ ، حَتَّى
أُنْكُرْتَ حَلِيَّتَكَ ؟ فَأَنشَأَ يَقُولُ :

অনুবাদ : এই কাহিনীর বিবরণদাতা বলেন : অতঃপর যখন আমি তার জ্বলন্ত অঙ্গারের প্রজ্জ্বল এবং তার চেহারার উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ করলাম, তখন আমি তাকে চেনার জন্য গভীর দৃষ্টি দিলাম এবং তার পরিচয়ের জন্য দৃষ্টি নিবন্ধ করলাম। হঠাৎ দেখি তিনি আমাদের শায়খ সারুজী। এমতাবস্থায় যে, তাঁর অন্ধকার রাত্রি চন্দ্রালোকিত হয়ে গেছে [অর্থাৎ তার কালো চুল সাদা হয়ে গেছে]। অতএব আমি তার আগমনের কারণে নিজেকে ধন্যবাদ দিলাম এবং তার হস্ত চূষন করার জন্য দ্রুত এগুলাম। আর তাকে বললাম, কিসে আপনার অবস্থা পরিবর্তন করে দিয়েছে যার ফলে আমি আপনার পরিচয় ভুলে গেছি? এবং কোন বস্তু আপনার শৃঙ্গ গুড় করে দিয়েছে, যার ফলে আমি আপনার গঠন প্রকৃতি অপরিচিত মনে করেছি? অতঃপর তিনি [নিম্নোক্ত কবিতা] বলতে বলতে রচনা করেন :

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ الْمَغِيرُ বিবরণদাতা এই কাহিনী فَلَمَّا رَأَيْتَ অতঃপর যখন আমি প্রত্যক্ষ করলাম تَلَهَّبَ প্রজ্জ্বল جَزْوَتِهِ তার জ্বলন্ত অঙ্গারের وَتَأَلَّقَ উজ্জ্বল তার চেহারার التَّظَرَّ তার গভীর দৃষ্টি দিলাম تَوَسُّمِهِ তাকে চেনার জন্য الطَّرْفَ এবং দৃষ্টি নিবন্ধ করলাম مِيسَمِهِ তার পরিচয়ের জন্য فَإِذَا হঠাৎ দেখি তিনি شَيْخَنَا আমাদের শায়খ সারুজী وَقَدْ অতএব আমি ধন্যবাদ দিলাম أَقْرَمَ নিজেকে يَمُورِدِهِ তার আগমনের কারণে جَهِلْتُ কিসে أَحَالَ আপনার অবস্থা صَفَتَكَ আর তাকে বললাম حَتَّى পরিবর্তন করে দিয়েছে جَهِلْتُ যার ফলে আমি ভুলে গেছি وَمَعْرِفَتَكَ আপনার পরিচয় شَيْءٌ কোন বস্তু شَبَّ গুড় করে দিয়েছে لِحَيْتِكَ আপনার শৃঙ্গ গুড় করে দিয়েছে أُنْكُرْتَ আমি অপরিচিত মনে করেছি حَلِيَّتَكَ আপনার গঠন প্রকৃতি فَأَنشَأَ অতঃপর তিনি বলতে বলতে রচনা করেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْمَغِيرُ : (ফা, মড) : সংবাদদাতা, বিবরণদাতা।
سَمْعًا : (মু, হা) : সংবাদ দেওয়া। ঘটনার বিবরণ দেওয়া।
مَدَّ : (খ, ব, র) : جَسَّ : صَبَّحَ
مَرَادُ : الرَّأْيُ
حِكَايَةٍ : (জ) حِكَايَاتُ : কাহিনী, গল্প।
الْحِكَايَةُ (ض) : مَدَّ : বর্ণনা করা।
(لَمَّا) : رَأَيْتَ : (যখন) আমি দেখলাম।
(ف) : رَوَيْتُ : رَأَيْتُ : দেখা, প্রত্যক্ষ করা।
تَلَهَّبَ : প্রজ্জ্বল।
تَلَهَّبَ (تَعَلَّلَ) : مَدَّ : প্রজ্জ্বলিত হওয়া।
تَلَهَّبَ (تَعَلَّلَ) : مَدَّ : প্রজ্জ্বলিত করা।
فِي الْقُرْآنِ : تَبَيَّنَ يَدًا أَيْ لَهَبٍ :

سَادَةٌ : (ল, হ, ব) : جَسَّ : صَبَّحَ
مَرَادُ : إِنْشَاءً : تَلَهَّبَ : مَدَّ : সংবাদ দেওয়া।
جَزْوَةٌ : (জ) جَزَى : جَزَى : জ্বলন্ত অঙ্গার।
فِي الْقُرْآنِ : أَوْ جَزْوَةٌ مِنَ الشَّارِ
سَادَةٌ : (জ, ড, র) : جَسَّ : تَأَلَّقَ :
مَرَادُ : جَمْرَةٍ : تَلَهَّبَ
تَأَلَّقَ : ঝলকানি, উজ্জ্বল।
تَأَلَّقَ (تَعَلَّلَ) : مَدَّ (ض) : أَلْفًا : (إِنْشَاءً) : ঝলকানো।
قَالَ الشَّاعِرُ الْحَوْلَانِيُّ الْغُبَيْرِيُّ أَوَّانِي :
لَرُبَّ بَاكِئَةٍ رَأَتْ فِي لَمْتَى * وَهِيَ السَّجْبُ تَأَلَّتْ ضَحَكَانَهُ
سَادَةٌ : (ল, ফ) : جَسَّ : تَأَلَّقَ :
مَرَادُ : تَعَلَّلَ :

প্রসাধিত চেহারা নেকাব উন্মোচন : جَلَوَهُ (ن) مص :
নেকাব উন্মোচিত চেহারা : [এখানে-গর্ভিত ব্যক্তির বদন-দীপ্তি উদ্ভব]।
- العَرُوسُ :
কনেকে বরের নিকট সাজিয়ে পাঠানো :
مَآءُ : (ج-ل-ر) ، جَنَس : تَاقِصَ وَآوَى ، مُرَادُف : بَرِيقُ
أَمْعِنَتْ : গভীর দৃষ্টি দিলাম :
(إِنْعَمَال) إِنْعَمَانَا - النَّظَرُ : গভীর দৃষ্টি দেওয়া :
فِي الْآمِينِ : গভীরে পৌছা :
(ف) مَعْنًا - يَالْتَقَى : গ্রাণ্য অধীকার করা/ স্বীকার করা : বিপরিতার্থক :
فِي الْحَوِيْثِ : وَأَمْعِنْتُمْ فِئْ كَذَا .
مَآءُ : (م-ع-ن) ، جَنَس : صَحِيح
مُرَادُف : بِاللَّغْزِ أَدَمْتُ (النَّظَرُ)
النَّظَرُ : (ج) أَنْظَرُ : দৃষ্টি, অবলোকন :
(ن) نَظَرًا : দেখা : প্রত্যক্ষ করা :
فِي الْقُرْآنِ : فَتَنَظَرُ نَظْرَةً فِي النَّجْمِ
مَآءُ : (ن-ظ-ر) ، جَنَس : صَحِيح
مُرَادُف : الْإِنْصَارُ
تَوَسَّسَ (تَفَقَّسَ) مص : অভিজ্ঞতার আলোকে জানা, চেনা :
পরিচয় লাভ করা, চিহ্নিত করা, চিহ্নের মাধ্যম চেনা :
(ض) وَتَسًّا : চিহ্নিত করা :
فِي الْحَوِيْثِ : إِنَّهُ كَانَ يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ .
مَآءُ : (و-س-م) ، جَنَس : وَمِثَال وَآوَى
مُرَادُف : تَعَوَّضُ
سَرَحَتْ الطَّرْفَ : দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম/ ফেললাম :
سَرَحَتْ : ছেড়ে দিলাম, নিক্ষেপ করলাম :
(تَفْعِيل) تَسَرَّيْنَا : ছেড়ে দেওয়া, নিক্ষেপ করা :
(ف) سَرَحًا : বিচরণ করা :
فِي الْقُرْآنِ : رَيْبَهَا جَسَدًا حِينَ تَرِيْعُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ .
مَآءُ : (س-ر-ح) ، جَنَس : صَحِيح
مُرَادُف : أَرَسَتْ / رَعِيَتْ
الطَّرْفُ : (ج) أَطْرَافُ : কোণ, দৃষ্টি, কেন্দ্রা :
فِي الْقُرْآنِ : وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ
مَآءُ : (ط-ر-ف) ، جَنَس : صَحِيح
مُرَادُف : النَّظَرُ الْعَيْنُ
وَيَسِمُ (ج) مَبَاسِمُ : চিহ্নিত করার যন্ত্র, চিহ্ন, পরিচয় :
مَآءُ : (و-س-م) ، جَنَس : وَمِثَال وَآوَى
مُرَادُف : عِلَامَةٌ

বৃদ্ধ, সম্মানিত ব্যক্তি : شَيْخَان : شَيْخَان :
বৃদ্ধ হওয়া : شَيْخًا ، شَيْخُوخَةً :
فِي الْقُرْآنِ : وَأَيُّوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ
مَآءُ : (ش-ي-خ) ، جَنَس : أَجَوْتُ بَيَاسِي ، مُرَادُف : هَرَمَ
أَقْسَرَ : চন্দ্রালোকিত হয়ে গেছে :
(إِنْعَمَال) إِقْسَارًا : চন্দ্রালোকিত হওয়া :
(س) قَسَرًا : অধিক শুষ্ক হওয়া :
مَعَالَةً مَعَامَرَةً ، إِقْسَارًا ، (ض) قَسَرًا : জুয়া খেলা :
مَآءُ : (ق-م-ر) ، جَنَس : صَحِيح
لَمَسَ : (ج) لَبَسَ (لَبَّاسِي) : রাতি, রজনী :
الْدَّجْوَجِي (ج) دَبَّاجِي : অন্ধকার রাতি :
مَآءُ : (د-ج-ع) ، جَنَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادُف : الْمَظْلَمُ
هَنَأْتُ : আমি ধন্যবাদ দিলাম :
(تَفْعِيل) تَهْنِئَةً : স্বাগতম জানানো, ধন্যবাদ জানানো :
(س) هَنَاءً : আনন্দিত হওয়া, বশি হওয়া :
فِي الْقُرْآنِ : فَكَلَّمَهُ هَيْبَتًا مَّرِيدًا .
مَآءُ : (ه-ن-ع) ، جَنَس : مُهَيَّوْزٌ لَا
مُرَادُف : شَكَرْتُ / بَرَكْتُ ، ضِد : عَزَيْتُ
نَفَسَ : (ج) تَفَوَّسَ ، أَنْفَسَ : গ্রাণ্য, আত্মা, নিজ :
فِي الْقُرْآنِ : فَالْيَوْمَ لَا تَطْلُمُ نَفْسٌ شَيْئًا
مُرَادُف : ذَاتُ / رُوحُ
مَوْرَدُ (ج) مَوْرَدُ : গমনস্থল, গমন, আগমন :
فِي الْقُرْآنِ : وَيَسَّسَ الْوَرْدَ الْمَوْرُودَ
مُرَادُف : مَتَرٌ
إِسْتَدْرَسْتُ : আমি দ্রুত এগুলাম :
(إِنْعَمَال) إِسْتِدْرَاسًا : অগ্রসর হওয়া :
(ن) يَدْرُسُ ، مَعَالَةً مَبَادَرَةً : দ্রুত অগ্রসর হওয়া :
فِي الْحَوِيْثِ : يَدْرُسُونَ بِأَعْمَالٍ قَبْلَ الْفِتَنِ .
مَآءُ : (ب-د-ر) ، جَنَس : صَحِيح
مُرَادُف : تَقَدَّمَ ، ضِد : تَأَخَّرَ
إِسْتَلَامَ (إِنْعَمَال) : স্পর্শ করা, চুষন করা :
(س) سَلَامَةً : নিরাপদ থাকা :
فِي الْقُرْآنِ : أَمَرْتُ أَنْ أَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
مَآءُ : (س-ل-م) ، جَنَس : صَحِيح
مُرَادُف : تَفْعِيلٌ

يَدُ : (ج) أَيْدٍ (جمع) : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।
أَحَالَ : পরিবর্তন করে দিয়েছে।

إِنْعَالَ : পরিবর্তন করা।

- عَلَى الْآخِر : অন্যের উপর ন্যস্ত করা।

(ن) حَوَّلَا : পরিবর্তন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَحَدَّثَ بَيْنَهُمَا الْمَرْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُرْقُوقِينَ .

مَادَهُ : (ح. و. ل.) , جَس : অজুওয়াই, মারুও : গুঁব

صَفَّهُ : গুণ, অবস্থা।

صَفَّهُ (ض) مَص : বর্ণনা করা, প্রশংসা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَكُمْ الْوَيْلُ مَا تَصِفُونَ

مَرَادُهُ : (و. ص. ف.) , جَس : ঈশাল ওয়াই, মারুও : হাল

جَهَلْتُ : আমি ভুলে গেছি।

(س) جَهَلَا : জহাল হওয়া। অজ্ঞাত হওয়া, ভুলে যাওয়া, অজ্ঞান হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

مَادَهُ : (ج. و. ল.) , جَس : সচিহ

مَرَادُهُ : نَسِيتُ , جُذ : মরাদু

مَعْرِفَةٍ : পরিচয়, অবগতি।

مَعْرِفَةٍ (ض) مَص : চেনা, জানা।

فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ .

مَادَهُ : (ع. و. ف.) , جَس : সচিহ, মরাদু : মিম

أَي : কোন বস্তু, কিসে।

১ শব্দটির কয়েক রকম ব্যবহার রয়েছে :

أَي جَزَمَ : فِعْلٌ آتٍ دُوِّتِ : তখন তা দুটি দেয়।

যেমন : أَبَا تَضَرَّبَ أَضْرَبَ :

২. أَيُّكُمْ آتَى : যেমন : أَسْفَهَامَ :

৩. سَلِمَ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ : যেমন : إِسْمَ مَوْصُول :

৪. زَيْدٌ رَجُلٌ أَيْ رَجُلٌ : যেমন : كَمَال :

৫. مَسَاكِي مُعَرِّفٌ بِالْأَمَلِ : এর পূর্বে

بِأَيُّهَا الرَّجُلُ : (এর পর) يَا , حَرْفٌ نِدَاءٌ

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ أَيْ شَرُّ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ

شَيْءٌ (ج) أَشْيَاءُ , (جمع) أَشْيَاوِي , أَشْيَاوَات , أَشْيَا :

বস্তু, জিনিস।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

شَيْئٌ : শূণ্য করে দিয়েছে।

(تَفْعِيلٌ) تَشْيِيتًا (إِفْعَالٌ) إِشَاءَةً : বৃদ্ধ বানানো, শুদ্ধ করা।

(ض) شَيْئَةً : শুদ্ধ হওয়া।

يُنْفَرَانِ : وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا

(ش. ي. ب.) , جَس : অজুওয়াই, মারুও : অশা

يَغْبِيهِ (ج) لَغِي , لَغِي : দাড়ি, শাশু

الْقُرْآنِ : لَا تَأْخُذْ بِلَغَيْتِي

أَمِي অপরীচি মনে করছি।

অপরীচি মনে করা। চিনতে না পারা।

جَلِيَّةٌ : (ج) جَلِي , حَلِي : গহনা, গঠন-প্রকৃতি।

أَنشَأَ (إِفْعَالٌ) أَنشَأَ : রচনা করল, সৃষ্টি করল।

يُنْفَرَانِ : ثُمَّ أَنشَأَهُ خَلْقًا آخَرَ .

خَلَلَ (ن) تَوَلَّى : বলেন, বলছেন, বলবেন।

يُنْفَرَانِ : يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ لَإِذَا هُوَ شَيْخُنَا السَّرُوجِيُّ وَقَدْ أَقْرَبَ لِبُطَةِ الدَّجُورِيِّ :

১) এখানে مُفَاجِئَةً পূর্বে বলা হয়েছে,

مَعْرِفَةٍ -এর শুরুতে এবং তার খবর অনেক সময়

থাকে। কিন্তু এখানে তার খবর অনেক সময়

রয়েছে, এখানে هُوَ مُرْتَبِدٌ আর

এর অর্থ উল্লিখিত হُوঁ যমীরটি যুলহাস কেননা

هَاجَةً আর যমীর যদিও মুবতাদা, তবে এটা

- فاعِلٌ مَعْنَوِي -এর

قَوْلُهُ : مَا الَّذِي أَحَالَ صَفَتَكَ حَتَّى جَهَلْتُ مَعْرِفَتَكَ :

১) এখানে أَيُّ شَيْءٍ -এর অর্থ হুঁ মুবতাদা।

حَتَّى جَهَلْتُ مَعْرِفَتَكَ : সিল্লাহ।

مَوْصُولٌ وَصَلَهُ مَعْرِفَتَكَ : অতঃপর সাথে

খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায় ইসমিয়াহ।

বালগাশাত

قَوْلُهُ لَمَّا رَأَيْتَ قَلْبَهُ جَذْوَةً وَتَأَلَّى جَلْوَةً :

এখানে جَذْوَةٌ ও جَلْوَةٌ -এর মাঝে

قَوْلُهُ تَأَلَّى جَلْوَةً :

এখানে আবু যায়দ সারাজীকে সজ্জিত কনের সাথে

দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখানে سَكَنِيَّةٌ হয়েছে।

এর মাঝে جَلْوَةٌ জলো। অতঃপর

قَوْلُهُ أَيْ شَرُّ شَيْئٍ لِيَعِيَنَّكَ حَتَّى أَتَكْرُرَ جَلِيَّةً :

এখানে لِيَعْبِيَّ وَجَلِيَّةٌ -এর মাঝে

وَقَعُ الشَّرَائِبِ شَيْبٌ * وَالذَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلْبٌ
 إِنْ دَانَ يَوْمًا لِشَخِصٍ * فَنِي غَدٍ يَتَقَلَّبُ
 فَلَا تَشِقُّ يَوْمِيضٍ * مِنْ بَرَقِهِ فَهَرَّ خُلْبٌ
 وَأَصْبِرَ إِذَا هُوَ أَضْرَى * بِكَ الْخُطُوبُ، وَالْبُ
 فَمَا عَلَى التَّيْرِ عَارٌ * فِي الشَّارِ جِنَّةٌ يُقْلَبُ
 ثُمَّ نَهَضَ مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ، وَمُسْتَضِحًّا
 الْقُلُوبَ مَعَهُ.

অনুবাদ : [শ্লোকের অনুবাদ] “বিপদ-আপদের আগমন
 [আমার কেশদাম] শুভ করে দিয়েছে এবং যুগ মানুষের
 সাথে অধিক পরিবর্তনশীল। যদি সে কোনো দিন
 কোনোব্যক্তির অনুগত হয় তবে সে পরদিন সজোর
 প্রভাব বিস্তার করে। অতএব তুমি তার বিদ্যুতের
 আলোকচ্ছটার প্রতি ভরসা করো না। কেননা সে
 প্রতারক মেঘ। যখন সে তোমার প্রতি বিপদ-আপদকে
 উসকিয়ে দেয় এবং একত্র করে তখন তুমি ধৈর্য ধারণ
 কর। কেননা স্বর্ণের জন্য কোনো লজ্জা নেই, যখন
 তাকে অগ্নিতে উলট-পালট করা হয়। অতঃপর তিনি
 তার স্থান ত্যাগ করে এবং তার সাথে [মানুষের]
 হৃদয়সমূহ নিয়ে উঠে চলে গেলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَعُ আগমন الشَّرَائِبِ বিপদ-আপদ شَيْبٌ শুভ করে দিয়েছে الذَّهْرُ যুগ النَّاسِ মানুষের জন্য قُلْبٌ
 অধিক আবর্তনশীল إِنْ دَانَ যদি অনুগত হয় يَوْمًا কোনো দিন لِشَخِصٍ কোনো ব্যক্তির غَدٍ পরদিন يَتَقَلَّبُ সে সজোর
 প্রভাব বিস্তার করে فَلَا تَشِقُّ অতএব তুমি ভরসা করো না يَوْمِيضٍ আলোকচ্ছটার প্রতি بَرَقِهِ তার বিদ্যুতের فَهَرَّ خُلْبٌ
 কেননা সে প্রতারক মেঘ وَأَصْبِرَ তুমি ধৈর্যধারণ কর أَضْرَى যখন সে উসকিয়ে দেয় بِكَ তোমার প্রতি الْخُطُوبُ
 বিপদ-আপদকে وَالْبُ এবং একত্র করে فَمَا কেননা নেই عَلَى التَّيْرِ স্বর্ণের জন্য লজ্জা EAR লজ্জা فِي الشَّارِ অগ্নিতে جِنَّةٌ যখন
 وَمُسْتَضِحًّا উলট-পালট করা হয় ثُمَّ نَهَضَ অতঃপর তিনি উঠে গেলেন مُفَارِقًا ত্যাগ করে তার স্থান مَوْضِعَهُ তার স্থান
 এবং সাথে নিয়ে الْقُلُوبَ হৃদয়সমূহ مَعَهُ তার সাথে।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَقَعُ (ফ) মস : পতিত হওয়া, [এখানে-আগমন করা]
 (إِفْعَال) ইৎফা' : পতিত করা
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ .
 مَاذِهِ : (ও-ই-এ) , جِنْس : ষকাল/আবু
 مُرَادُف : الشَّوَابُ (অ) শাব্দিক : (ও-ই-এ) , جِنْس : ষকাল/আবু
 مَاذِهِ : (শ-ও-ব) , جِنْس : জাফর/আবু
 مُرَادُف : الْحَوَادِثُ
 شَيْبٌ : শুভ করে দিয়েছে।
 (تَفْعِيل) تَشْيِيبًا : শুভ করে দেওয়া।
 الذَّهْرُ : (জ) ডহর : কাল, যুগ
 فِي الْقُرْآنِ : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ جِنَّةٌ مِنَ الذَّهْرِ
 مَاذِهِ : (ও-ই-এ) , جِنْس : صَحِيب
 مُرَادُف : الْقُرُونُ/الزُّمَانُ

النَّاسُ (النَّمُ جَمْعٌ مِثْلُ قَوْمٍ وَرَقِطٍ) , (ও) إِنْسَانٌ (মِنْ
 غَيْرِ لَفْظٍ) : মানুষ।
 قُلْبٌ (ص, مذ) : অধিক আবর্তনশীল, অধিক পরিবর্তনশীল।
 (ض) قَلْبًا - الشَّيْءُ : পরিবর্তন করা।
 مُرَادُف : مُتَصَرِّكٌ
 (إِنْ) دَانَ : [যদি] সে ঋণ দেয়।
 (ض) دَيْنًا : ঋণ দেওয়া।
 (إِسْتِفْعَال) اسْتَدَانَهُ : ঋণ নেওয়া।
 فِي الْحَوَادِثِ : فَكَيْفَ اللَّهُ أَحَقُّ .
 مَاذِهِ : (ও-ই-এ) , جِنْس : জাফর/আবু
 مُرَادُف : أَقْرَضَ
 يَوْمٌ (ج) أَيَّامٌ (ج) أَيَّامٌ : দিন।
 شَخِصٌ (ج) شَخُوصٌ , أَشْخَاصٌ : ব্যক্তি।
 غَدٌ : আগামীকাল, পরবর্তীকাল।

ٱتَّخَذَ : প্রভাব বিস্তার করে, মাথা উচিয়ে দাঁড়াই।
 ٱتَّخَذَ : প্রভাব বিস্তার করা।
 ٱتَّخَذَ : বিজয়ী হওয়া, প্রভাব বিস্তার করা। (ض. غَلَبَ)
 فِي الْقُرْآنِ : وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَفْلِحُونَ
 مَادَّة : (غ. ل. ب.) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : يَقْتَضِ
 لَا تَشْتَقِ : ভরসা করা না।
 (ح) يَتَّقُ , وَتَوْقًا : নির্ভরশীল হওয়া, ভরসা করা।
 دُفُّ وَ مَجْبُوت : দুঢ় ও মজবুত করা।
 ٱتَّخَذَ : প্রতিশ্রুতি নেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا .
 مَادَّة : (و. ث. ق.) , جَنَس : مِثَال وَآوَى
 مُرَادُف : لَا تَعْتَمِدُ
 وَمِثْقَالُ : বলকানি, আলোকচ্ছটা।
 وَمِثْقَالُ : আস্তে চমকানো, বলকানো।
 (إِفْعَال) ٱتَّخَذَ - ٱتَّخَذَ : আস্তে চমকানো।
 ٱتَّخَذَ : ইঙ্গিত করা। মুচকি হাসা। কোনচোখে তাকানো।
 مَادَّة : (و. م. ض.) , جَنَس : مِثَال وَآوَى
 مُرَادُف : لَمَعَانُ
 بَرَقَ : (ج) بَرَقَ : বিদ্যুৎ তড়িৎ।
 فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ .
 مَادَّة : (ب. ر. ق.) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : كَهْرَمًا .
 خَلَبَ (ص. م. ض.) : خَلَبَ : প্রভাবক, বৃষ্টিহীন মেঘ।
 فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لِرَجُلٍ : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَ
 مَادَّة : (غ. ل. ب.) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : خَادِع , خَدَّ : صَلَاح
 إِصْبِير : তুমি ধৈর্য ধারণ কর।
 (ض) صَبِرًا , (إِسْتِفْعَال) إِصْبِيرًا : ধৈর্যধারণ করা।
 (إِفْعَال) إِصْبَارًا , (تَفَعُّل) تَصَبِيرًا : ধৈর্যধারণ করতে বলা।
 فِي الْقُرْآنِ : فَصَبِرْ جَبَلٌ وَاللَّهُ السَّمْعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ .
 مَادَّة : (ص. ب. ر.) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : أَعِزَّ , خَدَّ : أَجِزَّ

[যখন] উসকিয়ে দেয়।
 (إِسْرَء) إِسْرَء : উসকিয়ে দেওয়া, আসক্ত করা।
 (أَسْرَى) - بِالشَّرِّ : লোভী হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : مَنْ أَقْنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَا شِبَّهُ أَوْ صَارَ .
 مَادَّة : (ض. ر. ي.) , جَنَس : تَأْنِيسُ بِلَايِ
 مُرَادُف : أَغْرَى , خَدَّ : هَدَأَ
 (إِ) الْخَطُوبُ , (و) خَطَبَ : দুঃখাবস্থা, বিপদ-আপদ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَمَا خَطْبُكُمْ إِلَيْهَا الْمُرْسَلُونَ .
 مَادَّة : (غ. ط. ب.) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : الشَّرَائِبُ / الشَّدَائِدُ
 أَلَبَ : একত্র করল [করে]।
 (تَفَعُّل) تَأْلَبَّ , (ن. ض.) أَلَبَ : সমবেত করা, একত্র করা।
 مَادَّة : (أ. ل. ب.) , جَنَس : مَهْمُوزُ فَاءَ
 مُرَادُف : جَمَعَ
 (ج) التَّيْبَرُ , (و) تَبَرَّ : কাঁচা সোনা, অপরিশোধিত স্বর্ণ।
 تَبَرَّ : ধ্বংস।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا .
 مَادَّة : (ت. ب. ر.) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : الذَّهَبُ
 عَارَ : (ج) أَعْيَارَ : দোষ, লজ্জাজনক কথা বা কাজ।
 مَادَّة : (ع. ي. ر.) , جَنَس : أَجَوَفُ يَأْنِي
 مُرَادُف : عَيْبٌ
 أَلْشَّارُ (ج) أَنُور , زَيْنَان , زَيْبَر : অগ্নি।
 فِي الْقُرْآنِ : فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
 جِئْنِ (ج) أَحْيَانًا , (ج) أَحْيَانًا : সময় [যখন]।
 يَلْبَبُ (مع) : উলট-পালট করা হয়।
 (تَفَعُّل) تَقَلَّبَ : পরিবর্তন করা, উলট-পালট করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَقَلَّبُوهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
 نَهَضَ : উঠে [চলে] গেলেন।
 (إِفْعَال) إِنْهَاضًا : আগ্রহ করা, দাঁড় করানো, উত্তেজিত করা।
 (أ. تَهَضَّاهُ) تَهَضَّاهُ : উঠা।
 فِي الْحَدِيثِ : كَانَ الرَّجُلُ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ .
 مَادَّة : (ن. . . ض.) , جَنَس : صَحِيح
 مُرَادُف : قَامَ

مُفَارِقٌ (ফা, مذ) : (এখানে-ত্যাগ করে)।

مُفَارَقَةٌ (মুফাৰাফা) : ত্যাগ করা, ছাড়া, পৃথক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ .

মাদে : (ফ. র. ও), جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : مُبَايَنَةٌ / مُتَفَصِّلَةٌ

مَوْضِعٌ (ইসম গুণ) (জ) مَوَاضِعٌ : স্থান, কোনো কিছু রাখার জায়গা।

(ফ) وَضْعًا : রাখা

فِي الْقُرْآنِ : يَعْرِفُونَ الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِمْ .

মাদে : (ও-মু. ও), جنس : مثنى / كواو

مُرَادُفٌ : مَجْلِسٌ / مَكَانٌ

مُسْتَضَعٌ (ফা, مذ) : (এখানে সাথে নিয়ে)।

إِسْتِعْمَالٌ (ইস্টিমাল) : সাথী বানানো, সঙ্গে নিয়ে যাওয়া।

দশ প্রার্থনা করা।

(স) صُحْبَةٌ : সঙ্গ দেওয়া, সাথী হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ .

মুরাদুফ : مُسْتَرْفِقًا .

(জ) الْقُلُوبُ, (ও) قَلْبٌ : অন্তর, হৃদয়।

فِي الْقُرْآنِ : كَذَلِكَ يَطِيعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَقَعَ الشَّرَائِبُ مَيِّبٌ :

شَيْبٌ মুযাক ও মুযাক ইলাইহি মিলে মুবতাদা।

মূলত ছিল جَبِيْنِي অতঃপর ফেয়েল, ফায়েল ও মাফউল

মিলে ববর।

قَوْلُهُ وَالذَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلْبٌ :

এ-র قُلْبٌ মুবতাদা بِالنَّاسِ মুতাআদ্বিক হয়েছো

সাথে অতঃপর ববর।

قَوْلُهُ إِنْ دَانَ يَوْمًا لِشَخْصٍ فَيَنْ عَيْدٌ بَتَعَلَّبٌ :

হয়ে تَعَلَّبٌ জুমলায় ইِنْ يَوْمًا لِشَخْصٍ শর্ত

শর্ত বতঃপর মুতাআদ্বিক হয়েছো

তারপর - جَزَاءً -

قَوْلُهُ إِصْبِرْ إِذَا هُوَ أَضْرَى بِكَ الْخُطُوبُ وَالْب :

أَضْرَى মুবতাদা হু মুযাক

ফেয়েল ষায়েল بِكَ মুতাআদ্বিক

বিহী। অতঃপর مَعْطُوف عَلَيْهِ এবং

مَعْطُوف তারপর عَلَيْهِ মিলে ববর।

মুবতাদা ও ববর মিলে جُنْدُهُ إِصْبِرْ ফেয়েলের

- طَرَفَ زَمَان

قَوْلُهُ : فَمَا عَلَى النَّبِيِّ عَارٌ فِي النَّارِ جِئِنَ يَغْلِبُ :

مَا শব্দটি مَوْلَى ইবারত হবে-

مَا عَارٌ ثَابِتًا عَلَى النَّبِيِّ جِئِنَ يَغْلِبُ فِي النَّارِ

এখানে عَار শব্দটি

و عَلَى النَّبِيِّ طَرَفَ آو ثَابِتًا

এ-র সাথে মুতাআদ্বিক। অতঃপর

قَوْلُهُ : ثُمَّ نَهَضَ مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ :

حَال ১ম مُفَارِقًا مَوْضِعَهُ মূলহাল

এবং نَهَضَ এর ফায়েল।

বালাগাত

قَوْلُهُ وَالذَّهْرُ بِالنَّاسِ قُلْبٌ الْخ :

এখানে যুগ (ডহর) কে একটি বহুরূপী মানুষের সাথে

শَبِيْه দেওয়া হয়েছে। বহুরূপী মানুষ যেমন এক এক

সময় এক একরূপ ধারণ করে তেমনি যুগও কারও প্রতি

কখনও অনুকূল হলেও পরকালে প্রতিকূল হয়ে তার প্রতি

বিরূপ প্রভাব খাটায়। এখানে شَبِيْه উল্লেখ আর

উহা, রয়েছে, সুতরাং এখানে استِعَارَةٌ مَكْنِيَّة হয়েছে।

বহুরূপী মানুষের জন্য যেহেতু নিজের রূপ ও অবস্থান

পরিবর্তন করা لَا يُمْ যা এখানে مَكْنِيَّة অর্থাৎ

করা হয়েছে, তাই ডহর এর দিকে পরিবর্তনের নিসবত

করার মধ্যে استِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّة হয়েছে।

قَوْلُهُ : فَلَاتَنِيْ يَوْمِيْضٍ مِنْ بَرْقِهِ فَهُوَ حَلَبٌ :

এখানে যুগ কে মেঘের সাথে তَشْبِيْহ দেওয়া হয়েছে।

অতএব এখানেও استِعَارَةٌ بِالنَّكَاتِيَّة হয়েছে। আর মেঘের

জনা বিজলীর মলকানি مُتَنَائِب অতএব مِنْ بَرْقِهِ

التَّدْرِيبَاتُ

১. الف. زَيِّنِ الْعِبَارَاتِ بِالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ ثُمَّ تَرَجِّمْهَا : وَلَيْسْنَا عَلَى ذَلِكَ بِرُءُفَةٍ خُفِّقُوا رَأْيَةَ الْإِخْفَاقِ .
 ب. اذْكُرْ مَفْرَدَاتِ الْجُمُوعِ وَجُمُوعَ الْمَفْرَدَاتِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ .
 ج. اذْكُرْ مَوَادَّ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ مَعَ بَيَانِ أَبْوَابِهَا ١. يَنْشِئُ ٢. إِغْرَا ٣. يَذُّرُ .
২. الف. تَرَجِّمِ الْبَيْتَيْنِ مَوْضِعَهُ : فَمَارَاقِنِي مِّنْ لَّا قِنِي بَعْدَ بَعْدِهِ
 ب. الْبَيْتَانِ لِمَنْ وَمِنْ أَيِّ مَقَامَةٍ هُمَا .
 ج. اذْكُرْ أَبْوَابَ الْأَفْعَالِ فِي الْبَيْتَيْنِ وَمَوَادَّهَا وَمَعَانِيَهَا .
 د. اذْكُرْ صِيَغَ الشَّائِبِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَيْتَيْنِ .
৩. الف. تَرَجِّمِ الْآيَاتِ مَوْضِعَهُ : كَأَنَّمَا نُبَسِّمُ عَنْ لُؤْلُؤٍ * مُنْصَدِّدٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ أَقَاحٍ .
 نَفْسِي الْفِدَاءُ لِغَيْرِ رَاقٍ مَبْسُومَةٍ * وَزَانَهُ شَنْبٌ نَاهِيكَ مِنْ شَنْبٍ
 يَغْتَرُّ عَنْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ وَعَنْ بَرْدٍ * وَعَنْ أَقَاحٍ وَعَنْ طَلْعٍ وَعَنْ حَبِّ
 ب. لِمَنْ هَذِهِ الْآيَاتُ؟ اكْتُبْ نَبْذًا مِنْ أَحْوَالِهِ .
 ج. بَيِّنِ الشَّشِيبَاتِ فِي الْآيَاتِ السَّابِقَةِ .
 د. فِي أَيِّ مَنَاسِبَةٍ ذَكَرَ الْحَرِيرِيُّ الْبَيْتَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ؟ وَمَاذَا أَرَادَ بِهِمَا؟
 ه. اسْتَخْرِجِ الْأَفْعَالَ وَالْأَسْمَاءَ الْمُشْتَقَاتِ مِنَ الْآيَاتِ ثُمَّ اذْكُرْ أَبْوَابَهَا .
৪. الف. تَرَجِّمِ الْبَيْتَيْنِ قَصِيدَةً : سَأَلْنَهَا جِئْنَ زَارَتْ نَضَوُ بِرُفْعِهَا ... عَطِيطُ
 ب. لِأَيِّ غَرَضٍ أَنْشَدَ الشَّاعِرُ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَهَلْ ظَفَّرَ بِهِ أَمْ لَا؟ وَكَيْفَ؟ اكْتُبْ مَوْضِعًا .
 ج. أَوْضَحْ أَركَانَ الشَّشِيبِ فِي الْآيَاتِ الْمَذْكُورَةِ -
 د. اكْتُبْ حُلَّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : جَذْرُهُ . تَأَلَّقَ . يَبْسُمُ . إِسْتَدْرَكَ . الشَّوَانِبُ . شَيْبَ . أَنْشَأَ . قَلَبَ . أَنْكَرَتْ . يَنْفَلِبُ .
৫. الف. اكْتُبْ مُرَادِقَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ ثُمَّ ضَعِ أَيَّ سَيِّ فِي جُمْلٍ مُبِينَةٍ ...
 مُرَادٌ . نَزْهَةٌ . الْفَرَقُ . الْإِمْلَاقُ . إِمْعَالُ . يَصْغِي . يَرْغَبُ . يَبْدُ . الْإِتْيَابُ . حَلَلْتُ . أَبَاجُثُ .
 ب. اكْتُبْ أَضْدَادَ الْكَلِمَاتِ الثَّالِيَةِ : تَفَّتْ . اغْشَى . أَنْطَى . الطَّنْعُ . ائْتَلَلُ . يَلْبَسُ . مَعَارِسُ . عَزُوبَةٌ . خَلَابَةٌ . نَائِسَتْ .

القامعة الثالثة الديارية

তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদ্রার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

তৃতীয় মাকামায় আল্লামা হারীরী কবিতায় অতি উৎকৃষ্টভাবে স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করেছেন এবং তার কুৎসাও বর্ণনা করেছেন। স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা ও কুৎসা বর্ণনা করা এ মাকামার মূল বিষয়বস্তু। কাহিনীটিকে তিনি এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, হারিস ইবনে হাম্মাম তাঁর কতিপয় বন্ধুর সাথে একটি কাব্যচর্চার মজলিসে বসে ছিলেন। ইতোমধ্যে জীর্ণ পোশাক পরিহিত একজন বোড়া ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় নিজের দুঃখ-দুর্দশার কথা ভুলে ধরে। হারিস ইবনে হাম্মাম তার ভাষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে লোকটিকে বলেন যে, যদি তুমি কবিতায় এর প্রশংসা করতে পার তবে এটি তোমাকে প্রদান করা হবে। লোকটি তৎক্ষণাৎ এগারটা শ্লোকের মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রার প্রশংসা করে। এরপর হারিস আরও একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে তাকে বলেন, যদি তুমি এর কুৎসা বর্ণনা করতে পার তবে এটিও তোমাকে প্রদান করা হবে। লোকটি আবারও তৎক্ষণাৎ নয়টি কাব্য শ্লোকের মাধ্যমে স্বর্ণমুদ্রার কুৎসা বর্ণনা করে। এভাবে সে দুটি স্বর্ণমুদ্রাই পেয়ে যায়। হারিস ইবনে হাম্মাম তার আচরণ দেখে অনুমান করে ফেলেন যে, এ লোকটি সম্ভবত আবু য়ায়েদ সার্বজী। বোড়াপনার ভান করা তার অর্থ উপার্জনের একটি কৌশল মাত্র। তখন হারিস তাকে সযোজন করে বললেন, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। সুতরাং তুমি সোজা হয়ে হাট। এরপর আবু য়ায়েদ সার্বজী তিনটি কাব্য শ্লোকের মাধ্যমে তাঁর এ আচরণের ব্যাখ্যা দেন।

www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ الثَّالِثَةُ الدِّينَارِيَّةُ

তৃতীয় মাকামা : স্বর্ণমুদ্রা গল্প

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : قَالَ : نَظَّمْنِي وَأَخَذَنَا إِلَى نَادٍ، لَمْ يَخْبُ فِيهِ مُنَادٍ، وَلَا كَبَا قَدَحٌ زِنَادٍ، وَلَا ذَكْتُ نَارٍ عِنَادٍ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَسْتَجَادُ أَطْرَافَ الْأَنَاشِيدِ، وَنَتَوَارَدُ طُرْفَ الْأَسَانِيدِ، إِذْ وَقَفَ بِنَا شَخْصٌ عَلَيْهِ سَلٌّ، وَفِي مِشْبَتِهِ قَزَلٌ، فَقَالَ : يَا أَخَايَرُ الدُّخَانِيرِ، وَبَشَائِرِ الْعُشَايِرِ! عُمُوا صَبَاحًا، وَأَنْعِمُوا إِصْطَبَاحًا .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: এমন একটি মজলিস আমাকে ও আমার কতিপয় বন্ধুকে একত্র করল, যেখানে কোনো আহবানকারী [ভিক্ষুক] বঞ্চিত হয় নি এবং পাথরের ঘর্ষণ অগ্নিহীন হয় নি, এবং বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় নি। একদা আমরা সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে টানাটানি [তর্ক-বিতর্ক] করছি এবং নানা রকম অভিনব ঘটনা প্রবাহে অবতরণ করছি; হঠাৎ আমাদের সম্মুখে এক ব্যক্তি এসে দাঁড়াল, যার গায়ে রয়েছে জীর্ণ বস্ত্র, আর চলনে রয়েছে খোঁড়াপনা। অতঃপর সে বলল, হে ধন ভাগ্যসমূহের সম্মানিত অধিকারীগণ ও স্ব স্ব গোত্রের শুভ বার্তার মূর্ত প্রতীকগণ! তোমাদের প্রভাত শুভ হোক এবং তোমাদের ভোরের পানীয় গ্রহণ সুখময় হোক।

শাব্দিক অনুবাদ : الدِّينَارِيَّةُ তৃতীয় মাকামা الْمَقَامَةُ الثَّالِثَةُ : رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : هারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন نَظَّمْنِي আমাকে একত্র করল وَأَخَذَنَا إِلَى نَادٍ এবং আমার কতিপয় বন্ধুকে نَادٍ এমন একটি মজলিস لَمْ يَخْبُ فِيهِ مُنَادٍ কোনো আহবানকারী وَلَا كَبَا قَدَحٌ زِنَادٍ এবং অগ্নিহীন হয়নি পাথরের ঘর্ষণ وَلَا ذَكْتُ نَارٍ EINAD এবং প্রজ্জ্বলিত হয়নি বিদ্রোহের অগ্নি FIBINAA একদা আমরা বিভিন্ন أَطْرَافَ الْأَنَاشِيدِ টানাটানি করছি এবং নানা রকম অভিনব ঘটনা প্রবাহে إِذْ هَاطَا দাঁড়াল عَلَيْهِ শেখস একটি বস্ত্র তার গায়ে রয়েছে وَقَفَ জীর্ণ বস্ত্র وَفِي مِشْبَتِهِ قَزَلٌ আর তার চলনে রয়েছে فَقَالَ : يَا أَخَايَرُ الدُّخَانِيرِ, وَبَشَائِرِ الْعُشَايِرِ! ধনভাগ্যসমূহের সম্মানিত অধিকারীগণ ও স্ব স্ব গোত্রের শুভবার্তার মূর্ত প্রতীকগণ عُمُوا صَبَاحًا তোমাদের প্রভাত শুভ হোক وَأَنْعِمُوا إِصْطَبَاحًا এবং তোমাদের সুখময় হোক ভোরের পানীয় গ্রহণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَظَّمْتُ (ض) : গুণিত করল, একত্র করল।
نَظَّمْنَا (ض) : গুণিত করা, গুণিত করা, একত্র করা।
- الْقَزَلُ : রচনা করা।

مَادَهُ : (ন. - ط. - م.) : গুণিত : صَبِيعُ
مَرَادِي : جَمْعُ : قَزَلٌ
(ج) أَخَذَانِ : مَدَانِ : (و) جَذْنٌ : বন্ধ, সঙ্গী
فِي الْقُرَانِ : وَلَا تَمْنَعُ ذَلِكَ أَخَذَانِ
مَادَهُ : (خ. - د. - ن.) : গুণিত : صَبِيعُ

مَرَادِي : أَصْحَابُ رُقْعَةٍ : جَذْنٌ : أَعْدَاءُ
نَادٍ : (ج) أَنْبِيَاءُ : تَوَارِدُ : (ج) أَنْبِيَاءُ : মজলিস :
فِي الْقُرَانِ : وَتَأْتِي نَادِيكُمْ الْمُتَكَبِّرُ
مَادَهُ : (ন. - د. - ي.) : গুণিত : تَأْقِصُ بَيَانِي
مَرَادِي : يَجْلِسُ
لَمْ يَخْبُ : বঞ্চিত হয়নি।
(ض) خَبِيَ : বার্ষ্য হওয়া, বঞ্চিত হওয়া।
(تَفْوِيل) تَغْيِيْبًا : (إِقْعَال) إِخَابَةً : বঞ্চিত করা।

مُنَادٍ : আহবানকারী, [এখানে- ভিক্ষুক] ।
 فِي الْقُرْآنِ : যَوْمَ يَنَادِي الْمُنَادِي .
 مَادَهُ : (ন. দ. য.) , جَس : নাকিস যাবি
 مُرَاوٍ : السَّائِلُ
 لَا كَيْبًا : অগ্নিহীন হয় নি ।
 (ন) كَيْبًا , كَيْبًا - الرَّئِد : চকমকি অগ্নিহীন হওয়া ।
 - لَوْجِهِ : উপড় হয়ে পড়া ।
 (إِفْعَال) اِكْبَا - وَجْهَهُ : বিবর্ণ করা ।
 - الرَّئِد : চকমকি অগ্নিহীন হওয়া । ধূমল হওয়া ।
 كَيْبَةً : হেঁচটা, ধাক্কা ।
 يُكَلِّ جَوَادٍ كَثْرَةً وَكُلَّ عَالِمٍ مَفْرَةً وَكُلَّ سَبِيٍّ نَبْرَةً .
 مَادَهُ : (ক. প. র.) , جَس : নাকিস কাওরী
 مُرَاوٍ : خَبَا , ضَدَّ : ডকা
 চকমকিতে আঘাত করা, ঘর্ষণ করা ।
 قَدَحَ (ف) مَص : ঘর্ষণ ।
 فِي الْقُرْآنِ : فَالْمُورِيَاتِ قَدَحًا .
 مَادَهُ : (ق. দ. হ.) , جَس : চকমকি
 مُرَاوٍ : ذَكَّتْ
 (ج) زَنَادَ , أَزْنَدَ , أَزْنَدَ , زَوَدَ , (و) زَنَد : আশুন জ্বালানোর পাশর ।
 مَادَهُ : (ز. ন. দ.) , جَس : চকমকি
 مُرَاوٍ : الْعَوْدُ الْأَعْلَى / حَبِيدَةُ السَّارِ .
 لَا ذَكَّتْ : প্রজ্বলিত হয়নি ।
 (ن) ذَكَا , ذُكِّرَا : প্রজ্বলিত হওয়া ।
 - ذُكِّرَا : জবাই করা ।
 (س. ক) ذَكَا : মেধাবী হওয়া ।
 (إِفْعَال) اذْكَا : প্রজ্বলিত করা ।
 فِي الْحَدِيثِ : ذَكَاةُ الْحَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّ .
 مَادَهُ : (ذ. ক. র.) , جَس : নাকিস কাওরী
 مُرَاوٍ : اِسْتَعْلَ
 نَارُ : (ج) اَنْوَر , يَسْرَان , نَيْرَةً : অগ্নি, বহি ।
 عِنَادٌ : বিদ্রোহ ।
 عِنَادُنْ : বিদ্রোহ করা, বিরোধিতা করা ।
 (مُعَاَلَة) مَعَادَةٌ : বিদ্রোহ হওয়া, বিরোধিতা করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَالنِّفْيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّارٍ عَنِيبٌ .
 مَادَهُ : (ع. ন. দ.) , جَس : চকমকি
 مُرَاوٍ : خَلَّافٌ / بَغَاوَةٌ

سَحَابٌ : পরস্পর টানাটানি করছি ।
 تَعَاوَى : পরস্পর টানাটানি করা ।
 ضَا جَذْبًا , (إِفْعَال) اِجْتَذَابًا : টানা ।
 مَادَهُ : (ج. ড. প.) , جَس : চকমকি
 مُرَاوٍ : يَنْتَعِزُّ / نَجِيرٌ
 (ج) اطْرَاف , (و) طَرَفٌ : দিক, কেনারা ।
 فِي الْقُرْآنِ : أَمِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ وَطَرَفِي النَّهَارِ .
 مَادَهُ : (ط. র. ফ.) , جَس : চকমকি
 مُرَاوٍ : الشَّاجِعَةُ .
 (ج) اَنْشَيْد , (و) اَنْشَوْد : সঙ্গীত, গান ।
 مَادَهُ : (ن. শ. দ.) , جَس : চকমকি, مُرَاوٍ : اَغَانِي .
 تَوَارَدَ : আমরা অবতরণ করছি ।
 (تَعَاَل) تَوَارَدًا : অবতরণ করা ।
 مَادَهُ : (و. র. দ.) , جَس : মিথাল কাওরী, مُرَاوٍ : نَتَنَازَلُ
 (ج) طَرَف , (و) طَرَفَةٌ : অনুপম, অভিনব, অপূর্ব ।
 (ك) طَرَفَةٌ : নতুন হওয়া । উৎকৃষ্ট হওয়া ।
 مَادَهُ : (ط. র. ফ.) , جَس : চকমকি, مُرَاوٍ : غَرَائِبُ
 (ج) اَسْنَادُ , (و) اِسْنَادُ : সূত্রপরস্পরা [এখানে- ঘটনাপ্রবাহ] ।
 قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : اَلْاِسْنَادُ مِنَ الْوَيْثِنِ .
 مَادَهُ : (س. ন. দ.) , جَس : চকমকি
 مُرَاوٍ : الْأَخْيَارُ
 وَقَفَ : [চলতে চলতে এসে] দাঁড়াল ।
 (ض) وَقُفَا : দাঁড়ানো ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَقَفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْتَوْلُونَ .
 مَادَهُ : (و. ق. ফ.) , جَس : মিথাল কাওরী
 مُرَاوٍ : قَامَ / سَكَنَ
 بِنَا (أَيَّ اَمَّاَنًا) : আমাদের সম্মুখে ।
 شَخْصٌ : (ج) اَشْخَص , شَخْصٌ : এক ব্যক্তি ।
 سَمَلٌ : (ج) اَسْمَل : পুরনো কাপড়, জীর্ণ বস্ত্র ।
 (ن) سَمَلًا , (ك) سَمَلَةً , (إِفْعَال) اِسْمَلَا - الثَّوْبُ : পুরাতন
 হওয়া, জীর্ণ হওয়া ।
 مَادَهُ : (س. ম. ল.) , جَس : চকমকি
 مُرَاوٍ : بَذَلَهُ / خَلَّى , ضَدَّ : জড়িত
 وَشِبْهُ (فَعْلَةٍ لِلْفَتْحِ) : চলার বা হাঁটার ধরন ।
 (ض) عَقَبَا : চলা ।
 فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَا أَمَّا لَهُنَّ مَشَرَا فَبِه

وَانْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ دَانِيًا وَنَدَىٰ وَجِدَهُ
وَجَدَىٰ، وَعَقَارٌ وَقُرَىٰ، وَمَقَارٌ وَقُرَىٰ، فَمَا
زَالَ بِهِ قَطُوبُ الْخُطُوبِ، وَحُرُوبُ الْكُرُوبِ،
وَشَرُّ شَرِّ الْحُسُودِ، وَانْتِيَابُ الثُّوبِ
السُّودِ، حَتَّى صَفِرَتِ الرَّاحَةُ، وَقَرِعَتِ
السَّاحَةُ، وَعَارَ الْمَنْبَعُ، وَنَبَا الْمَرْبَعُ،
وَأَقْرَى الْمَجْمَعُ، وَأَقْضَ الْمَضْجَعُ،
وَاسْتَحَالَتِ الْحَالُ، وَأَعْوَلَ الْعِيَالُ.

অনুবাদ : তোমরা সেই লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
ছিল মজলিসী [বা মজলিসের অধিকর্তা], দানশীল, ধনী,
বদান্য, জমিদার, জনপদের অধিপতি, বাগ্গার মালিক ও
আতিথেয়তাপরায়ণ। অতঃপর তার উপর একাধারে
চলতে থাকল বিপদ-আপদের ভুক্তি, দুঃখ-দুর্দশার
ঘাত-প্রতিঘাত, নিন্দুকের অনিষ্টের স্কুলিস ও কালো
বিপদের পালা পরিবর্তন। ফলে [তার] হস্ত শূন্য হয়ে
গেল, আসিনা বিরান হয়ে গেল, বর্না শুকিয়ে গেল,
আবাসস্থল প্রতিকূল হয়ে উঠল, মজলিস শূন্য হলো,
বিছানা কঙ্করাকীর্ণ হলো, অবস্থা পরিবর্তিত হলো,
ছেলেপুলেরা চিৎকার জুড়ে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَانْظُرُوا তোমরা দৃষ্টিপাত কর إِلَى مَنْ كَانَ সেই লোকটির প্রতি যে ছিল دَانِيًا মজলিসী دَانِيًا দানশীল
وَجَدَىٰ দানী জমিদার دَاغِيًا জনপদের অধিপতি دَاغِيًا বাগ্গার মালিক دَاغِيًا আতিথেয়তাপরায়ণ
وَحُرُوبُ অতঃপর একাধারে চলতে থাকল তার উপর বিপদ-আপদ-ভুক্তি الْخُطُوبُ বিপদ-আপদ وَحُرُوبُ ঘাত প্রতিঘাত
وَشَرُّ শূন্য দুঃখ-দুর্দশা شَرُّ স্কুলিস الثُّوبُ অনিষ্ট السُّودُ কালো বিপদ-পালা পরিবর্তন الانتِيَابُ বিপদ-পালা পরিবর্তন
السَّاحَةُ আসিনা غَار শুকিয়ে গেল الْمَنْبَعُ বর্না نَبَا শুকিয়ে গেল الْمَرْبَعُ আবাসস্থল أَقْرَى শূন্য হলো الْمَجْمَعُ মজলিস أَقْضَ কঙ্করাকীর্ণ হলো الْمَضْجَعُ বিছানা
استَحَالَتِ অবস্থা পরিবর্তিত হলো الْحَالُ অবস্থা أَعْوَلَ চিৎকার জুড়ে দিল الْعِيَالُ ছেলেপুলেরা।

শব্দ-বিশ্লেষণ

তোমরা দৃষ্টিপাত কর : اَنْظُرُوا
(ন) تَنْظَرُ - إِلَى : তাকানো, দৃষ্টিপাত করা
(إِنْتِظَارًا) অপেক্ষা করা : اِنْتِظَارًا
فِي الْقُرَىٰ : اِنْتِظَرُونَ إِلَى الْإِثْلِ كَيْفَ خَلِيفَتِ .
مَادَّة : (ন. - প. - র.) , جَس : صَجِيع
مَرَاوُف : الْحُسُودِ
نَدَىٰ : (ج) اُنْدَى , اُنْدَى : মজলিস, সভা
دُو نَدَى : মজলিসী বা মজলিসের অধিকর্তা
فِي الْقُرَىٰ : قَلِيدٌ نَادِيَةٌ .
مَادَّة : (ন. - দ. - য.) , جَس : نَاقِص يَائِي
مَرَاوُف : مَجْلِس
نَدَى : দান

নদী : (ج) اُنْدَى , اُنْدَى : অর্জতা, বৃষ্টি, কুয়াশা, দান, কল্যাণ
(س) نَدَى : نَدَاةٌ : সিক্ত হওয়া
(ن) تَنْظَرُ : সমবেত হওয়া
فِي الْقُرَىٰ : وَتَاتُونَ فِي نَادِيَتِكُمُ الْمُنْتَكِر .
مَادَّة : (ন. - দ. - য.) , جَس : نَاقِص يَائِي
مَرَاوُف : كَرَمٌ / سَمِيعٌ , جَس : مُع
جِدَّة : ধনাঢ্যতা, ধন-সম্পদ : اُنْدَى
(س) وَجَدْنَا : পাওয়া
(س) جِدَّة : সম্পদশালী হওয়া
فِي الْقُرَىٰ : وَوَجَدَكَ صَلاً قَهْلَى .
مَادَّة : (و. - জ. - দ.) , جَس : مِثَالُ وَابِي
مَرَاوُف : الْغِنَى , جَس : اَلْفَقْر

جَدَى : ব্যাপক বৃষ্টি, দান, অনুগ্রহ।

(ن) جَدْرًا : দান করা।

(إِفْعَال) جَدَّاءُ : দান করা। দান পাওয়া।

مَادَّه : (ج. د. ر.) , جِنْس : নাইস বাও

مَرَاوُف : عطية .

عَقَّارٌ : জমি, স্থাবর সম্পত্তি।

مَادَّه : (ع. ق. ر.) , جِنْس : صَحِيج

مَرَاوُف : الْأَرْضُ

(ج) قَرَى , (و) قَرِيَّة : জনপদ, গ্রাম।

فِي الْقُرْآنِ : رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا .

مَادَّه : (ق. ر. ي.) , جِنْس : نَائِص يَانِي

مَرَاوُف : الْبَادِيَّةُ , جِنْد : الْحِمْرُ

مَقَّارٌ : مَقَرٌّ . مَقَرَّة (ج) : যে বড় পায়ে মেহমানের

সামনে "দাবার পেশ করা হয়। বাধা।

مَادَّه : (ق. ر. ي.) , جِنْس : نَائِص يَانِي

مَرَاوُف : جِقَانٌ

قَرَى (ض.م.ص) : আপায়ন করা, আভিষেক করা।

قَرَى : আতিথ্যের খাবার।

(إِسْتِعْمَال) إِنْقَرَأَ : আতিথ্য প্রার্থনা করা।

مَادَّه : (ق. ر. ي.) , جِنْس : نَائِص يَانِي

مَرَاوُف : الرِّفْقَةُ / الرِّفْقَةُ

مَا زَالَ بِهِ : তার উপর একাধারে চলতে থাকল।

قَطُوبٌ : চেহারার মালিন্য, অকৃষ্টি।

(ض) قَطُوبٌ : চেহারা মলিন করা, অকৃষ্টিত করা।

مَادَّه : (ن. ط. ب.) , جِنْس : صَحِيج

مَرَاوُف : صَبَوًا , جِنْد : رَوْرًا

(ج) حَطُوبٌ , (و) حَطَبٌ : বড় বিষয়, [এখানে-বিপদ-আপদ]।

فِي الْقُرْآنِ : مَا حَطَبَكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ .

مَادَّه : (خ. ط. ب.) , جِنْس : صَحِيج

مَرَاوُف : الشَّدَائِدُ , جِنْد : الْأَمَانُ

(ج) حَوْرَبٌ , (و) حَرَبٌ : শড়াই, যুদ্ধ, [এখানে-ঘাত-প্রতিঘাত]।

(مُعَاغَلَةٌ) مُحَارَبَةٌ : লড়াই করা, যুদ্ধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَذَّنَا بِمَرْبٍ مِنَ اللَّهِ .

مَادَّه : (ح. ر. ب.) , جِنْس : صَحِيج

مَرَاوُف : أَنْفَعَال , جِنْد : السِّلْمُ

(ج) الْكَرُوبُ , (ر) كَرْبٌ : দুঃখ-দুর্দশা।

فِي الْقُرْآنِ : فَجَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ .

مَادَّه : (ك. ر. ب.) , جِنْس : صَحِيج

مَرَاوُف : الْهَمُوم , جِنْد : الْفَرْجُ / الْأَمَانُ

(ج) شَرَرٌ , (و) شَرَارَةٌ : স্থূলিশ, স্থূলকি।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا تَرْمِي بِشَرِّ كَالْقَصْرِ

مَادَّه : (ش. ر. ر.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

شَرٌ : (ج) شَرُّورٌ : মন্দত্ব, অনিষ্ট, অকল্যাণ।

شَرٌ (ص.ف.م.ذ) (ج) شَرَارٌ , أَشْرَارٌ , أَشْرَاءُ : মন্দ, খারাপ।

شَرٌ , شَرَارَةٌ (ض.ن.س.م.ص) : মন্দ হওয়া, খারাপ হওয়া।

مَادَّه : (ش. ر. ر.) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُف : فَاحِشٌ / سَيِّئٌ , جِنْد

الْحَسُودُ (ص.ف.م.ذ.م.ز.) (ج) حَسَدٌ : নিন্দুক, হিংসুক।

(ن.ض) حَسَدًا : হিংসা করা।

(تَفَاعُل) تَحَسَّدًا : হিংসা করা, একে অন্যকে হিংসা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَبَيْنَ شَرِّ حَالَيْهِ إِذَا حَسَدَ .

مَادَّه : (ح. س. د.) , جِنْس : صَحِيج

مَرَاوُف : جَقْدٌ , جِنْد : الرَّأْفَةُ / الْمَحَبَّةُ

إِنْتِيَابٌ : পালা বদল।

إِنْتِيَابٌ (إِفْعَال) م.ص. : পালাক্রমে আসা, পালা পরিবর্তন করা।

(ن) نَوْبًا , رِيَابَةً : স্থলাভিষিক্ত হওয়া।

إِنِّي : বার বার আসা।

(إِفْعَال) إِنَابَةً : স্থলাভিষিক্ত করা।

إِنِّي : অতিমুখী হওয়া, তওবা করা।

فِي الْعَدِيثِ : كُنَّا نَتَخَوَّبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

مَادَّه : (ن. و. ب.) , جِنْس : أَجَوَفٌ

مَرَاوُف : الْكَدْرَانُ , جِنْس : أَجَوَفٌ

(ج) مَوْبٌ , (و) مَوْبَةٌ : বিপদ, মসিবত।

مَادَّه : (ن. و. ب.) , جِنْس : أَجَوَفٌ

مَادَّةٌ : (গ-ও-র) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : جَمْرٌ
 مَتَبَعٌ : (ج) مَتَابِعٌ , مَتَابِعٌ : ঝর্না, ঝর্নার উৎসস্থল ।
 مَتَابِعٌ : (ن-ب-د) مَتَبِعًا , مَتَبِعًا : পানি উৎসারিত হওয়া ।
 مَتَابِعٌ : (ن-ب-د) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : حَالِكٌ , جِنْدٌ : بَيْضٌ
 صَفِرَتْ : শূন্য হয়ে গেল ।
 صَفَرًا : (স) শূন্য হওয়া, খালি হওয়া ।
 (إِفْعَالٌ) إِصْفَارًا : (স) শূন্য হওয়া/ করা ।
 يَقُولُ الْعَرَبُ : تَعَرَّوْا بِاللَّهِ مِنْ قَرَعِ الْقَنَاءِ وَصَفَرِ الْإِنَاءِ
 مَادَّةٌ : (ص-ف-ر) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَاوُنٌ : خَلَّتْ , جِنْدٌ : مَلَكْتُ
 الرَّاحَةُ : (ج) رَاحٌ , رَاحَاتٌ : হস্ততাল, হস্ত ।
 يُقَالُ : تَرَكْتُهُ عَلَى أَنْفَى مِنَ الرَّاحَةِ
 مَادَّةٌ : (ر-و-ح) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : كَفٌ
 قَرَعَتْ : বিরান হয়ে গেল ।
 (س) قَرَعًا , قَرَعًا : শরাজিত হওয়া । বিরান হওয়া, খালি হওয়া ।
 (ف) قَرَعًا : করাঘাত করা, আঘাত করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ .
 مَادَّةٌ : (ق-ر-ع) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَاوُنٌ : خَلَّتْ , جِنْدٌ : مَلَكْتُ
 السَّاحَةُ : (ج) سَاحٌ , سَوَحٌ , سَاحَاتٌ : আসিনা ।
 فِي الْقُرْآنِ : يَسَاحِقُ قَوْمٌ فَكَأَنَّ سَبَاحَ السُّنْدُورِ
 مَادَّةٌ : (س-ي-ح) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ يَلَائِي
 مَرَاوُنٌ : فَنَاءٌ , رَحِيَّةٌ
 غَارٌ : পানির স্তর নিচে নেমে গেল, শুকিয়ে গেল ।
 (ن) غَوْرًا : পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, শুকিয়ে যাওয়া ।
 (إِفْعَالٌ) إِغَارَةً : আক্রমণ করা, লুণ্ঠন করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا كُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ .

مَادَّةٌ : (গ-ও-র) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : جَمْرٌ
 مَتَبَعٌ : (ج) مَتَابِعٌ , مَتَابِعٌ : ঝর্না, ঝর্নার উৎসস্থল ।
 مَتَابِعٌ : (ن-ب-د) مَتَبِعًا , مَتَبِعًا : পানি উৎসারিত হওয়া ।
 مَتَابِعٌ : (ن-ب-দ) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : حَالِكٌ , جِنْدٌ : بَيْضٌ
 صَفِرَتْ : শূন্য হয়ে গেল ।
 صَفَرًا : (স) শূন্য হওয়া, খালি হওয়া ।
 (إِفْعَالٌ) إِصْفَارًا : (স) শূন্য হওয়া/ করা ।
 يَقُولُ الْعَرَبُ : تَعَرَّوْا بِاللَّهِ مِنْ قَرَعِ الْقَنَاءِ وَصَفَرِ الْإِنَاءِ
 مَادَّةٌ : (স-ফ-র) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَاوُنٌ : خَلَّتْ , جِنْدٌ : مَلَكْتُ
 الرَّاحَةُ : (ج) رَاحٌ , رَاحَاتٌ : হস্ততাল, হস্ত ।
 يُقَالُ : تَرَكْتُهُ عَلَى أَنْفَى مِنَ الرَّاحَةِ
 مَادَّةٌ : (র-ও-চ) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ رَاوِی
 مَرَاوُنٌ : كَفٌ
 قَرَعَتْ : বিরান হয়ে গেল ।
 (স) قَرَعًا , قَرَعًا : শরাজিত হওয়া । বিরান হওয়া, খালি হওয়া ।
 (ফ) قَرَعًا : করাঘাত করা, আঘাত করা ।
 فِي الْقُرْآنِ : الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ .
 مَادَّةٌ : (ক-র-এ) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 মজলিস, সভা ।
 مَجْمَعٌ : (ج) مَجَامِعٌ , مَجَامِعٌ : মজলিস, সভা ।
 قَالَ الشَّاعِرُ : أَوْلَيْكَ أَبَائِي فَمَجْنِي بِمَجْلِهِمْ
 إِذَا جَمَعْتُنَا بِأَجْرِ جَرِيرِ الْمَجَامِعِ
 مَادَّةٌ : (ج-م-ع) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَاوُنٌ : مَجْلِسٌ
 أَقْصَ : কঙ্করাকীর্ণ হলো, শক্ত হলো ।
 (إِفْعَالٌ) إِقْصَا : ধূলি মলিন ও অমসৃণ হওয়া, শক্ত হওয়া,
 কঙ্করাকীর্ণ হওয়া ।
 (ض) قَوْضِيْعًا : শব্দ করা ।

(স) **قَضَا** : কড়ময় হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ أَبُو ذَنْبٍ : أَمَا لِيَجْنِبَكَ لَا يُلَاحِظُ مَضْجَعًا إِلَّا
أَقْبَضَ عَلَيْهِ ذَاكَ الْمَضْجِعَ

مَادَّةُ : (ق. ض. ض.) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ

مُرَادِفٌ : خَشِينٌ ، صِدْدٌ : لَأَنَ

المَضْجَعُ : (ج) مَضَاجِعُ : शय्या, बिछाना,

فِي الْقُرْآنِ : تَجَانُّ جُنُودَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ .

مَادَّةُ : (ض - ج - ع) ، جنس : صَعْبٌ

مرادف : مفیل

পরিবর্তিত হলো : **سُتَعَالَتْ** :

পরিবর্তন হওয়া : **اِسْتِنْعَالَ** اِسْتِعَالَ

سَادَّه : (ح . و . ل) ، چُنس : اَجَوَف وَاوَری

سَرَادُونُ : تَغْيِيرَتُ ، ضِدُّ : ثَبَتَتْ

نَحَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ, أَحْوَلَةٌ : অবস্থা, আকার-আকৃতি ।

عَوْلَ : চিংকার জুড়ে দিল !

চিৎকার করা, চিৎকার করে কাঁদা : اِنْعَوَالًا

অভিমান করা : - عَالِي :

(ন) **عَمَلًا** : অবিচার করা।

مادہ : (ع. و. ل) ، جنس : اَجَوَف واری

مَرَادِف : صَام

(জ) عِبَّالٌ, عِبَّانِلُ, (و) عَمِلٌ : ছেলেপলে, সম্ভান-সম্ভতি ।

فِي الْحَدِيثِ : اَلْخَلْقُ عِبَادُ اللّٰهِ .

مَادَّةُ : (ع. ي. ل) ، جِنْسُ : أَجْوَفُ يَائِسِي

مرادف : اهل

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ ذَا نِدِّي وَنَدَى الْخ :

এখানে **إِنَّمَا** ফেয়েলে নাকেস, আর **صُبِّرَ** তার **إِنَّمَا** এবং **ذَٰ**

وَمَقْطُوفٌ عَلَيْهِ ۖ وَنَدَىٰ مُنَادٍ

৩. مُضَافٌ অতঃপর مُضَافُ إِلَيْهِ -এর হয়ে مُعْطَرُف

فَبَرِّءْ مِنْكُمْ يَا كَاذِبِينَ ۝ تَارَكَكُمْ فِي يَوْمِ الْاَحْزَانِ ۝ كَانَتْ اَنْفُسُكُمْ فِي يَوْمِ الْاَحْزَانِ ۝ كَانَتْ اَنْفُسُكُمْ فِي يَوْمِ الْاَحْزَانِ ۝

নিয়ে জুমলা হয়ে مِنْ ইসমে মাউসুলের مِنْ অতঃপর

এবং মজরুর মিলে হয়েছে।

বাল্যগাত

سَوَّلَهُ نَدِيَّ وَنَدِي قُرَى وَمَقَارِدَ قِرَى :

এখানে **فِرْی** ও **قُرْی** -এর মাঝে এবং **نَدْی** ও **نَدِی**

মাঝে জনাস মুহুর্ত হয়েছে।

قوله : قطوب الخطوب :

হয়েছে। جِنَاسٌ لَّاحِقٌ -এর মাঝে قَطْرٌ ও خُطْبٌ

قوله : حروب الكروب :

১। হয়েছে جِنَاسٌ لَا حِقُّ -এর মধ্যে كُرُوبٌ ও حُرُوبٌ

قوله: شَرُّ الْحَمْدِ وَأَنْيَابُ النَّوْبِ السُّودِ :

হয়েছে। جَنَاسٌ لَا حِقَّ - এর মধ্যে - حُقُّ এবং حُسُودٌ

وَحَلَّتِ الْمَرَابِطُ، وَرَجِمَ الْغَايِطُ، وَأَوْدَى
النَّاطِقُ وَالصَّامِتُ، وَرَتَّى لَنَا الْحَايِدُ
وَالشَّامِتُ، وَالْأَيْنَا الدَّفْعُ الْمَوْقِعُ، وَالْفَقْرُ
الْمَدْرَعُ، إِلَى أَنْ اخْتَذَيْنَا الْوَجَى، وَاغْتَذَيْنَا
الشَّجَى، وَاسْتَبَطْنَا الْجَوَى، وَطَرَيْنَا
الْأَخْشَاءَ عَلَى الطَّوَى، وَانْتَحَلْنَا السُّهَاءَ،
وَاسْتَوَطْنَا الْوَهَادَ، وَاسْتَوَطْنَا الْقَتَادَ،
وَتَنَاسَيْنَا الْأَقْتَادَ.

অনুবাদ : আন্তাবল উজাড় হলো, ঈর্ষাকারী দয়র্ষ হল
সরব ও নীরব সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল, নিম্মক এ
বিপদে আনন্দ প্রকাশকারী শত্রু আমাদের জন্য শোক
প্রকাশ করল এবং ধ্বংসকারী যুগ ও ভূমিসাংকারী দৈন্য
আমাদের উপর আবর্তিত হলো। ফলে আমরা
নগ্নপদতাকে জুতা স্বরূপ ধরে নিলাম, গলার হাড়কে
খাদ্যরূপে গ্রহণ করলাম, ক্ষুধার জ্বালাকে আমরা পেটে
চেপে রাখলাম এবং অন্তরাজিকে ক্ষুধার উপর চাপিয়ে
দিলাম, অনিদ্রাকে সুরমারূপে গ্রহণ করলাম এবং শুধাকে
আবাসস্থল বানালাম, কষ্টকময় বৃক্ষকে নরম অনুভব
করলাম এবং হাওদার কাষ্ঠাদির কথা ভুলে গেলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : খালি উজাড় হলো الْمَرَابِطُ আন্তাবল رَجِمَ দয়র্ষ হলো الْغَايِطُ ঈর্ষাকারী أَوْدَى ধ্বংস হয়ে গেল النَّاطِقُ সরব সম্পদ وَالصَّامِتُ নীরব সম্পদ وَرَتَّى শোক প্রকাশ করল لَنَا আমাদের জন্য الْحَايِدُ নিম্মক وَالشَّامِتُ বিপদে আনন্দ প্রকাশকারী শত্রু الْوَقِعُ আবর্তিত হলো الْأَيْنَا আমাদের উপর الدَّفْعُ যুগ وَالْمَوْقِعُ ধ্বংসকারী الْفَقْرُ দৈন্য إِلَى ভূমিসাংকারী اخْتَذَيْنَا আমরা জুতা স্বরূপ ধরে নিলাম الْوَجَى নগ্নপদতা وَاغْتَذَيْنَا খাদ্যরূপে গ্রহণ করলাম الشَّجَى গলার হাড় وَاسْتَبَطْنَا আমরা পেটে চেপে রাখলাম الْجَوَى ক্ষুধার জ্বালা وَطَرَيْنَا এবং চাপিয়ে দিলাম الْأَخْشَاءَ অন্তরাজি عَلَى الطَّوَى ক্ষুধার উপর وَانْتَحَلْنَا সুরমারূপে গ্রহণ করলাম السُّهَاءَ অনিদ্রা وَاسْتَوَطْنَا আবাসস্থল الْوَهَادَ বানালাম الْقَتَادَ শুধা وَاسْتَوَطْنَا নরম অনুভব করলাম الْوَهَادَ কষ্টকময় বৃক্ষ وَتَنَاسَيْنَا এবং আমরা ভুলে গেলাম الْأَقْتَادَ হাওদার কাষ্ঠাদির কথা।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَلَّتْ : খালি হলো, উজাড় হলো।

(ن) خَلَّوْا، خَلَاءً : একাকী হওয়া। অতিবাহিত হওয়া। শূন্য হওয়া। উজাড় হওয়া।

(أَفْعَال) إِخْلَاءً : শূন্য করা।

(تَفْعِيل) تَخْلِيَةً : মুক্ত করা, ত্যাগ করা।

(تَفْعِيل) تَخْلِيَةً : নির্জনে থাকা।

فِي الْقُرْآن : وَأَذَا خَلَّوْا إِلَى شَيْطَانِهِمْ.

مَاهُ : (خ. ل. و), جَنَس : কাকস ওয়ী

مَرَاوُف : قَرَعَتْ/ أَقْوَتْ, صَدَّ : মল্লত

(ج) الْمَرَابِطُ, (و) مَرِيط : আন্তাবল, গোহাল।

(ن) (ض) رَطَا : বাধা। দৃঢ় করা।

(مُتَعَاكِل) مَرَابِطَةً, رِيَابًا : সীমান্ত গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآن : وَأَعْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ

وَسَائِلِ الْغَيْبِ

مَاهُ : (ر. ب. ط), جَنَس : صَحِيح
مَرَاوُف : اصْطَبِلَ

دَیْرُ : دَیْرُ : দয়র্ষ হলো, দয়া করল।

(س) رَحِمًا, رَحْمَةً : দয়া করা।

الْغَايِطُ (ف. ا), مَذَّ (ج) غِبَط : ঈর্ষাকারী, ঈর্ষান্বিত।

(ض) س. غِبَطٌ, غِيْطَةٌ : ঈর্ষা করা।

(اِنْتِمَال) اِنْتِمَالًا : স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া।

فِي الْعَوْنِ : يَقْطِطُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ.

مَاهُ : (غ. ب. ط), جَنَس : صَحِيح

مَرَاوُف : حَسَا : দয়র্ষ হলো, দয়া করল।

أَوْدَى : ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস করল।

(اِنْتِمَال) اِنْتِمَاءً : ধ্বংস হওয়া। ধ্বংস করা।

(ض) وَدَّيَا - اَلْقَائِلُ : রক্তপণ দেওয়া।

مَاهُ : (و. د. ي), جَنَس : مُرَكَّب (مَعَالٍ وَآوَى وَنَائِصٍ بَيْنَ)

مَرَادُونَ : مَلَكَ . ضَمَّ : سَلِمَ / صَحَّ
 আশ্রয়, [এখানে- সরব প্রার্থী] : اَلنَّاطِلُونَ (না, মড) :
 কথা বলা : (ض) نَطَقًا :
 সবাক করা, কথা বলানো : اِنطَاقًا :
 فِي الْقُرْآنِ : مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ .
 مَاو : (হ-ط-ق) : جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُونَ : مَكَلَّمَ , ضَمَّ : صَامِتٌ
 শীরব সম্পাদ [এখানে স্বর্ণ-রূপা উদ্দেশ্য] : (না, মড) :
 চূপ থাকা, নির্বাক হওয়া, শীরব হওয়া : (ن) صَمًا , صَوَمًا :
 চূপ থাকা : চূপ করানো : اِنصَامًا , اِنصَاتًا , (تَفْعِيل) تَصْمِيْمًا :
 فِي الْحَدِيثِ : مَنْ صَمَّتْ نَجًا .
 مَاو : (ص-م-ت) : جَنَس : صَحِيح , مَرَادُونَ : اَلْكَاسُ
 রুমি : (ض) كَسَا :
 দুঃখবোধ করা, শোক প্রকাশ করা : (ن) ضَى :
 মৃতের শোকে কাঁদা এবং তার গুণগান বর্ণনা করা : (تَفْعِيل) تَرَيَّةً :
 مَاو : (ر-ث-ي) : جَنَس : نَاقِصٌ يَائِي
 مَرَادُونَ : اَشْفَقَ
 اَلْحَايِدُ (না, মড) (ج) حَسَدًا , حَسَدًا , حَسَدًا
 নিন্দুক, হিংসুক : (ن) (ض) حَسَدًا :
 হিংসা করা : (ج) شَكَا :
 বিপদে আনন্দ প্রকাশকারী শব্দ : (س) شَكَا , شَكَا :
 কারো বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা : (تَفْعِيل) تَشْوِيْمًا :
 ইচ্ছার উত্তর দেওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : لَا تَكُنْتُ بِمِ الْاَعْدَاءِ .
 مَاو : (ش-م-ت) : جَنَس : صَحِيح , مَرَادُونَ : اَلْكَارُ
 آل :
 ফিরে এলো, আবর্তিত হলো : (ن) اَوَّلًا :
 ফিরে আসা, প্রত্যাবর্তন করা : (تَفْعِيل) تَأْوِيْلًا - اِلَى :
 ফিরিয়ে দেওয়া :
 الْاَكْلَامُ :
 ব্যাখ্যা করা :
 فِي الْحَدِيثِ : مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلَا صَامَ وَلَا اَل .
 مَاو : (أ-و-ل) : جَنَس : مُرَكَّبٌ (مُهْمَزٌ فَ- وَاجَوْفٌ وَآوِي)
 مَرَادُونَ : رَجَعَ , ضَمَّ : ذَهَبَ
 اَلدَّهْرُ : (ج) دَهْرًا , اَدْمَرُ :
 যুগ, কাল :
 অধিকারী, ধ্বংসাত্মক : (না, মড) :
 (اِنْعَام) اِنْعَامًا :
 পতিত করা, ধ্বংস করা :
 (ف) وَتَرَمًا :
 পতিত হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : اِذَا وَجَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اُخْرِجْنَا لَهُمْ دَابَّةً .
 مَاو : (و-ق-ي) : جَنَس : مِثَالٌ وَآوِي وَآوِي
 مَرَادُونَ : اَلْمُهْلِكُ .
 اَلْفَقْرُ :
 দৈন্য, অভাব :
 اَلدَّمِيعُ (না, মড) :
 ভূমিসাংকারী :
 (اِنْعَام) اِنْعَامًا :
 ভূমিসাং করা, অপদস্থ করা :
 (س) دَمَعًا :
 নাজেহাল হওয়া :
 مَاو : (و-ق-ي) : جَنَس : صَحِيح
 مَرَادُونَ : اَلْمِذَلُّ , ضَمَّ : اَلْمِجَزُ
 اِلَى اَنْ :
 ফলে, অবশেষে, পরিশেষে :
 اِخْتَدَبْنَا :
 আমরা জুতা পরিধান করলাম, জুতা বরপ ধরে নিলাম :
 (اِنْعَام) اِخْتَدَبًا :
 অনুসরণ করা, জুতা পরিধান করা :
 (ن) حَذَرًا :
 অনুসরণ করা, জুতা বানানো :
 (مُعَاوَلَةً) مُعَاوَلَةً :
 বরাবরে অবস্থান করা :
 فِي الْحَدِيثِ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَى اُمِّي كَمَا اَتَى عَلَى بَنِي
 اِسْرَآئِيْلَ حَذَرُ الشُّعْلِ بِالشُّعْلِ .
 مَاو : (ح-ذ-و) : جَنَس : نَاقِصٌ وَآوِي
 مَرَادُونَ : اِنْتَمَلْنَا , ضَمَّ : اِحْتَفَيْنَا .
 اَلْوَجَى :
 নগ্নপদতা :
 اَلْوَجَى (س) مَصَّ :
 নগ্ন পা হওয়া :
 (اِنْعَام) اِنْتَبَاهًا :
 দূরে সরানো :
 مَاو : (و-ج-ي) : جَنَس : لَفِيْفٌ مَفْرُوْنٌ
 مَرَادُونَ : اَلْحَقَرُ / اَلْاِخْتِفَا , ضَمَّ : اَلْاِخْتِفَا .
 اِعْتَدَيْنَا :
 আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করলাম :
 (اِنْعَام) اِنْعَادًا , (تَفْعُل) تَعَدَّدًا :
 বসারূপে গ্রহণ করা, আহ্ব্য বানানো :
 مَاو : (غ-ذ-و) : جَنَس : نَاقِصٌ وَآوِي
 مَرَادُونَ : اَطْعَمْنَا .
 اَلشَّجَى :
 গলায় আঁটকে যাওয়া হাড় :
 مَاو : (ش-ج-ي) : جَنَس : نَاقِصٌ يَائِي وَآوِي
 اِسْتَبَطْنَا :
 আমরা পেটে চেপে রাখলাম :
 (اِسْتِفْعَال) اِسْتَبَطْنَا :
 ভিতরে প্রবেশ করানো, পেটে চেপে রাখা :
 (س) بَطَّنًا :
 বড় পেটবিশিষ্ট হওয়া :
 مَاو : (ب-ط-ن) : جَنَس : صَحِيح
 اَلْجَوَى :
 ক্ষুধা/ প্রেম/দুঃখের জ্বালা :
 (س) جَوَى :
 প্রেম/দুঃখের জ্বালায় আক্রান্ত হওয়া :
 (اِنْعَام) اِنْعِيْرًا :
 অপছন্দ করা, প্রতিকূল হওয়া :

فِي حَدِيثِ الْعَرَبِيِّينَ : فَاجْتَمَعُوا الْمَوْبِنَةَ .
 مَادَّةُ : (ج . و . ی) ، جَمَسٌ : كَلِيفٌ مَقْرُونٌ
 مُرَادٌ : حَرَاةٌ

طَوْنًا : চাপিয়ে দিলাম, ভাঁজ করে রাখলাম।

(ض) طَبَا : ভাঁজ করা, গোপন করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِ لِنُكْتِبَ .
 مَادَّةُ : (ط . و . ی) ، جَمَسٌ : كَلِيفٌ مَقْرُونٌ .
 مُرَادٌ : لَفَفْنَا ، جُنْدٌ : تَكْرَرًا .

(ج) الْأَحْشَاءُ : (و) حَشَى : অন্তরাজি, নাড়ি-ভুড়ি।

(إِفْعَال) إِحْشَاءٌ : مِنَ الطَّعَامِ : খাবার খেয়ে ভৃগু হওয়া।

مَادَّةُ : (ح . ش . ی) ، جَمَسٌ : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَادٌ : الْأَمْعَاءُ

الطَّوِيُّ : ক্ষুধা।

الطَّوِيُّ (س) مَصَدَرٌ : ক্ষুধার্ত হওয়া।

(إِنْفِعَال) انْطَوَّاهُ : ভাঁজ হওয়া।

مَادَّةُ : (ط . و . ی) ، جَمَسٌ : كَلِيفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادٌ : الْجُوعُ ، جُنْدٌ : الشَّبَعُ

اِكْتَحَلْنَا : আমরা সুরমারূপে গ্রহণ করলাম।

(إِفْعَال) اِكْتَحَلَّ : (تَفَعَّل) تَكَحَّلًا : চোখে সুরমা লাগানো।

(ف) ن) كَعَلًا : সুরমা লাগানো।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ فَلَاكَ بِالْأَتِيدِ .

مَادَّةُ : (ك . ح . ل) ، جَمَسٌ : صَحِيحٌ

السَّهَادُ : রাত্রি জাগরণ, অনিদ্রা।

(س) سَهَدًا ، (تَفَعَّل) تَسَهَّدًا : জাগ্রত থাকা, অনিদ্রাগ্রস্ত হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : مَالِعَيْنِي كَعَلْتُ بِالسَّهَادِ

وَلِحَيْنِي نَائِيًا عَنْ وَسَادِي

مَادَّةُ : (س . و . د) ، جَمَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْبَقِيَّةُ / السَّهَرُ ، جُنْدٌ : النَّوْمُ

اِسْتَوَطْنَا : আবাসস্থল বানালাম।

(إِسْتِفْعَال) اِسْتَوَطْنَا : আবাসস্থল বানানো।

(ن) وَطَنًا ، (إِفْعَال) اِنْطَانًا - بِالْمَكَانِ : অবস্থান করা।

مَادَّةُ : (و . ط . ن) ، جَمَسٌ : مِثَالٌ رَاوِي

مُرَادٌ : اِسْتَكْنًا / تَرَوُّكُنَا

(ج) وَهَادٌ ، وَهَادٌ ، وَهَدٌ ، (و) وَهَدٌ : গুহা, গর্ত।

(و . و . د) ، جَمَسٌ : مِثَالٌ رَاوِي

مُرَادٌ : الْغَارُ / الْحَقِيرَةُ

سَوَطًا : নরম অনুভব করলাম।

نَرَمَ اِسْتِفْعَال) اِسْتَوَطْنَا : নরম অনুভব করা।

وَطَنًا : কোমল হওয়া, নরম হওয়া।

(س) وَطَنًا : পদদলিত করা।

مَادَّةُ : (و . ط . ی) ، جَمَسٌ : كَلِيفٌ مَقْرُونٌ

مُرَادٌ : اِسْتَلَّانَ ، جُنْدٌ : اِسْتَعْشَنَ

اِسْتَعَادَ : এক প্রকার কষ্টকরম বৃক্ষ, বাবলা কাটা বা তার বৃক্ষ।

مَادَّةُ : (ق . ت . د) ، جَمَسٌ : صَحِيحٌ

نَدَّ سَيْتًا : আমরা ভুলে গেলাম।

اِسْتَعَادَ (تَفَعَّل) تَنَابَسًا : ভুলে যাওয়া, পরস্পর ভুলে যাওয়া।

(س) سَيْتًا : ভুলে যাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَى .

مَادَّةُ : (ن . س . ی) ، جَمَسٌ : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَادٌ : سَهِنًا

(ج) اِقْتَادَ ، قَتَدَ : (و) قَدَّ : হাওদার কাঠ।

مَادَّةُ : (ق . ت . د) ، جَمَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : خَشَبَ (الرَّحْلِي)

বাক্য-বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : إِلَى أَنْ اِحْتَدَيْنَا النِّجَ :

এখানে : إِلَى : ইহারত হলো : إِلَى

مُتَعَلِّقٌ : এ-র : إِلَى

مُتَعَلِّقٌ : ২য় : إِلَى

مُتَعَلِّقٌ : ১ম : عَلَى

বানাগাত

قَوْلُهُ : أَلَيْسَ الدَّهْرُ الْمُرْقِعُ وَالْفَقْرُ الْمُنْدِعُ :

হয়েছে : جَمَسٌ : لَاحِقٌ

قَوْلُهُ : اِحْتَدَيْنَا الرَّجُلِي اِغْتَدَيْنَا الشَّجَرِي :

এখানে : جَمَسٌ : لَاحِقٌ

قَوْلُهُ : اِحْتَدَيْنَا الرَّجُلِي اِغْتَدَيْنَا الشَّجَرِي :

এখানে : جَمَسٌ : لَاحِقٌ

قَوْلُهُ : اِسْتَبَطْنَا الْجَمْرَ وَطَوْنًا الْأَحْشَاءَ عَلَى الطَّوِيِّ :

হয়েছে : جَمَسٌ : لَاحِقٌ

قَوْلُهُ : اِسْتَبَطْنَا الْجَمْرَ وَطَوْنًا الْأَحْشَاءَ عَلَى الطَّوِيِّ :

হয়েছে : جَمَسٌ : لَاحِقٌ

وَأَسْتَطَبْنَا الْحَيْنَ الْمُجْتَاعَ، وَأَسْتَطَبْنَا
النَّيَّومَ الْمُتَّاعَ، فَهَلْ مِنْ حُرَّاسٍ، وَسَفْ
مُرَّاسٍ، فَوَالَّذِي اسْتَخْرَجْنِي مِنْ قَبْلَةٍ
لَقَدْ أَمْسَيْتُ أَخَا عَيْلَةٍ. لَا أَمْلِكُ بَيْنَ
لَيْلَةٍ. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَأَوَيْتُ
لِمَقَارِفِهِ، وَلَوَيْتُ إِلَى اسْتِثْبَاطِ فَقْرِهِ
فَأَبْرَزْتُ دِينَارًا، وَقُلْتُ لَهُ اخْتِيارًا : إِنْ
مَدَحْتَهُ نَظْمًا، فَهُوَ لَكَ حَتْمًا .

অনুবাদ : বিলয়কারী মৃত্যুকে আমরা ভালো মনে করলাম,
অথচ আমরা নির্ধারিত দিন [অর্থাৎ, মৃত্যু]-কে বিলম্বিত
দেখতে পেলাম। অতএব, আছে কি কোনো সমব্যথী
অভিজ্ঞাত ব্যক্তি কিংবা কোনো সাহায্যকারী সুহৃদ ব্যক্তি?
সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে কায়লা [বিনতে আরকাম]
-এর বংশে সৃষ্টি করেছেন, নিশ্চয়ই আমি এরূপ
দারিদ্র্যাবস্থায় সন্ধ্যাকালে উপনীত হয়েছি যে, আমি একটি
রাত্রি যাপন করার মতো খাবারের মালিক নই। হারিস ইবনে
হাম্মাম বলেন, অতঃপর আমি তার দারিদ্র্যের কারণে দয়র্দ
হলাম এবং আমি তার বাক্যাবলির অর্থ উদ্ঘাটনের প্রতি
আকৃষ্ট হলাম। সুতরাং আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলাম
এবং তাকে পরীক্ষা স্বরূপ বললাম, যদি তুমি পদ্যে এই স্বর্ণ
মুদ্রার প্রশংসা করতে পার তবে এটা নিশ্চিত তোমার।

গাঙ্গিক অনুবাদ : اسْتَطَبْنَا আমাদের ভালো মনে করলাম الْحَيْنَ মৃত্যু اسْتَطَبْنَا বিলয়কারী অথচ আমরা
إِلْمَحِيتُ দেখতে পেলাম النَّيَّومَ দিন निर्धारित ফেল অতএব আছে কি مِنْ حُرَّ কোনো অভিজ্ঞাত ব্যক্তি أو সমব্যথী
مِنْ কিংবা কোনো সুহৃদ ব্যক্তি مُرَّاسٍ সাহায্যকারী আমাকে সৃষ্টি করেছেন اسْتَخْرَجْنِي
لَا আমি لَا أَمْلِكُ দারিদ্র্যাবস্থায় أَخَا عَيْلَةٍ অতঃপর قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন
إِلَى اسْتِثْبَاطِ তার দারিদ্র্যের কারণে وَلَوَيْتُ এবং আমি আকৃষ্ট হলাম إِنْ প্রতি مَدَحْتَهُ উদ্ঘাটন
আকৃষ্ট হলাম فَهُوَ لَكَ পরীক্ষা حَتْمًا স্বরূপ পদ্যে এই স্বর্ণ مُدْرًا মুদ্রা প্রশংসা করতে পার তবু এটা তোমার নিশ্চিত।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা ভালো মনে করলাম : اسْتَطَبْنَا

সুহাদু মনে করা, উক্টো মনে করা, ভালো মনে করা : (إِسْتِطَابَةٌ)

উক্টো হওয়া, সুহাদু হওয়া : (ض) طَبَّيْنَا

মাদে : (ط. য. ব.) , جَس : أَجَوَفُ يَأْنِي

মরাদু : (إِسْتَعْنَى

حَيْثُ : (ط. য. ব.) , جَس : أَجَوَفُ يَأْنِي

হাংস হওয়া : (ض) مَدَحَ : هَاس

হাংস করা : (إِعْمَال) إِحَانَةً

মাদে : (ح. য. ব.) , (ن) , جَس : أَجَوَفُ يَأْنِي

মরাদু : (إِسْتَعْنَى

الْمُجْتَاعَ (না মড) : (إِعْمَال) إِحَانَةً

নির্মূলকারী, বিলয়কারী : (ض) جَوَّحًا : (إِعْمَال) إِحَانَةً

হাংস করা, নির্মূল করা, মূল উৎপটন করা।

مَادَهُ : (ح. - য. - ح.) , جَس : أَجَوَفُ يَأْنِي

মরাদু : (إِسْتَعْنَى

বিলম্বিত দেখতে পেলাম।

বিলম্বিত মনে করা : (إِسْتِطَابَةٌ)

বিলম্ব করা : (إِعْمَال) إِحَانَةً

يَسِي الْعَوَيْتُ : مَنْ بَطَأَ عَمَلُهُ لَمْ يَسْرِعْ نَسَبُهُ .

মাদে : (ب. - ط. - ه.) , جَس : أَجَوَفُ يَأْنِي

মরাদু : (إِسْتَعْنَى

اليَوْمَ : (ح) أَبَام : (ض) جَوَّحًا : (إِعْمَال) إِحَانَةً

নির্ধারিত

(إِعْمَال) إِحَانَةً : (ض) جَوَّحًا : (إِعْمَال) إِحَانَةً

(ض) نَبِيًّا : নির্ধারিত হওয়া, প্রতৃত হওয়া।

مَادَهُ : (ত. য. হ.) , جنس : জাতি

مَرَاوُفٌ : الْمَقْدُورُ

حَرٌّ : (জ) أَحْرَارٌ : স্বাধীন, সম্রাট, অভিজাত।

مَادَهُ : (হ. র. র.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَاوُفٌ : الْمُعْتَقُ / الْكَرِيمُ , ضِدُّ : الْعَبْدُ / الْوَلِيمُ

أَسَى (ফা, মড) (জ) أَسَاءَ : সমবায়ী।

(ن) أَسَأَ : সমবেদনা দেওয়া। সমবেদনা জ্ঞাপন করা।

مُتَاعِلَةٌ مُوَسَّاةٌ : আর্থিক সাহায্য করা।

مَادَهُ : (অ. স. র.) , جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمَزٌ فَا. وَنَاقِصٌ رَاوِي)

مَرَاوُفٌ : طَيِّبٌ / مُتَعَاظِفٌ

سَمَحَ (সফ, মড) (জ) رَسَّاحٌ : সুহৃদ, উদার।

(ف) سَمَحَ : দান করা।

مَرَاوُفٌ : كَرِيمٌ , ضِدُّ : بَخِيلٌ

مَوَافٍ (ফা, মড) : সমবেদনা জ্ঞাপনকারী, সাহায্যকারী।

مَرَاوُفٌ : نَاصِرٌ / مُؤَيِّنٌ

اسْتَخْرَجَ : [এখানে- সৃষ্টি করেছেন] বের করছেন,

(إِسْتِغْفَالٌ) : বের করা, নির্গত করা।

(إِفْعَالٌ) : বের করা।

(ن) خَرُوجًا : বের হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : رَبِّ أَخْرَجْنِي مَخْرَجَ صَدَقٍ -

مَادَهُ : (খ. র. জ.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَاوُفٌ : خَلَقَ , ضِدُّ : أَمَاتَ

قَبِيلُهُ (بَنْتُ الْأَرْقَمِ) : আওস ও খায়রাজ গোত্রের মাতা।

(لَقَدْ) أَمْسَيْتَ : আমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি।

(إِفْعَالٌ) : সন্ধ্যায় উপনীত হওয়া।

فِي الْحَوَائِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ -

مَادَهُ : (ম. স. য.) , جنس : نَاقِصٌ يَائِي

مَرَاوُفٌ : صَرَفٌ , ضِدُّ : أَصْبَحْتُ

أَخُو عَيْلَةٍ (بِمَعْنَى صَاحِبِ عَيْلَةٍ) : দরিদ্র, অভাবী।

مَرَاوُفٌ : الْفَقْرُ , ضِدُّ : الْغِنَى

عَيْلَةٌ : দারিদ্র্য, অভাব।

لَا أَمْلِكُ : আমি মালিক নই।

(ض) مِلْكًا : মালিক হওয়া।

রাত্রি যাপন করার মতো খাবার।

رَاحِيَّةٌ : রাত্রি যাপন করা।

مَادَهُ : (প. য. ত.) , جنس : أَجْرَفٌ يَائِي

مَرَاوُفٌ : قَوْتُ

রাত্রি, রজনী। (জ) لَيْلَاتٌ

أَوْتٌ : দয়াদ্র হলাম, অনুগ্রহশীল হলাম।

- إِلَى : আশ্রয় নেওয়া।

دَمَا : (ض) أَوْتٌ - ক্ :

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ أَوَى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ -

مَادَهُ : (অ. য.) , جنس : مُرَكَّبٌ (مَهْمَزٌ فَا. وَلَفِيْفٌ مَقْرُونٌ)

مَرَاوُفٌ : أَشْفَقْتُ , ضِدُّ : ظَلَمْتُ

(ج) مَفَاقِرٌ (عَلَى خِلَافِ فَقْرٍ) : দারিদ্র্য, অভাব।

(ك) : (অ) : নিঃস্ব হওয়া, দরিদ্র হওয়া, নিঃস্ব হওয়া, (অ) :

فَقْرًا. فَقَارَةٌ :

- إِلَى : মুখাপেক্ষী হওয়া।

(إِسْتِغْفَالٌ) : দরিদ্র হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لِلْفَقَرَاءِ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ -

مَادَهُ : (ফ. য. র.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَاوُفٌ : إِمْلَأَ عَيْلَةً , ضِدُّ : أَلْفَى

كُوَيْتٌ : আকৃষ্ট হলাম, আকৃষ্ট করলাম।

(ض) لَبَّأً : ফিরে চাওয়া, খাবিত হওয়া, দয়াদ্র হওয়া।

- بِه : উপেক্ষা করা।

(أَنْفَعِلَ) : মাথা ঘুরিয়ে নেওয়া।

- عَنْهُ : গড়িমসি করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَ عَلَى أَحَدٍ -

مَادَهُ : (অ. য.) , جنس : لَفِيْفٌ مَقْرُونٌ

مَرَاوُفٌ : صِلْتُ , ضِدُّ : أَعْرَضْتُ

إِسْتِغْبَاطٌ : উদঘাটন করা।

(إِسْتِغْفَالٌ) : উদঘাটন করা, আবিষ্কার করা, উদ্ভাবন করা।

(ض) نَبِيًّا - الْيَسْرُ : কৃপ থেকে পানি বের করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَعَلَّيْهِمُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ -

مَادَهُ : (অ. য. প. ট.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَاوُفٌ : اسْتِغْفَالٌ / اسْتِغْبَاطٌ

(ج) فَعْرٌ : (অ) : ফَعْرَةٌ : বাক্যাবলি, বাক্য।

مَادَهُ : (ف.ق.ر) ، جُنُسٌ : صَحِيحٌ
مُرَاوُنٌ : اَلْكَلَامُ

আমি বের করলাম : اَبْرَزْتُ

প্রকাশ করা, বের করা : اِبْرَازًا : (إِنْفَاعِل)

প্রকাশ পাওয়া, বের হওয়া : اِبْرَازًا : (ن)
فِي الْقُرْآنِ : وَرَزَّوْا لِلَّهِ الْوَاجِدَ الْقَهَّارَ .

মাদে : (প.র.জ) , جُنُسٌ : صَحِيحٌ

মুরাউন : اَظْهَرْتُ , ضَدٌّ : اَبْطَنْتُ/اَغْبَيْتُ

বর্ণমুদ্রা : (ج) دَنَانِيرٌ : اِبْرَازًا

فِي الْعَدِيثِ : لَمْ يَبْرُزُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا .

মাদে : (দ.ন.র) , جُنُسٌ : صَحِيحٌ

اِخْتِيَارٌ (إِنْفِعَال) مَصْدُ : اِبْرَازًا

(إِنْ) مَدَحْتُ : (যদি) তুমি প্রশংসা করতে পার

(ف) مَدَحًا : প্রশংসা করা, গুণ কীর্তন করা

পরস্পর প্রশংসা করা : (تَفَاعُل) تَدَاوَحًا

قَالَ الشَّاعِرُ : كَرَّمَ مَنَى أَمْدَحُهُ أَمْدَحُهُ وَالرَّوَى مَيَّزَ

وَأَذَا مَالَهُ لَعْنَهُ وَفَوَّقَ .

মাদে : (ম.দ.জ) , جُنُسٌ : صَحِيحٌ

মুরাউন : حَيْذْتُ

নয়, শ্রোকে, ছন্দ : نَظْمٌ

নয় রচনা করা : (ض) مَصْدُ : اِبْرَازًا

তবে এটা তোমার : فَهَوْلَكَ : (حَتَمٌ)

নিশ্চিত : حَتَمٌ

অবধারিত হওয়া, নিশ্চিত হওয়া : (ض) مَصْدُ : اِبْرَازًا

(تَفَعُّل) تَحَنَّنًا : অপরিস্রব হওয়া, নিশ্চিত হওয়া, বাধ্যতামূলক হওয়া : (ن)

فِي الْقُرْآنِ : كَانَ عَلَى رِجْلِكَ خَنْمًا مَقْضِيًا .

মাদে : (হ.ত.ম) , جُنُسٌ : صَحِيحٌ

মুরাউন : وَاجِبًا/حَقًّا

مَعْفُوفٌ مَوْصُولٌ এবং مَعْفُوفٌ مَوْصُولٌ
অন্তঃপরে মَعْفُوفٌ এবং مَعْفُوفٌ মিলে যুক্ততাদা।

আর মَوْجُود উহা খবর। তারপর যুক্ততাদা ও খবর মিলে
جَمْلَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ اِنْشَائِيَّةٌ -

قَوْلُهُ : فَرَأَيْتُ اِسْتِخْرَجْتَنِي مِنْ قَبْلَةِ لَقَدْ اَمْسَبَتْ اَخَا
عَلَيْكَ لَا اَمْلِكَ بَيْتَ لَيْلَةٍ :

مِلَّةٌ اَلَّذِي اِسْتِخْرَجْتَنِي مِنْ قَبْلَةِ كَسَمَةِ جَنَّا
مَقْسَمٌ عَنْ خَرَفَ قَسَمٍ তারপর مَقْسَمٌ

مِلَّةٌ আর اَمْسَبَتْ لَقَدْ ফেয়েলে নাকেস
لَا اَمْلِكَ بَيْتَ لَيْلَةٍ খবরে নাকেস।

হাল। অতঃপর جَمْلَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ মিলে ইসমে নাকেস।
ফেয়েল নাকেস তার اِسْمٌ নিয়ে جَمْلَةٌ হয়ে কসম ও
জওয়াবে কসম মিলে جَمْلَةٌ قَسَمِيَّةٌ।

قَوْلُهُ : فُلْتُ لَهُ اِخْتِيَارًا اِنْ مَدَحْتَهُ نَظْمًا فَهَوْلَكَ حَتْمًا :
اِخْتِيَارٌ ফেয়েল, যমীর ফায়েল আর কু মুতা'আল্লিক

এর- فُلْتُ মিল তَمِيْزٌ ও মُمِيْزٌ অতঃপর تَمِيْزٌ
ফায়েল। ফেয়েল ও ফায়েল মিলে কাওল اِنْ হরফে শর্ত

نَظْمًا আর مَفْعُولٌ بِهِ ফায়েল, যমীর
শব্দটি মাসদার মাহযুফের সিফাত। সিফাত ও মাউসুফ

মিলে مَفْعُولٌ مَطْلُقٌ অতঃপর مَدَحْتُ ফেয়েল তার ফায়েল
فَهَوْلَكَ حَتْمًا নিয়ে শর্ত।

এর মধ্যে جَزَائِيَّةٌ আর কু জَزَائِيَّةٌ মুবতাদা।
মাহযুফের مَفْعُولٌ مَطْلُقٌ হওয়া ইবারত হলো

اِحْتِمٌ এবং اِحْتِمٌ লক হলো অতঃপর
অতঃপর اِحْتِمٌ খবর। যুক্ততাদা ও খবর মিলে
جَمْلَةٌ اِسْتِفْهَامِيَّةٌ হয়ে।

বালাগাত

قَوْلُهُ : قَبْلَةٍ . عَلَبَةٍ . لَيْلَةٍ :

এ শব্দগুলোর মাঝে পরস্পর لَاجِنٌ হয়েছে।

قَوْلُهُ فَارْتَبَ اِسْمًا قِيَمٌ وَلَمْ يَكُنْ اِلَّا :

এর মাঝে وَحْشٌ লَاجِنٌ হয়েছে।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَهَلْ مِنْ حَيْرٍ اَيَّ وَشَحٍ مَوَاسٍ :

اَيَّ অসেছে اِسْتِفْهَامٌ এবং جَنَّا। আর مِنْ অতিরিক্ত।

এবং مَعْفُوفٌ عَلَبَةٍ ও সিফাত মিলে

فَانْبَرَىٰ يُنْشِدُ فِي الْحَالِ، مِنْ غَيْرِ انْتِحَالٍ :
اَكْرَمَ بِهِ اَصْفَرَ، رَأَتْ صَفْرَتَهُ

جَوَابُ اَفَاتِي تَرَأَتْ سَفْرَتَهُ
مَا ثَوْرَةً سَمِعْتُهُ وَشَهْرَتَهُ

قَدْ اَدْوَعَتْ سِرَّ الْفِنْيِ اَسْرَتَهُ
وَقَارَنْتُ نَحْجَ الْمَسَاعِي خَطَرَتَهُ

وَحَبَبْتُ اِلَى الْاَنَامِ غُرَّتَهُ
كَأَنَّمَا مِنَ الْقُلُوبِ نَفَرَتَهُ

بِهِ يَصُولُ مَنْ حَوْتَهُ صَرَّتَهُ

অনুবাদ : সুতরাং সে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জিলকব্ব-
ব্যতিরেকে কবিতা আবৃত্তি করে এগিয়ে এলো :
[কবিতার অনুবাদ] কতই না সম্মানিত এই হলুদ বর্ণমুদ্রা-
যার হলুদ বর্ণ [দর্শকদেরকে] মুগ্ধ করেছে। এই বর্ণমুদ্রা
দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত, যার সফর সুদূর প্রসারিত। ফর
সুনাম ও সুখ্যাতি ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত। তার কারুকাকর্ষে
ধন্যাত্যতার রহস্য নিহিত রাখা হয়েছে। প্রচেষ্টার
সফলতার সাথে এর সঞ্চলন জড়িত রয়েছে এবং তার
বদন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টির কাছে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে
যেন তার গলিত ধাতু অন্তরেরই একটি অংশ। যার
থলি তাকে [বর্ণ মুদ্রাকে] জমা করেছে সে এই বর্ণমুদ্রার
সাহায্যেই আক্রমণ করে।

শাস্তিক অনুবাদ : فَانْبَرَىٰ সে এগিয়ে এলো কবিতা আবৃত্তি করে التَّحَالِ তৎক্ষণাৎ কুঞ্জিলকব্ব-
ব্যতিরেকে কবিতা আবৃত্তি করে এগিয়ে এলো : اَكْرَمَ بِهِ হলুদ বর্ণমুদ্রা رَأَتْ মুগ্ধ করেছে صَفْرَتَهُ যার হলুদ বর্ণ جَوَابُ বিস্তৃত
দীগন্ত জুড়ে বিস্তৃত সুদূর প্রসারিত সَفْرَتَهُ যার সফর مَا ثَوْرَةً ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত শَهْرَتَهُ যার সুনাম وَشَهْرَتَهُ সুখ্যাতি
قَدْ নিহিত রাখা হয়েছে سِرَّ الْفِنْيِ অস্রুতার রহস্য اَسْرَتَهُ তার কারুকাকর্ষে وَقَارَنْتُ জড়িত রয়েছে خَطَرَتَهُ সঞ্চলনের
প্রচেষ্টা وَحَبَبْتُ এর সঞ্চলন اِلَى الْاَنَامِ এবং প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে غُرَّتَهُ তার বদন-দীপ্তি
যেন তার مِنَ الْقُلُوبِ একটি অংশ نَفَرَتَهُ তার গলিত ধাতু بِهِ বর্ণমুদ্রার সাহায্যেই يَصُولُ আক্রমণ
করে مَنْ যার حَوْتَهُ তাকে জমা করেছে صَرَّتَهُ তার থলি।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَنْبَرَى : এগিয়ে এল।

اِنْتِحَال : (অ) এগিয়ে আসা, সম্মুখীন হওয়া।

اَكْرَمَ : (অ) শীর্ষ করা।

اَصْفَرَ : (অ) প্রতিযোগিতা করা।

اَسْرَتَهُ : (অ) সাদা, (অ) গুপ্ত, (অ) গোপন।

اَسْرَتَهُ : (অ) সাদা, (অ) গুপ্ত, (অ) গোপন।

اَسْرَتَهُ : (অ) সাদা, (অ) গুপ্ত, (অ) গোপন।

اَسْرَتَهُ : (অ) সাদা, (অ) গুপ্ত, (অ) গোপন।

اَسْرَتَهُ : (অ) সাদা, (অ) গুপ্ত, (অ) গোপন।

اَسْرَتَهُ : (অ) সাদা, (অ) গুপ্ত, (অ) গোপন।

অন্যের রচনা নিজের নামে চালিয়ে : اَسْرَتَهُ : (অ) সাদা, (অ) গুপ্ত, (অ) গোপন।

কাহারা কথা নিজের নামে চালানো। দান করা।

اَكْرَمَ : (অ) শীর্ষ করা।

কতই না সম্মানিত।

হলুদবর্ণ।

হলুদবর্ণ হওয়া।

সাদা, (অ) গুপ্ত, (অ) গোপন।

মুগ্ধ করল/ করেছে।

মুগ্ধ করা।

হলুদ বর্ণ, হলুদ বর্ণ।

বিচরণশীল, বিস্তৃত।

বিচরণ করা, অতিক্রম করা, ভ্রমণ করা, কর্তন করা।

(إِفْعَالٌ) إِعَابَةٌ : উত্তর দেওয়া।

মাদে : (জ-ও-ব) , جِنْسٌ : জন্ম বাওঁ
مِرَادٌ : قَطَاعٌ -

فِي الْقُرْآنِ : وَتَسْمُوهُ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ -

(ج) أَنَاؤُ : (و) أَفَقٌ : দিগন্ত, আকাশের কেনারা।

فِي الْقُرْآنِ : وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَى -

مَادَةٌ : (ا-ফ-ন) , جِنْسٌ : মেশুর ফাঃ

مِرَادٌ : أَطْرَافٌ/جِهَاتٌ

تَرَامَتْ : সুদূর প্রসারিত হয়েছে।

(تَفَاعُلٌ) تَرَامَيْتُ : পরস্পর তীর নিক্ষেপ করা।

(ض) رَمَيْتُ : [এখানে সুদূর প্রসারী হওয়া।] নিক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى -

মাদে : (র-ম-য) , جِنْسٌ : নাক্ষত্রিক

سَفَرَةٌ : সফর, ভ্রমণ।

(مَفَاعَلَةٌ) مَسَافَرَةٌ : (ض) سَفَرًا : ভ্রমণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ -

মাদে : (স-ফ-র) , جِنْسٌ : صَحِيح

مِرَادٌ : رَحْلَةٌ

مَاشُورَةٌ (مِف, مَوْ) : ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত, আলোচিত।

(ن) ض) أَمْرًا : ক্রমধারা সূত্রে বর্ণিত হওয়া, আলোচনা করা, বর্ণনা করা।

মাদে : (অ-ঠ-র) , جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ فَاءٌ

مِرَادٌ : مَنقُولَةٌ/مُعَدَّةٌ

سَمْعَةٌ : সুনাম।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّمَا فَعَلَ سَمْعَةً وَرِيَاءً -

মাদে : (স-ম-এ) , جِنْسٌ : صَحِيح

مِرَادٌ : صَبَتْ/كُفِّرَتْ : হুজু/ফৈযিহা

شَهْرَةٌ : প্রশিক্ষি, সুখ্যাতি।

(ف) شَهْرًا : (تَفَعُّلٌ) تَشَهَّرًا : প্রশিক্ষ করা।

শিক্ষিত হওয়া। প্রশিক্ষ করা।

মাদে : (শ-হ-র) , جِنْسٌ : صَحِيح

مِرَادٌ : ثَنَاءٌ/سَمْعَةٌ : হুজু/কার/খুজু

(قَد) أَوْدَعَتْ (مَج) : নিহিত রাখা হয়েছে।

(إِفْعَالٌ) إِدْعَاءٌ : নিহিত রাখা, আমানত রাখা।

مِرَادٌ : ضَمْنَتْ

سِرٌّ (ج) أَسْرَارٌ : রহস্য, তাৎপর্য।

মাদে : (স-র-র) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مِرَادٌ : حَبِيشَةٌ

الْقَيْسِيُّ : ধন্যভাজা।

الْقَيْسِيُّ (س) مَصْدُ : ধনী হওয়া।

(إِفْعَالٌ) إِغْنَاءٌ - غَنَى : উপকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ -

মাদে : (গ-ন-য) , جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَائِي

(ج) أَسْرَهُ : (و) سَرَّاهُ , سَرَرٌ : হস্ততালুর রেখা, [এখানে- কারুকাঁথা]

فِي الْحَدِيثِ : تَبَيَّنَ أَسْرِيرُهُ وَجْهِهِ -

مِرَادٌ : خَطُوطٌ/تَفَرُّشٌ

قَارَنْتُ : জড়িত রয়েছে।

(مُفَاعَلَةٌ) مَقَارَنَةٌ , قَرَأْتُ : সঙ্গী হওয়া, মিলিত হওয়া, জড়িত থাকা।

(ض) قَرَأْتُ : সংযুক্ত করা, বাঁধা।

فِي الْقُرْآنِ : مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ -

মাদে : (অ-র-ন) , جِنْسٌ : صَحِيح

مِرَادٌ : سَاحَتٌ , ضِدٌّ : قَارَنْتُ

نَجَّحٌ : সফলতা।

نَجَّحَ (ف) مَصْدُ : সফল হওয়া।

(تَفَعُّلٌ) تَنَجَّحًا : সফল করা।

فِي الْحَدِيثِ : أَلَلَّهِمُّ أَنْبِيعَ الْمَسْتَغْفِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

মাদে : (অ-ন-জ) , جِنْسٌ : صَحِيح

مِرَادٌ : غَفَّرَ/أَقْلَعَ : ضِدٌّ : غَاب

(ج) أَلَسَّاعِينَ : (ر) بَسَمَى : চেষ্টা-সাধনা, প্রচেষ্টা।

(ف) سَغَبًا : চেষ্টা করা।

فِي الْقُرْآنِ : الَّذِينَ عَمِلَ سَغَبًا فِي الْعِصَةِ الدُّنْيَا -

মাদে : (স-এ-য) , جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَائِي

مِرَادٌ : مَجْهَرٌ -

خَطَرَةٌ : সঙ্কলন।

خَطَرَةٌ (ض) : সঙ্কলিত হওয়া, নড়াচড়া করা।

বাক্য বিশ্লেষণ

মনে উদ্ভিত হওয়া : (ن. ض) خُطُورًا

مَادَّةٌ : (خ . ط . ب) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : حَرَكَةٌ

حَبِيبٌ (مح) : প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে।

(تَفْعِيل) تَعَيَّبًا : প্রিয়পাত্র বানানো, প্রিয় করে দেওয়া।

(ض) حُبًّا، (إِفْعَالٌ) إِحْبَابًا : ভালোবাসা ।

مَادَّةٌ : (ح. ب. ب) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ
مُرَادِفٌ : وُدِدْتُ .

আল্‌লাহ্‌ : সৃষ্টি জগৎ, মাখলুক,

فِي الْقُرْآنِ : وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ .

مَادَّةٌ : (ا. ن. م) ، جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ فَاءٌ :

مُرَادِفُ : الْخَلْقِ

غَرَّةٌ : (ج) غَرَرٌ : बदन-दीप्ति ।

فِي الْحَدِيثِ : غَرًّا مَحْجَلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضوءِ

ماده : (غ. ر. ر) ، جنس : مضاعف ثلاثي

مرادف : وجہ

(ج) القلوب، (و) قلب : অন্তর, হৃদয়।

نَفْرَةٌ (ج) نَفَرٌ - نِفَارٌ : স্বর্ণ বা রৌপ্যমণ্ড, গলিতধাতু।

ماده : (ن. ق. ر) ، جنس : صحیح
محل : ...

مراد : السَّيِّئَةُ
যগ কার : سَئِئًا

মাত্রমণ করা : : (১) ১০

উপর আক্রমণ করা। : (تَفَاعُلًا) تَصَاوُلًا

مُرَادِف : بَسَطُوا :

করেছে। : حوث

(ض) حَرَايَةٌ : सहाय्य करा, जमा करा ।

فِي الْقُرْآنِ : أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظِيمٍ .

مرادف : جمعیت

صَرَّةٌ : (ج) صَرَدٌ : ۱۔

ماده: (ص. ر. ر.)، جنس: مصاعف ملی

www.mam.com

أَنزَلَهُ فَأَنبَرَى بِنَشْأَدٍ فِي الْحَالِ :

مُسْمِرٌ أَنْبَرَى بَاكِيَةً يَنْشُدُ فِي الْحَالِ ১০৫
হয়েছে।

نَزَلَهُ : أَكْرَمَ بِهِ أَصْفَرَ رَأَتْ صُفْرَتَهُ الخ :

ইমাম সীবাওয়াইহ-এর ক্রিয়াটি তেজ্জব্ব অকরম-ইহ
মতে, যদিও অকরম আমরের সীগাহ, কিন্তু তা ঝান্নী-এর

অর্থ। অতএব **أَكْرَمَ** অর্থ-**أَكْرَمَ** আর **بِهِ**-এর মধ্যে
অতিরিক্ত আর **ضَمِير** টা ফায়েল হয়ে **بَدَلَ مِنْهُ** আর

ইমাম আব্বাশের মতে, নিকট **أَكْرَمَ** আমার সীগাহ নিজ
অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে **ضَمِيرٌ أَنْتَ** ফায়ল

এবং **يَه**-এর **تَعْدِيَّة** বা **اَتَرِيك** অতিরিক্ত বা **جَنَآ**-এর জন্য। আর **مَبْدَلٌ مِّنْهُ** মাফউলে বিহী হয়ে **ضَمِيرٌ مَّجْرُورٌ**।

نَمَاتٌ وَجَوَابُ آفَاقٍ وَ رَأَتْ صُفْرَتَهُ مَاؤُسُوفَ
- نَمَاتٌ سیفাত । अतःपर सिफात ओ माउसूफ मिले बदल

قَالَ : مَا ثَوْرَةٌ سَمِعْتَهُ وَشَهْرَتَهُ :

শব্দ দুটি **شَهْرَتَهُ** এবং **سَعَتَهُ** শিবহে ফেয়েল **مَاطُورَةٌ** এবং **مَاطُورٌ** মিলে **فَعْلٌ** -এর

নায়েবে ফায়েল। অতঃপর **جُمْلَةُ** হয়ে **هُوَ** মুবতাদা।
মাহযুফের খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে **جُمْلَةُ اسْمِيَّةٍ**।

قَوْلُهُ : قَدْ أُوْدِعْتُ سِرُّ الْغِنَى :

আর نَائِبِ فَاعِلٍ اُسْرَتْهَ মাজহুল ফেয়েলে قَدْ اَوْعَتْ
 হলো سَرَّ الْفَنَى তবে এখানে مَفْعُولُ بِهِ

نَوْلَهُ : وَقَارَنْتَ نَحْمَ الْمَسَاعِرِ خُطْبَتَهُ :

فَطَرَنَاهُ نَجَّحَ الْمُسَاعِي قَارَنَتْ
ফাটরনো নাহকি মুসাঈ কারনত

وَإِنْ تَفَانَّتْ تَوَانَّتْ عِثْرَتُهُ
يَا حَبِذَا نَضَارُهُ، وَنَضْرَتُهُ
وَحَبِذَا مَغْنَانَتُهُ وَنَضْرَتُهُ
كَمْ أَمِيرٍ بِهِ اسْتَعْتَبَتْ إِمْرَتُهُ
وَمَتَرَفٍ لَوْلَاهُ دَامَتْ حَسْرَتُهُ
وَجَيْشٍ هِمَّ هَزَمَتُهُ كَرَّتُهُ
وَبَدْرَتِمِ أَنْزَلَتْهُ بَدْرَتُهُ
رَمُسْتَشْبِطٍ تَتَلَطَّى جَمْرَتُهُ
أَسْرَ نَجْوَاهُ فَلَانَتْ يَشْرَتُهُ
وَكَمْ أَسِيرٍ أَسْلَمَتْهُ أُسْرَتُهُ

অনুবাদ : যদিও তার পরিবার-পরিজন বিলীন হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে যায় তবু হে [শ্রোতৃমণ্ডলী]! তার ঝাটি সোনা ও তার ঔজ্জ্বল্য অতি উত্তম। তার স্বনির্ভরতা ও তার সহায়তা অতি প্রশংসনীয়। অনেক শাসনকর্তা আছে, যার শাসন ক্ষমতা তার দ্বারা বহাল রয়েছে। যথেষ্ট ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন এরূপ অনেক লোক রয়েছে যে, যদি এই স্বর্ণমুদ্রা না থাকত তবে তার আক্ষেপ স্থায়ী হতো। বহু দুর্ভাবনার বাহিনীকে তার পায়তারা বদল পরাজিত করেছে। বহু পূর্ণচন্দ্রে হাজার স্বর্ণ-মুদ্রার খলি নিচে নামিয়ে দিয়েছে। অনেক অগ্নিশর্মা ব্যক্তি, যার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হচ্ছে, সে তার সাথে [অর্থাৎ, স্বর্ণমুদ্রা বা তার মন্ত্রণাদাতার সাথে] গোপন আলোচন করল, অমনিই তার ক্রোধের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে গেল। আর এমন অনেক বন্দী, যাকে তার পরিবার-পরিজন সমর্পণ করে গেছে-

শাখিক অনুবাদ : وَإِنْ تَفَانَّتْ যদিও বিলীন হয়ে যায় অথবা দুর্বল হয়ে যায় عِثْرَتُهُ তার পরিবার-পরিজন হে [শ্রোতৃমণ্ডলী]! অতি উত্তম وَنَضْرَتُهُ তার ঝাটি সোনা وَنَضْرَتُهُ ও তার ঔজ্জ্বল্য وَحَبِذَا অতি প্রশংসনীয় مَغْنَانَتُهُ তার স্বনির্ভরতা وَنَضْرَتُهُ তার সহায়তা كَمْ অনেক শাসনকর্তা রয়েছে তার দ্বারা ইমরত তার শাসন ক্ষমতা وَنَضْرَتُهُ যথেষ্ট ভোগ বিলাসে নিমগ্ন এরূপ অনেক লোক রয়েছে যদি এই স্বর্ণমুদ্রা না থাকত তবে স্থায়ী হতো حَسْرَتُهُ তার আক্ষেপ وَبَدْرَتِمِ বহু দুর্ভাবনার বাহিনী হَزَمَتُهُ পরাজিত করেছে তার পায়তারা বদল وَكَرَّتُهُ বহু পূর্ণ চন্দ্র নিচে নামিয়ে দিয়েছে وَنَضْرَتُهُ তার হাজার স্বর্ণমুদ্রার খলি وَنَضْرَتُهُ এবং অনেক অগ্নিশর্মা ব্যক্তি تَتَلَطَّى প্রজ্বলিত হচ্ছে جَمْرَتُهُ যার ক্রোধাগ্নি وَنَضْرَتُهُ সে তার সাথে গোপন আলোচন করল অমনিই স্তিমিত হয়ে গেল وَنَضْرَتُهُ তার ক্রোধের তীব্রতা وَنَضْرَتُهُ আর এমন অনেক বন্দী أَسْلَمَتْهُ যাকে সমর্পণ করে গেছে وَনَضْرَتُهُ তার পরিবার-পরিজন।

শব্দা বিশ্লেষণ

وَإِنْ تَفَانَّتْ : যদিও বিলীন হয়ে যায়।
(تَفَاعَلَ) تَفَانَيْتُ, (س. فَعَّلَ) : নিশেষ হওয়া, বিলীন হওয়া, ধ্বংস হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهَا قَانِ -
مَادَّةُ : (ফ-ন-ই), : جيش : নাকিস্ বাইন
مُرَادُفُ : هَلَكْتُ , خِذ : بِقِيَّتِ
تَوَانَّتْ : [যা-য়] : দুর্বল হয়ে গেল
(تَفَاعَلَ) تَوَانَيْتُ, (ض. س. وَتَيَّ) : দুর্বল/নিহত হওয়া।
مَادَّةُ : (ও-ন-ই), : جيش : লিফিৎ মুরুও
مُرَادُفُ : صَفَعْتُ/اِفْتَرْتُ , خِذ : قُوَّتِ
عِثْرَتُهُ : [পরিবার-পরিজন] :
فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ تَارِكَ نَيْكَمِ الْقَلْبَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَعِثْرَتِي -
مَادَّةُ : (ع. ت. ر.), : جيش : صَحْبِج

مُرَادُفُ : أَهْلُ الْاَقْرَابَةِ
يَا حَزَنَ الْيَتَامَا وَالْمَسْكُونِيْنَ : হে [শ্রোতৃমণ্ডলী]!
حَبِذَا (حَبَّ فِعْلُ الْمَدْحِ وَذَا فَاعِلُهُ) : অতি উত্তম এটা।
نَضَارُ وَنَضْرَةُ : مَخْصُوصٌ بِالْمَدْحِ لِحَبِذَا
نَضَارُ : ঝাটি সোনা।
مَادَّةُ : (ন-স-র), : جيش : صَحْبِج, مُرَادُفُ : دَقَبَ
نَضْرَةُ : ঔজ্জ্বল্য।
(ন-স-ক), : نَضْرَةُ : সজীব হওয়া, ঔজ্জ্বল হওয়া।
تَنْضِيرًا : সজীব/ ঔজ্জ্বল করা।
فِي الْحَدِيثِ : نَضَرَ اللَّهُ إِمْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي -
مَادَّةُ : (ন-স-র), : جيش : صَحْبِج
مُرَادُفُ : الْبَهْجَةُ

www.eelm.weebly.com

أَنفَذَهُ حَتَّى صَفَّتْ مَسَرَّتَهُ
وَحَقَّ مَوْلَى أَبَدَعْتَهُ فُطْرَتَهُ
لَوْلَا التَّقَى لَقَلَّتْ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ
ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ، بَعْدَ مَا أَنشَدَهُ، وَقَالَ : أَنَجَزَ
حُرْمًا وَعَدًا، وَسَخَّ خَالَ إِذَا رَعَدَ . فَتَبَيَّنَتْ
الدِّينَارُ إِلَيْهِ، وَقَلَّتْ : حَذَّهِ غَيْرَ مَا سَوَى
عَلَيْهِ ، فَوَضَعَهُ فِي فِيهِ ، وَقَالَ : بَارَكَ
اللَّهُ فِيهِ .

অনুবাদ : তাকে এই স্বর্ণমুদ্রা পরিগ্রহণ দিয়েছে : ফলে তার আনন্দ নির্মল হয়েছে। সেই প্রভুর শপথ সৃজনশীলতা তাকে অভিনব রূপ দান করেছে, ফলে আল্লাহীভীতি না থাকত তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম, তার [অর্থাৎ, স্বর্ণ মুদ্রার] শক্তিরই মহান।

অতঃপর সে উক্ত কবিতা আবৃত্তি করার পর তার হাত সম্প্রসারিত করল এবং বলল, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যা ওয়াদা করে তা পূর্ণ করে এবং মেঘ যখন গর্জন করে তখন বৃষ্টি বর্ষণ করে। তখন আমি স্বর্ণমুদ্রাটি তার দিকে ছুঁড়ে দিলাম এবং বললাম, তুমি অনাক্ষিপ্তরূপে তা গ্রহণ কর। সুতরাং সে স্বর্ণমুদ্রাটি তার মুখের ভিতর রাখল এবং বলল, আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও।

শাব্দিক অনুবাদ : أَنفَذَ তাকে [এই স্বর্ণমুদ্রা] পরিগ্রহণ দিয়েছে : فَتَبَيَّنَتْ ফলে নির্মল হয়েছে : مَسَرَّتَهُ তার আনন্দ : حَقَّ সেই প্রভুর শপথ : أَبَدَعْتَهُ তাকে অভিনব রূপ দান করেছেন : فُطْرَتَهُ তার সৃজনশীলতা : لَوْلَا التَّقَى যদি আল্লাহ ভীতি না থাকত : لَقَلَّتْ তবে আমি নিশ্চয়ই বলতাম : جَلَّتْ মহান হয়েছে : قُدْرَتُهُ তার শক্তি : ثُمَّ بَسَطَ অতঃপর সম্প্রসারিত করল : يَدَهُ তার হাত : أَنشَدَهُ কবিতা আবৃত্তি করার পর : وَقَالَ এবং বলল : أَنَجَزَ পূর্ণ করে : حُرْمًا সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি : وَعَدًا যা ওয়াদা করে : وَسَخَّ বর্ষণ করে : خَالَ إِذَا رَعَدَ মেঘ যখন গর্জন করে : فَتَبَيَّنَتْ তখন আমি ছুঁড়ে দিলাম : الدِّينَارُ স্বর্ণমুদ্রাটি : إِلَيْهِ তার দিকে : وَقَلَّتْ এবং বললাম : حَذَّهِ তুমি তা গ্রহণ কর : سَوَى অনাক্ষিপ্তরূপে : فَوَضَعَهُ সুতরাং সে স্বর্ণমুদ্রাটি রাখল : فِي فِيهِ তার মুখের ভিতর : وَقَالَ এবং বলল : بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ হে আল্লাহ! তুমি এতে বরকত দাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

অনুবাদ দিয়েছে : أَنفَذَ :
(إِنْفَعَالَ) إِنْفَذَا، (ن) نَفَذَا :
(س) نَفَذَا :
নিষ্কৃতি দেওয়া, মুক্তি লাভ করা :
فِي الْقُرْآنِ : فَانْفَذَكُمْ مِنْهَا .

مَادَّ : (ن.ق.ذ) , جنس : صَحِیح
مَرَادُف : أَنْجَى/أَخْلَصَ , جنس : أَسْر
صَفَّتْ :
পরিষ্কার হয়েছে, নির্মল হয়েছে।

(ن) صَفَا :
(مُفَاعَلَةً) مَصَانَةً، (تَفَاعُلًا) تَصَانِبًا :
বৃদ্ধি হওয়া, পরিষ্কার হওয়া, নির্মল হওয়া।
আন্তরিকভাবে :
ভালোবাসা, অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসা।

مَادَّ : (ص.ف.و) , جنس : نَاقِصٌ رَاوٍ
مَرَادُف : خَلَسَتْ/جَلَّتْ , جنس : كَذَرَتْ
مَسَرَّةٌ (ن) مَسَرَّ :
আনন্দ দেওয়া, মুগ্ধ করা।

مَسَرَّةٌ :
আনন্দ, ক্ষুধা :
الْقُرْآنُ : تَسَرُّ التَّظَاهِيرِ
মাদে : (س.و.ر) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : فَوَّحَ , جنس : حَزَنَ
حَقَّ : (ج) مَقَرَّقٌ , সভ্য :
(ن.ض.ع) حَقًّا :
সঠিক প্রাণ্য, অধিকার, সভ্য।

(النَّشَاءُ) اِنْفَعَا :
سَبَا , অপরিহার্য হওয়া :
فِي الْقُرْآنِ : اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُسْتَرِينَ .
مَادَّ : (ح.ق.ق) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مَرَادُف : اِسْتَعْقَانًا .

مَوْلَى :
প্রভু, মালিক, মুনিব, স্বাধীন, কৃতদান।
فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ يَأْتِي اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ .

مَادَّ : (و.ل.ي) , جنس : لَفِيفٌ مَقْرُوفِي
مَرَادُف : اَلْمَالِكُ/الرَّبُّ/الرَّؤُفُ , جنس : عَبْدٌ/عَلَامٌ
وَحَقَّ مَوْلَى :
মালিকের হকের কসম।

أَبَدَعَتْ :
অভিনব রূপ দান করেছে।
(إِنْفَعَالَ) إِنْفَعَا :
অভিনব রূপ দান করা। অনুসার রূপে সৃষ্টি করা।
فُطْرَتُهُ :
সৃজনশীলতা, সৃষ্টি-সৃজন।

(ন.ض) فطَّرَ : উদ্ভাবন করা, সৃষ্টি করা, সূচনা করা।

مَرَادُف : اَلْخِلْفَةُ .

اَلتَّقَى : ভীতি।

اَلتَّقَى (ض) مصد : ভয় করা।

(اِتِّعَالَ) اِتَّقَا : পরহেজগার হওয়া, ভয় করা।
فِي الْقُرْآن : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ .

مَادَّة : (অ.ব.ই.) , جنس : লৈঙ্গিক মর্যাদা।

مَرَادُف : اَلْخَوْفُ/اَلتَّقِيَةُ , ضد : اَلْجُرْأَةُ/اَلْأَمْنُ

جَلَّتْ : মহৎ বা মহান হয়েছে।

(اِنْعَمَالَ) اِجْلَلَا : সম্মান করা।

(ض) جَلَلَا : মহৎ বা মহান হওয়া।

مَادَّة : (জ.ল.ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي , مَرَادُف : عَطَّتْ

قُدْرَةُ : শক্তি, সামর্থ্য।

قُدْرَةُ (ض) مصد : শক্তি-সামর্থ্য রাখা।

(اِنْعَمَالَ) تَنَدَّرَا : নির্ধারণ করা।

فِي الْقُرْآن : أَوْ لَيْسَ اللَّهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ

مَادَّة : (অ.ব.ই.) , جنس : صَحِيح

مَرَادُف : اِسْتِطَاعَةُ , ضد : عَجَزَ

بَسَّطَ : সম্প্রসারিত করল।

(ن) بَسَّطَا : সম্প্রসারিত করা।

(اِنْعَمَالَ) اِسْطَاطَا , (تَفَعُّل) تَبَسَّطَا : প্রসারিত হওয়া, অকণ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآن : اَللَّهُ يَغِيضُ وَيَنْسُطُ .

مَادَّة : (ব.ই.স.প.) , جنس : صَحِيح

مَرَادُف : قَضَى , ضد : قَضَى

يَذ : (জ.আই.) , (جمع) آيَات : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

بَعْدَ مَا تَشَاءُ : উক্ত কবিতা আবৃত্তি করার পর।

اُنْجَزَا : ওয়াদা পূর্ণ করল [করে]।

(اِنْعَمَالَ) اِنْجَازَا : প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, ওয়াদা পূরণ করা।

(ن) نَجَزَا : প্রয়োজন মিটানো।

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ : حَلَاةَ الْفَضْلِ يَوْمَ تَنْجِزُ لَأَخِيرَ

فِي الْقُرْآن كَتَبَ يَنْهَز

مَادَّة : (ন.জ.জ.) , جنس : صَحِيح

مَرَادُف : اَوْتَى , ضد : اَخْلَفَ

خَرَّ : (জ.অ.র.) , ضد : اَوْتَى

وَعَدَ : ওয়াদা করল [করে]।

(ض) وَعَدَا , وَعَدَا : ওয়াদা করা।

(اِنْعَمَالَ) اِنْعَمَادَا : ধমক দেওয়া, প্রতিশ্রুতি দেওয়া।

فِي الْقُرْآن : وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا يَسْمَعُونَ فِي الْأَرْضِ

سَمِعَ : বর্ণন করল [-করে]।

(ن) سَمِعَا , سَمِعُوا : প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত হওয়া।

(تَفَعُّل) تَسَمَّعَا : অবিরামভাবে বর্ণিত হওয়া।

فِي الْعَدِيث : يَمِينُ اللَّهِ لَا يَفِيضُهَا سَمَاءٌ لَّيْلٌ وَالنَّهَارُ .

مَادَّة : (স.জ.প.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : قَطَطَ/أَطَطَ

خَالَ : (জ.খ.ল.) , مَعَا : মেঘ।

(س) خَبَلَا , خَبَلَةً , خَبَلَان : ধারণা করা।

مَادَّة : (অ.ই.ল.) , جنس : اَجَوَفٌ يَأْتِي , مَرَادُف : سَحَابٌ

رَعَدَ : গর্জন করল [করে]।

(ن) رَعَا , رَعَدَا : গর্জন করা, ডাকা, ধমক দেওয়া।

(اِنْعَمَالَ) اِرْعَادَا : প্রকৃতি হওয়া/-করা।

فِي الْقُرْآن : فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعَدٌ

مَادَّة : (অ.ই.ল.) , جنس : صَحِيح , مَرَادُف : صَوَقَ

تَبَدَّدَ : নিক্ষেপ করলাম, ছুড়ে দিলাম।

(ض) تَبَدَّدَا : নিক্ষেপ করা, ছুড়ে মারা।

(اِنْعَمَالَ) تَبَادُّدَا : শক্রতাবলত পৃথক হওয়া।

فِي الْعَدِيث : فَتَبَدَّدَ خَاتَمَةُ النَّاسِ خَوَاتِمَهُمْ .

مَادَّة : (অ.ব.ই.) , جنس : صَحِيح

مَرَادُف : رَوَيْتَ/طَرَقَتْ/أَلْقَيْتَ

أَلْقَيْنَا : বর্ণমুদ্রা।

خَذ : তুমি গ্রহণ কর।

(ن) أَخَذَا : গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآن : خَذَ الْعَقُورُ أَمْرًا بِالْعُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْعَامِلِينَ .

مَادَّة : (অ.জ.ড.) , جنس : مَهْمُوزٌ قَامٌ , مَرَادُف : تَسَلَّكَ

عَجِرَ مَا سَوَى عَلَيْهِ : অনাক্ষিপ্তরূপে।

أَسَفَا (س) : আক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآن : فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَانَ أََسَفَا .

مَادَّة : (অ.স.ব.) , جنس : مَهْمُوزٌ قَامٌ

مَرَادُف : مَحْزُورٌ عَلَيْهِ/مَحْزُورٌ

وَضَعَ : সে রাখল।

(ف) وَضَعَا : রাখা।

مَرَادُف : أَلْقَى

فِي قِيَمَةِ : তার মুখের মধ্যে।

فِي الْقُرْآن : الْيَوْمَ تَغْنِمُ عَلَى أَعْوَاهِمُ

مَادَّة : (অ.ব.ই.) , جنس : اَجَوَفٌ وَأَوَى , مَرَادُف : قَمَ

بَارَكَ : তুমি বরকত দাও।

(اِنْعَمَالَ) مَبَارَكَةٌ : বরকত দেওয়া।

اَللَّهُمَّ : হে আল্লাহ।

ثُمَّ شَرَّ لِلْأَيْثِنَاءِ، بَعْدَ تَرْفِيَةِ النَّاءِ،
فَنَشَأَتْ لِي مِنْ فُكَاهِيهِ نَشْوَ غَرَامٍ،
سَهَلَتْ عَلَى إِيْتِنَافِ اغْتِرَامٍ، فَجَرَدَتْ لَهُ
دِينَارًا آخَرَ، وَقُلْتُ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي أَنْ
تَذُمَّهُ، ثُمَّ تَضُمَّهُ؟ فَأَنْشَدَ مُرْتَجِلًا، وَشَدَا
عَجَلًا: الْأَشْعَارُ:

تَبَّالَهُ مِنْ خَادِعٍ مَآذِي

أَصْفَرَ ذِي وَجْهَيْنِ كَالْمَنَافِقِ

অনুবাদ : অতঃপর সে পূর্ণ প্রশংসা করে প্রত্যাবর্তনঃ
জন্য প্রস্তুত হলো। কিন্তু [ততক্ষণে] তার রসিকতাঃ
কারণে আমার মধ্যে [তার প্রতি] এমন ভালোবাসার ঘোর
সৃষ্টি হয়ে গেল, যা আমার জন্য নতুন করে দগ্ধস্ত হওয়া
সহজ করে দিল। সুতরাং আমি তার জন্য আর একটি
স্বর্ণমুদ্রা বের করলাম এবং তাকে বললাম, তোমার কি
এতে আগ্রহ আছে যে, তুমি এ স্বর্ণমুদ্রাটির কুৎসা বর্ণনা
করবে, অতঃপর তুমি এটিও নিয়ে নেবে? তখন সে
প্রত্যাৎপন্নমতিত্বের সাথে আবৃত্তি করল এবং দ্রুত গেয়ে
উঠল : [কবিতার অনুবাদ]-ধ্বংস হোক সেই প্রতারক,
প্রবঞ্চক, মুনাফিকের ন্যায় দু'মুখো হলুদবর্ণ স্বর্ণমুদ্রাটির।

শাব্দিক অনুবাদ : ثُمَّ অতঃপর সে শَرَّ থেকে প্রস্তুত হলো। প্রত্যাবর্তনের জন্য تَرْفِيَةِ النَّاءِ পূর্ণ প্রশংসা করার
পর পَر আমায় সৃষ্টি হয়ে গেল مِنْ فُكَاهِيهِ আমার জন্য সৃষ্টি হয়ে গেল তার রসিকতার কারণে ঘোর, নেশা غَرَامٍ ভালোবাসা
لَهُ সহজ করে দিল عَلَى আমার জন্য إِيْتِنَافِ দগ্ধস্ত হওয়া فَجَرَدَتْ সুতরাং আমি বের করলাম
أَنْ তার জন্য آخَرَ আরেকটি স্বর্ণমুদ্রা এবং তাকে বললাম هَلْ لَكَ فِي তোমার কি এতে আগ্রহ আছে যে, أَنْ
تَذُمَّهُ তুমি এ স্বর্ণ মুদ্রাটির কুৎসা বর্ণনা করবে ثُمَّ অতঃপর তুমি এটিও নিয়ে নিবে فَأَنْشَدَ তখন সে আবৃত্তি করল
وَشَدَا প্রত্যাৎপন্নমতিত্বের সাথে وَشَدَا এবং গেয়ে উঠল عَجَلًا দ্রুত كَبِيتَا ধ্বংস হোক সেই
প্রতারক تَبَّالَهُ مِنْ خَادِعٍ প্রবঞ্চক أَصْفَرَ হলুদ বর্ণ মুদ্রা ذِي وَجْهَيْنِ দু'মুখো كَالْمَنَافِقِ মুনাফিকের ন্যায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

শَرَّ: প্রস্তুত হল।

(تَفْعِيل) تَشْيِيرًا: ক্ষিপ্ত হওয়া। ক্রিপড় উঠানো, হাতা গোছানো, ক্ষিপ্ত হওয়া।

- فِي الْأَمْرِ: তৎপর হওয়া।

- لِلْأَمْرِ: প্রস্তুত হওয়া।

الْأَيْثِنَاءُ (إِنْفَعَالٌ) مَصْدُ: প্রত্যাবর্তন করা, প্রত্যাবর্তন।

فِي الْقُرْآنِ: إِلَّا أَنَّهُمْ يَشْنَوْنَ صُدُورَهُ:

مَادَّةُ: (ث. ن. ي.) جِنْسُ: تَائِيضُ يَائِي

مُرَادُفُ: الرَّجُوعُ

تَوْفِيَّةٌ (تَفْعِيلٌ) مَصْدُ: পূর্ণ করা।

الْفَنَاءُ (ج) أَثْبَيَّةُ: প্রশংসা।

(ض) تَبَّ: تَبَّ: (ض) تَبَّ: তুমি/ ফিরিয়ে দেওয়া। ভাঁজ করা।

- الرَّجُلُ: বিরত রাখা।

(إِنْفَعَالٌ) إِيْتِنَاءُ: প্রশংসা করা।

بِالسَّعْدِ: لَا أَحْصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ.

مُرَادُفُ: الْعَمْدُ/الْمَدْحُ: حَيْدُ: أَلْذَمُّ

نَشَأَتْ: সৃষ্টি হলো, সৃষ্টি হয়ে গেল।

(ن) نَشَأَ: তৈরি হওয়া, সৃষ্টি হওয়া।

(إِنْفَعَالٌ) إِيْتِنَاءُ: রচনা করা।

فِي الْقُرْآنِ: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى

مَادَّةُ: (ن. ش. ه.) جِنْسُ مَهْمُوزِ الْأَلَمِ

مُرَادُفُ: حَدَّثَتْ.

فُكَاهِيَّةٌ: রসিকতা, খোশগল্প।

(س) نَكَبَهَا، فَكَامَتْ: প্রফুল্ল ও রসিক হওয়া।

- مَنَّهُ: বিস্মিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ: فَطَلَعَتْ تَفَكَّهُوْنَ

مَادَّةُ: (ف. ل. ه.) جِنْسُ: صَحِيح

مُرَادُفٌ : مُرَاحٌ، ضِدٌّ : جُدٌّ
 نَشَا : نَشَرَةٌ : نেশা, ঘোর।
 (স) نَشَرَةٌ : (اِفْتِخَالٌ) اِنْشَاءً : নেশাশ্রুত হওয়া।
 (তফেইল) تَنْشِيَةٌ : (تَفَعُّلٌ) تَنْشِيًا : নেশাশ্রুত। হওয়া।
 مَادَّةٌ : (ن. - শ. - و), جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَارِئٌ
 مُرَادُفٌ : سَكَّرٌ
 غَرَامٌ : গ্রেম, ভালোবাসা।
 (স) غَرَمًا، غَرَامَةً - الدِّينُ : কারো ঋণ ইত্যাদি পরিশোধ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : اِنْ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا
 مَادَّةٌ : (ع. - র. - ম), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : عَشَقٌ
 سَهَّلَتْ : সহজ করে দিল।
 (تَفَعُّلٌ) تَسَهَّلًا : সহজ করা।
 (ك) سَهَّلَتْ، سَهْلَةً - الْآخِرُ : সহজ হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : اَللَّهُمَّ سَهِّلْ
 مَادَّةٌ : (স. - হ. - ল), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : يَسَّرَتْ، ضِدٌّ : صَعَّبَتْ
 اِئْتِنَافٌ (اِفْتِخَالٌ) مَصْدُ : নতুন করে করা, সূচনা করা।
 مَادَّةٌ : (أ. - ন. - ف), جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ فَا.
 مُرَادُفٌ : اِسْتِئْنِافٌ/اِبْتِدَاءُ
 اِغْتِرَامٌ (اِفْتِخَالٌ) مَصْدُ : দণ্ডায়ত হওয়া, গম্ভ্যপ্রাপ্ত হওয়া।
 (স) غَرَامَةً : আদায় করা।
 فِي الْقُرْآنِ : اِنَّا لَمَعْرِضُونَ
 مَادَّةٌ : (ع. - র. - ম), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : غَرِمَ، ضِدٌّ : غَنِمَ
 جَرَدَتْ : আমি বের করলাম, পৃথক করলাম।
 (تَفَعُّلٌ) تَجَرَّدًا : পৃথক করা, উনুক্ত করা বিবর্ত করা।
 (تَفَعُّلٌ) تَجَرَّدًا : বিবর্ত হওয়া।
 مَادَّةٌ : (ج. - র. - দ), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : اُخْرَجَتْ، ضِدٌّ : اُدْخِلَتْ
 دِينَارٌ : (ج) دَنَانِيرٌ : স্বর্ণমুদ্রা।
 اُخْرُ : অন্য একটি, আর একটি, অপরটি।
 هَلْ لَكَ (أَيُّ هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ فَيُ...) : তোমার কি এতে আগ্রহ আছে।

تَذَمُّرٌ : তুমি কুৎসা বর্ণনা করবে।
 (ن) ذَمًّا : নিন্দা করা, কুৎসা বর্ণনা করা।
 (تَفَعُّلٌ) تَذَمُّرًا : অধিক নিন্দা ও সমালোচনা করা।
 قَالَ الرَّاهِزُ بْنُ عِمْرَانَ : اِنَّ الْمَوْتَةَ وَالْحِسَابَ كِلَاهُمَا قَرَنًا يَهْدَا الْبَرَّيْهْمَ الْمَذْمُومَ
 مَادَّةٌ : (অ. - ম. - ম), جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : تَعَيَّبَ، ضِدٌّ : تَمَدَّحٌ
 تَضَمُّ : তুমি মিলিত করবে, মিলিয়ে নেবে।
 (ن) ضَمًّا : মিলানো, মিলিত করা।
 (اِفْتِخَالٌ) اِنْضِمًّا : মিলিত হওয়া।
 مَادَّةٌ : (ض. - ম. - ম), جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : تَلَقَّحَ، ضِدٌّ : تَفَرَّقَ
 اُنْتَشَدَ : আবৃত্তি করল।
 (اِفْتِخَالٌ) اِنْشَادًا : আবৃত্তি করা।
 مُرْتَبِلًا (حَال) (فَا، مَذ) : প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সাথে।
 (اِفْتِخَالٌ) اِرْتِبَالًا : উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলা।
 مَادَّةٌ : (র. - জ. - ল), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : بَدِيهًا
 شَدَا : গাইল, গেয়ে উঠল।
 (ن) شَدْرًا : অনুসরণ করা, আবৃত্তি করা, গায়ের।
 (اِفْتِخَالٌ) اِشْدَاءً : সঙ্গীতে পারদর্শী হওয়া।
 مَادَّةٌ : (শ. - ড. - ও), جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَارِئٌ
 مُرَادُفٌ : اُنْتَشَدَ
 عَجِلًا (حَال) (صَد، مَذ) : দ্রুত করে, তড়িঘড়ি করে।
 (س) عَجَلًا، عَجَلَةً : তড়িঘড়ি করা।
 فِي الْقُرْآنِ : اَعْجَلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ
 مَادَّةٌ : (ع. - জ. - ল), جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : سَرِعًا، ضِدٌّ : بَطِيئًا
 (ج) اَلْأَشْعَارُ : (و) شِعْرٌ : কবিতা।
 تَبَّ (مَتَعُولٌ مُطْلَقٌ لِيَقُولَ مَعْدُودِيْ اَيُّ تَبَّ تَبًّا) : ধ্বংস হোক।
 (ن) تَبًّا، تَبَاتًا : ধ্বংস হওয়া, ধ্বংস করা।
 فِي الْقُرْآنِ : تَبَّتْ يَدَايِيْ لِهَيْبٍ وَتَبَّ
 مُرَادُفٌ : هَلَاكَ
 خَادِعٌ (فَا، مَذ) : প্রতারণা।

(ف) خَدَعَا مُعَاذَةً مُخَادَعَةً خَدَاعًا :

ধোকা দেওয়া, প্রতারণা করা।

(إِنْعَالًا) انْخَدَعَا : প্রতারিত হওয়া, ধোকা খাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ -

مَادَّهُ : (খ-দ-ع), جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : مَا كَرَّ

مَصَادِقُ (ف, ذ) : ভেজাল আন্তরিকতা পোষণকারী, প্রবঞ্চক।

(مُعَاذَةً) مَصَادَقَةٌ : কৃত্রিম বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

(ن) مَذَقًا : ভেজাল মেশানো।

جِنْد : مُخْلِصٌ

أَصْفَرُ (صف, مذ) (ج) صَفَرٌ : হলুদবর্ণ।

(تَفْصِيلًا) تَصْفِيرًا - الشَّن : হলুদরঙ করা।

- لِلدَّيَّةِ : শিস দেওয়া।

- الْبَيْتِ : শূন্য করা।

(س) صَفَرًا, صُفُورًا - الْإِتَاء : পাত্র শূন্য হওয়া।

(ض) صَفِيرًا : শিস দেওয়া।

مُرَادُف : دُؤُوفَرَةٌ

ذِي وَجْهَيْنِ : দু'মুখো।

وَجْهٌ : (ج) أَوْجُهُ, وَجْرُهُ, أَوْجُوهُ : চেহারা, মুখ।

فِي الْقُرْآنِ : قَاغِيَسُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ -

مَادَّهُ : (و-জ-ه), جِنْس : مِقَالُ وَأَوَى

مُرَادُف : مَعْبَا -

الْمُتَنَافِقُ (ف, ذ) : মুনাফিক, কপট, তঞ্চক।

(مُعَاذَةً) نَفَاتًا : প্রতারণা করা, মুনাফেকি করা।

(ن, س) نَفَقًا : নিঃশেষ হওয়া, ত্রাস পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ -

مَادَّهُ : (ন-ফ-ق), جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : الْمَتَافِقُ, جِنْد : الْمَوْزِينُ/الْمُخْلِصُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : خَدَعَهُ غَيْرُ مَأْسُوفٍ عَلَيْهِ :

غَيْرُ مَأْسُوفٍ মাসুফ ফায়ের, যুলহাল ফায়ের।

خَدَعَهُ ফেয়েলে আমার মাসুফ ফায়ের, যুলহাল ফায়ের।

فِي الْمِقَالِ : خَدَعَهُ ফেয়েলে আমার মাসুফ ফায়ের, যুলহাল ফায়ের।

ফায়ের, মাসুফেলে বিধি মিলে - جُنْدَةٌ فَعِلِيَّةٌ إِنشَائِيَّةٌ

قَوْلُهُ : فَنَشَأَتْ لِي مِنْ كُفَاهِهِ نَشْوَةٌ غَرَامٌ سَهَّلَتْ عَلَى الْخ :

نَشَأَتْ ফেয়েল ১ম مُتَعَلِّقٌ আর ১ম مُتَعَلِّقٌ

نَشَأَتْ ফেয়েল ১ম مُتَعَلِّقٌ আর ১ম مُتَعَلِّقٌ

نَشَأَتْ ফেয়েল ১ম مُتَعَلِّقٌ আর ১ম مُتَعَلِّقٌ

নিলে মিলে -এর ফায়ের। ফেয়েল ও ফায়ের ও মুতা আন্তরিক

মিলে جُنْدَةٌ فَعِلِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ

قَوْلُهُ : هَلْ لَكَ مِنْ أَنْ تَذُمَّهُ ثُمَّ تَصْنَعُ :

হল লক মিন অন তডমহে ফায়ের হারফে জব

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

হল হারফে জব মাসদার রুগী আর ইস্তিফাহ হারফে

বালাগাত

قَوْلُهُ : فِي فِيهِ :

ফায়ের জেন্স মাসুফ ফায়ের -এর মধ্যে ফায়ের

ফায়ের জেন্স মাসুফ ফায়ের -এর মধ্যে ফায়ের

ফায়ের জেন্স মাসুফ ফায়ের -এর মধ্যে ফায়ের

ফায়ের জেন্স মাসুফ ফায়ের -এর মধ্যে ফায়ের

ফায়ের জেন্স মাসুফ ফায়ের -এর মধ্যে ফায়ের

يَبْدُو بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الْوَامِقِ
زَيْنَةَ مَعْتَرَقٍ، وَلَوْنِ عَاشِقِ
وَحَبَّةَ عِنْدَ ذَوِي الْحَقَائِقِ
يَبْدُو إِلَى إِرْتِكَابِ سَخَطِ الْخَالِقِ
لَوْلَا، لَمْ تَقْطَعْ يَمِينُ سَارِقِ
وَلَا بَدَتْ مَظْلِمَةٌ مِنْ فَايسِقِ
وَلَا أَشْمَزَتْ بِإِخْلٍ مِنْ طَارِقِ
وَلَا شَكَا الْمَظْطُورُ مَظْلَ الْعَانِقِ

অনুবাদ : সে আগ্রহীর দৃষ্টির সামনে প্রেমাম্পদের সাজ-সজ্জা ও প্রেমিকের বর্ণ এ দুটি গুণ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তাত্ত্বিকদের মতে, তার ভালোবাসা সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টিতে লিপ্ত হওয়ার প্রতি আহ্বান করে। যদি স্বর্ণমুদ্রা না থাকত তবে চোরের ডান হাত কাটা যেত না এবং পাপাচারী থেকে অত্যাচার প্রকাশ পেত না। এবং কোনো কৃপণ রাত্রিকালে আগমনকারী অতিথির কারণে বিরক্ত হতো না। আর টালবাহানার শিকার [ঋণদাতা] ব্যক্তি অস্বীকারকারী [ঋণী] ব্যক্তির টালবাহানার অভিযোগ করত না।

শাব্দিক অনুবাদ : يَبْدُو : সে আত্মপ্রকাশ করে। عَيْنِ الْوَامِقِ : আগ্রহীর দৃষ্টির সামনে। زَيْنَةَ : সাজসজ্জা। مَعْتَرَقٍ : প্রেমাম্পদ। وَلَوْنِ : বর্ণ। عَاشِقِ : প্রেমিক। الْحَقَائِقِ : তার ভালোবাসা। يَبْدُو : তাত্ত্বিকদের মতে। الْخَالِقِ : সৃষ্টিকর্তা। سَخَطِ : অসন্তুষ্টি। الْوَامِقِ : সৃষ্টিকর্তা। لَوْلَا : যদি স্বর্ণমুদ্রা না থাকত। يَبْدُو : কাটা। يَمِينُ : ডান হাত। سَارِقِ : চোর। বদত : প্রকাশ। মপ্টم : অত্যাচার। فَايسِقِ : পাপাচারী। থেকে। أَشْمَزَتْ : এবং বিরক্ত হতো। بِإِخْلٍ : কোনো। কৃপণ। طَارِقِ : রাত্রিকালে। আগমনকারী। অতিথির কারণে। شَكَا : আর অভিযোগ করত না। الْمَظْطُورُ : টালবাহানার শিকার। ব্যক্তি। مَظْلَ : টালবাহানা। الْعَانِقِ : অস্বীকারকারী। ব্যক্তি।

শব্দ বিশ্লেষণ

সে আত্মপ্রকাশ করে : يَبْدُو :
(ن) يَبْدُو : আত্মপ্রকাশ করা, প্রকাশ পাওয়া।
(إِعْمَال) إِبْدَاءٌ : প্রকাশ করা।
فِي الْحَدِيثِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْيَمَارِ قَبْلَ بُدُو الصَّلَاحِ .
مَادَّةُ : (ب. د. و) . جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَآوَى
مَرَادُفٌ : يَظْهَرُ
يُوصَفَيْنِ : দুটি গুণ নিয়ে, দুটি গুণসহকারে।
وَصَفٌ : (ج) أَوْصَافٌ : গুণ।
مَادَّةُ : (و. ص. ف) . جِنْسٌ : مِثَالٌ وَآوَى
مَرَادُفٌ : حَصْلَةٌ
عَيْنٌ : (ج) عَيْنٌ . كَعَيْنٌ : চক্ষু, দৃষ্টি।
وَامِقٌ : (ف. م. ذ) : আগ্রহী, আসক্ত।

ভালোবাসা : (ض) وَمَقًا . مَقَّةُ :
(تَفْعَلُ) تَوْمَقًا : বন্ধুত্ব স্থাপন করা।
مَادَّةُ : (و. م. ق) . جِنْسٌ : مِثَالٌ وَآوَى
مَرَادُفٌ : الْعَاشِقُ/الْمُحِبُّ . جِنْدُ : الْمَعْرُوضُ/الْعَدُو
زَيْنَةُ : সাজ-সজ্জা।
مَعْتَرَقٌ : (م. ف. ذ) : প্রেমাম্পদ।
(س) عِشْقًا : ভালোবাসা, প্রেম করা।
قَالَ الْأَخْطَلُ : وَمَعْتَرَقٌ يَرْقَصُ كُلُّ يَوْمٍ
تَرَى وَجْهَهُ أَبَدًا كَلَامًا
مَادَّةُ : (ع. ش. ق) . جِنْسٌ : صَبِيعٌ
مَرَادُفٌ : مَعْتَرَقٌ
لَوْنٌ : (ج) أَلْوَانٌ : রঙ, বর্ণ, প্রকার।
عَاشِقٌ : (ف. م. ذ) : প্রেমিক, আসক্ত।

مُرَادٌ : حَبِيبٌ / وَامِكٌ
 হাব্ব (অ) মদ : ভালোবাসা
 عِنْدَ (ظَرْف) : নিকটে
 ذَوِ الْحَقَائِنِ : তত্ত্বজ্ঞানীগণ, তাত্ত্বিক সম্প্রদায়
 مُرَادٌ : أَعْلَى الْعِلْمِ وَالرُّشْدِ
 (ج) الْحَقَائِقِ : (و) حَقِيقَةٍ : তত্ত্ব, তাৎপর্য
 مَادَّةٌ : (ح. ق. ق.) : جنس : مَصَاعِدٌ ثَلَاثِي
 مُرَادٌ : نَظَرِيَّةٌ / مَعْنَى
 يَدْعُو (ن) دَعْوَى : আহ্বান করে
 ارْتِكَابٌ (اِفْتِعَال) : مَد : লিঙ হওয়া
 (س) رُكُوبٌ : সওয়ার হওয়া, আরোহণ করা
 مَادَّةٌ : (ر. ك. ب.) : جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : اِسْتِعَالَ
 سَخَطٌ : سَخَطٌ (س) : مَد : অসন্তুষ্ট হওয়া
 سَخَطٌ : অসন্তুষ্ট
 فِي الْقُرْآنِ : إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ
 مَادَّةٌ : (س. خ. ط.) : جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : غَضَبٌ : ضِدَّ رِضَاً
 الْخَالِقِ (فَا، مَذ) : সৃষ্টিকর্তা
 (ن) خَلَقًا : সৃষ্টি করা
 فِي الْقُرْآنِ : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 مَادَّة : (خ. ل. ق.) : جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : قَاطِر
 لَوْلَاهُ (أَي الدَّيَارِ) : যদি তা [অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা] না থাকত।
 لَمْ تَقَطِعْ : কাটা যায় নি, [কাটা যেত না]
 (ف) قَطَعًا : অতিক্রম করা, ছিন্ন করা, টুকরা করা
 (تَفْعِيل) تَقَطَّعًا : টুকরা টুকরা করা
 فِي الْقُرْآنِ : السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
 مَادَّة : (ق. ط. ع.) : جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : لَمْ تُقَصَّ

يَمِينٌ : (ج) أَيْمَانٌ : ডান হাত
 فِي الْقُرْآنِ : مِنْ سَبْعِينَ أَيْدِيَهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ
 أَيْدِيهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
 (أ. م. ن.) : جنس : مِثَالٌ يَأْتِي
 سَارِقٌ (فَا، مَذ) (ج) سَرَقَةٌ : চোর
 (أ) سَرَقَةً : চুরি করা
 فِي الْقُرْآنِ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
 مَادَّة : (س. ر. ق.) : جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : لَمْ
 لَا يَنْتَ : (أ) : প্রকাশ পায় নি [পেত না]
 (ن) يُلْكَأُ : প্রকাশ পাওয়া
 مَقَالِمٌ : (ج) : জুলাম, অবিচার, অত্যাচার
 (أ) يُلْكَأُ : জুলাম করা, অন্যায় করা
 فِي الْقُرْآنِ : لَا تَطْلُمُونَ فَيْلًا
 مَادَّة : (ط. ل. م.) : جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : جَوْرٌ : ضِدَّ عَدْلٍ
 فَاسِقٌ (فَا، مَذ) (ج) فَسَقَةٌ : فَاسِقٌ : পাপাচারী
 (أ. ض. س.) : فَيْسِقًا، فُسُوقًا :
 পাপচারী হওয়া, পাপিষ্ট হওয়া, ফাসেক হওয়া
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَصِفُ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
 مَادَّة : (أ. س. ق.) : جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : أَيْمٌ / طَائِلٌ : ضِدَّ مُطِيعٌ / عَادِلٌ
 لَا أَشَارَتْ : (أ) : বিরক্ত হয় নি [হতো না]
 (اِبْتِعَال) اِسْتَمَرَّ : অপছন্দ করা, সম্বোধ বোধ করা, বিরক্ত হওয়া
 (أ) اِسْتَمَرَّ : দূরে সরে
 فِي الْقُرْآنِ : إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 مَادَّة : (أ. م. ن.) : جنس : صَبِيح
 مُرَادٌ : أَنْزَعَ / تَضَاعَى : ضِدَّ اِبْتِهَاجٍ
 بَخِلٌ (فَا، مَذ) (ج) بَخَالٌ : কৃপণ
 (س. ك.) بَخِلًا : কৃপণতা করা, কৃপণ হওয়া

কৃপণ পাওয়া : (إِفْعَالٌ) اِبْعَاثًا

فِي الْقُرْآنِ : الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيُأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ .

মাদ্ধ : (ব-খ-ল) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : شَحِيح , ضِدٌّ : سَخِيءٌ

طَارِقٌ (ফা, মড) (জ) طَرَأٌ , أَطْرَأَ :

রাত্রিকালে আগমনকারী অতিথি।

(ن) طُرُوءًا : রাত্রে আগমন করা।

مَادَّةُ : (ط-র-ق) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : وَارِدٌ (بِالْكَوْنِ) / قَاصِدٌ (بِالْكَوْنِ)

لَا شَكَّ : অভিযোগ করে নি [করত না]

(ن) شَكَايَةً , (إِفْعَالٌ) اِشْتِكَاءٌ : অভিযোগ করা, অসুস্থ হওয়া।

(إِفْعَالٌ) اِشْتِكَاءٌ : অভিযোগ গ্রহণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَخُزْنِي إِلَى اللَّهِ .

مَادَّةُ : (শ-ক-র) , جنس : نَاقِصٌ وَارِدٌ

مُرَادٌ : اِتِّهَامٌ

الْمُعْطُولُ (মড, মড) : যে ব্যক্তি টালবাহানার শিকার।

مَطَّلٌ (ن) مَصْدَرٌ : টালবাহানা করা।

مَطَّلٌ : টালবাহানা।

فِي الْحَدِيثِ : مَطَّلَ الْغَنِيَّ ظُلْمًا .

مَادَّةُ : (ম-ট-ল) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : مُؤَوِّقٌ

الْعَانِقُ (ফা, মড, মড) : অধীকারকারী।

(ن) عَوَّقًا , (إِفْعَالٌ) اِعْوَاثًا , (تَفْعِيلٌ) تَعْوِيقًا :

বিরত রাখা, অধীকার করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَدْ عَلِمَ اللَّهُ الْمُعَاقِبِينَ .

مَادَّةُ : (ع-ও-ق) , جنس : أَجَوْتُ وَارِدٌ

مُرَادٌ : الْمُنْكَرُ / الْخَائِضُ , ضِدٌّ : الْمَقَرُّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : يَبْدُو بِوَضْعَيْنِ لِعَيْنِ الْوَامِقِ الْخ :

মুজিব যার দু'আল্‌হাল হচ্ছে সিম্বল ফেয়েল যিব্দু এখানে

জার লৈয়ন আল্‌ওয়ামিক সফিন মুবদালে মিনহ

যিন্তে যিব্দু ফেয়েলের সাথে মুতা'আল্লিক মুতা'আল্লিক মিলে

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু যিব্দু

وَلَا أَسْتَعِيدُ مِنْ حَسَوْدٍ رَاشِقٍ
وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ
أَنْ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضَائِقِ
إِلَّا إِذَا قَرَّ فِرَارَ الْأَيْنِ
وَأَمَّا لِمَنْ يَبْذُلُهُ مِنْ حَالِي
وَمَنْ إِذَا نَجَاهُ نَجْوَى الْوَامِقِ
قَالَ لَهُ قَوْلَ الْمَحِقِّ الصَّادِقِ
لَا رَأَى فِى وَصْلِكَ لِي فَفَارِقِ

অনুবাদ : এবং অশুভ দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপকারী হিংস্র
থেকে আশ্রয় কামনা করা হতো না এবং তার মধ্যে
যতগুলো স্বভাবজাত অভ্যাস রয়েছে তন্মধ্যে সর্বশেষ
গুণ এই যে, সে কষ্টের সময় [অথবা ধলিতে বসে
অবস্থায়] তোমার কোনো উপকারে আসে না। হ্যাঁ, [হিংস্র
উপকারে আসে] যখন সে পলায়নকারী ভৃত্যের মতো
পলায়ন করে। ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে, যে তাকে [হিংস্র
স্বর্ণমুদ্রাকে] সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ
ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে, যে তার সাথে একান্ত আত্মিক
বন্ধুর মতো যখন গোপন আলোচনা করে, তখন তার
সত্যনিষ্ঠ ও সত্যবাদীর মতো বলে দেয় যে, তেমনি
সাথে মিলনের ব্যাপারে আমার কোনো ইচ্ছা নেই
সুতরাং তুমি পৃথক হয়ে যাও।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَا أَسْتَعِيدُ مِنْ حَسَوْدٍ হিংস্র দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপকারী
আশ্রয় কামনা করা হয় নি [হতো না] : لَا أَسْتَعِيدُ (মজ) :
[إِسْتِعَاذَةً] আশ্রয় কামনা করা/চাওয়া।
وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ : এবে/হ্যাঁ : إِذَا যখন সে পলায়ন করে
আসে না : لَيْسَ তোমার : فِي الْمَضَائِقِ কষ্টের সময় : قَرَّ
ভৃত্যের মতো : لِمَنْ ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে : يَبْذُلُهُ
যে তাকে নিক্ষেপ করে : مِنْ حَالِي সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে :
ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে : إِذَا যখন গোপন আলোচনা করে :
نَجْوَى الْوَامِقِ একান্ত আত্মিক বন্ধুর মতো : قَالَ
তখন : لَهُ তাকে : قَوْلَ الْمَحِقِّ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কথা :
الصَّادِقِ সত্যবাদীর : لَا রায় : رَأَى কোনো ইচ্ছা
নেই : فِى وَصْلِكَ তোমার সাথে : لِي মিলনের :
فَفَارِقِ আমার : بِمَا উপকারে আসে না :
সুতরাং তুমি পৃথক হয়ে যাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

আশ্রয় কামনা করা হয় নি [হতো না] : لَا أَسْتَعِيدُ (মজ) :
[إِسْتِعَاذَةً] আশ্রয় কামনা করা/চাওয়া।
وَشَرُّ مَا فِيهِ مِنَ الْخَلَائِقِ : এবে/হ্যাঁ : إِذَا যখন সে পলায়ন করে
আসে না : لَيْسَ তোমার : فِي الْمَضَائِقِ কষ্টের সময় : قَرَّ
ভৃত্যের মতো : لِمَنْ ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে : يَبْذُلُهُ
যে তাকে নিক্ষেপ করে : مِنْ حَالِي সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ থেকে :
ধন্যবাদ সেই ব্যক্তিকে : إِذَا যখন গোপন আলোচনা করে :
نَجْوَى الْوَامِقِ একান্ত আত্মিক বন্ধুর মতো : قَالَ
তখন : لَهُ তাকে : قَوْلَ الْمَحِقِّ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কথা :
الصَّادِقِ সত্যবাদীর : لَا রায় : رَأَى কোনো ইচ্ছা
নেই : فِى وَصْلِكَ তোমার সাথে : লি মিলনের :
ফফারিক আমার : بِمَا উপকারে আসে না :
সুতরাং তুমি পৃথক হয়ে যাও।

উপকার করা : [إِعْثَاءً] :
مُرَادٌ : يَنْفَعُ , ضِدُّ : يَضُرُّ
[أَجْ] الْمَضَائِقِ : (و) مَضِيقٌ : কষ্ট, সংকট অথবা সংকীর্ণস্থান, ধলি।
بِى الْقُرْآنِ : وَلَا يَكُنْ فِى ضَيْقٍ وَمَا يَمْكُرُونَ -
مَادَّةُ : (ض. য. - ق.) , جِنْسُ : أَجْوَدُ يَأْتِي
مُرَادٌ : عِشْرَةٌ/عِشْدٌ , ضِدُّ : رَخَاءٌ/سَعَةٌ
পলায়ন করল [কারে] :
فِرَارٌ :
পলায়ন করা : (ض. ম. - ص.) :
[إِعْثَاءً] إِنْوَارًا : ছেদন করা :
بِى الْقُرْآنِ : يَوْمَ يُفْرَأُ التَّوْرَةُ مِنْ أَجْلِهِ وَأَمَّا وَصَاحِبُهُ وَيَتِيمُ
مَادَّةُ : (অ. - ر. - ر.) , جِنْسُ : مَضَاعِفٌ ثَلَاثِي
مُرَادٌ : أَيْنَ/عَرَبٌ
[أَيْنَ] : (ض. - ف.) : (ج) : أَيْنَ , أَيْنَ : পলায়নকারী [ভৃত্য]।

فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَغْزَرَ وَبَلَكَ ! فَقَالَ :
وَالشَّرْطُ أَمْلَكَ ، فَتَفَحَّحَتْ بِالْيَدَيْنَارِ
الثَّانِي ، وَقُلْتُ لَهُ : عَوِذُهُمَا بِالْمَثَانِي ،
فَالْقَاءُ فَيَ قَيْمِهِ ، وَقَرْنَهُ بِتَوَامِهِ ، وَأَنْكَفَأَ
يَحْمَدُ مَعْدَاهُ ، وَيَمْدَحُ النَّادِي وَنَدَاهُ . قَالَ
الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَنَاجَانِي قَلْبِي بِأَنَّهُ
أَبُو زَيْدٍ ، وَأَنْ تَعَارِجَهُ لَكَيْدٍ ، فَاسْتَعَدْتُه .
وَقُلْتُ لَهُ : قَدْ عَرَفْتَ يَوْشِيكَ ، فَاسْتَقِمْ
فِي مَشِيكَ ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتُ إِبْنَ هَمَّامٍ ،
فَعَيَّيْتُ بِإِكْرَامٍ وَحَيَّيْتُ بَيْنَ كِرَامٍ .

অনুবাদ : অতঃপর আমি তাকে বললাম, কতই না অধিক তোমার প্রবল বর্ষণ! তখন সে বলল (কৃত) শর্ত অধিক পূরণযোগ্য। অতঃপর আমি দ্বিতীয় স্বর্ণমুদ্রাটি দিয়ে দিলাম এবং তাকে বললাম, তুমি উভয় স্বর্ণমুদ্রা সূর্য্যে ফাতিহা দ্বারা সংরক্ষণ কর [অর্থাৎ আল্লাহমদুলিল্লাহ পড়]। তখন সে উক্ত স্বর্ণমুদ্রাটি তার মুখের ভেতরে রাখল এবং তাকে তার জমজের সাথে মিলিয়ে রাখল এবং সে তার প্রভাতে উপনীত হওয়ার প্রশংসা করে এবং মজলিস ও দানের গুণকীর্তন করে ফিরে গেল। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, আমার অন্তর আমাকে চুপিসারে বলল, নিশ্চয়ই সে আবু যায়দ; এবং তার ষোড়াপনা অবশ্যই কৌশল মাত্র। তখন আমি তাকে ফিরতে অনুরোধ করলাম এবং তাকে বললাম, তোমার চমকপ্রদ কথাবার্তার মাধ্যমে তোমার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে গেছে; সুতরাং তুমি সোজা হয়ে হাঁট। অতঃপর সে বলল, তুমি যদি ইবনে হাম্মাম হও তবে তোমাকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ এবং তুমি সম্ভ্রান্ত লোক মাঝে দীর্ঘজীবী হও।

শাব্দিক অনুবাদ : অতঃপর আমি তাকে বললাম مَا أَغْزَرَ কতইনা অধিক وَبَلَكَ তোমার প্রবল বর্ষণ فَقُلْتُ তখন সে বলল وَالشَّرْطُ শর্ত অধিক أَفْكَرَ অধিক পূরণযোগ্য অতঃপর আমি তাকে দিয়ে দিলাম الثَّانِي দ্বিতীয় স্বর্ণমুদ্রাটি এবং তাকে বললাম عَوِذُهُمَا তুমি উভয় স্বর্ণমুদ্রা সংরক্ষণ কর بِالْمَثَانِي সূর্য্যে ফাতেহা দ্বারা তখন সে স্বর্ণমুদ্রাটি রাখল قَيْمِهِ তার মুখে وَقَرْنَهُ এবং তাকে মিলিয়ে রাখল بِتَوَامِهِ তার জমজের সাথে وَأَنْكَفَأَ এবং ফিরে গেল يَحْمَدُ সে প্রশংসা করে مَعْدَاهُ তার প্রভাতে উপনীত হওয়া وَنَدَاهُ এবং গুণকীর্তন করে النَّادِي মজলিস ও তার দান قَالَ তার দান হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَالْقَاءُ আমাকে চুপিসারে বলল قَلْبِي আমার অন্তর بِأَنَّهُ নিশ্চয়ই সে أَبُو زَيْدٍ আবু যায়দ وَأَنْ تَعَارِجَهُ লকৈদ আমি তার ষোড়াপনা لَكَيْدٍ অবশ্যই কৌশলমাত্র فَاسْتَعَدْتُه আমি তাকে ফিরতে অনুরোধ করলাম وَقُلْتُ এবং তাকে বললাম قَدْ عَرَفْتَ তোমার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে গেছে يَوْشِيكَ তোমার চমকপ্রদ কথাবার্তার মাধ্যমে فَاسْتَقِمْ সুতরাং তুমি সোজা হয়ে হাঁট অতঃপর সে বলল إِنْ كُنْتُ যদি তুমি হও إِبْنَ هَمَّامٍ ইবনে হাম্মাম فَعَيَّيْتُ তবে তোমাকে ধন্যবাদ بِإِكْرَامٍ সশ্রদ্ধ এবং وَحَيَّيْتُ তুমি দীর্ঘজীবী হও بَيْنَ ক্রাম সম্ভ্রান্ত লোকদের মাঝে।

শব্দ বিশ্লেষণ

কতই না অধিক : مَا أَغْزَرَ (فِعْلُ التَّعَجُّبِ) :
(ক) غَزَرَ : غَزَارَةً : প্রচুর হওয়া, অধিক হওয়া।
مَادَهُ : (ع. ز. ر.) : جَس : صحيح
مَرَادِي : مَا أَفْكَرَ : جَس : مَا أَفْكَرَ :
وَبَلَكَ : প্রবল বৃষ্টি, প্রবল বর্ষণ।
الشَّرْطُ : (ج) شُرُوط : শর্ত।
الشَّرْطُ : (ج) أَشْرَاطُ : নীচ, তুচ্ছ।

আলামত, নিদর্শন : (ج) أَشْرَاطُ :
(ن. ض) شُرُطًا : (افْتَعَالًا) اشْتَرِطًا : শর্তারোপ করা।
فِي الْعَدِيثِ : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشُرْطٍ .
مَادَهُ : (ق. ز. ر. ط) : جَس : صحيح
أَمْلَكَ (اسْمُ تَفْخِيلٍ مَذ) : جَس : صحيح
(ض) مَلَكَ : مَلَكَ : مَلَكَ : মালিক হওয়া। নিয়ন্ত্রক হওয়া।
مَرَادِي : أَحَقُّ / أَلَزَمُ

আমি দিয়ে দিলাম : **فَعَحَّتْ** :
 দান করা : **نَعَمًا - يَكْذِبُ** :
 প্রবাহিত হওয়া : **الرَّيْحُ** -
 ভ্রাণ ছড়িয়ে পড়া : **الطَّيْبُ** -
مَادَهُ : (ন-ফ-হ) , **جَنَسَ** : **صَحِيحٌ**
مَرَادٌ : **أَعْطَيْتُ** -
 বর্ণমুদ্রা : **الدِّينَارُ** : (জ) **دَانِيرٌ** :
 দ্বিতীয় : **الثَّانِي** (ফা, মড) :
 দ্বিতীয় হওয়া : **ثَنِيًا** : (ض)
 তুমি সংরক্ষণ কর : **عَوَّدُ** :
 রক্ষা করা : **تَعَوَّدَ** :
فِي الْقُرْآنِ : **أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ**
 মাদে : (এ-ও-ডা) , **جَنَسَ** : **أَجَوَزَ** **وَإِي**
مَرَادٌ : **أَعِذْ** :
 সূরা ফাতিহা : **مُنَى** : (و)
 সূরা ফাতিহার একটি নাম : **سُورَةُ مَكِّيٍّ** একবার,
 আবার মদীনায় একবার অর্থাৎ দু'বার নাযিল হওয়ার কারণে
 অথবা নামাজে বারবার পঠিত হওয়ার কারণে **مُنَى** বলা হয়।
 সে ফেলে দিল [রাখল] : **أَلْقَى** :
 ফেলে দেওয়া, নিক্ষেপ করা : **إِلْقَاءٌ** :
 সাক্ষাৎ করা : **لِقَاءٌ** :
فِي الْقُرْآنِ : **وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ** -
 মাদে : (ল-য-ই) , **جَنَسَ** : **تَايَضَ** **يَانِي**
مَرَادٌ : **طَرَحَ** :
قَمَ : (জ) **أَنَاهَ** , **أَفْسَامَ** :
 মুখ, মুখগব্বর।
 সে মিলিয়ে রাখল : **قَرَنَ** :
 মিলানো : **قَرَنًا** : (ض)
 মিলিত হওয়া : **إِضْمَالٌ** :
فِي الْقُرْآنِ : **وَمَا كُنَّا لَهُ مُفْرِقِينَ**
 মাদে : (ফ-র-ন) , **جَنَسَ** : **صَحِيحٌ**
مَرَادٌ : **وَصَلَ** , **جَنَدَ** : **تَارَقَ**
تَوَامٌ : (জ) **تَوَامٌ** , **تَوَامٌ** :
 জমজ জন হওয়া : **مُتَعَمِّدٌ** : **أَخَاهُ** :
 ইনক্কা : **إِنْكَفَأَ** :
 সে ফিরে গেল।
 ফিরে যাওয়া, পরাজিত হওয়া : **إِنْكَفَأَ** :

(ফ) **كَفَأَ** : ফিরে যাওয়া।
 - **الرَّجُلُ** : বিতাড়িত করা।
مَادَهُ : (ক-ফ-হ) , **جَنَسَ** : **سَهْوَزَ** **لَمْ**
مَرَادٌ : **رَجَعَ**
يَحْمَدُ : ... সে প্রশংসা করে
 প্রশংসা করা : **حَمَدًا** : (স)
 প্রভাতে উপনীত হওয়া : **مَعْدَى** (মصدرمبى) :
 প্রভাতে আগমন করা।
تَعَمَّلَ **تَعَدَّى** : সকালের খাবার খাওয়া।
فِي الْحَدِيثِ : **تَعَدَّى خِمَاصًا وَتَرَوَّحَ بِطَانًا**
مَادَهُ : (এ-ও-হ) , **جَنَسَ** : **تَايَضَ** **وَإِي**
مَرَادٌ : **يَكْرَهُ** , **جَنَدَ** : **عَشِيَّةً**
يَعْمَدُ : ... গুণকীর্তন করে
 গুণকীর্তন করা : **مَدَحًا** : (ن)
الْأَدْوَى (ফা, মড) : (জ) **أَدْبَى** , **تَرَادُ** : **أُنْدَاهُ** :
 মজলিস, সভা।
 সমবেত হওয়া। মজলিসে উপস্থিত হওয়া : **تَلَوُ** : **أَلْفَرَمَ** : (ن)
أَلْفَرَمَ : মজলিসে একত্র করা।
 দান করা। পৃথক হওয়া : **الرَّجُلُ** :
تَدَى : দান-দাক্ষিণ্য, বখশিশ।
 সিত হওয়া : **تَدَى** , **نَدَاوَةً** - **الْقَنَى** : (س)
تَأَجَّى : চুপসারে বলল।
مُفَاعَلَةً **مُتَاجَةً** : চুপে চুপে কথা বলা।
قَلْبَ : (জ) **قُلُوبَ** : অন্তর, হৃদয়।
تَعَارَجَ : বোড়াপনা।
تَعَارَجَ **مُتَعَارَجٌ** **مَصَد** : বোড়ামির তান করা, ঝুড়িয়ে চলা।
 চড়া, আরোহণ করা : **عُرُوجًا** : (ن-ض)
فِي الْقُرْآنِ : **لَيْسَ عَلَى الْأَعْيُنِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ** -
 মাদে : (এ-র-হ) , **جَنَسَ** : **صَحِيحٌ**
مَرَادٌ : **قَزَلَ** **مُتَكَلِّفًا** :
كَيْدٌ : কৌশল, ষড়যন্ত্র, দুর্ভিতসন্ধি।
 ষড়যন্ত্র/ কৌশল অবলম্বন করা : **كَيْدًا** : (ض)
فِي الْقُرْآنِ : **أَنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا** -
مَادَهُ : (ক-য-ই) , **جَنَسَ** : **أَجَوَزَ** **يَانِي**
مَرَادٌ : **مَكْرٌ** **أَجِبَالٌ** , **جَنَدَ** : **صَلَحَ**

إِسْتَعَدَّتْ : আমি ফিরতে অনুরোধ করলাম।

إِسْتَعَادَ (إِسْتَعَادَ) : ফিরে আসতে চাওয়া।

(ن) عَوَدًا : ফিরে আসা।

إِنْعَادٌ (إِنْعَادٌ) : ফিরিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : هَرَّ اللَّيْلِ بَيَدَ الْخَلْقِ ثُمَّ يَعْبُدَهُ .

مَادَهُ : (ع. و. د.) , جَس : أَجَوَفَ وَأَوَى

مُرَادٌ : اسْتَرْجَعْتُ

(فَدَّ عَرَفْتُ (مَج) : তুমি পরিচিত হয়ে গেছে, তোমার পরিচয়।

প্রকাশিত হয়ে গেছে।

(ض) عَرَفَ , عَرَفَانًا , مَعْرِفَةً : চেনা। জানা।

وَشَى : (কাপড়ের উপর কৃত কারুকার্য [এখানে-চমকপ্রদ কথাবার্তা])

(ض) وَشَى , وَشَى - الثَّوب : কারুকার্য করা।

(تَفَعُّل) تَوَشَّى - الْكَلَام : মিথ্যা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : سَلَّمَهُ لَا شَيْءَ فِيهَا :

مَادَهُ : (و. শ. য.) , جَس : لَفَيْتَ مَقْرُونٌ

مُرَادٌ : تَوَشَّى / زُخْرَفَ

تُحْمِ سَاجَا হও।

إِسْتَعَادَ (إِسْتَعَادَ) : সোজা হওয়া, স্থির হওয়া।

(ن) قَبَّأ : দণ্ডায়মান হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اسْتَعْمَ كَمَا أُمِرْتُ .

مَادَهُ : (ق. ও. ম.) , جَس : أَجَوَفَ وَأَوَى

مُرَادٌ : اسْتَعْمَلُ , ضَدَّ : أَعَوَّجَ

مَشَى (ض) مَشَى , تَفَعَّلَ : تَشَبَّأ : চলা, হাঁটা।

وَفِي الْقُرْآنِ : وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ عَلَى بَطْنِهِ .

مَادَهُ : (م. শ. য.) , جَس : نَاقِصٌ يَأْتِي

مُرَادٌ : سَبَّرَ

حَبَّيْتُ (مَج) : তুমি ধন্যবাদার্থ হও, তোমাকে ধন্যবাদ।

(تَفَعُّل) تَعَبَّ : সালাম জানানো, ধন্যবাদ জানানো।

(س) حَبَّ , حَبَّأ : দীর্ঘজীবী হওয়া, বেঁচে থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا حَبَّيْتُمْ يَعْجِبْكُمْ كَمْحَيُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا .

مَادَهُ : (ح. য. য.) , جَس : لَفَيْتَ مَقْرُونٌ

مُرَادٌ : سَلَّمْتُ

إِكْرَامٌ : শ্রদ্ধা, সম্মান।

إِكْرَامٌ (إِكْرَامٌ) : সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা।

كُنْتُ (س) حَيَاةً (دُعَانِيَةً) : তুমি বেঁচে থাক, দীর্ঘজীবী হও।

إِكْرَامٌ (كِرَامَةٌ) : সন্ত্রাস্ত লোক, অভিজাত লোক।

كِرَامَةٌ : সন্ত্রাস্ত / অভিজাত / সম্মানিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَغْفِيرَ وَرَزَقَ كَرِيمٌ

مَادَهُ : (ك. ও. ম.) , جَس : صَحِيعٌ

مُرَادٌ : حَرَّ , ضَدَّ : لَيْبِمٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

نَزَلَهُ : مَا أَغْزَرَ وَبَلَّلَ :

এ বাক্য সম্পর্কে তিনটি অভিমত রয়েছে।

১. نَزَلَ شَيْءٌ عَظِيمٌ যার অর্থ مَرُوضَةٌ -এর নিকট

এটা أَغْزَرَ وَبَلَّلَ যুগতাদা -এর মধ্যে

২. أَغْزَرَ وَبَلَّلَ مَا بِمَعْنَى الَّذِي -এর নিকট

হলো তার صَلَّةٌ অতঃপর مَرُوضٌ এবং মনে

যুগতাদা। আর أَغْزَرَ شَيْءٌ عَظِيمٌ

৩. إِذَا نَزَلَ مَا بِمَعْنَى إِنْكَفَاءٍ -এর মতে

আর এটা তারকীবে যুগতাদা এবং

نَزَلَهُ : إِنْكَفَاءً يَدَاهُ :

এখানে بِمَعْنَى النَّادِي الخ এবং يَحْمَدُ مَقْدَاهُ

إِنْكَفَاءً ফেয়েলের ضَمِيرٌ থেকে হয়েছে।

বালাগাত

تَفْصِيلُهُ (তারি বর্ষণ) -এর সাথে

দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে

মাহযুফ। সুতরাং এখানে

نَزَلَهُ : فَتَفَحَّطَهُ بِالْبَيْتَارِ الْقَانِي ... بِالْمَقَانِي :

হয়েছে। এখানে

نَزَلَهُ : إِنْكَفَاءً يَحْمَدُ مَقْدَاهُ وَنَدَحَ النَّادِي :

হয়েছে।

نَزَلَهُ : قَدْ عَرَفْتُ بِوَفْقِكَ قَانِئٌ فِي مَشِيكَ :

হয়েছে।

رَحَاءٌ : স্বচ্ছলতা :

فِي الْحَدِيثِ : أَذْكَرُ اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ يَذْكُرُكَ فِي السَّيِّئَةِ .
مَادَّةُ : (র-খ-য়/র-খ-ও) , جِنْسُ : تَائِقُصْ وَادِي / يَائِنُ
مُرَادُفُ : سَعَاءٌ , ضِدُّ : بَوْسٌ

أَنْقَلِبُ : আমি ঘুরপাক খাচ্ছি :

(ت) التَّارِخِيْنَ (الرَّيْعَانُ) , (ج) أَرْوَاهُ , رِيَّاحٌ , (و) رِيحٌ :
বায়ু, বাতাস ।

الْإِنْفَعَالُ : ঘুরপাক খাওয়া । পরিবর্তিত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ لَوَافِحٍ .

مَادَّةُ : (র-য-জ) , جِنْسُ : أَجْوَفُ يَائِنُ

مُرَادُفُ : الْهَوَاءُ

زَعَزَعَ : (ج) زَعَزَعَ : ঝঞ্ঝা বায়ু ।

(فَعْلَلَةٌ) زَعَزَعَةً : ভীষণভাবে নাড়া দেওয়া ।

مَادَّةُ : (জ-য-জ) , جِنْسُ : مَضَاعَفُ يَائِنُ

مُرَادُفُ : حَاصِصٌ , ضِدُّ : رَحَاءٌ

رَحَاءٌ : মৃদু সমীরণ ।

فِي الْقُرْآنِ : تَجَرَّيْتُ بِأَمْرِهِ رَحَاءً .

مَادَّةُ : (র-খ-য়) , جِنْسُ : تَائِقُصْ يَائِنُ

مُرَادُفُ : لَبِئْتُهُ , ضِدُّ : زَعَزَعَ

أَدْعَيْتُ : তুমি দাবি করলে ।

(اِفْتَعَالٌ) ادْعَاءٌ : দাবি করা ।

الْقَزَلُ : ষোড়শপনা ।

الْقَزَلُ (س) مَصْدُ : ষোড়া হওয়া ।

مَا هَزَلَ : রসিকতা করে না, অভিনয় করে না ।

(ن) هَزَلَ : রসিকতা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا هُوَ بِالْهَزَلِ .

مَادَّةُ : (হ-য-জ) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

اسْتَسْرَرُ : অদৃশ্য হয়ে গেল ।

(اِسْتِفْعَالٌ) اسْتَسْرَرَا : অদৃশ্য হওয়া ।

مُرَادُفُ : اسْتَغْفَى , ضِدُّ : ظَهَرَ / تَجَلَّى

بَشَّرُ : বদন-দীপ্তি, চেহারার ঔজ্জ্বল্য ।

(ض) بَشَّرَ , (اِسْتِفْعَالٌ) اسْتَبَشَّرَا : খুশি হওয়া ।

(اِفْعَالٌ) اِبْشَارًا (تَفَعُّلٌ) تَبَشَّيْرًا : সুসংবাদ দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : بَشَّرَ الَّذِينَ آمَنُوا .

مَادَّةُ : (প-শ-র) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : بَشَّاشَةٌ , ضِدُّ : عُبُوسَةٌ

كَانَ تَجَلَّى : ফকফক করেছিল [করছিল] ।

(ثَنُّ) تَجَلَّى : উদ্ভাসিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া ।

مُرَادُفُ : ظَهَرَ , ضِدُّ : اسْتَسْرَرُ

تَجَلَّى : সে আবুত্ব করল ।

(ثَنُّ) اِبْشَارًا : আবুত্ব করা ।

جَنَّ وَدَى : যখন সে ফিরে গেল [ফিরে যেতে যেতে]

(تَفَعُّلٌ) تَوَلَّى : অভিব্যবক নিযুক্ত করা । ফিরে যাওয়া ।

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ .

مَادَّةُ : (ও-ল-য়) , جِنْسُ : لَغِيْفٌ مَقْرُوْقٌ

مُرَادُفُ : اُدْبِرَ / رَجَعَ , ضِدُّ : اَقَامَ .

نَعَارَجْتُ (تَعَاوَلُ) تَعَارَجًا : আমি ষোড়া সেজেছি ।

رَغِيْبُهُ : আগ্রহ, অনুরাগ ।

رَغِيْبُهُ / اُنْص - فِي ... : আগ্রহ/ অনুরাগ করা ।

مُرَادُفُ : شَوَّقٌ / تَوَقَّ , ضِدُّ : اِعْرَاضٌ

الْفَرَجُ (س) مَصْدُ : ষোড়া হওয়া ।

الْفَرَجُ : ষোড়শপনা ।

مُرَادُفُ : الْقَزَلُ .

(لَا) اَفْرَجَ : কড়া নাড়াবার জন্য ।

(ن) فَرَجًا : কড়া নাড়ানো ।

يَابَ : (ج) أَبْوَابٌ , بَيِّنَانٌ : দরজা, দুয়ার ।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ .

مَادَّةُ : (প-ও-ব) , جِنْسُ : أَجْوَفُ وَادِي , مُرَادُفُ : مَدَخَلٌ

الْفَرَجُ : স্বচ্ছলতা ।

الْفَرَجُ (س) مَصْدُ : উন্মুক্ত হওয়া ।

(ض) فَرَجًا : উন্মুক্ত করা, প্রশস্ত করা ।

(تَفَعُّلٌ) تَفَرَّجًا : দূরীভূত হওয়া । উন্মুক্ত হওয়া ।

فِي الْعِدْيَةِ : وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ قَرِيْبًا

مَادَّةُ : (ফ-র-জ) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : الرَّحَاءُ , ضِدُّ : الْقَصِيْقُ

الْقَيْ : [যাতে] আমি ফেলতে পারি ।

(اِنْفَالٌ) اِلْفَاءُ : ফেলা, নিক্ষেপ করা ।

(س) لَفَاءُ : সাক্ষাৎ করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَالْقَيْ الْأَلْوَحَ .

مَادَّةُ : (ল-ফ-য়) , جِنْسُ : تَائِقُصْ يَائِنُ

مُرَادُفُ : اَسْرَعَ , ضِدُّ : اَعْقَدُ / اَعْلَقُ

جَبَلَ : (ج) جَبَالَ , أَحْبَلَ , أَحْبَالَ : রশি, রজ্জ্ব ।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَعَصُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
مَادَّة : (ح. ل. ب.), جنس : صَحِيح , مُرَاوِف : الرَّشَاءُ

গারব : (জ) عُزَارِب : পিঠের অগ্রভাগ, পিঠ

يُقَال : حَبْلُكَ عَلَى غَارِيكَ

مُرَاوِف : الرَّشَاءُ

أَسْلَكَ : আমি চলতে পারি। [যাতে]

(ن) سَلَكًا - سُلُوكًا : চলা

الْمَكَانَ : - প্রবেশ করা।

(إِنْفِعَال) إِنْسِلَاكًا - فِي الشَّرِّ : প্রবেশ করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

مَادَّة : (س. ل. د.), جنس : صَحِيح

مُرَاوِف : أَمْنِيْن / أَدْخَلَ

مَسْلُوك : (ج) مَسَالِك : পথ।

مُرَاوِف : طَرِيق

قَدْ مَرَجَ : মিশ্রণ করেছে।

(ن) مَرَجًا : মেশানো। নষ্ট করা।

الْكُذْبَ : মিথ্যা চর্চায় লিপ্ত হওয়া।

(س) مَرَجًا : গোলাযোগপূর্ণ হওয়া, নষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ -

مَادَّة : (م. ر. ج.), جنس : صَحِيح , مُرَاوِف : خَلَطَ

لَمْ : ভঙ্গনা করল [করে]।

(ن) لَوْمًا , مَلَامَةً : তিরস্কার করা, ভঙ্গনা করা।

(إِسْفِغَال) إِسْلَاكَةً : খারাপ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَخْفَوْنَ لَوْمَةً لَّيْسَ -

مَادَّة : (ل. و. م.), جنس : أَجَوُّ وَأَوَى

أَعْبُرُوا (ض) عُدْرًا : তোমরা [আমার] গুঞ্জর গ্রহণ কর।

أَعْرَجَ (ص.ف.مذ) : ষোড়া।

(س) عَرَجًا : ষোড়া হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ -

حَرَجٌ : পাপ, অসুবিধা।

حَرَجٌ (س) مَصْد : পাপাচারী হওয়া। সংকটময় হওয়া।

(إِفْعَال) إِخْرَاجًا : সংকটে ফেলা।

(تَفْعِيل) تَحْرِيجًا : বিরক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ -

مَادَّة : (ج. ر. ج.), جنس : صَحِيح

مُرَاوِف : بَأْس / آثِم

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَكَيْفَ حَالُكَ وَالْحَرَاوَاتُ :

কিভাবে শব্দের পর ইস্ম হলে তা রূপ হিসাবে

আর যদি ফِعْل হয় তাহলে مُتَعَرِّف مُطْلَق অথবা

হিসাবে

এখানে

এখানে

অথবা বাক্যটি মূলত

কিভাবে শব্দের

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

এখানে

التَّذْرِيبَاتُ

১. الف. فَكَّلِ الْعِبَارَةَ ثُمَّ تَرَجِمَهَا فَصِيحَةً : قَالَ نَظَمْنِي وَأَخْدَانِي نَادٍ الْحَايِدَ وَالشَّامِتَ .
- ب. ضَمَّ الْكَلِمَاتِ فِي جُمْلٍ مُبِيدَةٍ إِلَى أَرْبَعِ شَيْئَاتٍ : الْمَقَامَةِ . بَكْتِ . بِخَيْرُونَ . الصَّدِيقُ . شَفِيتُ . خَاتَمُ
- ج. ضَمَّ مُتَحَقِّقَاتِ أَحَدِ الْمَصَادِرِ الْأَتْيَةِ فِي أَرْبَعِ جُمْلٍ : الْبَكَاءُ . الْإِحْسَانُ . التَّوْفِيقُ . الظَّنُّ .
২. الف. تَرَجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً : رَأَى لَنَا الْحَايِدُ وَالشَّامِتُ لَا أَمْلِكُ بَيْتَ لَيْلَةٍ .
৩. الف. أَكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْأَتْيَةِ مَعَ مَعَانِيهَا ثُمَّ ضَمَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي جُمْلَةٍ .
- ب. أَكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْأَتْيَةِ مَعَ مَعَانِيهَا ثُمَّ ضَمَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي جُمْلَةٍ : إِخْتَذَيْنَا . الْجُوعُ . السُّهَادُ . أَسِ .
- مُؤَابَى . الْحَيْنِ . اسْتَبْطَأْنَا .
- د. أَكْتُبْ جُمُوعَ الْأَسَاءِ الْمَفْرَدَاتِ وَمُفْرَدَاتِ الْجُمُوعِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ ضَمَّ كُلَّ اسْمٍ فِي جُمْلٍ مُبِيدَةٍ
৪. الف. تَرَجِمِ فَصِيحَةً وَأَوْضَحْ مَعَانِيَ الْأَشْعَارِ : وَقَارَنْتِ نَجْعَ الْمَسَاعِي خَطَرْتُهُ كَمْ أَمِيرٍ بِهِ اسْتَبَّتْ أَمْرَتُهُ .
- ب. إِלَامْ تَرَجِمِ الصَّمَانِثُ فِي حَوْتِهِ . وَصَرَفْتُهُ . وَصَرَفْتُهُ .
- ج. عَيَّنْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الثَّالِيَةِ ثُمَّ اسْتَعْمِلْهَا فِي جُمْلٍ مُبِيدَةٍ فِي بَابٍ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ مِنْهَا .
- تَبَايَهَ مِنْ خَادِعٍ مُسَادِفٍ سَخِطَ الْخَالِيقِ .
৫. الف. تَرَجِمِ الْأَتْيَاتِ فَصِيحَةً .
- ب. عَيَّنْ مَرَجِعَ الصِّبْرِ فِي كَلِّ .
- ج. نِيْنِ : لَا يَمْنَعُنِي هُنَا .
- د. كَالْمَنَافِقِ هَذَا مُشَبَّهٌ بِهِ فَسَا هُوَ الْمَشَبَّهُ وَمَا وَجَّهَ الشَّبَّهِ .
- ه. مَا هُوَ لَوْ عَاشَتْ وَمَا سَبَّبَ تَلَوُّهُ بِهَذَا اللَّوْنِ .
- و. زَيْنَةُ مَعْشَرَتِي فِي أَيْ مَحَلٍّ مِنَ الْإِعْرَابِ .
- ز. أَعْرَبِ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ .
৬. الف. تَرَجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ فَنَاجَيْتِي فَلَيْسَ بِأَنَّهُ أَبُو زَيْدٍ وَإِنْ تَعَارَفَهُ لَكَيْدٌ فَاسْتَعْدَتْهُ فَاسْتَسْرَ بِشَرِّهِ الَّذِي كَانَ تَجَلَّى .
- ب. أَكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْكَلِمَاتِ الْأَتْيَةِ مَعَ مَعَانِيهَا ثُمَّ ضَمَّ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي جُمْلَةٍ (أَبَةُ ثَمَانِيَةِ شَيْئَاتٍ) قَالَ نَاجَيْتِي .
- كَيْدٌ . اسْتَعْدَتْ . عَرَفْتُ . جَنَيْتُ . حَالَ . الْعَوَادُ . مَشَى . إِكْرَامٌ .
- د. أَكْتُبْ مَقْنَى الْوَشْيِ وَجَمْعَهُ ثُمَّ أَذْكَرْ مَا الْمَرَادُ بِالْوَشْيِ مِنْهَا .

المقامة الرابعة الرميائية

চতুর্থ মাকামা : দিময়াতের গল্প

মাকামার সারসংক্ষেপ

চতুর্থ মাকামায় আল্লামা হারীরী দু'জন ব্যক্তির একটি সাহিত্যপূর্ণ কথোপকথন উপস্থাপন করেছেন। তাদের একজনের আচার-আচরণ অপরজনের আচার-আচরণের সম্পূর্ণ বিপরীত। একজন ভালো কাজ করেন, অপরের উপকার করেন। অপরের মন্দ আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করেন অপরজন অপরের ভালো আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করেন আর মন্দ আচরণের জবাবে মন্দ আচরণ করেন। কাহিনীটি আল্লামা হারীরী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হারিস ইবনে হাম্মাম তার সাথীদের নিয়ে সফর করে শেষ রাতে এক জায়গায় অবস্থান করেন। কাফেলার লোকজন সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। সবরার ঘুমিয়ে পড়ার পর দু'জনের কথোপকথনের আওয়াজ শোনা গেল। কথার আওয়াজ শুনে হারিস ইবনে হাম্মাম তা শুনে চোঁটা করেন। তিনি শুনে পান, একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করছেন, জনগণের সাথে আপনার আচরণ কি রকম? অপরজন অভ্যস্ত সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় উত্তর দেন যে, আমি মানুষের মন্দ আচরণের জবাবে সদাচরণ করি। তিনি তার কথা সম্যক করার পর প্রথমজন বলেন, আমার আচরণ সমানে সমান। আমি মানুষের ভালো আচরণের জবাবে ভালো আচরণ করি এবং মন্দ আচরণের জবাবে মন্দ আচরণ করি। এ কথোপকথনের মধ্য দিয়েই তাদের রাত শেষ হয়ে যায়। হারিস ইবনে হাম্মাম উভয়ের সাহিত্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনা শুনে মুগ্ধ হন এবং তাদের পরিচয় নেওয়ার জন্য গিয়ে দেখেন, আলাপকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন আবু যাহেদ সান্নাজী, আর অপর ব্যক্তি সান্নাজীর ছেলে। তারা উভয়ে আর্থিক দৈন্যদশার শিকার। এজন্য হারিস ইবনে হাম্মাম তাদের আর্থিক সহায়তা দানের জন্য বিস্তবাসদের নিকট আবেদন করেন। কাফেলার লোকেরা তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। সবরার আর্থিক সাহায্য হাতিয়ে নেওয়ার পর আবু যাহেদ সান্নাজী গোসল করার ভাওতা দিয়ে তার ছেলেকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী জনপদে গিয়ে শালিয়ে যায়। কাফেলার লোকেরা তাদের ফিরে আসার জন্য অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে তারা বুঝতে পারল যে, লোকটি ধোঁকা দিয়েছে। হারিস তার হাওদা বাঁধতে গিয়ে দেখেন হাওদার কাঠের উপর তিনটি শ্লোক লেখা রয়েছে। তাতে তাদের প্রতি হারিসের উপকার ও তাদের শালিয়ে যাওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে।

www.eelm.weebly.com

চতুর্থ মাকামা : দিমহাতের গল্প

শব্দ বিশ্লেষণ

www.eelm.weebly.com

(أَفْعَال) إِزْعَاعًا : ক্রিয়া দান করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَالْأَلْيَاتِ بَرِيعِينَ أَوْلَادَهُمْ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ .
 مَادَّة : (র-জ-ع) , جَنَس : صَحِيح (জি) أَفَارِيقَ (জি) يَنْقُ , يَنْقُ , يَنْقُ , أَفَارِيقَ (র) يَنْقُ :

দুইবার দোহনের মাঝে ওলানে যে দুখ জমা হয়।
 يَقُولُ الْعَرَبُ : أَرْضَعْنِي أَفَارِيقَ بَرِيم .
 مَادَّة : (ব-ই-ق) , جَنَس : أَجَوَزَ يَأْوِي

مُرَادُف : اللَّيْلُ

الْوَقَائِ : একা

أَلْوَقَائِ (مُعَاكَلَة) - يَنْقُ أَوْ عَلَى الشَّرِّ : অনুকূল হওয়া।
 - بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : সংযুক্ত করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَوَفِّيكَ إِلَّا بِاللَّو .

مَادَّة : (ও-ফ-ق) , جَنَس : يَمُوتُ وَآوِي

مُرَادُف : الْإِيْحَادُ / الْإِيْقَائُ , جَنَد : شَقَائُ

لَاخِرًا : তারা আশ্বপ্রকাশ করেছে।

(ن) لَوْحًا : উদিত হওয়া। আশ্বপ্রকাশ করা।

(تَفْعَل) تَلَوًا : স্পষ্ট হওয়া। প্রকাশ পাওয়া।

مَادَّة : (ল-ও-ح) , جَنَس : أَجَوَزَ وَآوِي

مُرَادُف : ظَهَرُوا , جَنَد : خَمِي

(ج) أَسْتَأْنَى , أَسْتَأْنَى , أَسْتَأْنَى (র) سَأَلَ : দাঁত, দস্ত।

فِي الْحَدِيثِ : النَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ .

مَادَّة : (স-ন-ন) , جَنَس : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي

مُرَادُف : ثَلَاثِي

مَشْطُ : (ج) أَسْنَانُ , مِشَاطُ : চিরনী, কঁকুই।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ طَبَّ فِي مِشْطٍ أَوْ مِشَاطٍ .

مَادَّة : (ম-শ-ط) , جَنَس : صَحِيح

الْأَسْتَوَاءُ : সমতা।

الْأَسْتَوَاءُ (إِسْتِفْعَال) مَصَد : সমান হওয়া।

(تَفْعِيل) تَسْوِيَةً : সঠিক করা, সোজা করা, বরাবর করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ .

مَادَّة : (স-ও-ম) , جَنَس : مُرَكَّبٌ (أَجَوَزَ وَآوِي وَمَهْمُوزٌ لَمْ)

مُرَادُف : الْإِعْتِدَالُ , جَنَد : تَعَادُلٌ

الْأَنفُسُ : (ج) تُنَوِّمُ , أَنْفَسَ : আশ্বা, প্রাণ।

الْوَاحِدَةُ , التَّارِجَةُ : এক।

(ض) وَحْدًا , وَحْدَةً : একাকী হওয়া।

(تَفْعِيل) تَوَحُّدًا : একক স্থির করা।

(أَفْعَال) إِحْدَادًا : একাকী ছেড়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

مَادَّة : (ও-হ-দ) , جَنَس : يَمُوتُ وَآوِي

مُرَادُف : مُتَّفِرِدَةٌ , جَنَد : مُجْتَمِعَةٌ

الْإِشْتَاءُ : মিলন।

الْإِشْتَاءُ (أَفْعَال) مَصَد : যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া।

مَادَّة : (ল-ম) , جَنَس : مَهْمُوزٌ عَيْن

مُرَادُف : إِحْتِسَاعٌ , جَنَد : إِفْتِرَاقٌ

(ج) الْأَهْوَاءُ , (ر) هَوَى : মনোবাসনা, খেয়াল-খুশি।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى .

مَادَّة : (ও-ই-য) , جَنَس : تَقْيِيدٌ مَقْرُون .

مُرَادُف : مُطْلَبٌ / غَرَضٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَنَا بِمَوَازِينِ مَرْمُوزٍ الرَّخَاءِ وَمَرْمُوزٍ الْإِخَاءِ :

এই বাক্যটি جَنْسُ مَرْمُوزٍ থেকে উদ্ভূত।

হয়েছে এবং مَطَارِبُ الْقُرَاءِ।

قَوْلُهُ : قَدْ شَفَعُوا عَمَّا الْيَقَانِ :

এ জুমলাটি এবং তার পরবর্তী বাক্যটি جَنْسُ شَفَعُوا।

قَوْلُهُ : حَتَّى لَأَمْرًا كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ :

এখানে حَتَّى হলে مُتَعَلِّقٌ এবং حَتَّى।

বালাপাত

قَوْلُهُ : دِمِطَاطٌ إِلَى عَامٍ هِطَاطٌ وَمِطَاطٌ :

এখানে جَنْسُ مَرْمُوزٍ এবং هِطَاطٌ এবং دِمِطَاطٌ।

قَوْلُهُ : جَنْسٌ لَاجِنٌ مَرْمُوزٍ هِطَاطٌ এবং هِطَاطٌ :

قَوْلُهُ : مَرْمُوزُ الرَّخَاءِ وَمَرْمُوزُ الْإِخَاءِ :

এ বাক্যে جَنْسُ مَرْمُوزٍ এবং الْإِخَاءِ ও الرَّخَاءِ।

قَوْلُهُ : جَنْسٌ لَاجِنٌ مَرْمُوزٍ هِطَاطٌ এবং هِطَاطٌ :

قَوْلُهُ : أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ :

এখানে جَنْسُ مَرْمُوزٍ এবং أَصْحَابُ النَّارِ ও أَصْحَابُ الْجَنَّةِ।

قَوْلُهُ : أَفَارِيقَ الْوَقَائِ :

এই বাক্যে جَنْسُ أَفَارِيقَ এবং الْوَقَائِ।

হয়েছে। অতএব এখানে جَنْسُ أَفَارِيقَ إِلَى الْوَقَائِ।

وَكُنَّا مَعَ ذَلِكَ نَسِيرُ النَّجَاءِ، وَلَا نَرْحَلُ إِلَّا كُرْلًا
هَوَجًا، وَإِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا، أَوْ وَرَدْنَا مَنَهْلًا،
اِخْتَلَسْنَا اللَّبْتُ، وَلَمْ نُطِيلِ الْمَكْتُ، فَعَنَّا لَنَا
إِعْمَالُ الرِّكَابِ، فِي لَيْلَةٍ فَيَبِيَةِ الشَّبَابِ، غَدًا
فَيَبِيَةِ الْإِهَابِ، فَأَسْرَبْنَا إِلَى أَنْ تَضَا اللَّيْلُ
شَبَابُهُ، وَسَلَّتِ الصُّبُحُ خِصَابَهُ، فَجِئْنَا مِلْنَا
السُّرَى، وَمِلْنَا إِلَى الْكُرَى، صَادَفْنَا أَرْضًا
مُخْضَلَّةَ الرِّبَا، مُعْتَلَّةَ الصَّبَا .

অনুবাদ : এতদসঙ্গেও আমরা দ্রুত সফর করতাম এবং দ্রুতগামিনী উট্টী ব্যতীত হাওদা বাঁধতাম না যখন আমরা কোনো মনথিলে উপনীত হতাম কোনো পানস্থানে অবতরণ করতাম সেখানে কিছু সময় থামতাম এবং অবস্থান বিলম্বিত করতাম না অতঃপর কাকের পালকের মতো কালো নবযৌবন এক রাত্রিতে (অর্থাৎ গভীর রাতে) আমাদের বাহনজন্তু ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দিল। তাই আমরা রাত্রি তার যৌবন সরিয়ে ফেলা এবং প্রভাত তার খেজাব বিদূরিত করা পর্যন্ত রাত্রিকালে সফর করলাম অতঃপর যখন আমরা নৈশ-ভ্রমণে বিরক্ত হয়ে গেলাম এবং তন্মাত্র প্রতি আবিষ্ট হলাম তখন আমরা পেলাম মৃদু সমীরণ বিশিষ্ট একটি সজীব উঁচু ভূমি পেলাম

শাব্দিক অনুবাদ : আমরা দ্রুত সফর করতাম এতদসঙ্গেও আমরা হাওদা বাঁধতাম না ব্যতীত দ্রুতগামিনী উট্টী যখন আমরা উপনীত হতাম কোনো স্থানে অথবা হাওদা অবতরণ করতাম কোনো পানস্থানে আমরা লুফে নিতাম লব্ধি অবস্থান করা (অর্থাৎ সেখানে কিছু সময় থামতাম) এবং বিলম্বিত করতাম না লব্ধি অবস্থান করা অতঃপর প্রয়োজন দেখা দিল আমাদের ইচ্ছা ব্যবহার করা বাহনজন্তু এক রাত্রিতে ফিবিয় শব্দ নবযৌবন কাকের পালকের মতো কালো গদাফিবিয় শব্দ কাকের পালকের মতো কালো রাত্রি তার যৌবন সরিয়ে ফেলা পর্যন্ত রাত্রিকালে সফর করলাম তাই আমরা রাত্রিকালে সফর করলাম পর্যন্ত রাত্রিকালে সফর করলাম অতঃপর যখন আমরা বিরক্ত হয়ে গেলাম এবং বিদূরিত করা প্রভাত তার খেজাব/কলপ ফজিবিয় অতঃপর যখন আমরা মিলনা আমরা বিরক্ত হয়ে গেলাম সুরী নৈশ ভ্রমণে এবং আবিষ্ট হলাম কুরী তন্মাত্র প্রতি সাদফনা তখন আমরা পেলাম মৃদু ভূমি ভূমি মুখল্লা রীবা মুখল্লা শব্দ এক সবুজ-শ্যামল রীবা উঁচু ভূমি মুখল্লা মৃদু সমীরণ বিশিষ্ট শব্দ প্রভাতের পূর্বাব্দী মৃদু বায়ু।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা সফর করতাম : كُنَّا نَسِيرُ

চলা, সফর করা, ভ্রমণ করা : (ض) سِيرًا

(إفْعَال) إِسَارَةً : (تَفْعِيل) تَسِيرًا : চালানো।

فِي الْقُرَى : فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ

مَاؤُهُ : (س. য. র) : جَس : أَجَوَّ بِأَهْلِي

مُرَاوُن : تَنْطَلِقُ : ضَدَّ : تَسَكُّتُ

النَّجَاءُ (ن) مَص : দ্রুত চলা।

(ن) نَجَوًا : نَجَاءً - مِنْ كَذَا : মুক্তি পাওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : إِذَا اخَذْتَ النَّهْبَ فَالنَّجَاءُ النَّجَاءُ .

مَاؤُهُ : (ن. ج. و) : جَس : نَاقِصٌ كَأَوِي

مُرَاوُن : التَّسَعُّتُ

আমরা হাওদা বাঁধতাম না : كُنَّا لَا نَرْحَلُ

সওয়ার হওয়া, হাওদা বাঁধা : (ل) رَحَلًا

- عَنِ الْمَكَانِ : স্থান ত্যাগ করা।

- إِلَى الْمَكَانِ : অভিমুখী হওয়া।

(النِّعَالِ) إِنْجِيَالًا : রওয়ানা হওয়া।

مَاؤُهُ : (و. ج. ل) : جَس : صَحِيحٌ

مُرَاوُن : لَا تَشُدُّ (الرَّحَالَ)

النَّجَاءُ : (ج) مَرَج : দ্রুতগামিনী উট্টী

مَاؤُهُ : (و. ج. و) : جَس : أَجَوَّ وَآوِي

مُرَاوُن : نَاقَةُ (سَرِيعة)

كُنَّا نَزَلْنَا : আমরা উপনীত হতাম।

فِي الْقُرْآنِ : مُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ .
 مَادَّه : (স. র. যি) , جنس : ناقص يائى
 مُرَادُف : مَبْرَأ (بِالْيَلِ)
 সরিয়ে দেওয়া, খুলে ফেলা, উন্মুক্ত করা : (ن. تَضَا أَنْ مَصْدَرِيَّة)
 উন্মুক্ত করা : খুলে ফেলা : সরিয়ে দেওয়া : (ن. تَضَا)
 اللَّيْلُ : (ج) كَيْلَال (كَيْلَانِي) , كَيْلَال : রাত, রজনী : (أَنْ) سَلَتْ أَنْ مَصْدَرِيَّة)
 বিদূরিত করা, সরিয়ে দেওয়া : (ض) سَلَتْ : সরিয়ে দেওয়া : বিদূরিত করা : (ض) سَلَتْ :
 (ض) سَلَتْ , (إِفْتِحَال) إِشْلَاكًا - أَلْقَصَعَةً : আস্থল দিয়ে
 পাঠ চাট।

مَادَّه : (স. ল. ত) , جنس : صَحِيح
 مُرَادُف : أَرَالَ , جُنْد : أَتَيْتَ
 الصَّبِيح : (ج) أَصْبَحَ : প্রভাত, ভোর, প্রভাষ, উষা :
 جُنْدَاب : (ض) جُنْدَاب : রঙ, কলপ, চুল কালো করার রঙ :
 (أَفْتِحَال) إِخْطِيَابًا , (تَغْعَل) تَغْعِيَابًا : মেহেনী রঞ্জিত হওয়া :
 (ض) جُنْدَابًا (تَغْعِيَابًا) تَغْعِيَابًا : কলপ লাগানো :
 فِي الْحَدِيثِ : سَلَّ أَبُو مُرَيْرَةَ هَلْ خَضَبَ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ
 مَادَّه : (خ. ض. ب) , جنس : صَحِيح
 مَلَلْنَا : (س) مَلَلًا , مَلَلًا : আমরা বিরক্ত হলাম [...হয়ে গেলাম]
 অতিষ্ঠ হওয়া, বিরক্ত হওয়া : (أَفْعَال) إِمْلَاءًا - عَلَيْهِ الْأَمْرُ :
 বিরক্ত করা :
 - الْكِتَابَ عَلَى الْكَاتِبِ : লিখানো :
 وَنَهْنَه : أَمْلَى إِمْلَاءًا - الْكِتَابَ عَلَى الْكَاتِبِ : লেখানো :
 فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا .
 مَادَّه : (م. ل. ل) , جنس : مُضَاعَف ثَلَاثِي
 مُرَادُف : سَبَيْتْنَا , جُنْد : فَرَحْنَا
 الرَّسْرَى (ض) مَدَّ : রাত্রিকালে সফর করা, নৈশ ভ্রমণ :
 مَلْنَا : আমরা আবিষ্ট হলাম :
 (ض) مَلَا , مَلَا : ধাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ .
 مَادَّه : (م. ي. ل) , جنس : آجُوف

الْكُرَى : (س) مَدَّ : তন্দ্রা আসা :
 (أَفْعَال) إِكْرَاءً : ভাড়া দেওয়া :
 (أَفْعَال) إِكْرَاءً : ভাড়া নেওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى إِذَا أَدْرَكْنَا الْكُرَى عَرَسَ .
 مَادَّه : (ك. ر. ي) , جنس : ناقص يائى
 مُرَادُف : نَعَسَ / تَهَوَّيْمَ , جُنْد : أَلْسَهَر
 مَادَّه : (س. د. د) , جنس : صَحِيح
 (ض) صَدَقَ : পাওয়া, লাভ করা :
 (ض) صَدَقَ : বিমুখ হওয়া, বাধা দেওয়া, সরে যাওয়া :
 (أَفْعَال) إِصْدَاقًا : সরিয়ে দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া :
 فِي الْقُرْآنِ : سَجَّزَى الَّذِينَ يَصْدُقُونَ عَنْ آيَاتِنَا .
 مَادَّه : (ص. د. د) , جنس : صَحِيح
 مُرَادُف : وَجَدْنَا
 أَرْض : (ج) أَرْضُونَ , أَرْض : ভূমি, জমি, পৃথিবী :
 مُغْضَلَةٌ (ف. م) : সজীব :
 (أَفْعَال) إِغْضِلًا , (أَفْعَال) إِغْضَالًا : (س) خَضَلًا :
 সিক্ত হওয়া : সজীব হওয়া :
 مَادَّه : (خ. ض. ل) , جنس : صَحِيح
 مُرَادُف : مُبْتَلَةٌ / مُخَضَّرَةٌ , جُنْد : مُغْضَبَةٌ
 (ج) أَلْرُبَا , أَلْرُبَا : উচ্চ ভূমি :
 فِي الْقُرْآنِ : كَمَلَّ جَنَّةً يَرْمُوهُ أَصَابَهَا وَابِلٌ .
 مَادَّه : (ر. ب. ي) , جنس : ناقص يائى
 مُرَادُف : أَلْكَدَى
 مُغْضَلَةٌ (ف. م) : মৃদু সমীরণ বিশিষ্ট :
 (أَفْعَال) إِغْضِلًا : মৃদু আবহাওয়া বিশিষ্ট হওয়া, মৃদু সমীরণ
 বিশিষ্ট হওয়া : ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া :
 (أَفْعَال) إِغْلَاؤًا - : اللَّهُ : ব্যাধিগ্রস্ত করা, অসুস্থ করা :
 مَادَّه : (س. ج) عَمَلٌ : অসুস্থ হওয়া :
 مَادَّه : (ع. ل. ل) , جنس : مُضَاعَف ثَلَاثِي
 مُرَادُف : رَيْبَةً , جُنْد : مُضَاعَف ثَلَاثِي
 الصَّبَا : (ج) صَبَاتٌ , أَمْبَاءٌ : প্রভাতের পূর্ববর্তী মৃদু বায়ু :

(ন) صَبْرًا : আকৃষ্ট হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : نَسِيمُ الصَّبَاحَاتِ بِرَبِّهَا الْقَرْنَفِلِ

مَادَهُ : (স.ব.প.ও) , ضَدَّ : مَزَعَةُ

مُرَادُف : قُبُولٌ, ضَدَّ : دَبُورٌ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : كُنَّا نَسِيرُ النَّجَاءَ :

مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ مِنْ -এর- نَسِيرُ النِّجَاءِ শব্দটি এখানে غَيْرِ لَفْظٍ

قَوْلُهُ : لَا نَرَحُلُ إِلَّا كُلَّ هَرَجَاءَ :

لَا نَرَحُلُ إِلَّا كُلَّ هَرَجَاءَ : এখানে مُسْتَشْنَى مُفْرَغٌ

قَوْلُهُ : وَعَنْ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ غَدَا فَيَبِغِ الْإِهَابِ :

-এর- عَنْ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ মুরাকাবে ইযাফী হয়ে আছে। এখানে ফায়েল غَدَا فَيَبِغِ الْإِهَابِ এবং মুযাফ ও صَفَتْ -এর- لَيْلَةً -এর- মুরাকাবে ইযাফী হয়ে আছে। অতঃপর مَجْرُورٌ ও مَوْضُوعٌ মিলে فِي হরফে জারের মাজুর

বালাগাত

قَوْلُهُ : حَتَّى لَاحُوا كَأَنَّانِ الْمُنْطِ الْخ :

উল্লিখিত বাক্যে صَحْبُ হলো مُنْبَهُ আর كَانَ হরফে

তালবীহ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে

وَجْهَ الشُّبُو فِي الْإِنْتِرَاءِ আর مُنْبَهُ بِهِ

قَوْلُهُ : كَالنَّفْسِ الْوَاحِدَةِ فِي النَّيَامِ الْهَوَاءِ :

এখানে صَحْبُ হচ্ছে مُنْبَهُ আর كَانَ হরফে তালবীহ

এবং مُنْبَهُ بِهِ মাউসুফ ও সিফাত মিলে

وَجْهَ الشُّبُو فِي النَّيَامِ الْهَوَاءِ

قَوْلُهُ : سَلَتْ الصُّبُح :

এখানে ভোরের অন্ধারকে خِطَاب [কলপ]-এর সাথে تَنْبِيهِ

দেওয়া হয়েছে, এখানে بِهِ উল্লেখ আছে, এবং مُنْبَهُ

মাহযুফ রয়েছে। অতএব এখানে مُسْتَعَارَةٌ مُصْرَحَةٌ

فَتَخَيَّرْنَا مِنْهَا لِلْعَيْسِ، وَمَحَطَّا
لِلتَّغْرِيسِ. فَلَمَّا حَلَّهَا الْخَلِيطُ، وَهَذَا
بِهَا الْأَطِيطُ وَالْقَطِيطُ، سَمِعْتُ صَيَّا مِنْ
الرِّجَالِ، يَقُولُ لِسَمِيرِهِ فِي الرِّجَالِ: كَيْفَ
حُكْمُ سِيرَتِكَ، مَعَ جَنِيكَ وَجَنَرِكَ؟ فَقَالَ
أَزْعَى الْجَارِ، وَلَوْ جَارٍ، وَأَبْذُلُ الْوَصَالِ، لِمَنْ
صَالَ، وَاحْتَمِلُ الْخَلِيطُ، وَلَوْ أَبْدَى
التَّخْلِيطُ، وَأَوْدُ الْحَمِيمِ، وَلَوْ جَرَّ عَرِي
الْعَمِيمِ.

অনুবাদ : অতঃপর সে স্থানকে আমরা উট থামবার স্থান
এবং শেষ রাতি যাপনের জায়গা হিসাবে মনোনীত
করলাম। অতঃপর যখন সফর সঙ্গী সেখানে অবতরণ
করল এবং সেখানে উটের আওয়াজ ও [মানুষের] নাক
ডাকা খেমে গেল তখন আমি একজন উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট
পুরুষ ব্যক্তিকে তার রাত্রিতে গল্প করার সাধীকে হাওদায়
বসে বলতে শুনলাম, তোমার সমকালীন ব্যক্তিবর্গ ও
প্রতিবেশীদের সাথে তোমার আচরণ কি রকম? উত্তরে
সে বলল, আমি প্রতিবেশীর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখি,
যদিও সে অবিচার করে। যে ব্যক্তি [আমার উপর]
আক্রমণ করে তাকে আমি আমার সান্নিধ্য দান করি,
আমি সাধীকে [অর্থাৎ সাধীর পীড়ন] সহ্য করি, যদিও সে
কৃত্রিমতা প্রকাশ করে। আমি বন্ধুকে ভালোবাসি, যদিও
সে আমাকে গরম পানি গিলায়।

শাব্দিক অনুবাদ : فَتَخَيَّرْنَا অতঃপর আমরা সে স্থানকে মনোনীত করলাম
وَمَحَطَّا উট থামবার স্থান
وَالْقَطِيطُ এবং জায়গা হিসেবে
وَالْخَلِيطُ সফরসঙ্গী
وَالْأَطِيطُ এবং সেখানে খেমে গেল
وَالْقَطِيطُ উটের আওয়াজ
وَالْخَلِيطُ এবং [মানুষের] নাক
وَالْقَطِيطُ তখন আমি
وَالْخَلِيطُ উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তিকে
وَالْقَطِيطُ তার রাত্রিতে গল্প করার সাধীকে
وَالْقَطِيطُ হাওদায় বসে বলতে
وَالْقَطِيطُ কি রকম [বিধান]
وَالْقَطِيطُ তোমার আচরণ
وَالْقَطِيطُ তোমার সমকালীন ব্যক্তিবর্গের সাথে
وَالْقَطِيطُ ও তোমার প্রতিবেশীদের সাথে
وَالْقَطِيطُ উত্তরে সে বলল
وَالْقَطِيطُ আমি লক্ষ্য রাখি
وَالْقَطِيطُ প্রতিবেশী
وَالْقَطِيطُ যদিও সে
وَالْقَطِيطُ অবিচার করে
وَالْقَطِيطُ আমি দান করি
وَالْقَطِيطُ সান্নিধ্য
وَالْقَطِيطُ তাকে যে ব্যক্তি
وَالْقَطِيطُ আক্রমণ করে
وَالْقَطِيطُ আমি সহ্য করি
وَالْقَطِيطُ সাধী
وَالْقَطِيطُ যদিও সে
وَالْقَطِيطُ প্রকাশ করে
وَالْقَطِيطُ কৃত্রিমতা
وَالْقَطِيطُ আমি ভালোবাসি
وَالْقَطِيطُ বন্ধু
وَالْقَطِيطُ যদিও সে
وَالْقَطِيطُ আমাকে গিলায়
وَالْقَطِيطُ গরম পানি।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَخَيَّرْنَا : আমরা মনোনীত করলাম।
(تَفَعَّلَ) تَخَيَّرْنَا، (إِفْعَالًا) اِخْتَيَّرْنَا :

নির্বাচন করা, মনোনীত করা, পছন্দ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا .

مَاهُ : (خ. ي. ر.) ، جَنَسٌ : أَجَوَفٌ يَائِسٌ

مُرَاوُفٌ : اِصْطَفَيْنَا .

مُنَاجٌ (اسْمُ ظَرْفٍ) : উট বসার বা বসানোর জায়গা, অবস্থানস্থল।

(إِفْعَالًا) إِنَاخَةُ : উট বসানো।

- بِأَلَمَكَيْنِ : অবস্থান করা।

مَاهُ : (ن. و. خ.) ، جَنَسٌ : أَجَوَفٌ وَائِسٌ

مُرَاوُفٌ : مَبْرُكٌ / مَنَزِلٌ

(ج) الْعَيْسُ، (و) أَعْيَسُ : মেটে রঙ বা ঈষৎ হরিদ্রাভ কালো রঙের উট।

مَاهُ : (ع. ي. س.) ، جَنَسٌ : أَجَوَفٌ يَائِسٌ

مُرَاوُفٌ : الْإِيلُ

مَحَطٌّ، مَحَطَّةٌ : (ج) مَحَاطٌ، مَحَطَّاتٌ :

থামার জায়গা, উপনীত হওয়ার স্থান।

(ن) مَحَا - فَلَانٌ : নামা, অবতরণ করা।

- الشَّيْءُ : নামানো, অবতীর্ণ করা।

مُطْلَاً هَاسَ : - السَّعَرُ

অস্ফোট করা : - السَّعَرُ

فِي الْقُرْآنِ : قَوْلُهُمْ رَحْمَةً

مَادَهُ : (ح. ط. ط.) , جَنَسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَاوٍ : مُنْزِلٌ مُرَوِّدٌ

التَّعْرِيسُ (تَفْعِيلٌ) : مَصْدَرٌ

শফর বিরতি দিয়ে কোথাও অবস্থান করা।

(ن) عَرَسًا : ا. ثَاوِي

فِي الْحَدِيثِ : إِكْرَامٌ وَالتَّعْرِيسُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ -

مَادَهُ : (ع. ر. س.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَاوٍ : التَّوَلَّى (فِي آخِرِ اللَّيْلِ)

حَلَّ : ا. ثَاوِي

অবতরণ করা : - حَلَّ

الْخَلِيطُ : (ج) خَلَطًا , خَلَطٌ : ا. ثَاوِي

(ض) خَلَطًا , تَفْعِيلٌ تَخْلِيطًا - الشَّىءُ بِالشَّىءِ :

মিশ্রিত করা।

(إِفْعَالٌ) - الْفَرَسُ : ا. ثَاوِي

(مُفَاعَلَةٌ) - خَلَطًا : ا. ثَاوِي

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضٍ -

مَادَهُ : (خ. ل. ط.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَاوٍ : الْفَرْقَةُ / الصَّغْبُ

هَذَا : ا. ثَاوِي

(ف) هَذَا : ا. ثَاوِي

(تَفْعِيلٌ) تَهْوَنَةً (إِفْعَالٌ) - إِهْدَاءٌ : ا. ثَاوِي

يُقَالُ : تَسَاقَطُوا إِلَى بَيْتٍ كَذَا فَهَذَا أَوَافِي :

مَادَهُ : (ه. د. ه.) , جَنَسٌ : مُهْمَزٌ لَامٌ

مُرَاوٍ : سَكَنٌ / سَكَتٌ , وَتَدٌ : صَاتٌ / صَاحٌ

الْأَطِيطُ : ا. ثَاوِي

الْأَطِيطُ (ض) : مَصْدَرٌ

فِي الْحَدِيثِ : فَجَعَلَنِي فِي صَهْبٍ وَأَطِيطٌ -

مَادَهُ : (أ. ط. ي.) , جَنَسٌ : مُرَكَّبٌ (مُهْمَزٌ نَاءٌ وَنَائِصٌ يَائِي)

مُرَاوٍ : صَوْتُ (الْإِبِلِ)

الْغَطِيطُ : ا. ثَاوِي

الْغَطِيطُ (ض) : مَصْدَرٌ

(ن) (ض) غَطًا , (إِفْعَالٌ) - إِغْطَا : ا. ثَاوِي

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ نَامَ حَتَّى سَبَعَ غَطِيطُهُ -

مَادَهُ : (غ. ط. ط.) , جَنَسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَاوٍ : صَوْتُ (النَّائِمِ)

سَمِعْتُ : ا. ثَاوِي

(س) سَمِعًا , سَمَاعًا , سَمَاعَةً : ا. ثَاوِي

صَيَّ : ا. ثَاوِي

(ن) صَوًّا : ا. ثَاوِي

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ الْعَبَّاسُ رَجُلًا صَيًّا -

مَادَهُ : (ص. و. ت.) , جَنَسٌ : ا. ثَاوِي

مُرَاوٍ : يَهْمِرُ (الصُّوْتِ)

(ج) رَجَالٌ , رَجُلَةٌ , أَرَجِلٌ , رَجَالَاتٌ , (و) رَجُلٌ : ا. ثَاوِي

(ن) رَجُلًا - الْفَعِيلُ :

উদ্ভী শাবককে মায়ের দুধ পান করতে মুক্ত করে দেওয়া।

-- الشَّاءُ : ا. ثَاوِي

পায়ে আঘাত করা : -

(س) رَجُلًا : ا. ثَاوِي

الشَّعْرُ : -

سَمِيرٌ (ص. ف. م. ذ.) (ج) سَمَرًا :

রাত্রির গল্পকাহ, রাত্রিতে গল্প করার সাথী।

(ن) سَمَرًا , سَمَرًا : ا. ثَاوِي

(س. ك.) سَمَرًا , (إِفْعَالٌ) - إِسْمَارًا : ا. ثَاوِي

فِي الْحَدِيثِ : نَبَى عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْوَسَاءِ -

مَادَهُ : (س. م. ر.) , جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَاوٍ : رَفِيقٌ (فِي حَدِيثِ اللَّيْلِ) -

(ج) رَحَلًا، أَرَحَلًا، (ر) رَحَلَ : হাওদা। মনবিল। অবস্থানস্থল।
 (ف) رَحَلًا، رَحِلًا، رَحَالًا - عَنِ الْمَكَانِ : ছেড়ে যাওয়া।
 - إِلَى الْمَكَانِ : গমন করা।
 - الْبَعِيرَ : হাওদা/ বাধা।
 كَيْفَ : কেমন, কি রকম।
 حُكْمٌ : (ج) أَحْكَامٌ : ফয়সালা, নির্দেশ, বিধান।
 سَبْرَةٌ : (ج) سَبَرٌ : অভ্যাস, আচার-আচরণ, জীবন-চরিত।
 فِي الْقُرْآنِ : سَبْعِينَ سَبْرَتَهَا أَرْبَى :
 سَاءَ : (س. ی. ر), جنس : أَجَوَفٌ يَأْنِي
 مَرَادُفٌ : عَادَةٌ
 حَيْثُ : (ج) أَجْيَالٌ، حَيْلَانٌ : প্রজন্ম, সমকালীন ব্যক্তিবর্গ।
 سَاءَ : (ج. ی. ل), جنس : أَجَوَفٌ يَأْنِي
 مَرَادُفٌ : مَصَاصٌ
 (ج) حَيْثُ، (و) جَارٌ : প্রতিবেশী, পড়শী।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنْ جَارُكُمْ .
 سَاءَ : (ج. و. ر), جنس : أَجَوَفٌ رَاوَى
 مَرَادُفٌ : حَيْرَانٌ .
 أَرَعَى : সম্মান বা অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখি।
 (ف) رَعَى، رَعَاةً - الْجَارُ : সম্মান বা অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা।
 - الْمَاشِيَةِ : গবাধিপত্য চালানো।
 فِي الْقُرْآنِ : قَسَا رَعَوْهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا .
 سَاءَ : (ر. ع. ی), جنس : نَاقِصٌ يَأْنِي
 مَرَادُفٌ : أَهْضَطُ
 جَارٌ : (ج) حَيْرَانٌ، حَيْرَةٌ، جَوَارٌ، أَجَوَارٌ : প্রতিবেশী, পড়শী।
 جَارٌ (ن) جَوْرًا : সে অবিচার করল [করে]।
 (ن) جَوْرًا - عَلَى قُلَانٍ : অবিচার করা, জুলুম করা।
 (إِنْعَمَالٍ) إِجَارَةٌ : আশ্রয় দেওয়া, রক্ষা করা।
 - عَنْ كَذَا : সরিয়ে দেওয়া। বিচ্যুত করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْهَا جَائِزٌ .
 سَاءَ : (ج. و. ر), جنس : أَجَوَفٌ رَاوَى
 مَرَادُفٌ : ظُلْمٌ/تَعْدِيٌّ، حَسَدٌ

أَبْدَلُ : আমি দান করি, ব্যয় করি।
 (ض) بَدَلًا : দান করা। ব্যয় করা।
 الرِّصَالُ : সান্নিধ্য, সংসর্গ।
 الرِّصَالُ (مُفَاعَلَةً) مَصَد : সম্পর্ক রাখা।
 صَالٌ (ن) صَوْلًا، وَصِيًّا صَوْلَاتًا : আক্রমণ করল [করে]।
 أَتَمَّلُ : আমি সহ্য করি, বহন করি।
 (إِنْعَمَالٍ) إِيْتِمَالًا : সহ্য করা। বহন করা।
 مَرَادُفٌ : أَصْبَرُ
 الْخَلِيطُ (يَتَعَمَلُ لِلرَّاجِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَنَعِ يَلْفِظُ وَاحِدٍ
 وَيَمْنَعُ أَيْسًا عَلَى خُلَطَاءٍ وَخُلُطٍ) : সাধী।
 أَبْدَى : সে প্রকাশ করল [করে]।
 (إِنْعَمَالٍ) إِبْدَاءٌ : প্রকাশ করা।
 الْخَلِيطُ : কৃত্রিমতা।
 الْخَلِيطُ (تَنْفِيلٍ) مَصَد : ডেজাল করা, কৃত্রিম করা।
 (ض) خُلُطًا : মিশ্রণ করা।
 (إِنْعَمَالٍ) إِيْتِمَالًا : মিশে যাওয়া, মিশ্রিত হওয়া।
 (تَنْفِيلٍ) تَخْلِيطًا : কৃত্রিম করা, ডেজাল করা।
 - فِي الْكَلَامِ : বাজে কথা বলা।
 فِي الْقُرْآنِ : خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا .
 سَاءَ : (خ. ل. ط), جنس : صَحْبِ
 مَرَادُفٌ : التَّخْلِيطُ، حَسَدٌ : আমি ভালোবাসি, আগ্রহ করি।
 أَوْدُ : (س) وَدًا، وَدَادًا : ভালোবাসা, মহস্বত করা।
 (س) وَدًا، وَدَادًا، وَدَّةً : বন্ধুত্ব স্থাপন করা।
 (مُفَاعَلَةً) وَدَادًا، وَدَادَةً : فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ أَحَدِكُمْ أَنْ يَمْسُرَ أَلْفَ سَنَةٍ .
 سَاءَ : (و. د. د), جنس : مُرَكَّبٌ (مَقَالٌ رَاوَى وَ مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي)
 مَرَادُفٌ : أَحَبُّ، وَدَّ : أَحَبُّ : নিকটাত্মীয়, একান্ত আন্তরিক ও
 الْحَمِيمُ : (ج) أَحْسَنُ : হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু।
 فِي الْقُرْآنِ : كَانَتْ وَلِيَّ حَمِيمٍ .
 سَاءَ : (ح. م. م), جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

وَأَفْضَلَ الشَّقِيقِ، عَلَى الشَّقِيقِ، وَأَفْضَى
لِلْعَشِيرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِإِلْعَاشِيرِ،
وَأَسْتَقِيلَ الْجَزِيلَ، لِلنَّزِيلِ، وَأَغْمُرَ الزَّمِيلَ
بِالْجَمِيلِ، وَأَنْزِلَ سَمِيرِي، مَنَزِلَةَ أَمِيرِي،
وَأَجِلْ أُنَيْسِي، مَحَلَّ رَيْبَسِي، وَأَوْدِعْ
مَعَارِفِي، عَوَارِفِي، وَأُولِي مَرَاِفِي،
مَرَاِفِي،

অনুবাদ : আমি সুহৃদ বন্ধুকে সহোদর ভাইয়ের উপর
অগ্রাধিকার দেই। আমি আশীরা-বজনের প্রাপ্য
পরিপূর্ণভাবে আদায় করি, যদিও সে এক দশমাংশ
প্রতিদান না দেয়। আমি অতিথির জন্য [কৃত] মনের
অতিথ্যেতাকে কম মনে করি। আমি সফরসঙ্গীকে
সংব্যবহার দ্বারা ঢেকে নিই। আমি আমার রাত্রির
করার সাথীকে আমার নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করি।
আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে আমার মনিবের স্থানে
উপনীত করি। আমি আমার পরিচিতদের কাছে আমার
দান-দাক্ষিণ্য আমানত রাখি। [অর্থাৎ, তাদেরকে আমি
বখশিশ করি]। আমি আমার সহচরকে আমার কল্যাণ
দান করি।

শাস্তিক অনুবাদ : أَفْضَلَ আমি অগ্রাধিকার দেই الشَّقِيقِ সুহৃদ বন্ধুকে সহোদর ভাইয়ের উপর
আমি পরিপূর্ণভাবে আদায় করি لِلْعَشِيرِ আশীরা-বজনের প্রাপ্য যদিও সে প্রতিদান না দেয়
দশমাংশ وَأَسْتَقِيلَ আমি কম মনে করি الْجَزِيلَ অধিক অতিথ্যেতাকে لِلنَّزِيلِ অতিথির জন্য
مَنَزِلَةَ সফরসঙ্গীকে بِالْجَمِيلِ সংব্যবহার দ্বারা أَنَزِلَ আমি অধিষ্ঠিত করি سَمِيرِي আমার রাত্রির গল্পকার সাথীকে
مَحَلَّ মর্যাদায় أَمِيرِي আমার নেতা أَجِلْ আমি উপনীত করি رَيْبَسِي আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুকে
وَأَوْدِعْ আমার মনিবের স্থানে مَعَارِفِي আমার দান-দাক্ষিণ্য আমানত রাখি
আমি আমার সহচরকে عَوَارِفِي আমার কল্যাণ

শব্দ বিশ্লেষণ

أَفْضَلَ : আমি অগ্রাধিকার দেই।
(تَفَضَّلَ) অগ্রাধিকার দেওয়া।
أَلْسَقِيق (صف، مذ) (ج) شُقُقَاءُ :
সুহৃদ বন্ধু, হিতৈষী বন্ধু।
(س) شُقُقَاءُ (إفْعَال) إِشْقَاقًا :
দয়া করা। শঙ্কাবোধ করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
مَادَهُ : (ش - ف - ق) ، جَس : صَحِيح
مَرَادُ : الْمَحَبَّةُ ، جَد : عَدُوُّ
أَلْسَقِيق (صف، مذ) (ج) أَشْقَاءُ :

কোনো বস্তুর সমান দুই ভাগের একভাগ, সহোদর ভাই।

(ن) شَقًا : চিরা, বিদীর্ণ করা।

(مُعَاغَلَةٌ) শত্রুতা করা। বিরুদ্ধাচরণ করা। : -

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مَادَهُ : (ش - ف - ق) ، جَس : مُعَاغِدٌ ثَلَاثِي

مَرَادُ : الْأَع
أَفْضَى : আমি পূর্ণ করি, পরিপূর্ণভাবে আদায় করি।
(ن) وَدَّ : পূর্ণ করা, পরিপূর্ণভাবে আদায় করা।
(إِنْعَال) إِفْعَال : পূর্ণ করা।
لِلْعَشِيرِ (صف) (ج) عَشَرَاءُ : পোত্র, নিকটাত্মীয়, বন্ধু, বামী, ভ্রাতা।
(مُعَاغَلَةٌ) مُعَاشَرَةٌ : - : মিলেমিশে অবস্থান করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْزِلَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ -
مَادَهُ : (ع - ش - ر) ، جَس : صَحِيح
مَرَادُ : الرَّفِيقُ/الْقَرِيبُ
لَمْ يَكُنْ بِإِلْعَاشِيرِ : প্রতিদান দেয় নি [দেয় না]।
(مُعَاغَلَةٌ) مُكَافَأَةٌ ، كَيْفَاءُ : মোকাবিলা করা। সদৃশ।
হওয়া। প্রতিদান দেওয়া।
(إِنْعَال) إِفْعَال : - : اِلْتِنَاءُ : উষ্ট্রে দেওয়া।

(إِنْفَعَلَ) হওয়া : ফিরে আসা। পরাজিত হওয়া : : إِنْكَفَأَ :
 যুঁকে পড়া : إِنْكَفَأَ :
 পরিবর্তিত হওয়া : : إِنْكَفَأَ :
 فِي الْحَدِيثِ : إِمْرًا بِإِنْفَاءِ الْقُدُورِ -
 مَادَّةُ : (ك. ب. هـ) , جِنْسُ : مَهْمُوزُ اللَّامِ
 مُرَادُفُ : لَمْ يَجَازِ
 الْعَشِيرَةُ (صف, مذ) (ج) أَغْشَرًا : :
 (ن, ض) عَشِيرًا , (تَفْعِيل) تَغَشِيرًا :
 দশটির মধ্যে একটি বা এক দশমাংশ গ্রহণ করা। নয়ের পর
 দশ পূর্ণ করা। দশম হওয়া।
 أَسْتَقْبَلَ : আমি কম মনে করি।
 (إِسْتَفْعَلَ) : إِسْتَفْعَلَ :
 কম মনে করা।
 (إِفْعَالَ) : إِفْعَالَ - الشَّىءُ :
 বহন করা। উঁচু করা। হাস করা।
 (ض) فَلَا , قَلَا , قَلَّةً :
 কম হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا تَكْفُرُكُمْ -
 مُرَادُفُ : اسْتَنْقِصَ , ضِدُّ : اسْتَكْبَرُ
 الْحَزِينُ : (ج) أَجْزَالُ , جِزَالٌ (أَيِ الْعَطَاءِ الْجَزِيلِ) :
 প্রচুর দান, [এখানে অধিক অতিথ্যেতা উদ্দেশ্য]।
 (ض) تَزَوَّلَا : উপনীত হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : فَتَزَلَّ مِنْ حَبِيبٍ -
 مَادَّةُ : (ن. ز. ل) , جِنْسُ : صَحِيعُ
 مُرَادُفُ : الضَّيْفُ
 أَغْمَرُ : আমি ঢেকে নিই।
 (ن) غَمَرًا :
 নিমজ্জিত করা। আচ্ছাদিত করা, ঢেকে নেওয়া।
 (س) غَمَرًا - صَدْرُهُ عَلَى فُلَانٍ :
 বিধেযপূর্ণ হওয়া।
 مَادَّةُ : (غ. م. م. ر) , جِنْسُ : صَحِيعُ
 مُرَادُفُ : أَغْطَى/اسْتَرَى , ضِدُّ : أَنْزَعَ/أَظْهَرُ
 الرَّؤْيِي : (ج) زَمَلًا :
 বাহনজন্তুতে আরোহী দুজনের একজন।
 সফরসঙ্গী, সমপেশাজীবী।
 (إِفْعَالَ) : إِنْفَعَلَ :
 কাপড় জড়ানো।

(تَفْعِيل) تَزَيَّلًا :
 আবৃত করা। গোপন করা।
 فِي الْحَدِيثِ : زَيَّلْنِي زَيْلَتَيْنِ -
 مَادَّةُ : (ز. م. ل) , جِنْسُ : صَحِيعُ
 مُرَادُفُ : الرَّفِيقُ/الرَّادِفُ
 الْجَمِيلُ : (ج) جَمَلًا :
 সুন্দর, কমনীয়। সম্ভাবহার।
 (تَفْعِيل) تَجَيَّلًا :
 সুন্দর করা।
 (ك) جَمَلًا :
 সুন্দর হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ -
 مَادَّةُ : (ج. م. ل) , جِنْسُ : صَحِيعُ
 مُرَادُفُ : الْعَجِينُ , ضِدُّ : الْقَجِيعُ
 أَنْزَلَ (إِفْعَالَ) أَنْزَلًا :
 আমি অবতীর্ণ করি, অধিষ্ঠিত করি।
 سَمِعَرُ : (ج) سَمَرًا :
 রাত্রিবেলায় গল্প করার সাথী।
 مَنَزَلَةٌ : (ج) مَنَازِلُ :
 মর্যাদা, অবতরণস্থল, বাড়ি।
 أَمِيرُ : (ج) أَمْرًا :
 নেতা, রাজা, শাসনকর্তা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ -
 مَادَّةُ : (أ. م. م. ر) , جِنْسُ : مَهْمُوزُ نَاءٍ
 مُرَادُفُ : الْأَحَاكِمُ , ضِدُّ : مَأْمُورُ
 أَجَلَ : আমি উপনীত করি।
 (إِفْعَالَ) : أَجَلًا :
 উপনীত করা। স্থান দেওয়া।
 أُنَيْسٌ : (ج) أُنْسًا :
 অন্তরঙ্গ বন্ধু।
 قَالَ الشَّاعِرُ عَائِرُ بْنُ عَمَارٍ :
 وَلَيْدَةٌ لَيْسَ بِهَا أُنَيْسٌ * إِلَّا الْبَعَائِيرُ وَالْأَنْعَامُ
 مَادَّةُ : (أ. ن. س) , جِنْسُ : مَهْمُوزُ
 مُرَادُفُ : حَبِيبٌ , ضِدُّ : عَدُوٌّ
 مَحَلٌ : (ج) مَحَالٌ :
 স্থান, জায়গা।
 زَيْنٌ : (ج) زِينًا :
 মনিব, নেতা, প্রধান।
 مَادَّةُ : (ر. . . س) , جِنْسُ : مَهْمُوزُ عَيْنِ
 مُرَادُفُ : سَيِّدٌ , ضِدُّ : خَادِمٌ
 أَوْعُ : আমি আমানত রাখি, [অপরের নিকট] গচ্ছিত রাখি।
 (إِفْعَالَ) : إِيْبَاعًا :
 গচ্ছিত রাখা, আমানত রাখা।

مَادَّه : (و. د. ع) , جِنْس : مِثَال وَارِی

مُرَادِف : اَتَنَسِن , ضَد : اَخُوْن

(ج) مَعَارِفُ , (و) مَعْرِف : পরিচিত ব্যক্তি, পরিচিত জ্ঞান।

مُرَادِف : مَالُوْف , ضَد : غَرِيب / مَجْهُوْل

(ج) عَوَارِفُ , (و) عَارِفَة : দান-দাক্ষিণ্য, ববশিশ।

مَادَّه : (ع. ر. ف) , جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : هِبَة / عَطِيَّة , ضَد : صَن

أُولَى : আমি দান করি, অনুগ্রহ করি।

(إفْعَال) إِيْلَاء : অনুগ্রহ করা, দান করা।

(ح) وَلَايَة : অভিভাবক হওয়া। সাহায্য করা।

فِي الْحَدِيث : لَنْ يَبْلُغَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ .

مَادَّه : (و. ل. ي) , جِنْس : كَيْفِيَّة مَفْرُوق .

مُرَادِف : أُعْطِيَ , ضَد : أُضِن

مُرَافِق (ف.ا.مذ) : সফরসঙ্গী, সহচর।

(مُفَاعَلَة) مُرَافَقَة : সফরসঙ্গী হওয়া। সহচর হওয়া।

مَادَّه : (ر. ف. ق) , جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : الرِّفَاقُ

(ج) مَرَافِقُ , (و) مَرَفِق : উপকৃত হওয়ার বস্তু, কল্যাণ।

إِنِ الْقُرْآنُ : وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى السَّرَافِقِ :

مَادَّه : (ر. ف. ق) , جِنْس : صَحِيْح

مُرَادِف : الْمَعُونَة / النِّفْع , ضَد : الضَّرَر

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَفْضَلُ الشَّفِيقِ عَلَى الشَّفِيقِ :

হয়েছে। جِنَاس لَاحِق -এর মাঝে الشَّفِيقِ এবং الشَّفِيقِ

قَوْلُهُ : رَأَيْتُ بِالْعَشِيرِ وَأَنْ لَمْ يُكَافِئْ بِالْعَشِيرِ :

হয়েছে। جِنَاس مُتَمَازِل -এর মাঝে الْعَشِيرِ এবং الْعَشِيرِ

قَوْلُهُ : رَأَيْتُ الْجَزِيلَ لِلْمَنْزِلِ :

হয়েছে। جِنَاس لَاحِق -এর মধ্যে الْجَزِيلِ এবং الْجَزِيلِ

قَوْلُهُ : وَاغْمَرُ الزَّمِيلَ بِالْجَمِيلِ :

হয়েছে। جِنَاس لَاحِق -এর মাঝে الْجَمِيلِ ও الْجَمِيلِ

قَوْلُهُ أَنْزَلَ سَيِّرِي مَنْزِلَةَ أَمِيرِي :

হয়েছে। جِنَاس لَاحِق -এর মাঝে أَمِيرِ এবং سَمِيرِ

قَوْلُهُ : أُولَى مُرَافِقِي مُرَافِقِي :

হয়েছে। جِنَاس مُعَرَّف -এর মাঝে مُرَافِقِي এবং مُرَافِقِي

وَأَيُّنَ مَقَالِي، لِيَقَالِي، وَأَدْنَمُ تَسَالِي،
عَنِ السَّالِي، وَأَرْضِي مِنَ الْوَقَاءِ، بِالْفَاءِ،
وَأَقْنَعُ مِنَ الْجَزَاءِ، بِأَقْلٍ الْأَجْزَاءِ، وَلَا
أَتَظْلَمُ، جِئِنَ أَظْلَمُ، وَلَا أَنْقَمُ، وَلَوْ لَدَغْنِي
الْأَرْقَمُ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ : وَيَكُ - يَا بَنِي -
إِنَّمَا يَضُنُّ بِالضَّنِينِ، وَيُنَاقِسُ فِي
الضَّمِينِ، لَكِنْ أَنَا لَا أَتِي، غَيْرَ الْمَوَاتِي،
وَلَا أَسِمُ الْقَعَاتِي، بِمَرَاعَاتِي،

অনুবাদ : আমি শক্রর সাথে নম্র ব্যবহার করি। আমি ভালোবাসা ভুলে যাওয়া লোকের সর্বদা খোজ-খবর নিই। আমি সম্পূর্ণ প্রাপ্যের পরিবর্তে সামান্যতেই সন্তুষ্ট থাকি। আমি সবচেয়ে কম অংশ প্রতিদানে তুষ্ট থাকি। আমি জুলুমের অভিযোগ করি না, যখন জুলুমের শিকার হই। আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না, যদিও গোবরা সাপ আমাকে দংশন করে। অতঃপর তার সাথী তাকে বলল, আক্ষেপ তোমার জন্য, হে বৎস! কৃপণের সাথেই কেবল কৃপণতা করা হয় এবং মূল্যবান বস্তুর প্রতিই অগ্রহ করা হয়। তবে আমি অনুগত লোক ব্যতীত [কারো প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য] অগ্রসর হই না এবং আমি দাষ্টিককে আমার সহমর্মিতার জন্য চিহ্নিত করি না।

শাষ্টিক অনুবাদ : আমি নম্র ব্যবহার করি **أَيُّنَ** আমি সর্বদা খোজ-খবর নেই **مَقَالِي** ভালোবাসা ভুলে যাওয়া লোকের **أَرْضِي** আমি সন্তুষ্ট থাকি **عَنِ السَّالِي** সামান্যতেই **أَقْنَعُ** আমি সন্তুষ্ট থাকি **مِنَ الْجَزَاءِ** প্রতিদানে **بِأَقْلٍ** সবচেয়ে কম অংশ **وَلَا أَتَظْلَمُ** অভিযোগ করি না **جِئِنَ أَظْلَمُ** যখন জুলুমের শিকার হই **وَلَا أَنْقَمُ** আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না **وَلَوْ لَدَغْنِي** যদিও আমাকে দংশন করে **الْأَرْقَمُ** গোবরা সাপ **فَقَالَ لَهُ** অতঃপর তাকে বলল **صَاحِبُهُ** তার সাথী **وَيَكُ** আক্ষেপ তোমার জন্য **إِنَّمَا يَضُنُّ** কেবল কৃপণতা করা হয় **بِالضَّنِينِ** কৃপণের সাথেই **يُنَاقِسُ** অগ্রহ করা হয় **فِي الضَّمِينِ** মূল্যবান বস্তুর প্রতিই **لَكِنْ أَنَا لَا أَتِي** তবে **غَيْرَ الْمَوَاتِي** অনুগত লোক ব্যতীত **وَلَا أَسِمُ** আমি চিহ্নিত করি না **الْقَعَاتِي** দাষ্টিক আমার সহমর্মিতার জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَيُّنَ : আমি নরম [নম্র] করি।

(أَفْعَالٌ) الْآئَةُ : কোমল করা, নরম করা।

(ض) لَيْتًا، لَيْتَةً : কোমল হওয়া, নরম হওয়া।

فِي الْقُرَانِ : قَبَسَ رَحِمُو مِنَ الْوَلَوْنِ لَهُمْ.

مَادَهُ : (ال-ي-ن) ، جَس : অজুফ বানী

مِرَافِق : الْأُطْف : জন্দ : অণ্ড

مَقَال (حَاصِل مَضَر) : কথাবার্তা, মৌখিক ব্যবহার।

مَقَال (ن) مَص : কথা বলা। বলা।

فِي الْقُرَانِ : مَن أَصَدَّقَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

مَادَهُ : (ق-و-ل) ، جَس : অজুফ বাও

مِرَافِق : قَوْل

الْقَالِي (ف-ا) (مذ) : قَلَا : শক্র, বিদ্বেষপোষণকারী

(ن-ض) قَلَى : বিদ্বেষ পোষণ করা, শত্রুতা করা।

فِي الْقُرَانِ : سَادَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَى .

مَادَهُ : (ق-ل-ي) ، جَس : নাক্ষ বানী

مِرَافِق : الْمَبِغِضُ ، جَد : الْمَحِبِّ

أَدْنَمُ : আমি সর্বদা করি।

(أَفْعَالٌ) إِذَامَةُ : দীর্ঘস্থায়ী করা, সর্বদা করা।

(ن) وَوَلَا : সর্বদা হওয়া, দীর্ঘস্থায়ী হওয়া।

مَادَهُ : (د-و-م) ، جَس : অজুফ বাও

مِرَافِق : أَيْقِن

تَسَال (ف) مَص : তলব করা। খোজ-খবর নেওয়া। চাওয়া।

আবেদন করা। প্রশ্ন করা।

السَّالِي (ف-ا) (مذ) : বিস্মৃতকারী, ভুলে যাওয়া ব্যক্তি।

(ن) سَلَا، سُلَا، (س) سَلِبًا - الشَّيْ عَمَلًا :

ভুলে যাওয়া। সন্ধান পাওয়া। নিশ্চিত হওয়া।

مَادَهُ : (س. ل. و. ی)، جُنُسٌ : تَأْصِصَ رَاوِی / بَازِئِ
مِرَادُفٌ : التَّائِصِصِ

আমি সত্ত্বষ্ট থাকি : اَرْضَى

(س) رَضِيَ، رَضَوْنَا : সত্ত্বষ্ট হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
مَادَهُ : (ر. ض. ی)، جُنُسٌ : تَأْصِصَ بَازِئِ
مِرَادُفٌ : اِخْتَارَ

সম্পূর্ণ প্রাণ্য : اَلْوَقَاءُ

পূর্ণ করা : اَرْضَى (ض) مَصَد :

فِي الْقُرْآنِ : يَرْضُونَ بِالْمَدِّ -

مَادَهُ : (و. ف. ی)، جُنُسٌ : كَيْفِيفَ مَقْرُون

مِرَادُفٌ : اَلْقَامُ، ضَدُّ : اَللِّقَاءُ / اَلتَّقْصَانُ

মাটি, তৃষ্ণা জিনিস, সামান্য বস্তু : اَللِّقَاءُ

(ف) لَقَاءٌ - اَلْعُرْوَةُ : ছিলা, ছাল উঠানো :

প্রাণ্যের চেয়ে কম দেওয়া : هُ حَقَّهُ -

(س) لَقَاءٌ - اَلشَّيْءُ : অবশিষ্ট থাকা। বাকি থাকা :

(اَلْاَعْمَالُ) اِنْقَاءٌ - اَلشَّيْءُ : বাকি রাখা :

فِي الْحَدِيثِ : فَرَضِيَتْ مِنَ الْقَوَاءِ بِاللِّقَاءِ

مَادَهُ : (ل. ف. ی)، جُنُسٌ : مَهْمُوزٌ لَام

مِرَادُفٌ : اَلْعَيْسِ / اَلتَّقْصَانُ، ضَدُّ : اَلْوَقَاءُ / اَلْقَامُ

আমি অল্পে তুষ্ট থাকি : اَقْنَعُ

(ف) قَنَعًا، قَنَاعَةً : অল্পে তুষ্ট থাকা।

তুষ্ট করা : اَتَقْنَعُ

فِي الْقُرْآنِ : اَطْعِمُوا الْقَنَاعِ -

مَادَهُ : (ق. ن. ی)، جُنُسٌ : صَحِيح

مِرَادُفٌ : اَرْضَى، ضَدُّ : اَطْعَمَ

অভিধান : اَلْجَزَاءُ

اَلْجَزَاءُ (ض) مَصَد - هُ يَكْذُو وَعَلَى كَذَا : বিনিময় দেওয়া।

(اَلْاَعْمَالُ) اِجْزَاءُ عَنْهُ (مَقَاعِلَهُ) مَجَازًا :

যথেষ্ট হওয়া। প্রতিদান দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حَسَبًا -

مَادَهُ : (ج. ز. ی)، جُنُسٌ : تَأْصِصَ بَازِئِ

مِرَادُفٌ : اَلْمُكَانَاةُ

اَقْلُ (اِسْمُ تَفْضِيلِ، مَذ) : কম। অপেক্ষাকৃত কম, সবচেয়ে কম :

(ض) قِلًا، قِلَّةٌ : কম হওয়া।

الرَّجُلُ : - কম সম্পদশালী হওয়া।

اَلْجِنْمُ : - ক্ষীণকায় হওয়া, ছোট হওয়া।

اَلشَّيْءُ : - উচু করা। বহন করা।

اِنْعَالُ (اِنْعَالًا) - উচু করা। বহন করা।

(ج) اَلْاَجْزَاءُ، (و) جَزَاءُ : কোনো জিনিসের একাংশ, অংশ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَهَا جَزَاءٌ مَّقْسُومٌ

مَادَهُ : (ج. ز. ی)، جُنُسٌ : مَهْمُوزٌ لَام

مِرَادُفٌ : اَلْاَتْنِصَابُ

আমি জুলুমের অভিযোগ করি না।

(تَنْعَلُ) تَنْعَلُ مِنْهُ : জুলুমের অভিযোগ করা।

هُ حَقَّهُ : - প্রাণ্য কম দেওয়া।

اَلرَّجُلُ : - জুলুমের উপর সবার করা।

(ض) ظَلَمًا : অত্যাচার করা।

(س) ظَلَمًا، (اِنْعَالًا) اِفْلَامًا - اَلْبُلُّ : রাত অন্ধকার হওয়া।

اِفْلَامًا - اَللَّيْلِ : অন্ধকার করা।

اَلرَّجُلُ : - অন্ধকারে প্রবেশ করা। মজলুম হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : ثُمَّ تَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ -

مَادَهُ : (ظ. ل. ی)، جُنُسٌ : صَحِيح

مِرَادُفٌ : اَشْكُو (اَلظُّلْمُ)

আমি জুলুমের শিকার হই।

(ض) ظَلَمًا، مَظْلَمَةً : জুলুম করা।

لَا اَنْفَعُ : - আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করি না।

(ض. س) نَفَا - مِنْهُ : শাস্তি দেওয়া। প্রতিশোধ নেওয়া।

- اَلْاَمْرُ عَلَى فُلَانٍ اَوْ مِنْ فُلَانٍ :

দোষারোপ করা। অত্যন্ত অপছন্দ করা।

(اِنْعَالًا) اِنْقَامًا - مِنْهُ : শাস্তি দেওয়া। প্রতিশোধ নেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تَقْتُمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُّؤْتُوا بِاللَّهِ

مَادَهُ : (ن. ق. ی)، جُنُسٌ : صَحِيح

مِرَادُفٌ : اَقْصَصَ / اَنَارَ

لَدَغٌ : - দংশন করল।

(ف) لَدَغًا : - দংশন করা।

- يَكْلَسِيهِ : ভৎসনা করা। কষ্টদায়ক কথা বলা।

فِي الْحَدِيثِ : لَا يَلْدَغُ الْمُؤْمِنُ فِى جُوعٍ وَاحِدٍ مَّرَّتَيْنِ -

مَادَهُ : (ل. د. ی)، جُنُسٌ : صَحِيح

مِرَادُفٌ : كَسَحَ

الْأَرْقَمَ : (ج) أَرْقَمٌ : গোখরা সাপ, সাদা-কালো মিশ্রিত রঙের সাপ ।
 مَادَهُ : (ر.ق.م) ، جِنْسٌ : صَحِيجٌ
 مُرَادٌ : الْأَقْمَى
 صَاحِبٌ (ج) صَعْبٌ ، أَصْعَابٌ ، صِعَابَةٌ ، صِعَابٌ ، صُعْبَانٌ :
 সাদী, সহচর ।

وَلَيْكَ كَلِمَةُ التَّحَسُّرِ وَ التَّندُمِ وَ التَّعَجُّبِ :

আক্ষেপ তোমার জন্য ।

(يَا) بَنَى (تَصْفِيرُ إِن) : [হে] আমার বৎস ।

يَضُنُّ (مع) : কাপণ্য করা হয় ।

(ض.س) ضَنَّ ، ضِنَّةٌ : কৃপণতা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا مَوْ عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِيحٍ .

مَادَهُ : (ض.ن.ن) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : يَجْعَلُ ، ضَدٌّ : يَجْعَلُ

الضَّيِّقِينَ (صف، مذ) (ج) أَضَاءَ : অভিশয় কৃপণ, ব্যয়কৃত ।

مُرَادٌ : يَجْعَلُ ، ضَدٌّ : يَجْعَلُ

يُنَاقِصُ (مع) : প্রতিযোগিতা মূলক) অগ্রাহ করা হয় ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُنَافَسَةٌ : প্রতিযোগিতা করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, অগ্রাহ করা ।

(ك) نَفَاةٌ : উৎকৃষ্ট হওয়া ।

(س) نَفَسًا - بِالنَّشْرِ : কৃপণতা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسِينَ .

مَادَهُ : (ن.ف.স) ، جِنْسٌ : صَحِيجٌ

مُرَادٌ : يَرْبُحُ/يَضَارِعُ ، ضَدٌّ : يَغْرَضُ

الْمُحْسِنِينَ (صف، مذ) (ج) رُشَانَ : মূল্যবান, দামী ।

(ك) رُشَانَةٌ - الشَّيْ : মূল্যবান হওয়া ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُنَافَسَةٌ - فِي السَّلَاحَةِ : দরদাম করা ।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَتْ تُنَافَسُنِي بِمَازِيكُمْ .

مَادَهُ : (ث.م.ن) ، جِنْسٌ : صَحِيجٌ

مُرَادٌ : قِيمٌ ، ضَدٌّ : رَخِيسٌ

لَا أَيْ : আমি আশি না, অসমর হই না ।

(إِعْمَال) إِنَاءٌ : দেওয়া ।

(ض) إِنْيَانًا : আসা ।

فِي الْقُرْآنِ : يُوْتُونَ الزُّكُوفَ .

مَادَهُ : (أ.ث.ي) ، جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مُهمَزٌ قَا) نَاقِصٌ بِأَيٍّ

مُرَادٌ : لَا أَيْمُنُ ، ضَدٌّ : لَا أَذْهَبُ .

الْمَوَاتِي (ف.ا. مذ) : অনুগত, মুণ্ডাফিক ।
 (مُفَاعَلَةٌ) مَوَاتَانٌ ، وَتَاءٌ : একমত হওয়া, অনুগত হওয়া ।

مَادَهُ : (و.ث.ا) ، جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مِثَالٌ وَآوِي وَمُهمَزٌ اللَّامِ)

مُرَادٌ : الْمُرَافِقُ ، ضَدٌّ : الْمَخَالِفُ

لَا أَيْمُنُ : আমি চিহ্নিত করি না ।

(ض) وَمَنًا ، يَسَةً : চিহ্নিত করা ।

(تَفْعُلُ) تَوَسَّأَ : পর্যবেক্ষণ করা । পরিচয় লাভ করা ।

مَادَهُ : (و.স.ম) ، جِنْسٌ : وَمِثَالٌ وَآوِي

مُرَادٌ : أَعْيَنَ

الْعَائِي (ف.ا. مذ) (ج) عُنَاءٌ ، عُنَى : দাষ্টিক, অহংকারী ।

(ن) عُنَا : সীমালঙ্ঘন করা, অহংকার করা ।

فِي الْقُرْآنِ : وَعَتُوا عُنُوتًا كَبِيرًا .

مَادَهُ : (ع.ث.و) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَآوِي

مُرَادٌ : التَّكْثِيرُ/الْعَيْنَةُ ، ضَدٌّ : التَّوَضُّعُ/الْمَوَاتِي

مُرَاعَاةٌ : সহমতি ।

مُرَاعَاةٌ (مُفَاعَلَةٌ) مَرَّ : অপরের অধিকার সংরক্ষণ করা ।

مُرَادٌ : مُعَافَاةٌ

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَلَيْسَ مَقَالِي لِلْقَالِي :

جِنَاسٌ -এর মাঝে -এর- قَالِي এবং مَقَالِي

এই বাক্যের মধ্যে

মুদ্রা হয়েছে ।

قَوْلُهُ : أَوَيْمَ تَسَالِي عَنِ السَّالِي :

جِنَاسٌ -এর মাঝে -এর- سَالِي এবং تَسَالِي

এখানেও

হয়েছে ।

قَوْلُهُ : أَرْمَضُ مِنَ الْوَقَاءِ بِاللِّقَاءِ :

এর মাঝে -এর- لِقَاءٌ এবং وَقَاءٌ

قَوْلُهُ : أَقْنَعُ مِنَ الْجَزَاءِ بِأَقْلِ الْأَجْزَاءِ :

এর মাঝে -এর- أَجْزَاءٌ এবং الْجَزَاءُ

এখানেও

وَلَا أَصَافِي، مَن يَأْبَىٰ انْتِصَافِي، وَلَا
أَوَاحِي مَن يُلْفِي الْأَوَاحِي، وَلَا أُمَالِي، مَن
يُغْنِي أُمَالِي، وَلَا أَبَالِي، مَن صَرَمَ
جِبَالِي، وَلَا أَدَارِي، مَن جَهَلَ مِقْدَارِي، وَلَا
أَعْطَىٰ زِمَامِي، مَن يُخْفِرُ ذِمَامِي، وَلَا
أَبْذَلُ وَدَادِي، لِأَضْدَادِي، وَلَا أَدْعُ إِعَادِي،
لِلْمُعَادِي، وَلَا أَعْرِسُ الْآيَادِي، فِي أَرْضِ
الْأَعَادِي، وَلَا أَسْمَعُ بِمَوَاسَاتِي، لِمَن
يَفْرَحُ بِمَسَاءَتِي.

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আমার সাথে সুবিচার করতে অস্বীকৃতি জানায় আমি তার সাথে নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না এবং যে ব্যক্তি আমার ভ্রাতৃত্বের রশিকে [অর্থাৎ বন্ধনকে] অকেজো করে দেয় আমি তার সাথে ভ্রাতৃত্ব রাখি না। যে ব্যক্তি আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করে দেয় আমি তার সহযোগিতা করি না। যে ব্যক্তি আমার [বন্ধুত্বের] রশি ছিন্ন করে আমি তাকে পরোয়া করি না এবং যে আমার মর্যাদা চেনে না, তার সাথে আমি নম্র ব্যবহার করি না। যে আমার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমি তাকে আমার লাগাম দেই না [অর্থাৎ, আমি তর অনুগত হই না]। আমি আমার প্রতিপক্ষকে আমার ভালোবাসা দান করি না এবং আমার বিরোধীকে হুমকি দিতে ছাড়ি না। আমি শত্রুদের ভূমিতে অনুগ্রহের চারা রোপণ করি না এবং যে ব্যক্তি আমার দুঃখে আনন্দ বোধ করে তার জন্য আমি আমার সমবেদনা জ্ঞাপন করে অনুগ্রহ প্রদর্শন করি না।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا أَصَافِي আমি নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না। مَن يَأْبَىٰ انْتِصَافِي যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি জানায় আমার সাথে সুবিচার করতে لَا أَوَاحِي আমি তার সাথে ভ্রাতৃত্ব রাখি না। مَن يُلْفِي الْأَوَاحِي যে ব্যক্তি অকেজো করে দেয় আমার ভ্রাতৃত্বের রশিকে لَا أُمَالِي আমি তার সহযোগিতা করি না। مَن يُغْنِي أُمَالِي যে ব্যক্তি ব্যর্থ করে দেয় আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা لَا أَبَالِي আমি তাকে পরোয়া করি না। مَن صَرَمَ جِبَالِي যে ব্যক্তি ছিন্ন করে আমার রশি لَا أَدَارِي আমি তার সাথে নম্র ব্যবহার করি না। মَن جَهَلَ مِقْدَارِي যে ব্যক্তি চেনে না আমার মর্যাদা لَا أَعْطَىٰ আমার লাগাম। مَن يُخْفِرُ ذِمَامِي যে ভঙ্গ করে আমার প্রতিশ্রুতি لَا أَدْعُ إِعَادِي আমি ছাড়ি না। مَن يَفْرَحُ بِمَسَاءَتِي আমি তার হুমকি দিতে ছাড়ি না। وَلَا أَعْرِسُ الْآيَادِي বিরোধীকে আমি চারা রোপণ করি না। فِي أَرْضِ الْأَعَادِي শত্রুদের ভূমিতে অনুগ্রহের চারা রোপণ করি না। وَلَا أَسْمَعُ بِمَوَاسَاتِي আমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করি না। مَن يَفْرَحُ بِمَسَاءَتِي আমার দুঃখে।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি নিখাদ বন্ধুত্ব রাখি না। : لَا أَصَافِي :
(مُتَعَاكِدًا) مُصَافَاةً، (إِنْعَالًا) إِصْفَاءً :
অকৃত্রিমভাবে ভালোবাসা।

(ان) صَفَرُوا، صَفَاءً، صُفْرًا :
বন্ধ হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : أَفْصَحَكُمْ رُكْنًا بِالْيَمِينِ -
مَاءَهُ (ص. ف. و.)، جَنَسٌ : تَأْقِصُ رَأْيِي
مُرَادُفٌ : أَخْلَصُ (الرَّوَدُ)

অস্বীকার করে, অস্বীকৃতি জানায়। :
يَأْبَىٰ :
অস্বীকার করা। : (ض) إِبَاءً، إِبَاءَةً :
إِنْصَافٌ (إِنْعَالٌ) مَصْد :

অর্থে (পৌছ, অর্থে নেওয়া, সুবিচার করা) :

আমি ভ্রাতৃত্ব রাখি না। : لَا أَوَاحِي :
(مُتَعَاكِدًا) مُوَاحَاةً - إِيَّاهُ :
ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা। :
فِي الْقُرْآنِ : أَخَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ -

مَاءَهُ : (أ. خ. و.)، جَنَسٌ : مَرْكَبٌ (مَهْمُوزٌ) : تَأْقِصُ رَأْيِي
যুক্তি :
অকেজো করে দেয়, নষ্ট করে দেয়।

অকেজো করা, নষ্ট করা। :
(ان) لَفَّوْا :
নষ্ট হওয়া, অনর্থক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ -
مَاءَهُ : (أ. خ. و.)، جَنَسٌ : تَأْقِصُ رَأْيِي

وَلَا أَرَى الْيَفَايَ، إِلَى مَنْ يَشْمَتُ
يُوقَاتِي، وَلَا أَخْصُ بِعِبَائِي، إِلَّا أَحْبَابِي،
وَلَا أَسْتَطِبُ لِدَائِي، غَيْرَ أَوْدَائِي، وَلَا
أُمْلِكُ خُلَّتِي، مَنْ لَا يَسُدُّ خَلَّتِي، وَلَا
أَصْفَى رَيْتِي، لِمَنْ يَتَمَنَّى مَيْتِي، وَلَا
أَخْلِصُ دُعَائِي، لِمَنْ لَا يَقْعِمُ وَعَائِي، وَلَا
أَفْرِغُ ثَنَائِي، عَلَى مَنْ يَفْرِغُ إِنَائِي، وَمَنْ
حَكَمَ بَانَ أَبْدُلُ وَتَخْزَنُ؟ وَالْيَنْ وَتَخْشَنُ؟
وَأَذُوبُ وَتَجْمَدُ؟ وَأَذْكَو وَتَحْمَدُ؟

অনুবাদ : যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুতে আনন্দিত হয় তার প্রতি আমি আমার জক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করি না এবং আমার বন্ধু-বান্ধব ব্যতীত কাউকে আমি আমার বিশেষ দান করি না। আমার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীগণ ব্যতীত কারও কাছে আমি আমার ব্যাধির জন্য চিকিৎসা কামনা করি না এবং যে ব্যক্তি আমার অভাব মোচন করে না তাকে আমি আমার বন্ধুত্বের অধিকারী করি না। যে ব্যক্তি আমার মৃত্যু কামনা করে তার জন্য আমি আমার মনের ইচ্ছা স্বচ্ছ করি না এবং যে ব্যক্তি আমার খলি ভরে দেয় না তার জন্য আমি আমার একান্ত দোয়া করি না। যে ব্যক্তি আমার পাত্র শূন্য করে দেয় তার উপর আমি আমার প্রশংসা ঢেলে দেই না। কে এই সিদ্ধান্ত দেবে যে, আমি ব্যয় করব, আর তুমি সঞ্চয় করবে? আমি নম্র হব, আর তুমি কঠোর হবে? আমি বিগলিত হব, আর তুমি স্থবির হবে? আমি প্রজ্বলিত হব, আর তুমি নির্বাপিত হবে?

শাখিক অনুবাদ : لَا أَرَى আমি প্রয়োজন মনে করি না الْيَفَايَ আমার জক্ষেপ করা إِلَى প্রতি يَشْمَتُ যে ব্যক্তি আনন্দিত হয় يُوقَاتِي আমার মৃত্যুতে لَا أَخْصُ আমি কাউকে খাস করি না أَحْبَابِي আমার দান দ্বারা إِلَّا ব্যতীত عِبَائِي আমার বন্ধু-বান্ধব لَا أَسْتَطِبُ আমি চিকিৎসা কামনা করি না لِدَائِي আমার ব্যাধির জন্য غَيْرَ ব্যতীত أَوْدَائِي আমার প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী لَا أُمْلِكُ আমি অধিকারী করি না خُلَّتِي আমার বন্ধুত্ব مَنْ যে ব্যক্তি يَسُدُّ মোচন করে না خَلَّتِي আমার অভাব لَا أَصْفَى আমি স্বচ্ছ করি না رَيْتِي আমার মনের ইচ্ছা لِمَنْ সে ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি يَتَمَنَّى কামনা করে مَيْتِي আমার মৃত্যু لَا أَخْلِصُ আমি একান্তভাবে করি না دُعَائِي আমার দোয়া তার জন্য لَا يَقْعِمُ ভরে দেয় না وَعَائِي আমার খলি لَا أَفْرِغُ আমি ঢেলে দেই না ثَنَائِي আমার প্রশংসা عَلَى তার জন্য لَا أَفْرِغُ শূন্য করে দেয় إِنَائِي আমার পাত্র مَنْ কে এ সিদ্ধান্ত দেবে যে وَتَخْزَنُ আমি ব্যয় করব وَتَخْزَنُ আর তুমি সঞ্চয় করবে وَالْيَنْ আমি নম্র হব وَتَخْشَنُ আর তুমি কঠোর হবে وَأَذُوبُ আমি বিগলিত হব وَتَجْمَدُ আর তুমি স্থবির হবে وَأَذْكَو আমি প্রজ্বলিত হব وَتَحْمَدُ আর তুমি নির্বাপিত হবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا أَرَى : আমি [প্রয়োজন] মনে করি না।

(ف) رَأَى، رُؤْيَاً، رُؤْيَاً : মনে করা। দেখা।

الْيَفَايَ (الْيَفَايَ) : জক্ষেপ করা, দৃষ্টিপাত করা।

(ض) تَفَتَّ - التَّكَلَّمَ : বেরোয়া কথাবার্তা বলা।

- فَلَاحًا عَنْ رَأْيِهِ : ফিরানো।

يَسْمَتُ : لَا يَسْمَتُ : যিনি প্রশংসা করে না।

سَمَاءً : (ال) ف. ت. ح. : যিনি, সচিব, মরাদ্দ : নতুন।

يَشْمَتُ : অপরের দুঃখে আনন্দ বোধ করে।

(س) شَمَاتًا، شَمَاتَةً - يَم : অন্যের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করা।

(إِفْعَال) إِشْمَاتًا : অন্যের দুঃখে খুশি করানো।

(تَفْعِيل) تَشْمِيَتًا : ইচ্ছা জবাব দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا تَشْمِتْ بِسِ الْأَعْدَاءِ .

سَاءَ : (ش-م-ت) : যিনি, সচিব, মরাদ্দ : নতুন।

وَقَاءً : (ج) وَقَبَاتٍ : মৃত্যু, জিরোধান।

(تَفْعِيل) تَرْوِيَةً : মৃত্যু দান করা।

فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَ تَرْوِيَتِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ .

سَاءَ : (و-ف-ي) : যিনি, সচিব, মরাদ্দ : নতুন।

مَرَادٍ : مَسَاءً/مَوْتًا : যিনি, সচিব, মরাদ্দ : নতুন।

لَا أُخْص : আমি খাস করি না।

(ন) خَصًّا، خَصْرًا - مُلَاً بِالْأَيْ : খাস করা, বৈশিষ্ট্য দান করা।

(إِخْتِصَالَ) إِيْخْصَا - بِالْأَيْ : খাস হওয়া, বিশিষ্ট হওয়া।

- بِالْأَيْ : খাস করা।

مَادَّة : (খ-স-স), جُنْس : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : أَقْرَد : جُنْد : أَعْدَاءُ

جَبَّاءُ، حَيَوَةٌ (ج) أَحْيَاءُ : দান, অনুদান।

(ن) حَيَرًا : নিকটবর্তী হওয়া।

- الْوَلَد : নিতহু হেঁচড়িয়ে চলা।

- السَّفِينَةُ : চলা।

(مُفَاعَلَةٌ) مَحَابَّةً، حَبَاءً : সাহায্য করা।

(ج) أَحْيَاءُ، أَحْيَةً، أَحْيَاءً، (و) حَيَبَّ (صف) : বন্ধু, প্রীতিভাজন।

(س, ك) حَيًّا - الْإِنْسَانُ وَالشَّيْءُ الْإِيْم : প্রীতিভাজন হওয়া।

(ض) حَيًّا، حَيًّا - الشَّيْءُ : অনুরাগী হওয়া।

- قَلَّ : ভালোবাসা। [কম ব্যবহৃত]

أَسْتَطَبَّ : আমি চিকিৎসা কামনা করি না।

(إِسْتَعْلَا) اسْتَعْلَبَ : চিকিৎসা কামনা করা। চিকিৎসা করানো।

(ن, ض) رَطَبًا : চিকিৎসা করা।

মাদে : (ط-প-প), جُنْس : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي

دَاءٌ : (ج) أَدْوَاءُ : রোগ, ব্যাধি, পীড়া।

فِي الْحَدِيثِ : فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرَى دَوَاءٌ -

مَادَّة : (د-و-و), جُنْس : مُرَكَّبٌ (مَهْمَزٌ لَامٌ وَجَوْفٌ وَآوِي)

مَرَادُف : مَرَضٌ، جُنْد : صَحَّةٌ -

(ج) أَدْوَاءُ، أَدْوَةً، (و) دَوَاءٌ (صف, مذ) : ভালোবাসা পোষণকারী।

(س) كَوَّدًا، وَدَادًا، مَوَدَّةً : ভালোবাসা। কামনা করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مَرَادَّةً، وَدَادًا : ভালোবাসা প্রকাশ করা।

(تَفَعَّلَ) تَرَوَّدًا : বন্ধুত্ব করতে চাওয়া।

- الْيَتِي : বন্ধুত্ব করা।

(تَفَاعُلٌ) تَرَادَّدًا - الرَّجُلَانِ : পরস্পরে ভালোবাসা।

মাদে : (و-দ-দ), جُنْس : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : أَحْيَاءُ، جُنْد : أَعْدَاءُ -

(لَا) اَمْلَكَ : আমি অধিকারী করি না।

(تَفَعَّلَ) تَمْلِكًا : মালিক বানানো, অধিকারী করা।

(ض) يَمْلِكًا، مَمْلَكَةً، مَمْلَكَةً - الشَّيْءُ : মালিক হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا -

মাদে : (ম-ল-ক), جُنْس : صَرِيحٌ

خَلَّةٌ : (ج) خَلَلٌ : বন্ধুত্ব, বন্ধু, প্রীতি, প্রেমামিশ্র।

(ج) خَلَلٌ : সুআহার্য/ মিষ্ট খাস।

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَبْعُ وَلَا يَخْلَلُ -

مَادَّة : (খ-ল-ল), جُنْس : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : مَحَبَّةٌ، حُبٌّ : বন্ধ করে না, [এখানে - মোচন করে না]

(ن) سَدًا : প্রয়োজন মিটানো, দারিদ্র্য বিমোচন করা।

- أَلْعَلَّة : বন্ধ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا -

মাদে : (স-দ-দ), جُنْس : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : يَصْلَعُ/يُؤَوِّي، جُنْد : يَفْتِي -

অভাব, প্রয়োজন, অভ্যাস, ছিদ্র।

مَادَّة : (ج) خَلَلٌ، خَلَّلَ : অত্যন্ত, প্রয়োজন, অভ্যাস, ছিদ্র।

يَقَالُ فِي الدَّعَاةِ لِلْمَيِّتِ : اَللَّهُمَّ اسْرِدْ خَلْعَهُ -

মাদে : (খ-ল-ল), جُنْس : مُصَافَعٌ ثَلَاثِي

مَرَادُف : حَاجَةٌ/فَقْرٌ -

لَا أَصْقَى : আমি বন্ধ করি না।

(تَفَعَّلَ) تَصَفَّيَةً : বন্ধ করা, পরিত্যক্ত করা।

مَرَادُف : أَنْقَى -

নিম্নে : (ج) نَيَّاتٌ : মনের ইচ্ছা।

يَتَمَنَّى : আকাঙ্ক্ষা করে, কামনা করে।

(تَفَعَّلَ) تَمَنَّى : আকাঙ্ক্ষা করা। কামনা করা।

مَرَادُف : يَرْجُو -

مَنْبِيَّةٌ : (ج) مَنَابٍ : মুক্তা, মউত।

قَالَ الشَّاعِرُ : إِذِ الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا -

মাদে : (ম-ন-ন), جُنْس : نَاقِصٌ بَائِي

مَرَادُف : وَقَاءٌ، جُنْد : حَيَاءٌ -

لَا أُخْلِصُ : আমি একান্তভাবে করি না।

(إِثْعَالٌ) إِخْلَاصًا : একনিষ্ঠভাবে কাজ করা। একান্তভাবে

কোনো কাজ করা।

(ن) خُلِصًا، خِلَاصًا : নিখাদ হওয়া।

مِنْ الْهَلَائِكِ : মুক্তি পাওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : تَاغَيْدَ اللَّهِ خُلِصًا لَهُ الدِّينِ -

মাদে : (খ-ল-স), جُنْس : صَرِيحٌ

مَرَادُف : لَا أَصْقَى، جُنْد : لَا أَكْذَرُ -

দোয়া, শুধু কামনা।

لَا يُفْقَمُ : ভরে দেয় না।

(إِثْعَالٌ) إِثْعَامًا، (ن) تَقَمَّمَ، (تَفَعَّلَ) تَقَمَّيًّا : ভরে দেওয়া, পূর্ণ করা।

يَقَالُ : أَقْعَمَهُ الْغَيْرُ مَسْرَةً أَوْ مَسَاءً
 مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفُ : لَا يَمْلَأُ , حُدُ : لَا يَمُرُّ .

وَعَاءٌ : (জ. অ. বৈ.) , جِنْسُ : (জ. অ. বৈ.)
 مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : لَيْفِيْفٌ مَقْرُوْقٌ
 مُرَادُفُ : كَبِيْرٌ / إِنَاءٌ

لَا أَقْرِعُ : আমি ঢেলে দেই না।

إِفْعَالٌ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : أَقْرِعُ : প্রবাহিত করা। ঢেলে দেওয়া।

إِفْعَالٌ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : أَقْرِعُ : খালি করা। শূন্য করা।

إِفْعَالٌ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : أَقْرِعُ : খালি হওয়া। অবসর হওয়া।

إِفْعَالٌ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : أَقْرِعُ : ফী الْقُرْآنِ : رَبَّنَا أَقْرِعْ عَلَيْنَا صَبْرًا .

مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : لَا أَصْبِرُ , حُدُ : لَا أَمْنَعُ .

ثَنَاءٌ : (জ. অ. বৈ.) , جِنْسُ : أَثْنَيْتُ : প্রশংসা, সাধুবাদ, তুতি, গুণকীর্তন।

يُقْرِعُ : শূন্য করে দেয়, খালি করে দেয়।

إِفْعَالٌ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : أَقْرِعُ : শূন্য করা, খালি করা।

مُرَادُفُ : يُخْلِي , حُدُ : يَمْلَأُ .

إِنَاءٌ : (জ. অ. বৈ.) , جِنْسُ : إِنَاءٌ : পাত্র, আধার।

فِي الْحَدِيثِ : إِذَا وَقَعَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ .

مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : مَرْكَبَةٌ (مَهْمُوزَةٌ) : وَتَأْيِضُ يَأْنِي

مُرَادُفُ : وَعَاءٌ .

حَكْمٌ : সিদ্ধান্ত দিল [দেবে]।

(ن) حَكَمَ , حُكْمَةٌ : সিদ্ধান্ত/ ফয়সালা দেওয়া।

أَيْذَلُ : আমি ব্যয় করব, আমি দেব।

(ن) بَذَلَ : আমি ব্যয় করব।

تَخَرَّنُ : তুমি সম্বয় করবে।

(ن) خَرَّنَ : সম্বয় করা, জমা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ .

مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : تَخَرَّنَ , حُدُ : تَبَدَّلَ

أَلَيْسَ : আমি নম্র হব।

(ض) لَيْسَ , لَيْسَ : নম্র হওয়া, নরম হওয়া।

مُرَادُفُ : أَتَوَاضَعُ , حُدُ : أَتَكْتَبِرُ / أَخْشَنُ

تَحْتَشِنُ (ك) خَشَنَةً , خَشَانَةً : তুমি কঠোর হবে।

(ك) خَشَنَةً , خَشَانَةً : কঠোর হওয়া, কঠিন হওয়া।

إِفْعَالٌ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : تَحْتَشِنُ : অমসৃণ হওয়া।

مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : تَتَغَلَّطُ , حُدُ : تَلَيَّنَ .

أَذْوَبُ : আমি বিগলিত হব।

(ن) ذَوِبَ , ذَوِبَ : প্রবাহিত হওয়া, বিগলিত হওয়া।

إِفْعَالٌ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : أَذْوَبُ : বিগলিত করা।

مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : أَجْوَفُ : মাদ্দা

مُرَادُفُ : أَصْبَلُ , حُدُ : أَجْمَدُ

تَجَمَّدُ : তুমি স্থবির হবে।

(ن) جَمَدًا , جَمْرًا : জমে যাওয়া। স্থবির হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَتَسْكَبُ عَيْنَايَا الدَّمْعَ لِيَتَجَمَّدَا .

مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : صَحِيحٌ

مُرَادُفُ : تَرَسَّعَ , حُدُ : تَذَوَّبَ .

أَذْكُرُ : আমি প্রজ্বলিত হব।

(ن) ذَكَرًا , ذَكَرًا : প্রজ্বলিত হওয়া।

إِفْعَالٌ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : أَذْكُرُ : প্রজ্বলিত করা।

مَادَّةُ : (অ. এ. ম.) , جِنْسُ : تَأْيِضُ : মাদ্দা

مُرَادُفُ : إِشْتَعَلَ , حُدُ : تَخَمَّدَ

تَخَمَّدُ : তুমি নির্বাপিত হবে, নিস্তেজ হবে।

(ن) سَخَمًا , خَمْرًا : নিস্তেজ হওয়া, নির্বাপিত হওয়া।

مُرَادُفُ : تَسَكَّنَ , حُدُ : تَذَكَّرَ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَلَا أَخْصِرُ بِعَيْنَايَايَا إِلَّا أَجْيَانِي :

এখানে لَا أَخْصِرُ : অক্ষম হইবে। এখানে عَيْنَايَا : দুই চোখ।

مُسْتَفْتَنِي مِنْهُ : অর্থাৎ অক্ষম হইবে। এখানে أَجْيَانِي : দুই চোখ।

এবং مُسْتَفْتَنِي مِنْهُ : অর্থাৎ অক্ষম হইবে। এখানে أَجْيَانِي : দুই চোখ।

এবং مُسْتَفْتَنِي مِنْهُ : অর্থাৎ অক্ষম হইবে। এখানে أَجْيَانِي : দুই চোখ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : لَا أَخْصِرُ بِعَيْنَايَايَا إِلَّا أَجْيَانِي :

এখানে لَا أَخْصِرُ : অক্ষম হইবে। এখানে عَيْنَايَا : দুই চোখ।

قَوْلُهُ : لَا أَمْلِكُ خَلْقِي خَلْقِي :

এখানে لَا أَمْلِكُ : অক্ষম হইবে। এখানে خَلْقِي : আমার সৃষ্টি।

قَوْلُهُ : لَا أَصْبِرُ رَيْبِي رَيْبِي :

এখানে لَا أَصْبِرُ : অক্ষম হইবে। এখানে رَيْبِي : আমার সন্দেহ।

قَوْلُهُ : لَا أَغْلِيظُ دُمَانِي دُمَانِي :

এখানে لَا أَغْلِيظُ : অক্ষম হইবে। এখানে دُمَانِي : আমার ক্রোধ।

لَا وَاللَّهِ! بَلْ نَتَوَارَنُ فِي الْمَقَالِ، وَزَنَ
الْمِثْقَالِ، وَنَتَحَادَى فِي الْفِعَالِ، حَذَوُ
الْيَعَالِ، حَتَّى نَأْمَنَ التَّغَابِنَ، وَنَكْفَى
التَّضَاعُنَ، وَإِلَّا فَلِمَ أَعْلَمُكَ وَتُعَلِّنِي؟
وَأَقْلَمُكَ وَتَسْتَفْلِنِي؟ وَأَجْتَرِحُ لَكَ
وَتَجْرَحُنِي؟ وَأَسْرَحُ إِلَيْكَ وَتَسْرَحُنِي؟
وَكَيْفَ يَجْتَلِبُ إِنْصَافَ بَضِيٍّ! وَأَنْتَى تَشْرِقُ
شَمْسَ مَعَ غَيْمٍ! وَمَنْى أَحْصَبَ وَدَّ يَعْسَفُ!

অনুবাদ : না, আল্লাহর শপথ! বরং আমরা কথাবার্তা-
পাল্লার মাপের মতো পরিমাপে সমান থাকব এবং
কাজে-কারবারে জুতোর মাপে জুতো প্রযুক্ত করার মতো
সমান সমান থাকব, যাতে আমরা পারস্পরিক ক্ষতি
থেকে নিরাপদে থাকি এবং পারস্পরিক বিদ্বেষ থেকে
রক্ষা পাই। আর যদি তা না হয় তবে কেন আমি
তোমাকে বারবার [শরবত] পান করাব, আর তুমি
আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করবে? আমি তোমাকে উপরে তুলব,
আর তুমি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে? আমি তোমার
স্বার্থে উপার্জন করব, আর তুমি আমাকে আহত করবে?
আমি তোমার দিকে এগিয়ে যাব, আর তুমি আমাকে
ছেড়ে দেবে? কিভাবে জলুমের পরিবর্তে সুবিচার পাওয়া
যায় এবং কোথায় মেঘের মাঝে সূর্য চমকায়! আর কখন
ভালোবাসাকে অন্যায়ের সঙ্গী বানানো হয়েছে।

শাস্তিক অনুবাদ : لَا وَاللَّهِ! বরং আমরা পরিমাপে সমান থাকব وَزَنَ الْمَقَالِ পাল্লার মাপের মতো وَنَتَحَادَى এবং সমান সমান থাকব فِي الْفِعَالِ কাজ-কারবারে جَذَوُ জুতোর পরিমাপ
মতো حَذَوُ যাতে نَأْمَنَ নিরাপদে থাকি التَّغَابِنَ পারস্পরিক ক্ষতি থেকে وَنَكْفَى এবং রক্ষা পাই التَّضَاعُنَ পারস্পরিক
বিদ্বেষ থেকে وَإِلَّا আর যদি তাই না হয় فَلِمَ তবে কেন أَعْلَمُكَ আমি তোমাকে বারবার পান করাব وَتُعَلِّنِي আর তুমি
আমাকে ব্যাধিগ্রস্ত করবে وَأَقْلَمُكَ আমি তোমাকে উপরে তুলব وَتَسْتَفْلِنِي আর তুমি আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে وَأَجْتَرِحُ আমি
উপার্জন করব لَكَ তোমার স্বার্থে وَتَجْرَحُنِي আর তুমি আমাকে আহত করবে وَأَسْرَحُ আর আমি এগিয়ে যাব إِلَيْكَ তোমার
দিকে وَتَسْرَحُنِي আর তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে وَكَيْفَ কিভাবে يَجْتَلِبُ পাওয়া যায় إِنْصَافَ সুবিচার بَضِيٍّ জলুমের
পরিবর্তে وَأَنْتَى এবং কোথায় تَشْرِقُ চমকায় شَمْسَ সূর্য مَعَ মেঘের মাঝে غَيْمٍ আর কখন أَحْصَبَ সঙ্গী বানানো
হয়েছে وَدَّ ভালোবাসা يَعْسَفُ অন্যায়ের সাথে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا وَاللَّهِ! : না, আল্লাহর শপথ।

نَتَوَارَنُ : আমরা পরস্পরে পরিমাপে সমান থাকব।

تَتَغَابَنُ : পরস্পরে পরিমাপে সমান থাকা।

وَزَنَ : ওজন করা, মাপ।

فِي الْفِعَالِ : অর্জন করা, মাপ।

وَأَقْلَمُكَ : ওজন করা, মাপ।

وَأَسْرَحُ : ওজন করা, মাপ।

وَأَجْتَرِحُ : ওজন করা, মাপ।

وَتَسْرَحُنِي : ওজন করা, মাপ।

وَتَجْرَحُنِي : ওজন করা, মাপ।

পাল্লা, দড়িপাল্লা। ১. ১/৭ দিরহামের সমপরিমাণ ওজন বা তার
চেয়ে কিছু কমবেশি।

فِي الْقُرْآنِ : কসর যেরূপে যেরূপে যেরূপে।

مَادَّةُ : (ত. ক. ল.) : গুণ, গুণ।

مُرَادُ : মীরাৎ/ওজন।

أَمَّا : আমরা পরস্পরে সমান সমান থাকব।

تَتَغَابَنُ : পরস্পরে সমান থাকা।

مَعَاوِدُ : সমান/পাশাপাশি।

অবস্থান করা।

نَمُنَا : অনুযায়ী জুতো প্রযুক্ত করা।

একটি জুতোর। মাপে অপর জুতো তৈরি করা।

অনুসরণ করা : أَوْ حَذَوُ : -

জুতো পরানো : وَلَهُ تَعَالَى : -

মাদে : (হ. ড. র.) , جنس : نَاقِصٌ وَادِي

مَرَادُفٌ : تَتَسَاوَى / تَتَقَابَلُ . جِنْدٌ : تَتَقَارِبُ

(জ) فِعَالٌ , (র) يَقُلُ : কাছ-কাঁরবার যৌথভাবেকৃত কাজ-কারবার।

সমান, সমপরিমাপ, বিপরীত : حَذَوُ :

(জ) يَمَالُ , أَتَمَلُ , (র) تَعَلُّ : জুতা, চপ্পল।

فِي الْقُرْآنِ : فَاتَّخَذَ نَعْلَيْكَ .

মাদে : (ন. এ. ল.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : حِذَاءٌ .

তামস : أَمَرًا : আমরা নিরাপদে থাকি।

(স) أَمَّا , أَمَّا : নিরাপদে থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسٌ .

মাদে : (অ. ম. ন.) , جنس : مَهْمُوزٌ الْفَاو .

التَّعَابُفُ : পারস্পরিক ক্ষতি।

أَتَغَابَنَ (تَغَابَعُ) مَصْد : একে অপরের ক্ষতি করা।

فِي الْقُرْآنِ : ذَلِكَ يَوْمَ التَّغَابُنِ .

মাদে : (এ. ব. ন.) , جنس : صَحِيحٌ , مَرَادُفٌ : التَّغَادُعُ .

تَكْفَى (مَج) : আমরা রক্ষা পাই।

(ض) كِفَايَةٌ : যথেষ্ট হওয়া।

التَّضَاعُنُ : পারস্পরিক বিষেষ।

(تَغَاعَلُ) تَضَاعُنًا , (اتَّضَاعًا) إِسْطِغَاعًا : একের প্রতি

অপরের বিষেষ রাখা।

(س) ضَفَنًا - عَلَيَّهِ : বিষেষ পোষণ করা।

- إِلَيْهِ : আকৃষ্ট হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَنْ لَنْ يَخْرُجَ إِلَهُ أَضْغَانَهُمْ .

মাদে : (ض. এ. ন.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : التَّيَغَاغُ .

وَأَلَا : অন্যথায়, আর যদি তা না হয়।

فَلَنْ : তবে কেন, কি জন্য।

أَعْلَلُ (ن) عَلَا , عَلَا : আমি বারবার পান করাব।

(ن) عَلَا عَلَا : (শিউয়া)বার পান করা বা করানো।

বারবার পান করানো : (اِنْعَالَ) اِنْعَالَ :

মাদে : (এ. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُفٌ : اِنْعَالِي

তুমি ব্যাধিগ্রস্ত করবে।

(اِنْعَالَ) اِنْعَالَ - اَللَّهُ : অসুস্থ/ ব্যাধিগ্রস্ত করা।

(ض) عَلَا : অসুস্থ হওয়া।

(ن) عَلَا - اَللَّهُ فَلَا : অসুস্থ করা।

(ن. মজ) عَلَا - اَلْاِنْسَان : অসুস্থ হওয়া।

মাদে : (এ. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُفٌ : تَمَرَّضَ , جِنْدٌ : تَفَمَّيْن

أَقْلُ : আমি উচ্চ করব। উপরে তুলব।

(اِنْعَالَ) اِنْعَالَ : উচ্চ করা। বহন করা।

(ض) ثَلَا , ثَلَا : উচ্চ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا .

মাদে : (এ. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُفٌ : أَرْفَعُ , جِنْدٌ : أَحْفِزُ

تَسْتَقِيلُ : তুমি কম মনে করবে, তুচ্ছ জ্ঞান করবে।

اِسْتِغْفَالَ) اِسْتِغْفَالَ : তুচ্ছ জ্ঞান করা, কম মনে করা।

- يَكْفَى : স্বতন্ত্র/ একক হওয়া।

মাদে : (এ. ল. ল.) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادُفٌ : تَعَفَّرَ , جِنْدٌ : تَعَلَّلَ

أَجْتَرَحَ : আমি উপার্জন করব।

(اِنْفِغَالَ) اِنْفِغَالَ : উপার্জন করা।

(ن) جَرَحًا - هُ : আহত করা, জখম করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ .

মাদে : (জ. র. এ.) , جنس : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : أَكْتَسَبَ , جِنْدٌ : أَنْفَقَ

تَجَرَّحَ : তুমি আহত করবে।

(س) جَرَحًا : আহত হওয়া।

مَرَادُفٌ : تَفَرَّحَ , جِنْدٌ : تَسْتَبَطَّ

أَسْرَحَ : আমি এগিয়ে যাব।

(س) سَرَحًا : নিজেই এগোজনে বের হওয়া।

- إِلَى ثَلَا : এগিয়ে যাওয়া।

(ن) سَرَحًا , سَرَحًا : সকাল বেলায় বের হওয়া।

- النَّاسِيَةِ : চারগভূমিতে যাওয়া।

- الْكُنَى : বের করা। ছেড়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَوْ تَسْرِعُ بِإِحْسَانٍ .
سَادَّةٌ : (س . ر . ح) ، جُنْسٌ : صَحِيحٌ ،

مُرَادٌ : آرسل۔
تুমি ছেড়ে দেবে। : تَسْرِيحًا (تَفْعِيل)

ছেড়ে দেওয়া : تَسْرِيحًا :
কিভাবে, কি উপায়ে, কি অবস্থায়, কিরূপে : كَيْفًا :

আনা যায়, পাওয়া যায়। : يُجْتَلَبُ
নিয়া আসা : يَأْتِي

(مَج، اِنْتِعال) اِجْتِلَا :
 اِنْصَافٌ : সুবিচার ।

অধেকে পোছা, অধেক নেওয়া, সুবিচার করা। : إِيْتَانٌ (إفعال) مص :
 জুলুম (ج) ضُبْرَم : ا

ضَيِّمٌ (ض) مصد : জুলুম করা ।
 سَادَةٌ : (ض. ي. م) ، جنس : آجُوفٌ يَـ

مُرَادِي: ظَلَمَ، ضَدَّ: اِنْصَافٍ/عَدْلٍ
 (काशाय)

اِسْتَفْهَامِيَّةٌ ۲. شَرْطِيَّةٌ ۳. دُخْكَارٌ : اُنَى

যেমন- **يَا مَرْيَمُ أَنْتِ لِكِ هَذَا** -

أَنَّى يُعْجِبُ هَٰذَا ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

কখনো কَيْفَ-এর অর্থে আসে। যেমন- أَنْتَى جَنَّتْ؟
 কَيْفَ ও مَتَى যখন তারপরে-এর অর্থে আসে তখন তারপরে

শব্দটি أَنَّى স্থানে -এর مِمَّا
য়েছে।

উদিত হয়, চমকায়। : تَشْرِيقٌ
দীপ্তিময় হওয়া, উদিত হওয়া, চমকানো। : (افْعَالٌ) اِشْرَاقًا

فِي الْقُرْآنِ : وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا .
 مَادِد : (شورقة) : رُحْنٌ مِنْ صَحَابَةٍ

مَرَادُفُ : تَضْيِيءٌ ، ضِدُّ : تَكْوِيرٌ

سَمْس : (ج) سَمُوش : سূর্য, ডাক্তর :
 غَيْم : (ج) غُيُوم : মেঘ

(ض) غَبِمَا (تَفَعَّل) تَغَيَّبَا :
(تَفَعَّل) تَغَيَّبَا، (افْعَال) اِغَامَةً، اِغِيَامًا

ত- السَّمَاءُ : মেঘাচ্ছন্ন হওয়া ।
 جَنَّتْ : (অ) চেনা : আখরু পানী

مرکز : السَّحَابُ .

সঙ্গী বানানো হয়েছে : : اصْحَاب (مع)

অনুগত হওয়া এবং অনুসরণ করা। -

مَدُّو : (ص.ح.ب) ، جِنْس : صَعْبِج
مُرَادِف : اِنْقَادَ رَافِق

ভালোবাসা, বন্ধুত্ব : وَدَّ
 ভালোবাসা : وَدَّ (س) مَصَد :

॥ ५ ॥ **عَسَفَ** : झुलूम, अन्याय ।
 झुलूम करा । : **عَسَدَ** (ض) **مص** :

- عَنِ الطَّرِيقِ : **পথ**।
(تَفَعَّلَ) تَعَفَّسْنَا فِي الْكَلَامِ : **আলাপ**।

বিচ্যুত হওয়া : - الطَّرِيقُ وَعَنِ الطَّرِيقِ

فَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَهُمْ بَعْضُهَا ذَوِي الْحَرْمِ وَأَنْتَ أَعْيُنُكَ عَلَى الْأَمْوَالِ الَّتِي نَهَيْتَهُمْ عَنْهَا وَمَنْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

مُرَادٌ : ظَلَمَ / ضَيَّم ، ضِد : عَدَل

বাক্য বিশ্লেষণ

نَوَلُّهُ : لَا وَاللَّهِ بَلْ الْيُثْقَال :

وَاللّٰهُ لَا اَفْعَلُ هَذَا بَلْ نَتَوَارَنُ ۚ
 ۝۱۷۰ هَلْ اَفْعَلُ هَذَا قَسَمَ اللّٰهِ ۚ

وَزِنَ الْمِثْقَالِ فِي الْمِيزَانِ مُتَوَازُنٌ আতফ মুতা আন্নিব
মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে অতঃপর مُتَوَازُنٌ

مَعْفُورٌ زَيْنُ الْمَقَالِ فِي الْمَقَالِ زَيْنُ الْمَقَالِ
 أَجَوَابُ قَسَمِ مَعْفُورٍ عَلَيْهِ

قَوْلُهُ : وَالْأَنْفَلُ أَعْلَمُكَ وَتَعَلَّمْنِي :
 وَأَنْ لَمْ يَكُنْ الْأَمْرُ هَذَا فَلَمْ أَعْلَمُكَ وَتَعَلَّمْنِي :
 এখানে মল বাক্য ছিল :

এঃ হরফটি না। নও তম বকিন অম্র হুذا হরফে ইন
এঃ মাতৃফ তেলনি এলকি আস্তগিয়া

জা'যা' আল্লাইহি মিলে।

وَأَيُّ حُرِّ رَضِيَ بِخُطَّةِ خَسَفٍ ! وَلِلَّهِ أَبُوكَ،
حِينَ يَقُولُ :

جَزَيْتُ مَنْ أَعْلَقَ بِي وَدَّهْ

جَزَاءَ مَنْ يَبْنِي عَلَى أُسِّهِ

وَكَيْلَتْ لِيُغْلَلَ كَمَا كَالَى

عَلَىٰ وَفَاءِ الْكَيْلِ أَوْ بَخْسِهِ

وَلَمْ أُخْصِرْهُ، وَشَرَّ الْوَرَى

مَنْ يَوْمَهُ أَخْسَرُ مِنْ أَمْسِهِ

وَكُلُّ مَنْ يَطْلُبْ عِنْدِي جَنِي

فَمَا لَهُ إِلَّا جُنَى غَرَسِهِ

অনুবাদ : এবং কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অবমাননার অবস্থায়
সন্তুষ্ট রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার পিতা
উৎসর্গীকৃত হোক। যখন সে বলে : [কবিতার অনুবাদ—
যে ব্যক্তি আমার সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক জুড়েছে, আমি
তাকে সেই ব্যক্তির প্রতিদানের মতো প্রতিদান দিয়েছি,
যে অপরাধের [স্থাপিত ভালেবাসার] ভিত্তির উপর
[ভালেবাসার] ইমারত নির্মাণ করে। এবং আমি মাপপাত্র
পূর্ণ করা কিংবা উনো করার অনুপাতে বন্ধুর জন্য [বন্ধুত্ব]
মেপেছি, যেমন সে আমার জন্য মেপেছে। আমি তার
অধিকার কম দেই নি। নিকট জীব হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার
আজ গতকালের তুলনায় মন্দ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, যে
আমার কাছে ফল প্রার্থনা করে, তার জন্য [আমার কাছে]
তার লাগানো বৃক্ষের ফল ব্যতীত [কোনো ফল] নেই।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

কোন, কে। : أَيْ

১. শব্দটি কখনো **شَرْطِيَّة** রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
 كَثَرُوا الْأَعْلَيْنِ فَصَبَّتْ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ, কখনো
 كَثَرُوا أَيْكُم رَأَاهُ فِيهِ إِنْسَانٌ- যেমন- **اِسْتِفْهَامِيَّة**
 ثُمَّ لَنَنْزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ رِيْضَةً- যেমন- **مَوْصُوْلَةٌ**
 مَوْصُوْلَةٌ أَيْ آوَابَارِ কখনো **عَلَى الرَّحْمَنِ عِيْنًا**- এর
 পূর্ণতা বোঝানোর জন্য **صَفَتْ** রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন-
 مَقَامَاتٍ مُّحَسَّنَاتٍ رَّجُلٍ أَيْ رَجُلٍ- এর এ স্থান **أَيْ** শব্দটি
اِسْتِفْهَامِيَّة রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। **مَوْصُوْلَةٌ**- এর
 চারটি **حَالَتْ** নাহবেব কিতাবাদিতে বর্ণিত হয়েছে।

حُرٌّ : (ج) أَحْرَارٌ ، حِرَارٌ : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত ।

قَادَّةٌ : (ح. ر. ر.) ، جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ
مُرَادِفٌ : شَرِيفٌ / كَرِيمٌ ، ضِدٌّ : لَئِيمٌ .

সমুদ্র রয়েছে, সমুদ্র হয়েছে। : رَضِيَ

(स) रुम्, रूना, मरुताः । सल्ले इत्यादि ।

কাছ, অবস্থা, প্রকল্প : (ج) خُطَّةٌ

فِي الْحَدِيثِ: قَدْ عَرِضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةٌ رَشِدٌ فَأَقْبِلُوهَا.

مَادَّةٌ : (خ. ط. ط.) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِيٌّ

مرادف : امر/حال

অবমাননা, লাঞ্ছনা : حَسَفَ
 অবমাননা করা : حَسَفَ (ض) مص :
 চন্দ্রগ্রহণ লাগা : الْفَسْرُ -
 (افْعَال) انْحَسَفَ : চন্দ্রগ্রহণ লাগা, ধসে যাওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ يَنَا .
 مَادَّةُ : (خ-স-ف) , جنس : صَحِيح
 مُرَادُفُ : الْإِذْلَاقُ , ضِدُّ : الْإِكْرَامُ .
 أَبُ : (ج) أَبَاءُ , أَبَوْنُ : পিতা, জনক।
 حَيْثُ : لَا زِمَ الْإِضَافَةُ إِلَى الْجَعْلَةِ وَمِنْهُ عَلَى الظَّمِّ عِنْدَ
 الْجَمْهُورِ : যেখানে, যখন।
 يَقُولُ : সে বলে :
 (ن) قَوْلًا , مَقَالًا , قَلَا , قَبِيلًا : বলা।
 جَزَيْتُ : আমি বিনিময় দিয়েছি, প্রতিদান দিয়েছি।
 (ض) جَزَاءً : বিনিময় দেওয়া, প্রতিদান দেওয়া।
 (افْعَال) إِجْرَاءً : যথেষ্ট হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : جَزَاءً وَقَاءً .
 مَادَّةُ : (ج-ز-ي) , جنس : تَاقِصَ يَانِي
 مُرَادُفُ : دَنَتْ (مِنَ الدِّينِ)
 أَعْلَقُ : আমার সাথে সম্পর্ক জুড়েছে।
 (افْعَال) إِعْلَاقًا - يَنْ : সম্পর্ক জোড়া।
 (تَفْعِيل) تَعْلِيْقًا : ঝুলানো।
 (س) عَلَقًا - وَ يَبِ : ভালোবাসা।
 مَادَّةُ : (ع-ل-ق) , جنس : صَحِيح
 مُرَادُفُ : أَلْفَقَ , ضِدُّ : صَرِمَ
 وَ : ভালোবাসা। বন্ধুত্ব।
 جَزَاءً : প্রতিদান, বিনিময়।
 جَزَاءً (ض) مص : প্রতিদান দেওয়া।
 يَنْهِي : [হিয়ারত] নির্মাণ করে, গড়ে তোলে।
 (ض) يَنَاءً , يَنْيَانًا : আবাদ করা, নির্মাণ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَتَنِيْنًا تَوَقَّكُمْ سَبْعًا شِدَادًا .

نَهَى : (প-ন-ي) , جنس : تَاقِصَ يَانِي
 مُرَادُفُ : مَنَعَ
 (ج) يَنَسَّ : ভিত্তি
 (ن) مص : ভিত্তি স্থাপন করা।
 (ج) أَسَّسَ , أَسَّسَ : ভিত্তি
 فِي الْقُرْآنِ : أَقْسَمَ أَسْسَ بِمُتَانَةٍ .
 مَادَّةُ : (أ-স-স) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفُ : أَصْلَ
 كَلَّمَ : আমি মেপেছি।
 (ض) كَيْلًا , مَكَالًا , مَكِيلًا , (افْعَال) اِكْتِيَالًا : মাপা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا كَانَهُمْ أَوْ رَزَقَهُمْ يَخْسِرُونَ .
 مَادَّةُ : (ك-ي-ل) , جنس : أَجَوَفٌ يَانِي
 مُرَادُفُ : يَوْنَتْ .
 الْخِلَ : (ج) اِخْلَالَ : বন্ধ, প্রিয়জন।
 مُرَادُفُ : خَبِبَ , ضِدُّ : عُدُو
 كَالُ : সে মেপেছে।
 (ض) كَيْلًا , مَكَالًا , مَكِيلًا : মাপা। পরিমাপ করা।
 وَقَاءً : (ض) مص : পূর্ণ করা।
 فِي الْعَدِيثِ : وَقَاءً لَا غَرَر .
 مَادَّةُ : (و-ف-ي) , جنس : تَغْيِيْفٌ مَفْرُوقُ .
 مُرَادُفُ : نَقَمَ .
 كَيْلُ : (ج) اَكْيَالُ : মাপপাত্র, মাপ।
 الْكَيْلُ (ض) مص : মাপা, পরিমাপ করা।
 فِي الْعَدِيثِ : كَيْلًا وَكَيْلًا وَزَنًا يَوْزَنُ .
 يَخْسِرُ : (ف) مص : উনো করা, কম করা, জুলুম করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَشَرَوْهُ بِمَنْهِنٍ بَخْسٍ .
 مَادَّةُ : (প-খ-স) , جنس : صَحِيح
 مُرَادُفُ : نَقَصَ , ضِدُّ : وَقَاءُ
 لَمْ أَخْسِرْ : আমি [তাকে] ক্ষতিগ্রস্ত করি নি, কম দেই নি।
 (تَفْعِيل) تَغْيِيْرًا , (ض) خَسَرًا , خُسْرَانًا : ধ্বংস করা।
 ক্ষতিগ্রস্ত করা, কম দেওয়া।

(স) خَسْرًا، خَيْرًا، خَسَارًا، خَسَارَةً، خَسْرَانًا : হারস হওয়া ।
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ .

مَادَّةُ : (খ-স-র) : جِنْس : صَحِيح

مُرَادُفُ : أَنْفَصَ ، ضِدُّ : أَكْسَل

شَرٌّ : (জ) شَرَّارٌ ، أَشْرَارٌ ، أَشْرَاءُ : : নিকৃষ্ট, নিচ, অপকৃষ্ট ।
فِي الْحَدِيثِ : تَعَزَّوْا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ أَنْفُسًا .

مَادَّةُ : (শ-র-র) : جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفُ : حَيْسٌ/حَقِيرٌ ، ضِدُّ : حَيْرٌ

أَلْوَرَى : মাখলুক, সৃষ্টজগৎ, সৃষ্টজীব ।

الْيَوْمَ : (ইওম) : আজ

يَوْمٌ : (জ) أَيَّامٌ , (জ) أَيَّامٌ : দিন

أَخْسَرَ (اسم تفضيل, مذ) : : অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, অধিক হানি ।

مُرَادُفُ : أَنْفَصَ ، ضِدُّ : أَنْفَع

أَمْسٍ (مبنى على الكسر) : গতকাল ।

الْأَمْسِ (معرب) : (জ) أَمْسٍ , أَمْسٍ , أَمْسٍ :

পূর্ববর্তী যে কোনো দিন ।

يَطْلُبُ : তলব করে । অন্বেষণ করে । প্রার্থনা করে ।

(ن) طَلَبًا : : তলব করা । অন্বেষণ করা । প্রার্থনা করা ।

جَنَى : (জ) أَجْنًا , أَجْنٍ : চয়িত, ফল, সদা চয়িত ফল ।

فِي الْقُرْآنِ : فَسَاطِطٌ عَلَيْكَ وَطَبًا جَنِيًا .

مَادَّةُ : (জ-ন-ই) : جِنْس : نَاقِصٌ يَائِنِي

مُرَادُفُ : تَمَرَةٌ .

عَرَسَ : (জ) أَفْرَاسَ , غِرَاسَ : রোপণকৃত বৃক্ষ, চারা ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لِلَّهِ أَبْرُكُ : (كَيْفَةُ التَّعْمِيَّتِ)

মূল ইবারত ছিল مَعْدِي لِلَّهِ أَبْرُكُ ।

এ- মَعْدِي لِلَّهِ أَبْرُكُ হলে مَعْدِي لِلَّهِ أَبْرُكُ
সাথে مَعْدِي আর مَعْدِي তার مَعْدِي সহ
قَوْلُهُ : كَيْفَةُ لِلَّهِ كَيْفًا :

মূল ইবারত ছিল كَيْفَةُ لِلَّهِ كَيْفًا
মাসদার মাহযুফ مَوْصُوف আর
মুযাফ ইলাইহি মিলে جَعَلَ অতঃপর
مَوْصُوف এবং جَعَلَ মিলে
مَعْمُولٌ مَطْلُوعٌ ।

বালাগাত

قَوْلُهُ : جَزَيْتُ مِنْ عَلَى أَبِيهِ :

এখানে লেখক দুই আলাপচারী ব্যক্তির মধ্যে পিতার বক্তব্য
এখানে উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি আমার অন্তরে
ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে তার সেই ভালোবাসাকে
আমি ভিত্তিরূপে গ্রহণ করি এবং তার উপর আমার
ভালোবাসার ইমারত নির্মাণ করি । সে যদি আমার অন্তরে
নিখাদ ভালোবাসার ভিত্তি স্থাপন করে, তবে আমি তার উপর
আমার ভালোবাসার সুদৃঢ় ইমারত নির্মাণ করি । পক্ষান্তরে সে
যদি কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে আমার অন্তরে ভালোবাসার দুর্বল
ভিত্তি স্থাপন করে, আমিও তার উপর আমার ভালোবাসার দুর্বল
ইমারত নির্মাণ করি । এখানে লেখক তাঁর ভালোবাসার
প্রতিদান প্রদানকে এমন ব্যক্তির ইমারত নির্মাণের সাথে
তালীফ দিয়েছেন, যে ভিত্তির দুর্বলতা ও সবলতার বিচার
করে যথোপযুক্ত ইমারত নির্মাণ করে ।

قَوْلُهُ : كَيْفَةُ لِلَّهِ كَيْفًا عَلَى أَبِيهِ :

এখানে পিতার বক্তব্যে এক বন্ধুর ভালোবাসা পোষণ করাকে
অপর বন্ধুর ভালোবাসা পোষণ করার সাথে তালীফ দিয়েছেন
হয়েছে । অর্থাৎ অপর বন্ধু পূর্ণমাত্রায় ভালোবাসা পোষণ করলে
আমিও তাকে পূর্ণমাত্রায় ভালোবাসি । আর সে যদি সে যথার্থ
ভালোবাসা পোষণে ক্রটি করে তবে আমিও তার সাথে সে
মুতাবিক ভালোবাসা পোষণ করি ।

لَا أَبْتَغِي الْغَنَى وَلَا أَنْفُسِي
بِصَفَقَةِ الْمَغْبُونِ فِي حِسِّهِ
وَلَسْتُ بِالْمَوْجِبِ حَقًّا لِمَنْ
لَا يُوْجِبُ الْحَقُّ عَلَى نَفْسِهِ
وَرَبَّ مَذَاقِ الْهُرَى خَالِنِي
أَصْدَقَهُ الرُّدَّ عَلَى لَبْسِهِ
وَمَا دَرَى مِنْ جَهْلِهِ أَنَّنِي
أَقْضِي غَرِيمِي الدَّيْنَ مِنْ جَنْسِهِ
فَاهْجِرْ مَنْ اسْتَقْبَاكَ هَجْرَ الْقِلَى
وَهَبْهُ كَالْمَلْحُودِ فِي رَمْسِهِ

অনুবাদ : আমি ক্ষতির সম্মুখীন হতে চাই না এবং আমি নিজ অনুভূতিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কাজ-কারবারে ফিরে যেতে চাই না। অর্থাৎ, আমি কাউকে ধোকা দেই না অথবা আমি পুনরায় ধোকা খাওয়ার মতো কাজ-কারবার করি না। যে ব্যক্তি নিজের উপর আমার অধিকার স্বীকার করে না, আমি তার অধিকার স্বীকার করি না। এবং অনেক ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী আমাকে ধারণ করেছে যে, আমি তার কৃত্রিমতা সত্ত্বেও তার সাথে অমি নিখাদ ভালোবাসা রাখি। এবং সে তার অজ্ঞতাবশত বুঝে নি যে, আমি আমার স্বর্ণদাতাকে স্বর্ণের অনুরূপ জিনিস দ্বারা স্বর্ণ পরিশোধ করি। অতএব, যে তোমাকে নির্বোধ মনে করে তুমি তাকে, শত্রুকে পরিত্যাগ করার মতো পরিত্যাগ কর এবং তুমি তাকে সেই ব্যক্তির মতো মনে কর, যে তার সমাধিতে সমাহিত।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا أَبْتَغِي : আমি সম্মুখীন হতে চাই না الْغَنَى ক্ষতির أَنْفُسِي : আমি ফিরে যেতে চাই না الْمَغْبُونِ : ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির حِسِّهِ নিজ অনুভূতিতে لَسْتُ : আমি নই/আমি করি না الْمَوْجِبِ : স্বীকারকারী حَقًّا অধিকার لِمَنْ তার যে ব্যক্তি لَا يُوْجِبُ : স্বীকার করে না الْعَقْدُ : অধিকার نَفْسِهِ নিজের উপর وَرَبَّ : এবং مَذَاقِ : ভেজাল ভালোবাসা الْهُرَى : পোষণকারী خَالِنِي আমাকে ধারণ করেছে যে, আমি أَصْدَقَهُ : আমি নিখাদ ভালোবাসা রাখি الرُّدَّ : তার কৃত্রিমতা সত্ত্বেও عَلَى : তার Lَبْسِهِ : তার অজ্ঞতাবশত وَمَا : যে Dَرَى : আমি مِنْ : জেহল Jَهْلِهِ : আমার অনুরূপ أَنَّنِي : জিনিস দ্বারা جَرِيمِي : আমার স্বর্ণদাতাকে الدَّيْنَ : স্বর্ণ مِنْ : জেহল Jَهْلِهِ : আমার অনুরূপ جَرْمِي : অতএব তুমি তাকে পরিত্যাগ কর مَنْ : যে اسْتَقْبَاكَ : নির্বোধ মনে করে هَجْرَ : শত্রুকে الْقِلَى : পরিত্যাগ করার مَذَاقِ : তুমি তাকে মনে কর وَهَبْهُ : সেই Kَالْمَلْحُودِ : ব্যক্তির মতো যে সমাহিত فِي : তার رَمْسِهِ : সমাধিতে।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا أَبْتَغِي : আমি চাই না, কামনা করি না। : (الفتعال) اِبْتَغَاءً : তালাশ করা, চাওয়া, কামনা করা
مَرَادٌ : أَطْلَبُ : ক্ষতি, ধোকা
الْغَنَى : ধোকা দেওয়া, ক্ষতি করা : (ن) مَصَد :
فِي الْحَدِيثِ : مَغْبُونٌ مَنْ كَانَ عَدُوَّهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ -
مَذَاهُ : (غ. ب. ن) : جَنْسٌ : صَحِيحٌ
مَرَادٌ : الْخِدَاعُ :

(لَا) أَنْفُسِي : আমি ফিরে যাব না, ফিরে যেতে চাই না। : (النَّفْسُ) اِنْفِئَاءً : ফিরে যাওয়া। : (ض) نَفْسًا - النَّفْسُ : ফিরানো। ভাঁজ করা। :
فَلَا : বিরত রাখা। :
النَّفْسُ : দ্বিতীয় হওয়া। :
(تَنْفِيل) تَنْفِيَةً : ছিগুণ করা। :
مَذَاهُ : (ث. ن. ي) : جَنْسٌ : نَاقِصٌ يَأْتِي
صَفَقَةً : (ج) صَفَقَاتٌ : কাজ-কারবার। :

فِي الْحَدِيثِ : نَهَى عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ -

মাদে : (স. দ. ক) , جِسْ : صحيح

مَرَادُف : عَدَدٌ

الْمُعْتَبِرُونَ (ম. ম. ম) : ধোকা খাওয়া ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত।

جِسْ : উপলব্ধি, অনুভূতি।

جِسْ (ম. ম. ম) : উপলব্ধি করা, জানা।

(إِفْعَالٌ) إِحْسَانٌ - الشَّرُّ وَالشَّرُّ : উপলব্ধি করা। জানা।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْنَا أَحْسَرَ عَيْنِي مِنْهُمْ الْكَفَرُ .

মাদে : (চ. স. স) , جِسْ : مَصَاعَفَ ثَلَاثِي

مَرَادُف : قَهْمٌ يَعْلَمُ , جِسْ : غِبَاوَةٌ/جَهْلٌ

لَسْتُ : (فعل ناقص) : আমি নই।

الْمُوجِبُ (ফা. ম. ম) : অবধারিতকারী, স্বীকারকারী।

(إِفْعَالٌ) إِيْحَابًا : অপরিহার্য করা, অবধারিত করা।

(م. ম. ম) : অপরিহার্য হওয়া। সাব্যস্ত হওয়া। চূড়ান্ত হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : أَلْوَرْتُ حَقَّ وَاجِبٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ .

মাদে : (ও. জ. ব) , جِسْ : مِقَالٍ وَأَوَى

مَرَادُف : الْمَلْزَمُ

حَقٌّ : (জ. ফ. ক) : অধিকার, প্রাপ্য।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا .

মাদে : (চ. ক. ক) , جِسْ : مَصَاعَفَ ثَلَاثِي

لَا يُوجِبُ : অবধারিত করে না, স্বীকার করে না।

نَفْسٌ : (জ. ফ. ক) : আত্মা, প্রাণ, ব্যক্তি, নিজ সত্তা।

رُبٌّ : অনেক, বহু।

مَلَأَ : অসাধু বহু, মিশ্রণকারী।

(ن. ম. ম) - اللَّبَنُ : দুধে পানি মিশ্রিত করা, মেশানো।

(إِفْعَالٌ) إِثْمَاتًا - اللَّبَنُ : দুধ পানি মিশ্রিত হওয়া।

মাদে : (ম. ড. ক) , جِسْ : صحيح

مَرَادُف : غِلَاطٌ

مَلَأَ الْهَوَى : ভেজাল ভালোবাসা পোষণকারী।

خَالَ : ধারণা করেছেন।

(س. খ. খ) - خَبَلًا , خَبَلًا , خَبَلًا : ধারণা করা।

(نَفْعِيلٌ) تَخَبُّلاً : মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَخْبُلُ إِلَيْهِ مِنْ يَحْرَمُهُمْ أَنَّهُ تَسْمَى .

মাদে : (চ. ক. ক) , جِسْ : أَجَوْتُ يَأْنِي

مَرَادُف : حَبِيبٌ , جِسْ : تَبَيَّنَ

أَصْدَقُ : আমি মিথাদ ভালোবাসা রাখি।

(ن. ম. ম) - الْوَدُ : মিথাদ ভালোবাসা পোষণ করা।

مَرَادُف : أَوْدُ

الْوَدُ (স. ম. ম) : আন্তরিকতা পোষণ করা, ভালোবাসা।

لَيْسَ , لَيْسَ : সন্দেহ, সংশয়, কাটনা, অশুভতা, ভেজাল, কুস্মিতা।

لَيْسَ (ম. ম. ম) : সন্দেহযুক্ত করা, উলট পালট করে দেওয়া।

(س. খ. খ) - الْقَرَبُ : পরিধান করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَنْفِسُوا الْعَقَّ بِالْبَاطِلِ .

মাদে : (ল. ব. স) , جِسْ : صحيح

مَرَادُف : تَخْلِيصٌ , جِسْ : إِخْلَاصٌ

مَا دَرَى : সে বুঝেনি।

(ম. ম. ম) - دَرَى , دَرَى , دَرَى : জানা, বুঝা।

(مَصَاعِلَةٌ) مَدَارَةٌ : কোমল আচরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَذَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ بَعْدَ ذَلِكَ .

مَرَادُف : مَا يَعْلَمُ , جِسْ : مَا جَهِلَ

جَهْلٌ (স. ম. ম) : না জানা।

جَهْلٌ : অজ্ঞতা, অজ্ঞানতা, মূর্খতা।

مَرَادُف : أَمِيَّةٌ , جِسْ : عِلْمٌ

أَقْضَى : আমি [খণ] পরিশোধ করি।

(ম. ম. ম) - الدَّيْنُ : ঋণ পরিশোধ করা।

মাদে : (ক. ম. ম) , جِسْ : نَاقِضٌ يَأْنِي

مَرَادُف : أَوْدَى

عَرِثَمَ (জ. গ. গ) : ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা, প্রতিপক্ষ।

مَرَادُف : دَانِي

الدِّينَ : (ج) دُيُونٌ ، أَدِينُ : অর্থ, কর্জ
 الْحَدِيثُ : حَدَّثَنِ اللَّهُ أَحَقَّ بِالْقَبُولِ .
 مَادَّةُ : (د-য-ন) , جِنْسُ : أَجْوَدُ يَأْنِي
 مُرَادُ : قَرْضُ

جِنْسُ : (ج) أَخْنَسُ : স্বজাতি, জাতি, কোনো কিছুর অনুরূপ।
 مَادَّةُ : (ج-ন-স) , جِنْسُ : صَحِيحُ
 مُرَادُ : تَوْعٌ , مِثْلُ , ضِدُ : غَيْرُ
 أَهْجَرُ : তুমি পরিত্যাগ কর।

(ن) هَجَرًا , هِجْرًا . সম্পর্ক ছিন্ন করা, পরিত্যাগ করা।
 (مَفَاعَلَةٌ) مُهَاجَرَةٌ : হিজরত করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَاهْجَرْتَنِي مَلِيًّا .

مَادَّةُ : (و-জ-র) , جِنْسُ : صَحِيحُ
 مُرَادُ : أَتْرَكَ , ضِدُ : خَذُ

أَسْتَفْعِي : নির্বোধ মনে করল [করে]।

(إِسْتَفْعَالٌ) اسْتَفْبَاءٌ : নির্বোধ মন করা।

(ض) غَبَاوَةٌ : নির্বোধ হওয়া। অজ্ঞ থাকা।

مَادَّةُ : (غ-ব-য) , جِنْسُ : نَاقِصٌ يَأْنِي
 مُرَادُ : اسْتَجْهَلَ

هَجَرَ (ن) مصد : পরিত্যাগ করা, ছেড়ে দেওয়া।

الْقَلِيلُ (ض, س) مصد : শত্রুতা রাখা, বিদ্বেষ রাখা।

قَلَى (مصدر بمعنى اسم فاعل) : শত্রু, বিদ্বেষী।

(ض) قَلْبًا : হুনা।

فِي الْقُرْآنِ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى .

مَادَّةُ : (ق-ল-য) , جِنْسُ : نَاقِصٌ يَأْنِي

مُرَادُ : الْبَغْضُ , ضِدُ : خَذُ

هَبَ : তুমি মনে কর, ধরে নাও।

(ن) وَهَبًا , هَبَةً : মনে করা। ধরে নেওয়া।

এ অর্থে কেবল صَبَغَةُ ব্যবহৃত হয়।

فِي الْقُرْآنِ : يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاءً .

مَادَّةُ : (و-হ-ব) , جِنْسُ : مِثَالٌ رَآوِي

مُرَادُ : أَحْسَبُ

الْمَلْحُودُ (مف, مذ) : সমাহিত, দাফনকৃত।

(ن) لَعْدًا , (أَفْعَالٌ) إِلْعَادًا - اللَّيْتُ : মৃতকে দাফন করা।

- اللَّحْدُ : কবর খনন করা।

- لِلْيَمِيَّتِ : বগলী করা, খনন করা।

رَمَسَ : (ج) رُمُوسٌ , أَرْمَاسٌ : কবর, সমাধি।

(ن-ض) رَمَسًا : ঢেকে দেওয়া। দাফন করা। কবরের মাটি

জমির সমতল করে দেওয়া।

(أَفْعَالٌ) إِرْمَاسًا : দাফন করা।

مَادَّةُ : (ر-ম-স) , جِنْسُ : صَحِيحُ

مُرَادُ : قَبِرٌ

وَالْبَسَ لِمَنْ فِي وَصْلِهِ لُبْسَةً
لِبَاسٍ مَنْ يَرْغَبُ عَنْ أَنْسِهِ
وَلَا تَرْجُ النُّودَ مِمَّنْ يَرَى
أَنَّكَ مُحْتَاجٌ إِلَى فَلْسِهِ
قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا وَعَيْتُ مَا دَارَ
بَيْنَهُمَا ، تَقَتُّ إِلَى أَنْ أَعْرِفَ عَيْنَهُمَا ،
فَلَمَّا لَاحَ ابْنُ ذُكَّاءٍ ، وَالْحَفَّ الْجَوُّ الضِّيَاءُ ،
عَدَوْتُ قَبْلَ اسْتِغْفَالِ الرِّكَابِ ، وَلَا اِغْتِدَاءَ
الْغُرَابِ .

অনুবাদ : যে ব্যক্তির মিলনে কৃত্রিমতা রয়েছে তার সামনে তুমি সেই ব্যক্তির পোশাকের ন্যায় পোশাক পরিধান কর, যার আন্তরিকতার ব্যাপারে বিমুখতা অবলম্বন করা হয়। তুমি সে ব্যক্তি থেকে ভালোবাসার আশা করো না, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, তুমি তার পয়সার মুখাপেক্ষী। হারিস ইবনে হাখাম বলেন, আমি যখন তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা শুনলাম তখন আমি তাদের উভয় ব্যক্তিকে চেনার জন্য অগ্রসর হলাম। অতঃপর যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হলো এবং আলো পরিবেশকে ঢেকে নিল তখন আমি বাহনজন্তু রওয়ানা হওয়ার পূর্বে অতি প্রত্যাষে রওয়ানা হলাম। আর আমার প্রত্যাঘ-গমন কাকের প্রত্যাঘ-গমনের মতো নয়। [বরং আরও পূর্বে আমি গমন করলাম।]

শাব্বিক অনুবাদ : **وَالْبَسَ** তুমি পোশাক পরিধান কর। **لِمَنْ فِي وَصْلِهِ** যে ব্যক্তির মিলনে **لُبْسَةً** কৃত্রিমতা **لِبَاسٍ** পোশাক **مَنْ يَرْغَبُ عَنْ أَنْسِهِ** যার আন্তরিকতার ব্যাপারে বিমুখতা অবলম্বন করা হয় **وَلَا تَرْجُ** তুমি আশা করো না **النُّودَ** ভালোবাসা **إِلَى فَلْسِهِ** তুমি মুখাপেক্ষী **أَنَّكَ مُحْتَاجٌ** যে ব্যক্তি ধারণা করে **وَعَيْتُ** যখন আমি **بَيْنَهُمَا** তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা **تَقَتُّ** তখন আমি অগ্রসর **إِلَى أَنْ أَعْرِفَ** চেনার জন্য **عَيْنَهُمَا** তাদের উভয়কে **لَاحَ** অতঃপর যখন উদ্ভাসিত হলো **ابْنُ ذُكَّاءٍ** ভোরের আলো **الْحَفَّ الْجَوُّ الضِّيَاءُ** এবং ঢেকে নিল **الغُرَابِ** কাক। **عَدَوْتُ** আমি অতি প্রত্যাষে রওয়ানা হলাম **إِغْتِدَاءَ** প্রত্যাঘে গমন **الرِّكَابِ** বাহনজন্তু **وَلَا** আর নয় **اسْتِغْفَالِ** রওয়ানা হওয়া **قَبْلَ** পূর্বে

শব্দ বিশ্লেষণ

وَالْبَسَ : তুমি পোশাক পরিধান কর।

(س) لُبْسًا : পোশাক পরিধান করা।

وَصَلَ : মিলন, সান্নিধ্য।

وَصَلَ (ض) مَدَّ - الْمَدَّ بِالْفَتْحِ : একত্র করা, যুক্ত করা।

(ض) وَصُولًا - إِلَى الْمَكَانِ : পৌঁছা।

لُبْسَةً : সংশয়, কৃত্রিমতা।

لِبَاسٍ (ج) لُبْسٍ، لُبْسَةٍ : পোশাক, পরিচ্ছদ।

يَرْغَبُ : বিমুখতা অবলম্বন করা হয়।

(س) رَغِبًا ، رَغْبَةً - عَنَّهُ : বিমুখতা অবলম্বন করা।

أَنْسٍ : আন্তরিকতা, ভালোবাসা, সুদৃশ্যকর্ক।

لَا تَرْجُ : তুমি আশা করো না।

(تَفَعَّلَ) تَرْجِيَةً (تَفَعَّلَ) تَرْجِيًا ، (اِفْتَعَلَ) اِرْتِيَاءً : আশা করা।

(ن) رَجَاءً ، رَجْوًا ، رَجَاءً : আশা করা। ভয় করা।

فِي الْغُرَابِ : مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا .

مَادَهُ (ر.ج.و) ، جَنَسَ : নাক্ষত্র্য বাও

مَرَادُفٌ : لَا تَأْمَلُ ، يَنْدُ : لَا تَبْسُ

النُّودَ (س) مَدَّ : ভালোবাসা।

يَرَى (يَنْ أَعْمَالَ الْقُلُوبِ) : ধারণা করে।

(ف) رَأْيًا ، رُؤْيَةً : ধারণা করা। মনে করা।

مُحْتَاجٌ (ف.ا.مذ) : মুখাপেক্ষী, দারস্থ।

(اِفْتَعَلَ) اِحْتِيَاجًا : মুখাপেক্ষী হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيَسْلُبُنَّ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صَدُورِكُمْ .

অগ্রযোজন : ।

يُقَالُ : مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا وَلَا لَوْجًا (وَيَا لَتَصْفِيرِ) حَرَجًا وَلَا لَوْجًا .

مَادَّةُ : (ح. و. ج.) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : مُتَفَقِّرٌ , ضد : مُسْتَعْنَى .

فَلَسٌ : (ج) أَلَسٌ , فَلُوسٌ : । অর্থ : পয়সা,

مَادَّةُ : (ف. ل. س.) , جنس : صَحِيعٌ

مُرَادُفٌ : مُعْمَلَةٌ

وَعَيْتٌ : আমি শুনলাম, আশ্বস্ত করলাম ।

(ض) وَعَيًْا - الْعَيْدُ : মুশস্ত করা, আশ্বস্ত করা । শোনা । গ্রহণ করা ।

(إِنْعَالٌ) إِنْعَاءُ الْكَلَامِ أَوْ الشَّيْءِ : আশ্বস্ত করা । জমা করা ।

فِي الْحَدِيثِ : نَصَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي وَوَعَاها

مَادَّةُ : (و. ع. ي.) , جنس : لَفِيفٌ مُفْرَوِّقٌ

مُرَادُفٌ : حَفِظْتُ , ضد : نَسِيتُ

مَا دَارَ بَيْنَهُمَا : তাদের মধ্যকার আলাপ-আলোচনা ।

مَا دَارَ : [যা তাদের মধ্যে] চলেছে ।

(ن) دَوَّرًا , دَوْرَانًا - يَتَحَيَّاهُ : চলা, ঘোরা ।

(إِنْعَالٌ) إِدَارَةٌ - الشَّيْءِ : ঘোরা ।

- وَوَيْه : ঘোরানো ।

(مَقَاعِلَةٌ) مَدَارَةٌ , وَوَارًا - هُ : অপরের সাথে ঘোরা ।

- عَلَى الْأَمْرِ : কোনো কাজ সম্পাদন করা ।

(سِتْفَعَالٌ) اسْتِدَارَةٌ - النَّهْيِ : ঘোরা । গোল হওয়া ।

- الشَّيْءِ وَوَيْه : ঘোরানো ।

فِي الْقُرْآنِ : يَلَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاسِرَةً تَذِيرُونَهَا .

مَادَّةُ : (د. و. ر.) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : طَافَ (حَوْلَ الشَّيْءِ)

تَقَعْتُ : আমি অগ্রসরী হলাম ।

(ن) تَوَقَّأَ - تَوَقَّأَ : إِلَى الشَّيْءِ : ধাবিত হওয়া, অগ্রসরী হওয়া ।

- مِنْهُ : ডায় করা ।

- إِلَى الْعَابَةِ : জলদি করা ।

- عَنْهُ بِالْمَعْنَى : প্রবাহিত হওয়া ।

يَنْفِيهِ : শ্রাণ দেওয়া ।

(تَفَعَّلَ) تَتَوَقَّأَ - إِلَى الشَّيْءِ : প্রত্যাক্ষী/ অগ্রসরী হওয়া ।

مَادَّةُ : (ت. و. ق.) , جنس : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادُفٌ : اسْتَفْعَنَ , ضد : اَعْرَضَتْ

اَعْرَفُ : আমি চিনি, চিনব ।

(ض) عَرَفَ , عَرَفَانًا : জানা । চেনা ।

إِلَى أَنْ اَعْرَفَ - عَيْنَهُمَا : আমি তাদের উভয়কে চেনার জন্য ।

عَيْنٌ : (ج) اَعْيَنَ , عَيَّنَ , اَعْيَانَ : ব্যক্তি, সত্তা ।

مَادَّةُ : (ع. ي. ن.) , جنس : أَجَوَفٌ يَأْتِي

مُرَادُفٌ : شَخْصٌ

لَاحَ : প্রকাশ পেল, উদ্ভাসিত হলো ।

(ن) لَوَّحًا : উদ্ভাসিত হওয়া ।

إِبْنٌ : (ج) بَوْنٌ , أَبْنَاءُ : ছেলে, পুত্র ।

إِبْنُ السَّيْبِلِ : মুসাফির ।

إِبْنُ جِلْدٍ : প্রসিক্ত ব্যক্তি ।

إِبْنُ الطَّوْدِ : প্রতিধ্বনি ।

هُوَ ابْنُ يَتِيمٍ : সে আগামীরা ব্যাপারে ভাবনাহীন ।

هُوَ ابْنُ بَطْنٍ : সে নিজের পেটের ভাবনায় সর্বদা ব্যস্তবাস্ত ।

إِبْنُ دُكَاةٍ : ভোর, প্রভাত ।

دُكَاةٌ : (غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ) : সূর্য ।

الْحَعَفُ : ঢেকে নিল ।

(إِنْعَالٌ) اِنْعَانًا - هُ الْقَوْبُ : ঢেকে নেওয়া, পরানো ।

- السَّائِلُ : পীড়াপীড়ি করে চাওয়া ।

(ف) لَعَفًا : লেগেঘরা আবৃত করা ।

- هُ الْقَوْبُ : কাপড় পরানো ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْعَافًا .

مَادَّةُ : (ل. ح. ف.) , جنس : صَحِيعٌ

الْحَجُّ : (ج) أَجْرًا : পরিবেশ, আকাশ ও ভূমির মধ্যবর্তী।

অংশ, মুক্তাসন।

فِي الْقُرْآنِ : أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ السَّمَاءِ .
مَادَّة : (ج-و-و), جَنَسٌ : لَيْفِيفٌ مَقْرُونٌ .
مُرَادِفٌ : هَوَاءٌ .

الْقَبِيَاءُ : (ج) أَضْوَاءُ : আলো, রশ্মি।

(إِفْعَالٌ) إِضَاءَةٌ : আলোকিত করা। আলোকিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ .

مَادَّة : (ض-و-و), جَنَسٌ : مُرَكَّبٌ (أَجَوَفٌ وَآوِيٌّ وَمَهْمُوزٌ لَامٌ)
مُرَادِفٌ : تَوَرَّ, ضِدٌّ : غُلَمَةٌ .

عَدَوْتُ : আমি প্রত্যাহে রওয়ানা হলাম।

(ن) غَدَرًا, غَدْرًا (إِفْعَالٌ) اغْتِيَاءٌ : প্রত্যাহে রওয়ানা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ .

مَادَّة : (غ-د-و), جَنَسٌ : نَاقِصٌ وَآوِيٌّ

مُرَادِفٌ : بَكَرَتْ .

اسْتِقْلَالٌ (اسْتِفْعَالٌ) مَصْد - الْقَوْمُ : রওয়ানা হওয়া।

- الشَّرُّ : উচ্চ করা। বহন করা।

- يَرَاهُ : স্বতন্ত্র মতের অধিকারী হওয়া।

مَادَّة : (ق-ل-ل), جَنَسٌ : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِيٌّ

مُرَادِفٌ : اِرْتِمَاعٌ .

الرَّكَابُ : (ج) رُكْبٌ, رُكَابٌ, رُكَابَاتٌ, رُكَابَاتٌ : যানজাহাজ, বাহনের উট।

إِغْتِيَاءٌ (إِفْعَالٌ) مَصْد : প্রত্যাহে গমন করা।

الْقَرَابُ : (ج) أَقْرَبُ, قَرَبٌ, غَرَبَانٌ, أَغْرَبَةٌ (جمع) غَرَابِيْنُ :

কাক, বাঘস।

الْقَرَابُ : মাথার পেছনের অংশ শিলা, বরফ।

- مِنَ السَّيْبَةِ : এক প্রকার পুরানো বাঁচের নৌকা।

- مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : যে কোনো বস্তুর প্রথমাংশ।

غَرَابُ النَّفْسِ أَوْ السَّيْفِ : ধার।

وَالْعَرَبُ يَتَنَاقَشُونَ بِهِ إِذَا تَعَقَّ قَبْلَ الرِّجْلِ يَنْقُولُونَ :
غَرَابُ النَّبِيِّ .

يَضْرِبُ بِهِ الْمَنْعِلُ فِي السَّوَادِ وَالْكُورِ وَالْحِذْرِ وَالْبُعْدِ .

يُقَالُ : طَارَ غَرَابُهُ : সে বৃষ্টি হয়ে গেছে।

أَرْضٌ لَا يَطِيرُ غَرَابُهَا . সবুজ-শ্যামল ভূমি।

بَكَرَ يَكُورُ الْقَرَابُ : সে কাকের মতো অতি ভোরে উঠেছে।

فَلَا أَدْرِي مِنَ الْقَرَابِ : সে কাকের চেয়ে অধিক সতর্ক।

هَذَا هَذَا شُبُّ الْقَرَابِ : কাকের শুভ্রতা এর চেয়ে বেশি।

أَغْرَبَةُ الْقَرَبِ : আরবের কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়।

فِي الْقُرْآنِ : بَعَثَ اللَّهُ غَرَابًا .

مَادَّة : (غ-ر-ب), جَنَسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : الْغَدَاةُ / الْأَسْوَدُ / الْأَبْيَضُ / الزَّأْغُ / الْأَعْمَصُ .

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَلَا إِغْتِيَاءَ الْقَرَابِ :

تَصَبَّحَ عَلَى الْمَصْبَرِ وَهُوَ مَعْطُورٌ عَلَى السَّحَابِ
وَتَقْدِيرُهُ غَدَوْتُ إِغْتِيَاءً لَا إِغْتِيَاءَ كَذَا وَكَذَا وَلَا إِغْتِيَاءَ
الْقَرَابِ .

وَجَعَلْتَ أَسْتَقْرَى صَوَّبَ الصَّوْبَ اللَّيْلِيَّ،
وَأَتَوَسَّمُ الرَّجُوهَ بِالنَّظَرِ الْجَلِيِّ، إِلَى أَنْ
لَمَحْتُ أَبَا زَيْدٍ وَابْنَهُ يَتَحَادَثَانِ،
وَعَلَيْهِمَا بَرْدَانِ رَثَانِ، فَعَلِمْتُ أَنَّهَا نَجِيَّةٌ
لَيْلَتِي، وَصَاحِبَا رَوَايَتِي، فَقَصَدْتُهُمَا
قَصْدَ كَلْبٍ يَدْمَأُتِيهِمَا، رَأَتْ لِرَثَائِيهِمَا،
وَأَبَحَّتُهُمَا التَّحَوُّلَ إِلَى رَحْلِي، وَالتَّحَكُّمَ
فِي كَثْرَى وَقَلِي.

অনুবাদ : এবং আমি নৈশ-ধ্বনির দিশা ঝুঁজতে লাগলাম, আর উন্মুক্ত দৃষ্টিতে চেহারাগুলোর পরিচয় নিতে লাগলাম। এক পর্যায়ে আমি আবু যায়দ ও তার পুত্রকে দেখতে পেলাম, তারা উভয়ে কথাবার্তা বলছে। তখন তাদের গায়ে ছিল দুটি জীর্ণ চাদর। অতএব, আমি বুঝে নিলাম যে, এ দুজনই আমার রাতে গল্প করার সঙ্গী এবং আমার কাহিনীর দুই নায়ক। তখন আমি তাদের উভয়ের নম্রতার প্রতি বিমুগ্ধ ব্যক্তির অভিযুগ্মি হওয়ায় মতো এবং তাদের দুরাবস্থার কারণে দুঃখবোধকারীর মতো তাদের কাছে গেলাম এবং আমার হাওদায় স্থানান্তরিত হওয়া ও আমার কম-বেশি আসবাবপত্রের যথেষ্টা অধিকার চর্চা করার জন্য তাদের উভয়কে অনুমতি দিলাম।

শাস্তিক অনুবাদ : وَأَتَوَسَّمُ النَّيْلَ الصَّوْبَ اللَّيْلِيَّ এবং আমি ঝুঁজতে লাগলাম صَوَّبَ দিশা পরিচয় নিতে লাগলাম الرَّجُوهَ চেহারাগুলো দৃষ্টিতে উন্মুক্ত الْجَلِيِّ অমনি لَمَحْتُ আমি দেখতে পেলাম أَبَا بَرْدَانَ رَثَانَ এবং তাদের গায়ে ছিল عَلَيْهِمَا এবং তাদের গায়ে ছিল দুই رَثَانِ আমার রাত দুটি জীর্ণ চাদর فَعَلِمْتُ অতএব আমি বুঝে নিলাম যে إِنَّهُمَا এ দুজনই نَجِيَّةٌ গল্প করার সঙ্গী লَيْلَتِي আমার রাত অতঃপর আমি তাদের কাছে গেলাম فَقَصَدْتُهُمَا গেলাম এবং দুই নায়ক رَوَايَتِي আমার কাহিনী وَصَاحِبَا এবং দুই নায়ক তাদের উভয়ের নম্রতার কারণে رَأَتْ দুঃখবোধকারী তাদের দুরাবস্থার কারণে أَبَحَّتُهُمَا এবং তাদের উভয়কে অনুমতি দিলাম التَّحَوُّلَ স্থানান্তরিত হওয়া إِلَى رَحْلِي আমার হাওদায় والتَّحَكُّمَ এবং যথেষ্টা অধিকার চর্চা করা فِي كَثْرَى وَقَلِي আমার কম-বেশি আসবাবপত্রে।

শব্দ বিশ্লেষণ

جَعَلْتُ : আমি শুরু করলাম।
(ف) جَعَلَ : তৈরি করা, সৃষ্টি করা, শুরু করা।
جَعَلْتُ أَسْتَقْرَى : আমি ঝুঁজতে লাগলাম।
أَسْتَقْرَى : আমি ঝুঁজি, ঝুঁজব।
(اِسْتَفْعَلَ) اِسْتَقْرَى : পড়তে বলা। বোজ করা।
(ف) قَرَأَهُ : পড়া, পাঠ করা।
فِي الْقِرَانِ : اقْرَأَ يَا سَيِّدُ الَّذِي خَلَقَ .
مَادَهُ : (ق. র. ও.) , جنس : مَهْمُزٌ لَا
مَرَادُف : اَنْتَبِهْ/اُطْلُبْ
صَوَّبَ : উপকারী ও অক্ষতিকর বৃষ্টি। দিক, দিশা।

بَعْدَ : قَلَانَ مُسْتَقِيمَ الصَّوْبِ إِذَا لَمْ يَزُغْ عَنْ قَصْدِهِ .
مَادَهُ : (ص. ও. ব.) , جنس : أَجَوَفٌ
مَرَادُف : جَهَةٌ نَاجِيَةٌ
الصَّوْبُ : (ج) أَصَوَاتٌ : শব্দ, ধ্বনি।
الَّذِي (نِسْبَةً إِلَى اللَّيْلِ) : নৈশ, রাত্রিকালীন, রাত্রিসংক্রান্ত।
جَعَلْتُ) أَتَوَسَّمُ : আমি পরিচয় নিতে লাগলাম।
(اَنْفَعَلُ) تَوَسَّأَ : পরিচয় নেওয়া।
(ج) وَجْهٌ , أَوْجُهُ , مَجْهٌ , (و) وَجْهٌ : চেহারা, মুখমণ্ডল।
النَّظَرُ (ج) أَنْظَارٌ : দৃষ্টি।
النَّظَرُ : (ن. س.) : দেখা, চিন্তা ভাবনা করা।

الشَّيْءُ، উদ্ভাস, শানিত, [এখানে- উন্মুক্ত] : (صف. مذ) : الشَّيْءُ

প্রকাশ পাওয়া। শষ্ট হওয়া। উচ্চ হওয়া। (ن) جَلَاءُ :

বের হওয়া। : عَنْ بَلَدِهِ وَمَنْعَهُ :

শষ্ট করা। প্রকাশ করা। : الْأَمْرُ - جَلَاءُ -

বহিষ্কার করা। : الرَّجُلُ عَنْ بَلَدِهِ :

মধু বের করার জন্য খোয়া দেওয়া। : أَلْتَجَلَّ :

অবশেষে, এক পর্যায়ে, অমনি। : إِلَى أَنْ :

আবছা দেখলাম,দেখতে পেলাম। : لَمْ تَحْتَمَلْ :

হাফা, তড়িৎ দৃষ্টিতে দেখা : : الشَّيْءُ وَالْأَمْرُ :

আবছা প্রত্যক্ষ করা।

চমকানো। : أَلْتَبَيَّرَ أَوْ السَّجَمَ :

দৃষ্টি উঠা। : أَلْتَبَيَّرَ :

দৃষ্টি দেওয়া। : الشَّيْءُ بِالسَّجَمِ :

হাফা/ তড়িৎ দৃষ্টিতে দেখা। : إِلَى قَلْبٍ :

চমকপ্রদ বানানো। : الشَّيْءُ :

প্রদর্শন করা। : الرَّجُلُ :

তারা উভয়ে কথাবার্তা বলছে। : يَتَحَادَثَانِ :

পরস্পর কথাবার্তা বলা। : تَحَادَثَا :

বর্ণনা করা। : تَفَعَّلَ تَحْدِيثًا :

অবহিত করা, জানানো। : - كَذَا وَكَذَا :

فِي الْقُرْآنِ : وَأَمَّا يَنْعَمَ رَبُّكَ فَعَدِثَ .

مَادَّةٌ : (ج. د. ث) : جِئْتُ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : يَتَكَلَّمَانِ .

عَلَيْهِمَا : তাদের উপর, তাদের গায়ে।

চাদর। : (ج) أَبْرَدَ , بَرَدَ : (ث) بَرَدَانِ :

فِي الْعَدِيثِ : كَانَ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بَرَدَانِ أَخْضَرَانِ .

مَادَّةٌ : (ب. ر. د) : جِئْتُ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : رَدَا :

(ث) رَتَانِ : (و) رَتَّ , (ج) رَتَّ : (ث) رَتَّ :

(ض) رَتَانَةٌ : رَتْنَةٌ - الثَّرْبُ : জীর্ণ হওয়া।

مَادَّةٌ : (ر. ث. ث) : جِئْتُ : مَقَاعِدُ ثَلَاثِينَ

مُرَادٌ : خَلْقَانِ : جِدَّ : جَدِيدَانِ .

عَلِمْتُ : আমি জানলাম, বুঝে নিলাম।

(س) عَلِمًا : অবগত হওয়া।

একান্তে গল্প করার সাথী। : (ج) أَنْبِيَاءُ :

(ن) نَجَوًا : نَجَوِي , (مُتَعَلِّقَةٌ) مَتَابَعَةٌ وَنَجَا - الرَّجُلُ :

গোপনে/ চুপিসারে কথা বলা।

চুপিসারে : (إِفْتِعَالٌ) إِنْجِيَاءُ - الْقَوْمُ :

কথা বলা।

গোপন কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট করা। : - الرَّجُلُ :

مَادَّةٌ : (ن. ج. و) : جِئْتُ : نَاقِصٌ وَأَوَى

مُرَادٌ : مَارَ

لَيْلَةً : (ج) لَيْلَاتٌ : রাত, নিশি।

صَاحِبٌ : (ج) صَحَبَ , أَصْحَابَ , صُحْبَةً , صَحَابٍ ,

صُحْبَانٍ , صَحَابَةٍ : [এখানে-নায়ক]।

বর্ণনা, কাহিনী, উপন্যাস। : (ج) رَوَايَاتٌ :

বর্ণনা করা। : (ض) مَدَّ :

قَصَدْتُ : আমি ইচ্ছা করলাম, অভিযুগী হলাম, গেলাম।

قَصَدَ (ض) مَدَّ - وَهُوَ وَالْيَبِ : অভিযুগী হওয়া, যাওয়া,

ইচ্ছা করা।

الشَّاعِرُ : কবিতা রচনা করা।

الشَّيْءُ : টুকরো টুকরো করে কাটা।

فِي الْأَمْرِ : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

فِي التَّحْكِيمِ : ন্যায্য ফয়সালা করা।

فِي التَّفَقُّهِ : অপচয় ও কার্ণব্য না করা।

فِي شَيْءٍ : সংযতভাবে চলা।

فِي الْقُرْآنِ : رَاقِصٌ فِي مَشِيكِ .

مَادَّةٌ : (ق. ص. د) : جِئْتُ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : أَرَدْتُ :

كَلِّفَ (صف. مذ) : আসক্ত।

(ص) كَلَّفَ - الشَّيْءُ وَيَم : আসক্ত হওয়া। বিশ্বাস হওয়া।

কষ্ট সবেও সয়ে নেওয়া : الْأَمْرُ -

চেহারায়ে মেছতা বা দাগ পড়া : رَجَمَهُ -

আসক্ত/বিমুগ্ধ বানানো : اِنْعَالَ - وَهَيْكَلًا -

কঠিন কাজের হুকুম দেওয়া : تَفْعِيلُ تَكْلِيفًا - وَزَمْرًا -

কোনো বিষয় ফরজ বা আবশ্যক করে দেওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْمَهَا .

مُرَادٌ : عَاشِقٌ

وَمَاتَهُ : نَمَتْهَا -

وَمَاتَهُ (ক) : مَمَد -

নরম হওয়া : (স) : دَمَتْهَا -

নরম করা/নরম বানানো : تَفْعِيلُ تَدْمِيمًا -

উল্লেখ করা : لَمْ أَلْحَدِيثُ -

مَادَهُ : (د - م - ث) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : مَدَارَةٌ لَيْسَتْ .

رَأَتْ (فأ , مذ) : رَأَتْهَا : (ج) : شَاوَتْ

শোক প্রকাশ করা : (ن) : رَأَتْهَا : (ض) : رَأَتْهَا : رَأَتْهَا : أَلْتَرَتْ -

মৃতের জন্য কান্নাকাটি করা : মৃতের ভাঙ্গে গুণাবলি উল্লেখ

করে দুঃখ প্রকাশ করা : শোকগীথা রচনা করা :

دَمَى : لَمْ -

رَأَتْهَا : (ক) : رَأَتْهَا -

রীর্ণ হওয়া : পুরানো হওয়া : (ض) : مَمَد -

পুরানো হওয়া : রীর্ণ হওয়া : الْقَوْبُ - اِرْتَأَى -

অনুমতি দিলাম, বৈধ করে দিলাম : أَيْبَعَتْ -

প্রকাশ করা : বৈধ করা, অনুমতি দেওয়া : اِنْعَالَ اِبْأَحَ -

প্রকাশিত/প্রসিদ্ধ হওয়া : (ن) : بُوَحًا , بُوَحًا , بُوَحًا - الشَّيْءُ -

فِي الْحَدِيثِ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْصِيَةً بَرَاءًا .

مَادَهُ : (ب - و - ج) , جُنْسٌ : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادٌ : أَحَلَّكَ / أَذِنْتُ

ضَدٌّ : مَتَعَتْ

التَّحْوِيلُ (تَفْعِيلٌ) : مَمَد -

ফিরে যাওয়া : عَنَهُ -

কৌশল অবলম্বন করা : فِي الْأَمْرِ -

পরিবর্তিত হওয়া : مَوْلًا -

বহুর অভিহিত হওয়া : عَلَيْهِ التَّحْوِيلُ -

স্থানান্তরিত হওয়া : إِلَى مَكَانٍ آخَرَ -

কৌশল অবলম্বন করা : حِيلَةً -

مَادَهُ : (ح - و - ل) , جُنْسٌ : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادٌ : الْأَنْصِرَافُ / التَّقْلُ

হাওদা, বাহন জন্তুর পিঠে স্থাপিত : رَحْلٌ (ج) رَحْلًا , أَرَحَلَ -

শিবিকা বিশেষ :

فِي الْحَدِيثِ : أَلَّا صَلَّوْا فِي رَحَالِكُمْ .

مَادَهُ : (ر - ح - ل) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : رَحَابٌ / بَيْتٌ

التَّعْكِيمُ (تَفْعِيلٌ) : مَمَد -

যথেষ্টা অধিকার চর্চা করা : فِي الْأَمْرِ -

অযৌক্তিকভাবে নিজের মতো কয়লা করা : أَيْبَعَتْ

বিরত থাকা : (ن) : حَكَمًا - الرَّحْلُ -

কয়লা করা : لَمْ وَعَلَيْهِ وَيَتَنَهُم -

লাগামে লোহার পাত লাগানো : الْفَرَسُ -

বিরত রাখা : বাধা দেওয়া : فَلَمَّا عَنْ كَذَا -

(ك) : حِكْمَةً -

বুদ্ধিমান হওয়া : تَفْعِيلُ تَعْكِيمًا -

বিচারক বানানো : مُرَادٌ : التَّدَعُّلُ

প্রচুর, পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ : كُفْرٌ -

كَفَرُ الشَّيْءِ : আধিক্য :

مُرَادٌ : وَفَيْرٌ , ضِدٌّ : قَلٌّ

কম, সামান্য, অপর্বাণ পরিমাণ সম্পদ : قَلٌّ -

مِنْ الرِّجَالِ : ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তি :

رَحْلٌ قَلٌّ : একা মানুষ, যার কোনো সাথী নেই :

قَلٌّ مِنْ قَلٍّ : অপরিসীম ব্যক্তি, যার পিতাও অপরিসীম :

بُنْدًا : التَّحْنُتُ لِلَّهِ عَلَى الْقَلِّ وَالْكَفْرِ .

مُرَادٌ : قَلِيلٌ , ضِدٌّ : كَثِيرٌ

وَطَفِقْتُ أُسِيرَ بَيْنَ السَّيَّارَةِ فَضَلَّهْمَا ،
وَأَهْرَ الْأَعْرَادَ الْمُفِيرَةَ لَهْمَا ، إِلَى أَنْ غَمِرَا
بِالسُّحْلَانِ ، وَاتَّخِذَا مِنَ الْخُلَّانِ ، وَكُنَّا
بِمُعَرَّسٍ تَبَيَّنَ مِنْهُ بَيْنَانُ الْقُرَى ، وَتَشْتَوُرُ
نِزْرَانَ الْقُرَى ، فَلَمَّا رَأَى أَبُو زَيْدٍ امْتِلَاءَ
كَيْسِهِ ، وَانْجِلَاءَ بُوَيْهِ ، قَالَ لِي : إِنْ يَدْنِي
قَدْ اتَّسَعَ ، وَدَرْنِي قَدْ رَسَخَ ، أَفَنَازِدُ لِي فِي
قَصْدِ قَرْيَةٍ لِأَسْتَحِمَّ ، وَأَقْضِيَ هَذَا الْمَهْمَ ،
فَقُلْتُ : إِذَا شِئْتَ فَالْسُّرْعَةَ السُّرْعَةَ ،
وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ .

অনুবাদ : অতঃপর আমি কাফেলার মধ্যে তাদের উভয়ের গুণ-গরিমা প্রচার করতে এবং তাদের জন্য ফলবান বৃক্ষের ডাল ঝাঁকতে শুরু করলাম। ফলে তারা উভয় দান-দাক্ষিণ্যে ডুবে গেল এবং তাদেরকে বন্ধু-বান্ধবের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। আমরা তখন এমন এক রাত্রি যাপনস্থলে ছিলাম, যেখানে থেকে জনপদের বাড়িঘর পরখ করে চিনতে পারছিলাম এবং আতিথেয়তার অগ্নিরাশি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। অতঃপর আবু যায়দ যখন তার থলি পূর্ণ হতে দেখল এবং তার দূরবস্থা দূরীভূত হতে দেখল তখন সে আমাকে বলল, আমার শরীর ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে এবং আমার [শরীরের] ময়লা জমে গেছে। তুমি কি আমাকে গোসল করার জন্য এবং এই প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য গ্রামে যেতে অনুমতি দেবে? উত্তরে আমি বললাম, তুমি যখন [যেতে] চাও তাহলে জলদি জলদি যাও এবং দ্রুত দ্রুত ফিরে এসো।

শাব্বিক অনুবাদ : শাব্বিক অনুবাদ : অতঃপর আমি শুরু করলাম **أُسِيرَ** প্রচার করতে **بَيْنَ السَّيَّارَةِ** কাফেলার মধ্যে **وَطَفِقْتُ** তাদের উভয়ের গুণ-গরিমা **وَأَهْرَ** এবং ঝাঁকতে **الْأَعْرَادَ** ডাল/বৃক্ষের ডাল **الْمُفِيرَةَ** ফলবান **لَهْمَا** তাদের জন্য **إِلَى أَنْ غَمِرَا** ফলে তারা উভয়ে ডুবে গেল **بِالسُّحْلَانِ** দান-দাক্ষিণ্যে এবং তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো **وَكُنَّا** আমরা তখন এমন এক রাত্রি যাপন স্থলে **بِمُعَرَّسٍ** যেখান থেকে চিনতে পারছিলাম **وَتَشْتَوُرُ** এবং দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম **نِزْرَانَ الْقُرَى** আতিথেয়তার অগ্নিরাশি **فَلَمَّا رَأَى أَبُو زَيْدٍ** অতঃপর যখন **امْتِلَاءَ** আবু যায়দ তার থলি **كَيْسِهِ** পূর্ণ হওয়া **وَدَرْنِي** তার থলি **قَدْ رَسَخَ** সে আমাকে বলল **وَكُنَّا** আমার শরীর **مُتَلَفِفٌ** ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে **وَدَرْنِي** এবং আমার [গায়ের] ময়লা **جَمِعَ** জমে গেছে **وَدَرْنِي** তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে **قَرْيَةٍ** গ্রামে যেতে **لِأَسْتَحِمَّ** গোসল করার জন্য **وَأَقْضِيَ** এবং পূর্ণ করার জন্য **هَذَا الْمَهْمَ** এই প্রয়োজন **فَقُلْتُ** আমি উত্তরে বললাম **إِذَا شِئْتَ** তুমি যখন যেতে চাও **السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ** তাহলে জলদি জলদি যাও **وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ** এবং দ্রুত দ্রুত ফিরে এসো।

শব্দ বিশ্লেষণ

طَفِقْتُ (স) (ض) طَفَقًا ، طُفِقًا - أَفْعَلُ كَذَا :
...করতে শুরু করলাম।

أُسِيرُ : আমি প্রচার করি/করব।
تَفَقُّيْتُ : تَسْيِيرًا (إِفْعَال) :
প্রচার করা, চালানো, আলোচনা করা।

طَفِقْتُ أُسِيرُ : আমি প্রচার করতে শুরু করলাম।
(ض) سَيَّرًا - سَيَّرًا ، سَيَّرًا ، سَيَّرًا :
যাওয়া। চলা। সফর করা।

— سَيَّرًا : চালানো।
— السَّيْرُ : বাহনজন্তু আরোহণ করা।

— السَّنَّةُ : আমল করা।
فِي الْقَرْيَانِ : مَوَ الَّذِي سَيَّرَكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ .
مَادَهُ (س-ي-ر) : جَس : أَجَوْتُ بَابِي
مَرَادِي : أُسِيرُ .

السَّيَّارَةُ : (ج) سَيَّارَاتُ : কাফেলা, যাত্রীদল, মোটরগাড়ি।
فِي الْقَرْيَانِ : وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ قَارَسَلُوا وَارْدَهُمْ .
مَادَهُ (س-ي-ر) : جَس : أَجَوْتُ بَابِي
مَرَادِي : قَائِلَةً مَرْكَبًا
قَضَلَ (ج) قَضَلُ : অনুগ্রহ। অতিরিক্ত। অবশিষ্ট গুল-গরিমা।
مَرَادِي : كَرَمٌ / قَضِيلَةٌ : جَد : رَسَامٌ

(طَفِئْتُ) أَهْرَ : আমি ঝোঁকাতে শুরু করলাম।

(ن) هَرَا - رَيْبَ (تَفْعِيل) تَهَرَّيْرًا - : নড়া দেওয়া, ঝাঁকানো।
- الرَّجُلُ : উৎফুল্ল হওয়া।

(اِفْتِعَال) اِفْتِزَارَ : নড়াচড়া করা, কঁপে উঠা।
- لَكُنَّا : উৎফুল্ল হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ : اِفْتَرَّ عَرْشُ الرَّحْمَنِ لَمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ .
মাদে : (অ-র-জ), جَس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي .
مُرَادُفٌ : أَحْرَكُ

(ج) أَعَادَ، عِيدَنَ، أَعَوَّدَ (و) عَوَّدَ : কাঠ, গাছের ডাল।
এক প্রকার সুগন্ধি। জিহ্বার গোড়ার হাড়। সারঙ্গী।

مَادَهُ : (ع-و-د), جَس : أَجَوَفٌ رَاوِي، مُرَادُفٌ : الْفُصْنُ
الْمُشْمِرَةُ (ف-ا-م) : ফলবান, ফলপ্রসূ।

(اِفْعَال) اِفْتَارَا، (ن) تَمَّرَا : ফলবান হওয়া। ফল ধরা।
فِي الْقُرْآنِ : كَلَّمَا رَزَقُوا مِنْ ثَمَرِهِ رِزْقًا .

مَادَهُ : (ث-ম-র), جَس : صَحِجَح، مُرَادُفٌ : مَنَّحَةٌ
غَيْرَا (م) : তাদের উভয়কে ভুবিয়ে দেওয়া হলো, তারা ভুবে

গেল, ঢেকে দেওয়া হলো।
(ن) غَمَّرَا - أَلَمَّا : পানি উঁচু হয়ে এসে ভুবিয়ে দেয়।

مُرَادُفٌ : غَطِيَا/سَيَّرَا .
التَّحْلَانُ : দান, অনুদান।

(ف) تَحَلَّا : দান করা।
فِي الْقُرْآنِ : وَأَتَوَا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ بَحْلَةً .

مَادَهُ : (ن-ح-ل), جَس : صَحِجَح، مُرَادُفٌ : أَلْعَطِيَةُ
اتَّخَذَا (م) : তাদের উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

(اِفْعَال) اِتَّخَذَا : বানিয়ে দেওয়া। নেওয়া। গ্রহণ করা।
(ن) أَخَذَا، مَخَذَا : নেওয়া।

- رَيْبَ : ধরা।
فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا .

مَادَهُ : (أ-خ-ذ), جَس : مَهْمُوزُ الْفَاءِ
مُرَادُفٌ : حَازَ/حَصَلَ، جَدَ : فَاتٌ/فَقْدٌ

(ج) حَلَّانَ، أَخَلَّانَ (و) خَلِيلٌ : একা বন্ধু।
خَلِيلٌ : ছিদ্রকৃত বস্তু। ক্ষীণকায়।

ব্যক্তি। অভাবী।
مَعَرَسٌ، مَعَرَسٌ : শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করার জায়গা।

(تَفْعِيل) تَعَرَّسَا، (اِفْعَال) اِعْرَاسًا - الْقَوْمُ :
শেষ রাতে বিশ্রামের জন্য অবস্থান করা।

(ن) عَرَّسَا : আনন্দে থাকা।

- عَنَّهُ : বিমুখ হওয়া।

(س) عَرَّسَ - يَه : ভালোবাসা। আকড়ে থাকা।

(ن) تَمَّيَّنَ : আমরা পরখ করে চিনতে পারছিলাম।

(نَمَلٌ) تَمَّيَّنَا : স্পষ্ট হওয়া। স্পষ্ট করা। পরখ করা।

পরখ করে চেনা।

وَبَيْنَا : প্রাসাদ, বাড়ি-ঘর।

فِي الْقُرْآنِ : كَانَهُمْ بَيْنَا مَرْصُوسٌ .

مَادَهُ : (ب-ন-ই), جَس : نَاقِصٌ يَأْنِي

مُرَادُفٌ : مُقْصُورٌ/عَسَارَةٌ، جَدَ : عُشْبٌ/وَكْرٌ

(ج) قَرِي، قَرِي، (و) قَرِيَّةٌ : জনপদ, গ্রাম, সম্পদ।

(كُنَّا) تَنَاقَرُوا : আমরা দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

- النَّارُ : আশুন দেখতে পাওয়া।

(اِفْعَال) تَنَوَّرَا : প্রকাশিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي أَنْتَبْتُ نَارًا .

مَادَهُ : (ن-و-ر), جَس : أَجَوَفٌ رَاوِي

مُرَادُفٌ : يَنْصُرُ (النَّيِّرَانِ)

(ج) يَنْشُرَانِ، يَنْشُرَةٌ، أَنْشُرُ (و) نَارٌ : অগ্নি।

فِي الْقُرْآنِ : فَمَنْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا .

مَادَهُ : (ن-و-ر), جَس : أَجَوَفٌ رَاوِي

الْقَرِي : আতিথেয়তা।

الْقَرِي (ض) مَصَد : আতিথেয়তা করা।

رَأَى : দেখল, প্রত্যক্ষ করল।

(أ) رَأَى، رَوَّيَةً : দেখা, প্রত্যক্ষ করা।

إِمْلَاءٌ (اِفْعَال) مَصَد : পূর্ণ হওয়া, ভর্তি হওয়া।

(أ) مَلَأَ : পরিপূর্ণ করা।

فِي الْحَدِيثِ : اِمْلَأُوا أَفْوَاهَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ .

مَادَهُ : (أ-م-ل-أ), جَس : مَهْمُوزُ لَام

مُرَادُفٌ : نَعْمَةٌ، جَدَ : خَلَرٌ

كَيْسٌ : খলি, জামিল।

مَادَهُ : (أ-ই-স), جَس : أَجَوَفٌ يَأْنِي

مُرَادُفٌ : مَيْبَانٌ/وَعَاءٌ .

إِنْجِلَاءٌ (اِفْعَال) مَصَد : দূরীভূত হওয়া।

مُرَادُفٌ : اِنْكِشَافٌ

مُؤَسَّ : দুঃখ, কষ্ট, অভাব।

فِي الْقُرْآنِ : أَخَذْنَاهُمْ بِأَلْسِنَاءٍ وَالْقُرْآنِ .

مَادَهُ : (ب-...-স), جَس : مَهْمُوزُ عَيْنٍ، مُرَادُفٌ : فُقْرٌ

يَدْنُ : (ج) أَبَدًا : দেহ, শরীর।

يَدْنُ : (ج) يَدْنُ : ক্ষুদ্র বর্ম।

فِي الْقُرْآنِ : وَتَجَنَّبَكَ بِبَدَنِكَ :

মাদে : (অ-ব-ন) : جنس : صحيح : مرادف : جسم / جسَد

ময়লাযুক্ত হয়ে গেছে।

قَدْ اِسْتَسَحَّ : (ا-س-خ) : وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا : (اِفْتِعَال) اِسْحَاخًا : (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

ময়লাযুক্ত হওয়া, নোংরা হওয়া।

مَادَهُ : (و-س-خ) : جنس : وَاسْحًا : مرادف : دَرَسَ

ময়লা, আবর্জনা। (ج) أَدْرَأَ : (ج) أَدْرَأَ : (ج) أَدْرَأَ :

নোংরা করা। (ا-ف-ع) : اِسْحَاخًا : (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

ময়লাযুক্ত হওয়া। (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

নোংরা হওয়া। (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

مَادَهُ : (د-ر-ن) : جنس : صحيح : مرادف : وَسَّحَ

জমে গেছে, বসে গেছে।

قَدْ رَسَخَ : (د-ر-ن) : جنس : صحيح : مرادف : وَسَّحَ

দৃঢ়মূল হওয়া, জমে যাওয়া, বসে যাওয়া।

قَدْ رَسَخَ : (د-ر-ن) : جنس : صحيح : مرادف : وَسَّحَ

দৃঢ় করা। (ا-ف-ع) : اِسْحَاخًا : (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

فِي الْقُرْآنِ : وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ :

মাদে : (و-স-খ) : جنس : صحيح : مرادف : وَسَّحَ

অফ তাদুন। (স) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

অনুমতি দেওয়া। (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

اِسْتِغْنَاءًا : (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

অনুমতি দেওয়া। (স) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

فِي الْقُرْآنِ : مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْنُ لِي :

মাদে : (অ-ব-ন) : جنس : صحيح : مرادف : وَسَّحَ

মরাদফ : صحيح : مرادف : وَسَّحَ

গমন করা, যাওয়া, ইচ্ছা করা। (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

قَرَبَهُ : (ج) قَرَى : قَرَى : (ج) قَرَى : (ج) قَرَى :

জনপদ, গ্রাম, সম্পদ। (ج) قَرَى : قَرَى : (ج) قَرَى :

اِسْتِغْنَاءًا : (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

আমি গোসল করার জন্য। (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

اِسْتِغْنَاءًا : (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

গোসল করা। (স) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

مَادَهُ : (ح-م-م) : جنس : مضاعف ثلثي : مرادف : اَغْتَسَلُ

পূর্ণ করব। সম্পাদন করব।

اِقْنِضِي هَذَا السُّبُطَ : (ح-م-م) : جنس : مضاعف ثلثي : مرادف : اَغْتَسَلُ

এই প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য।

قَضَاهُ : (ح-م-م) : جنس : مضاعف ثلثي : مرادف : اَغْتَسَلُ

পূর্ণ করা। সম্পাদন করা। (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

اِقْنِضِي هَذَا السُّبُطَ : (ح-م-م) : جنس : مضاعف ثلثي : مرادف : اَغْتَسَلُ

উদ্দেশ্য লাভ করা। (س) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

اِقْنِضِي هَذَا السُّبُطَ : (ح-م-م) : جنس : مضاعف ثلثي : مرادف : اَغْتَسَلُ

ঋণ পরিশোধ করা। (স) وَاسْحًا : (تَفْعُل) تَوَسَّحًا :

الصَّلَاةَ : (ح) أَبَدًا : দেহ, শরীর।

يَبْنِي الْعَصَمِينَ : (ح) أَبَدًا : দেহ, শরীর।

قَضَى قُلَانٍ قَضَى نَعْتَهُ قَضَى أَجَلَهُ قَضَى عَلَيْهِ :

মৃত্যুবরণ করা।

الْمُهْمُ : (ف-ا-م) : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

চিন্তিত করা। (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

চিন্তায় ফেলে দেওয়া। দূর্গতি করা।

النَّيْمُ : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া।

(ن) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

দূর্গতি/ চিন্তিত করা। (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

النَّيْمُ : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

নষ্ট করে ফেলা। (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

سَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

ভূমি চেয়েছ। (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

(ف-স) سَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

চাওয়া। (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

فِي الْقُرْآنِ : مَنْ شَاءَ فَلْيُزِمْنِ :

মাদে : (শ-য-য) : جنس : مُزِمٌّ : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

অস্বাভাবিক হওয়া। (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

الرَّجْعَةُ : (أ) أَسْرَعَ الرَّجْعَةَ : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

ভূমি দ্রুত ফিরে এসে। (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

(ض) رَجَعًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

ফিরে আসা। (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى عَصِيَانًا :

মরাদফ : (ر-জ-য) : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখানে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

إِذَا بَيْنَتْ قَالَ السُّرْعَةَ السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ الرَّجْعَةَ :

এখনে মূল ইবরত হলি السُّرْعَةَ وَالرَّجْعَةَ

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَمَرَ الْأَعْوَادَ الْمُتَنَبِّئَةَ :

এখানে দানশীল লোকদের (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

أَمَرَ الْأَعْوَادَ الْمُتَنَبِّئَةَ :

এখানে দানশীল লোকদের (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

أَمَرَ الْأَعْوَادَ الْمُتَنَبِّئَةَ :

এখানে দানশীল লোকদের (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

أَمَرَ الْأَعْوَادَ الْمُتَنَبِّئَةَ :

এখানে দানশীল লোকদের (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

أَمَرَ الْأَعْوَادَ الْمُتَنَبِّئَةَ :

এখানে দানশীল লোকদের (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

أَمَرَ الْأَعْوَادَ الْمُتَنَبِّئَةَ :

এখানে দানশীল লোকদের (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا : (ج) مَهْمًا :

أَمَرَ الْأَعْوَادَ الْمُتَنَبِّئَةَ :

فَقَالَ : سَتَجِدُ مَطْلَعِي عَلَيْكَ ، أَسْرَعَ مِنْ
 ارْتِدَادِ طَرْفِكَ إِلَيْكَ ، ثُمَّ اسْتَنْنَ اسْتِئْثَانُ
 الْجَوَادِ فِي الْمَضْمَارِ ، وَقَالَ لِأَبْنِهِ : بَدَارُ
 بَدَارُ ، وَلَمْ تَخُلْ أَنَّهُ غَرَّ ، وَطَلَبَ الْمَفْرُ
 قَلَيْشُنَا تَرْفُيَهُ رَفْبَةُ الْأَعْيَادِ ، وَنَسْتَطْلِعُهُ
 بِالطَّلَاعِ وَالرَّوَادِ ، إِلَى أَنْ هَرِمَ النَّهَارُ ،
 وَكَادَ جُرُفُ الْيَوْمِ يَنْهَارُ .

অনুবাদ : তখন সে বলল, তোমার চোখের পলক তোমার
 কাছে ফিরে আসার চেয়ে অধিক দ্রুত তুমি আমার আগমন
 দেখতে পাবে। অতঃপর সে প্রতিযোগিতার ময়দানে
 দ্রুতগামী অশ্বের দৌড়ানোর ন্যায় দৌড়াল। এবং সে তার
 ছেলেকে বলল, জলদি চল, জলদি চল। আর আমরা ধারণা
 করিনি যে, সে প্রতারণা করল এবং সে পালাবার পথ খুঁজ
 নিল। সুতরাং আমরা ঈদের [জনা] অপেক্ষা করার মতো
 তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম এবং আমরা শত্রু অনুসন্ধানী
 অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে এবং ঘাস-পানি সন্ধানকারীর কাছে
 তার সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলাম। অবশেষে দিবস
 শেষপ্রান্তে উপনীত হলো এবং দিবসের কেনারা সে পড়ার
 উপক্রম করল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন সে বলল سَتَجِدُ তুমি দেখতে পাবে مَطْلَعِي আমার আগমন عَلَيْكَ তোমার কাছে
 অধিক দ্রুত مِنْ চেয়ে ارْتِدَادِ ফিরে আসা طَرْفِكَ তোমার পলক إِلَيْكَ তোমার নিকট ثُمَّ اسْتَنْنَ অতঃপর সে দৌড়াল
 اسْتِئْثَانُ দ্রুতগামী فِي الْمَضْمَارِ প্রতিযোগিতার ময়দানে وَقَالَ لِأَبْنِهِ এবং সে তার ছেলেকে বলল
 بَدَارُ জলদি চল, জলদি চল وَلَمْ تَخُلْ আর আমরা ধারণা করিনি أَنَّهُ غَرَّ যে, সে প্রতারণা করল
 وَطَلَبَ এবং খুঁজ নিল الْمَفْرُ পালাবার পথ قَلَيْشُنَا সূতরাং আমরা তার অপেক্ষায় বসে থাকলাম
 رَفْبَةُ ঈদের [জনা] অপেক্ষা করার মতো وَنَسْتَطْلِعُهُ এবং আমরা তার সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকলাম
 بِالطَّلَاعِ শত্রু অনুসন্ধানী অগ্রবর্তী বাহিনীর কাছে وَالرَّوَادِ এবং ঘাস-পানি সন্ধানকারীর কাছে
 إِلَى أَنْ অবশেষে هَرِمَ শেষপ্রান্তে উপনীত হলো النَّهَارُ দিবস এবং উপক্রম
 করল جُرُفُ দিবসের কেনারা يَنْهَارُ সে পড়তে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَجِدُ (ض. ج) وَجِدًا ، وَجُودًا : তুমি দেখতে পাবে।

مَطْلَعٌ (مُضَدَّر مِيمٍ) : উদয়, আগমন।

(ن) طَلَعًا : উদিত হওয়া, আগমন করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَجَدْنَا طَلَعًا عَلَى قَوْمٍ -

يَا أَيُّهَا (ط. ل. ع) : جُنُسٌ ، صَحِيحٌ ، مُرَادُفٌ : الْحَمِيصِيُّ

أَسْرَعَ (اسْمُ تَفْضِيلٍ) (مذ) : অধিক দ্রুত, অপেক্ষাকৃত বেশি দ্রুত।

(س. د) سَرَعًا ، سَرَعًا ، سَرَعًا : দ্রুত করা।

(مُفَاعَلَةٌ) مُسَارَعًا - إِلَيْهِ : অগ্রসর হওয়া।

- فِي الْآخَرِ : চেষ্টা করা।

(إِفْعَالٌ) إِسْرَاعًا - فِي الْمَشْيِ : দ্রুত চলা।

فِي الْقُرْآنِ : وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مُرَادُفٌ : أَعَجَلُ -

ارْتِدَادُ (إِفْعَالٌ) مَص : ফিরে আসা, ইসলাম ছেড়ে দিয়ে

অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া।

(ن) رَوَّادٌ : ফিরিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ -

مَاهُ : (ر. د. د) : جُنُسٌ ، مُضَاعَفٌ ، مُرَادُفٌ : رَجُوعٌ -

طَرْفٌ (ج) أَطْرَافٌ : চোখ, চোখের পলক।

فِي الْقُرْآنِ : يَرْتَدِ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ -

مَاهُ : (ط. ر. ف) : جُنُسٌ ، صَحِيحٌ ، مُرَادُفٌ : نَظَرٌ

(س) دৌড়াল।

(إِفْعَالٌ) اسْتِئْثَانٌ - الْفَرَسُ : দৌড়ানো।

- يُسْتَبْتِ : অনুসরণ করা।

- الرَّجُلُ : দাঁত খিলাল করে পরিষ্কার করা।

- الْمَاءُ : পানি পড়া।

- الطَّرِيقُ : সড়ি হওয়া।

فِي الْعَوْنِ : مَنْ كَانَ مُسْتَنَّاً فَلَيْسَتْ بَيْنَ قَدَمَاتِ -

مَاهُ : (س. ن. ن) : جُنُسٌ ، مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُفٌ : عَدَا

الْجَوَادُ (ج) حَيَادٌ ، أَحْيَادٌ ، أَحْيَادٌ : দ্রুতগামী অশ্ব।

الْجَوَادُ (ج) أَحْوَادٌ ، أَحْوَادٌ ، أَحْوَادٌ : দানশীল।

فِي الْقُرْآنِ : رَاةٌ عَرَضَ عَلَيْهِمُ بِالْعَمِيِّ الصَّافِيَاتِ الْحَيَادِ -

ٱلْمَهْلَةُ : (ج) مَهَلٌ : বিলম্ব, অবকাশ।
 مَهْلَةً (ف) مَهْلًا : ধৈর্য-স্থৈর্য সহকারে করা।
 ٱلْمَهْلَةُ : (ف) مَهْلَةً : ধৈর্যবৃত্তির সাথে কাজ করা, অবকাশ দেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : تَمْهِيلُ الْكَافِرِينَ أَمْهَلَهُمْ وَوَيْدًا :
 সাদে : (م-و-ي) : جنس : صَبِيح
 مَرَاوُفٌ : ٱلْأَتَوَةُ/ٱلْأَرَاثِيُّ
 আমরা যথেষ্ট বিলম্ব করেছি :
 تَمَادَيْنَا : (تَفَاعَلَ) تَمَادًى : চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হওয়া, যথেষ্ট বিলম্ব করা।
 - بِرِثَ الشَّيْءِ : দীর্ঘ হওয়া।
 (أَفْعَال) أَمَدًا : ٱلْأَمَدُ : অবকাশ দেওয়া।
 (ف) مَد : রওয়ানা হওয়া।
 أَصْعَمًا : আমরা নষ্ট করেছি।
 (أَفْعَال) إِصَاعَةً : নষ্ট করা।
 فِي الْقُرْآنِ : مَا كَانَ ٱللَّهُ يُضَيِّعُ إِبْنَانَكُمْ :
 مَرَاوُفٌ : أَنْتَدْنَا : সাদে :
 الزَّمَانُ : (ج) زَمَنَةٌ : সময়, কাল, যুগ।
 ٱلْزَمَانُ : ٱلْزَمَانُ : প্রকাশ পেয়েছে, স্পষ্ট হয়েছে।
 (ض) بَيَّأَ : প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট হওয়া।
 ٱلرَّجُلُ (ج) رَجُلٌ : পুরুষ, ব্যক্তি, লোক।
 قَدْ مَانَ : মিথ্যা বলেছে, মিথ্যা কথা বলেছে।
 (ض) مَيَّنَا : মিথ্যা বলা।
 (تَفَاعَلَ) تَسَاءَلًا : পরস্পর মিথ্যা বলা।
 قَالَ السَّائِرُ : وَأَلْفَى قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيَّنَا :
 সাদে : (م-ي-ن) : جنس : ٱلْأَجَوُفُ بَيَّأَنِي
 مَرَاوُفٌ : كَذِبٌ : মিথ্যা।
 تَاهَبُوا : তোমরা প্রভুত হও।
 (تَفَاعَلَ) تَاهَبًا : প্রভুত হওয়া, প্রভুত হওয়া।
 সাদে : (أ-و-ب) : جنس : مَهْمُوزٌ قَا
 مَرَاوُفٌ : إِسْتَعْمَدُوا :
 ٱلظُّعْنُ (ف) مَد : রওয়ানা হওয়া।
 ٱلظُّعْنُ : রওয়ানা।
 لَا تَلُؤُوا : জরাজীর্ণ করো না। ফিরে তাকায়ো না।
 (ض) لَأَى : لَأَى - لَأَى : জরাজীর্ণ করা, ফিরে তাকানো।
 (تَفَاعَلَ) تَلُؤًا : মাথা ঘুরিয়ে নেওয়া, ফিরিয়ে নেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : إِذْ تَصِيدُونَ وَلَا تَلُؤْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ :
 সাদে : (أ-و-ي) : جنس : لَقِيْبٌ مَقْرُونٌ

مَرَاوُفٌ : لَا تَعْرُجُوا/لَا تَسْلُوا :
 خَضْرَاءُ : (ج) خَضْرَاوَاتٌ : সবুজ-শ্যামল।
 خَضْرَاوَاتٌ : সবজি-ফসলমূল।
 فِي الْقُرْآنِ : فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرَاءً :
 সাদে : (خ-ض-ي) : جنس : صَبِيح
 مَرَاوُفٌ : مَخْضَلَةٌ :
 আতাকুড়, আবর্জনা ফেলার জায়গা।
 (ج) ٱلْدِمْنُ : (و-د-ن) : جنس : صَبِيح, مَرَاوُفٌ : مَزِيلَةٌ
 সাদে : (د-م-ن) : جنس : صَبِيح, مَرَاوُفٌ : مَزِيلَةٌ
 نَهَضْتُ : আমি উঠে দাঁড়ালো।
 (ف) نَهَضًا : نَهَضًا : নাড়া দেওয়া, উঠে দাঁড়ানো।
 فِي الْقُرْآنِ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ عَلَىٰ صُدُورٍ قَدَمَيْهِ :
 সাদে : (ن-ض) : جنس : صَبِيح, مَرَاوُفٌ : قَامَ (بِ)
 (ل) أَحْدَجَ : আমার (বাহন জন্তুর উপর) হাতদা বাধার জন্য।
 (ض) حَدَجًا : হাতদা বাধা।
 সাদে : (أ-ج-د) : جنس : صَبِيح, مَرَاوُفٌ : أَرْحَلَ :
 رَاحِلَةٌ : (ج) رَوَاحِلُ (ٱلْأَنْثَى) لِلْمُبَالَغَةِ :
 বাহনের উপযোগী উট বা উটনী।

(ل) أَتَحَمَّلُ : আমার বোকা বহন করার জন্য।
 (تَفَاعَلَ) تَحَمَّلًا : বোকা বহন করা।
 (ض) حَمَلًا : বহন করা।
 فِي الْقُرْآنِ : يَحْمِلُونَ عَرْشَ رَبِّهِمْ :
 সাদে : (أ-م-ل) : جنس : صَبِيح, مَرَاوُفٌ : ٱلْأَتَوَةُ
 رَجَلَةٌ (ج) رَحَلَاتٌ : সফর।
 رَجَلَةٌ : (ف) مَد : রওয়ানা হওয়া।
 وَجَدْتُ : আমি দেখতে পেলাম।
 (ض) وَجَدًا : وَجَدًا : পাওয়া।
 قَدْ كَسَبَ : সে লিখে গেছে।
 (ن) كَسَبًا : كَسَبًا : লেখা।
 ٱلْقَتَبُ : ٱلْقَتَبُ (ج) أَقْتَابٌ : হাওদা। অস্ত্ররাজি।
 সাদে : (ق-ت-ب) : جنس : صَبِيح, مَرَاوُفٌ : ٱلرَّحْلُ
 حَبْنٌ : (ج) أَحْبَانٌ : (ج) أَحْبَابٌ : সময়, কাল।
 شَمَّرٌ : প্রভুতি গ্রহণ করল।
 (تَفَاعَلَ) تَشَمَّرًا : প্রভুতি গ্রহণ করা।
 ٱلْهَرَبُ (ن) مَد : পলায়ন করা, পলায়ন।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَىٰ هَارِبًا :
 সাদে : (ه-ر-ب) : جنس : صَبِيح, مَرَاوُفٌ : فَرَّ

يَا مَنْ غَدَا لِي سَاعِدًا * وَمُسَاعِدًا دُونَ الْبَشَرِ
لَا تَحْسَبَنَّ إِنِّي نَائِي * كَ عَنْ مَلَالٍ أَوْ أَشْرٍ
لِكُنْتَنِي مُذَلِّمٌ أَزَل * وَمِنْ إِذَا طَعِمَ انْتَشَرُ
قَالَ : فَأَقْرَأْتُ الْجَمَاعَةَ الْقَتَبَ , لِيَعْرِضَهُ
مَنْ كَانَ عَتَبَ , فَأَعْجَبُوا بِخُرَافَتِهِ ,
وَتَعَوَّدُوا مِنْ أَفْتِهِ , ثُمَّ إِنَّا طَعْنَا , وَلَمْ نَذِرْ
مِنْ اِعْتَاَصَ عَنَّا .

অনুবাদ : [শ্রোকের অনুবাদ] হে ঐ ব্যক্তি, যে আমার জন্য বাহ হয়েছে এবং মানুষের সামনে আমার সাহায্যকারী হয়েছে! তুমি মনে করো না যে, আমি তোমার থেকে বিরক্তি কিংবা দস্তের কারণে দূরে সরে গেছি; বরং আমি সর্বদা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা খাওয়া হয়ে গেলে ছড়িয়ে পড়ে [পগার পার হয়ে যায়]। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর আমি যাত্রীদলকে সেই হাওদা [র কাঠের লেখাটি] পড়লাম। যাতে তাকে যারা গালি দিয়েছিল তারা তাকে অপারগ মনে করে। ফলে তারা তার মিথ্যা প্রতারণায় আশ্চর্যান্বিত হলো এবং তার আপদ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করল। অতঃপর আমরা রওয়ানা হলাম এবং আমরা জানি নি যে, কে আমাদের পক্ষে [তার থেকে] এর প্রতিশোধ নিয়েছে [অথবা, আমরা জানতে পারি নি যে, কাকে সে আমাদের পরিবর্তে বদল স্বরূপ গ্রহণ করেছে]।

শাব্দিক অনুবাদ : يَا مَنْ غَدَا (যে ঐ ব্যক্তি) যে আমার জন্য হয়েছে বাহ (وَمُسَاعِدًا এবং সাহায্যকারী) دُونَ الْبَشَرِ মানুষের সামনে لَا تَحْسَبَنَّ (তুমি মনে করো না যে, আমি তোমার থেকে দূরে সরে গেছি) عَنْ مَلَالٍ বিরক্তির কারণে أَشْرٍ কিংবা দস্তের কারণে لِكُنْتَنِي مُذَلِّمٌ সর্বদা وَمِنْ إِذَا طَعِمَ তাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যারা খাওয়া হয়ে গেলে انْتَشَرُ ছড়িয়ে পড়ে قَالَ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَأَقْرَأْتُ الْجَمَاعَةَ অতঃপর আমি পড়লাম الْقَتَبَ যাত্রীদলকে لِيَعْرِضَهُ সেই হাওদা যাতে তাকে অপারগ মনে করে مَنْ كَانَ عَتَبَ যারা তাকে গালি দিয়েছিল। فَأَعْجَبُوا بِخُرَافَتِهِ ফলে আশ্চর্যান্বিত হলো وَتَعَوَّدُوا مِنْ أَفْتِهِ তার মিথ্যা প্রতারণায় আশ্রয় প্রার্থনা করল ثُمَّ إِنَّا طَعْنَا তার আপদ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে [অথবা, আমরা জানতে পারি] مِنْ اِعْتَاَصَ এর প্রতিশোধ নিয়েছে عَنَّا আমাদের পক্ষে।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَا مَنْ !

غَدَا : হয়েছে, পরিণত হয়েছে।

(ن) غَدَا : হওয়া। পরিণত করা।

سَاعِدٌ : (ج) سَوَاعِدٌ : বাহ, হাতের কনুই থেকে তালু পর্যন্ত অংশ।

مُسَاعِدٌ : (س-ع-د), جَس : সহায়

مُرَادٌ : ডরাঁয়া

مُسَاعِدٌ : (ফা, মড) : সাহায্যকারী, সহযোগিতা প্রদানকারী

(مُعَاوِدٌ) مُسَاعِدٌ : সাহায্য করা।

(ف) سَعَادَةٌ : কল্যাণময় বা সৌভাগ্যবান হওয়া।

(إِفْعَالٌ) اِسْعَادًا : সৌভাগ্যবান করা।

فِي الْعَوْدِ : كَبَيْكَ وَسَعَدَكَ .

مَادَهُ : (س-ع-د), جَس : সহায়

مُرَادٌ : ডরাঁয়া

دُونَ : নিচে, উপরে, পেছনে, সামনে, পূর্বে, ছাড়া, নিষ্পন্নদের।

الْبَشَرِ (الْمُفْرَدُ وَالْمُشْتَرِكُ وَالْجَنَسُ وَالْمَذْكَرُ وَالْمُؤَنَّثُ

وَقَدْ جُمِعَ عَلَى أَشْرَارٍ) : মানুষ

(لَا) تَحْسَبَنَّ : তুমি মনে করো না।

(س) حَسِبْنَا , مَحْسَبَةٌ : মনে করা। ধারণা করা।

نَائِي : আমি দূরে সরে গেছি।

(ف) نَائِي , (إِنْفِعَالٌ) اِنْتَشَرًا : দূরে সরে।

(إِنْفِعَالٌ) اِنْتَشَرًا : দূরে সরানো।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ .

مَادَهُ : (ন-শ-র) . جُنْسٌ : مُرْكَبٌ (مَهْمُوزٌ عَيْنٌ وَنَاقِصٌ بِكَاسٍ)
 مُرَادٌ : بِمَدِّ
 বিরক্তি : مَلَكٌ
 দম্ব, অহঙ্কার : أَشْرٌ
 দম্ব করা, অহঙ্কার করা : أَشْرَ (س-م-د)
 فِي الْحَدِيثِ : رَوَعِلَ إِتَّخَذَهَا أَشْرًا وَسَرَحًا .
 مَادَهُ : (ا-শ-র) . جُنْسٌ : مَهْمُوزٌ
 مُرَادٌ : بِطَرَفٍ .
 লিঙ্ক : لِيَكُنْ :
 সবকালেই, সর্বদা : مَدُّ لَمْ أَزَلْ :
 আমি সবে যাইনি, স্থানান্তরিত হইনি।
 (স-ز-ل) : زَيْلًا : স্থানান্তরিত হওয়া।
 [যখন] খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেল [তৃপ্ত হয়ে যায়] : إِذَا طَعِمَ :
 (স-ط-ع) : طَعَمًا : আহার করা।
 আহার করানো : إِطْعَمًا :
 فِي الْقُرْآنِ : وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا .
 مَادَهُ : (ط-ع-م) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَكَلٌ
 হুড়িয়ে পড়ল [হুড়িয়ে পড়ে] : اِنْشَقَرَ :
 (ا-ف-ق-ع) : اِنْشِقَارًا : হুড়িয়ে পড়া।
 فِي الْقُرْآنِ : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ
 مَادَهُ : (ن-শ-র) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : ذَهَبٌ / بَسَطَ
 আমি পড়লাম : أَقْرَأْتُ :
 (ا-ق-ر-أ) : إِقْرَأُ : পড়ানো।
 দল, [এখানে- যাহীদল] : الْجَمَاعَةُ (ج) : جَمَاعَاتٌ

الْقَنْبُ (ج) : أَقْنَابٌ : হাওদা।
 [যাতে] অভিযোগমুক্ত, সাব্যস্ত করে, [যাতে] তার : (ل-ي-ع-ز) : يَعْزُرُ :
 ওজর গ্রহণ করে।
 অভিযোগমুক্ত সাব্যস্ত করা : (ض-ع-ز) : عَزَّرًا .
 ওজর গ্রহণ করা।
 كَانَ عَقَبَ : শাসিয়েছিল, কোভ প্রকাশ করেছিল।
 (ض-ع-ب) : عَقَبًا : শাসনো।
 أَعْجَبُوا (م-ج) : তারা আতর্ষাবৃত্তি হলো।
 (ا-ع-ج-ب) : إِعْجَابًا : আতর্ষাবৃত্তি করা।
 خُرَافَةٌ : (ج) : خُرَافَاتٌ : মিথ্যা প্রতারণা।
 فِي الْحَدِيثِ : حَدَّثَنِي حُذَيْفٌ خُرَافَةً .
 مَادَهُ : (خ-হ-ف) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَلْوَاهِي / أَلْكَذِبُ
 তারা আশ্রয় প্রার্থনা করল
 (ت-ع-و-ذ) : تَعَوَّذُوا : আশ্রয় প্রার্থনা করা।
 أَفَةٌ : (ج) : أَفَاتٌ : আপদ, বালা, মসিবত।
 مَادَهُ : (أ-و-ف) . جُنْسٌ : مُرْكَبٌ (مَهْمُوزٌ قَا- وَجُوفٌ وَآوَى)
 مُرَادٌ : عَاثَةٌ / مُعِيبَةٌ : ضِدٌّ : أَمْنٌ .
 طَعَمًا : আমরা রওয়ানা হলাম।
 (ن-ط-ع) : طَعَمًا : রওয়ানা হওয়া।
 (ل-م-ن-ر) : نَشَرًا : আমরা জ্ঞানিনি।
 (ض-و-ي-أ) : وَرَأَيْتُ : জানা।
 اِعْتَصَاظٌ : প্রতিশোধ নিয়েছে, বদল স্বরূপ গ্রহণ করেছে।
 (ا-ع-ي-ظ) : اِعْتِصَاظًا : এ-ন : বদলাবরূপ গ্রহণ করা। প্রতিশোধ নেওয়া।
 (ن-ع-و-ظ) : عَوَظًا : বদলা দেওয়া, বিনিময় দেওয়া।
 مَادَهُ : (ع-و-ظ) . جُنْسٌ : أَجُوفٌ وَآوَى

التَّدْرِيبَاتُ

১. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً : أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ مَهْمٍ قَالَ ظَعَنْتُ إِلَى دِمْبَاطَ عَامَ هِجَابٍ حَتَّى لَأَحُوا كَأَسْنَانِ الْمَشْطِ فِي الْأَسْتِوَاءِ -

ب. اُكْتُبْ مَرَاتِفَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعَ مَعَانِيهَا ثُمَّ ضَعْ كُلَّ كَلِمَةٍ فِي جُمْلَةٍ : عَامٌ. بَرَاءٌ. الرُّعْطُ. تَبَيَّنَ. تَزَلُّزٌ. اخْتِيارٌ. حُجَّةٌ. نَظْمٌ. رَأْيَةٌ. ضَلَّ. تَنَوَّعٌ.

২. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً : فَعَنْ لَنَا إِعْمَالُ الرِّكَابِ فِي لَبْلَةٍ فَنِيَّةِ الشَّيْبِ غُدَاوِيَّةِ الْإِهَابِ فَاسْرَيْنَا ... لِلتَّعْرِيسِ .

ب. إِجْعَلِ الْجُمُوعَ مُفْرَدَاتٍ : الرُّكْبُ. غَوَائِلُ. مَحَاسِنُ. مُنُومٌ.
ج. عَيِّنْ أَبْوَابَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ ثُمَّ اسْتَعْمِلْنَهَا فِي بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ هَهُنَا : أَسْرَيْنَا. مِلْنَا. مِلْنَا. صَادَقْنَا. تَخَيَّرْنَا. أَعْمَلٌ.

৩. الف. تَرْجِمِ الْعِبَارَةَ فَصِيحَةً :

قَوْلُهُ : أَجَلٌ أَيْسَى مَحَلٌّ رَيْسِي وَلَا أَدْعُ الْبِعَادِي لِلْمَعَادِي :

ب. اُكْتُبْ مُفْرَدَاتِ الْجُمُوعِ وَجُمُوعَ الْمُفْرَدَاتِ فِي الْعِبَارَةِ الْمَذْكُورَةِ (أَيَّ عَشْرَةٍ شِئْتَ)
ج. أَذْكَرُ مَوَادِّ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : مَقَالِي. الْقَفَالِي. عَوَارِفُ. أَلْيَنُ. السَّالِي. أَرْطَى. الْوَقَاءُ. يَضُنُّ. الْغَائِي. الْمَوَانِي.

د. أَذْكَرُ أَبْوَابِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ وَاسْتَعْمِلْنَهَا فِي بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ هَهُنَا : يَضُنُّ. يَنَافَسُ. يُلْفِي. أَدَارِي. أَوَارِي. يُعَيِّبُ. أَرْنَى. أَسِمُ.

ج. ضَعْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَلِمَاتِ فِي جُمْلَتَيْنِ. الْمَوَانِي. أَبَالِي. ثَمِينٌ. زِمَامٌ.

৪. الف. شَكِّلْ وَتَرْجِمْ : فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ إِمْتِلَاءَ كَبْشِهِ ... بَدَأَ يَدَارِي.

ب. أَعْرِبْ قَوْلَهُ : السَّرْعَةُ السَّرْعَةُ بَدَأَ يَدَارِي.

ج. اُكْتُبْ حُلَّ لُغَاتِ : بَدَأَ يَدَارِي.

المقامة الخامسة الكوفية

পঞ্চম মাকামা : কূফার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আল্লামা হারীরী পঞ্চম মাকামায় ফকির বেশে আবু য়ায়েদ সারুজীর ডিস্কা গ্রাণ্ডনার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। কাহিনীটি এ রকম : হারিস ইবনে হাম্মাম এক রাতে তার কতিপয় বন্ধুর সাথে গল্প করছিলেন। এমন সময় এক ফকির এসে ঘরের দরজায় হাঁক দিল এবং তাদের নিকট রাতে অবস্থানের জায়গা ও খাবার প্রার্থনা করল। তারা দরজা খুলে তাকে খাবার দিলেন এবং তার কথাবার্তায় তারা বুঝতে পারলেন যে, লোকটি আবু য়ায়েদ সারুজী। তখন তারা তাকে একটি গল্প বলার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তাদেরকে নিজের একটি অতি বিস্ময়কর কাহিনী শোনান যে, আমি গত রাতে এক ঘরের সামনে হাজির হয়ে একটি কবিতায় ঘরের অধিবাসীদের নিকট রাত কাটাবার জন্য একটি জায়গা ও খাবার প্রার্থনা করি। তখন একটি সুদর্শন কিশোর দরজা খুলে তৎক্ষণাৎ কবিতায় আমার আবেদনের জবাব দিল যে, আমাদের ঘরে খাওয়ার মতো কিছু নেই। আপনাকে আমরা কোথেকে খাবার দেব। আবু য়ায়েদ বলেন, আমি ছেলেটির প্রতিভা ও উপস্থিত জবাব শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। তারপর ছেলেটিকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম। ছেলেটি বলল, আমার নাম য়ায়েদ। আমি ফায়দার অধিবাসী। এখানে বেড়াতে এসেছি। আমি আমার মাতার মুখে শুনেছি, আমার পিতা বিয়ে করার পর আমার মাতা যখন সন্তানসম্ভবা হন তখন আমার পিতা উধাও হয়ে যান। জন্মের পর আমি আর আমার পিতার দেখা পাইনি। জানি না, তিনি জীবিত আছেন, নাকি মৃত্যু বরণ করেছেন।

আবু য়ায়েদ বলেন, আমি ছেলেটির কথা শুনে বুঝে ফেললাম যে, সে ছেলেটি আমার সন্তান। কেননা আমিই এ কাণ্ড ঘটিয়েছিলাম; কিন্তু নিজের আর্থিক দুর্বস্থা ও দৈন্যদশার কারণে তার কাছে নিজের পরিচয় দিতে পারিনি। এ কাহিনী শুনে উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল যে, আপনি আপনার সন্তানটির সাথে কবে সাক্ষাৎ করতে চান? আবু য়ায়েদ বললেন, কিছু অর্থ-কড়ির ব্যবস্থা হলে তবে দেখা করতে পারি। তখন উপস্থিত লোকজন নিজেরদের উদ্যোগে কিছু অর্থকড়ির ব্যবস্থা করে দিল। আবু য়ায়েদ যখন প্রাপ্ত অর্থগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছিল তখন হারিস ইবনে হাম্মামও ছেলেটিকে দেখার জন্য তাঁর সাথে যেতে চাইল। আবু য়ায়েদ তখন হারিসের প্রতি তাকিয়ে অটহাসি দিয়ে বললেন, আসলে এটি সম্পূর্ণ বানানো কাহিনী, যা আমি অর্থ উপার্জনের জন্য প্রবৃত্ত করেছি।

www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ الْخَامِسَةُ الْكُوفِيَّةُ

পঞ্চম মাকামা : কুফার গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : قَالَ : سَمَرْتُ
بِالْكُوفَةِ فِي لَيْلَةٍ أَدْبَمَهَا ذَوْلَوْنَيْنِ ،
وَقَمَرَهَا كَتَعْفُونِيذٍ مِنْ لُجَيْنٍ ، مَعَ رُقَيْهِ غَدُوًّا
يَلْبَانَ الْبَيَانَ ، وَسَحَبُوا عَلَى سَحْبَانَ ذَيْلِ
النِّسْيَانِ ، مَا فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يُحَفِّظُ عَنْهُ ،
وَلَا يُتَحَفِّظُ مِنْهُ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি কুফায়^১ এমন এক রাত্রিতে গল্প করলাম, যার বাকল ছিল দু'রঙা এবং যার চন্দ্র ছিল রূপার তাবিজের মতো— এমন সাখীদের সাথে, যারা বাগিতার দৃষ্ট দ্বারা লালিত হয়েছে এবং সাহবানের^২ উপর বিশ্বস্তির আঁচল টেনে দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকেই ছিল এমন ব্যক্তি, যার বাণী সংরক্ষণ করা হয় এবং যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

শাব্বিক অনুবাদ : الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ الْكُوفِيُّ الْخَامِسَةُ পঞ্চম মাকামা কুফার গল্প হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন سَمَرْتُ আমি গল্প করলাম بِالْكُوفَةِ কুফায় ١ এক রাত্রিতে যার বাকল ছিল ذَوْلَوْنَيْنِ দু'রঙা وَقَمَرَهَا এবং যার চন্দ্র كَتَعْفُونِيذٍ রূপার মতো وَنُجُومٍ مِنْ لُجَيْنٍ এমন সাখীদের সাথে مَعَ رُقَيْهِ غَدُوًّا যারা লালিত হয়েছে يَلْبَانَ الْبَيَانَ বাগিতার দৃষ্ট দ্বারা وَسَحَبُوا এবং তারা টেনে দিয়েছে عَلَى سَحْبَانَ সাহবানের উপর ذَيْلِ النِّسْيَانِ বিশ্বস্তির আঁচল مَا فِيهِمْ إِلَّا مَنْ يُحَفِّظُ عَنْهُ তাদের প্রত্যেকেই ছিল এমন ব্যক্তি, যার বাণী সংরক্ষণ করা হয় وَلَا يُتَحَفِّظُ مِنْهُ এবং যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করল [করেন] : حَكَى (ض) حِكَايَةً :
আমি রাত্রিতে গল্প করলাম : سَمَرْتُ :
রাত জেগে গল্প করা : سَمَرًا سَمَرًا :
বাদামী বর্ণ হওয়া : (س) سَمَرًا : (أَفْعَلًا) سَمَرًا :
فِي الْقُرْآنِ : مُسْتَكْبِرِينَ سَامِرًا تَهْمِزُونَ .
مَادَّة : (س-م-ر) , جَنَس : صَحِيح

الْكُوفَةُ : ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম।^১
لَيْلَةٌ : (ج) لَيْلَاتٌ : রাত্রি, রজনী।
أَدْبَمَ : (ج) أَدَمَ , أَدَمَ , أَدَمَ : পাকা চামড়া, বাকল।
ذَوْلَوْنَيْنِ : রাতের অন্ধকার।
مَادَّة : (م-د-و) , جَنَس : مَهْمُوز
سَرَّافُونَ : جِلْدٌ

১. কুফা : ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। হযরত সাদ ইবনে আদী ওয়াহ্বাস (রা.) সর্বপ্রথম একটি সেনা হাউসনিরূপে কুফা শহরের গোড়াপত্তন করেন। এর পূর্বে কুফা অঞ্চলের নাম ছিল সুবিতান। সেনা হাউসি হিসাবে গড়ে উঠার প্রথম দিকে এ এলাকায় হারী বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা হতো না। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) এ এলাকার গভর্নর হওয়ার পর থেকে এখানে থাকা বাড়ি-ঘরের নির্মাণ শুরু হয়। এক সময় কুফার অনেক বড় বড় মুসলিম মনীষীর অবস্থান ছিল। হযরত কাব্বক আজম (রা.) তাঁর শিলাকতকালে দীর্ঘী শিকার এলাকায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে কুফায় খেঁজ করান। তাঁর বেদমত ও অবসানের কালে তখন কুফা মুসলিম বিশেষ হাদীস চর্চার একটি বিশেষ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। হযরত আলী (রা.) কুফার শিক্ষার উন্নয়ন দেখে বসেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, তিনি এ শহরটিকে ইলম দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিচ্ছেন।

ذُو : (تَقِيَّة) ذَوَان. (ج) ذُرُون :
(ث) لَوْنَيْن (نَصْبًا وَجَرًا) ، وَلَوْنَان (رَفْعًا) :

(ر) لَوْن : (ج) أَلْوَان :
রঙ।
فِي الْقُرْآن : وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ .

مَادَّة : (ل - و - ن) ، جِنْس : أَجَوِفٌ وَأَوَى
مُرَادُف : صَنِيعٌ

ذُو لَوْنَيْن : দু'রঙ।

قَمَر : (ج) أَقْسَارُ :
চাঁদ, চান্দ্র মাসের প্রথম তিন রাত্রি ব্যতীত :
পরবর্তী পুরো মাসের চাঁদকে বলা হয়।

আর মাসের ১ম তিন রাতের চাঁদকে হلال বলা হয়।

فِي الْقُرْآن : وَالْقَمَرَ قَدَرَتْهُ مَنَازِلُ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ
الْقَدِيمِ :

تَعَوُّيْد : (ج) تَعَاوَيْدُ :
তাবিজ, কবজ।

قَالَ الشَّاعِرُ : أَوْ مَا تَرَىٰ قَمَرَ السَّمَاءِ
كَأَنَّهُ تَعَوُّيْدُ فُضَّةٍ .

مَادَّة : (ع - و - ذ) ، جِنْس : أَجَوِفٌ

مُرَادُف : الْقَتِيَّةُ

لُجَيْنٌ :
রূপা, চাঁদি।

مَعَ : সাথে, সঙ্গে, নিকট।

رَفَقَةٌ : (ج) رَفَاقٌ ، رَفَقٌ ، رُفُقٌ ، أَرْفَاقٌ :
সাথীদের দল।

مُرَادُف : زَمِيلٌ

عَدُّوا : তাদেরকে খাবার দেওয়া হয়েছে, তারা লাগিত হয়েছে।

(ن) عَدُّوا : আহার দেওয়া, প্রতিপালন করা।

(إِفْعَال) اِغْتَدَا ، (تَفَعُّل) تَعَدَّدَا :
খাদ্যরূপে গ্রহণ করা।

مَادَّة : (ع - ذ - و) ، جِنْس : نَاقِصٌ وَأَوَى

مُرَادُف : رَزَقُوا

لَبَانٌ : মহিলার দুধ।

لَبَانٌ (ن - ض) مَصْد : দুধপান করা।

فِي الْقُرْآن : وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ .

مَادَّة : (ل - ب - ن) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادُف : حَلِيبٌ

الْبَبَانُ : বর্ণনা, বাগিতা।

تَبَيَّنَ (ض) مَصْد : স্পষ্ট হওয়া, প্রকাশ পাওয়া।

سَعَبُوا (ف) سَعَبًا :
আঁচল টেনে দিয়েছে।

سَحْبَانٌ :
খাতনামা আরব-পতিত ও বাগী।

ذَيْلٌ : (ج) ذُيُولٌ ، أَذْيَالٌ ، أَذْيَلٌ :
আঁচল, বর্ষিত অংশ।

قَالَ إِمْرَأُ الْقَيْسِ : خَرَجْتُ بِهَا تَمَشِي تَحْرُ وَرَاءَنَا .

عَلَىٰ أَثَرِنَا ذَيْلٌ مُرْطٌ مُرَحِّلٌ .

مَادَّة : (ذ - ي - ل) ، جِنْس : أَجَوِفٌ يَائِسٌ

مُرَادُف : طَرَفٌ/هُدْبَةٌ .

النَّيْسَانُ : বিস্মৃতি।

النَّيْسَانُ (س) مَصْد : ভুলে যাওয়া, বিস্মৃত হওয়া।

(الْفَعَال) اِنْسَاء :
ভুলিয়ে দেওয়া।

فِي الْقُرْآن : فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ تَزِدْ لَهُ عَزْمًا .

مَادَّة : (ن - س - ي) ، جِنْس : نَاقِصٌ

مُرَادُف : الْغَطَاءُ ، حُذٌّ ، الصَّوَابُ

مَا فِيهِمْ إِلَّا ... তাদের প্রত্যেকেই ছিল।

مَنْ يُحَفِّظُ : [যার বাগী] সংরক্ষণ করা হয়।

(س) حَفِظًا - عَنَهُ : সংরক্ষণ করা।

(س) حَفِظًا : মুখস্থ করা।

فِي الْقُرْآن : قَالَهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

مَادَّة : (ح - ف - ط) ، جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادُف : يَصِينُ/يَقِي

لَا يَنْتَحِفُظُ : যার থেকে দূরে সরে থাকা হয় না।

(تَفَعُّل) تَحَفُّظًا - مِنْهُ : দূরে থাকা, বেঁচে থাকা।

১. সাহবান ওয়ায়েল আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এক অনন্য কিংবদন্তি ও বাগ্গিতার প্রবাদ পুরুষ। তার বংশ পরিক্রমা এরূপ : সাহবান ইবনে মুকার ইবনে ইয়াস ইবনে আদে শামস আল-ওয়ায়েলী। তিনি হিজরি-পূর্ব ১২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলী যুগেই তিনি অনন্য বাগ্গিতার জন্য খ্যাত হন। রাসূলুত্বাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। হযরত মু'আরিয়া (রা.)-এর শাসনামলে তিনি দানমেশক অবস্থান করেন। হিজরি ৫৪ সালে একশ' আশি বছর বয়সে আরবি সাহিত্য-ইতিহাসের এ অনন্য প্রতিভা ইহদ্যম ত্যাগ করেন।

وَيَسْبِلُ الرَّفِيقُ إِلَيْهِ، وَلَا يَسْبِلُ عَنْهُ،
فَاسْتَهْوَانَا السَّرَّ، إِلَى أَنْ غَرَبَ الْقَمَرُ،
وَوَلَّيْنَا السَّهْرَ، فَلَمَّا رَوَّى اللَّيْلُ الْبَهِيمَ،
وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّهْوِيمُ، سَمِعْنَا مِنَ الْبَابِ
نَبَأَ مُسْتَنْبِحٍ، ثُمَّ تَلَتْهَا صَكَّةُ
مُسْتَفْتِحٍ، فَقُلْنَا: مِنَ الْمِلْمِ، فِي اللَّيْلِ
الْمَذْلُومِ؟ فَقَالَ :

يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنَى وَقَيْتُمْ شَرًّا

وَلَا لَقَيْتُمْ مَا بَقَيْتُمْ ضَرًّا

অনুবাদ : বন্ধুজন যার প্রতি আকৃষ্ট হয়, যার থেকে
বিমুখ হয় না। অতঃপর রাত্রির গল্প-গুজব আমাদেরকে এ
পর্যন্ত বিহ্বল করে রাখল যে, চন্দ্র ডুবে গেল এবং অনিদ্রা
প্রভাবশীল হলো। অতঃপর যখন অন্ধকার রজনী অন্ধকার
বিস্তার করল এবং তন্দ্রা ব্যতীত আর কিছু বাকি রইল না,
তখন আমরা দরজায় কুকুরকে যেউ যেউয়ে উদ্ভুকারী
[এক অজানা আগন্তুক]-এর পদধ্বনি শুনতে পেলাম।
তারপর দরজা-উন্মোচন প্রত্যাশী ব্যক্তির করাঘাত [-এর
শব্দ ভেসে] এলো। তখন আমরা বললাম, এই নিশ্চিন্দ
অন্ধকার রজনীতে আগমনকারী কে? উত্তরে সে বলল :
[কবিতার অনুবাদ-] হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা
অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাক এবং তোমরা যতদিন বেঁচে
থাক, ততদিন যেন ক্ষতির সম্মুখীন না হও।

শাব্দিক অনুবাদ : يَسْبِلُ আকৃষ্ট হয় إِلَيْهِ বন্ধুজন عَنْهُ যার থেকে বিমুখ হয় না فَاسْتَهْوَانَا অতঃপর আমাদেরকে বিহ্বল করে রাখল السَّرَّ রাত্রির গল্প-গুজব إِلَى أَنْ পর্যন্ত যে غَرَبَ الْقَمَرُ চন্দ্র ডুবে গেল وَوَلَّيْنَا السَّهْرَ এবং প্রভাবশীল হল অনিদ্রা فَلَمَّا অতঃপর যখন رَوَّى اللَّيْلُ অন্ধকার বিস্তার করল الْبَهِيمَ রজনী অন্ধকার বিস্তার করল وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا তন্দ্রা ব্যতীত التَّهْوِيمُ তখন আমরা শুনে পেলাম مِنَ الْبَابِ দরজায় পদধ্বনি مُسْتَنْبِحٍ কুকুরকে যেউ যেউয়ে উদ্ভুকারী (এক অজানা আগন্তুক) ثُمَّ তারপর تَلَتْهَا শব্দ ভেসে এলো مُسْتَفْتِحٍ দরজা উন্মোচন প্রত্যাশী ব্যক্তি فَقُلْنَا তখন আমরা বললাম مِنَ الْمِلْمِ আগমনকারী কে? قَالَ উত্তরে সে বলল : هَذَا الْمَذْلُومِ হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ! وَقَيْتُمْ তোমরা বেঁচে থাক وَفَقَالَ অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাক وَلَا لَقَيْتُمْ এবং তোমরা যতদিন যেন সম্মুখীন না হও وَمَا بَقَيْتُمْ যতদিন তোমরা বেঁচে থাক فَاقَالَ কহিত।

শব্দ বিশ্লেষণ

يَسْبِلُ : আকৃষ্ট হয়।

(ض) مَبْلًا، مَلَا - إِلَى : আকৃষ্ট হওয়া।

الرَّفِيقُ : (ج) رَفَاقًا : সাথী। বন্ধু। অনুগ্রহশীল।

فِي الْعَدِيَّةِ : الْمِلْمُ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى -

বিমুখ হয় না, পরাভূত হয় না। لَا يَسْبِلُ عَنْهُ :

(ض) مَبْلًا مَلَا - عَنْهُ : বিমুখ হওয়া।

مَادَّة : (م-য-ল) ، جَس : অজুগোষ্য

مَرَاوُ : يَرْغَبُ (إِلَيْهِ) / يَرْغَبُ (عَنْهُ)

إِسْتَهْوَى : বিহ্বল করে দিল [-রাখল]।

(إِسْتَهْوَالَ) إِسْتَهْوَانَا : হতবুদ্ধি করা, বিহ্বল করে রাখা।

(ض) هَوًيًا : পতিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ .

مَادَّة : (ه-য-য়) ، جَس : লেগিত মফরুন -

مَرَاوُ : أَعْجَبَ / شَفَّلَ

السَّرَّ : (ج) أَسَارًا : রাত গল্প বলা লোক। রাত ,

রাতের গল্প-গুজব।

فِي الْعَدِيَّةِ : نَهَى عَنِ السَّرِّ بَعْدَ الْعِشَاءِ .

إِلَى أَنْ : এই পর্যন্ত যে, ...।

غَرَبَ : ডুবে গেল, অস্তমিত হলো।

(ن) غُرُوبًا : ডুবে যাওয়া, অস্তমিত হওয়া।

দেশ ত্যাগ করা। : غَرَابَةٌ، غَرَابَةٌ -

فِي الْحَدِيثِ : نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرِقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ .

মাদ্ : (গ. র. ব) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : أَفْلَ , جُنْد : صَحِيح

الْقَصْرُ : (ج) أَقْمَارُ : চাঁদ

غَلَبَ : প্রভাবশীল হলো।

(ض) غَلَبًا، غَلَبًا : প্রভাবশীল হওয়া। বিজয়ী হওয়া।

মাদ্ : (গ. ল. ব) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : قَهَرٌ , جُنْد : قَهَرٌ

السَّهْرُ : অনিদ্রা।

السَّهْرُ (س) : সমগ্র রাত জাগ্রত থাকা।

(إفْعَال) إِنْهَارًا : বিনিদ্র রাখা।

قَالَ الشَّاعِرُ : مُغْنِمُ الْجَنَانِ لَمْ يَدْرَ مَا لِي

يُكَادُ سَهْرَانِ اللَّيَالِي الْعَبَاسِ

মাদ্ : (স. ব. র) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : الرُّقُودُ , جُنْد : نَوْمٌ

رَوَّى : অঙ্ককার বিস্তার করল।

(تَفْعِيل) تَرَوَّى - اللَّيْلُ : অঙ্ককার বিস্তার করা।

(ن) رَوَّى : বিস্মৃত করা, আনন্দিত করা।

মাদ্ : (র. ব. ও. ق) , جِنْس : أَجْوَدُ وَآوَى

مُرَادُف : أَظْلَمَ , جُنْد : أَشْرَقَ أَضَاءً .

اللَّيْلُ : (ج) لَيْلٍ (لَيْلٍ) , كَيْلٌ : রাত্রি, রজনী।

الْبَهِيمُ : (ج) بَهِيمٌ , بَهِيمٌ : কালো, গভীর অঙ্ককার।

فِي الْحَدِيثِ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غَرَّ مَعْجَلَةً بَيْنَ

ظَهَرَتِ خَيْلٌ دَمِ بَهِيمٍ .

মাদ্ : (ব. ব. ও. م) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : الْمُدَّاهِمُ / الْكَوَلُ , جُنْد : الْفَشْرُ / الْبَيَاضُ

لَمْ يَبْقَ : বাকি রইল না।

(س) بَقِيَ , (ض) بَقِيَ : অবশিষ্ট থাকা, বাকি থাকা।

(إفْعَال) إِنْقَاءً : বাকি থাকা, অবশিষ্ট রাখা।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذَوَالْعَلَاوِ وَالْإِكْرَامِ .

مَادَّة : (ب. ق. و. ي) , جِنْس : كَافٍ يَأْنِي

مُرَادُف : كَمْ بَقِيَتْ , جُنْد : كَمْ يَبْقَى

التَّهْوِيمُ : সামান্য ঘুম, ভ্রম।

مَادَّة : (و. ও. م) , جِنْس : أَجْوَدُ وَآوَى

مُرَادُف : الْكَثْرَى .

سَمِعْنَا : আমরা শুনলাম।

(س) سَمِعًا، سَمِعًا : শোনা।

الْبَابُ : (ج) أَبْوَابٌ , بَيْنَانٌ : দরজা, তোরণ, ফটক।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ .

মাদ্ : (ব. ব. ও. ب) , جِنْس : أَجْوَدُ وَآوَى

مُرَادُف : مَدْخَلٌ

نَبَأٌ : কীণ শব্দ, কুকুরের যেউ যেউ।

(ن) نَبَأٌ : উচু হওয়া। আন্তে শব্দ করা। সংবাদ দেওয়া।

মাদ্ : (ন. ব. ও. م) , جِنْس : مَهْمُوزٌ لَمْ

مُرَادُف : صَوْتُ / نَبَاحٌ , جُنْد : صَنْتٌ

مُسْتَنْبِجٌ (ف. ا. م) : কুকুরকে যেউ যেউয়ে উদ্ধৃৎকারী।

[অজানা আগতুক]। আরবদের রীতি ছিল, যদি কোনো

মুসাফির রাতের বেলায় রাস্তা হারিয়ে ফেলত তখন কুকুরের

মতো আওয়াজ দিত তার প্রতিউত্তরে আবাদির কুকুর যেউ

যেউ করে উঠে এর দ্বারা মুসাফিররা হারিয়ে ফেলা রাস্তা খুঁজে

পাওয়ার চেষ্টা চালাত।

(إِسْتِغْنَاءُ) إِسْتِغْنَاءًا : কুকুরকে যেউ যেউয়ে উদ্ধৃৎ করা।

(س. ف. ت) تَبَعًا، تَبَعًا : কুকুরের যেউ যেউ করা।

قَالَ الشَّاعِرُ : وَمُسْتَنْبِجٌ فِي جَنَحٍ لَيْلٍ دَعْوَتُهُ

يَسْتَبْقِي فِي رَأْسِ صَدِّ مُقَابِلٍ

মাদ্ : (ন. ব. ও. ج) , جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : مُنْبِجٌ .

تَلَّتْ : পরে হলো, পরে আসল।

(ن) تَلَّتْ : পরে আসা / ... হওয়া।

صَكَّةٌ (ن) مَصْد (الشَّاءُ لِنَسْرَةٍ) : জোরে আঘাত করা,।

থান্ড মারা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ دَفَعَ اللَّيْلُ الَّذِي أَكْهَرَا
إِلَى ذَرَأَتِهِمْ مِعْمًا مُغْبِرًا
أَخَا سِقَايَ طَالًا، وَاسْبَطُرَا
حَتَّى انشَنَى مُخَقَّرِقَا مُضْفِرَا
مِثْلَ هِلَالِ الْآفَتَى جَبِنَا
وَقَدْ عَرَايْنَا، كُنْمُ مُغْتَرَا
وَأَمَّكُمْ دُونَ الْأَنَامِ طُرَا
يَبْقَى قَرَى مِنْكُمْ وَمُسْتَقَرَا
فَدُونَكُمْ ضَمًّا قَتْرَمَا حُرَا
يَرْضَى بِمَا أَجْلَوْلَى وَمَا أَمْرَا
وَيَنْشَنَى عَنْكُمْ يَنْشَأُ الْبَرَا

(أَفْعِلَال) اَغْمِرَارًا : ধূলি-মলিন হওয়া। ধূলিময় হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غِمْرَةٌ
 مَّادَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : مُلَبِّدًا (بِالْفَعْلَارِ)
 অগ্নিবর্ত্ত, মুসাফির
 سَفَار (مُتَعَلِّقَةً) مَد : সফরে রওয়ানা হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : لَبَّاسًا قَوْمٌ سَفَرُ
 مَّادَّة : (স. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : السَّفَرُ مَد : الإِقَامَةُ
 طَال : كَثِيرٌ هَيَّجَةً
 (ن) طَوَّلًا : দীর্ঘ হওয়া।
 اسْبَطُوا (الْأَفْعِلَال) فِي أَمْرِ الْقَوْمِ لِإِسْرَافَاتِ
 বিলম্বিত হয়েছে। বিলম্ব হওয়া। দ্রুত চলা
 لَمَّا هُوَ : اسْبَطُوا : (স. ব. প. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : طَالًا (إِسْرَافَاتِ) مَد : سَرَعَ
 انْتَهَى : সে ফিরেছে, প্রত্যাবর্তন করেছে।
 (أَفْعِلَال) انْتَهَى : انْتَهَى : বিরে প্রাসা। প্রত্যাবর্তন করা।
 مَعْقُوفٌ (ف. م. ذ.) : كُفِّتْ
 (أَفْعِلَال) اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا : কুজো হওয়া।
 مَّادَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غِمْرَةٌ
 হৃদয়বর্ণ, হৃদয়দ্বা
 (أَفْعِلَال) اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا : হৃদয় বর্ণ হওয়া।
 مَدَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا : মতো, অনুরূপ, সম্ভ
 هَلَال : (ج) أَهْلًا (أَهْلًا) : মনুষ্য চান। যাদের প্রথম
 দুই, তিন বা সাত রাতের চাঁদকে বলা হয়।
 فِي الْقُرْآنِ : سَبْعِينَ لَيْلَةً
 مَدَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : قَمَرُ
 أَفَق : (ج) أَفَاق : নিপাত, আকাশের সীমানা।
 جِبِينَ : (ج) أَحْبَابُ : সমস্ত, প্রাণ, প্রিয়
 اَفْتَوَاهُ : (لَا يُفْعِلُ) فِي أَمْرِ الْقَوْمِ لِإِسْرَافَاتِ
 উদ্ভিত হলো।
 (أَفْعِلَال) اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا : উদ্ভিত হওয়া।
 مُرَافِق : طَلَعَ

উদয়ের সময়কাল। : جِبِينَ اَفْتَوَاهُ (أَفْعِلَال) اَغْمِرَارًا :
 (قَدْ) عَرَا : আমনে এসেছে, দান চাইতে এসেছে।
 (ن) عَمَّارًا (لَا يُفْعِلُ) اَغْمِرَارًا : আমনে আসা, আসা।
 مَّادَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا :
 فِي الْقُرْآنِ : اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا :
 مَّادَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا :
 فَتَاهُ : (ج) أَفْنِيَةً : বাড়ির আসিনা, উঠান।
 فِي الْحَدِيثِ : تَقَفُّوا أَفْنِيَةً بَيْنَكُمْ
 مَّادَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : ذُرًا / سَاعَةً
 مَعْتَر : (ف. م. ذ.) : اَغْمِرَارًا :
 (أَفْعِلَال) اَغْمِرَارًا : অবিদান দান চাওয়া, আবেদন ব্যতিরেকে
 দান চাওয়া।
 (ن) عَرَا : দুচ্চিত্তাভ্যস্ত করা।
 اَغْمِرَارًا : তোমানের উদ্দেশ্যে এসেছে, ইচ্ছা করেছে।
 (ن) أَسَا : ইচ্ছা করা। ইচ্ছাম হওয়া।
 اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا : ইচ্ছা করা, তারানুযায়ী করা।
 فِي الْقُرْآنِ : تَقَفُّوا أَفْنِيَةً بَيْنَكُمْ
 مَّادَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : قَمَرُ
 دُونَ : নিচে, উপরে, পেছনে, আমনে, ছাড়া, পূর্বে, খাটো।
 الْأَفْعِلَال : الْأَفْعِلَال : মাধ্যমিক, সূত্র জগৎ।
 طَر : দল, জমায়েত, সমস্ত।
 مَّادَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : اَغْمِرَارًا : اَغْمِرَارًا :
 مَجْنُونٌ : সে চার, বোকে, অবেশন করে।
 (ض) بَقِيًا : চাওয়া। অবেশন করা।
 مُرَافِق : يَطْلُبُ
 قَرَى : আভিধেয়তা।
 قَرَى (ض) مَد : আভিধেয়তা করা।
 مُسْتَقَرًّا (ف. م. ذ.) : থাকার জায়গা।
 (لَا يُفْعِلُ) اَغْمِرَارًا : (ض) قَرَى : স্থির হওয়া, বসবাস।
 কবী, অবস্থান করা।
 فِي الْقُرْآنِ : لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَجْنُونٌ وَمَسَاجِدُ إِلَى جَنَّةِ
 مَّادَّة : (গ. ব. র.) : جنس : صَحِيح
 مُرَافِق : تَلَاوِي

مَرَأَوْ: أَلَسَكُنْ

তোমরা গ্রহণ কর। : (إِسْمٌ فِعْلٌ بِمَعْنَى خُذُوا) :
صَيِّفٌ : (ج) أَصْيَافٌ، صَيِّفٌ، صَيَّافٌ، صَيَّافٌ :
মেহমান, অতিথি।

فِي الْقُرْآنِ : هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ صَيِّفِ إِبْرَاهِيمَ -

مَا هَ : (ض-ي-ف) , جِنْس : أَجَوْفٌ يَمَانِي

مَرَأَوْ : نَزِيلٌ , ضَدٌ : مُصَيِّفٌ

قَنُوعٌ : (صَد, ذ) (ج) قَنَعٌ : নিজ ভাণ্ডো সত্ত্বষ্ট, অল্পে তুষ্ট।

(ف) قَنَعًا : অল্পে তুষ্ট থাকা।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَطْعِمُوا الْفُقَارَةَ وَالْمُعْتَرَّ -

مَرَأَوْ : مُكْتَفِيٌّ , ضَدٌ : غَارِمٌ

حَرٌّ : (ج) أَحْرَارٌ , حَرَّارٌ : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, অভিজাত।

يَرْضَى : সত্ত্বষ্ট থাকে/ থাকবে।

(س) رَضِيَ , رِضْوَانًا , مَرْضَاةً : সত্ত্বষ্ট থাকা।

إِحْلَوْلَى : মিষ্ট হয়েছে, মিষ্ট পেয়েছে।

(ن-س) حَلَاوَةً , (أَفْعِلْ) إِحْلِيلًا : মিষ্টি হওয়া। মিষ্টি

মনে করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا -

مَا هَ : (ح-ل-و) , جِنْس : نَاقِصٌ وَادِي

مَرَأَوْ : حَكَ , ضَدٌ : أَمَرٌ

أَمَرًا : (الْأَلْفٌ فِي أَجْرِ الْفِعْلِ لِلِإِضْبَاعِ) : তিক্ত হয়েছে।

(إِفْعَال) إِمْرَارًا : তিক্ত হওয়া।

مَرَأَوْ : عَلِمَ , ضَدٌ : إِحْلَوْلَى -

مَا إِحْلَوْلَى وَمَا أَمَرٌ : যা মিষ্ট হয় ও যা তিক্ত হয়, মিষ্ট-তিক্ত

যাই হোক।

يَنْفَعِي : সে ফিরে যাবে, [বিদায় নেবে]।

(إِفْعَال) إِنْفَعَاءً : ফিরে যাওয়া।

يَنْفَعُ : প্রচার করে, (পেয়ে)।

(ن-ض) نَفَاً : প্রচার করা।

الْمَرْغُوعُ : মালিশ করা।

(تَفَاعُل) تَنَافً : পরস্পর সংবাদ দেওয়া।

مَا هَ : (ن-ث-ث) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَأَوْ : يُنْفِئُ , يُنْفِئُ

أَجْرًا (الْأَلْفٌ فِي أَجْرِ الْفِعْلِ لِلِإِضْبَاعِ) : দান, কল্যাণ, [এখানে-দানের সুনাম]।

ن-ض) بَرًا - الْوَالِدُ : মাতাপিতার সাথে সদাচরণ করা।

بِي الْقُرْآنِ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا -

مَا هَ : (ب-ر-ر) , جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَأَوْ : الْخَيْرُ / الْإِحْسَانُ

বাক্য বিশ্লেষণ

نَوْلُهُ : أَخَا سِفَارٍ طَالٍ وَاسْطَرٌّ :

نَوْلُهُ : أَخَا : শব্দটি আর সِفَارٍ মাউসফ এবং

مَرْصُوفٌ পৃথক জুমলা হয়ে তার সিফাত। অতঃপর صَفَتْ এবং

مِثْلُهُ : أَخَا : এর সিফাত এবং مِثْلُهُ : এর সিফাত।

نَوْلُهُ : حَتَّى انْتَشَى مُعْتَرِفًا مَصْفَرًا :

نَوْلُهُ : حَتَّى : উভয় শব্দ হয়েছে।

نَوْلُهُ : قَدْ عَرَفْنَاكُمْ مُعْتَرًا :

এই বাক্যে مُعْتَرًا শব্দটি

نَوْلُهُ : أَمَكُمُ دُونَ الْأَنَامِ طَرًا :

دُونَ الْأَنَامِ : মাফউল বিহী

نَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

نَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

নَوْلُهُ : أَمَكُمُ : মাফউল বিহী

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا خَلَبْنَا
بِعُدْوَةٍ نَطَقَ بِهِ ، وَعَلِمْنَا مَا وَرَاءَ بَرْقِهِ ،
إِبْتَدَرْنَا فَتَحَ الْبَابَ ، وَتَلَقَّيْنَاهُ بِالْشَّرْحَابِ ،
وَقُلْنَا لِلْغَلَامِ : هَيَّا هَيَّا ، وَهَلَمْ مَا تَهَيَّا ،
فَقَالَ الضَّيْفُ : وَالَّذِي أَحْلَيْتَنِي ذِرَآئَكُمْ ، لَا
تَلَمَّظْتُ بِقِرَائِكُمْ ، أَوْ تَضَمَّنُوا لِي أَنْ لَا
تَتَّخِذُونِي كَلًّا ، وَلَا تَجَسَّمُوا لِأَجْلِي أَكَلًا .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন সে তার কথার মাধুর্য দ্বারা আমাদেরকে বিমুগ্ধ করল এবং আমরা তার বিন্দুৎ-দ্যুতির পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে অবগত হলাম, তখন আমরা দরজা খোলার জন্য দৌড়িয়ে গেলাম এবং আমরা অভ্যর্থনা সহকারে তাকে গ্রহণ করলাম। আর ডৃত্যকে বললাম, জলদি কর এবং যা কিছু প্রস্তুত আছে, হাজির কর। উত্তরে অতিথি বললেন, সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে তোমাদের গৃহে উপনীত করেছেন, আমি তোমাদের আতিথেয়তার খাবার আশ্বাদন করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার ব্যাপারে এই দায়িত্ব নাও যে, তোমরা আমাকে বোঝারূপে গ্রহণ করবে না এবং আমার কারণে তোমরা আহারে কষ্ট করবে না।

শাবিক অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমরা আমাদেরকে বিমুগ্ধ করল মাধুর্য দ্বারা **بِعُدْوَةٍ** তার কথার **نَطَقَ بِهِ** এবং আমরা সে সম্পর্কে অবগত হলাম **وَرَاءَ** পশ্চাতে যা কিছু রয়েছে **بَرْقِهِ** তার বিন্দুৎ-দ্যুতির **إِبْتَدَرْنَا** তখন আমরা দৌড়িয়ে গেলাম **الْبَابَ** দরজা খোলার জন্য **وَتَلَقَّيْنَاهُ** এবং আমরা তাকে গ্রহণ করলাম **بِالشَّرْحَابِ** অভ্যর্থনা সহকারে এবং বললাম **لِلْغَلَامِ** ডৃত্যকে **هَيَّا هَيَّا** জলদি কর এবং হাজির কর **وَهَلَمْ مَا تَهَيَّا** যা কিছু প্রস্তুত আছে **الضَّيْفُ** উত্তরে অতিথি বললেন **وَالَّذِي أَحْلَيْتَنِي ذِرَآئَكُمْ** সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে উপনীত করেছেন **ذِرَآئَكُمْ** তোমাদের গৃহে **لَا تَلَمَّظْتُ** আমি আশ্বাদন করব না **بِقِرَائِكُمْ** তোমাদের আতিথেয়তার খাবার **أَوْ** যে পর্যন্ত না **تَضَمَّنُوا لِي** আমার ব্যাপারে তোমরা এই দায়িত্ব নাও যে **تَتَّخِذُونِي كَلًّا** তোমরা আমাকে গ্রহণ করবে না **وَلَا تَجَسَّمُوا** এবং তোমরা কষ্ট করবে না **لِأَجْلِي** আমার কারণে **أَكَلًا** আহারে।

শব্দ বিশ্লেষণ

خَلَبَ : সে বিমুগ্ধ করল।
(ن) خَلَبًا ، خَلَبًا ، خَلَبًا : বিমুগ্ধ করা।
مَرَادُف : أَرَادَ ، جَدَّ ، أَعْرَضَ
عُدْوَةٍ : মাধুর্য, মিষ্টতা।
مُتَوَنِّبَةٍ (ك) مَدَّ : মিষ্ট হওয়া, মাধুর্যপূর্ণ হওয়া।
نَطَقَ : কথা, বর্ণনা।
نَطَقَ (ض) مَدَّ : কথা বলা।
عَلِمْنَا : আমরা জানতে পারলাম, অবগত হলাম।
(س) عَلِمًا : জানা। অবগত হওয়া।
وَرَاءَ : পশ্চাতে, সম্মুখে, বিপরীতে, অপরিদিকে।
فِي الْفَرَانِ : قَبْلَ أَنْ يَجْعَلُوا وَرَاءَهُمْ .
سَاءَهُ : (و. ر. ه) جَسَّ : مُرَكَّبٌ (مِكَالُ وَادِي وَمَهْمُزُ لَامٍ)
مَرَادُف : خَلَفَ ، جَدَّ ، أَمَامَ

بَرَقَ : (ج) بَرَقَ : বিন্দুত, তড়িৎ।
بَرْقٍ (ن) مَدَّ : চমকানো, আলোকিত হওয়া।
إِبْتَدَرْنَا : দৌড়িয়ে গেলাম।
(اِفْتِمَال) إِبْتَدَرْنَا : দৌড়ে যাওয়া।
فَتَحَ (ف) مَدَّ : উন্মোচন করা, খোলা।
مَرَادُف : كَفَتْ ، جَدَّ ، اِغْلَاقَ
الْبَابِ : (ج) أَبْرَأَ ، بَيَّأَنَ : দরজা, ফটক, তোরণ।
تَلَقَّيْنَاهُ : আমরা গ্রহণ করলাম। অভ্যর্থনা জানালাম।
تَلَقَّيْنَاهُ : (فَعْل) تَلَقَّيْنَاهُ : গ্রহণ করা। অভ্যর্থনা জানানো।
فِي الْفَرَانِ : أَيْ يَتَلَقَّى السُّتَيْلِيَّانِ .
مَادَهُ : (ل. ن. ي) ، جَسَّ : تَأْنِيسَ بَأْسِي
مَرَادُف : اِسْتَقْبَلْنَا .
الشَّرْحَابِ (تَفْعِيل) مَدَّ : বেশোআমদেদ জ্ঞাপন করা,
অভ্যর্থনা জানানো।

(مِنْ رَحْمَةٍ) : (ক) রহমত। প্রশস্ত হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : ضَائِقٌ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ.
 مَادَّة : (অ. চ. ব.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ مُرَادٌ : التَّلَقُّي
 الْغِلَامُ : (ج) غُلَامٌ غُلَمَةٌ أَغْلَمَةٌ : ভূতা। কিশোর।
 فِي الْقُرْآنِ : أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ.
 مَادَّة : (ع. ل. م.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : عَبْدٌ خَادِمٌ : وَدَّ : مَوْلَى
 هَيْبًا هَيْبًا (اسم فعل يَهْبِي أَوْ أُهْبِرُ) : জলদি কর।
 هَلَمْ (اسم فعل يَهْبِي أَوْ أُهْبِرُ) : আস, হাজির কর।
 فِي الْقُرْآنِ : هَلَمْ تُهَيِّئْ لَكُمْ
 مَا تَهَيَّأ : যা প্রস্তুত আছে।

(تَفَعَّلَ تَهَيَّأ) : প্রস্তুত থাকা।
 (تَفَعَّلَ تَهَيَّأ) : প্রস্তুত করা।
 مَادَّة : (أ. ي. م.) : جَنْسٌ مُرَكَّبٌ (أَجُوفٌ يَأْتِي وَهْمُوزَ لَامٍ)
 مُرَادٌ : تَائِبٌ / حَصَلُ
 الصَّيْفِ : (ج) صُوفٌ أَصْيَافٌ صِفَانٌ أَصْيَافٌ :
 মেহমান, অতিথি।

وَالَّذِي (الْوَاوُ يَلْقَبُ) : সেই সত্তার শপথ।
 أَهْلٌ : উপনীত করেছে (করেছেন)।
 (أَهْلًا) : উপনীত করা। হালাল করা।

وَالَّذِي (الْوَاوُ يَلْقَبُ) : আরও (এখানে গুরুত্ব)।
 لَا تَلْمِظُ : আবাদন করব না।
 (تَلْمِظًا) : আবাদন করা।
 - يَعْجَبُ : আশ্চর্য্য করা।
 (ن) لَمَّا : চোঁট কটে বাওয়া।
 فَرَى : প্রতিবেশিত।
 فَرَى (ض) مَدَّ : প্রতিবেশিত করা।
 أَوْ يَمِيزُ إِلَى أَنْ أَوْ لَا أَنْ : অথবা না।
 تَضَمَّنُوا : দাবি-বাও যে।
 الشَّرُّ : দায়িত্বশীল হওয়া।
 (س) ضَمًّا : দায়িত্বশীল হওয়া।
 تَضَمَّنُوا : দায়িত্বশীল বানাও।
 مَادَّة : (ض. م. ن.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ مُرَادٌ : تَضَمَّنُوا
 أَنْ لَا تَضَمَّنُوا : তোমরা গ্রহণ করবে না।

إِتْعَادًا : গ্রহণ করা, ধারণ করা।
 كُلُّ الْبَلَدِ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَلَمْ يَجْعَلْ عَلَى كَلِمَةٍ :
 (ض) كَلَّمَ : কল্ল।
 (تَعَانَ) : كَلَّمَ : কল্ল করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَكَفَّرَ كُلُّ عِلْمٍ مُرَادٌ :
 مَادَّة : (أ. ل. ল.) : جَنْسٌ مُضَاعَفٌ
 مُرَادٌ : وَقَدْ كَلَّمَ :
 لَا تَجْعَلُوا : তোমরা কষ্ট করবে না।
 (تَفَعَّلَ تَجَعَّلًا) : কষ্ট করা।
 (س) جَعَلَ مُضَاعَفَةً : কষ্ট করে কল্ল করা। কষ্ট ভোগ করা।

مَادَّة : (أ. ج. ش. م.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : لَا تَجْعَلُوا :
 أَجَلٌ : কারণ।
 أَجَلٌ :
 (أَجَلٌ) : (أ. ج. ش. م.) : جَنْسٌ صَحِيحٌ
 أَجَلٌ : সময়কাল, সময়।
 أَكَلٌ : আহার।
 أَكَلُ (أ. م. د.) : আহার করা, খাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هَلَمْ مَا تَهَيَّأ :
 هَلَمْ : আর (যদি) ফেল।
 مَا : (যদি) ফেল।
 تَهَيَّأ : (যদি) ফেল।
 قَوْلُهُ : أَوْ تَضَمَّنُوا لِي أَنْ لَا تَضَمَّنُوا كَلَّا :
 أَوْ : অথবা।
 تَضَمَّنُوا : দাবি-বাও।
 لِي : আমার।
 أَنْ : যে।
 لَا : না।
 تَضَمَّنُوا : দাবি-বাও।
 كَلَّا : কল্ল।

বালাগাত

قَوْلُهُ : عَلَيْنَا بِمَا وَرَا يَرْحَمُ :
 عَلَيْنَا : আমাদের।
 بِمَا : (যদি) ফেল।
 وَرَا : (যদি) ফেল।
 يَرْحَمُ : (যদি) ফেল।
 قَوْلُهُ : هَيْبًا هَيْبًا :
 هَيْبًا : জলদি।
 هَيْبًا : জলদি।

قَرَّبَ أَكْلَهُ حَاضَتِ الْأَكْلُ، وَحَرَمَتْهُ مَأْكُلٌ،
وَشَرَّ الْأَضْيَافِ مَنْ سَامَ التَّكْلِيفِ، وَأَذَى
الْمُضْيِفِ، خُصْرًا أَذَى يَغْتَلِقُ بِالْأَجْسَامِ
، وَيَفْضِي إِلَى الْأَسْقَامِ، وَمَا قِيلَ فِي
الْمِثْلِ الَّذِي سَارَ سَائِرُهُ: "خَيْرُ الْعِشَاءِ
سَوَائِرُهُ"، إِلَّا لِيَعْمَلِ التَّعَشُّي، وَيَجْتَنِبَ
أَكْلَ اللَّيْلِ الَّذِي يَعْشَى، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَعِدَّ
نَارَ الْجَوْعِ، وَتَحُولَ دُونَ الْجَوْعِ.

অনুবাদ : কেননা অনেক আহাব্য গ্রাস আহারকারীর অঙ্গীর্ণ
সৃষ্টি করে এবং তাকে নানা প্রকার খাবার থেকে বঞ্চিত
করে। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট অতিথি হচ্ছে সে ব্যক্তি, যে
কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে এবং মেজবানকে বিশেষ করে
এমন কষ্ট দেয়, যা দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাকে
রোগ-ব্যাধি পর্যন্ত পৌছে দেয়। "সবচেয়ে উত্তম সন্ধ্যার
খাবার হচ্ছে রাত্রির শুরু অংশের আহার" সর্বত্র প্রচলিত
এই প্রবাদে রাত্রির খাবার গ্রহণে জলদি করা এবং
রাতকানা রোগ সৃষ্টিকারক রাত্রির আহার থেকে বেঁচে
থাকার জন্যই বলা হয়েছে। হা, ক্ষুধার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে
এবং নিদ্রার অন্তরায় হলে, তবে তা ভিন্ন কথা।

শাখিক অনুবাদ : قَرَّبَ কেননা অনেক আহাব্য গ্রাস আহারকারীর অঙ্গীর্ণ সৃষ্টি করে এবং বঞ্চিত
করে মَأْكُلٌ নানা প্রকার খাবার وَشَرَّ الْأَضْيَافِ অতিথি مَنْ سَامَ التَّكْلِيفِ যে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে
وَأَذَى এবং কষ্ট দেয় الْمُضْيِفِ মেজবান خُصْرًا বিশেষ করে أَذَى কষ্ট يَغْتَلِقُ সম্পর্ক রাখে بِالْأَجْسَامِ দেহের সাথে
وَيَفْضِي এবং তাকে পৌছে দেয় إِلَى الْأَسْقَامِ রোগ-ব্যাধি পর্যন্ত وَمَا قِيلَ فِي الْمِثْلِ الَّذِي সার
الَّذِي সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার
إِلَّا لِيَعْمَلِ তবুও রাত্রির খাবার গ্রহণে জলদি করা এবং وَتَحُولَ دُونَ الْجَوْعِ ক্ষুধার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে
এবং নিদ্রার অন্তরায় হলে, তবে তা ভিন্ন কথা।

শাখিক অনুবাদ : قَرَّبَ কেননা অনেক আহাব্য গ্রাস আহারকারীর অঙ্গীর্ণ সৃষ্টি করে এবং বঞ্চিত
করে মَأْكُلٌ নানা প্রকার খাবার وَشَرَّ الْأَضْيَافِ অতিথি مَنْ سَامَ التَّكْلِيفِ যে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করে
وَأَذَى এবং কষ্ট দেয় الْمُضْيِفِ মেজবান خُصْرًا বিশেষ করে أَذَى কষ্ট يَغْتَلِقُ সম্পর্ক রাখে بِالْأَجْسَامِ দেহের সাথে
وَيَفْضِي এবং তাকে পৌছে দেয় إِلَى الْأَسْقَامِ রোগ-ব্যাধি পর্যন্ত وَمَا قِيلَ فِي الْمِثْلِ الَّذِي সার
الَّذِي সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার সার
إِلَّا لِيَعْمَلِ তবুও রাত্রির খাবার গ্রহণে জলদি করা এবং وَتَحُولَ دُونَ الْجَوْعِ ক্ষুধার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলে
এবং নিদ্রার অন্তরায় হলে, তবে তা ভিন্ন কথা।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَكْلَهُ : এক গ্রাস, আহাব্য গ্রাস, লিকত।
حَاضَتِ : হাওয়া হওয়া, শিথিল হওয়া।
وَشَرَّ الْأَضْيَافِ : শরৎ, অতিথি।
مَنْ سَامَ : যে, যে।
التَّكْلِيفِ : কষ্ট, শ্রম।
وَأَذَى : ক্ষতি, হানি।
الْمُضْيِفِ : মেজবান, হোস্ট।
خُصْرًا : বিশেষ করে।
أَذَى : কষ্ট, শ্রম।
يَغْتَلِقُ : সম্পর্ক রাখে।
بِالْأَجْسَامِ : দেহের সাথে।
وَيَفْضِي : এবং তাকে পৌছে দেয়।
إِلَى الْأَسْقَامِ : রোগ-ব্যাধি পর্যন্ত।
وَمَا قِيلَ فِي الْمِثْلِ : এবং কী বলা হয়েছে মীথের।
الَّذِي : যে।
سَارَ : সার, সার।
سَائِرُهُ : বাকী, অন্য।
إِلَّا : শুধু।
لِيَعْمَلِ : যাতে।
التَّعَشُّي : রাত্রির খাবার গ্রহণ।
وَيَجْتَنِبَ : এবং এড়ায়।
أَكْلَ اللَّيْلِ : রাত্রির খাবার।
الَّذِي : যে।
يَعْشَى : রাত্রি।
اللَّهُمَّ : হে আল্লাহ।
إِلَّا أَنْ : শুধু।
تَعِدَّ : প্রজ্জ্বলিত হলে।
نَارَ الْجَوْعِ : ক্ষুধার অগ্নি।
وَتَحُولَ : এবং।
دُونَ : নিদ্রার।
الْجَوْعِ : অন্তরায় হলে।

অনুবাদ : (অ) : এক গ্রাস, আহাব্য গ্রাস, লিকত।
(অ) : হাওয়া হওয়া, শিথিল হওয়া।
(অ) : শরৎ, অতিথি।
(অ) : যে, যে।
(অ) : কষ্ট, শ্রম।
(অ) : ক্ষতি, হানি।
(অ) : মেজবান, হোস্ট।
(অ) : বিশেষ করে।
(অ) : কষ্ট, শ্রম।
(অ) : সম্পর্ক রাখে।
(অ) : দেহের সাথে।
(অ) : এবং তাকে পৌছে দেয়।
(অ) : রোগ-ব্যাধি পর্যন্ত।
(অ) : এবং কী বলা হয়েছে মীথের।
(অ) : যে।
(অ) : সার, সার।
(অ) : বাকী, অন্য।
(অ) : শুধু।
(অ) : যাতে।
(অ) : রাত্রির খাবার গ্রহণ।
(অ) : এবং এড়ায়।
(অ) : রাত্রির খাবার।
(অ) : যে।
(অ) : রাত্রি।
(অ) : হে আল্লাহ।
(অ) : শুধু।
(অ) : প্রজ্জ্বলিত হলে।
(অ) : ক্ষুধার অগ্নি।
(অ) : এবং।
(অ) : নিদ্রার।
(অ) : অন্তরায় হলে।

فِي الْقُرْآنِ : يَسْمُرُونَكُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ -
মাদে : (স. ও. ম.) , جِنْس : أَجَوِبَ وَأَوَى

مُرَادٍ : أَدَى

التَّكْلِيفُ : কষ্ট

কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে দেওয়া : التَّكْلِيفُ (تَفْعِيل) مصد :
কষ্ট দেওয়া ।

تَفَعَّلَ تَكْلَفًا : কষ্ট করা

فِي الْقُرْآنِ : لَا يَكْلِفُ اللَّهُ تَنَاءً إِلَّا وَسْعَهَا -

مُرَادٍ : الْإِيذَاءُ , جِنْد : أَرَاغ

أَذَى : কষ্ট দিয়েছে [দেয়]

(س) أَذَى : কষ্ট পাওয়া

(إِنْعَال) إِذَاءً : কষ্ট দেওয়া

فِي الْقُرْآنِ : وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

মাদে : (অ. ড. য.) , جِنْس : مَرَكَبَ (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَنَاقِصٌ يَائِي)

مُرَادٍ : كَلَفٌ , جِنْد : أَرَاغ

الْمُضْطِيفُ (ف. ম. ড.) : মেজবান, আতিথেয়তাকারী

(إِنْعَال) إِصَافَةً فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ : মেহমানকে স্থান দেওয়া

فِي شَيْءٍ مَخْصُوصًا بِمَعْنَى خَاصًّا فِي مَوْضِعٍ أَلْحَالٍ : বিশেষ করে

أَذَى : কষ্ট, যাতনা

أَذَى (س) مصد : কষ্ট পাওয়া

يَغْتَلِيقُ : সম্পর্ক রাখে

(إِنْعَال) اِعْتِلَاقًا : সম্পৃক্ত হওয়া, সম্পর্ক রাখা

- تَلَاوَيْهِ : ভালোবাসা

(تَفَعَّلَ) تَعَلَّقًا - التَّيُّ : ঝুলানো

مُرَادٍ : يَرْتَبِطُ

(ج) أَجْسَامٌ , أَجْسَمٌ , جِسْمٌ (و) جِسْمٌ : দেহ, শরীর, ঘন বস্তু

فِي الْقُرْآنِ : تَعْبِكَ أَجْسَامُهُمْ -

মাদে : (জ. স. ম.) , جِنْس : صَحِيحٌ , مُرَادٍ : أَبْدَانٌ

يَقْضِي : পৌছে দেয়

(إِنْعَال) إِنْصَاءً : পৌছিয়ে দেওয়া, পৌছানো

(ن) قَضَاءً , قَضَاءً - التَّكْلَانِ : প্রশস্ত হওয়া, খালি হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : وَقَدْ أَقْضَى بِعَظْمِكَ إِلَى بَعْضٍ -

مَادَةٌ : (ফ. স. য.) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي

مُرَادٍ : يَوْصِلُ

(ج) الْأَسْقَامُ (و) سَقَمٌ , سَقَمٌ : রোগ-ব্যাদি

فِي الْقُرْآنِ : إِنِّي سَيِّئٌ -

মাদে : (স. ও. ম.) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادٍ : الْأَمْرَاضُ , جِنْد : الْبَصِيحَةُ

الْمَثَلُ : (জ) أَمَثَالٌ : প্রবাদ, প্রবচন, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ

فِي الْقُرْآنِ : فَلَا تَضْرِبُوا إِلَهُ الْأَمْثَالِ -

মাদে : (ম. স. ল.) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادٍ : ضَرْبٌ مِثْلَ

سَارٌ : প্রসিদ্ধ ও প্রসারিত হয়েছে

(ض) سَبِيرًا , مَسِيرًا - الْكَلَامُ أَوْ الْمَثَلُ :

প্রসিদ্ধ ও প্রসারিত হওয়া

مُرَادٍ : شَاعَ

الْمَثَلُ السَّائِرُ : প্রচলিত প্রবাদ

سَائِرٌ (ف. ম. ড.) : প্রসিদ্ধ, প্রচলিত

مُرَادٍ : السَّائِعُ

الْمَثَلُ الَّذِي سَارَ سَائِرُهُ : সর্বত্র প্রচলিত প্রবাদ

خَيْرٌ : (জ) خَيْرٌ : কল্যাণ

خَيْرٌ : (জ) خَيْرٌ , خَيْرٌ : অপেক্ষাকৃত বেশি উৎকৃষ্ট

الْعُضَاءُ : (জ) أَعْمِيَّةٌ : সন্ধ্যার খাবার

(ج) سَوَافِرٌ (و) سَائِرَةٌ : রাত্রির শুরু অংশের আহার

مُسَافِرٍ دَل : মুখ খোলা মহিলা : খোলামেলা

মাদে : (স. ও. র.) , جِنْس : صَحِيحٌ

مُرَادٍ : يَوْمًا

لِيُجْعَلَ : জলদি করার জন্য

(تَفَعَّلَ) تَجْعِلًا : জলদি করা

مُرَادٍ : لِيُسَوِّجَ , جِنْد : لِيُؤَخَّرَ

الْمُتَعَمِّلُ (تَفَعَّلَ) مصد : রাতের খাবার খাওয়া

(ن) سَعَا - عَسَا : বিমুখ হওয়া

- الرَّجُلُ : রাতকানা হওয়া, ক্ষীণদৃষ্টি হওয়া

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ -

مُرَادِفٌ : سَغَبٌ / طَىُّ ، حِذٌّ : شَبَعٌ

مَرَادِفُ : النَّوْمُ ، ضِدُّ : الْبَيْظَةُ

এর মাঝে **جَنَاسٌ مَرْدُوفٌ** হয়েছে। **حَاءٌ** এবং **مُجَافٌ**

قَالَ : فَكَأَنَّهُ أَطْلَعَ عَلَى إِرَادَتِنَا ، فَرَمَى
عَنْ قَوْسٍ عَقِيدَتِنَا ، لَا جَرَمَ أَنَّا أَنْسَنَاهُ
بِالْعِزَامِ الشَّرْطُ ، وَأَثْنَيْنَا عَلَى خَلْقِهِ
السَّبْطِ ، وَلَمَّا أَحْضَرَ الْغَلَامَ مَا رَاجَ ،
وَأَذْكَى بَيْنَنَا السَّرَاجَ ، تَأَمَّلْتَهُ فَإِذَا هُوَ أَبُو
زَيْدٍ ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي : لِيَهْنِكُمُ الضَّيْفُ
الْوَارِدُ ، بَلِ الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ ! فَإِنْ يَكُنْ أَفَلَّ
قَمَرُ الشَّعْرِى فَقَدْ طَلَعَ قَمَرُ الشَّعْرِ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, যেন হিন আমাদের মনোভাব সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলেন, ফলে তিনি আমাদের বিশ্বাসের ধনুক থেকে তীর নিক্ষেপ করলেন। তাই আমরা তার শর্ত মেনে নিয়ে তাকে প্রীতিমুগ্ধ করলাম এবং তার সরল স্বভাবের প্রশংসা করলাম। অতঃপর যখন ভৃত্য যা প্রস্তুত ছিল, তা উপস্থিত করল এবং আমাদের সামনে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করল, তখন আমি তাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম। হঠাৎ দেখি, তিনি আবু যায়দ। তখন আমি আমার সাথীদের বললাম, আগত অতিথি তথা অনায়াসলব্ধ সম্পদ তোমাদের জন্য মুবারক হোক। কেননা যদি লুক্কর তারকার চন্দ্র অন্তগত হয়, তবে [হোক, কেননা] কাব্যের চন্দ্র উদিত হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَكَأَنَّهُ তিনি যেন أَطْلَعَ অবগত হয়ে গেলেন আমাদের মনোভাব সম্পর্কে فَرَمَى ফলে তিনি নিক্ষেপ করলেন عَنْ قَوْسٍ ধনুক থেকে عَقِيدَتِنَا আমাদের বিশ্বাস لَا جَرَمَ তাই/নিশ্চয়ই أَنْسَنَاهُ আমরা তাকে প্রীতিমুগ্ধ করলাম بِالْعِزَامِ الشَّرْطُ শর্ত মেনে নিয়ে وَأَثْنَيْنَا এবং প্রশংসা করলাম عَلَى خَلْقِهِ তার স্বভাবের السَّبْطِ সরল الْغَلَامَ তখন অতঃপর যখন ভৃত্য তা উপস্থিত করল مَا رَاجَ যা প্রস্তুত ছিল وَأَذْكَى এবং প্রজ্জ্বলিত করল بَيْنَنَا আমাদের মাঝে السَّرَاجَ প্রদীপ تَأَمَّلْتَهُ তখন আমি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম فَإِذَا হঠাৎ দেখি তিনি أَبُو زَيْدٍ আবু যায়দ فَقُلْتُ তখন আমি বললাম لِصَاحِبِي আমার সাথীদের لِيَهْنِكُمُ তোমাদের জন্য মুবারক হোক الضَّيْفُ الْوَارِدُ আগত অতিথি بِلِ الْمَغْنَمُ অনায়াসলব্ধ সম্পদ أَفَلَّ যদি অন্তগত হয় قَمَرُ চন্দ্র الشَّعْرِى লুক্কর তারকা فَقَدْ طَلَعَ তবে উদিত হয়েছে قَمَرُ চন্দ্র কাব্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

كَأَنَّهُ : যেন সে, যেন তিনি।

أَطْلَعَ : অবগত হয়ে গেল [গেলেন]।

(اِتِّفَعَالُ) اِطْلَاعًا - عَلَى الشَّيْءِ : অবগত হওয়া।

(ن) طَلوعًا : উদিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : اِطْلَعَ الْغَيْبُ .

مَادَّةُ : (ط. ل. ع.) , جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : عَشْرٌ

إِرَادَةٌ : ইচ্ছা, মনোভাব।

إِرَادَةٌ (اِتِّفَعَالُ) مَصْدَرٌ : ইচ্ছা করা।

فِي الْقُرْآنِ : قَمَرًا لَمَّا يُرِيدُ .

مَادَّةُ : (و. د.) , جُنْسٌ : أَجْرَفٌ وَأَوْقَى

مَرَادُفٌ : قَصْدٌ / مَتَبِّعٌ

رَمَى : [তীর] নিক্ষেপ করল (করলেন)।

(ض) رَمَى , وَمَايَةٌ : নিক্ষেপ করা।

فِي الْقُرْآنِ : فَرَمَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ .

مَرَادُفٌ : لَقَطَ .

قَوْسٌ : (ج) قَيْسٌ , أَقْوَسٌ , أَقْوَسٌ , قَيْسٌ : ধনুক।

فِي الْقُرْآنِ : فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

مَادَّةُ : (ن. و. س.) , جُنْسٌ : أَجْرَفٌ وَأَوْقَى

مَرَادُفٌ : مَرَمَى

عَقِيدَةٌ : (ج) عَقَائِدٌ : বিশ্বাস। মনের বদ্ধমূল ধারণা।

প্রতীতি, প্রত্যয়।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَئِنْ يَأْخُذْكُمْ بِمَا عَدَدْتُمُ الْإِيمَانَ .
 مَادَّةُ : (ع. ق. د) . جَنْش : صَحِيح
 مُرَادُف : مُعْتَقِدَات .
 لَا جَرَمَ : لَا جَرَمَ : لَا جَرَمَ : لَا جَرَمَ :
 فِي الْقُرْآنِ : لَا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارَ .
 مُرَادُف : لَا مَحَالَةَ لَا يَدُ
 جَرَمَ . جَرَمَ . (ج) جَرَمَ . أَجْرَامَ :
 পাপ, অপরাধ :
 أُنْسِنَا :
 আমরা শ্রীতিমুগ্ধ করলাম :
 (إِفْعَال) إِنْسَانًا :
 শ্রীতিমুগ্ধ করা :
 (الْتِرَام) (الْتِعَال) مَد :
 নিজেদের উপর অবধারিত করে নেওয়া, মেনে নেওয়া :
 (إِفْعَال) الزَّائِل :
 বাধ্যতামূলক করা :
 (س) لَزُمًا :
 অবধারিত হওয়া :
 مَادَّةُ : (ل. ز. م) . جَنْش : صَحِيح
 مُرَادُف : إِبْجَاب/إِغْتِرَابُ
 الشَّرْطُ (ج) شُرُوط :
 শর্ত, কড়ার :
 شُرْط : (ج) أَشْرَاط :
 নীচ, তুচ্ছ :
 (ن. ض) شُرْطًا :
 শর্তারোপ করা :
 (إِفْعَال) إِشْرَاطًا :
 শর্ত অপরিহার্য করা :
 فِي الْحَدِيثِ : مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
 فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ .
 مَادَّةُ : (ش. ر. ط) . جَنْش : صَحِيح
 أَتْنَيْنَا :
 আমরা প্রশংসা করলাম :
 (إِفْعَال) إِنْنًا :
 প্রশংসা করা :
 مُرَادُف : حَمْد . حَمْد :
 خَلَقَ : (ج) أَخْلَقَ :
 চরিত্র, স্বভাব :
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ .
 مَادَّةُ : (خ. ل. ق) . جَنْش : صَحِيح
 مُرَادُف : سَيِّئَةٌ عَادَةٌ
 السَّبِيْطُ : (ج) سَبَاطُ :
 সরল, সোজা :

فِي الْحَدِيثِ : لَيْسَ بِالسَّبِيْطِ وَلَا بِالْجَمِيْدِ الْقَطِيْطُ .
 مَادَّةُ : (س. ب. ط) . جَنْش : صَحِيح
 مُرَادُف : السَّهْلُ
 أَحْضَرَ :
 উপস্থিত করল :
 (إِفْعَال) أَحْضَرًا :
 উপস্থিত করল :
 الْفَلَامُ (ج) غُلْمٌ . غُلْمَةٌ :
 কিশোর : ভৃত্য : ক্রীতদাস :
 رَاجَ :
 প্রস্তুত হলো, [এখানে প্রস্তুত ছিল] :
 (ن) رَوَّجًا . رَوَّاجًا :
 দ্রুত হওয়া :
 - السَّلْعَةُ :
 [পণ্য] চালু হওয়া :
 - الطَّعَامُ :
 প্রস্তুত হওয়া :
 - تَغْيِيلُ تَرْوِيحًا . السَّلْعَةُ :
 [পণ্য] চালু করা :
 مَادَّةُ : (و. ر. ج) . جَنْش : أَجَوَفٌ وَارِي
 مُرَادُف : تَهَيَّأ .
 أَذْكَى :
 প্রজ্বলিত করল :
 (إِفْعَال) أَذْكًا :
 প্রজ্বলিত করা :
 مُرَادُف : أَوْقَدَ . بَدَأَ :
 أَطَفَأَ :
 স্রাজ আলী :
 السَّرَاجُ (ج) سُرَج :
 প্রদীপ :
 تَأَمَّلْتُ :
 ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করলাম :
 (تَفَعَّل) تَأَمَّلًا :
 ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা :
 مُرَادُف : تَفَرَّتْ (فِيهِ)
 (ج) صَحَبَ . أَصْحَابَ . صَحْبَةً . صَحَابَ صُغْبَانٍ .
 صَحَابَةٍ (ر) صَاحِبٍ :
 সাথী, সহচর :
 لَمْ يَهْنَى - كَمْ :
 তোমাদের জন্য মুবারক হোক :
 (ض. ف. ك) هَنًا . هَنًا :
 আনন্দদায়ক হওয়া : মুবারক হওয়া :
 - الطَّعَامُ :
 ভুক্তিকর হওয়া :
 (تَفَعَّل) تَهْنَيْتَ :
 অভিনন্দন জানানো :
 فِي الْقُرْآنِ : فَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
 مَادَّةُ : (ه. ن. م) . جَنْش : مَهْمَزٌ لَا
 مُرَادُف : لَيْسَ كُمْ .

الْصَّيْفُ (জ) صَبَوْتُ، أَصْبَيْتُ، ضَيْفَانُ، ضَيْفَاتُ.

অভিথি, মেহমান।

الْوَارِدُ (ফা) (মড) : অবতীর্ণ।

(মড) وَرُودًا : অবতীর্ণ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ.

مُرَادُ : التَّأْوِيلُ.

بَلْ (حَرْفُ التَّعْطِفِ) : বরং, এমন কি, তথা।

الْمَغْنَمُ : (জ) مَغَانِمُ : অনায়াসলব্ধ সম্পদ, গনিমত।

فِي الْقُرْآنِ : سَيَقُولُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغْنَمٍ.

مَادَّةُ : (গ. ন. ম.) : جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُ : الْقِنْيُ.

الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ : অনায়াসলব্ধ সম্পদ।

الْبَارِدُ (ফা) (মড) : শীতল, ঠাণ্ডা।

(ক) يَرْدًا : শীতল হওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا.

مَادَّةُ : (প. র. দ.) : جِنْسُ : صَحِيح

مُرَادُ : الْفَاتِرُ، ضِدُّ : طَلَع

أَقْلُ : [হয়] অন্তগত হলো।

(ম. ন. স) أَقْلًا : অদৃশ্য হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْنَا أَفَلَا قَالَ إِنِّي لَأَ أَحِبُّ الْأَيُّلِينَ.

مَادَّةُ : (অ. ফ. ল.) : جِنْسُ : مَهْمُوزٌ قَاءٌ.

مُرَادُ : غَرْبُ، ضِدُّ : طَلَع

قَمَرٌ : (জ) أَقْمَارٌ : চাঁদ, মাসের প্রথম তিন রাতের পরবর্তী।

২৭ দিনের চাঁদ।

السَّعْرَى : লুক্কর তারকা।

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنَّهُ هُوَ رَبُّ السَّعْرَى.

مَادَّةُ : (শ. এ. র.) : جِنْسُ : صَحِيح

قَدْ طَلَعَ : উদিত হয়েছে।

(অ) طُلُوعًا، مُطْلَبًا : উদিত হওয়া।

بَنَ : بَزَعٌ، ضِدُّ : غَرَبَ/أَفْلَ.

الشَّعْرُ : (জ) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَا جَرَمَ أَنَا أَتَيْنَا :

لَا جَرَمَ শব্দটি ইমাম খলীল ও সীবাওয়াইহির মতে, -এর অর্থে ব্যবহৃত। لَا দ্বারা পূর্বের বক্তব্য খণ্ডন করা উদ্দেশ্য, যেমন لَا أَتَيْنَا -এর বিশ্লেষণ নিয়ে নাহবিদগণের মধ্যে আরও অনেক মতভেদ রয়েছে। এখানে আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে কেবল একটি অভিমত উল্লেখ করা হলো।

ضَمِيرُ ফেয়েলে মাযী أَنْ হরফে মুশাক্বাহ বিল ফেয়েলে জরম : ضَمِيرُ হলো তার ঈশ্ম আর أَتَيْنَا জুমলাটি তার খবর : جَرَمُ -এর ফায়েল : جَرَمَ جُمْلَةً إِسْمِيَّةً خَبَرٌ بِإِشْمٍ قَوْلُهُ : لِيَهْنِكُمْ الصَّيْفُ الْوَارِدُ بَلِ الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ :

مَنْطُوقٌ عَلَيْهِ মিলে মাউসুফ সিফাত ও মাউসুফ মিলে الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ আর مَنْطُوقٌ মিলে সিফাত ও মাউসুফ মিলে الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ অতঃপর লিহ্না ফেয়েলের ফায়েল। আর كُمْ তার লিহ্না ফেয়েলের ফায়েল : قَوْلُهُ : فَإِنْ يَكُنْ طَلَعَ قَمَرُ الشَّعْرِ :

এখানে شرط আর إِنْ বাক্যটি قَمَرُ الشَّعْرِ আর لَا বাক্যটি طَلَعَ قَمَرُ الشَّعْرِ এবং جَزَاءً তার بِأَسْ بِهِ - قائِمُ مَقَامِ -এর এবং তার عِلَّتْ -এর جَزَاءً مَحْذُوف

বালাগাত

قَوْلُهُ : لِيَهْنِكُمْ الْمَغْنَمُ الْبَارِدُ :

إِنْ -এর মাঝে لَاحِقٌ এবং الْوَارِدُ -এর মাঝে

قَوْلُهُ : فَإِنْ يَكُنْ أَفْلَ قَمَرُ الشَّعْرِ :

এ বাক্যের মধ্যে قَمَرُ কে [চন্দ্রের] সাথে تَشْبِيهُ মাধ্যমে أَبُو زَيْد [চন্দ্রের] সাথে تَشْبِيهُ মাধ্যমে উল্লিখিত মাধ্যমে এবং এখানে تَشْبِيهُ মাধ্যমে উল্লিখিত মাধ্যমে এবং এখানে تَشْبِيهُ মাধ্যমে উল্লিখিত মাধ্যমে রয়েছে। অতএব এখানে تَشْبِيهُ মাধ্যমে উল্লিখিত মাধ্যমে রয়েছে।

أَوْ اسْتَسْرَ بَذَرَ الثَّغْرَةِ فَقَدْ تَبَلَّجَ بَذَرَ الثَّغْرِ،
فَسَرَتْ حَمِيًّا الْمَسْرَةَ فِيهِمْ، وَطَارَتْ
السَّيْنَةَ عَنْ مَا فِيهِمْ، وَرَقَضُوا الدَّعَةَ الَّتِي
كَانُوا تَرَوْنَهَا، وَتَابُوا إِلَى تَشْرِيفِ الْفَكَاهَةِ
بَعْدَ مَا طَوَوْهَا، وَأَبَوْ زَيْدٌ مُكَبِّ عَلَى
إِعْمَالِ يَدَيْهِ، حَتَّى إِذَا اسْتَرْفَعَ مَا لَدَيْهِ،
قُلْنَا لَهُ: أَطْرَفْنَا بِغَيْرِيَّةٍ مِنْ غَرَائِبِ
أَسْمَارِكَ، أَوْ عَجَبِيَّةٍ مِنْ عَجَائِبِ أَسْفَارِكَ.

অনুবাদ : অথবা যদি নাসরা তারকার চতুর্দশী চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যায় তবে [যাক, কেননা] গদ্যের চতুর্দশী চন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল [অর্থাৎ, তাদের চেহারায়ে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।] এবং তাদের চোখের কেনারা থেকে তস্রা উবে গেল। তারা যে বিশ্রাম করতে ইচ্ছা করেছিল, তা ছেড়ে দিল এবং আনন্দ-স্মৃতির মজলিস বন্ধ করে দেওয়ার পর তা আবার প্রসারিত করার জন্য ফিরে এলো। আর এদিকে আবু যায়দ তার দু'হাত ব্যবহারে ব্যাপৃত। অতঃপর যখন তিনি তাঁর সামনে যা কিছু ছিল, তা ভুলে নিতে বললেন, তখন আমরা তাকে বললাম, আপনি আপনার অভিনব গল্প-কাহিনীসমূহ থেকে একটি অভিনব গল্প অথবা আপনার সফরের বিশ্বয়কর ঘটনাবলি থেকে একটি বিশ্বয়কর ঘটনা আমাদেরকে বলুন!

শাব্দিক অনুবাদ : অথবা যদি অদৃশ্য হয়ে যায় বَذَرَ الثَّغْرَةِ নাসরা তারকার চতুর্দশী চন্দ্র তَبَلَّجَ আত্মপ্রকাশ করেছে ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দশী চন্দ্র فَسَرَتْ তখন وَطَارَتْ মধ্যে فِيهِمْ তাদের মধ্যে السَّيْنَةَ এবং উবে গেল عَنْ তস্রা থেকে وَمَا فِيهِمْ তাদের চোখের কিনারা وَرَقَضُوا এবং তারা ছেড়ে দিল الدَّعَةَ সেই বিশ্রাম الْفَكَاهَةِ যা করতে তারা ইচ্ছা করেছিল وَتَابُوا তারা ফিরে এলো إِلَى تَشْرِيفِ প্রসারিত করার জন্য الْفَكَاهَةِ আনন্দ-স্মৃতির মজলিস بَعْدَ مَا طَوَوْهَا বন্ধ করে দেওয়ার পর وَأَبَوْ زَيْدٌ এবং আবু যায়দ مُكَبِّ ব্যাপৃত بِإِعْمَالِ يَدَيْهِ ব্যাপৃত তার তার দু'হাত ব্যবহারে مَا لَدَيْهِ অতঃপর যখন তিনি ভুলে নিতে বললেন حَتَّى إِذَا اسْتَرْفَعَ তার সামনে যা কিছু ছিল, তা قُلْنَا لَهُ আমরা তাকে বললাম مِنْ غَرَائِبِ أَسْمَارِكَ আপনি আপনার অভিনব গল্পসমূহ থেকে একটি অভিনব গল্প অথবা مِنْ عَجَائِبِ أَسْفَارِكَ আপনার সফরের থেকে একটি বিশ্বয়কর ঘটনা আমাদেরকে বলুন!

শব্দ বিশ্লেষণ

অদৃশ্য হয়ে গেল [-হয়ে যায়] : اسْتَسْرَ :
অদৃশ্য হয়ে যাওয়া : اسْتَعْمَالُ اسْتِسْرَارًا :
পরিপূর্ণ চাঁদ, চতুর্দশী চন্দ্র : بَذَرٌ : (ج) بَذَرٌ :
তিনটি তারকার সমষ্টি, নাসরা তারকা : الثَّغْرَةُ :
মাদে : (ن. ث. ر.) جِئْس : صَحِيح
আত্মপ্রকাশ করেছে, আলোকিত হয়েছে। : (قَدْ) تَبَلَّجَ :
আলোকিত : (تَفَعَّلَ) تَبَلَّجًا، (ن) يَلُوكُ :
হওয়া, আত্মপ্রকাশ করা। : مَادَةٌ : (ب. ل. ج.) جِئْس : صَحِيح
স্রাব : أَضَاءَ، ضِدَّ : أَظْلَمَ
গদা : الْفَكَاهَةُ :
ছড়িয়ে দেওয়া : (ن. ض. م.) مَدَّ :
বিস্তার করল, ছড়িয়ে পড়ল : سَرَتْ :
বিস্তার করা। ছড়িয়ে পড়া : (ض. س. ر.) سَرَّابَةً، سَرَّابًا :
স্রাব : مَرَادُفٌ : اِسْتَسْرَعَ، اِسْتَسْرَعَ

হামি : حَمِيًّا :
(স) حَمِيًّا - حَمِيًّا - عَلَيْهِ :
উত্তম হওয়া : اَلْتَّارُ :
ফি القرآن : يَوْمَ يَخْسَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ -
মাদে : (ج. م. م. ي.) جِئْس : نَاقِصٌ بَيْنِي
আনন্দ, খুশি : اِسْتَسْرَعَ : مَسْرَاتٌ :
(ن) سَرَّابًا، مَسْرَاتٌ :
আনন্দিত করা : اِسْتَسْرَعَ :
ফি القرآن : وَلَنُغْنِمَنَّ نَصْرَهُ وَرُؤُوسَهُ -
মাদে : (س. ر. ر.) جِئْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مَرَادُفٌ : اَلْفَرَحُ، ضِدَّ : اَلْحَزَنُ
উড়ে গেল, উবে গেল : طَارَتْ :
উঠে যাওয়া। উড়ে যাওয়া : طَبَرًا، طَبَرًا :
(تَفَعَّلَ) تَطَلَّعَ :
ফি القرآن : وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
মাদে : (ط. ي. ر.) جِئْس : اَلْخَوْفُ بَيْنِي

مَرَادُفٌ : سَارَتْ، فَبِتَتْ

السَّيْنَةُ : تَنْتَبَهَ

السَّيْنَةُ (স) মস : তন্দ্ৰা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَأْخُذْهُ سَيْنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

مَادَّةٌ : (ও.স.ন) , جِنْسٌ : مِثَالٌ وَأَوَّلُ

مَرَادُفٌ : مُعَاوِنٌ , ضِدٌّ : الْيَقِظَانُ

الْمَأَقَى، التَّوَقُّعُ، التَّوَقُّعُ (জ) : أَمَّا، أَمَّا، مَوَانٍ، مَائِي :

নাকের দিককার চোখের কেনারা।

নাকের দিককার : مَائِي (জ) : أَمَّا : চোখের কেনারা।

مَادَّةٌ : (ম.স.ন) , جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ، مَرَادُفٌ : عَيْنٌ

رَفَضُوا : তারা ছেড়ে দিল।

(ন.স.ন) : رَفَضَ : প্রত্যাখ্যান করা। তাগ করা, ছেড়ে দেওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَرَفَّضَ : বিক্ষিপ্ত হওয়া। ভেঙ্গে যাওয়া।

مَادَّةٌ : (র.ফ.স) , جِنْسٌ : صَبِيحٌ

مَرَادُفٌ : تَرَكُوا، ضِدٌّ : تَنَسَّكُوا

الدَّعَا : প্রশান্তি, আরাম, বিশ্রাম।

(ك) دَعَا، وَدَاعَةً : স্থির/প্রশান্ত হওয়া।

مَادَّةٌ : (ও.দ.স) , جِنْسٌ : مِثَالٌ وَأَوَّلُ

مَرَادُفٌ : الرِّاحَةُ، السَّكُونُ

كَانُوا تَوَوُّا : ইচ্ছা করেছিল।

(ض) تَوَّأَ، نَيَّْةٌ : ইচ্ছা করা।

تَابُوا : তারা ফিরে এলো।

(ن) تَوَّأَ، تَوَّأَ : ফিরে আসা।

(افْعَلَ) إِنَابَةٌ : বিনিময় দেওয়া।

مَادَّةٌ : (থ.ও.স) , جِنْسٌ : أَحْوَجُ وَأَوَّلُ، مَرَادُفٌ : رَجَعُوا

تَشَرُّ (ন) মস : ছড়ানো, প্রসারিত করা।

(افْعَلَ) إِنشَارًا : প্রসারিত হওয়া। ছড়িয়ে পড়া।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ يَنْشُرُهَا

مَادَّةٌ : (ন.শ.র) , جِنْسٌ : صَبِيحٌ

مَرَادُفٌ : بَسَطَ، ضِدٌّ : طَوَّى

الْفِكَاهَةُ : আনন্দ-স্মৃতি, রসিকতা।

الْفِكَاهَةُ (স) মস : রসিক হওয়া।

بَعَدَ مَا طَوَّأَ : বন্ধ করে দেওয়ার পর।

(ض) طَبَّأَ : বন্ধ করা, ভাঁজ করা।

فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَ تَطْوِي السَّمَاءَ كَطَوَّى السَّجِلَ لِلْكَتَبِ

مَادَّةٌ : (প.ও.স) , جِنْسٌ : لَيْفَتٌ مَقْرُونٌ

مَرَادُفٌ : تَشَّرَا، ضِدٌّ : تَشَرُّرَا

মনোযোগী, [এখানে-ব্যাপ্ত] : (ف.ম.ড) : مَكِبًا

فَتَنًا : উপড় হওয়া।

عَبِه : আত্মনিয়োগ করা, মনোযোগী হওয়া।

عَجَّ - الْإِنَاء : উপড় করা।

عَجَّ : উপড় করে আছাড় দেওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : أَمْسَنَ يَمْنِي مَكِبًا عَلَى رُجْعِهِ

مَادَّةٌ : (ক.প.ব) , جِنْسٌ : مَصَاعِفٌ ثَلَاثِينَ

مَرَادُفٌ : مُقْبِلٌ

إِعْمَالُ (ইনআল) মস : কর্মে নিয়োগ করা, এখানে ব্যবহার করা।

إِسْعَلَ : করা, কাজ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مَادَّةٌ : (এ.ম.ল) , جِنْسٌ : صَبِيحٌ

مَرَادُفٌ : اسْتَعْمَلَ، ضِدٌّ : إِفْرَاقٌ

يَدٌ : (জ.আই) : (জ) : هَاتُ , ক্ষমতা, সাহায্য।

اسْتَرْفَعَ : তুলে নিতে বললেন।

(اسْتَعْلَى) اسْتَرْفَعَا : তুলে নিতে বলা, উঠিয়ে নিতে বলা।

(ن) رَفَعَا : উঠানো।

فِي الْقُرْآنِ : يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

مَادَّةٌ : (র.ফ.স) , جِنْস : صَبِيحٌ

بِالَّذِيهِ (أَيُّ مَا كَانَ لَدَيْهِ) : যা তার সামনে ছিল।

أَطْرَفٌ : নতুন গল্প বলুন।

(إِنْعَالَ) إِطْرَافًا : অভিনব কথা বলা। নতুন গল্প বলা।

(ك) طَرَفَةٌ : চমৎকার হওয়া।

قَالَ الشَّاعِرُ : عَصَبٌ مَالِي مِنْ طَرِيفٍ تَالِد

مَادَّةٌ : (প.র.ফ) , جِنْس : صَبِيحٌ

مَرَادُفٌ : حَدَّثَنَا (بَطْرَفَةٍ)

غَرِيبَةٍ (صَفَا) (ج) غَرَابَةٍ : দুর্বোধ, অভিনব।

(ك) غَرَابَةٌ : الشُّقَى : অভিনব হওয়া।

الْكَلَامُ : দুর্বোধ হওয়া।

(ج) أَسْمَارٌ : (ও) سَمَرٌ : রাতের গল্প।

(ن) سَمَرًا، سَمَرًا : রাতের বেলায় গল্প করা।

عَجِيبَةٍ (مَف) : (مَوْ) (ج) عَجَائِبٌ : বিস্ময়কর।

(ج) اسْتَفَارَ : (ও) سَفَرٌ : সফর, ভ্রমণ।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلٌ : فَتَنَتْ حَيْبَ السَّرَةِ :

সর্ব ফেয়েল মুখ্য এবং মুখ্য ইয়াহী ফিল

মুরাকাবে ইয়াহী হয়ে সর্ব -এর ফায়েল এবং

إِسَاءَةُ الْمُتَّبِعِ بِهِ إِلَى الْمُتَّبِعِ

فَقَالَ : لَقَدْ بَلَوتُ مِنَ الْعَجَائِبِ مَا لَمْ يَرَهُ
الرَّأُوْنُ ، وَلَا رَوَاهُ الرَّأُوْنُ ، وَإِنْ مِنْ أَعْجَبِهَا
مَا عَايَنَتْهُ اللَّيْلَةُ قَبِيْلَ إِنْشِيَابِكُمْ ،
وَمَصِيْرِي إِلَى بَابِكُمْ ، فَاسْتَخْبِرْنَاهُ عَنْ
طَرَفَةِ مَرَأَةٍ ، فَمِنْ مَسْرَجِ مَسْرَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّ
مَرَامِي الْغُرْبَةَ ، لَفَطَنْتَنِي إِلَى هَذِهِ الثَّرْبَةِ ،
وَأَنَا ذُو مَجَاعَةٍ وَمَوْسَى ، وَجِرَابِ كَفْرَادٍ أَمْ
مَوْسَى ، فَتَهَضَّتْ جِئْنَ سَجَا الدَّجَى ، عَلَى
مَا بِي مِنَ الْوَجَى ، لِأَرْتَادَ مُضِيْفًا ، أَوْ
أَقْتَادَ رَغِيْفًا .

অনুবাদ : উত্তরে তিনি বললেন, আমি [আমার জীবনে] এমন আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাবলির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যা দর্শকগণ দেখেনি এবং বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেনি। আর তন্মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যতম ঘটনা হচ্ছে সেটি, যা আমি আজ রাতে তোমাদের কাছে আগমনের এবং তোমাদের দরজার দিকে ফেরার সামান্য পূর্বে প্রত্যক্ষ করেছি। তখন তাঁর রাত্রি চলার পথে দেখা আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাটি সম্পর্কে আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন যে, প্রবসনের ধনুক আমাকে এই ভূমিতে নিক্ষেপ করেছে, আর আমি ছিলাম ক্ষুধার্ত ও অভাবী এবং মুসা (আ.)-এর মাতার অন্তরের মতো [শূন্য] থলির অধিকারী। সুতরাং আমি একজন মেজবান [খোজার জন্য অথবা একটি রুটি লাভ করার জন্য] আমার পায়ে যে বাথা ছিল, তা নিয়েই রাত্রির অন্ধকার যখন গভীর হলো তখন উঠে দাঁড়ালাম।

শাশ্বিক অনুবাদ : فَقَالَ উত্তরে তিনি বলেন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি الْعَجَائِبِ এমন আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাবলির وَمَا لَمْ يَرَهُ الرَّأُوْنُ দর্শকগণ وَلَا رَوَاهُ الرَّأُوْنُ বর্ণনাকারীগণ وَإِنْ مِنْ أَعْجَبِهَا مَا عَايَنَتْهُ اللَّيْلَةُ আজ রাতে قَبِيْلَ إِنْشِيَابِكُمْ তোমাদের কাছে আগমনের وَمَصِيْرِي إِلَى بَابِكُمْ এবং ফেরার (পূর্বে) فَاسْتَخْبِرْنَاهُ তোমাদের দরজার দিকে তখন আমরা তাঁর কাছে জানতে চাইলাম عَنْ সম্পর্কে তার দেখা আশ্চর্যপূর্ণ ঘটনাটি فَقَالَ উত্তরে তিনি বললেন إِنِّي مَرَامِي الْغُرْبَةَ আমাকে নিক্ষেপ করেছে إِلَى هَذِهِ الثَّرْبَةِ এই ভূমিতে وَأَنَا ذُو مَجَاعَةٍ وَمَوْسَى ক্ষুধার্ত ও অভাবী وَجِرَابِ كَفْرَادٍ এবং [শূন্য] থলি كَفْرَادٍ মতো مُضِيْفًا যখন সَجَا গভীর হলো الدَّجَى রাত্রির অন্ধকার আমার পায়ে যে বাথা ছিল, তা নিয়েই لِأَرْتَادَ [খোজার জন্য] مُضِيْفًا অথবা أَقْتَادَ একটি রুটি।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি পরীক্ষা করেছি, অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি : قَدْ بَلَوتُ
(ن) بَلَاً , (افْتِعَالَ) إِنْبِلَاءً : যাচাই
করা, পরীক্ষা করা।
বিষয়ক, আশ্চর্যপূর্ণ [ঘটনাবলি] : الْعَجَائِبِ , (و) عَجِيْبَةً
লম্বেনি, প্রত্যক্ষ করেনি।
(ف) رَأَيْتُ , رُؤْيَةً : দেখা।
(ج) الرَّأُوْنُ , (و) رَآه : দর্শকগণ, দর্শনকারীগণ।
মরাদ্ফ : الشَّاطِرُوْنُ : বর্ণনা করেনি।
(ض) رَوَاهُ : বর্ণনা করা।
মরাদ্ফ : الشَّاكِلُوْنُ :

বর্ণনাকারীগণ : (و) رَآه :
أَعْجَبَ (اسم تفضيل) (ج) أَعْجَبٍ :
অপেক্ষাকৃত/সবচেয়ে আশ্চর্যতম [ঘটনা]।
আমি প্রত্যক্ষ করেছি : عَايَنْتُ
(مَتَاعِلَةً) مُعَايِنَةً , عَيَانًا : চাক্ষুষ দেখা, প্রত্যক্ষ করা।
(ض) عَيْنًا : বদনজ্ঞর দেওয়া।
مَادَهُ (ع-ي-ن) : جِئْنَ : আগন্তু যিনি
مَرَادُف : شَاهَدْتُ
اللَّيْلَةُ : (ج) لَيْلَاتٍ : আজ রাত
قَبِيْلَ : সামান্য পূর্বে, কিছু পূর্বে।

مَادَّةٌ : (ق. ب. ل.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : سَابِقًا / سَلْبًا

আগমন করা, সামনে আসা : (اِتِّعَالَ) مَصَد : فِي الْحَدِيثِ : كَانَ النَّاسُ يَتَشَابَهُونَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ .

مُرَادٌ : اَلْتَّوَلُّوْا

প্রত্যাবর্তন করা, ফেরা : (مَصَدَر مِمَّى)

দরজা, তোরণ, ফটক : (ج) أَبْوَابٌ , بَيْتَانِ :

আমরা সংবাদ জানতে চাইলাম।

(اِتِّعَالَ) اِسْتِخْيَارًا : সংবাদ জানতে চাওয়া : (ع) طَرَفٌ :

রসাত্মক কথা, [এখানে-আচর্যপূর্ণ ঘটনা] : جنس : صَحِيح

مَادَّةٌ : (ط. ر. ف.) , جنس : صَحِيح

مُرَادٌ : عَجِيبَةٌ / غَرِيبٌ

মরায় (মصدر মিমী) : দেখা :

مُرَاي (اسم ظرف, مَصَد : رَوَيْتُهُ - ف) : দৃশ্য

চারপাশ, পথ : (ج) مَسَارِعُ : চারণভূমি, পথ :

মَسْرَى (اسم ظرف, مصدر مِمَّى) : রাত্রিকালে চলার

পথ, রাত্রিকালে চলা।

(ج) اَلْمَرَامِي , (و) مَرَمَى : তীর নিক্ষেপের যন্ত্র, ধনুক :

مَادَّةٌ : (ر. م. ي.) , جنس : نَاقِصٌ يَائِسٌ , مُرَادٌ : قَوَادِثُ

اَلْقَرِيْبَةِ (ن) مَصَد : প্রবাসে গমন, প্রবসন :

لَفْظَتْ : নিক্ষেপ করেছে :

(ض. س) لَفَظًا : নিক্ষেপ করা :

(تَفَعَّلَ) تَلَفَّظًا : উচ্চারণ করা :

فِي الْقُرْآنِ : مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .

مَادَّةٌ : (ل. ف. ط.) , جنس : صَحِيح , مُرَادٌ : رَمَتْ

اَلْقُرْمَةَ : (ج) تَرَبَّ : মাটি, কবর, ভূমি।

مَادَّةٌ : (ت. ر. ب.) , جنس : صَحِيح , مُرَادٌ : اَرْضُ

دَوَّ مَجَاعَةٍ : ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত, ক্ষুধান্বিত, ক্ষুধাতুর।

مَجَاعَةٌ , جَوْعٌ : ক্ষুধা।

مَجَاعَةٌ , جَوْعٌ (ن) مَصَد : ক্ষুধার্ত হওয়া।

يَوْمُنِي , يَوْمٌ , يَوْمٌ , يَوْمٌ (س) مَصَد : অভিশয় অভাবী হওয়া।

(اِتِّعَالَ) اِبْتِسَاسًا : দুঃসিদ্ধান্ত হওয়া।

مَادَّةٌ : (ب.) , جنس : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ

مُرَادٌ : ضَرَامٌ / فَرٌّ , ضِدٌّ : نَعْنَى

دَوَّ يَوْمُنِي : অভিশয় অভাবী, অভাববস্ত্ত।

جِرَابٌ : (ج) أَجْرَةٌ , جَرَبٌ : তরবারির ঝাপ, চামড়ার খলি।

دَوَّ جِرَابٍ : খলির মালিক, খলির অধিকারী।

لَوَادٌ : (ج) أَفْنَدَ : অন্তর, জ্ঞান, বিবেক।

إِسْ نَقْرَانٍ : وَأَصْبَحَ قَوَادِ آمَ مَوْسَى قَارِعًا .

مَادَّةٌ : (.) , جنس : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ , مُرَادٌ : قَلْبٌ

مَاتَا , يَوْمَ : (ج) أَهْمَاتٌ , أَثَاثٌ : মাতা, যে কোনো বস্তুর মূল।

مَوْسَى : (আ.) -এর মাতা।

نَهَضَتْ : উঠে দাঁড়ালাম।

إِسْ نَهَضًا , نَهَضًا : উঠে দাঁড়ানো।

جِيْن (ج) أَهْيَانٌ , أَحْيَايَسٌ : সময়, কাল, [এখানে - যখন]।

سَجَا : رَاثِي نِيرَبْ হলো, গভীর হলো।

إِسْ سَجَا , سَجَا : রাত্রি গভীর হওয়া, রাত্রি নীরব হওয়া।

اِتِّعَالَ) نَسَجِيَّةٌ : ঢেকে নেওয়া, আবৃত করা।

يَوْمَ نَقْرَانٍ : وَالصَّخْصَى وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى .

مَادَّةٌ : (س. ج. و.) , جنس : نَاقِصٌ وَاوِي

مُرَادٌ : سَكَنَ , ضِدٌّ : هَات

(ج) اَلْجُحَى , (و) دَجِيْعَةٌ : অন্ধকার, তিমির।

(ن) دَجَوًا : অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া।

مَادَّةٌ : (و. ج. ي.) , جنس : نَاقِصٌ يَائِسٌ , مُرَادٌ : اَلظَّلَامُ .

اَلْوَجَى : পায়ের ব্যথা।

لَوْنِي (س) مَصَد : পায়ে ব্যথা হওয়া।

عَلَى مَا بَيْنَ مِنَ اَلْوَجَى : আমার পায়ে যে ব্যথা ছিল তা নিয়েই।

لَارْتَادًا : বোজার জন্য।

(اِتِّعَالَ) اِرْتِيَادًا : বোজা করা।

مُضَيِّبٌ (ف. اَمَد) : আতিথেয়তাকারী, মেজবান।

لَا اِنْتَادًا : [এখানে লাভ করার জন্য] টানার জন্য।

(اِتِّعَالَ) اِقْتِيَادًا : টানা।

مُرَادٌ : اَطْلَبُ .

رَغِيْفٌ : (ج) اَرَغَفَةً , رَغَفَةً , رَغْفَانٌ , رَغَاغِيْفٌ : রুটি।

مَادَّةٌ : (ر. غ. ف.) , جنس : صَحِيح , مُرَادٌ : حَبِيْرٌ

بَاكْيَ বিশেষণ

لَوْلَا وَأَنَا دَوَّ مَجَاعَةٍ جِرَابٌ كَقَرَادِ آمَ مَوْسَى :

এখানে জিরাব শব্দটি মَوْسَى আর কَقَرَادِ মَوْসী

এবং মَوْসী মিলে মَجَاعَةٍ আর মَجَاعَةٍ

এবং মَجَاعَةٍ মিলে মَجَاعَةٍ মিলে মَجَاعَةٍ

এবং মَجَاعَةٍ মিলে মَجَاعَةٍ মিলে মَجَاعَةٍ

এবং মَجَاعَةٍ মিলে মَجَاعَةٍ মিলে মَجَاعَةٍ

এবং মَجَاعَةٍ মিলে মَجَاعَةٍ মিলে মَجَاعَةٍ

فَسَأَلْنِي حَادِيَ السَّعْبِ، وَالْقَضَاءُ
الْمَكْنَى أَبَا الْعَجَبِ، إِلَى أَنْ وَقَفْتُ عَلَى
بَابِ دَارٍ، فَقُلْتُ عَلَى يَدَارٍ: شِعْرٌ:
حَيِّتُمْ يَا أَهْلَ هَذَا الْمَنْزِلِ
وَعِشْتُمْ فِي خَفِضِ عَيْشٍ خَصِلِ
مَا عِنْدَكُمْ لِابْنِ سَبِيلٍ مَرْمِلِ
نِضْرٍ سُرَى حَاطِطٍ لَيْلِ الْبَلِ
جَوَى الْحَشَى عَلَى الطَّوَى مُشْتَمِلِ
مَاذَا مَذُ يَوْمَيْنِ طَعَمَ مَأْكِلِ

অনুবাদ : ফলে ক্ষুধার হৃদগায়ক এবং আবুল আজব
উপনামের অধিকারী অদৃষ্ট আমাকে এ পর্যন্ত হাকিয়ে
নিয়ে এলো যে, আমি একটি গৃহের দরজায় এসে
দাঁড়িলাম। অতঃপর দ্রুততার সাথে বললাম : [কবিতার
অনুবাদ] : হে এই গৃহের অধিবাসীবৃন্দ! তোমরা
অভিবাদিত হও এবং তোমরা সজীব সুখময় জীবন যাপন
কর। তোমাদের কাছে একজন পাথের-সম্বলহীন
মুসাফিরের জন্য কি আছে? যে নৈশ সফরে দুর্বল,
নিচ্ছিন্ন অন্ধকার রজনীতে উদ্ভাস্ত, যার নাড়ি-ভুড়ি
দহমান, ক্ষুধা ধারণকারী। সে দু'দিন যাবৎ কোনো
আহার্যের স্বাদ আশ্বাদন করেনি।

পাশ্চিক অনুবাদ : فَسَأَلْنِي ফলে আমাকে হাকিয়ে নিয়ে এলো حَادِيَ হৃদগায়ক এবং অদৃষ্ট
الْمَكْنَى উপনামের অধিকারী الْعَجَبِ أَبَا আবুল আজব إِلَى أَنْ এ পর্যন্ত وَقَفْتُ আমি এসে দাঁড়িলাম
بَابِ دَارٍ একটি ঘরের দরজায় فَقُلْتُ অতঃপর বললাম يَدَارٍ দ্রুততার সাথে شِعْرٌ কবিতা
حَيِّتُمْ তোমরা يَا أَهْلَ হে এই هَذَا الْمَنْزِلِ এই গৃহ অধিবাসী
وَعِشْتُمْ فِي সুখময় خَفِضِ عَيْشٍ জীবন যাপন কর
مَا عِنْدَكُمْ সজীব خَصِلِ সুখময়
نِضْرٍ সুরী نِضْرٍ নৈশ সফরে
سُرَى দুর্বল
حَاطِطٍ লৈলি
لَيْلِ الْبَلِ রজনীতে
جَوَى অন্ধকার
الْحَشَى দহমান
عَلَى নাড়ি-ভুড়ি
الطَّوَى ক্ষুধা
مُشْتَمِلِ ধারণকারী
مَاذَا সে
مَذُ দু'দিন
يَوْمَيْنِ যাবৎ
طَعَمَ কোনো
مَأْكِلِ আহার্যের স্বাদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

سَأَلْنِي (ন) سَأَلَ : হাকিয়ে নিয়ে এলো।
الْحَادِيَ (ফা, মড) (জ) حَادَى :

হসা বা হসী পাঠক। হৃদগায়ক। যে উঠের চলার গতি বৃদ্ধি করার
জন্য বিশেষ ধরনের গান গেয়ে গেয়ে উটকে পরিচালিত করে।

(ন) حَادَى, حَادَى : হসী পাঠ করা।

مَادَهُ (জ-দ-ও) : جَس : নাকিস বাও

مَرَادُف : السَّائِقُ

السَّعْبُ : ক্ষুধা।

السَّعْبُ (ন) (স) : ক্ষুধার্ত হওয়া।

فِي الْفَرَانِ : فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ .

مَادَهُ (স-গ-ব) : جَس : সবেচ্চ

مَرَادُف : الْمَجَاعَةُ/الْمَعْرُ

الْقَضَاءُ (জ) أَقْبَضَ : অদৃষ্ট। সিদ্ধান্ত, ফয়সালা।

مَادَهُ (ন-স-ই) : جَس : নাকিস বাও

مَرَادُف : الْقَدَرُ

الْمَكْنَى (মফ, মড) : উপনাম বিশিষ্ট, উপনামের অধিকারী।

(তফেইল) تَكْنِيَةُ : উপনাম রাখা।

فِي الْعَيْشِ : لَا تَكْتَفُوا بِكَيْفِيَّتِهِ .

مَادَهُ (ক-ন-ই) : جَس : নাকিস

أَبُو الْعَجَبِ : বিশ্বস্তের জনক, অদৃষ্ট, ভাগ্য।

وَقَفْتُ আমি দাঁড়িলাম।

(স-ও-ফা) وَقَفْتُ :

الَّيْلَ (أَفْعَلَ التَّفْضِيلَ، مِنْ "لَيْل")

গভীর অন্ধকার, নিশ্চিদ্র অন্ধকার।

مَادَّ: (ل. - য. - ল), جَسَّ: أَحْوَفَ يَأْسِي

مُرَادِف: شَدِيدُ الظَّلَامِ

لَيْلُ اللَّيْلِ: গভীর ও নিশ্চিদ্র অন্ধকার রজনী।

جَوَّى: (صفت, مذ): দহ্যমান।

(স) جَوَّى: প্রেম বা দুঃখের যন্ত্রণায় আক্রান্ত হওয়া।

(إِفْتِعَالَ) اجْتَوَى: প্রতিকূল হওয়া, অপছন্দ হওয়া।

فِي الْحَدِيثِ: فَاجْتَوَى الْمَدِينَةَ.

مَادَّ: (ج. - র. - য), جَسَّ: لَقِيَتْ مَقْرُون.

مُرَادِف: وَجَعَ

الْحَشَى: (ج) أَحْشَاء: নাড়ি-ডুড়ি, কলিজা।

الطَّوَى: ক্ষুধা।

الطَّوَى (স) مَص: ক্ষুধার্ত হওয়া।

مُشْتَبِل (ف, مذ): ধারক, ধারণকারী, সম্বলিত।

(إِفْتِعَالَ) اِشْتِمَالًا: বেটন করা, ধারণ করা।

(س) شَمَوْلًا: شامل করা, জড়িয়ে নেওয়া।

مَادَّ: (ش. - ম. - ল), جَسَّ: صَحِيح

مُرَادِف: مُحْتَوٍ

مَا ذَاتُ: স্বাদ আবাদন করে নি।

(ن) ذَوَّقًا, ذَرَأًا, مَذَاقًا: আবাদন করা।

- الْعَذَابُ: শাস্তি ভোগ করা।

فِي الْقُرْآنِ: قَذَرُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفِرُونَ.

مَادَّ: (ذ. - ও. - ق), جَسَّ: أَحْوَفَ وَأَوَى

مُرَادِف: تَلَطَّطَ

(ث) يَوْمَيْنِ, (و) يَوْمَ, (ج) أَيَّام: দু'দিন।

طَعَّمَ: (ج) طَعَمَ: স্বাদ।

طَعَّمَ (س) مَص: খাওয়া, আবাদন করা।

(إِفْتِعَالَ) إِطْعَمًا: খাওয়ানো।

فِي الْقُرْآنِ: أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ.

مُرَادِف: لَذَّةً.

مَأْكُل: (ج) مَأْكُل: খাবার, আহাৰ্য।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ مَا عَذَبَكُمْ إِلَّا بِنِ سَبِيلِ مَرْمِلٍ مُشْتَبِل:

১- দুই প্রকার- এখানে عَذَبَ مَا اِشْتَبِهَاصِيَّة

এবং مَكَانِيَّة ২- عَذَبَ عَذَبًا

إِنِّ سَبِيلِ خَبَرٍ আর مُتَعَلِّقٍ হয়ে- مَوْجُود

/ مُشْتَبِل عَلَى الطَّوَى / جَوَى এবং مَوْصُوف হলো

এবং الْحَشَى- خَائِطُ / لَيْلِ لَبِل / مَرْمِلِ أَنْضَوْسَرَى

صِفَتْ এর, صِفَتْ এর- إِنِّ سَبِيلِ مَا ذَاتُ الْغ

مَوْجُود এবং مَجْرُور জরুর হরফে লাম মিলে মَوْصُوف এবং

-এর সাথে مُتَعَلِّق।

তَمَلَّلَ : অস্থিরতা ।

তَمَلَّلَ (تَمَلَّلَ) : রোগে বা শোকে বিছানায় এপাশ : مصد

ওপাশ করা ।

(تَمَلَّلَ) : অস্থির করা । اَلْتَرَضَ - مَلَمَلَةٌ

মাদে : (ম. ল. ম. ল.) , جنس : مُصَاعَفٌ رَبَاعِيٌّ

مُرَادُفٌ : تَرْغُفٌ / اضْطِرَابٌ

رَبْعٌ : (জ) رَبَاعٌ , رُبُوعٌ , أَرْبَعٌ , أَرْبَاعٌ : গৃহ, গৃহের আশপাশ ।

مُرَادُفٌ : اَلدَّارُ / اَلْمَنْزِلُ

عَذَبٌ : সুখান্য, সুপেয় পানি, মিষ্টি পানি ।

فِي الْقُرْآنِ : هَذَا عَذَبٌ قُرْآنٌ .

مُرَادُفٌ : حَلَوٌ , يَنْدٌ , رُبُوعٌ / مُرٌ

مَتَلَّلٌ : (জ) مَتَلَّلٌ : পানস্থান, ঘাট, স্থান ।

اَلْمَتَلَّلُ وَالْمَتَلَّلُ (স) : مصد : প্রথমবার পান করা ।

মাদে : (ন. হ. ল.) , جنس : صَبِيعٌ

مُرَادُفٌ : مُشْرَبٌ / مَرَوَةٌ

أَلْقَى : তুমি রাখ, তুমি ফেল ।

اَلْإِقْعَالُ (إِقْعَالٌ) : রাখা । ফেলে / ঢেলে দেওয়া ।

مُرَادُفٌ : اَرَمَ

اَلْعَصَا : (জ) عِمَصَى , اَعْمَصَ , اَعَصَاءَ : লাঠি, যষ্টি, ছড়ি ।

فِي الْقُرْآنِ : وَمَا تِلْكَ بِبَيْتِكَ يَا مُوسَى قَالَ عَصَايَ .

مَادَةٌ : (এ. স. ও.) , جنس : نَائِصٌ وَائِيٌّ

أَدْخَلَ : তুমি প্রবেশ কর ।

(ن) دَخَلَ : প্রবেশ করা ।

اَيْشَرُ : তুমি সবুজ হও ।

(ض. স.) يَشُرُ : সবুজ হওয়া, খুশি হওয়া ।

(تَفَعَّلَ) : تَشِيرًا , اِنْعَالًا : সুসংবাদ দেওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَأَنْبَشِرُوا بِالْحَقِّ .

مَادَةٌ : (ব. শ. র.) , جنس : صَبِيعٌ

مُرَادُفٌ : اَرَضَ

بَشَّرَ : সহাস্য বদন, বদন-মীষ্টি, চেহারা উজ্জ্বল ।

مُرَادُفٌ : رَوَاهُ , ضَدٌّ : عَمَّسَ

قُرَى : আতিথেয়তা ।

قُرَى (ض) : مصد : আতিথেয়তা করা ।

مُعْجَلٌ (مف. مذ) : কৃত, তড়িঘড়ি কৃত ।

(تَفَعَّلَ) : تَعَجَّلًا : দ্রুত করা, তড়িঘড়ি করা ।

بَرَزَ : বেরিয়ে এলো, বের হয়ে এলো ।

(ن) بَرَزَا : বের হয়ে আসা ।

(مُفَاعَلَةٌ) : مَبَارَزَةٌ : মুখোমুখি হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجَدُوهُ .

مَادَةٌ : (ব. র. র.) , جنس : صَبِيعٌ

مُرَادُفٌ : خَرَجَ , ضَدٌّ : دَخَلَ

جَوَذَرٌ , جَوَذَرٌ , جَوَذَرٌ : (জ) جَوَادِرٌ , جَوَادِرٌ : নীল গাজীর

বাহুর, [এখানে - কিশোর] ।

مَادَةٌ : (জ. ও. ড. র.) , جنس : أَجَوَتْ وَائِيٌّ

مُرَادُفٌ : اَلْغَلَامُ

كُشَوَذَرٌ : (জ) كُشَوَذَرٌ : কুমাল, ওড়না, হাতাকাটা জামা, পেজি

বা ফতুয়া ।

مَادَةٌ : (শ. ও. ড. র.) , جنس : أَجَوَتْ وَائِيٌّ

مُرَادُفٌ : مِثْدَبِلٌ / بِنْيَان

شِعْرٌ : (জ) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য

حَرَمَةٌ : (জ) حَرَمٌ , حُرْمَاتٌ : সন্ধান, মর্যাদা ।

مُرَادُفٌ : عَقْفَةٌ .

اَلشَّيْخُ : (জ) شَيْخٌ , أَشْيَاحٌ , شَيْخَةٌ , شَيْخَانٌ :

বৃদ্ধ, উত্তর, আলিম, নেতা, মনীষী

سَنَّ : প্রথা প্রবর্তন করেছেন ।

(ن) سَنًا , سَنَةً : প্রথা প্রবর্তন করা ।

اَلْأَثَرُ : চাপু করা ।

(اِفْتِعَالٌ) : اِسْتِثْنَانًا : অনুসরণ করা ।

فِي الْحَدِيثِ : مَنْ سَنَّ سَنَةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا .

مَادَّةٌ : (স.ন.ন) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادِفٌ : آخَرُ

অস্ম : ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

(تَفْعِيل) تَأْنِيْسًا : ভিত্তি স্থাপন করা।

الْمَحْجُوجُ (مف, مذ) : যে গৃহের ঘিয়ারতের উদ্দেশ্যে :
হজে গমন করা হয়, বায়তুল্লাহ শরীফ।

(ن) حَبَّأَ : হজ করা, ইচ্ছা করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَيْلٍ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ .

مَادَّةٌ : (ح.ج.ج) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَادِفٌ : الْكَعْبَةُ .

أُمٌّ : (ج) أُمّهَاتٌ , أُمَاتٌ : মাতা, জননী।

(ج) الْقُرَى , (و) قَرْيَةٌ : গ্রাম, জনপদ।

أُمُّ الْقُرَى : মক্কা মুকাররমা।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : هُوَ مِنَ الْحَبْرَةِ فِي تَمْلُلٍ :

قَوْلُهُ শব্দটি মুবতাদা مِنَ الْحَبْرَةِ জার এবং মাজরুর মিলে
تَمْلُلُ হরফে জার فِي আর مُتَعَلِّقٌ مُقَدَّم -এর

قَوْلُهُ : تَمْلُلُ بِهَذَا الرَّبْعِ عَذَبُ الْمَنْهَلِ :
তার মাজরুর অতঃপর جَار এবং مَجْرُور মিলে
সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়ে খবর।

قَوْلُهُ : تَمْلُلُ بِهَذَا الرَّبْعِ عَذَبُ الْمَنْهَلِ :
مَوْضُوعٌ مُضَافٌ إِلَى الْمَوْضُوعِ الْمَنْهَلِ
আর مَوْضُوعٌ জুমলাটি তার صِفَتْ অতঃপর
আর بِهَذَا الرَّبْعِ مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ صِفَتْ মিলে
জার এবং
خَبَرٌ مُقَدَّمٌ مُتَعَلِّقٌ হয়ে-এর সাথে
মাজরুর মিলে

বালাগাত

قَوْلُهُ : تَمْلُلُ بِهَذَا الرَّبْعِ عَذَبُ الْمَنْهَلِ :

এখানে عَذَبُ الْمَنْهَلِ [দানশীল] কে
এ-এর সাথে
এখানে
উল্লিখিত এবং
এখানে
এখানে
হয়েছে।

مَا عِنْدَنَا لَطَارِقٍ إِذَا عَرَ
سِوَى الْحَدِيثِ وَالْمَنَاجِ فِي الدَّرَى
وَكَيْفَ يَقْرِئُ مَنْ نَفَى عَنْهُ الْكَرَى
طَوَى بَرَى أَعْظَمَهُ، لَمَّا أَنْبَرَى

فَمَا تَرَى فِي مَا ذَكَرْتُ مَا تَرَى
فَقُلْتُ : مَا أَصْنَعُ بِمَنْزِلِ قَفَرٍ ، وَمَنْزِلِ حِلْفٍ
قَفَرٍ ، وَلَكِنْ يَأْتِي ! مَا اسْمُكَ ؟ فَقَدْ
فَتَنَنِي فَهَمَكَ ، فَقَالَ : اسْمِي زَيْدٌ ،
مَنْشِي قَيْدٌ .

অনুবাদ : আমাদের কাছে নৈশ আগন্তুকের জন্য- যখন
সে আগমন করে- কথাবার্তা এবং আশ্রিনায় উটের
থাকার জায়গা ব্যতীত কিছুই নেই। সে ব্যক্তি কিভাবে
আতিথেয়তা করবে, যার নিদ্রা দূরীভূত করে দিয়েছে
এমন ক্ষুধা যে, যখন তা দেখা দেয় তখন তার
হাঁড়গুলোকে চেঁছে ফেলে। অতএব, আমি যা বর্ণনা
করলাম, তাতে তোমার অভিমত কি, যা তুমি পোষণ
কর? উত্তরে আমি বললাম, শুক ঘর ও অভাবের সঙ্গী
মেজবান দিয়ে আমি কি করব? তবে হে যুবক! তোমার
নাম কি? তোমার বুদ্ধিমত্তা আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। সে
বলল, আমার নাম যায়দ, আমার জন্মস্থান ফায়দ।

শাব্বিক অনুবাদ : مَا عِنْدَنَا : আমাদের কারো কিছুই নেই إِذَا عَرَ : যখন সে আগমন করে
سِوَى : ব্যতীত الْحَدِيثِ : কথাবার্তা الْمَنَاجِ : উটের থাকার জায়গা فِي الدَّرَى : আশ্রিনায়
وَكَيْفَ : কিভাবে يَقْرِئُ : সে ব্যক্তি مَنْ : যার نَفَى عَنْهُ : দূরীভূত করে দিয়েছে الْكَرَى : নিদ্রা
طَوَى : ক্ষুধা بَرَى : চেঁছে عَنْهُ : ফেলে لَمَّا : তার أَنْبَرَى : যখন তা দেখা দেয়
مَا : তাতে مَا : তাতে তোমার مَا : তাতে তোমার مَا : তাতে তোমার
ذَكَرْتُ : কী? مَا : তাতে তোমার مَا : তাতে তোমার
تَرَى : আমি বর্ণনা করলাম مَا : তাতে তোমার
مَا : তাতে তোমার مَا : তাতে তোমার
أَصْنَعُ : আমি কি করব? بِمَنْزِلِ : শুক ঘর
قَفَرٍ : দিয়ে وَمَنْزِلِ : অভাবের
حِلْفٍ : সঙ্গী فَتَنَنِي : আমি
فَهَمَكَ : তোমাকে বিমুগ্ধ করেছে
فَقَالَ : তোমার নাম
اسْمِي : আমার নাম
زَيْدٌ : যায়দ
مَنْشِي : আমার
قَيْدٌ : জন্মস্থান
ফায়দ।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَا عِنْدَنَا (ফস): আমাদের কাছে [কিছুই] নেই।
طَارِقٌ (ফা, মড) (জ) طَرَأَ : নৈশ আগন্তুক।
(ন) طَرَفًا , طَرُوقًا , الْقَوْمُ : রাতে আসা।
عَرَا : আগমন করল [করে]।
(ض) عَرَى : আগমন করা। সামনে আসা।
سِوَى (حرف الاستثناء) : ব্যতীত, ভিন্ন, ব্যতিরেকে।
الْحَدِيثُ : (জ) أَحَادِيثُ , حَدَثَانٌ : হাস্য, কথাবার্তা, কথা।
الْحَدِيثُ : (জ) حَدَثَاتُ , حَدَثٌ : নতুন।
الْمَنَاجِ (اسم ظرف) : উট থাকার বা বসার জায়গা।
(افعال) إِنَاءٌ : উট বসানো।
الدَّرَى : ঘরের আশ্রিনা ও আশপাশ, উঠোন।

كَيْفَ يَقْرِئُ : সে [কিভাবে] আতিথেয়তা করবে।
(ض) قَرَى , قَرَاءً : আতিথেয়তা করা।
نَفَى : দূরীভূত করে দিয়েছে।
(ض) نَفَى - عَنْهُ : দূরীভূত করা।
(افعال) أَنْبَرَى : দূরীভূত হওয়া।
مَادَّةٌ : (ন-ফ-ই), جس : ناقص يأتي
مَرَاوِنُ - أَرَاَلُ , مَيْدٌ : আঁট
الْكَرَى : তন্দ্রা, ঘাঙ্গা নিদ্রা।
الْكَرَى (ض) ممد : তন্দ্রাশ্রয় হওয়া।
طَوَى : ক্ষুধা, অনাহার।
طَوَى (س) ممد : ক্ষুধার্ত হওয়া।

মুগুন করে/চোঁছে দিল [-দেয়] : بَرَى :

চাঁছা : দুর্বল করা। শীর্ণ করা : (ض) بَرَى , (إِنْفَعَال) اِبْتَرَأَ :

মুখোমুখি হওয়া, সম্মুখীন হওয়া : (إِنْفَعَال) اِبْتَرَأَ لَهُ :

-لِسَمٍّ أَوْ الْقَلَمِ : ছিলার পর প্রস্তুত হওয়া।

মাদে : (অ. র. য়) , جنس : নাকিস্‌ যান্য়

মুর্দা : مُرَادٍ : ضَعَفَ : ضِن : قَوَى

(ج) أَعْظَمَ , عِظَامَ , عِظَامَةً , (و) عَظَمَ : হাড়, অস্থি।

যখন তা দেখা দেয় : لَمَّا اُبْتَرَى :

সম্মুখীন হওয়া : (إِنْفَعَال) اِبْتَرَأَ :

মুর্দা : مُرَادٍ : اِعْتَرَضَ عَمَّا

মাতার অভিমত কি? مَا تَرَى :

(ف) رَأَى , رُؤْيَ : দেখা।

মা আমি বর্ণনা করলাম। مَا ذَكَرْتَ :

(ن) ذَكَرَ : বর্ণনা করা।

মা তুমি পোষণ কর : مَا تَرَى (ف) رَأَى , رُؤْيَ : [যা]

মা অস্বৈ : مَا أَصْنَعُ : আমি [কি] করব?

(ف) صَنَعَ : করা। তৈরি করা।

(إِنْفَعَال) اِسْتَعَا : সাহায্য করা।

ফি القرآن : صَنَعَ اللَّهُ الَّذِي اتَّقَنَ كُلَّ شَيْءٍ .

মাদে : (স. ন. এ) , جنس : صَحِيح

মুর্দা : مُرَادٍ : أَفْعَلُ

মনিয়ল, ঘর : مَنَزِلٌ (ج) مَنَازِلُ :

(ض) نَزَّوَلَا : অবতরণ করা।

ফার : قَفَرٌ : ঘাস-পানিহীন ভূমি। মরুভূমি।

(إِنْفَعَال) اِقْفَارًا : মরুভূমিতে উপনীত হওয়া।

قَالَ السَّاعِرُ : ع قَبِرَ حَرْبٍ يَمْكُنُ قَفَرٌ .

মাদে : (অ. র. য়) , جنس : صَحِيح

মুর্দা : مُرَادٍ : خَالَ مَفَازَةً

মনিয়ল (ফা. মড) : مَهْمَانِدَار , مَهْجَبَان :

(إِنْفَعَال) اِنْتَرَأَ - اَلْصَّيْفُ : মেহমান রাখা।

মুর্দা : مُرَادٍ : اَلْمَصِيْفُ

জল : (ج) أَحْلَلَ : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধ, প্রতিশ্রুতি, বন্ধুত্ব।

ফি القرآن : يَحْلِلُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا .

মাদে : (অ. ল. ফ) , جنس : صَحِيح

মুর্দা : مُرَادٍ : صَاحِبٌ

ফার (জ) فُقُورٌ , مَقَابِرَ : দারিদ্র্য, অভাব।

ফার : (ج) أَفْقَرٌ : চিড়, ফাটল।

ফি القرآن : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ .

মুর্দা : الْأَخْيَارُ , جُنْدٌ : الْأَسْتِغْنَاءُ .

লুকন : (حَرْفُ الْأَسْتِدْرَاكِ) : কিছু, বরং, তবে।

ফি : (ج) فِتْيَانٌ , فَيْفَةً , فُتْرَةً , فُتْرٌ , فُتًى :

যুবক, কিশোর।

ফি القرآن : قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ

إِبْرَاهِيمَ .

মাদে : (অ. থ. য়) , جنس : نَاقِصٌ يَائِسٌ

মুর্দা : مُرَادٍ : صَابٌ

ইসম : (ج) أَسَاءَ , أَسَاءَ , أَسَاءَ , أَسَاءَاتٌ : নাম, বিশেষ্য।

ফি : قَدْ فَتِنَ : বিমুগ্ধ করেছে।

(ض) فَتَنًا , فَتُونًا : পরীক্ষা করা, বিমুগ্ধ করা।

ফি القرآن : وَقَتْنَاكَ فَتُونًا .

মাদে : (অ. ত. ন) , جنس : صَحِيح

ফি : (ج) أَفْهَمَ , مُهُوَمٌ : বুঝ, বুদ্ধিমত্তা।

ফি : (س) مَصَدٌ : বোঝা।

(إِنْفَعَال) اِفْهَمًا : বোঝানো।

মাদে : (অ. হ. ম) , جنس : صَحِيح

মুর্দা : مُرَادٍ : ذَكَاءٌ , جُنْدٌ : عَبَاوَةٌ

মশ্শা (اسم ظرف) (ج) مَشَاشِي : উৎপত্তিস্থল, জন্মস্থান।

(إِنْفَعَال) اِنْشَأَ : সৃষ্টি করা।

মুর্দা : مُرَادٍ : تَمَوَّلٌ

ফি : قَبِيْدٌ : কুফা থেকে মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে অবস্থিত একটি

জায়গার নাম।

وَوَرَدَتْ هَذِهِ الْمَدْرَةَ أَمْسٍ، مَعَ أَخْوَالِي مِنْ
بَنِي عَبَسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: زِدْنِي إِبْطَاحًا،
زَادَكَ اللَّهُ صَلَاحًا، عِشْتَ وَنَعِشْتَ. فَقَالَ:
أَخْبَرْتَنِي أُمِّي بَرَّةً، وَهِيَ كَانِيهَا بَرَّةً،
أَنَّهُ نَكَحَتْ عَامَ الْغَارَةِ بِمَآوَانَ، وَجَلًا مِنْ
سَرَاةِ سُرُوجٍ وَغَسَّانٍ، فَلَمَّا أُنْسَ مِنْهَا
الْإِنْقَالَ - وَكَانَ بَاقِعَةً عَلَى مَا يُقَالُ -
ظَعَنَ عَنْهَا سِرًّا.

অনুবাদ : আমি বনু আবস গোত্রের আমার মামাদের
সাথে গতকাল এ শহরে এসেছি। তখন আমি তাকে
বললাম, তুমি আরেকটু স্টা করে বল, আল্লাহ তা'আলা
তোমার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে দিন, তুমি বেঁচে থাক এবং
তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক। সে বলল, বাররা নাসী
আমার মাতা, যিনি নিজ নামের [অর্থের] মতোই
সতী-সাদ্বী, তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, যুদ্ধের বছর
মাওয়ান নামক স্থানে সারুজ ও গাসসানের সরদারদের
এক লোককে তিনি বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর যখন
লোকটি তাঁর গর্ভবতী হওয়া উপলব্ধি করল, আর লোকটি
ছিল জনশ্রুতি মতে, অত্যন্ত ধুরন্ধর, তখন সে চুপিসারে
তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَرَدَتْ আমি এসেছি هَذِهِ الْمَدْرَةَ এ শহরে
مَعَ أَخْوَالِي আমার মামাদের সাথে
بَنِي عَبَسٍ বনু আবস গোত্রের
فَقُلْتُ لَهُ আমি তাকে বললাম
زِدْنِي إِبْطَاحًا তুমি আমাকে আরেকটু স্টা করে বল
زَادَكَ اللَّهُ صَلَاحًا আল্লাহ তোমার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে দিন
عِشْتَ وَنَعِشْتَ তুমি বেঁচে থাক এবং তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক
أَخْبَرْتَنِي أُمِّي বাররা আমার মাতা
كَانِيهَا নিজ নামের মতোই
بَرَّةً সতী-সাদ্বী
أَنَّهُ نَكَحَتْ عَامَ الْغَارَةِ بِمَآوَانَ তিনি বিবাহ করেছিলেন
وَجَلًا مِنْ মাওয়ান নামক স্থানে
سَرَاةِ سُرُوجٍ وَغَسَّانٍ সারুজ ও গাসসানের সরদারকে
فَلَمَّا أُنْسَ مِنْهَا উপলব্ধি করল
الْإِنْقَالَ তাঁর গর্ভবতী হওয়া
وَكَانَ بَاقِعَةً আর লোকটি ছিল
عَلَى مَا يُقَالُ জনশ্রুতি মতে
ظَعَنَ তখন সে পালিয়ে গেল
عَنْهَا তার কাছ থেকে

শব্দ বিশ্লেষণ

وَوَرَدَتْ : আমি উপনীত হয়েছি, এসেছি।

(ض) وَرُودًا : নামা।

الْمَدْرَةُ : শহর, নগর, মফস্বল শহর।

فِي الْعِدَّةِ : لَا يَنْفَعُ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتٌ مَدْرٍ وَلَا
وَبَرٍّ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ.

مَادَّةُ : (ম-দ-র) . جنس : صحيح

مُرَادُفٌ : الْمِلْدُ

أَمْسٍ (مَبْنِي عَلَى الْكُسْرِ) : গতকাল

أَلَمْسِ (مُعْرَب) (ج) أَمْسٍ . أَمْسٍ : أمس

পূর্ববর্তী দিনসমূহের কোনো একদিন।

(ج) أَخْوَالٍ : أَخْوَلَةٌ، خَوْلٌ، خَوْلَةٌ، خَوْلَةٌ (و) خَالٌ :

মামা, মাতুল।

مَادَّةُ : (খ-ও-ল) . جنس : أَجَوَفٌ وَأَوًى

بَنُو عَبَسٍ (بَنِي بَغِيضٍ أَوْ بَنِي رِفَاعَةَ أَوْ بَنِي طُلُق) :

আবসের বংশধর একটি গোত্রের নাম।

زِدْ : তুমি বৃদ্ধি কর।

(ض) زَيْدًا، زِيَادَةً : বৃদ্ধি করা, বৃদ্ধি পাওয়া।

(الْإِنْقَالَ) اسْتِرَادَةً : বেশি পেতে চাওয়া।

(الْإِنْقَالَ) إِزْدِيَادًا : বৃদ্ধি করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَنَزَّلَهُ عَلَى كَيْلٍ مَعِيٍّ .

مُرَادُفٌ : أَكْثَرُ

إِبْطَاحٌ (إِنْقَالَ) مَصْدَرٌ : স্টা হওয়া বা করা

(ف) وَكُرُوحًا، (الْإِنْقَالَ) إِبْطَاحًا : সুস্টা হওয়া।

مَادَّةُ : (র-য-হ) . جنس : يُقَالُ وَأَوًى

مَرَأً : (غ. و. ر) ، جنس : أَجَوَفٌ وَارٍ
 مَرَأً : النُّهْبُ
 مَرَأً : একটি জায়গার নাম : رَجَالٌ ، رَجَالٌ :
 رَجُلٌ (ج) : رَجُلٌ ، رَجُلَةٌ ، رَجُلَةٌ ، رَجُلٌ ، رَجُلٌ :
 পুরুষ, পদচরী।
 سَرَّاءٌ ، سَرَّاءٌ ، سَرَّاءٌ ، (و) سَرَّاءٌ :
 সস্ত্রা, ভদ্র, নেতা।
 فِي الْعَدِيثِ : وَهَانَ عَلَى سَرَّاءٍ بَنِي لُؤَيٍّ -
 حَرِيْقٌ بِالْبَوْبَةِ مُسْتَطِيرٌ
 مَرَأً : (م. ر. ي) ، جنس : نَاقِصٌ يَمَانِي
 مَرَأً : رُؤَسَاءُ / سَادَاتُ
 سُرُوجٌ : একটি স্থানের নাম।
 غَسَّانٌ : একটি বংশের নাম।
 لَأَ نَأَسَ : [যখন] সে উপলব্ধি করল।
 (إِفْعَالٌ) إِنْيَأَسَ : অনুভব করা। উপলব্ধি করা।
 (إِنْفَعَالٌ) : ভরি হওয়া, [এখানে-গর্ভবতী হওয়া]।
 (إِفْعَالٌ) : ভরি হওয়া, গর্ভবতী হওয়া। (ك) يُنْعَلُ :
 فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَتَقَفَتْ دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا .
 مَرَأً : (ث. ق. ل) ، جنس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : أَلْعَمَلُ
 بَاقِعَةٌ : (ج) بَاقِعٌ (النَّاءُ لِلْبَاقِعَةِ) :
 অত্যন্ত ধুরন্ধর।
 (ف) بَقِعًا : চলে যাওয়া।
 مَرَأً : (ب. ق. ع) ، جنس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : دَامِيَةٌ / حَذَرٌ ، حَذَرٌ :
 عَلَيَّ مَا يُقَالُ : যা বলা হয় সে মতে, জনশ্রুতি মতে।
 ظَمِنَ : সে চলে গেল, পালিয়ে গেল।
 (ف) ظَمِنًا ، ظَمِنًا ، ظَمِنًا :
 চলে যাওয়া।
 سِرٌّ : (ج) أَسْرَارٌ : গোপন বিষয়, রহস্য।
 سِرًّا : চুপিসারে।
 مَرَأً : حَقًّا :
 مَرَأً : رِبَاً : (ن. ف. م) :
 সঠিক হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : لَمَّا أَتَيْنَا صَلِيحًا .
 مَرَأً : (ص. ل. ح) ، جنس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : أَهْلِيَّةٌ / صَدَاقَةٌ ، حَذَرٌ :
 عُشْتُ (دُعَائِيَّةٌ) : তুমি বেঁচে থাক।
 (ض) عَيْشًا ، عَيْشَةً ، مَعَاشًا :
 বেঁচে থাকা।
 تُعِشْتُ (مَج) : তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক।
 (ف) نَعِشًا (دُعَائِيَّةٌ) : উচ্চ/ উন্নত করা। ধ্বংস থেকে রক্ষা করা।
 (ن. ض) يَرَأُ : সহ হওয়া।
 - الْوَالِدُ : মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَيَرَأُ بِالْوَالِدَيْنِ .
 مَرَأً : (ب. ر. ر) ، جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَأً : صَالِحَةٌ
 أَخْبِرْتُ : তিনি জানিয়েছেন।
 (إِفْعَالٌ) إِبْحَارًا : জানানো। অবহিত করা।
 أُمٌّ (ج) أُمَّهُاتٌ ، أُمٌّ : মাতা, জননী।
 بِرَّةٌ : এক মহিলার নাম।
 أَسْمٌ : (ج) أَسْمَاءُ ، أَسْمَاءُ ، أَسْمَاءُ : নাম, বিশেষ্য।
 بِرَّةٌ (ص. م. م) : সত্য-সাক্ষী।
 نَكَحْتُ : বিবাহ করেছিলেন।
 (ف. ض) نَكَحًا ، نِكَاحًا : বিবাহ করা, সঙ্গম করা।
 (إِفْعَالٌ) إِنْكَاحًا : বিবাহ করানো।
 فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -
 مَرَأً : (ن. ك. ح) ، جنس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : تَزَوَّجَتْ
 عَامٌ : (ج) أَعْوَامٌ : বছর, দিন।
 أَلْفَارَةُ : (ج) غَارَاتُ : লুণ্ঠতরাজ, [এখানে-যুদ্ধ]।

مَرَأً : (غ. و. ر) ، جنس : أَجَوَفٌ وَارٍ
 مَرَأً : النُّهْبُ
 مَرَأً : একটি জায়গার নাম : رَجَالٌ ، رَجَالٌ :
 رَجُلٌ (ج) : رَجُلٌ ، رَجُلَةٌ ، رَجُلَةٌ ، رَجُلٌ ، رَجُلٌ :
 পুরুষ, পদচরী।
 سَرَّاءٌ ، سَرَّاءٌ ، سَرَّاءٌ ، (و) سَرَّاءٌ :
 সস্ত্রা, ভদ্র, নেতা।
 فِي الْعَدِيثِ : وَهَانَ عَلَى سَرَّاءٍ بَنِي لُؤَيٍّ -
 حَرِيْقٌ بِالْبَوْبَةِ مُسْتَطِيرٌ
 مَرَأً : (م. ر. ي) ، جنس : نَاقِصٌ يَمَانِي
 مَرَأً : رُؤَسَاءُ / سَادَاتُ
 سُرُوجٌ : একটি স্থানের নাম।
 غَسَّانٌ : একটি বংশের নাম।
 لَأَ نَأَسَ : [যখন] সে উপলব্ধি করল।
 (إِفْعَالٌ) إِنْيَأَسَ : অনুভব করা। উপলব্ধি করা।
 (إِنْفَعَالٌ) : ভরি হওয়া, [এখানে-গর্ভবতী হওয়া]।
 (إِفْعَالٌ) : ভরি হওয়া, গর্ভবতী হওয়া। (ك) يُنْعَلُ :
 فِي الْقُرْآنِ : فَلَمَّا أَتَقَفَتْ دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا .
 مَرَأً : (ث. ق. ل) ، جنس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : أَلْعَمَلُ
 بَاقِعَةٌ : (ج) بَاقِعٌ (النَّاءُ لِلْبَاقِعَةِ) :
 অত্যন্ত ধুরন্ধর।
 (ف) بَقِعًا : চলে যাওয়া।
 مَرَأً : (ب. ق. ع) ، جنس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : دَامِيَةٌ / حَذَرٌ ، حَذَرٌ :
 عَلَيَّ مَا يُقَالُ : যা বলা হয় সে মতে, জনশ্রুতি মতে।
 ظَمِنَ : সে চলে গেল, পালিয়ে গেল।
 (ف) ظَمِنًا ، ظَمِنًا ، ظَمِنًا :
 চলে যাওয়া।
 سِرٌّ : (ج) أَسْرَارٌ : গোপন বিষয়, রহস্য।
 سِرًّا : চুপিসারে।
 مَرَأً : حَقًّا :
 مَرَأً : رِبَاً : (ن. ف. م) :
 সঠিক হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : لَمَّا أَتَيْنَا صَلِيحًا .
 مَرَأً : (ص. ل. ح) ، جنس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : أَهْلِيَّةٌ / صَدَاقَةٌ ، حَذَرٌ :
 عُشْتُ (دُعَائِيَّةٌ) : তুমি বেঁচে থাক।
 (ض) عَيْشًا ، عَيْشَةً ، مَعَاشًا :
 বেঁচে থাকা।
 تُعِشْتُ (مَج) : তোমার মর্যাদা উন্নীত হোক।
 (ف) نَعِشًا (دُعَائِيَّةٌ) : উচ্চ/ উন্নত করা। ধ্বংস থেকে রক্ষা করা।
 (ن. ض) يَرَأُ : সহ হওয়া।
 - الْوَالِدُ : মাতাপিতার প্রতি সদাচরণ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَيَرَأُ بِالْوَالِدَيْنِ .
 مَرَأً : (ب. ر. ر) ، جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَأً : صَالِحَةٌ
 أَخْبِرْتُ : তিনি জানিয়েছেন।
 (إِفْعَالٌ) إِبْحَارًا : জানানো। অবহিত করা।
 أُمٌّ (ج) أُمَّهُاتٌ ، أُمٌّ : মাতা, জননী।
 بِرَّةٌ : এক মহিলার নাম।
 أَسْمٌ : (ج) أَسْمَاءُ ، أَسْمَاءُ ، أَسْمَاءُ : নাম, বিশেষ্য।
 بِرَّةٌ (ص. م. م) : সত্য-সাক্ষী।
 نَكَحْتُ : বিবাহ করেছিলেন।
 (ف. ض) نَكَحًا ، نِكَاحًا : বিবাহ করা, সঙ্গম করা।
 (إِفْعَالٌ) إِنْكَاحًا : বিবাহ করানো।
 فِي الْقُرْآنِ : حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ -
 مَرَأً : (ن. ك. ح) ، جنس : صَحِيحٌ
 مَرَأً : تَزَوَّجَتْ
 عَامٌ : (ج) أَعْوَامٌ : বছর, দিন।
 أَلْفَارَةُ : (ج) غَارَاتُ : লুণ্ঠতরাজ, [এখানে-যুদ্ধ]।

وَهُلِّمْ جُرًّا، فَمَا يُعْرِفُ : أَحَىٰ هُوَ فَيَتَوَقَّعُ،
 أَمْ أُوَدِّعَ اللَّحْدَ الْبَلَقْعَ، قَالَ أَبُو زَيْدٍ :
 فَعَلَيْتُ بِصِحَّةِ الْعَلَامَاتِ أَنَّهُ وَلَدِي،
 وَصَدَّقْنِي عَنِ التَّعْرِفِ إِلَيْهِ صَفَرُ يَدِي،
 فَفَصَلْتُ عَنْهُ بِكَيْدِ مَرْضُوضَةٍ، وَدُمُوعِ
 مَفْضُوضَةٍ. فَهَلْ سَمِعْتُمْ، يَا أُولَى
 الْأَلْبَابِ ! بِأَعَجَبَ مِنْ هَذَا الْعَجَابِ ؟ فَقُلْنَا :
 لَا، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ !

অনুবাদ : আর এভাবে চলতে থাকল। কিন্তু জানা যাবে না যে, সে কি জীবিত আছে, যাতে তার অপেক্ষা করা যায়, নাকি তাকে মরুভূমিস্থ কবরে সমর্পিত করা হয়েছে? আবু যায়দ বলেন, অতঃপর আমি সঠিক আলামতের ভিত্তিতে জানতে পারলাম যে, সে আমার সন্তান। অথচ আমার হস্ত-রিক্ততা আমাকে তার সাথে পরিচিত হতে বাধা দিয়েছে। ফলে আমি বিচূর্ণিত হৃদয় ও প্রবাহিত অশ্রু ধারা নিয়ে তার কাছ থেকে পৃথক হলাম। অতএব, হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমরা কি এই বিশ্বয়কর কাহিনীর চেয়ে অধিক বিশ্বয়কর কোনো ঘটনা শুনেছ? উত্তরে আমার বলায়াম, না, সেই সন্তান এরূপ ধরা যাক উল্টোদিকে লগওহে মাহফুজের জ্ঞান [আমরা প্রথম ঘটনা শুনি নি]!

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

هَلِمَ (لَمْ يَفْعَلْ، لَا زَوْجًا وَمَعَهُ) : আস, নিয়ে আস । :
 جَرَا (مَضَرَّ مَضْرُوبٌ يَفْعَلُ مَحْذُوفٌ أَيْ جَرَّ جَرًّا أَوْ حَالَ
 سَمْنًا) : টানা ।
 هَلِمَ جَرًّا : এভাবে চলতে থাকল [ডাবাথ]
 مَازَعَرُ : জানা যাচ্ছে না । :
 عَزَقَ، عَزَقَانًا، مَعْرَقَةً : জানা । চেনা । :
 حَيٌّ (ج) أَحْيَا : জীবিত, মহত্বা, হোঁট শোঝে । :
 يَتَوَقَّعُ (مَج) : পাওয়ার আশা করা যায়, অপেক্ষা করা যায় । :
 تَرَفُّعًا (تَفَعَّلَ) : আশা করা, অপেক্ষা করা । :
 وَفَرَّأَ (ن) : পতিত হওয়া । :
 مَادَهُ (و-ن-ع) : গুণ্ণ : وَمَالًا وَلَوْ
 بِرَادٍ : যত্ন
 أَدْعَ (مَج) : সমর্পিত করা হয়েছে । :
 إِمْعَالًا (مَج) : আহ্বানত রাখা । অর্পণ করা । :

বগলী কবর, কবর, সমাধি : (ج) أَمَدًا، لَعُوْدُ
 শূন্য ভূমি, [এখানে-মক্কাভূমি] : (ج) بَلَاغٌ
 মাদে : (پ. ل. ج. ق), جنس : صَنِيع
 مُرَافِق : فَرَقُوا، ضِدَّ : الْعِصْرَانُ
 শূন্য কবর, [এখানে-মক্কাভূমিস্থ কবর] :
 اَللَّهُمُّ الْبَلْفَغُ
 আমি জানলাম, জানতে পাললাম :
 عَلِمْتُ : (س) عِلْمًا
 জানা, অবগত হওয়া :
 صَحَّةً (ض) مَصْد :
 সঠিক হওয়া, সুস্থ হওয়া :
 مَادَّة : (پ. ل. ج. ق), جنس : صَنِيع
 مُرَافِق : فَرَقُوا، ضِدَّ : الْعِصْرَانُ
 জালামত, চির : (و) عِلَامَةٌ
 মাদে : (پ. ل. ج. ق), جنس : صَنِيع
 مُرَافِق : اَمَارَاتُ
 وَلَدٌ، وَلَدٌ : الْمَذْكُورُ الْأَنْثَى وَالْوَالِدُ الْأُنْكَبِيرُ :
 সন্তান :

www.eelm.weebly.com

فَقَالَ : أَتَيْتُوهَا فِي عَجَائِبِ الْإِنْفَاقِ ،
وَحَلِدِيهَا بِطُورِ الْأَوْرَاقِ ، فَمَا سِيرَ مِثْلَهَا
فِي الْأَفْنَانِ ، فَأَحْضَرْنَا الدَّوَاءَ وَأَسَاوَدَهَا ،
وَرَفَقْنَا الْحِكَايَةَ عَلَى مَا سَرَدَهَا ، ثُمَّ
اسْتَبْطَنَاهُ عَنْ مُرَّتَاهُ ، فِي اسْتِضْمَامِ فَتَاهُ ،
فَقَالَ : إِذَا ثَقُلَ رُذْنِي ، خَفَ عَلَى أَنْ أَكْفَلَ
ابْنِي ، فَقُلْنَا : إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ نِصَابٌ مِنَ
الْمَالِ ، الْفَنَاهُ لَكَ فِي الْحَالِ .

অনুবাদ : অতঃপর তিনি বললেন, এ ঘটনাটি তোমরা সংঘটিত বিষয়কর ঘটনাবলির মাঝে লিপিবদ্ধ কর এবং কাগজের পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটিকে স্থায়ী করে রাখ। কেননা একরূপ ঘটনা দিক-দিগন্তে প্রচারিত হয় নি। অতএব, আমরা দোয়াত ও কলম উপস্থিত করলাম এবং ঘটনাটি তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন সেভাবে লিখে রাখলাম। অতঃপর আমরা তাঁর ছেলের সাথে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, যখন আমার জেব ভারি হয়ে যায় তখন আমার ছেলের দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সহজ হবে। আমরা তাকে বললাম, যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ আপনার জন্য যথেষ্ট হয়, তবে আমরা এখনই তা আপনার জন্য একত্র করে দেই।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ অতঃপর তিনি বললেন أَتَيْتُوهَا এ ঘটনাটি তোমরা লিপিবদ্ধ করে রাখ عَجَائِبِ الْإِنْفَاقِ সংঘটিত বিষয়কর ঘটনাবলির মাঝে وَحَلِدِيهَا এবং এ ঘটনাটিকে স্থায়ী করে রাখ بِطُورِ الْأَوْرَاقِ কাগজের পৃষ্ঠায় فَمَا সির মতেনা কেননা প্রচারিত হয়নি مِثْلَهَا একরূপ ঘটনা فِي الْأَفْنَانِ দিক-দিগন্তে فَأَحْضَرْنَا অতএব, আমরা উপস্থিত করলাম الدَّوَاءَ দোয়াত وَأَسَاوَدَهَا ও কলম উপস্থিত করলাম الْحِكَايَةَ ঘটনাটি عَلَى مَا সেরা তিনি বর্ণনা করেছেন ثُمَّ অতঃপর اسْتَبْطَنَاهُ عَنْ مُرَّتَاهُ আমরা তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম فِي اسْتِضْمَامِ فَتَاهُ মিলিত হওয়ার عَلَى أَنْ أَكْفَلَ আমার পক্ষে সহজ হবে ابْنِي আমার ছেলে فَقُلْنَا আমরা তাকে বললাম إِنْ كَانَ يَكْفِيكَ نِصَابٌ যদি আপনার জন্য যথেষ্ট হয় الْمَالِ একটি নিসাব পরিমাণ সম্পদ فَقَالَ তবে আমরা তা একত্র করে দেই فِي الْحَالِ এখনই।

শব্দ বিশ্লেষণ

তোমরা লিপিবদ্ধ কর। : أَتَيْتُوهَا
প্রমাণিত করা, দৃঢ় করা। লিপিবদ্ধ করা। : (أَفْعَال) إِنْفَاقًا
সাদে : (ث. ب. ت), جنس : صَحِيح
مُرَادُ : أَكْفَلْنَا .
(ج) عَجَائِبُ : (و) عَجِيبَةٌ : বিশ্বয়কর, আশ্চর্যজনক।
(أَفْعَال) الْإِنْفَاقُ : একমত হওয়া, নিকটবর্তী হওয়া, مصد : সংঘটিত হওয়া।
عَجَائِبِ الْإِنْفَاقِ : সংঘটিত হওয়া বিশ্বয়কর ঘটনাবলি।
حَلِدُوا : তোমরা স্থায়ী করে রাখ।
(تَفْعِيل) تَحْلِيلًا : স্থায়ী করা।
(ن) حَلِدُوا : দীর্ঘদিন অবস্থান করা, স্থায়ী হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا .
سَادَةُ : (خ. ل. د), جنس : صَحِيح

مُرَادُ : أَوْثَقُوا / أَتَيْتُوهَا : مُنَد : أَزِيلُوا
(ج) بَطُونُ , أَبْنُ , بَطْنَانُ (و) بَطْنَةٌ :
পেট, উদর, অভ্যন্তরীণ অংশ।
فِي الْعَوِيذِ : لِكُلِّ ظَهَرٍ بَطْنٌ .
مُرَادُ : جَوْفٌ , مُنَد : ظَهَرٌ
(ج) الْأَوْرَاقُ : (و) رَوَقٌ : রৌপ্য মুদ্রা, গাছের বা কাগজের পাতা :
(ج) أَوْرَاقٌ , رَوَاقٌ : (و) رَوَقٌ : রৌপ্য মুদ্রা।
فِي الْقُرْآنِ : وَطَقًا يَخْصِفَانِ مِنْ رَوَقِ الْحَجَرِ .
سَادَةُ : (و. ر. ز), جنس : رِشَالٌ وَأَوِي
مُرَادُ : صَبِيحَةٌ
بَطُونُ الْأَوْرَاقِ : (و) بَطْنُ الرَوَقِ : কাগজের পৃষ্ঠা।
مَا سِيرَ (مع) : প্রচারিত হয় নি, প্রসিদ্ধ হয় নি।
تَفْعِيل) تَسْيِيرًا : প্রচার করা। প্রসিদ্ধ করা।

مُرَادُ : اُسْتَبْرَأَ : جَدَّ : اُخْتُ

মতো, অনুরূপ, সদৃশ, দৃষ্টান্ত (জ) : اُمِّال : (জ)

দিক-দিশা, আকাশের কেনারা : اَفَقٌ : اَفَقٌ : (র) : اَفَقٌ : (জ)

আমরা উপস্থিত করলাম : اَحْضَرْنَا : (জ)

উপস্থিত করা : اَحْضَرْنَا : (জ) : اَحْضَرْنَا : (জ)

দোয়াত : اَحْضَرْنَا : (জ) : اَحْضَرْنَا : (জ)

মাদে : (দ-ও-ই) : جِنْس : لَيْفٌ مَقْرُون

(জ) : اَسَاوِدُ : (র) : اَسْوَدُ : (স-ও-ব) : جِنْس : اَجَوُ وَاَوِي

মাদে : اَسْوَدُ : (স-ও-ব) : جِنْس : اَجَوُ وَاَوِي

আমরা লিখলাম, লিখে রাখলাম : رَقَشْنَا : (ন)

নকশা করা : লেখা : সজ্জিত করা : رَقَشْنَا : (ন)

মাদে : (র-ক-শ) : جِنْس : صَحِيح

মুরাদ : كَتَبْنَا : تَقَشَّنَا

গল্প, কাহিনী, ঘটনা : (জ) : حِكَايَاتُ : (জ)

বর্ণনা করা : مَص : اَلْحِكَايَةُ (ض)

যেভাবে বর্ণনা করেছেন : اَلْحِكَايَةُ (ض)

(ন) : (ض) : سَرَدَا : سَرَدَا : اَلْحَدِيثُ : (ন)

ছিদ করা : اَلْحَدِيثُ : (ন)

মাদে : (স-র-দ) : جِنْس : صَحِيح

মুরাদ : تَابِعٌ : حَكَا

আমরা তার অন্তর্নিহিত ইচ্ছা জানতে চাইলাম : اَسْتَبْرَأْنَا : (ন)

অন্তর্নিহিত তথ্য জানতে চাওয়া : اَسْتَبْرَأْنَا : (ন)

চিন্তা-ভাবনা, মনোভাব, ইচ্ছা : (ম) : اَسْتَبْرَأْنَا : (ন)

চিন্তা-ভাবনা করা : اَسْتَبْرَأْنَا : (ন)

মাদে : (র-ও-ই) : جِنْس : مُرْكَبٌ : مَهْمُوزٌ عَيْن

ওনাতিস-যায়ী : مُرْكَبٌ : (জ)

মুরাদ : رَأَى : عَرَضَ

কাছে আনতে চাওয়া : মিলিত : مَص : اَسْتَبْرَأْنَا : (ন)

হতে চাওয়া : اَسْتَبْرَأْنَا : (ন)

মিলিত করা : اَسْتَبْرَأْنَا : (ন)

নব যুবক : (জ) : فَتًى : فَتًى : فَتًى : فَتًى : (জ)

কিশোর, দানশীল : فَتًى : (জ)

উকল (ক) : فَتًى : (জ)

মুরাদ : فَتًى : (জ)

জামার হাতার গোড়ার অংশ, জেব : اَرْدَنَةُ : (জ)

হালকা/সহজ হলো -হয়ে : اَرْدَنَةُ : (জ)

হালকা হওয়া, সহজ হওয়া : اَرْدَنَةُ : (জ)

হালকা মনে করা : اَرْدَنَةُ : (জ)

মাদে : (খ-ফ-ন) : جِنْس : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

মুরাদ : لَفَتْ : جَدَّ : ثَلَاثِي

আমার পক্ষে দায়িত্ব নেওয়া : اَرْدَنَةُ : (জ)

দায়িত্ব নেওয়া, জিমাদার হওয়া : اَرْدَنَةُ : (জ)

দায়িত্বশীল বানানো : দায়িত্বশীল হওয়া : اَرْدَنَةُ : (জ)

মাদে : (ক-ফ-ল) : جِنْس : صَحِيح

মুরাদ : اَضْمِنُ

ইন : (জ) : بَتُونٌ : اَبْنَاءُ : (জ)

যেখেল হয় : اَبْنَاءُ : (জ)

যেখেল হওয়া : اَبْنَاءُ : (জ)

নিষা : (জ) : نَصَابٌ : (জ)

নিষি : (জ) : نَصَابٌ : (জ)

মাদে : (ন-স-ব) : جِنْس : صَحِيح

আমাল : (জ) : اُمُورٌ : (জ)

আমরা একত্র করে দিলাম -দেই, -দিছি : (জ)

সংকলন করা : একত্র করা : (জ)

মুরাদ : جَمَعَ

আপনার জন্য : (জ)

আবস্থা, আকার-আকৃতি : (জ) : اَحْوَالٌ : اَحْوَالٌ : (জ)

এখনই, এই মুহূর্তে : (জ)

বালাগাত : (জ)

কোলে : فَاَحْضَرْنَا الدَّوَاءَ وَاسَاوَدَمَا : (জ)

এ বাক্যের মধ্যে কলম কে কলম : (জ)

মাদে : (জ) : اَحْوَالٌ : اَحْوَالٌ : (জ)

কোলে : اَحْوَالٌ : (জ)

কোলে : اَحْوَالٌ : (জ)

কোলে : اَحْوَالٌ : (জ)

فَقَالَ: وَكَيْفَ لَا يُقْنِعُنِي نَصَابٌ، وَهَلْ يَخْتَصِرُ قَدْرَهُ إِلَّا مُصَابٌ؟ قَالَ الرَّاوي: فَالْتَزَمَ كُلُّ مَنَا قِسْطًا، وَكَتَبَ لَهُ بِهِ قِطًّا، فَتَكَرَّ عِنْدَ ذَلِكَ الصَّنْعِ، وَاسْتَنْفَدَ فِي الثَّنَاءِ الْوُسْعَ، حَتَّى أَتْنَا اسْتَطَلْنَا الْقَوْلَ، وَاسْتَقْلَلْنَا الطَّوْلَ ثُمَّ إِنَّهُ نَشَرَ مِنْ وَشَى السَّمَرِ، مَا أَزْرَى بِالْحَبَرِ، إِلَى أَنْ أَظْلَلَ التَّنْوِيرَ، وَجَسَرَ الصُّبْحَ الْمُنِيرَ.

অনুবাদ : উত্তরে তিনি বললেন, কেনই বা নেসাব পরিমাণ সম্পদ আমাকে পরিভূক্ত করবে না ? এ পরিমাণ সম্পদ উন্মাদ ব্যতীত কেউ কি কম মনে করতে পারে ? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই একটি অংশ নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল এবং তজ্জন্য তাঁকে রসিদ লিখে দিল। তাঁই তিনি সে মুহূর্তে উক্ত অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং প্রশংসায় শক্তি ব্যয় করে দিলেন [অর্থাৎ, সাধ্য মতো প্রশংসা করলেন]। ফলে আমরা (তার) উক্তিকে অধিক মনে করলাম এবং [আমাদের] দানকে কম মনে করলাম। তারপর তিনি এরূপ নানা রকমের গল্প বললেন, যা ইয়েমেনী চাদরের গল্পে বর্ণিত হলে। এভাবে [দিবসের] আলোর বিকাশ নিকটবর্তী হলো এবং আলোকোজ্জ্বল প্রভাত উদ্ভাসিত হলো।

শাব্বিক অনুবাদ : فَتَالِیْكَ اُتরে তিন বললেন كَيْفَ কেইবা لَا یُفْعِلُنِیْ আমাকে পরিতও করবে না نَصَابٍ নেসাব
পরিমাণ সম্পদ هَلْ یَحْتَفِرُ কেউ কি কম মনে করতে পারে قَدَرُهُ এ পরিমাণ সম্পদকে الْأَمْصَابِ উন্মাদ ব্যাভীত
বর্ণনাকারী বলেন فَالْتَزِمَ নিজের দায়িত্বে নিয়ে নিল كُلُّ مَنَّا আমাদের প্রত্যেকেই فِطْرًا একটি অংশ وَكَبَّرْ لَهُمُ তজ্জনা
তাকে লিখে দিল رَسِیدِ فَشَكَرَ তাই তিনি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন عَنْدَ رَبِّكَ আমাদের সমুহকে الْمُنْعِ উক্ত অনুগ্রহের জন্য
এবং বায় করে দিলেন الْفَنَاءِ فِی প্রশংসায় الشُّكْرِ ফলে حَتَّى আমরা অধিক মনে করলাম اِنَّا اِسْتَطَعْنَا
مِنْ رَحْمَةِ السَّیْرِ তারপর তিনি বললেন ثُمَّ اِنَّهُ نَسَرَ الطَّوْرَ অনুগ্রহকে اِسْتَقْلَلْنَا এবং কম মনে করলাম الْقَوْرَ
التَّوْبِیْرِ নানা রকমের গল্প اَزَّیْ مَا যাহা জ্ঞান করে দিল بِالْمِیْرِ ইয়েমেনী চাদরকে اِلَیْ اَنْ এভাবে اَظَلَّ নিকটবর্তী হলো
আলোর বিকাশ وَغَشَرَ এবং উদ্ভাসিত হলো الْمُنْعِ প্রভাব السُّبْرِ আলোকোজ্জ্বল ।

শব্দ বিশ্লেষণ

কিভাবে, কিরূপে, কেনই বা। : كَيْفَ

পরিভূক্ত করবে না : إِنَّمَا :
مُرَادِفٌ : يَكْفِي

ভিস্তি, নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ, যার : **نَصَابُ** : (ج) **نُصَبُ** :
উপর ভিস্তি করে যাকাত ফরজ হয়।

তুচ্ছ/ কম মনে করতে পারে [কি] : **مَلْ يَخْتَفِرْ**

(اِفْتَعَالَ) اِحْنَقَارًا، (اِسْتَفْعَالَ) اِسْتِحْقَارًا.

(إِفْعَال) إِحْتَارًا (ض) حَقَرًا - : হুঁচকি বা : ছোট মনে করা।

مَادَّةُ : (ح - ق - ر) ، جِنْسُ : صَحِيح

مَرَادِفُ : يَنْتَضِفُ ، ضِدُّ : يَنْتَكِثُ

পরিমাণ, মান-সম্মান : (ج) أَقْدَارُ :

مُرادف : وزن

مُصَابٌ (مف. مذ) : বিপদগ্রস্ত, উন্মাদ, পাগলাটে।

(إِفْعَال) إَصَابَةٌ - الْخَطْبُ فَلَانًا : बिपद आसा ।

- الرَّجُلُ الْأَمْرُ : সঠিকভাবে করা।

পাওয়া : - الشئ :

বদ নজর দেওয়া। হিংসা করা। : **هَمِيْزٌ** -

- التهم الرمية : সঠিক লক্ষ্যভেদ করা।

۱۰۰

سرکاری : صاحبزادوں

বর্ণনাকারী, কথক। : الرَّاَوِي (ج) رَوَاةٌ :
 বর্ণনা করা : (ض) رَوَايَةٌ :
 নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিল : : الرَّتَمُ :
 আবশ্যক করে নেওয়া : : (اِ) رَتَمًا :
 আমাদের প্রত্যেক। : : كُلُّ مِنَّا :
 অংশ, পরিমাণ, পাল্লা, নিশি। : : (ج) أَقْسَاطٌ :
 فِي الْقُرْآنِ : وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ بِالنِّفَاطِ .
 মাদে : (ق. স. - ط) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ :
 مُرَادٌ : نَصِيحًا .
 কَتَبَ : :
 লিখল, লিখে দিল। :
 (ن) كَتَبَ , كِتَابًا , كِتَابَةً , كِتَابَةً :
 লেখা। লিপিবদ্ধ করা। :
 অংশ, হিসাব-লিপি, চেক, রশিদ। : : (ج) قَطْرٌ :
 مَادَةٌ : (ق. - ط. - ط) , جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي :
 مُرَادٌ : كِتَابًا . صَكًّا :
 شَكَرَ :
 কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। :
 (ن) شُكْرًا , شُكْرًا , شُكْرًا :
 শোকর আদায় করা,
 কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। :
 فِي الْقُرْآنِ : وَنَسَجَزِي الشَّاكِرِينَ .
 মাদে : (ش. - ك. - ر) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ :
 مُرَادٌ : أَتَى , ضَدٌّ : كَفَرٌ :
 সে সময়, সে মুহূর্তে। :
 (ا) الصُّنْعُ :
 ভালো কাজ, অনুগ্রহ। :
 তৈরি করা। : : (ن) مَدٌّ :
 (ا) اسْتَنْفَدَ :
 নিঃশেষ করে দিলেন। ব্যয় করে দিলেন। :
 (ا) اسْتَنْفَدًا , (ا) اسْتَنْفَادًا - الشَّيْءُ :
 ব্যয় করা, নিঃশেষ করা। :
 (س) نَقَدًا , نَقَدًا - الشَّيْءُ :
 নিঃশেষ হওয়া। :
 فِي الْقُرْآنِ : مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ .
 মাদে : (ن. - ف. - د) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ :
 مُرَادٌ : اسْتَفْرَغَ , ضَدٌّ : اسْتَبْقَى :

সম্পূর্ণ শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করলেন। : : اسْتَنْفَدَ التَّوَسُّعَ :
 প্রশংসা, সাধুবাদ, স্তুতি। : : (ج) أَتْنِيَّةٌ :
 مُرَادٌ : التَّحْنُتُ :
 শক্তি, সামর্থ্য। : : التَّوَسُّعُ :
 প্রশস্ত হওয়া। পরিব্যস্ত হওয়া। : : سَعَةً :
 فِي الْقُرْآنِ : وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ .
 মাদে : (و. - س. - ع) , جِنْسٌ : مِثَالٌ وَآوِي :
 مُرَادٌ : الطَّاقَةُ .
 حَتَّى :
 ফলে, অবশেষে , এমনকি, পর্যন্ত। :
 اسْتَطَلْنَا :
 অধিক মনে করলাম। :
 (ا) اسْتَطَلْنَا :
 مُرَادٌ : اسْتَكْفَرْنَا , ضَدٌّ : اسْتَغْلَلْنَا :
 الْفَقْرُ (ج) أَقْوَالُ , (ج) أَقْوَالٌ :
 উক্তি। :
 الْقَوْلُ : (ن) مَدٌّ :
 কথা বলা। :
 اسْتَغْلَلْنَا :
 আমরা কম মনে করলাম। :
 (ا) اسْتَغْلَلْنَا :
 কম/তুচ্ছ মনে করা। :
 الْطَوْلُ :
 অনুগ্রহ, বশিশ, শক্তি-সামর্থ্য, ধনাঢ্যতা। :
 فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا .
 মাদে : (ط. - و. - ل) , جِنْسٌ : أَجْوَفٌ وَآوِي :
 مُرَادٌ : الْقَمْنُ / الْقَضَلُ :
 تَشَرُّ :
 ছড়ালেন, [এখানে- বললেন, পরিবেশন করলেন]। :
 (ن) تَشَرُّ :
 ছড়ানো। প্রসার করা। :
 وَنَشَى : (ج) وَشَاءَ :
 কারুকার্যকৃত কাপড়, কাপড়ের কারুকার্য। :
 نَشَى (ض) مَدٌّ :
 মিথ্যা বলা, চোগলখুরি করা, কারুকার্য করা। :
 أَسْمَرُ : (ج) أَسْمَرُ :
 রাতের গল্প। :
 مَا أَزْرَى - بِهِ :
 যা ম্লান করে দিল। :
 (ا) اسْمَالٌ :
 (ض) زَبَابَةٌ :
 কলঙ্কিত করা। কলঙ্কিত করা। :
 قَالَ الْأَمَامُ الشَّافِعِيُّ : لَوْلَا الشُّعْرُ بِالْعِلْمِ لَبُزِيَ :
 لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرُ مِنْ كَوْنِي :
 مَادَةٌ : (ز. - ر. - ي) , جِنْسٌ : نَاقِصٌ بِأَنَّى :

مُرَادٌ : كَانَ

(জ) حَبِيرٌ, حَبِيرَاتٌ, (و) حَبِيرَةٌ : নকশি করা ইয়েমেনী চাদর :

أُظِلَّ : নিকটবর্তী হলো :

(إِفْعَالٌ) إِظْلَالٌ : হায়াচ্ছ হওয়া : নিকটবর্তী হওয়া :

(س) ظَلَّ : স্থায়ী হওয়া :

فِي الْقُرْآنِ : وَلَقَدْ أَظَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا .

مَادَّةُ : (ظ - ل - ل), جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : اقْتَرَبَ

الْتَنَوِيرُ : আলোর বিকাশ :

الْتَنَوِيرُ (تَفْوِيلٌ) مَصْدُ : التَّنْوِي : আলোকিত হওয়া :

- التَّنْوِي : প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা :

- التَّنْوِي : আলো বিকশিত হওয়া :

- التَّنْوِي : আলো দেখানো :

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّهُ نُورٌ الْفَجْرِ -

مَادَّةُ : (ن - و - ر), جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادٌ : الْأَضَاءُ

جَشَرٌ : প্রভাতের আলো উদ্ভাসিত হলো :

(ن) جَشَرًا - الصَّبْحُ : উদ্ভাসিত হওয়া, উদয় হওয়া :

(تَفْوِيلٌ) تَجَشُّرًا - الْإِنَاءُ : খালি করা :

مُرَادٌ : انْتَقَلَ/ظَلَعَ : جُنْدٌ : غَرَبَ

الصَّبْحُ : (ج) أَصْبَحَ : প্রভাত, দিবসের শুরুভাগ :

الْمُنِيرُ : (ف, م, ذ) : আলোকোজ্জ্বল, দ্যুতিকর :

(إِفْعَالٌ) إِنَارَةٌ : আলোকিত করা :

مَادَّةُ : (ن - و - ر), جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَأَوَى

مُرَادٌ : الرَّائِحُ/الْمُضِي : حُدُ : الْمَطْلُمُ/الْمُدْلِي

বালাগাত

قَوْلُهُ : إِنَّهُ نَشْرٌ مِنْ وَشَى الْمَسَرِ :

এখানে [রাতের চমৎকার গল্প] কে দামী সুন্দর

কারুকার্য খচিত চাদরের সাথে তৈরি দেওয়া হয়েছে।

এখানে উল্লিখিত এবং মাযযুফ রয়েছে।

অতএব এখানে [শুশুকার] রয়েছে। আর দামী-চাদরের

জন্য কারুকার্য লাগে তাই ওশী -এর মধ্যে

মাসিবে তৈরি হয়েছে। আর এমন চাদর ছড়িয়ে রাখা

অতএব নশর -এর মধ্যে তৈরি হয়েছে।

فَقَضَيْنَاهَا لَيْلَةً غَابَتْ شَوَائِبُهَا ، إِلَى أَنْ
شَابَتْ ذَوَائِبُهَا ، وَكَمَلَ سَعُودُهَا ، إِلَى أَنْ
انْفَطَرَ عُودُهَا ، وَلَمَّا ذُرِّ قُرْنُ الْغَزَالَةِ ، طَمَرَ
طُمُورُ الْغَزَالَةِ ، وَقَالَ : انْهَضْ بِنَا لِنَقِضَ
الصَّلَاتِ ، وَلِنَسْتَنْصِصَ الْإِحَالَاتِ ، فَقَدْ
اسْتَطَارَتْ صُدُوعُ كَيْدِي ، مِنَ الْحَيْنِ إِلَى
وَلَدِي ، فَوَصَلْتُ جَنَاحَهُ ، حَتَّى سَنَيْتُ
نَجَاحَهُ .

অনুবাদ : অতএব আমরা সেই রাত্রিকে একপ রাত্রিতে পরিণত করে কাটলাম, যার জুলফিশুলো সফেদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত তার ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়ে গেছে এবং প্রভাবের গুভ্রতা বিকশিত হওয়া পর্যন্ত তার কল্যাণ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। অতঃপর যখন সূর্যের আলো বিকশিত হলো তখন তিনি হরিণীর লাফের মতো লাফিয়ে উঠলেন এবং বললেন, তুমি বখশিশুলো উসুল করার জন্য এবং অর্পিত দানগুলো কিছু কিছু করে আদায় করার জন্য আমাদের সাথে উঠ। কেননা আমার ছেলের প্রতি উদগ্র স্নেহের কারণে আমার কলিজার টুকরোগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, ফলে আমি তার ডানার সাথে যুক্ত হলাম [অর্থাৎ, তার সাথে গেলাম] এবং তার সফলতাকে সহজ করে দিলাম।

শাস্তিক অনুবাদ : فَقَضَيْنَا اতএব আমরা সেই রাত্রিকে কাটলাম بِلَيْلَةٍ এরূপ রাত্রি غَابَتْ দূরীভূত হয়ে গেছে
 وَكَوْنُهَا তার ভয়ভীতি اِنْ شَأْنُهَا الى সফেদ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত دَوَانِهَا যার জুলফিশুলো এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে
 وَكَوْنُهَا তার কল্যাণ اِلَى اَنْ পর্যন্ত انظُرْ বিকশিত হওয়া مُرَدِّمَا প্রভাতের শুভতা وَلَمْ اَذَرْ অতঃপর যখন উদিত হলো
 اِنْخُسْرَانَا সূর্যের আলো طَمَرٌ তখন তিনি লাক্ষিয়ে উঠলেন الْفَزَالَةَ হিবরীরা লাক্ষের মতো وَقَالَ এবং বললেন
 اِنْخُسْرَانَا তুমি আমাদের সাথে উঠ لِنَبْضِ उसল করার জন্য الصَّلَاتِ বশিশিশুলো কিছু কিছু করে আদায় করার জন্য
 اِنْخُسْرَانَا অর্পিত দানগুলো فَعَدَّ اسْتَطَارَتْ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে صَدْرُهُ হৃকরোতুলো كَيْدِي আমার কলিজা الْعَيْنَيْنِ উন্ম
 স্নেহের কারণে اِلَى وَلَدِي আমার ছেলের প্রতি فَوَصَلْتُ আমি যুক্ত হলাম جَنَاحَهُ তার ডানার সাথে عَثَى سَكَبْتُ এবং সহজ
 করে দিলাম تَجَاحَهُ তার সফলতাকে ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আমরা পূর্ণ করলাম, কাটলাম। : قَضَيْنَا

সম্পাদন করা। মীমাংসা করা। কাটানো। : (ض) قَضَاءُ :

পরিশোধ করা : - الدِّينَ :

فِي الْقُرْآنِ : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ .

مَادَّةُ : (ق. ض. ی) ، جنس : نَاقِصٌ یَائِسٌ

مُرَادِفُ : اَمْضِيْنَا .

لَيْلَةٌ : (ج) لَيَالٍ : رাত্রि, राखनी ।

غَابَتْ : दूरीभूत হয়ে গেছে।

(ن) غَيْبًا، غِيَابًا، غُيُوبًا، غَيْبَةً :

فِي الْقُرْآنِ : يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ .

مُرَادِف : اِسْتَتَرْتُ ، ضَدُّ : ظَهَرْتُ .

(ج) شَوَائِبُ، (و) شَائِبَةٌ : [এখানে- ভয়-ভীতি] : দোষ-ত্রুটি,

إلى أن شأبت : । : सफेद হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ।

(ض) شَيْبًا ، شَيْبَةً ، مَشَيْبًا : سادہ ہوا :۔

مرادف : ابيضض۔

(ج) ذَوَائِبُ، (و) ذَوَابَّةٌ : । [জুলফি] চুল, অগ্রভাগের চুল,

مَادَّةُ : (ذ.ء.ب) ، جنس : مَهْمُوزٌ عَيْنٌ

পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। : **কমল**

(ن.ك) كَمَالًا، كَمُولًا : পরিপূর্ণ হওয়া ।

परिपूर्ण करा । : اِكْمَالًا :

فِي الْقُرْآنِ : الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .

مَادَّ : (ك-م-ل) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : تَمَّ , ضَدَّ : نَقَصَ

সমুদ্র , সৌভাগ্য : سَعُودٌ

সমুদ্র , সৌভাগ্য : سَعُودٌ (ف) مَصَّ : কল্যাণময় হওয়া।

مَادَّ : (س-ع-د) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : يَمُنُّ , ضَدَّ : نَحَسَ

বিকশিত হওয়া পর্যন্ত : إِلَى أَنْ يَنْفَطِرَ

বিকশিত হওয়া : (انْفِعال) انْفِطَارًا

বিদীর্ণ করা : (ض) فَطَرَ

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ .

مَادَّ : (ف-ط-ر) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : انْشَقَّ / طَلَعَ

عُودٌ : (ج) عِيدَانٌ , أَعْرَادٌ , أَعْرَدَ : কাঠ, এক প্রকার

সুগন্ধি, [এখানে-রূপক অর্থে উভয়]।

لَمَّا ذَرَّ : যখন উদিত হলো।

(ن) ذَرَا , ذُرُورًا - السَّمْسُ : উদিত হওয়া।

العَبَّ فِي الْأَرْضِ : বীজ বপন করা।

أَلْأَرْضِ اكْتِسَابَاتٌ : উৎপন্ন করা।

مَادَّ : (ذ-ر-ر) , جَنَسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَّادٌ : طَلَعَ , ضَدَّ : غَرَبَ

قَرَنٌ : (ج) قُرُونٌ , قُرَّانٌ : সূর্যের প্রথম আলো।

مَادَّ : (ق-ر-ن) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : شُعَاعٌ , ضَدَّ : ظَلَامٌ

الْغَزَالَةُ : নবাবুল, উদয়কালীন সূর্য।

مَادَّ : (غ-ز-ل) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : أَلْشَّمْسُ

طَمَرَ : লাক্ষিয়ে উঠলেন।

(ن) طَمَرًا , طَمَرًا , طَمَرًا : লাক্ষিয়ে উঠা।

(تَفْعِيل) تَطْمِيرًا الْبَيْتِ : পর্দা স্থলানো।

طَمَرٌ : লক্ষ, লাক

مَادَّ : (ط-م-ر) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : شُعَاعٌ , ضَدَّ : ظَلَامٌ

الْغَزَالَةُ : হরিণের মাদী বাচ্চা, হরিণী।

مَادَّ : (غ-ز-ل) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : طَبِيئَةٌ

انْهَضَ : তুমি উঠ, উঠে দাঁড়াও।

(ف) نَهَضًا , نَهَضًا : উঠে দাঁড়ানো।

لَنْ يَنْقُضَ : উসূল করার জন্য, হস্তগত করার জন্য।

(ض) قَبَضًا : উসূল করা, হস্তগত করা, ধরা।

(انْفِعال) انْقِطَاعًا : সংকুচিত হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ .

مَادَّ : (ق-ب-ض) , جَنَسَ : صَحِيحٌ

مَرَّادٌ : امْسَكَ

صَلَّاتٌ , (و) صَلَّةٌ : দান, অনুগ্রহ, বখশিশ।

صَلَّةٌ , وَصَلَ (ض) مَصَّ : যুত করা, একত্র করা, অনুগ্রহ করা।

مَادَّ : (و-ص-ل) , جَنَسَ : مِثَالٌ وَآوَى

مَرَّادٌ : اَلْمَطَايَا .

لَنْ يَنْقُضَ : কিছু কিছু করে আদায় করার জন্য।

(انْفِعال) اِسْتِنْصَافًا , (تَفْعِيل) تَنْقِصًا : কিছু কিছু করে উসূল করা, অল্প অল্প করে সম্বাহ করা।

مَادَّ : (ن-ض-ض) , جَنَسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

(ج) اِحْصَالَتْ , (و) اِحْصَالَةٌ : অর্পিত দান।

اِلْحْصَالَةُ (انْفِعال) مَصَّ : অন্যের প্রতি সোপর্দ করা।

مَادَّ : (ح-و-ر) , جَنَسَ : اُجُوفٌ وَآوَى

مَرَّادٌ : اَلْحِرَالَاتُ .

(قَدْ) اِسْتِطَارَتْ : বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

(انْفِعال) اِسْتِطَارَةً : বিক্ষিপ্ত হওয়া।

مَرَّادٌ : تَفَرَّقَتْ , ضَدَّ : اِجْتَمَعَتْ

(ج) صُلُوعٌ , (و) صَدْعٌ : ফাটল, টুকরা।

مَرَّادٌ : شَقُّوقٌ

কলিজা, অভ্যন্তরীণ জিনিস : اَكْبَادُ كُبُودَ : (ج) اَكْبَادُ كُبُودَ :
 الْحَنِينُ : অগ্রহ, উদয় স্নেহ ।
 الْحَنِينُ (ض) مصد : অগ্রহী হওয়া ।
 مَادَهُ : (ج - ن - ن) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادٌ : الْأَشْيَاءُ
 وَلَدٌ : لِلذَّكْرِ الْأُنثَى وَلِلرَّاجِدِ وَالْكَثِيرِ
 وَجُمِعَ أَيْضًا عَلَى : أَوْلَادٍ , رُلْدَةٍ , وَالذَّوِّ , وَوُلْدٍ :
 سُبْحَانَ :
 وَصَلَتْ : আমি জড়িত হলাম, যুক্ত হলাম ।
 (ض) وَصَلًا , صَلَةً وَوَصُولًا : পৌছা
 مَادَهُ : (و - ص - ل) , جنس : مِمَّا لَوَاوِي
 مُرَادٌ : اِغْتَلَقْتُ / اِنْتَهَيْتُ
 جَنَاحٌ : (ج) أَجْنَعٌ , أَجْنَعَةٌ :
 পাখির ডানা । মানুষের হাত ,
 বাহ ও পার্শ্ব ।
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ .
 مَادَهُ : (ج - ن - ح) , جنس : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : يَدٌ / جَنَبٌ
 سَنَيْتُ : আমি সহজ করে দিলাম ।
 تَفَعَّلَ : تَسْنِيَةً : সহজ করা, আলোকিত করা ।
 (ن) سَنَاءٌ : বিদ্যা ৭ চমকানো ।

فِي الْقُرْآنِ : يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ .
 (س - ن - و) , جنس : نَاقِصٌ وَآوِي
 مُرَادٌ : سَهْلٌ
 نَجَاحٌ : نَجَحٌ : সফলতা ।
 نَجَاحٌ : نَجَحٌ (ف) مصد : সফল হওয়া ।
 مُرَادٌ : الظُّفْرُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : شَابَتْ ذَوَانِبُهَا :

এই বাক্যের মধ্যে রাজিকে একটি সুন্দর রমণীর সাথে
 উল্লিখিত দেওয়া হয়েছে। এখানে مُشَبَّه উল্লিখিত এবং
 اِسْتِعَارَةٌ মাহযুফ রয়েছে। অতএব এখানে
 لَا يَزِمُ مَكْنِيَةً রয়েছে। আর সুন্দরী মহিলার জন্য জুলফি
 অতএব اِسْتِعَارَةٌ تَغْيِيلِيَّةٌ -এর মধ্যে ذَوَانِبُ -এর
 قَوْلُهُ : فَرَصَتْ جَنَاحَهُ :

এখানে مُشَبَّه দেওয়া হয়েছে। পাখির সাথে أَبُو زَيْدٍ
 তাই مُشَبَّহ উল্লিখিত এবং মাহযুফ রয়েছে।
 অতএব এখানে اِسْتِعَارَةٌ مَكْنِيَّةٌ রয়েছে। পাখির জন্য
 اِسْتِعَارَةٌ تَغْيِيلِيَّةٌ -এর মধ্যে جَنَاحَهُ তাই لَا يَزِمُ
 রয়েছে।

فَحِينَ أَحْرَزَ الْعَيْنَ فِي صُرَّتِهِ، بَرَقَتْ
أَسَارِيرُ مَسْرَّتِهِ، وَقَالَ لِي: جُزَيْتَ خَيْرًا عَنْ
خُطَا قَدَمَيْكَ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَيْكَ،
فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَيْعَكَ لِأَشَاهِدَ وَلَدَكَ
النَّجِيبَ، وَأَنَافِقُهُ لِيَكُنِي يُجِيبُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ
نَظْرَةَ الْخَادِعِ إِلَى الْمَخْدُوعِ، وَضَحِكَ حَتَّى
تَغَرَّغَتْ مُقْلَتَاهُ بِالذُّمُوعِ. ثُمَّ أَنشَدَ :

অনুবাদ : অতঃপর যখন তিনি তাঁর থলিতে স্বর্ণমুদ্রা সংরক্ষণ করলেন তখন তার আনন্দের রেখাগুলো চমকিয়ে উঠল এবং তিনি আমাকে বললেন, তোমার দুই কদমের পদবিক্ষেপের পরিবর্তে তোমাকে উত্তম দান দেওয়া হোক এবং আল্লাহ তা'আলা আমার পক্ষ থেকে তোমার তত্ত্বাবধায়ক থাকুন। তখন আমি বললাম, আমি আপনার সম্ভ্রান্ত ছেলেটিকে দেখার জন্য এবং তার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য আপনার সাথে যেতে ইচ্ছা করছি। যাতে সে [আমার কথাবার্তার] উত্তর দেয়। অতঃপর তিনি আমার দিকে প্রতারিতের প্রতি প্রতারকের তাকাবার মতো তাকালেন এবং হেসে দিলেন। ফলে তার দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন :

শাব্দিক অনুবাদ : ফَحِينَ অতঃপর যখন أَحْرَزَ তিনি সংরক্ষণ করলেন الْعَيْنَ স্বর্ণমুদ্রা فِي صُرَّتِهِ তাঁর থলিতে তখন চমকিয়ে উঠল أَسَارِيرُ مَسْرَّتِهِ তার আনন্দের রেখাগুলো এবং তিনি আমাকে বললেন جُزَيْتَ তোমাকে দেওয়া হোক خَيْرًا উত্তম দান عَنْ পরিবর্তে خُطَا পদবিক্ষেপ عَلَيْكَ তোমার প্রতি فَقُلْتُ তখন আমি বললাম أُرِيدُ আমি ইচ্ছা করছি أَنْ أَتَيْعَكَ আপনার সাথে যেতে وَاللَّهُ তা'আলা আমার পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক তাকাবার মতো তাকালেন النَّجِيبَ এবং তার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য أَنَافِقُهُ যাতে সে উত্তর দেয় لِيَكُنِي يُجِيبُ অতঃপর তিনি তাকালেন إِلَى আমার দিকে نَظْرَةَ তাকাবার মতো তাকালেন وَضَحِكَ حَتَّى প্রতারিত প্রতি প্রতারিত হয়ে ফলে تَغَرَّغَتْ তার দুই চোখ بِالذُّمُوعِ অশ্রুতে ভরে উঠল ثُمَّ أَنشَدَ অতঃপর তিনি আবৃত্তি করলেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

সময়, যখন। : جَحِينٌ (জ) أَحْبَابٌ (জ) أَحَابِيْنُ (জ)
সংরক্ষণ করলেন। : أَحْرَزَ :
সংরক্ষণ করা, অর্জন করা। : (ن) حَرَزًا :
মাদে : (ح-র-ز) : جَس : صَحِيح
مُرَادُ : سَهْل
الْعَيْنُ : (ج) عَيْنٌ، عَيْنٌ : স্বর্ণমুদ্রা, নগদ অর্থ। :
মাদে : (ع-য-ন) : عَيْنٌ : أَجَوُّ يَأْنِي
مُرَادُ : الْبَيْتَارُ
صُرَّةٌ : (ج) صُرَّةٌ : থলি, ঝুলি। :
চমকিয়ে উঠল। : بَرَقَتْ :
(ن) بَرَقًا، بَرَقَاتًا، بَرَقَاتًا : চমকানো। :
(تَفْعِيل) تَبَرَّقًا : সজ্জিত করা। :

- عَيْنِي وَعَيْنِي : বিস্মিত নেয়ে তাকানো। :
فِي الْحَدِيثِ : تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ :
مَادَةٌ : (ب-র-ق) : جَس : صَحِيح
مُرَادُ : الْمَعْنَى :
(জ) (أ) مُرَادُ : (أ) :
فِي الْحَدِيثِ : حَرَجَ تَبَرَّقَ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ :
صُرَّةٌ : (ج) : تَبَرَّقَ : আনন্দ
صُرَّةٌ : مُرَادُ (ن) : مَد :
জুজুত (ম) : (دُعَايَةُ) :
(ض) : جَزَاءٌ :
خَيْرٌ : (لَمْ تَفْعَلْ، مَذ) :
(ض) : خَيْرًا : উৎকৃষ্ট হওয়া। :
উৎকৃষ্ট হওয়া। :

কল্যাণ করা। : **اللَّهُ لَكَ فِي الْأَمْرِ** -
 প্রাধান্য দেওয়া। : **خَيْرًا - الثَّغْنَى عَلَى غَيْرِهِ** -
 নির্বাচন করা। মনোনয়ন দেওয়া। : -
خَيْرٌ : (জ) **أَخْيَارٌ**, **خَيْرًا** : উত্তম ব্যক্তি বা বস্তু।
خَيْرٌ : (জ) **خَيْرٌ** : সম্পদ, কল্যাণ।
عَنْ (بِمَعْنَى الْعَوَضِ) : পরিবর্তে, বদলে। :
حَطَى, **حُطَوْتُ**, (و) **حُطِرْتُ** : (জ) হাটার সময়কার দুই পায়ের
 মধ্যবর্তী ব্যবধান। [এখানে- পদবিক্ষেপ উদ্দেশ্য]।
قَدَمٌ : (জ) **أَقْدَامٌ**, **قَدَامٌ** : পা, চরণ। :
خَلِيفَةٌ : (জ) **خَلِيفٌ** : তত্ত্বাবধায়ক, প্রতিনিধি। :
فِي الْقُرْآنِ : **إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً** -
مَادَهُ : (খ-ল-ফ) , **جَسَ : صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **مُرَاقِبٌ** / **مُشْرِقٌ**
عَلَيْكَ : তোমার উপর, তোমার। :
أُرِيدُ (إِعْمَال) **إِرَادَةٌ** : আমি ইচ্ছা করছি। :
أَنْ أَتَيْعَ : [আপনার সাথে] যাব, আপনার পেছনে পেছনে যাব। :
إِتِّبَاعًا (س) **تَبَعَ** : সাথে চলা, অনুগত হওয়া। :
فِي الْقُرْآنِ : **إِتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا** -
مَادَهُ : (ত-ব-প-জ) , **جَسَ : صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **أَتَلُو**
لِأَشْيَاءٍ : আমার দেখার জন্য। :
مُفَاعَلَةٌ **مُشَاهَدَةٌ** : দেখা। প্রত্যক্ষ করা। :
شَهِدَ (س) **شَهِدَ** : সাক্ষ্য দেওয়া, উপস্থিত হওয়া। :
فِي الْقُرْآنِ : **وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا** -
مَادَهُ : (শ-হ-দ) , **جَسَ : صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **أَنْظَرُ**
وَلَدٌ : (জ) **أَوْلَادٌ**, **وَلَدَةٌ**, **وَلَدٌ** : সন্তান। :
وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْمُنْثَى وَالْجَمْعِ
النَّجِيبِ (ف) **مَذ**, (জ) **أَنْجَابٌ**, **نَجَبٌ**, **نَجَبٌ** : সন্তান। :
نَجَابَةٌ (ك) **نَجَابَةٌ** (إِعْمَال) **أَنْجَابٌ** : সন্তান হওয়া। :
فِي الْحَدِيثِ : **إِنْ كُلُّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نَجَبٍ وَرَبَاءَ** -
مَادَهُ : (ন-জ-ব) , **جَسَ : صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **النَّكِرِينَ** / **النَّعِيبِ**
لِأَنْفَاتٍ : তার সাথে একান্তে আলাপ করার জন্য। :

مُفَاعَلَةٌ **مُفَاعَلَةٌ** : একান্তে-আলাপ করা। :
نُفُتًا, **نُفُتَانِ**, **النَّصَاقُ** : থুথু ফেলা। :
فِي الْقُرْآنِ : **وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ** -
مُرَادٌ : **أَنْجَابٌ** -
يَكُنِي يُجِيبُ : যাতে সে উত্তর দেয়। :
إِنْعَادًا **إِجَابَةً** : উত্তর দেওয়া। :
فِي الْقُرْآنِ : **أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا** -
مَادَهُ : (জ-ব-প) , **جَسَ : صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **يَكُنِي** -
نَظَرٌ : তিনি তাকালেন। :
نَظَرًا, **نَظَرًا**, **نَظَرَانًا** : তাকানো। :
نَظَرَةً (أَسْمُ مَرَّةٍ مِنْ نَظَرٍ) **مَصَد** : তাকানো, একবার তাকানো। :
الْخَادِعُ (ف) **مَذ** : প্রতারণা, তথ্যক। :
الْمُخْدَوِعُ (مف) **مَذ** : প্রতারণিত, প্রবঞ্চিত। :
إِنْ خُدَعَا (ن) **خُدَعَا** : ধোকা দেওয়া। :
ضَحِكَ : তিনি হাসলেন, হেসে দিলেন। :
ضَحِكًا, **ضَحِكًا** : হাসা। :
إِنْعَادًا **إِضْعَامًا** : হাসানো। :
فِي الْقُرْآنِ : **وَأَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَى** -
مَادَهُ : (ض-ح-ক) , **جَسَ : صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **قَهَقَهُ** -
تَفَرَّغَتْ : ছাপিয়ে উঠল, ভরে উঠল। :
أَنْفَعَةً **تَفَرَّغَتْ** : অশ্রুতে ভরে উঠা, অশ্রুপূর্ণ হওয়া। :
أَنْفَعَةً **غَرَقَةً** : গড়গড়া করা। :
مَادَهُ : (গ-র-জ) , **جَسَ : صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **إِغْتَلَا**
مُفَلَّةٌ : (জ) **مَقْلٌ** : চোখ, চোখের ডিম্ব। :
مَادَهُ : (ম-ক-ল) , **جَسَ : صَحِيحٌ**
مُرَادٌ : **عَيْنٌ**
أَشْرَفَ, **أَشْرَفَ**, **أَشْرَفَ** : অশ্রু, চোখের পানি। :
أَشْفَدَ : তিনি আবৃত্তি করলেন। :
إِنْعَادًا **إِنْشَادًا** : আবৃত্তি করা। :

يَا مَنْ تَطَنَّى السَّرَابَ مَا
لَمَّا رَوَيْتَ الَّذِي رَوَيْتُ
مَا خَلْتُ أَنْ يَسْتَسِيرَ مَكْرِي
وَأَنْ يُخِيلَ الَّذِي عَنَيْتُ
وَاللَّهُ مَا بَرَّةَ يَعْرِسِي
وَلَا لِي ابْنٌ بِهِ أَكْتَنَيْتُ
وَأَنَا لِي فُنُونٌ يَسْخَرُ
أَبْدَعْتُ فِيهَا وَمَا أَقْتَدَيْتُ

অনুবাদ : হে ঐ ব্যক্তি, যে মরিচিকাকে পানি মনে করেছে! যখন আমি আমার বর্ণিত বিষয় বর্ণনা করেছি, তখন আমি ধারণা করিনি যে, আমার দূরভিসন্ধি লুকায়িত থাকবে এবং আমি যা ইচ্ছা করেছি তা অস্পষ্ট থাকবে। আত্মাহর কসম! বাররা আমার স্ত্রী নয় এবং আমার এমন কোনো ছেলে নেই, যার নামে আমি উপনাম গ্রহণ করেছি। আসলে আমার কাছে যাদুর কতগুলো শাখা রয়েছে, যা আমি আবিষ্কার করেছি এবং আমি [এতে] কারও অনুসরণ করি নি।

শাস্তিক অনুবাদ : হে ঐ ব্যক্তি, যে টপটপ মনে করেছে সেরাপ মরিচিকাকে পানি লম্বা রোয়িত যখন আমি বর্ণনা করেছি রোয়িত আমার বর্ণিত বিষয় মাজিত তখন আমি ধারণা করিনি যে লুকায়িত থাকবে মকরি আমার দূরভিসন্ধি এবং তা অস্পষ্ট থাকবে এনইট যা আমি ইচ্ছা করেছি আল্লো আত্মাহর কসম বাররা নয় ঈসা আমার স্ত্রী এবং আমার নেই ইবন এমন কোনো ছেলে যে যার নামে অকনইট আমি উপনাম গ্রহণ করেছি ওমা অকনইট আমি আসলে আমার কাছে রয়েছে ফুনুন কতগুলো শাখা যাদু অদেউট আমি আবিষ্কার করেছি ফিহা এতে অকনইট এবং আমি কারও অনুসরণ করিনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

হে ঐ ব্যক্তি : (يَا مَنْ حَرَفَ النَّيَّاءَ وَمَنْ لِلْمَوْصُولِ) :
মনে করেছে, ধারণা করেছে : (تَطَنَّى :
(أَصْلُهُ تَطَنَّى أَبُولْتُ أَحَدَى الثَّوْنَيْنِ يَا)
মনে করা। ধারণা করা, (ن) : (ن) :
فِي الْقُرْآنِ : وَكَانَ دَاوُدُ إِنَّمَا فَتَنَاءَ فَتَنَاتِ -
مَادَهُ : (ظ - ن - ن), : جَسَسَ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
مُرَافِقٌ : حَسِبَ
السَّرَابُ : المَرِيحَا, প্রভারণা।
فِي الْقُرْآنِ : وَسَيَرَّتِ الرَّجُلَ فَكَانَتْ سَرَابًا -
مَادَهُ : (س - ر - ب), : جَسَسَ : صَحِيحٌ
مَاءٌ : (ج) : مِيَاءٌ, : أَمْرُهُ : :
[যখন] আমি বর্ণনা করেছি : (لَمَّا رَوَيْتُ :
যা আমি বর্ণনা করেছি, আমার বর্ণিত বিষয় : (الَّذِي رَوَيْتُ :

বর্ণনা করা : (وَأَيَّةُ :
مَا خَلْتُ (س) : خَلْتُ, : خَلَّيْتُ :
গোপন থাকবে, লুকায়িত থাকবে : (يَسْتَسِيرُ :
গোপন থাকা, লুকায়িত থাকা : (إِنْتِسَارًا :
মকর : (مَكْرٌ :
মকর (ন) : (مَكْرٌ :
فِي الْقُرْآنِ : وَمَكَّرُوا وَمَكَّرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ -
মাদে : (م - ك - ر), : جَسَسَ : صَحِيحٌ
মুরাফ : يَسْتَسِيرُ : يَسْتَسِيرُ : يَسْتَسِيرُ :
يَسْتَسِيرُ : (يَسْتَسِيرُ :
(إِنْعَامًا) : (إِنْعَامًا) : (إِنْعَامًا) :
(تَفَعُّلٌ) : (تَفَعُّلٌ) : (تَفَعُّلٌ) :
فِي الْقُرْآنِ : يَسْتَسِيرُ : يَسْتَسِيرُ :
[যখন] আমি বর্ণনা করেছি, আমার বর্ণিত বিষয় : (الَّذِي رَوَيْتُ :

مَادَّة : (خ. ی. ل) ، جِنْس : اَجْوَفَ بَانِي
مُرَادُف : خَدِيْعَةٌ .

الَّذِي عَنِيْتُ : আমি যা ইচ্ছা করেছি ।

(ض) عَنِيْتُ ، عِنَايَةٌ : ইচ্ছা করা ।

مَادَّة : (ع. ن. ی) ، جِنْس : نَاقِصَ بَانِي

مُرَادُف : قَصَدْتُ

وَاللَّهِ (الْوَاوُ لِلْقَسَمِ وَاسْمُ الْجَلَالَةِ مُقْسَمٌ بِهِ) :

আল্লাহর কসম ।

بَرَّة : এক মহিলার নাম ।

عَرَسٌ (ج) أَعْرَاسٌ : স্ত্রী, বধূ ।

عَرَسُ الْمَرْأَةِ : স্বামী, বর ।

مَادَّة : (ع. ر. س) ، جِنْس : صَحِيح

مُرَادُف : زَوْجَةٌ

إِبْنٌ : (ج) بَنُونَ ، أَبْنَاءٌ : ছেলে, পুত্র ।

وَلَا لِي إِبْنٌ : এবং আমার কোনো ছেলে নেই ।

اَتَّعَيْتُ : আমি উপনাম গ্রহণ করেছি ।

اَتَّعَيْتُ : উপনাম গ্রহণ বা ধারণ করা ।

مُرَادُف : تَسَمَّيْتُ

(ج) فَنُونَ ، أَفَنَانٌ ، (ج) أَفَانِيْنٌ ، (و) فَنٌ : বিষয়, শাখা,

প্রকার ।

قَالَ الشَّاعِرُ : اَلْجُنُونَ فَنُونَ .

مَادَّة : (ف. ن. ن) ، جِنْس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

سِحْرٌ : (ج) أَسْحَارٌ ، سُحُورٌ : যাদু, ধোকা, কৌশল ।

أَبْدَعْتُ : আমি আবিষ্কার করেছি ।

(إِفْعَال) اِبْدَاعًا : আবিষ্কার করা ।

مَا اِتَّبَعْتُ : আমি কারও অনুসরণ করি নি ।

(إِفْعَال) اِتِّعَادًا : অনুসরণ করা ।

مَادَّة : (ق. د. و) ، جِنْس : نَاقِصَ وَاوِي

مُرَادُف : اِتَّبَعْتُ

لَمْ يَحْكُهَا الْأَصْمَعِيُّ فِيمَا
حَكَى وَلَا حَاكَهَا الْكُتَيْبُ
تَخَذْتُهَا وَصَلَّةً إِلَى مَا
تَخَيَّنِيهِ كَفَى مَتَى اشْتَهَيْتُ
وَلَرَّ تَعَافَيْتُهَا لَحَالَتْ
حَالِي وَلَمْ أَحْوِ مَا حَوَيْتُ
فَمَهْدِ الْعُذْرَ أَوْ فَسَامِغِ
إِنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ أَوْ جَنَيْتُ
ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَنِي وَمَضَى ، وَأَوْدَعَ قَلْبِي جَمْرَ
الْفُضَا .

অনুবাদ : আসমায়ী তার বর্ণিত বিষয়াবলিতে এসব বিষয় বর্ণনা করেন নি এবং কবি কুমাইত^১ ও এসব বিষয় বয়ন করেন নি। আমার হাত যা উপার্জন করে তজ্জন্য আমি যখন আশ্রয় করেছি, তখন সেগুলোকে অসিলা স্বরূপ গ্রহণ করেছি। আর আমি যদি সেগুলো ছেড়ে দেই তবে আমার অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আমি যা সঞ্চয় করি তা সঞ্চয় করতে পারব না। অতএব তুমি আমার ওজর গ্রহণ কর অথবা উদার দৃষ্টিতে দেখ, যদি আমি অন্যায় করে থাকি অথবা অপরাধ করে থাকি।"

অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানিয়ে চলে গেল এবং আমার অন্তরে ঝাউ বৃক্ষের অঙ্গার রেখে গেল।

শাখিক অনুবাদ : বর্ণনা করেননি এসব বিষয় **لَمْ يَحْكُهَا** আসমায়ী তার বর্ণিত বিষয়াবলিতে **وَلَا** এবং এসব বিষয় বয়ন করেননি **الْكُتَيْبُ** কবি কুমাইত সেগুলোকে আমি গ্রহণ করেছি **وَصَلَّةً** অসিলা স্বরূপ **تَخَيَّنِيهِ** আমি আশ্রয় করেছি **كَفَى** আমার হাত **مَتَى** যখন আমি **اشْتَهَيْتُ** আমি **وَلَرَّ** তাকে ছেড়ে দেই **تَعَافَيْتُهَا** তবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে **حَالِي** আমার অবস্থা এবং সঞ্চয় করতে পারব না **مَا** আমি সঞ্চয় করি **مَهْدِ** অতএব তুমি গ্রহণ কর **الْعُذْرَ** ওজর **أَوْ فَسَامِغِ** অথবা উদার দৃষ্টিতে দেখ **إِنْ كُنْتُ** যদি আমি অন্যায় করে থাকি **أَوْ جَنَيْتُ** অথবা অপরাধ করে থাকি **ثُمَّ إِنَّهُ** অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানাল **وَدَّعَنِي** এবং চলে গেল **وَأَوْدَعَ** এবং রেখে গেল **قَلْبِي** আমার অন্তর **جَمْرَ** অঙ্গার **الْفُضَا** ঝাউ বৃক্ষ।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করেন নি। : لَمْ يَحْكُهَا	বর্ণনা করা : (ض) حَكَى
বর্ণনা করা : (ض) حَكَى	বয়ন করেন নি, বয়নেন নি। : لَا حَاكَ
এক বিখ্যাত আরবি ভাষাবিদ পণ্ডিত। : الْأَصْمَعِيُّ	বয়ন করা [রূপক অর্থে-কাব্য রচনা করা]। : (ن) حَوَى ، حَيَّا ، حَيَّاكَ
[যা] সে বর্ণনা করেছে, তার বর্ণিত বিষয়। : مَا حَكَى	

১. আসমায়ী : আরবি ভাষার একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত, অভিধানবিদ, কাব্য বিশারদ ও ভূগোলবিদ। তাঁর নাম ও বংশ পরিক্রমা এরূপ : আব্দুল মালিক ইবনে কুরায়ব ইবনে আদী ইবনে আসমা' আল-বাহিলী। উপনাম : আবু সাঈদ। তিনি ১২২ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গ্রন্থভাষ্যের নামানুসারে তাঁকে আল-আসমায়ী বলা হয়। তিনি ২১৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
২. কুমাইত : কুমাইত নামে আরবি ভাষার তিনজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনজনই ছিলেন বনু হা'সাবা বংশোদ্ভূত। ১. কুমাইত ইবনে হা'সাবা, ২. কুমাইত ইবনে মাক্কক, ৩. কুমাইত ইবনে যায়দ। এখানে কুমাইত দ্বারা কুমাইত ইবনে যায়দ উদ্দেশ্য। তিনি ৬০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন শী'আ মতাবলম্বী। এবং কবি, বাগ্মী, ফিকহবিদ, বীরযোদ্ধা, দানশীল ও ভীরাশ্রম। তিনি ১২৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর একটি কাব্যসমগ্র রয়েছে।

مَادَّةُ : (ح - و - ك) ، جِنْسٌ : أَجَوْفٌ وَادِي
مِرَادُفٌ : نَسَجَ / أَنْشَأَ / أَنْشَدَ
الْكَمِيَّتُ : আরবি ভাষার একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ।

تَخَذْتُ : আমি গ্রহণ করেছি ।
(س) تَخَذُوا (عَلَى وَفِيمَ النَّاءِ أَصْلِيَّةٌ) :
গ্রহণ করা ।

مَادَّةُ : (أ - ي - ذ) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
مِرَادُفٌ : أَخَذْتُ ، ضَدٌّ : تَرَكْتُ
وَصَلَةُ : (ج) وَصَلَ : সম্পর্ক, অসিলা ।
وَصَلَةُ (ض) مَصَدٌ : পৌছা

مَادَّةُ : (و - ص - ل) ، جِنْسٌ : مِثَالٌ وَادِي
مِرَادُفٌ : وَبَيْلَةٌ ، ضَدٌّ : مَقْصُودَةٌ .

مَا تَجَنَّبْنِي : (এখানে- উপার্জন করে) ।
যা ফল চয়ন করে, (এখানে- উপার্জন করে) ।

(ض) جَنَّبَا ، جَنَى : ফল চয়ন করা ।

مِرَادُفٌ : تَكَبَّيْتُ
كَفَّ : (ج) أَكْفَ ، كَفَرُوا ، كَفَّ ، أَكْفَأَ : হস্ততালু, হাত ।

مَتَى اسْتَهَيْتُ : যখন আমি ইচ্ছা করি, আগ্রহ করি ।

(إِفْتِمَال) اسْتَهَيْتُ : আগ্রহ করা ।

مِرَادُفٌ : قَصَدْتُ

لَوْ تَعَايَيْتُ : যদি আমি ছেড়ে দেই ।

(تَفَاعُل) تَعَايَيْتُ : পরিদ্রাণ/ শাস্তি/ নিরাপত্তা লাভ করা ।

ছেড়ে দেওয়া ।

(ن) عَفَرَا : ক্ষমা করা ।

فِي الْقُرْآنِ : فَاعَفُوا وَاصْفَحُوا .

مَادَّةُ : (ع - ف - و) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَادِي

مِرَادُفٌ : تَرَكْتُ

حَالَتُ : পরিবর্তিত হলো [হয়ে যাযে] ।

(ن) حَوَّلَا ، حَوَّلَا : পরিবর্তিত হওয়া ।

مِرَادُفٌ : تَغَيَّرْتُ

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ ، أَحْوَالَةٌ : অবস্থা, আকৃতি ।

(لَمْ) أَحْوَلْ (ض) حَيًّا ، حَوَابَةٌ : সজ্ঞ করি নি, [করতে পারব না] ।

مِرَادُفٌ : كَمْ أَفَرَّقَ

مَا حَوَّيْتُ : যা আমি সজ্ঞ করছি [করি] ।

سَجَّيْتُ حَوَابَةً : সজ্ঞ করা ।

(وَجَّز) عَجَزَ : ওজর গ্রহণ কর ।

وَجَّزَ عَجَزًا : ওজর পেশ করা ।

(إِنْفِئَال) تَهَيَّأَ - الْعُدْرُ :

বিছানা বিছানো ।

(إِن) تَهَيَّأَ : বিছানা বিছানো ।

فِي الْقُرْآنِ : كَيْفَ تَكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا .

الْعُدْرُ : (ج) أَعْدَارُ : অপারগতা, ওজর, অজুহাত ।

الْعُدْرُ (ض) مَصَدٌ : অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া । ওজর গ্রহণ করা । অপরাধ বেশি হওয়া ।

مِرَادُفٌ : مَعُودَةٌ

سَامِعٌ : নম্র ব্যবহার কর, উদার দৃষ্টিতে দেখ ।

(مُفَاعَلَة) سَامِعَةٌ : নম্র ব্যবহার করা । উদার দৃষ্টিতে দেখা ।

مِرَادُفٌ : أَعَفَ

إِنْ كُنْتُ أَجْرَمْتُ : যদি আমি অন্যায় করে থাকি ।

أَجْرَمْتُ : আমি অন্যায় করলাম ।

(إِفْعَال) أَجْرَمَا : অন্যায় করা ।

(ض) جَرَمًا ، (إِفْعَال) إِجْرَمَا - رَأَيْتُ وَعَلَيْهِ :

উপার্জন করা, গুনাহ করা, অপরাধ করা ।

مَادَّةُ : (ج - و - م) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مِرَادُفٌ : أَعَفَ .

إِنْ كُنْتُ جَنَيْتُ : যদি আমি অপরাধ করে থাকি ।

جَنَيْتُ : অপরাধ করলাম, গুনাহ করলাম ।

(ض) جَنَايَةً : গুনাহ করা, অপরাধ করা ।

مَادَّةُ : (ج - ن - ي) ، جِنْسٌ : نَاقِصٌ يَلَايَ

مِرَادُفٌ : أَجْرَمْتُ

وَدَعَ : বিদায় করল, বিদায় জানাল ।

(إِنْفِئَال) تَوَدَّعًا : বিদায় দেওয়া ।

مَضَى : অতিবাহিত হলো, চলে গেল ।

(ن) ض. مَضِيًّا ، مَضَرًا : অতিবাহিত হওয়া, চলা ।

কার্যকর করা। অতিবাহিত করা : (أَفْعَال) إِمَضًا :

মাদে : (ম. - ض. - ي) رَجَسَ : نَاقِصٌ بِأَنِّي

مُرَادِفٌ : مَرُّ/ذَهَبٌ

অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানিয়ে : ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَانِي وَمَضَى :

চলে গেল।

أَوَدَعَ : আমানত রাখল, -রেখে গেল।

(أَفْعَال) إِيْدَاعًا : আমানত রাখা।

قَلْبٌ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয়।

جَمْرٌ, جَمْرَةٌ : জ্বলন্ত অঙ্গার।

(ج) جَمْرٌ, جَمَارٌ, جَمَرَاتٌ (و) جَمْرَةٌ : ছোট পাথরের

টুকরা, কঙ্কর।

(ج) أَلْفَضًا, (و) غَضًا : ঝাউ বৃক্ষ, যার খড়ি অত্যন্ত শক্ত হয়।

قَالَ الشَّاعِرُ : نَسَقَى الْفَضَا وَالسَّكِينِيَةَ وَإِنْ هُمْ

شَبَّوْهُ بَيْنَ جَوَانِحٍ وَضُلُوعٍ

মাদে : (গ. - ض. - ي) رَجَسَ : نَاقِصٌ بِأَنِّي

مُرَادِفٌ : شَجَرَةُ الْأَصْلِ

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَوَدَعَ قَلْبِي جَمْرَ الْفَضَا :

এখানে [ঝাউ বৃক্ষের অঙ্গার]-এর সাথে তার

মুশ্বব্বাহকে দেওয়া হয়েছে। এখানে بِهْ

উল্লিখিত এবং مُشَبَّহٌ মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এখানে

إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

التَّذْرِيبَاتُ

১. الف. تَرْجِمِ الْبَيَّارَةَ فَصِيحَةً : حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ سَمِعْتُ بِالْكُوفَةِ فِي لَيْلَةٍ أَوَيْمَهَا ذُو لُؤْنَيْنٍ وَقَمَرَهَا كَعْبَرِيذٌ ... يَمِيلُ الرَّفِيقُ إِلَيْهِ وَلَا يَمِيلُ عَنْهُ فَاسْتَهْوَانَا السَّمَرُ إِلَى أَنْ غَرَبَ الْقَمَرُ وَغَلَبَ السَّهَرُ.
- ب. أَكْتُبْ حَلَّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : رَوَى السَّهَرُ. غَذُو. أَوَيْمَ. اسْتَهَا.
- ج. مَا الْفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِهِ "يَمِيلُ إِلَيْهِ" وَ "يَمِيلُ عَنْهُ".
- د. سَحْبَانُ مَنْ هُوَ؟ أَكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِ.
۲. تَرْجِمِ الْأَشْعَارَ. فَصِيحَةً : يَا أَهْلَ ذَا الْمَغْنَى وَفِيئْتُمْ شَرًّا * وَلَا لَقِيئْتُمْ مَا بَقِيئُمْ ضَرًّا.
- قَدْ دَفَعَ اللَّيْلُ الَّذِي أَكْفَهَرَا * إِلَى ذُرَاكُم شَوْفًا مُغِيرًا ... وَتَنَشَّى عَنْكُمْ بَيْتُ الْبِرِّ
۳. الف. أَكْتُبْ حَلَّ لُغَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : إِكْفَهَرَا. شَوْفًا. مُعْهَقِرَةً. رَفْتَرَى. بَيْتُ. مُعْتَرَا. قُنُوعًا. أَمْرُ. أَهْلُ. ذُرَا. إِسْطَر.
- ج. أَعْرِبِ الْجُمْلَةَ التَّالِيَةَ ثُمَّ تَرْجِمِهَا : وَقُلْنَا لِلْعِلَامِ حَيَاهِيَا وَهَلُمَّ مَاتَهِيَا
- د. لِمَنْ هِيَ الْآيَاتُ؟ أَكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِ.
۴. الف. تَرْجِمِ الْآيَاتِ.
- وَحَرَمَةُ الشَّيْخِ الَّذِي سَنَّ الْكُرَى * وَأَسَسَ الْمَحْجُوجَ فِي أُمِّ الْقُرَى
- مَا عُنْدَنَا لِطَارِي إِذَا عَرَى * سَوَى الْعِدِيثِ وَالْمَنَاحِ فِي الذُّرَى
- وَكَيْفَ يَقْرَى مِنْ نَفَى عَنْهُ الْكُرَى * طَوَى بَرَى اعْظَمَهُ لَمَّا اتَّيَرَى
- فَمَاتَرَى فِيمَا ذَكَرْتَ مَاتَرَى
- ب. مَنْ قَاتِلُ قَالَ فَمَزَزَ إِلَى جَوْزٍ رَعْلَبِهِ شَوَدَرٌ وَمَنْ قَاعِلُهُ وَمَنْ مِصْدَاقُ الشَّيْخِ؟
- ج. أَكْتُبِ التَّشْبِيهَ الْمَوْجُودَ فِي الْوَبَّارَةِ الْمَخْطُوطَةِ :
۵. الف. تَرْجِمِ الْوَبَّارَةَ فَصِيحَةً :
- قَالَ أَبُو زَيْدٍ فَعَمِلْتُ بِصَحْرَةِ الْعَلَامَةِ أَنَّهُ وَلَدِي عَلَى مَسَرَّدَهَا.
- ب. أَذْكَرُ أَبْوَابِ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ وَأَسْتَعْمِلُهَا فِي بَابٍ آخَرَ سِوَى الْبَابِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ هُنَا : أَتَيْنَاوَا. الْإِتِّفَاقُ. أَوْدَعَ. يَتَوَقَّعُ. وَرَدَتْ. فَهَمَّ.
- ج. صَنَعَ مُشْتَقَّاتٍ أَحَدٌ مِنَ الْمَصَادِرِ الْآتِيَةِ فِي أَنْعَمِ جُمْلٍ الْإِنْخِفَالُ. الْقَضَاءُ. الْإِنْخِفَالَةُ. الْهَيْدَابَةُ.
۶. الف. تَرْجِمِ الْأَشْعَارَ وَالْبَيَّارَةَ :
- قَوْلُهُ : رَأَيْتُمَا لِي فُتُونٌ يَغِيوُ ثُمَّ إِنَّهُ وَدَّعَنِي وَمَضَى وَأَوْدَعَ قَلْبِي جَمْرَ الْقَضَاءِ.
- ب. أَكْتُبْ مُرَادِفَاتِ الْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ : أَبَدَعْتُ. يَكْجُحِي. حَوَيْتُ. جَنَيْتُ. خَالَتُ.
- ج. الْأَصْمِيُّ وَالْجَمِيَّتُ مَنْ هُمَا؟ أَكْتُبْ نَبْذًا مِنْ حَيَاتِهِمَا.

المقامة السارسة المراغية

ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

ষষ্ঠ মাকামায় আল্লামা হারীরী একটি বিশেষ আলঙ্কারিক পত্র রচনা করেছেন। পত্রটির প্রতি দু'টি শব্দের প্রথমটিতে কোনো নুকতায়ুক্ত হরফ নেই, আর দ্বিতীয় শব্দের প্রতিটি হরফ নুকতাবিশিষ্ট। এ পত্রটি এ মাকামার কেন্দ্রীয় বস্তু। এ মাকামার কাহিনীর বিবরণ এ রকম: হারিস ইবনে হাম্বাম একটি সাহিত্য মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই মজলিসে এ আলোচনা উঠল যে, বর্তমানকালের যত সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ রয়েছেন তাঁরা সকলেই পূর্ববর্তী ভাষাবিদদের অঙ্কানুসারী। তাঁরা নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন ধাঁচের কোনো সাহিত্য-শাখা সৃষ্টি করার সামর্থ্য রাখেন না। মজলিসটির এক কোণে একজন বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি বসেছিলেন। তিনি বললেন, আমি আপনাদের বক্তব্যের সাথে একমত নই। কেননা এ যুগেও এমন ভাষাবিদ ও সাহিত্যিক রয়েছেন, যারা সাহিত্যের সর্বশাখায় বলিষ্ঠ অবদান রাখতে সক্ষম। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সে লোকটি কে? লোকটি উত্তরে বললেন, আমি। তখন লোকেরা পরামর্শ করে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একজন দক্ষ লোক নিযুক্ত করল। দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকটি তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, আপনি যদি সত্য দাবি করে থাকেন তবে এমন একটি পত্র রচনা করুন, যার প্রতি দু'টি শব্দের প্রথমটিতে কোনো নুকতাবিশিষ্ট হরফ থাকবে না, আর দ্বিতীয় শব্দের প্রতিটি হরফে নুকতা থাকবে। লোকটি একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে বললেন, দোয়াত-কদম নিয়ে আসুন এবং লিখুন! এ বলে তিনি অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে পত্রখানি লিখিয়ে দিলেন।

এ বিশ্বয়কর পত্র রচনা সমাপ্ত হওয়ার পর লোকেরা তার পরিচয় জানতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কবিতায় উত্তর দেন যে, আমি আবু য়ায়েদ সার্সরী। দেশের শাসনকর্তার কাছে তাঁর এ বিশ্বয়কর প্রতিভার কথা পৌঁছেলে তাঁকে জাতীয় সাহিত্যসভার প্রধান দায়িত্বশীল নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়; কিন্তু তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, আমি মুক্তভাবে শহরে বন্ধুর ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করি। কেননা রাজাবাদশাহদের যেমন ক্ষমতার কোনো স্থায়িত্ব নেই, তেমনি তাদের মেজাজমর্জিরও ঠিকানা নেই।

www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ السَّادِسَةُ الْمَرَاغِيَّةُ

ষষ্ঠ মাকামা : মারাগার গল্প

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ؛ قَالَ: حَضَرْتُ
ذِيوَانَ النَّظَرَ بِالْمَرَاغَةِ، وَقَدْ جَرَى بِهِ ذِكْرُ
الْبَلَاغَةِ، فَاجْتَمَعَ مِنْ حَضَرَ مِنْ فُرْسَانِ
الْبَرَاغَةِ، وَأَرْيَابِ الْبَرَاغَةِ، عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ
مَنْ يَنْقِصُ الْإِنْشَاءَ، وَتَنْصَرِفُ فِيهِ كَيْفَ
يَشَاءُ، وَلَا خَلْفَ، بَعْدَ السَّلَفِ، مَنْ يَبْتَدِعُ
طَرِيقَةَ غَرَاءَ، أَوْ يَفْتَرِعُ رِسَالَةَ عَذْرَاءَ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হামাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন
: আমি মারাগার এক আলোচনা সভায় হাজির হলাম।
সেখানে সাহিত্যালংকারের আলোচনা চলছিল। তখন যে
সব কলম সৈনিক ও গুণ-গরিমার অধিকারী লোকজন
উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা এ ব্যাপারে একমত হলেন যে,
যে পরিচ্ছন্ন সাহিত্য রচনা করবে এবং তাতে যথেষ্ট
হস্তক্ষেপ করবে এমন ব্যক্তি এখন নেই। পূর্ববর্তী
লোকদের পর যে চমকপ্রদ পত্না উদ্ভাবন করবে অথবা
নতুন কোনো পুস্তিকা রচনা করবে এরূপ ব্যক্তি তাদের
স্থলাভিষিক্ত হয়নি।

শাব্দিক অনুবাদ : الْمَقَامَةُ السَّادِسَةُ ষষ্ঠ মাকামা الْمَرَاغِيَّةُ মারাগার গল্প رَوَى হারিস ইবনে হামাম
বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন حَضَرْتُ আমি হাজির হলাম النَّظَرَ এক আলোচনা সভায় بِالْمَرَاغَةِ মারাগার
সেখানে চলছিল ذِكْرُ আলোচনা الْبَلَاغَةِ সাহিত্যালংকারে فَاجْتَمَعَ তখন এ ব্যাপারে একমত হলেন مَنْ حَضَرَ যারা উপস্থিত
হয়েছিলেন مِنْ فُرْسَانِ الْبَرَاغَةِ কলম সৈনিক وَأَرْيَابِ الْبَرَاغَةِ এবং অধিকারী عَلَى أَنَّهُ এ ব্যাপারে যে
অবশিষ্ট নেই لَمْ يَبْقَ যে مَنْ يَنْقِصُ الْإِنْشَاءَ যে পরিচ্ছন্ন সাহিত্য রচনা করবে এবং তাতে হস্তক্ষেপ করবে
কিভাবে يَشَاءُ যথেষ্ট وَلَا خَلْفَ তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়নি بَعْدَ السَّلَفِ লোকদের পরে مَنْ يَبْتَدِعُ যে উদ্ভাবন করবে
পত্না طَرِيقَةَ عَذْرَاءَ অথবা يَفْتَرِعُ রচনা করবে কোনো পুস্তক رِسَالَةَ নতুন।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করলেন [করেন] : رَوَى :

বর্ণনা করা : (ض) رَوَى :

আমি হাজির হলাম : حَضَرْتُ :

হাজির হওয়া : (ن) حَضَرْتُ :

সভা, মজলিস, অফিস, কাবলমহা : (ج) ذِيوَانَ : (دَوَائِمَ دِيَارَيْنِ) :

গভীরভাবে দেখা, চিন্তা ভাবনা করা, তাকানো : (م) النَّظَرَ :

বিস্তারিত : (ك) الْقُرْآنُ : أَوَّلَهُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ :

মূলত : (ك) الْقَامِلُ الْإِنْشَاءُ :

গবেষণাপার, আলোচনা সভা : (ن) ذِيوَانَ النَّظَرِ :

আজারবাইজানের একটি বিখ্যাত শহর : الْمَرَاغَةُ :

চলেছে, চলছিল : (ن) قَدْ جَرَى :

চলা। প্রবাহিত হওয়া : (ض) جَرَى, جَرِيًا :

আলোচনা করা, স্মরণ করা : (م) ذِكْرُ (ن) :

আলোচনা, স্মরণ : (ج) ذِكْرُ (ك) أَذْكَارُ :

সাহিত্যালংকার : (ن) الْبَلَاغَةُ :

অলংকার শাস্ত্র : (ن) الْبَلَاغَةُ :

ভাষাপ্রস্তুত হওয়া : (م) الْبَلَاغَةُ (ك) :

একমত হলেন : (ن) أَجْمَعَ :

একমত হওয়া : اِتِّجَاعًا

ম্রাদ্ফ : اِتِّفَقَ : ضد : تَفَرَّقَ / اِخْتَلَفَ

যারা/যে-সব উপস্থিত হলেন, [হয়েছিলেন] : مَنِ حَضَرَ

উপস্থিত হওয়া : اِحْضُرًا

অস্হারোহী সৈনিক : اِرْجَسَ (و) فَارَسَ

فِي الْحَدِيثِ : فَاعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلَ سَهْمًا

ম্রাদ্ফ : (ف. র. স.) : جُنُس : صَحِيح

ম্রাদ্ফ : حَبِلَ : ضد : رَجُلٌ

ঝাড়। জোনাকি। বাশ। নির্বোধ : اَلسَّيْرَاعَةُ : (ج) بَرَاغٌ

উটপাখি। ভীত। কলম। বাঁশী।

ম্রাদ্ফ : (ي. র. এ.) : جُنُس : مِثَالٌ يَأْتِي

ম্রাদ্ফ : قَلَمٌ

(ج) أَرْيَابٌ رُيُوبٌ (و) رَبٌّ (صف, مذ) :

নেতা। মালিক। পালনকর্তা। কর্তা। অভিভাবক। আদ্বাহ

তা'আলার গুণবাচক নাম।

(ن) رِيًّا : لالন পালন করা।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

ম্রাদ্ফ : (و. ব. ব.) : جُنُس : مُضَاعَفٌ تَلَاثِي

ম্রাদ্ফ : مَالِكٌ

অব্রাহামের পুত্র : اَلْبَرَاغَةُ وَالْبَرُوعُ (ن, ك, س) : مَصْد :

শুণ-গরিমায় পূর্ণাঙ্গ।

অগ্রণী হওয়া।

(تَفَعَّلَ) تَبَرَّعًا : সদকা করা।

ম্রাদ্ফ : (ب. র. এ.) : جُنُس : صَحِيح

ম্রাদ্ফ : اَلْقَضِيَّةُ

শুণ-গরিমায় ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী : اَرْيَابُ الْبَرَاغَةِ

এ ব্যাপারে : اَلْعَلَى اَنْ حَرَفَ الْجَرِّ بَعْدَهُ "اَنْ" :

কম যেন : اَلَمْ يَبْقَ : অবিশিষ্ট নেই।

(س) بَقِيَ (ض) بَقِيَ : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা।

যে পরিচ্ছন্ন করবে : مَنِ يَنْقِصُ

পরিমার্জন করা। পরিচ্ছন্ন : (ف) تَقَيَّأَ : (ف) تَقَيَّأَ : পরিমার্জন করা। সংশোধন করা।

ম্রাদ্ফ : (ن. ق. ج.) : جُنُس : صَحِيح

ম্রাদ্ফ : يَهْدِي

রচনা করা। সৃষ্টি করা : اِلْيَاسَةُ (اِنْعَال) : مَصْد :

হস্তক্ষেপ করবে, পরিবর্তন করবে : يَنْصُرُ

হস্তক্ষেপ করা : نَعْلٌ نَصْرًا

ম্রাদ্ফ : يَنْتَحِكُم

যেভাবে ইচ্ছা করবে, [যথোচ্ছা] : كَيْفَ يَشَاءُ

ইচ্ছা করা, চাওয়া : اِنْ شَاءَ : مَشِيئَةً

بِالنَّوْزَانِ : اَلَا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ম্রাদ্ফ : (ش. য. য.) : جُنُس : (اَجَوَفٌ يَأْتِي وَمَهْمَزٌ لَام)

ম্রাদ্ফ : يُرِيدُ

লা খল্ফ : لَا خَلْفَ

স্থলাভিষিক্ত হওয়া : اِنْ خَلَفَ

স্থলাভিষিক্ত বানানো : اِسْتِغْلَاثًا

بِالنَّوْزَانِ : فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

ম্রাদ্ফ : تَابَ

অল্ফ : (ج) اَسْلَافٌ : পূর্ববর্তী যুগের লোকেরা।

بِالنَّوْزَانِ : فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا

ম্রাদ্ফ : اَلْمُسْتَقَادِمُ

যে উদ্ভাবন করবে : مَنْ يَبْنُو

(اِنْعِيَال) اِبْتِدَاعًا : উদ্ভাবন করা।

ম্রাদ্ফ : يَغْتَرِجُ

طَرِيقَةً : (ج) طَرِيقٌ : পস্থা।

ম্রাদ্ফ : سَبِيلٌ

(مُر) غُرَاءُ (مذ) اَغْرُ (ج) غُرٌّ : غُرٌّ : স্মরণ, চমকপ্রদ।

ম্রাদ্ফ : وَاِمِصَّةٌ

নতুন করে করবে। উদ্ভাবন করবে : يَنْتَرِجُ

(اِنْعِيَال) اِفْتِرَاعًا - اَلْأَمْرُ : নতুন করে শুরু করা।

নতুন আলিকে গ্রহণ রচনা করা : اَلْكِتَابُ

সত্যীকৃত বিদীর্ণ করা : اَلْبُكْرُ

مَاَذَه : (ফ. র. এ) , جَنَس : صَحِيح

مَرَادُف : يَنْقُص

رِسَالَةٌ : (জ) رَسَائِلُ : চিঠি । ছোট বই । পুস্তিকা ।

فِي الْقُرْآنِ : أَيْلَفَكُمْ رِسَالَاتٍ رَبِّي .

مَاَذَه : (র. স. ল) , جَنَس : صَحِيح

مَرَادُف : صَحِيْفَةٌ

عَذْرَاءُ : (জ) عَذَارَى , عَفَارَى , عَذْرَوَاتٍ : কুমারী । নতুন ।

ছিদ্রহীন মুক্তা ।

فِي الْحَدِيثِ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ .

مَرَادُف : الْيَكْرُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَقَدْ جَرَى بِهِ ذِكْرُ السَّلَاحَةِ :

এ বাক্যটি وَإِذَا النَّظَرِ থেকে হালা হয়েছ ।

قَوْلُهُ : يَنْتَصِرُ كَيْفَ بَشَاءُ :

كَيْفَ مَحَلًّا مَنْصُوبٌ بِمَا عَلَى حَالٍ , وَذُو الْحَالِ صَمِيرٌ فَاعِلٌ فَيُتَنْصَرُ .

قَوْلُهُ : وَلَا خَلْفَ :

পূর্বে উল্লিখিত লَمْ বাক্যের উপর হয়েছে ।

قَوْلُهُ : مَنْ يَتَدَبَّعُ :

এ বাক্যটি خَلْفَ ফেমেলের

বালাগাত

قَوْلُهُ : رِسَالَةٌ عَذْرَاءُ :

এখানে رِسَالَةٌ কে-র সাথে কুমারী রমণীর

সাথে দেওয়া হয়েছে এবং أَدَاةً تَشْبِيْهَ দেওয়া

হয়েছে । এটি মূলত رِسَالَةٌ كَعَذْرَاءُ ছিল । সুতরাং

تَشْبِيْهَ হযরফ করে দেওয়ায় এখানে

হয়েছে ।

وَأَنَّ الْمُسْلِقَ مِنْ كِتَابِ هَذَا الْأَوَّلِ
الْمُتَمَكِّنُ مِنْ أَرْزَمَةِ الْبَيَانِ، كَالْعِبَالِ عَلَى
الْأَوَائِلِ، وَلَوْ مَلَكَ فَصَاحَةً سَحْبَانَ وَإِنِ
وَكَانَ بِالْمَجْلِسِ كَهْلٍ جَالِسٍ فِي الْحَاشِيَةِ
عِنْدَ مَوَاقِفِ الْحَاشِيَةِ، فَكَانَ كُلَّمَا شَطَّ
الْقَوْمُ فِي شَوَاطِئِهِمْ، وَتَفَرَّقُوا الْعَجْوَةَ وَالنَّجْوَةَ
مِنْ تَوَاطُئِهِمْ، يَنْبَغِي تَحَاوُزَ طَرْفِهِ، وَتَشَامُعَ
أَنْفِهِ، أَنَّهُ مُخَرَّبٌ لِيَنْبَغَ .

অনুবাদ : এবং এ যুগের লেখকদের মধ্যে সুদক্ষ
লেখক এবং বাগ্মিতার লাগামের অধিকারী ব্যক্তি
পূর্ববর্তীদের মুখাপেক্ষীর মতো; যদিও সে সাহব-
ওয়ায়েলের^১ বাগ্মিতার অধিকারী হয়। তখন মজলিসের
কেনারায় কর্মচারীদের দাঁড়াবার জায়গায় এক শ্রৌঢ় বয়সী
ব্যক্তি বসা ছিল। অতঃপর যখন লোকজন তাদের
ঘুরপাকে অনেক দূরে সরে গেল এবং তারা তাদের খুড়ি
থেকে উন্নত মানের খেজুর ও নিম্নমানের খেজুর ছড়াল,
তখন তার পলকের সংকোচন ও তার নাসিকার উত্থান
[সবাইকে] অবহিত করছিল যে, সে আক্রমণের
অপেক্ষায় প্রস্তুত।

শাব্দিক অনুবাদ : এ হুঁদা الْأَوَّلِ এবং সুদক্ষ লেখক مِنْ كِتَابِ লেখকদের মধ্যে الْمُسْلِقِ অধিকারী
ব্যক্তি الْمُتَمَكِّنُ مِنْ أَرْزَمَةِ الْبَيَانِ বাগ্মিতার লাগাম কَالْعِبَالِ মুখাপেক্ষীর মতো الْأَوَائِلِ যদিও সে
অধিকারী হয় فَصَاحَةً বাগ্মিতা سَحْبَانَ সাহাবান ওয়ায়েল কেনারায় الْمَجْلِسِ ছিল كَهْلٍ শ্রৌঢ় বয়সী এক
ব্যক্তি جَالِسٍ বসা الْحَاشِيَةِ কিনারায় عِنْدَ مَوَاقِفِ কর্মচারী الْحَاشِيَةِ দাঁড়াবার জায়গায় الْقَوْمُ তাদের
অতঃপর লোকজন যখন অনেক দূরে সরে গেল فِي شَوَاطِئِهِمْ তাদের ঘুরপাকে وَتَفَرَّقُوا الْعَجْوَةَ এবং তারা
ছড়াল وَالنَّجْوَةَ উন্নতমানের :খজুর নিম্নমানের খেজুর مِنْ تَوَاطُئِهِمْ তাদের খুড়ি থেকে يَنْبَغِي তখন অবহিত করছিল
তার পলকের সংকোচন وَتَشَامُعَ এবং উত্থান أَنَّهُ مُخَرَّبٌ তার নাসিকা সে প্রস্তুত لِيَنْبَغَ আক্রমণ করার জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) الْمُسْلِقُ (ফা, مذ) : সুদক্ষ

(ض) فَلَقَ : বিদীর্ণ করা।

(افْعَالٌ) اِفْلَاحٌ - بِالْأَمْرِ : সুদক্ষ হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : قُلْ أَغْوَى بِرَبِّ الْفَلَقِ .

مَادَّةُ : (ف. ل. ق.) , جِنْسُ : صَعِيبُ

مُرَادُ : حَاقِقٌ

(ج) كُتِّبَ , كَتَبَ , كَاتِبُونَ , (و) كَاتِبٌ : লেখক, রচয়িতা।

مُرَادُ : الْمُتَشَبِّهُ

الْأَوَّلُ : (ج) أَوَّلَةٌ : কাল, যুগ, সময়।

مَادَّةُ : (أ. و. ن.) , جِنْسُ : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَاجَوْنٌ وَآوِي)

مُرَادُ : جَمِيعٌ

الْمُتَمَكِّنُ (ফা, مذ) : সফল, সমর্থ, অধিকারী।

(تَفَعَّلَ) تَمَكَّنَ : সক্ষম হওয়া।

مُرَادُ : الْمُسْتَطِيعُ / الْقَادِرُ , جُنْدُ : الْعَاجِزُ

(ج) أَرْزَمَةٌ , (و) زَمَامٌ : লাগাম, বাগডোর, নাকডোর।

مَادَّةُ : (ز. م. م.) , جِنْسُ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادُ : لِيَحَامَ

الْبَيَانِ : বাগ্মিতা, ভাষা।

أَبْيَانٌ (ض) مِمْدُ : স্পষ্ট হওয়া বা করা।

(ج) عِيَالٌ , عِيَالٌ , عَالَةٌ (و) الْعِيَالُ : পরিবার-পরিজন,

[এখানে রূপক অর্থে, মুখাপেক্ষী]।

فِي الْعَبْدِيَّةِ : الْخَلْقُ عِيَالٌ الْكَلِمَةُ

مَادَّةُ : (ع. ي. ل.) , جِنْسُ : أَجَوَفٌ يَانِي

مُرَادُ : اَلْمُتَحَاقِ

(ج) أَوَائِلُ , أَوَالٍ , أَوَّلُونَ , (و) أَوَّلٌ : প্রথম, পূর্ববর্তী।

فِي الْقُرْآنِ : هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ .

مَادَّةٌ : (أ. و. ل.) . جُنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ قَاءٌ وَأَجُوفٌ وَأَوَّيٌّ)
 مُرَادُفٌ : الْمُتَقَدِّمُ
 وَلَوْ مَلَكَ : (ض) يَلِكُ . مَلَكَ : هِيَ : أَمَّا هِيَ : أَمَّا هِيَ : أَمَّا هِيَ :
 মালিক হওয়া। অধিকারী হওয়া।
 قَصَاحَةٌ (ك) : مَص :
 বাগী হওয়া।
 قَصَاحَةٌ :
 বাগিচা।
 (الْعَالِ) : إِفْصَاحٌ :
 বিতংকভাষী হওয়া।
 مَادَّةٌ : (أ. و. ل.) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ . مُرَادُفٌ : بَيَانٌ
 سَحِيحٌ وَأَيْل :
 একজন খ্যাতনামা বাগীর নাম।
 الْمَجْلِسُ : (ج) : مَجَالِسٌ :
 মজলিস, সভা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَلَوْ قَالَ لَكُمْ تَسْعَرُوا فِي الْمَجَالِسِ .
 مُرَادُفٌ : نَادٍ / مَجْمَعٌ
 كَهْلٌ : (ج) : كَهْلُونَ . كَهْلٌ : كَهْلٌ : كَهْلٌ :
 বয়সী ব্যক্তি। তিরিশ থেকে পঞ্চাশ মতান্তরে চৌত্রিশ থেকে
 একান্ন বছর বয়সী মানুষ।
 مَادَّةٌ : (ك. و. ل.) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 جَالِسٌ : (ج) : جُلُوسٌ . جَلَسَ :
 উপবিষ্ট, বস।
 ١. أَلْحَاشِيَّةُ (ج) : حَوَاشٍ (حَوَاشِي) :
 কেনারা, টীকা।
 قَالَ الشَّاعِرُ جَلَسَهَا وَآخِرَ الْحَوَاشِيَا .
 مَادَّةٌ : (ح. و. ش.) . جُنْسٌ : أَجُوفٌ وَأَوَّيٌّ
 مُرَادُفٌ : جَانِبٌ
 (ج) : مَوَاقِفُ . (و) : مَوَاقِفُ :
 দাঁড়াবার জায়গা।
 ٢. أَلْحَاشِيَّةُ (ج) : حَوَاشٍ :
 আপনজন, কাছের লোকজন, :
 [এখানে- কর্মচারী]।
 مُرَادُفٌ : الْخَادِمُ
 شَطَطٌ :
 দূরে সরে গেল।
 (ن. ض.) : شَطَطٌ . شَطَطٌ :
 দূরে সরে, দূরে সরানো।
 (ض) : شَطَطٌ :
 সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ نِسَاءِ لَا وَكَيْ لَا شَطَطَ
 مَادَّةٌ : (ش. ط. ط.) . جُنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مُرَادُفٌ : بَعْدُ
 الْقِيَوْمُ : (ج) : أَقْوَامٌ . أَقْوَامٌ . أَقْوَامٌ :
 লোকজন, সম্প্রদায়।
 شَوَاطِ :
 ঘুরপাক, চক্র।
 شَوَاطِ (ن) : مَص :
 প্রদক্ষিণ করা, চক্র দেওয়া।
 فِي الْحَدِيثِ : قَطَّاعٌ بِالنِّسَاءِ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ .
 مَادَّةٌ : (ش. و. ط.) . جُنْسٌ : أَجُوفٌ وَأَوَّيٌّ
 مُرَادُفٌ : جَوْلَانٌ / دَوْرَةٌ

نُفَرًا : ছড়াল, ছিড়তে লাগল।
 (ن. ض.) : نَفَرٌ :
 ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা।
 (نَفَرٌ) : نَفَرٌ :
 বিক্ষিপ্ত হওয়া। [এখানে কথাবলা]।
 مَادَّةٌ : (ن. ث. ر.) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ . مُرَادُفٌ : أَلْفَا
 أَلْفَا (وَالْعَجَاوِ) :
 উল্লভমানের খেজুর।
 فِي الْحَدِيثِ : الْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ
 مَادَّةٌ : (ع. ج. و.) . جُنْسٌ : نَاقِصٌ وَأَوَّيٌّ
 أَلْفَا :
 নিম্নমানের খেজুর।
 مَادَّةٌ : (ن. ج. و.) . جُنْسٌ : نَاقِصٌ وَأَوَّيٌّ
 تَوَاطٍ : (ج) : أَنْوَاطٌ . نَبَاطٌ :
 ইকরি, ঝড়ি, থলি।
 مَادَّةٌ : (ن. و. ط.) . جُنْسٌ : أَجُوفٌ وَأَوَّيٌّ
 مُرَادُفٌ : وَعَاءٌ
 كَانَ يَنْبَغِي :
 অবহিত করছিল।
 (أَفْعَالٌ) : أَنْبَأُ . (فَعْلٌ) : تَنْبَأُ :
 অবহিত করা, সংবাদ দেওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : تَبَيَّنَ عِيَادِي إِذْ أَنَا أَلْفَا الرَّحِيمِ .
 مُرَادُفٌ : يَحْيِي
 تَحَارَّرَ (تَفَاعَلَ) : مَص :
 দৃষ্টি প্রবর করার উদ্দেশ্যে চোখের :
 পলক সংকুচিত করা।
 (ن) : خَرَّ :
 চোখের কোনো দিয়ে তাকানো।
 مَادَّةٌ : (خ. ز. ر.) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : أَمْتَانٌ
 طَرَفٌ : (ج) : أَطْرَافٌ :
 চক্কু। যে কোনো বস্তুর কেনারা। সীমা।
 تَشَابَحَ (تَفَاعَلَ) : مَص :
 উচ্চ হওয়া, উদ্ভিত হওয়া।
 অহংকার করা। উল্লাসিকতা প্রদর্শন করা।
 فِي الْحَدِيثِ : قَسَمْتُ بِأَنِّي .
 مَادَّةٌ : (ن. م. و. ح.) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : إِزْكَاعٌ / تَكْثِيرٌ
 أَنْفٌ : (ج) : أَنْفٌ . أَنْفٌ :
 নাক, নাসিকা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ
 مَحْرُوبٌ (ن. م. ذ.) :
 প্রকৃতিমূলক মাথা নিচুকারী, প্রকৃত।
 (إِفْعَالٌ) : إَغْرِبَتْ :
 মাথা ঝুকানো, প্রকৃত হওয়া।
 مَادَّةٌ : (خ. و. ر. ب. ق.) . جُنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادُفٌ : مَطْرُوقٌ / مَشْهُقٌ
 لَمْ يَنْبَغِ :
 সম্ভাবিত হওয়ার জন্য। আক্রমণ করার জন্য।
 (إِفْعَالٌ) : إِنْبَغَا :
 লক্ষ্যমণ দেওয়ার জন্য সম্ভাবিত হওয়া।
 مَادَّةٌ : (ب. و. ع.) . جُنْسٌ : أَجُوفٌ وَأَوَّيٌّ
 مُرَادُفٌ : يَنْهَضُ / يَنْهَضُ :
 যত্ন

مَادَّةٌ : (র. ব. - ض) , جنس : صَحِيحٌ
مُرَادٌ : لَا طَيَّ (يَا لَارِض)

يَبْقَى : চাচ্ছে, ইচ্ছা করছে।

(ض) بَقِيَ , بَقِيَ , بَقِيَ : পোতে চাওয়া।

الْتِصَالُ (مُتَّاعِلَةٌ) مص : পরস্পরে তীর নিক্ষেপ করা।

(ن) نَضَلَّ - ه : তীর নিক্ষেপ অগ্রবর্তী হওয়া।

مَادَّةٌ : (ন. - ض. - ل) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : الْمُرَادُ

نُفِلَتْ (مع) : ঝেড়ে ফেলা হলো, খালি করা হলো।

(ن. - ض) نَفَّلَ - الْيَرَاب : ঝেড়ে ফেলা। খালি করা।

- الْيَر : কূপ থেকে মাটি বের করা।

مَادَّةٌ : (ন. - ث. - ل) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : انْفَضَّتْ

(ج) كُنَائِنٌ , كِنَانٌ , (و) اَلْكُنَانَةُ : তৃণ, তৃণী, তীরদান।

তীরের থলি।

مَادَّةٌ : (ক. - ন. - ن) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : اَلْجِعَابُ

قَامَتْ : ফিরে এলো, প্রত্যাবর্তন করল।

(ض) قَامَتْ , قَامَتْ : ফিরে আসা।

(اِنْعَال) اِنْعَالٌ - اِنْعَالٌ - اَللَّهُ عَلَيْهِ : গনিমত দান করা।

فِي الْقُرْآن : عَشَى تَقِيْنِي إِلَى اَمْرِ اَللّٰهِ

مَادَّةٌ : (ফ. - য. - ن) , جنس : مُرَكَّبٌ (اَجَوَفٌ بَيِّنٌ وَمَهْمُوزٌ لَامٌ)

مُرَادٌ : رَجَعَتْ

(ج) اَلْسَكَاتِيْن , (و) سَكِينَةٌ : হৈহ, স্থিরতা, নীরবতা।

مَادَّةٌ : (স. - ক. - ন) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : اَلْهَدْوَةُ , يَنْد : اَلزَّمَايِر

رَكَدَتْ : থেমে গেলো।

(ن) رَكَدَتْ - اَلرَّيْح : বায়ু থেমে যাওয়া।

(ج) زَعَزَعَ , (و) زَعَزَعَ : শবল বায়ু, ঝঞ্ঝা বায়ু।

كَفَّ : বিরত হলো।

(ن) كَفَّ : বিরত থাকা।

مَادَّةٌ : (ক. - ফ. - ن) , جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : اِشْتَع

اَلْمُنَازَعَةُ (ف. - مذ) : বিতর্ককারী

(مُتَّاعِلَةٌ) مُنَازَعَةٌ : ঝগড়াবিবাদ করা, বিতর্ক করা।

(ض) تَزَعَا : খুলে ফেলা, সরানো।

مَادَّةٌ : (ন. - জ. - ع) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : اَلْمُتَّاعِلُ

سَكَنَتْ : নিতরু হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল।

(ن) سَكَنَتْ : স্থির/ নিতরু হয়ে যাওয়া।

مُرَادٌ : هَذَانِ , يَنْد : صَحِيحٌ

(ج) زَمَاجِرُ , زَمَاجِرُ , (و) اَلزَّمَمَرَةُ : আওয়াজ, হৈ হুয়া।

مَادَّةٌ : (জ. - ম. - জ. - র) , جنس : صَحِيحٌ

سَكَنَتْ : ছুপ করল, ছুপ করে গেল।

(ن) سَكَنَتْ : ছুপ করা, নিতরু হওয়া।

(اِنْعَال) اِسْكَانًا : ছুপ করানো।

فِي الْقُرْآن : وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مَوْسَى الْغَضَبَ

مُرَادٌ : صَمَتْ

اَلْمَرْجُورُ (م. - مذ) : ধমকপ্রাপ্ত, ধমক খাওয়া।

(ن) زَجَرَ : ধমক দেওয়া। সতর্ক করা।

(اِنْعَال) اِنْعَالًا : বিরত থাকা।

فِي الْقُرْآن : فَيَاثَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاِجْدَةٌ

مَادَّةٌ : (জ. - র) , جنس : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : مَهْدَةٌ

اَلزَّمَايِر (ف. - مذ) : ধমকদাতা।

مُرَادٌ : مَوِيحٌ

أَقْبَلَ : সে অভিমুখী হলো।

(اِنْعَال) اِنْعَالًا : অভিমুখী হওয়া।

اَلْجَمَاعَةُ (ج) جَمَاعَاتُ : লোকজন, সমবেত লোকজন।

وَأَقْبَلَ وَقَالَ : সে অভিমুখী হয়ে বলল।

لَقَدْ جِئْتُمْ : অবশ্যই তোমরা এসেছ।

(ض) جِئْتُمْ , جِئْتُمْ : আসা, আগমন করা।

مَادَّةٌ : (জ. - য. - ন) , جنس : مُرَكَّبٌ (اَجَوَفٌ بَيِّنٌ وَمَهْمُوزٌ لَامٌ)

مُرَادٌ : اُنْجَيْمٌ

অবশ্যই তোমরা একটি বিষয় নিয়ে : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا
এসেছে, টেনে এনেছে।

شَيْءٌ : (জ) أَشْيَاءٌ, (জ) أَشْيَاءٌ, أَشْيَاءٌ, أَشْيَاءٌ : বস্তু
কঠিন কাজ, বিপদ, অনভিগ্ৰহ : إِدَّةٌ, إِدَّةٌ, إِدَّةٌ :
(ন) إِدَّةٌ - الْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।
فِي الْقُرْآنِ : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّةً .

مَادَّةٌ : (অ. দ. দ.), جِنْسٌ : مُرَكَّبٌ (مَهْمُوزٌ, فَاءٌ وَمُضَافٌ
ثَلَاثِي)

مُرَادٌ : مُنْكَرٌ / فِطْيَعٌ

তোমরা অতিক্রম করে ফেলেছ। দূরে সরে পড়েছ।

(ন) جَوْرًا, جَوْرًا : (অ) جَوْرًا : দূরে সরে। অতিক্রম করা।

(تَفَاعُلٌ) تَجَاوَرًا - عَنَّهُ : ক্ষমা করা।

فِي الْحَدِيثِ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أَمِيئٍ مَا وَسَّوَتْ بِهِ
صَدُورُهُمْ .

مَادَّةٌ : (জ. ও. জ.), جِنْسٌ : أَجْوَفٌ وَآوِي

مُرَادٌ : مَرَزَمٌ / مَعْدَمٌ

অধ্যাপনা, সরল পথ : الْقَصْدُ

الْقَصْدُ (ض) مَصْد : মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।

مُرَادٌ : الْإِعْتِدَالُ, جِنْد : الْإِقْرَاطُ / التَّفْرِيطُ

চেষ্টা করা। যাচাই করা। যথার্থ হওয়া।

ভালো হওয়া। নিশ্চিত হওয়া।

مُرَادٌ : كَثِيرًا / حَفَا

উচ্চারণ করেছ, মর্যাদা দিয়েছ।

(تَفَعُّلٌ) تَعَطُّيًّا : বড় মনে করা, সম্মান করা।

مَادَّةٌ : (ع. ও. ম.), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : أَكْرَمْتُمْ / كَبَّرْتُمْ, جِنْد : غَبِصْتُمْ

(ج) عِظَامٌ, أَعْظَمَ عِظَامَةً, (ر) أَلْعَظَمَ : হাড়, অস্থি।

الرُّقَاتُ (صَف) : يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْمُذَكَّرُ

وَالْمُؤَنَّثُ : পুরোনো বিবৃতি বস্তু, হর্ণবিবৃতি।

(ن, ض) رَقًا : হর্ণবিবৃতি করা।

فِي الْقُرْآنِ : إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَقَاتًا .

مَادَّةٌ : (ر. ও. ত.), جِنْسٌ : صَحِيحٌ

مُرَادٌ : أَلْبَالِيَّةٌ .

তোমরা মাত্রা অতিক্রম করেছ। সীমা লঙ্ঘন করেছ।

السَّيِّئَاتِ - إِلَى الْأَمْرِ : সীমালঙ্ঘন করা।

مَادَّةٌ : (و. ও. ত.), جِنْسٌ : أَجْوَفٌ وَآوِي

مُرَادٌ : أَغْثَتُمْ, جِنْد : أَعْدَلْتُمْ

খাবিত হওয়া, আকৃষ্ট হওয়া। إِلَى الْأَمْرِ :

مُرَادٌ : الرُّقْبَةُ

অতিবাহিত হয়েছে। মৃত্যু বরণ করেছে। হারিয়ে গেছে।

(ن) نَزَلًا, نَزَلًا : هَارِيَةً : অতিবাহিত হওয়া। হারিয়ে যাওয়া।

মৃত্যুবরণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : وَلَنْ فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ .

مَادَّةٌ : (و. ও. ত.), مُرَادٌ : سَاتٌ / مَضَى

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَقْبَلَ عَلَى الْجَمَاعَةِ :

এ জুমলাটি পূর্ববর্তী -এর জওয়াব।

قَوْلُهُ : لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّةً :

এ জুমলাটি وَاللَّهِ কসম মাহযুফের

মাউসুফ। إِدَّةً সীফাত।

قَوْلُهُ : جَزَمْتُ عَنِ الْقَصْدِ جِدًّا :

জিজ্ঞাসা মাউসুফ মাহযুফ এবং جِدًّا তার সীফাত। অতঃপর

اِمْتَقَلَ مَطْلُقٌ فَهِيَ مَعْنَى جَزَمْتُ

বালাগাত

قَوْلُهُ : نَبَيْلٌ الْكَثَائِنُ :

এ বাক্যে মানুষের মেধাকে (الْكَثَائِنُ) জ্ঞানের সাথে

দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে مَصْرَحَةٌ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : زَكَاةُ الرِّعَازِ :

এখানে পরস্পর আলোচনার তীব্রতাকে (رِيعَازٌ) ঋণাত্মক

সাথে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর এখানেও مَصْرَحَةٌ

দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ : عَظُمَ الْعِظَامُ الرِّقَاتُ :

এ বাক্যের মধ্যে অতীত সাহিত্যিকদেরকে

পুরাতন বিবৃতি হাড়ের সাথে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং

এখানে مَصْرَحَةٌ দেওয়া হয়েছে।

وَعَمَصْتُمْ جِيلَكُمْ الَّذِينَ فِيهِمْ لَكُمْ الْيَدَاتُ.
وَمَعَهُمْ اِنْعَقَدَتِ الْمَوَدَّاتُ. اُنَيْسْتُمْ - يَا
جَهَّادَةَ النَّقْدِ وَمَوَازِيْدَةَ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ - مَا
اَبْرَزْتَهُ طَوَارِفَ الْقَرَانِجِ، وَتَرَزَّ فِيْهِ الْجَدْعُ
عَلَى الْقَارِجِ، مِنْ الْعِباْرَاتِ الْمَهْذَبَةِ،
وَالْاِسْتِعَارَاتِ الْمُسْتَعْدَبَةِ، وَالرَّسَائِلِ
الْمَوْشَعَةِ، وَالْاَسَاجِيعِ الْمُسْتَمْلَحَةِ.

অনুবাদ : তোমরা তোমাদের সেই প্রজন্মকে তুচ্ছ
করেছ, যাদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের সমবয়সী এবং
যাদের সাথে সংঘটিত হয়েছে ভালোবাসা। হে বিজ্ঞ
সমালোচকবৃন্দ ও সমস্যা-সমাধানের নিয়ন্তাগণ! তোমরা
কি ভুলে গেছ সেই সুবিন্যস্ত বর্ণনা, মাধুর্যপূর্ণ উপমা,
অলংকারসমৃদ্ধ পুস্তিকাসমূহ এবং লাভগণ্যময় অন্তর্মিল
সম্পন্ন বাক্যাবলি, যা নবীন প্রতিভারা উদ্ভাবন করেছে এবং
যার মধ্যে দুই বছরের অশ্ব-শাবক পঞ্চবর্ষীয় অশ্বের
উপর বিজয়ী হয়েছে।

শাব্দিক অনুবাদ : তোমরা তুচ্ছ করেছ জِيلَكُمْ তোমাদের সেই প্রজন্মকে الَّذِينَ فِيهِمْ যাদের মধ্যে রয়েছে
اُنَيْسْتُمْ তোমাদের الْيَدَاتُ সমবয়সী وَمَعَهُمْ এবং যাদের সাথে اِنْعَقَدَتِ সংঘটিত হয়েছে ভালোবাসা
তোমরা কি ভুলে গেছ جَهَّادَةَ النَّقْدِ হে বিজ্ঞ সমালোচকবৃন্দ وَمَوَازِيْدَةَ নিয়ন্তাগণ الْحُلِّ সমাধান الْعَقْدِ সমস্যা
যা উদ্ভাবন করেছে وَتَرَزَّ নবীন الْقَرَانِجِ প্রতিভারা فِيْهِ যার মধ্যে বিজয়ী হয়েছে الْجَدْعُ দুই বছরের অশ্ব-শাবক
عَلَى الْقَارِجِ পঞ্চবর্ষীয় অশ্বের উপর الْعِباْرَاتِ বর্ণনা الْمَهْذَبَةِ সুবিন্যস্ত وَالْاِسْتِعَارَاتِ উপমা الْمُسْتَعْدَبَةِ মাধুর্যপূর্ণ
الرَّسَائِلِ পুস্তিকাসমূহ الْمَوْشَعَةِ অলংকার সমৃদ্ধ وَالْاَسَاجِيعِ এবং অন্তর্মিলসম্পন্ন বাক্যাবলি الْمُسْتَمْلَحَةِ লাভগণ্যময়।

শব্দ বিশ্লেষণ

عَمَصْتُمْ : তোমরা তুচ্ছ করেছ।

(ض) عَمَصَ - তুচ্ছ করা। অবজ্ঞা করা।

تুচ্ছ মনে করা। (افْتِمَالًا) اِغْتِمَاصًا -

مَادَّةُ : (ع-ম-ص), جنس : صحيح

مَرَادُفُ : اِسْتَعْقَرْتُمْ, جِدَّ : اَكْرَمْتُمْ/عَظَّمْتُمْ

جَيْلٌ : (ج) اَجْيَالٌ, مَيْلَانٌ : গজনা, এককালের দোকজন।

مَادَّةُ : (ج-য-ল), جنس : اَجَوَتْ بِأَيِّ

مَرَادُفُ : مَعَاوَرٌ

الَّذِينَ فِيهِمْ : যাদের মধ্যে রয়েছে।

لَكُمْ : তোমাদের জন্য, তোমাদের।

(ج) لِيَدَاتٍ, لَدُنْ, (و) لَدَّ : সমবয়সী, সমকক্ষ।

(ن) وَلَادَةُ, لَدَّ : জন্ম দেওয়া। প্রসব করা।

مَادَّةُ : (و-ল-দ), جنس : مِقَالٌ وَأَوَى

مَرَادُفُ : اَتْرَابٌ

مَعَهُمْ : তাদের সাথে।

الَّذِينَ مَعَهُمْ : যাদের সাথে।

اِنْعَقَدَتْ : সংঘটিত হয়েছে [-হলে]।

(اِنْعَقَالًا) اِنْعَقَادًا : সংঘটিত হওয়া।

مَادَّةُ : (ع-য-দ), جنس : صَحِيح

مَرَادُفُ : تَكَرَّرَتْ

(ج) مَوَدَّاتٌ, (و) مَوَدَّةٌ : ভালোবাসা।

اَلْمَوَدَّةُ (س) مَصَد : ভালোবাসা, অগ্রহ করা।

اُنَيْسْتُمْ : তোমরা কি ভুলে গেছ।

(س) نَيْبًا, نَيْبَاتًا : ভুলে যাওয়া।

مَرَادُفُ : غَفَلْتُمْ/جَهَلْتُمْ

(ج) جَهَّادَةٌ, (و) جِهْدٌ, جِهَادٌ : সুদক্ষ, বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ।

مَادَّةُ : (ج-য-দ), جنس : صَحِيح

مَرَادُفُ : اَلْعَقْدَانِ

اَلْعَقْدُ (ن) مَصَد : সাহিত্য সমালোচনা করা। যাচাই করা।

পরখ করা।

(ج) مَوَازِيْدَةُ, (و) مَوَازِيْدُ (معرب مَوَازِيْدُ, لفظ فارسی) :

পারসিকদের নেতা, পণ্ডিত, নিয়ন্তা।

وَقَلَّ لِلْقَدَمَاءِ - إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرُ، مَنْ حَضَرَ.
غَيْرُ الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةِ الْمَوَارِدِ، الْمَعْقُولَةِ
الشَّوَارِدِ، الْمَأْثُورَةِ عَنْهُمْ لِتَقَادِمِ الْمَوَالِدِ،
لَا لِتَقَدِّمِ الصَّادِرِ عَلَى الْمَوَارِدِ وَإِنِّي لَأَعْرِفُ
الْأَنْ مَنْ إِذَا أَنْشَأَ، وَشَى، وَإِذَا عَبَّرَ، حَبَّرَ،
وَإِنْ أَنْسَهَبَ، أَذْهَبَ، وَإِذَا أَوْجَزَ، أَعْجَزَ، وَإِنْ
بَدَّ، شَدَّ، وَمَتْنِي اخْتَرَعَ، خَرَعَ.

অনুবাদ : যখন উপস্থিত জনতা ভালোভাবে লক্ষ্য করবে
[তখন তারা দেখতে পাবে যে, পূর্ববর্তীদের জন্য অবাধা
জন্তু বাধা ঘোলাটে ঘাটের আলোচ্য বিষয় ব্যতীত কিছু
আছে কি? যা তাদের কাছ থেকে জন্মের পূর্ববর্ততার
কারণে বর্ণিত হয়: আগমনকারী অপেক্ষা প্রস্থানকারীর
অগ্রসরতার কারণে নয়। নিশ্চয় আমি এখন সেই
ব্যক্তিকে চিনি, যে সাহিত্য রচনা করলে সুন্দর [সাহিত্য
রচনা] করে। আর যখন ভাব ব্যক্ত করে তখন সুন্দরভাবে
ভাব ব্যক্ত করে, যদি দীর্ঘ আলোচনা করে তবে সোনা
ঝরায়, যখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে তখন লাজওয়ার
করে দেয়। যদি উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে তবে
হতবাক করে দেয় এবং যখন [কিছু] আবিষ্কার করে তখন
[নিদ্দুরের কলজ]ে বিদীর্ণ করে দেয়।

শাব্দিক অনুবাদ : مَنْ حَضَرَ পূর্ববর্তীদের জন্য আছে কি أَنْعَمَ النَّظَرُ : যখন ভালোভাবে লক্ষ্য করবে
উপস্থিত জনতা غَيْرُ ব্যতীত الْمَعَانِي আলোচ্য বিষয় الْمَطْرُوقَةِ ঘোলাটে الْمَوَارِدِ ঘাট الْمَعْقُولَةِ বাধা
الشَّوَارِدِ অবাধা الْجَزْءُ বাধা বর্ণিত হয় عَنْهُمْ তাদের কাছ থেকে لِتَقَادِمِ পূর্ববর্ততার কারণে الْمَوَالِدِ জন্য নয় لِتَقَدِّمِ অগ্রসরতার
কারণে الصَّادِرِ প্রস্থানকারী عَلَى الْمَوَارِدِ আগমনকারী অপেক্ষা وَإِنِّي নিশ্চয়ই আমি لَأَعْرِفُ সেই ব্যক্তিকে চিনি إِنَّمَا এখন
যে ব্যক্তি إِذَا أَنْشَأَ সাহিত্য রচনা করে وَشَى সুন্দর করে عَبَّرَ وَإِذَا আর যখন ভাব ব্যক্ত করে حَبَّرَ সুন্দরভাবে ভাব ব্যক্ত করে
وَإِنْ أَنْسَهَبَ আর যদি দীর্ঘ আলোচনা করে أَذْهَبَ সোনা ঝরায় أَوْجَزَ وَإِذَا আর যখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে أَعْجَزَ তখন
লা-জওয়ার করে দেয় بَدَّ যদি উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে শَدَّ হতবাক করে দেয় وَمَتْنِي এবং যখন اخْتَرَعَ আবিষ্কার করে
খَرَعَ বিদীর্ণ করে দেয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) قَدَمَاءُ، قَدَامِي، قَدَائِمٌ (র) قَدِيمٌ :
مَادَّةُ : (ق-د-م) ، جَسَسَ : مَجِيعٌ
مُرَادُونَ : مَسِينٌ/عَيْتِي ، ضَبَدٌ : جَدِيدٌ
(إِذَا) أَنْعَمَ : ভালোভাবে লক্ষ্য করবে, গভীর দৃষ্টি দেবে।
(إِعْمَالٌ) إِيْتِمَامًا-النَّظَرُ : গভীরভাবে লক্ষ্য করা।
النَّظَرُ (ن) مَصَد : তাকানো, লক্ষ্য করা। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।
(مَنْ) حَضَرَ : [যে/ যারা] উপস্থিত হয়েছে, উপস্থিত জনতা।
(ن) حَضَرًا : উপস্থিত হওয়া।
غَيْرٌ : ব্যতীত, ছাড়া, স্ত্রি।
(ج) الْمَعَانِي (و) مَعْنَى : অর্থ, উদ্দেশ্য, আলোচ্য বিষয়, বিষয়বস্তু।

(ض) عَيَانَةً : উদ্দেশ্য করা।
مَادَّةُ : (ع-ن-ي) ، جَسَسَ : تَانِيضٌ يَانِي
مُرَادُونَ : الْمَقْصُودَةُ
النَّظَرُ (ن) مَف : যে পানিতে উট নেমে লেদে চলে :
নষ্ট করে ফেলেছে। ঘোলাটে, ময়লা।
(ن) طَرَفًا - الْمَاءُ : পানি ঘোলাটে করা।
- أَلْيَابٌ : করাঘাত করা।
مُرَادُونَ : الْكَذْبَةُ
(ج) الْمَوَارِدِ (و) مَوْرِدٌ (ظ) : অবতরণস্থল, পানস্থান, ঘাট।
الْمَعْقُولَةُ (مَف) : বাধা, বন্ধনাবদ্ধ।
(ن) ض) عَقْلًا : বাধা, আবদ্ধ করা।

مَادَّةٌ : (ع-ق-ل) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْمَرْبُوطَةُ , ضِدٌّ : الْمَرْسِلَةُ/الْمَائِيَّةُ
 (ج) شَوَارِدُ شُرْدَ , (و) شَارِدَةٌ (فأ, مؤ) : আবাদ্য জন্তু :
 (ن) شُرْدَا, شُرُودًا : আবাদ্য হয়ে, পলায়ন করা :
 مَادَّةٌ : (ش-ر-د) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : الْفَارَةُ/الْمَائِيَّةُ , ضِدٌّ : الْمَعْقُورَةُ/الدَّلُولُ
 الْمَائِيَّةُ (مف, مؤ) : । পূর্বসূত্রে বর্ণিত :
 (ن-ض) أَمْرٌ : বর্ণনা করা :
 مُرَادٌ : الْمَنْقُولَةُ
 تَقَادُّمٌ (تفاعل) مَصْدُ : পূর্ববর্তী হওয়া । অগ্রবর্তী হওয়া :
 প্রাচীন হওয়া :
 مُرَادٌ : السَّيْقُ , ضِدٌّ : السَّخَرُ
 (ج) أَلْوَالِدُ , (و) مَوْلِدٌ : জন্মান্বান, জন্মকাল :
 مَوْلِدٌ : জন্ম :
 تَقَدَّمَ (تفعّل) مَصْدُ : অগ্রসর হওয়া । উন্নত হওয়া :
 أَلْصَادِرُ (فأ, مذ) : প্রত্যাবর্তনকারী, প্রস্থানকারী :
 (ن) ض. صُدُورًا : প্রত্যাবর্তন করা, প্রস্থান করা :
 فِي الْقُرْآنِ : يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا .
 مُرَادٌ : الرَّاجِعُ
 الْوَارِدُ (فأ) : আগমনকারী, অবতরণকারী :
 (ض) وُرُودًا : আগমন করা । অবতরণ করা :
 مُرَادٌ : النَّازِلُ/الْمُنْجِي
 لَا أَعْرِفُ : অবশ্যই আমি চিনি :
 (ض) عَرَفَةً, عَرِفَاتًا, مَعْرِفَةٌ : চেনা । জানা :
 الْآنَ : এখন, এ মুহূর্তে :
 (إِذَا) أَنْشَأَ : [যখন] সাহিত্য রচনা করে । সাহিত্য রচনা করলে :
 (إِفْعَالٌ) إِنْشَاءٌ : সাহিত্য রচনা করা :
 وَشَى : কারুকার্য করে, সুন্দর করে :
 (تَفْعِيلٌ) تَرْشِيئَةٌ : সাহিত্য রচনা করা :
 مُرَادٌ : زَيَّنَ

(إِذَا) عَبَّرَ : [যখন] ভাব ব্যক্ত করে, কথা বলে :
 (تَفْعِيلٌ) تَعْبِيرًا : কথা বলা, ভাব ব্যক্ত করা :
 - الرَّوْنُ : স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা :
 مَادَّةٌ : (ع-ب-ر) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : تَكَلَّمَ
 حَبَّرَ : সুসজ্জিত করে, সুন্দরভাবে করে :
 (تَفْعِيلٌ) تَحْبِيرًا : সুসজ্জিত করা, কারুকার্য করা, সুন্দর করা :
 (ن) حَبَّرَا , (أَفْعَالٌ) إِبْحَارًا - هُ : শুশি করা :
 (س) حَبَّرَا , حَبُورًا : শুশি হওয়া :
 مُرَادٌ : حَسَّنَ
 (إِن) أَسْهَبَ : [যদি] দীর্ঘ আলোচনা করে :
 (أَفْعَالٌ) إِسْهَابًا : দীর্ঘ আলোচনা করা :
 مَادَّةٌ : (س-ه-ب) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : أَطْنَبَ
 أَذْهَبَ (أَفْعَالٌ) إِذْهَابًا : সোনা খরায় । সোনার প্রলেপ দেয় :
 مَادَّةٌ : (ذ-ه-ب) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 (إِذَا) أَوْجَسَ : [যখন] সংক্ষিপ্ত কথা বলে । সংক্ষিপ্ত
 আলোচনা করে :
 (أَفْعَالٌ) إِبْجَازًا : সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা । সংক্ষেপে কথা বলা :
 مَادَّةٌ : (و-ج-ز) , جِنْسٌ : مِثَالٌ وَائِي
 مُرَادٌ : اخْتَصَرَ
 أَعَجَزَ : অক্ষম করে দেয় । লাজওয়াব করে দেয় :
 (أَفْعَالٌ) إِعْجَازًا : অক্ষম করা । লাজওয়াব করে দেওয়া :
 (س) عَجَزًا : অক্ষম হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ع-ج-ز) , جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مُرَادٌ : قَعَّمَ
 (إِن) بَدَّ : [যদি] অকস্মাৎ আসে । উৎপন্নমতিত্বের সাথে কথা বলে :
 (ف) بَدَّمَ : অকস্মাৎ আসা :
 مُرَادٌ : إِرْتَعَلَ
 شَدَّ : হতবাক করে দেয় । হতভম্ব করে দেয় :
 (ف) شَدَّمَ : হতবাক করে দেওয়া :
 مُرَادٌ : إِبْهَتَ/أَهَشَ

(مَتَى) اخْتَرَعَ : [যখন] আবিষ্কার করে।

(اِنْتِعَالَ) اخْتِرَاعًا : আবিষ্কার করা।

مُرَادِفٌ : اَبَدَعَ

خَرَعَ : বিদীর্ণ করে দেয়।

(ف) خَرَعًا : বিদীর্ণ করা।

مُرَادِفٌ : شَقَّ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَهَلْ لِلْقَدَمَاءِ إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرُ مِنْ حَضَرٍ غَيْرِ
الْمَعَانِي :

এখানে هَل্ শব্দটি اسْتَفْهَامِيَّةً হবে
মুভতাদা মুআখ্খার। এর সাথে- كَانَتْ
ثَابِتٌ হবে। إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرُ মুকাদ্দাম
মাহযুফের فَاعِلٌ এর- أَنْعَمَ مِنْ حَضَرٍ
ظَرْفٌ এবং خَبَرٌ এর- خَبَرٌ

قَوْلُهُ : الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةُ الْمَوَارِدِ :

এখানে الْمَوَارِدِ এর- أَلِيفٌ وَ لَامٌ
পরিবর্তে হয়েছে।

قَوْلُهُ الْمَعْقُولَةُ الشَّوَارِدُ :

এটা الشَّوَارِدُ এর ২য় সিফাত। এখানেও
মতো أَلِيفٌ وَ لَامٌ টা মুযাফ ইলাইহির পরিবর্তে এসেছে :

قَوْلُهُ : الْمَأْثُورَةُ عَنْهُمْ :

এটা الْمَعَانِي এর ৩য় সিফাত।

বাঙ্গালাত

قَوْلُهُ : الْمَعَانِي الْمَطْرُوقَةُ الْمَوَارِدِ :

এখানে পুরাতন ও প্রাচীন আলোচ্য বিষয়কে ঘোলাটে পানির
ঘাটের সাথে تَشْبِيهِ দেওয়া হয়েছে। এখানে بِه
উল্লিখিত এবং مُشَبَّه মাহযুফ রয়েছে। সুতরাং এখানে
إِسْتِعَارَةٌ مُصْرَحَةٌ হয়েছে।

এ বাক্যে অভিনব বিষয়বস্তুকে (الْمَعْقُولَةُ الشَّوَارِدُ)
বন্ধনাবদ্ধ অবাধ্য জন্তুর সাথে تَشْبِيهِ দেওয়া হয়েছে
অতএব এখানেও إِسْتِعَارَةٌ مُصْرَحَةٌ হয়েছে।

فَقَالَ لَهُ نَاطُورَةُ الدِّيَّانِ ، وَعَيْنُ أُولَئِكَ
الْأَعْيَانِ : مَنْ قَارِعَ هَذِي الصَّفَا ، وَقَرِنُ
هَذِهِ الصِّفَاتِ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ قَرْنُ مَجَالِكَ ،
وَقَرْنُ جِدَالِكَ ؛ وَإِذَا شِئْتَ ذَاكَ فَرَضْ نَجِيبًا ،
وَأَدْعُ مُجِيبًا ، لِيَتَرَى عَجِيبًا . فَقَالَ لَهُ : يَا
هَذَا ! إِنْ الْبَغَاثَ بِأَرْضِنَا لَا يَسْتَنْسِرُ ،
وَالْتَّمِيزُ عِنْدَنَا بَيْنَ الْفِضَّةِ وَالْقِضَّةِ
مُتَمِيزٌ .

অনুবাদ : অতঃপর সভার সভাপতি ও সে সব মানুষের নেতা তাকে বললেন, এই পাথরে আঘাতকারী এসে এসব গুণাবলিতে বিজয়ী ব্যক্তি কে? তখন সে বলল যে, সে তোমার ময়দানের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং তোমার বিতর্কে সঙ্গী। যখন তুমি [তার সত্যতা যাচাই করতে] চাও তখন তুমি উত্তম অশ্বকে কসরত করাও এবং জওয়াবদাতাকে আহ্বান কর, যাতে তুমি বিশ্বয়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে পার। তখন সভাপতি তাকে বললেন, হে জনাব! শকুন আমাদের এলাকায় বাজ পাখিতে পরিণত হয় না এবং রূপা ও কংকরের মধ্যে পার্থক্য করা আমাদের কাছে সহজ ব্যাপার।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

نَاطُورَةٌ (مذكر، مؤنث، واحد، جَمْع) : নেতা, সমাজপতি।

مَادَّةُ: (ن. ظ. ر)، جِنْسٌ: صَحِيحٌ

مُرَادِفٌ : مَسِيدٌ

السَّيَّوَانُ (ج) دَرَارِيْنُ، دِيَارِيْنُ : সভা, মজলিস, কাব্যসমগ্র।

عَيْنٌ : (ج) أَعْيُنٌ، عُبُونٌ، أَعْيَانٌ : নেতা, নয়নমণি, চক্ষু ।

مُرَادِف : عَمِيد

أَوْلٰئِكَ : সে সব, ওসব, ঐ সকল।

(ج) اَعْيَانٌ، (و) عَيْنٌ : মানুষ, ব্যক্তি।

مُرَادِفُ : الرَّجَالُ

আঘাতকারী, বিচূর্ণকারী। : قَارِعٌ (ফা, মড) :

(ف) قَرَعًا : আঘাত করা ।

مَرَادِف : ضَارِبُ

هَذِي (مِثْلَ هَذِهِ ، إسم الإشارة) : এটি, এই

الصَّفَاءُ: (ج) صَفَاءٌ، صَفَوَاتٌ، (جج) أَصْفَاءٌ، صُفْيٌ:

মসৃণ চওড়া পাথর

فِي الْقُرْآنِ : فَشَلَّهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهَا تُرَابٌ .

مَادَّةُ: (ص. ف. و) ، جِنْسُ : نَاقِصٌ وَآوِيٌّ

مرادف : الصَّخْرَةُ .

فَرِيعٌ (صد) (ج) قَرَعَى : লটারীতে বিজয়ী বা পরাজিত।

(ন) قَرَعًا : জয়ী হওয়া। লটারিতে

পরাজিত হওয়া : فرع عليه -

مَادَّةُ : (ق. ر. ع) ، جِنْسٌ : صَعْبٌ

مرادف : مُفْلِحٌ / أَهْلٌ ، ضِد : خَائِبٌ / رَاسِبٌ / غَيْرُ أَهْلٍ .

(ج) الصِّفَاتُ، (و) صِفَةٌ : गुणावलि ।

সমকক্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিপক্ষ : (ج) أَقْرَانٌ :
 দৌড় প্রতিযোগিতার ময়দান : (ج) مَجَالٌ :
 ঘোরা : (ن) جَوْلًا، جَوْلًا، جَوْلًا :
 মরাদ্ : مَرَادٌ :
 জড়িত, সাধী, সঙ্গী, যামী : (ج) قُرْنًا :
 মাদ্ : (ق-র-ন) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 ঝগড়া করা, বিতর্ক করা : (ج) مَقَالَةٌ : مَد :
 মরাদ্ : مَرَادٌ : نِزَاعٌ
 إِذَا شِئْتَ : [যখন] তুমি চাও :
 (ف) شَيْئًا، شَيْئًا : চাওয়া :
 ذَلِكَ (اسم الإشارة) : ওটা, সেটা, তা :
 رَضٌ : তুমি কসরত করাও :
 (ن) رَوْضًا، رِيَّاضَةً : প্রশিক্ষণ দেওয়া, কসরত করানো :
 مَادَّةٌ : (ر-و-ض) ، جِنْسٌ : أَجْرٌ وَأَوْى
 মরাদ্ : مَرَادٌ : مَرْن
 تَجَيَّبٌ : (ج) أَنْجَابٌ، تَنْبِيءٌ، تَجَبٌ : সম্ভ্রান্ত, অভিজাত :
 مَادَّةٌ : (ن-ج-ب) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 مَرَادٌ : كَرِيمٌ/الْعِيسَانُ، ضِدٌّ : لَيْتِم
 (فَرَسٌ) نَجِيْبٌ : উত্তম ও উন্নত জাতের অশ্ব :
 أَدْعُ : তুমি ডাক, আহ্বান কর :
 (ن) دَعْوًا، دَعْوَةً، دُعَاءٌ : ডাকা : আহ্বান করা :
 مُجِيبٌ (فأ، مذ) : জওয়াবদাতা :
 (أَقْبَلُ) إِجَابَةً : জওয়াব দেওয়া :
 مَرَادٌ : مُعَاوَرٌ، ضِدٌّ : غَايِرٌ
 (ل) تَرَى : [যাতে] তুমি দেখ, দেখতে পার :
 (ف) رَأَى، رُؤْيَةً : দেখা : প্রত্যক্ষ করা :
 عَجَبٌ : (ج) عَجَابٌ : বিস্ময়কর, আশ্চর্যময় :
 يَأْخُذُ (حرف النداء، بعده اسم الإشارة) : হে জনাব :
 أَلَيْسَ (يَسْتَلِيزُ النَّبَاءُ) (ج) يُعْنَانُ : শকূনের মতো :
 এক প্রকার পাখি :
 مَادَّةٌ : (ب-غ-ث) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 أَرْضٌ : (ج) أَرْضُونَ، أَرْضٌ، أَرْضٌ :
 স্থি, জমি, ভূখণ্ড, এলাকা :

لَا يَسْتَنْسِرُ : বাজ পাখিতে পরিণত হয় না :
 (يَسْتَفْعَلُ) يَسْتَنْسِرًا : বাজ পাখিতে পরিণত হওয়া :
 مَادَّةٌ : (ن-س-ر) ، جِنْسٌ : صَحِيحٌ
 أَلْتَمِيزٌ : পার্থক্য করা, প্রভেদ করা :
 (تَفْعِيلُ) تَمِيزًا : পার্থক্য করা, পৃথক করা :
 فِي الْقُرْآنِ : وَأَمَّا زَاوَا الْيَوْمِ أَبْهَا السَّجَرَمُونَ :
 مَادَّةٌ : (م-ي-ز) ، جِنْسٌ : أَجْزَفٌ بَائِي
 مَرَادٌ : التَّقْرِيقُ
 الْقِصَّةُ : রূপা, রজত, চাঁদি :
 مَادَّةٌ : (ف-ض-ض) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَادٌ : أَلْتَجِيزُ
 الْقِصَّةُ : কংকর, পাথর :
 الْخَوْتُ : ছোট ছোট কংকর :
 فِي الْقُرْآنِ : يَرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ قَائِمَهُ :
 مَادَّةٌ : (ق-ض-ض) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَادٌ : أَلْعَصَى
 مَتَشَسِّرٌ (فأ، مذ) : সহজসাধ্য, সহজ :
 (تَعْمَلُ) تَسِيرًا : সহজ হওয়া :
 (تَفْعِيلُ) تَسِيرًا : সহজ করা :
 فِي الْقُرْآنِ : يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ -
 مَادَّةٌ : (ي-س-ر) ، جِنْسٌ : مِثَالٌ بَائِي
 مَرَادٌ : سَهْلٌ

বালাগাত

قَوْلُهُ : مَنْ قَارَعَ هَذِي الصَّفَاةَ :
 এখানে শব্দ কথাকে -صَفَاةٌ- এর সাথে تَشْبِيহ দেওয়া
 হয়েছে। এখানে مَثَبَةٌ উল্লিখিত আর মাহযূফ
 রয়েছে। তাই এখানে إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ রয়েছে।
 قَوْلُهُ : فَرَضَ نَجِيْبًا :
 এখানে উত্তম প্রতিযোগীকে -نَجِيْب- এর সাথে তালবীহ
 দেওয়া হয়েছে। এখানে مَثَبَةٌ উল্লিখিত আর
 মাহযূফ রয়েছে। সুতরাং এখানে إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ রয়েছে।

وَقَلَ مَنْ اسْتَهْدَفَ لِلنِّصَالِ ، فَخَلَصَ مِنْ
 الدَّاءِ الْعَضَالِ ، أَوْ اسْتَشَارَ نَفَعَ الْإِمْتِحَانِ ،
 فَلَمْ يَقْدُ بِالْإِمْتِحَانِ ، فَلَا تُعْرَضُ عِرْضُكَ
 لِلْمَفَاضِحِ ، وَلَا تُعْرَضُ عَنْ نَصَاحَةِ النَّاصِحِ .
 فَقَالَ : كُلُّ أَمْرٍ أَعْرِفَ يَوْسَمَ قِذْبِهِ ،
 وَسَيَتَفَرَّى اللَّيْلَ عَنْ صُبْحِهِ ، فَتَنَاجَتْ
 الْجَمَاعَةُ فِي مَا يُسَبِّرُ بِهِ قَلْبِيئَهُ ، وَتَعَمَّدَ
 فِيهِ تَقْلِيْبِيئَهُ .

অনুবাদ : কমই এমন আছে, যারা তীর নিক্ষেপে
 লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে, কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধি
 মুক্তি পেয়ে গেছে, অথবা পরীক্ষার ধুলো উড়িয়েছে, কিন্তু
 লাঞ্ছনার খড়-কুটো চোখে যায় নি। অতএব তুমি
 অবমাননার জন্য তোমার ইজ্জতকে পেশ করো না এবং
 উপদেশদাতার উপদেশকে উপেক্ষা করো না। উত্তরে সে
 বলল, প্রত্যেক ব্যক্তিই তার তীরের চিহ্ন সম্পর্কে অধিক
 অবগত এবং অনতিবিলম্বে রাত্রি তার প্রভাত থেকে পৃথক
 হয়ে যাবে। অতঃপর [সভাস্থ] লোকজন তার কূপের
 [গভীরতা] যার দ্বারা পরীক্ষা করা যায় এবং তাতে তার
 চুবোনির ব্যবস্থা করা যায় সে বাপারে চুপিসারে আলোচনা
 করল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَلَ এবং খুব কমই আছে مَنْ যারা اسْتَهْدَفَ লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে لِلنِّصَالِ তীর নিক্ষেপের
 نَفَعَ الْإِمْتِحَانِ তুমি মুক্তি পেয়ে গেছে الدَّاءِ ব্যাধি থেকে الْعَضَالِ দুরারোগ্য الْإِمْتِحَانِ ধুলো উড়িয়েছে
 عِرْضُكَ কিন্তু খড়-কুড়া চোখে যায়নি بِالْإِمْتِحَانِ লাঞ্ছনার فَلَا تُعْرَضُ অতএব, তুমি পেশ করো না
 তোমার ইজ্জত অবমাননার জন্য الْمَفَاضِحِ এবং উপেক্ষা করো না نَصَاحَةِ উপদেশ উপদেশ দাতা النَّاصِحِ
 উত্তরে সে বলল, كُلُّ أَمْرٍ প্রত্যেক ব্যক্তিই أَعْرِفَ অধিক অবগত يَوْسَمَ চিহ্ন সম্পর্কে قِذْبِهِ তার তীর
 অনতিবিলম্বে পৃথক হয়ে যাবে اللَّيْلَ রাত্রি عَنْ صُبْحِهِ তার প্রভাত থেকে فَتَنَاجَتْ অতঃপর চুপিসারে আলোচনা করল
 الْجَمَاعَةُ লোকজন فِي مَا بِسَبِّرُ যার দ্বারা গভীরতা পরীক্ষা করা যায় قَلْبِيئَهُ তার কূপ এবং ব্যবস্থা
 করা যায় فِيهِ তাতে تَقْلِيْبِيئَهُ তার চুবোনি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَلَ (ض) قَلًا، قَلَّةً : কম হয়েছে, কমই আছে।

(مَنْ) اسْتَهْدَفَ : [যারা] লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

(اسْتَهْدَفَ) اسْتَهْدَفَ : লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়েছে।

(إِعْمَال) إِعْمَالًا - لُهُ الشَّيْ : নিকটবর্তী হওয়া। সম্মুখীন হওয়া।

مَادَّةُ (ه. দ. ফ) : جنس : صَحِيح

مَرَادُفُ : اِنْتَقَبَ

النِّصَالُ (مفاعلة) مَصَد : তীর নিক্ষেপের প্রতিযোগিতা করা।

خَلَصَ : মুক্তি পেয়েছে, [-পেয়ে গেছে]।

(ن) خَلَصًا، خُلُوصًا : মুক্তি পাওয়া।

مَرَادُفُ : نَجَا

الدَّاءُ (ج) أَدْوَاءُ : রোগ, ব্যাধি।

النِّصَالُ : কঠিন, দুরারোগ্য [ব্যাধি]।

(ن) عَضَالٌ - عَلِيْمٌ : কঠোরতা করা।

- بِهِ الْأَمْرُ : কঠিন হওয়া।

- أَنْشَأَ : বাধা দেওয়া।

(إِعْمَال) إِعْمَالًا : দুঃসাহা হওয়া, কঠিন হওয়া।

مَادَّةُ (ع-ض-ل) : جنس : صَحِيح

مَرَادُفُ : اِنْتَقَبَ

اِسْتِشَارَ - النَّفْعُ : ধুলো উড়িয়েছে।

(إِسْتِغْمَال) اِسْتِغْمَارَةٌ : ধুলো উড়ানো।

(ن) تَوَرَّأ : উত্তেজিত হওয়া। চাড়া দিয়ে উঠা।

مَادَّةُ (ث-و-ر) : جنس : اَجْرَتْ وَابَوَى

مَرَادُفٌ : أَثَارٌ
 الْتَفَعٌ : (ج) نَفَاعٌ ، نَفَاعٌ : ধূলো, ধুলোবালি।
 فِي الْقُرْآنِ : فَاتَرَنَ بِهِ نَفْعًا :
 مَرَادُفٌ : الْغَبَارُ
 الْأَمْتِحَانُ (افْتِمَاءٌ) مَصَد : পরীক্ষা করা।
 فِي الْقُرْآنِ : أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ -
 مَادَّة : (م - ح - ن) , جِنْس : صحیح
 لَمْ يَفْزَ (مَج) : চোখে খড়কুটো যায় নি।
 (افْتِمَاءٌ) إِفْدَاءٌ : চোখে কুটো দেওয়া।
 الْأَمْتِحَانُ (افْتِمَاءٌ) مَصَد : তুচ্ছ করা, লাঞ্ছিত করা।
 (ك) مَهَانَةٌ : তুচ্ছ হওয়া।
 مَادَّة : (م - ه - ن) , جِنْس : صحیح
 مَرَادُفٌ : الْإِحْتِقَارُ
 لَا تُعَرِّضُ : তুমি পেশ করো না।
 (تَفَعُّلٌ) تَعَرَّضَ : পেশ করা।
 مَرَادُفٌ : لَا تَقْدِمُ
 عَرَضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : ইজ্জত, সম্মান।
 مَرَادُفٌ : الْعَرِزَةُ , جُنْدٌ : الدِّئَلَةُ
 (ج) الْمَفَاضِعُ , (ر) مَفْطَحَةٌ : অবমানিত হওয়ার।
 কার্যকারণ।
 مَرَادُفٌ : الْمَعْرَاةُ
 لَا تُعَرِّضُ : তুমি উপেক্ষা করো না।
 (افْتِمَاءٌ) إِفْرَاطٌ : উপেক্ষা করা।
 مَرَادُفٌ : لَا تُثْمِلُ
 نَصَاحَةٌ (ف) مَصَد : হিতকামনা করা, উপদেশ দেওয়া।
 مَرَادُفٌ : وَعْظُ
 الْكَثَائِفُ (ف) (ج) نَصَاحٌ نَصَحَ : হিতাকাঙ্ক্ষী, উপদেশদাতা।
 (ف) تَصَا , نَصَاحَةٌ , نَصَاحِيَّةٌ - فَلَا تَنْفَلِكْ :
 উপদেশ দেওয়া। হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া।
 كُلٌّ : প্রত্যেক, সকল।
 أَمْرُهُ (بهمزة الواصل) : পুরুষ, ব্যক্তি, মানুষ।

أَعْرِفُ (اسم تفضيل) : অধিক অবগত।
 (ض) عَرَفَ , عَرَفَانًا , مَعْرِفَةً : চেনা, জানা।
 مَرَادُفٌ : أَعْلَمَ , ضِد : أَجْمَلَ
 وَنَسَمَ : (ج) وَسَمَ : চিহ্ন, আলামত।
 مَرَادُفٌ : غَلَانَةٌ / أَثَرٌ
 قَذَحٌ : (ج) نَذَحَ , أَذَحَ , أَفْذَحَ , قَذَحَانٌ , (ج) أَفَازِيحٌ :
 পালক ও ফলকহীন তীর।
 مَرَادُفٌ : نَهَمَ
 (س) يَتَفَرَّغُ : অনতি বিলম্বে বিকশিত হয়ে যাবে।
 পৃথক হয়ে যাবে।
 (تَفَعُّلٌ) تَفَرَّغًا : বিকশিত হওয়া।
 (ض) قَرِئًا , (افْتِمَاءٌ) إِفْرَاءٌ - عَلَيْهِ الْكُذْبُ :
 অপবাদ দেওয়া।
 مَادَّة : (ف - ر - ي) , جِنْس : نَاقِصٌ يَائِي
 مَرَادُفٌ : سَيَظْهَرُ
 الْكَلِيلُ : (ج) كِبَالٌ , كِبَانِلٌ : রাশি, নিশি, রজনী, শব্দী।
 صَبِيحٌ : (ج) أَصْبَحَ : প্রভাত, ভোর, প্রভুষ।
 تَنَاجَيْتٌ : চুপিসারে আলাপ করল।
 (تَفَاعُلٌ) تَنَاجَيْتًا : চুপিসারে আলাপ করা।
 الْجَمَاعَةُ : (ج) جَمَاعَاتٌ : লোকজন, সমবেত লোকজন।
 مَا يَسْتَبْرَأُ (مَج) يَه : যার ঘারা গভীরতা পরীক্ষা করা যায়।
 (ن) (ض) سَبَّرًا , (افْتِمَاءٌ) إِسْبَارًا - يَه :
 গভীরতা পরীক্ষা বা অনুমান করা।
 قَلِيبٌ : (ج) قَلْبٌ , أَفْلِيَةٌ : কূপ, পাড়বিহীন কূপ।
 مَرَادُفٌ : يَتَرُ
 يَغْمَدُ (مَج) : ইচ্ছা করা যায় [ব্যবস্থা করা যায়]
 (ض) غَمَدًا : ইচ্ছা করা।
 مَرَادُفٌ : يَنْتَظِمُ
 تَقْلِيلٌ : (ف) (ج) اِخْتِصَارٌ : উদ্ভিগে দেওয়া, [এখানে- ছুঁবানি দেওয়া]।
 مَرَادُفٌ : إِفْرَاقٌ

فَقَالَ أَحَدُهُمْ : ذُرُّوهُ فِي حِصَّتِي ، لِأَرْمِيهِ
يَحْتَجِرُ قِصَّتِي ، فَإِنَّهَا عُضْلَةُ الْعُقَدِ ،
وَمِثْلُكَ الْمُنْتَفِدِ ، فَقَلَّدُوهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ
الرَّعَامَةَ ، تَقْلِيدَ الْخَوَارِجِ أَبَا نَعَامَةَ ،
فَأَقْبَلَ عَلَى الْكُهْلِ ، وَقَالَ : إَعْلَمَ أَنْيَ أَوَالِي ،
هَذَا الْوَالِي ، وَأَرْقَعَ حَالِي ، بِالنَّبِيَانِ الْحَالِي .

অনুবাদ : তখন তাদের একজন বলল, তাকে পাল্লায় ছেড়ে দাও। আমি তার প্রতি আমার গল্পের পাথর নিক্ষেপ করব। কেননা উক্ত গল্প দুঃসামান্য বিষয় এবং যাচাইয়ের কঠিন পাথর। অতএব তারা খারেকজী সম্প্রদায়ের মতো তাকে এ ব্যাপারে নেতৃত্বের মাল্য পরাবার মতো প্রৌঢ় বয়সী লোকটির অভিমুখী হয়ে বলল, জেনে রাখ, এই গভর্নরের সাথে আমার বন্ধুত্ব আছে এবং আমি আমার অলঙ্কার সমৃদ্ধ বাগিচা দ্বারা আমার অবস্থা সংশোধন করি।

শাখ্বিক অনুবাদ : فَذُرُّوهُ তখন তাদের একজন বলল ذُرُّوهُ তাকে ছেড়ে দাও وَأَرْمِيهِ আমার পাল্লায় ছেড়ে দাও আমি তার প্রতি নিক্ষেপ করব يَحْتَجِرُ পাথর قِصَّتِي আমার গল্প فَإِنَّهَا কেননা عُضْلَةُ الْعُقَدِ দুঃসামান্য বিষয় وَمِثْلُكَ এবং কঠিন পাথর الْمُنْتَفِدِ যাচাই فَقَلَّدُوهُ অতএব তারা তাকে মাল্য পরাল هَذَا الْأَمْرِ এ ব্যাপারে الرَّعَامَةَ নেতৃত্ব تَقْلِيدَ নেতৃত্বের মাল্য পড়াবার মতো الْخَوَارِجِ খারেকজী সম্প্রদায় أَبَا নাবু না'আমাকে فَأَقْبَلَ অতঃপর সে অভিমুখী হালো الْكُهْلِ প্রৌঢ় বয়সী লোকটি প্রতি وَقَالَ এবং বলল إَعْلَمَ জেনে রাখ أَنْيَ অামার বন্ধুত্ব আছে وَأَوَالِي এই গভর্নরের সাথে وَأَرْقَعَ এবং আমি সংশোধন করি حَالِي আমার অবস্থা بِالنَّبِيَانِ বাগিচা দ্বারা الْحَالِي অলঙ্কার সমৃদ্ধ।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَحَدٌ : একক, অনুপম, অদ্বিতীয়, এক। (ج) أَحَادٌ : তাদের মধ্য থেকে একজন, তাদের একজন।
ذُرُّوهُ : তোমরা তাকে ছেড়ে দাও।
(ض، س) وَذُرُّوا : কর্তন করা। ছেড়ে দেওয়া।
فِي الْقُرَّانِ : وَذُرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيَا .
مَادَّةٌ : (و- ذ- ر) ، جنس : مِثَالٌ وَأَوَالِي
مُرَادٌ : دَعَا (مِنْ الْيُودِلَع)
حِصَّةٌ : (ج) حِصَصٌ : ভাগ, অংশ।
مَادَّةٌ : (ح- ص- ص) ، جنس : مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي

أَوَالِي : قِسْمٌ
(أ) أَرْمِي : [যাতে] আমি নিক্ষেপ করি।
بِ : [করব]।
بِأَرْمِيًا ، وَمَا : নিক্ষেপ করা।
عَمْرٌ : (ج) أَحْجَارٌ ، حِجَارٌ ، حَجَارَةٌ ، أَحْجَرٌ : পাথর,
প্রস্তর, শিলা, উপল।
الْقُرَّانِ : وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْإِنْهَارُ .
عَمْرٌ : (ج) فَصَصَ ، أَفْصِصَ : গল্প, কাহিনী।
بِ : حِكَايَةٌ

১. আবু না'আমা : তিনি কাতারী ইবনুল ফুজ্জা'আ নামে খ্যাত ছিলেন। আবু না'আমা তাঁর কুনিয়াত তথা উপনাম। তাঁর মূল নাম পরিচয় একরূপ : জা'উনা ইবনে মাহিন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ। না'আমা নামক অশ্বের নামানুসারে তিনি যুদ্ধের সময় না'আমা এবং সাধারণ অবস্থায় আবু মুহাম্মদ উপনাম ব্যবহার করতেন। কাতার নামক স্থানের সাথে কোন সম্পর্কের ভিত্তিতে কাতারী এবং তাঁর পিতা ইয়ামানের প্রবাস থেকে অকস্মাৎ নিজ বাড়িতে গমন করায় তাঁকে আল-ফুজ্জা বলা হয়। আবু একাধারে ছিলেন একজন বীর অশ্বারোহী যোদ্ধা, কবি ও বাগী। তিনি খারেকজী সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। খারেকজীদের প্রধান যুঝাইর ইবনে আলী আস-সুলায়তী নিহত হওয়ার পর তিনি তাদের প্রধান আমীর নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ দশ বছর মতান্তরে কি যাবৎ তাদের নেতৃত্ব দেন। তিনি ৭৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

عَضَلَةٌ : (ج) عَضَلٌ، عَضَلٌ : কঠিন, মসিবত।
مَرَادٌ : الْمَرْادُ

(ج) الْمَرْادُ : (و) عَدَّة : গিট, গিরা, সমস্যা।

مَرَادٌ : مَرْكَبَةٌ

عَضَلَةُ الْعَقْدِ : কঠিন সমস্যা, দুঃসমাখ্য বিষয়।

مَحَلُّ (اسم الآلة) : ঘর্ষণ করার বস্তু, কটিপাথর।

(ن) حَكَا : ঘষা দেওয়া।

مَادَةٌ : (ح. ك. ك.) ، جنس : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادٌ : زِنَادٌ

الْمُنْتَقِدُ (مصدر ميسر بمعنى الانتقاد) : যাচাই।

যাচাই করা।

قَدَّرُوا : যুক্তি-প্রমাণ না বুজে আনুগত্য করল।

(تَفَعُّلٌ) تَقْلِيدًا - هُ

مَرَادٌ : قَوْضًا

الْأَمْرُ : (ج) أَمْرٌ : কাজ, বিষয়।

أَمْرٌ : (ج) أَمْرٌ : নির্দেশ, ফরমান।

الرَّعَايَةُ (ف, ن) : مصد : নেতা হওয়া।

الرَّعَايَةُ : নেতৃত্ব।

مَرَادٌ : السِّيَادَةُ/الْوِلَايَةُ

تَقْلِيدٌ (تَفَعُّلٌ) مصد : যুক্তি প্রমাণ না বুজে আনুগত্য করা।

মালা পরানো।

(ج) الْخَوَارِجُ : (و) خَارِجَةٌ (أَي فِرْقَةٌ خَارِجَةٌ) : বিদ্রোহী দল,

যারা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

أَبْرَ نَمَاسَةً : খারিজীদের জৈনক নেতার উপনাম।

أَقِيلٌ : অভিমুখী হলো, অগ্রসর হলো।

(إِنْعَادٌ) إِنْبَاءٌ : অগ্রসর হওয়া।

الْكَيْلُ : (ج) كَيْلٌ، كَيْلٌ، كَيْلٌ، كَيْلٌ : ষাঁড় বয়সী।

إِعْلَمَ : তুমি জেনে রাখ।

(س) عَلِمَا : অবগত হওয়া।

أَوَالِي : আমি বন্ধুত্ব রাখি। আমার বন্ধুত্ব আছে।

مُتَعَالَةً مَرَالًا : বন্ধুত্ব রাখা।

أَوَالِي : (ج) رَلَاةٌ : শাসনকর্তা, গভর্নর।

مَادَةٌ : (و. ل. ي.) ، جنس : كَيْفِيَّةٌ مَقْرُوءَةٌ

مَرَادٌ : الْحَاكِمُ

أَرْقَعُ : আমি সংশোধন করি, সুব্যবস্থা করি।

(تَفَعُّلٌ) تَرْقِيْعًا : সংশোধন করা।

مَادَةٌ : (و. ق. ح.) ، جنس : صَحِيحٌ

مَرَادٌ : أَمْلَعُ

حَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ، أَحْوَالَةٌ : অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি।

الْبَيَانُ : বাস্তিতা, বর্ণনা।

الْبَيَانُ (ض) مصد : স্পষ্ট হওয়া বা করা।

الْحَالِي (فأ) : (ج) حَوَالٍ (وكذا الحالية) অলঙ্কার

সজ্জিতা রমণী।

(س) حَلَبٌ : অলঙ্কার পরিধান করা। সুসজ্জিত হওয়া।

مَادَةٌ : (ح. ل. ي.) ، جنس : نَاقِصٌ بِأَيْ

مَرَادٌ : الْمَرْزُوقُ

الْحَالِي (فأ، مذ) : সুমিত।

حَلَاةٌ : মিষ্ট হওয়া।

مَرَادٌ : الْعَدَبُ

وَكُنْتُ أَسْتَعِينُ عَلَى تَقْوِيمِ أَوْدِي، فَبِلَدِي،
 يَسْعَةَ ذَاتِ يَدِي، مَعَ قَلَّةٍ عَدَدِي، فَلَمَّا ثَقُلَ
 حَازِي، وَتَفَدَّ رَذَائِي، أَمَمْتُهِ مِنْ أَرْجَائِي،
 بِرَجَائِي، وَدَعَوْتُهُ لِإِعَادَةِ رَوَائِي، وَإِرْوَائِي،
 فَهَشَّ لِلْوَفَادَةِ وَرَاحَ، وَغَدَا بِالإِفَادَةِ وَرَاحَ،
 فَلَمَّا اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْمَرَجِ، إِلَى الْمَرَجِ،
 عَلَى كَاهِلِ الْمَرَجِ؛ قَالَ :

অনুবাদ : আমি আমার দেশে থেকে আমার পরিবারের
 সদস্য-সংখ্যা কম থাকা অবস্থায় আমার বক্তৃতা সে-
 করার [অর্থাৎ অভাব-অনটন দূর করার] জন্য আমার
 সম্পদের স্বচ্ছলতার সাহায্য নিতাম। অতঃপর যখন
 আমার পিঠ ভারি হয়ে গেল এবং আমার স্বল্প বৃষ্টি
 [সামান্য সম্পদ] নিঃশেষিত হয়ে গেল তখন আমি আমার
 প্রত্যাশা নিয়ে আমার নিজ এলাকা থেকে তার উদ্দেশ্যে
 রওয়ানা করলাম এবং তাকে আমার ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে
 আনার জন্য এবং আমাকে পরিভ্রমণ করার জন্য আহ্বান
 করলাম। তখন সে আমাদের আগমনে লাফিয়ে উঠল
 এবং আনন্দিত হলো। আর সকাল-বিকাল আমাকে
 উপকৃত করতে লাগল। অতঃপর আমি যখন অতিশয়
 আনন্দ-উৎফুল্লতার কাঁধে চড়ে বাড়িতে যাওয়ার জন্য তার
 কাছে অনুমতি চাইলাম, তখন সে বলল,

শাস্ত্রিক অনুবাদ : আমি সাহায্য নিতাম **وَكُنْتُ أَسْتَعِينُ** আমি সাহায্য করার জন্য **أَوْدِي** আমার বক্তৃতা **فَبِلَدِي**
 আমার দেশে **يَسْعَةَ ذَاتِ يَدِي** আমার সম্পদের স্বচ্ছলতার দ্বারা **مَعَ قَلَّةٍ** কম থাকা অবস্থায় **عَدَدِي** আমার পরিবারের সদস্য
 সংখ্যা **ثَقُلَ** অতঃপর যখন **حَازِي** ভারি হয়ে গেল **وَتَفَدَّ رَذَائِي** এবং নিঃশেষিত হয়ে গেল **أَرْجَائِي** আমার স্বল্প বৃষ্টি
أَمَمْتُهِ তখন আমি তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম **مِنْ أَرْجَائِي** আমার নিজ এলাকা থেকে **بِرَجَائِي** আমার প্রত্যাশা নিয়ে
وَدَعَوْتُهُ এবং আমি তাকে আহ্বান করলাম **لِإِعَادَةِ رَوَائِي** ফিরিয়ে আনার জন্য **وَإِرْوَائِي** আমার ঔজ্জ্বল্য এবং আমাকে পরিভ্রমণ
 করার জন্য **فَهَشَّ** তখন সে লাফিয়ে উঠল **لِلْوَفَادَةِ وَرَاحَ** আমাদের আগমনে **وَإِرْوَائِي** এবং আনন্দিত হলো **وَغَدَا بِالإِفَادَةِ وَرَاحَ** এবং
 সকাল বিকাল আমাকে উপকৃত করতে লাগল **فَلَمَّا اسْتَأْذَنْتُهُ** অতঃপর আমি যখন তার কাছে অনুমতি চাইলাম **إِلَى الْمَرَجِ**
 যাওয়ার জন্য **عَلَى كَاهِلِ الْمَرَجِ** কাঁধে চড়ে **إِلَى الْمَرَجِ** অতিশয় আনন্দ উৎফুল্লতা **قَالَ** তখন সে বলল।

শব্দ বিশ্লেষণ

কُنْتُ أَسْتَعِينُ : আমি সাহায্য নিতাম।
 (الِاسْتِعَانَةَ) : সাহায্য নেওয়া। সাহায্য প্রার্থনা করা।
 تَقْوِيمٌ (تَقْوِيلٌ) : সোজা করা। যে কোনো দেশের।
 আয়তন বর্ণনা করা।

(ن) قِيَامًا : দণ্ডায়মান হওয়া।

مَادَهُ (ق. - ر. - م.) : চিন্তা, জটিল।

مَرَادُهُ : উদ্দেশ্য।

أَوْدٍ : বক্তৃতা, কষ্ট।

أَوْدٍ (س) : বক্তৃতা।

مَادَهُ (أ. - و. - د.) : চিন্তা, মর্মে (مَهْمُوزٌ فَاءٌ وَأَجُوزٌ وَأَوْدٍ)

مَرَادُهُ : উদ্দেশ্য।

بَلَدٌ : (ج) بُلْدَانٌ, يَلَدٌ : জনপদ, অঞ্চল, শহর।

سَعَةً : স্বচ্ছলতা, ধনাত্মতা, সামর্থ্য।

(ض. - س) سَعَةً : প্রশস্ত হওয়া। স্বচ্ছল হওয়া।

مَادَهُ (و. - س. - ع) : চিন্তা, মিশ্রণ।

مَرَادُهُ : উদ্দেশ্য।

ذَاتُ الْيَدِ : মালিকানাভুক্ত সম্পদ।

ذَاتُ الْمَدِّ (م. - ذ) : অধিকারিণী।

مَعَ : সাথে, সহকারে, সঙ্গে।

قَلَّةٌ (ض. - م) : কম হওয়া।

عَدَدٌ (ج) : [এখানে-পরিবারের সদস্য-সংখ্যা]।

مَرَادٌ : উদ্দেশ্য।

যখন ভাৰি হয়ে গেল : لَمَّا ثَقُلَ :

(৮) ثَقُلَ : بِثِقَالَةٍ : ভাৰি হওয়া।

حَادَّ (ج) أَحَادَّ : পিঠ।

مَرَادَفٌ : ظَهَرُ

সামান্য সম্পদের মালিক। : خَفِيفُ الْحَادِّ :

নিগ্ৰেণিহিত হলো, - হয়ে গেল : تَقَدَّ :

(স) تَقَدَّ : بِتَقَادٍ : নিগ্ৰেণিহিত হওয়া।

مَرَادَفٌ : حَتَمَ / قَنِى

হাঙ্গা বৃষ্টি, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি, এখানে-সামান্য সম্পদ। : رَدَّادٌ :

مَادَّةٌ : (র-ড-ড) : جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادَفٌ : قَلَّ / طَلَّ : جُنْدٌ : كَثُرَ / وَايَلُ

أَمَسَتْ - هـ : আমি [তার উদ্দেশ্যে] রওয়ানা করলাম।

(ন) أَمَسَ : تَفَعُّلٌ : تَأَمَّيْنَا : ইচ্ছা করা।

مَادَّةٌ : (অ-ম-ম) : جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادَفٌ : قَصَدْتُ

(জ) أَرْجَأَ : (ৱ-র-জ) : رَجَأَ : কেনারা। দিক।

[এখানে এলাকা, অঞ্চল।]

مَادَّةٌ : (র-জ-হ) : جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ لَامٌ

مَرَادَفٌ : أَطْرَافٌ / جِهَاتٌ

رَجَاءٌ : আশা, প্রত্যাশা।

الرَّجَاءُ (ন) مَصَدٌ : আশা করা।

دَعَوَتْ : আমি আহবান করলাম।

(ন) دَعَا : دَعَا : ডাকা, আহবান করা।

إِعَادَةٌ (إِسْمَال) مَصَدٌ : ফেরত দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া,

পুনরায় করা।

مَادَّةٌ : (জ-ও-দ) : جِنْسٌ : أَجْوَفُ وَائِي

مَرَادَفٌ : رَدَّ

رَوَاءٌ : চেহারার ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য।

إِرْوَاءٌ (إِسْمَال) مَصَدٌ : পানি পান করিয়ে পরিভূক্ত করা।

مَادَّةٌ : (র-ও-ই) : جِنْسٌ : تَفْيِيفٌ مَقْرُونٌ

مَرَادَفٌ : أَتَقَاهُ

هَفَسَ : লাফিয়ে উঠল, উৎফুল্ল হলো।

(স) هَفَسَ : هَفَسًا : লাফিয়ে উঠা।

مَادَّةٌ : (হ-শ-শ) : جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَادَفٌ : أَرْقَحَ

প্রতিনিধিরূপে আগমন করা। : أَلْوَقَادَةُ (ض) مَصَدٌ :

مَادَّةٌ : (ও-ন-দ) : جِنْسٌ : يُفَالُ وَائِي

مَرَادَفٌ : أَلْقَدَمُ

আনন্দিত হলো। : رَاحَ :

(ফ) رَاحَ : رِيحًا : আনন্দিত হওয়া।

(ন) رَوَّاحًا : সন্ধ্যাকালে আসা।

مَادَّةٌ : (র-ও-হ) : جِنْسٌ : أَجْوَفُ وَائِي

مَرَادَفٌ : يَسَّرَ

عَدَّ : প্রভাতে আগমন বা গমন করল।

(ন) عَدَّ : عَدْوًا : প্রভাতে গমন বা আগমন করা।

الْإِسَادَةُ (إِسْمَال) مَصَدٌ : উপকৃত করা, ফায়েদা দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ফ-ই-দ) : جِنْسٌ : أَجْوَفُ وَائِي

مَرَادَفٌ : تَفَعَّ

رَاحَ : (ন) رَوَّاحًا : বিকাল বেলায় গমন বা আগমন করল।

لَمَّا اسْتَأْذَنْتُ : যখন আমি অনুমতি চাইলাম।

(إِسْتِغْنَال) اسْتِغْنَانٌ : অনুমতি চাওয়া।

(স) إِذْنًا : অনুমতি দেওয়া।

مَادَّةٌ : (অ-ড-ন) : جِنْسٌ : مَهْمُوزٌ قَاءٌ

١. أَلْبِرَاجُ : يَفْتَحُ النَّيْمَ : مُفَضَّرٌ مِثْلِي مِنَ الرَّوَّاحِ :

বিকালে বা যে কোনো সময় গমন করা।

٢. أَلْبِرَاجُ : يَضَعُ النَّيْمَ : اسْمُ طَرَفٍ مِنَ الْإِرَاحَةِ

উট, গরু বা ছাগল রাখার জায়গা। [এখানে বাড়ি।]

مَرَادَفٌ : مَرَعَى

كَاهِلٌ (ج) كَوَاهِلٌ : ঘাড়ের কাছাকাছি পিঠের উপরিভাগ, কাঁধ।

٣. أَلْبِرَاجُ : يَكْسِرُ النَّيْمَ : مِنَ التَّسْرِجِ : অভিশয় আনন্দ,

উৎফুল্লতা, দাম্ভিকতা, গর্ব।

مَرَادَفٌ : سُرُورٌ

বালাগাত

قَوْلُهُ : فَهَسَّ لِلْوَقَادَةِ وَرَاحَ وَعَدَّ بِالْإِسَادَةِ وَرَاحَ :

এখানে উদাহরণ ও উদাহরণ - এর মধ্যে

উভয় উদাহরণ - এর মধ্যে

قَوْلُهُ : إِسْتَأْذَنْتُ إِلَى الْبِرَاجِ إِلَى الْبِرَاجِ عَلَى كَاهِلِ الْبِرَاجِ :

এখানে উদাহরণ - এর মধ্যে

(إِنْعَالًا) ৰাখা : ۱. اِبْدَاعًا : আমানত রাখা।
 مَرَادُفٌ : مُتَضَمِّنٌ (فِيهَا)
 ব্যাখ্যা, ভাষা : ۲. شَرْحٌ : (ج) شَرْحٌ : ব্যাখ্যা করা।
 مَرَادُفٌ : بَيَانٌ
 অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি : ۳. أَحْوَالٌ, أَحْوَالٌ : (ج) أَحْوَالٌ, أَحْوَالٌ : বর্ণ, অক্ষর, হরফ।
 (مَز) إِحْدَى (مَذ, أَحَد) : ৪. এক [একটি]।
 الشَّكْلُ (ج) كَلِمَةٍ : ৫. শব্দ।
 وَالْكَلِمَةُ (ج) كَلِمَةٍ : ৬. শব্দ।
 (ثَلَاثٌ) كَلِمَتَيْنِ : ৭. দুটি শব্দ।
 يَعْمُ : ৮. পরিবাণ্ড হয়।
 (ن) عَمَوًا : ৯. পরিবাণ্ড হওয়া।
 يَعْمُ : ১০. [সবাইকে] শামিল করে।
 (ن) عَمًا : ১১. শামিল করা।
 مَادَّةٌ : (ع-ম-ম) : ১২. جِسْمٌ : ১৩. مُصَاعَفٌ ثَلَاثِي
 مَرَادُفٌ : يَتَقَلَّلُ
 (ج) تَقَطُّ, نِقَاطٌ : (و) نَقْطَةٌ : ১৪. বিন্দু, ফোঁটা, নুকতা।
 أَلْتَقَطُ (ن) مَصْد : ১৫. হরফে নুকতা লাগানো।
 مَادَّةٌ : (ن-ق-ط) : ১৬. جِسْمٌ : ১৭. صَعِيح
 (مَز) الْأُخْرَى (مَذ: الْأُخْرَى) : (ج) أُخْرَى, أُخْرَى : ১৮. অপৰাট।
 لَمْ يَعْمَجَمِ (مَج) : ১৯. (نِ) : নুকতা লাগানো হয়।
 (ن) عَجَمًا : (إِنْعَالًا) عَجَمًا : ২০.
 নুকতা বা হরকত লাগিয়ে শব্দের অস্পষ্টতা দূর করা।
 مَادَّةٌ : (ع-ج-م) : ২১. جِسْمٌ : ২২. صَعِيح
 مَرَادُفٌ : لَمْ يَتَقَطَّ
 قَطُّ : (أَصَحُّ اللَّغَاتِ يَنْشِئُ الْقَوَائِدَ وَتَشْدِيدُ الْكَلَامِ)
 (مُتَضَمِّنٌ) : ২৩. কখনও।
 اسْتَأْنَيْتُ : ২৪. আমি অবকাশ দিয়েছি।

(اسْتِغْنَالًا) اسْتِغْنَاءً : (تَفَعُّلٌ) تَأَنَّى : ভালোভাবে চিন্তা।
 ভাবনা করা, অবকাশ দেওয়া।
 (ض) أَتَى : ২৫. বিলম্ব করা। আসা। নিকটবর্তী হওয়া।
 مَادَّةٌ : (أ-ن-ي) : ২৬. جِسْمٌ : ২৭. مُرَكَّبٌ : ২৮. مَهْمُوزٌ : ২৯. وَنَاقِصٌ
 بِأَنْبٍ :
 مَرَادُفٌ : اسْتَمْتَهَلَتْ
 أَلْبِيَانٌ : ৩০. প্রাঞ্জল বক্তব্য। বাগ্মিতা।
 بَيَانٌ (ض) : ৩১. মস : ৩২. প্রকাশ পাওয়া, স্পষ্ট হওয়া বা করা।
 حَوْلٌ : (ج) حَوْلٌ, أَحْوَالٌ : ৩৩. বছর।
 الْحَوْلُ : ৩৪. শক্তি, ক্ষমতা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ -
 مَرَادُفٌ : سَنَةً
 مَا أَحَارَ : ৩৫. সে কথা বলে নি, উত্তর দেয় নি।
 (إِنْعَالًا) إِحَارَةً : ৩৬. উত্তর দেওয়া। কথা বলা।
 (ن) حَوْرًا : ৩৭. হতবুদ্ধি হওয়া। হ্রাস পাওয়া।
 (تَفَاعُلٌ) تَحَاوَرًا : ৩৮. আলোচনা করা।
 فِي الْقُرْآنِ : وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوَرَكُمَا -
 مَادَّةٌ : (ح-و-ر) : ৩৯. جِسْمٌ : ৪০. أَحْوَالٌ : ৪১. وَابٍ
 مَرَادُفٌ : أَجَابَ/رَدَّ
 قَوْلُ (ن) مَصْد : ৪২. কথা বলা।
 قَوْلٌ : (ج) أَقْوَالٌ, (ج) أَقَاوِيلُ : ৪৩. কথা, বক্তব্য।
 مَرَادُفٌ : كَلَامًا
 تَبَهَّتْ : ৪৪. সতর্ক করেছি, জগত্ব করেছি।
 (تَفَعُّلٌ) تَنَبَّهًا : ৪৫. সতর্ক করা। জগত্ব করা।
 مَادَّةٌ : (ن-ب-ه) : ৪৬. جِسْمٌ : ৪৭. صَعِيح
 مَرَادُفٌ : أَبْقَطُ
 فِكْرٌ : (ج) أَفْكَارٌ : ৪৮. চিন্তা-ভাবনা, চিন্তাশক্তি।
 فِكْرٌ (ض) مَصْد : ৪৯. চিন্তা-ভাবনা করা।
 مَرَادُفٌ : تَأَمَّلَ
 سَنَةً : (ج) سَنَوْنٌ, سَنَوَاتٌ, سَنَهَاتٌ : ৫০. বছর, বর্ষ।

فِي الْقُرْآنِ : فَيُضَيِّعُ سِنِينَ -

মাদে : (স-ন-ও), جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَارِي

مُرَادُفٌ : حَوْلَ

مَا إِزْدَادَ : বৃদ্ধি পায় নি।

(ض) زِبَادَةٌ : বৃদ্ধি পাওয়া।

(افْتَعَالَ) إِزْدِيَادًا : বৃদ্ধি করা।

مُرَادُفٌ : أَكْثَرَ

سِنَةً (স) مَصْد : তন্দ্রা আসা, বিমানো। জাগ্রত হওয়া :

[বিপরীতমুখী]।

فِي الْقُرْآنِ : لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ -

মাদে : (ও-স-ন), جِنْسٌ : مِثَالٌ وَارِي

مُرَادُفٌ : كَرَى

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : أَرَزَمْتُ أَلَا أُرِدُّكَ بَشَاءًا :

হলো أَلَا أُرِدُّكَ আর مَفْعُولٌ بِهِ -এর -

أَرَزَمْتُ -এর -

قَوْلُهُ : وَلَا أَجْمَعُ لَكَ شَتَاءًا :

- মَفْعُولٌ بِهِ -এর - لَا أَجْمَعُ শব্দটি

أَوْ تَنْشِيءُ لِي أَمَامَ أَرْحَمَكَ الْخ :

এ-এর অর্থ হয়ে হয়ে -এর -

مَتَعَلِّقٌ হবে।

قَوْلُهُ : رِسَالَةٌ تُوَدِّعُهَا شَرَحَ حَالِكَ حُرُوفٍ إِحْدَى الْخ :

এ-এর -

رِسَالَةٌ -এর -

رِسَالَةٌ -এর -

رِسَالَةٌ -এর -

رِسَالَةٌ -এর -

رِسَالَةٌ -এর -

رِسَالَةٌ -এর -

رِسَالَةٌ -এর -

বালাগাত

قَوْلُهُ : أَلَا أُرِدُّكَ شَتَاءًا :

এখানে -এর মধ্যে -এর -

قَوْلُهُ : إِشْتَانَيْتُ بَيْنَانِي حَوْلًا فَمَا أَحَارَ قَوْلًا :

এখানেও -এর মধ্যে -এর -

قَوْلُهُ : وَنَبِّهْتُ فِكْرِي سَنَةً فَمَا إِزْدَادَ إِلَّا سَنَةً :

এখানে -এর মধ্যে -এর -

وَاسْتَعْنَتْ بِقَاطِبَةِ الْكِتَابِ ، فَكُلُّ مَنْهُمْ
قَطْبٌ وَتَابٌ ، فَإِنْ كُنْتَ صَدَعْتَ عَنْ وَصْفِكَ
بِالْيَقِينِ ، فَأَنْ بَآئِيَةً ، إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ، فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ اسْتَسْعَيْتَ
يَعْبُورًا ، وَاسْتَسْقَيْتَ أُسْكُورًا ، وَأَعْطَيْتَ
الْقَوْسَ بَارِيهَا ، وَأَنْزَلْتَ الدَّارَ بَانِيهَا ، ثُمَّ
فَكَّرَ رَيْثَمًا اسْتَجَمَ قَرْنَحَتَهُ ، وَاسْتَدَّرَ
لِفَحَعَتِهِ ، وَ قَالَ : أَلَيْ دَوَاتِكَ وَاقْرُبُ ، وَخُذْ
أَدَاتَكَ وَاكْتَبْ :

অনুবাদ : আমি সকল লেখকের কাছে সাহায্য চেয়েছি।
কিন্তু তাদের প্রত্যেকেই চেহারা মলিন করেছে এবং
তওবা করেছে। তএব, তুমি যদি সংশয়হীনভাবে তোমার
গুণ প্রকাশ করে থাক তবে কোনো নিদর্শন উপস্থাপন
কর; যদি তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও। তখন সে
তাকে বলল, অবশ্য তুমি একটি দ্রুতগামী অশ্বকে
দৌড়াতে চেয়েছ এবং প্রবল ও অবিরাম বৃষ্টি থেকে তুমি
পানি পেতে চেয়েছ। তুমি ধনুক প্রস্তুতকারীর হাতে ধনুক
প্রদান করেছ এবং বাড়ি নির্মাতাকে বাড়িতে অবস্থান
দিয়েছ। অতঃপর সে প্রতিভাকে স্থির করে নেওয়া এবং
তার দুগ্ধবতী উষ্ট্রী থেকে দুগ্ধ দোহন করতে চাওয়া
পরিমাণ চিন্তা করল এবং সে বলল, তোমার দোয়াতে
আঁশ ফেল এবং কাছে আস, আর তোমার কলম নাও
এবং লেখ :

শাব্দিক অনুবাদ : **وَاسْتَعْنَتْ** আমি সাহায্য চেয়েছি **بِقَاطِبَةِ الْكِتَابِ** সকল লেখকদের কাছে **فَكُلُّ مَنْهُمْ** কিন্তু তাদের
প্রত্যেকেই **قَطْبٌ** চেহারা মলিন করেছে **وَتَابٌ** এবং তওবা করেছে **إِنْ كُنْتَ صَدَعْتَ** যদি তুমি প্রকাশ করে থাক **عَنْ**
وَصْفِكَ তোমার গুণ **بِالْيَقِينِ** সংশয়হীনভাবে **فَأَنْ** তবে উপস্থাপন কর **بَآئِيَةً** কোনো নিদর্শন **إِنْ** যদি তুমি হও **مِنْ**
الصَّادِقِينَ সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত **لَهُ** তখন সে তাকে বলল **اسْتَسْعَيْتَ** অবশ্য তুমি দৌড়াতে চেয়েছ **يَعْبُورًا**
একটি দ্রুতগামী অশ্বকে **وَاسْتَسْقَيْتَ** এবং তুমি পানি পেতে চেয়েছ **أُسْكُورًا** প্রবল ও অবিরাম বৃষ্টি থেকে **وَأَعْطَيْتَ** এবং
তুমি প্রদান করেছ **الْقَوْسَ** ধনুক **بَارِيهَا** ধনুক প্রস্তুতকারীর হাতে **وَأَنْزَلْتَ** এবং তুমি অবস্থান দিয়েছ **الدَّارَ** বাড়িতে **بَانِيهَا**
বাড়ি নির্মাতাকে **ثُمَّ** অতঃপর সে চিন্তা করল **رَيْثَمًا** পরিমাণ **اسْتَجَمَ** স্থির করে নেওয়া **قَرْنَحَتَهُ** প্রতিভাকে **وَاسْتَدَّرَ**
এবং দুগ্ধ দোহন করতে চাওয়া **لِفَحَعَتِهِ** তার দুগ্ধবতী উষ্ট্রী থেকে **وَقَالَ** এবং সে বলল **أَلَيْ** তুমি আঁশ ফেল **دَوَاتِكَ** তোমার
দোয়াত **وَاقْرُبُ** এবং কাছে আস **وَخُذْ** আর নাও **أَدَاتَكَ** তোমার কলম **وَاكْتَبْ** এবং লেখ।

শব্দ বিশ্লেষণ

اسْتَعْنَتْ : আমি সাহায্য চেয়েছি।

(اسْتَعْنَا) : সাহায্য চাওয়া।

قَاطِبَةٌ (ফা, মূ) : সকল।

(ض) : **قَطِبًا** : একত্র করা।

مَادُو : (ত-প-ব) : **جَنَس** : **صَحِيع**

مُرَادُو : **جَمِيع**

(ج) : **كُتَاب** : **كَاتِبُونَ** : **كَتَبَ** : (ও) : **كَاتِبٍ** : লেখক।

كُلُّ مَنْهُمْ : তাদের প্রত্যেকে।

قَطْبٌ : চেহারা মলিন করেছে। ললাট কৃষ্ণিত করেছে।

(تَفْعِيل) : **تَقَطَّبَ** : চেহারা মলিন করা। ললাট কৃষ্ণিত করা।

مُرَادُو : **عَسَر** : **وَسَدَ** : **مَضَر**

تَابٌ : তওবা করেছে।

(ن) : **تَوْبًا** : **تَوْبَةً** : **تَابَةً** : **مَتَابًا** : তওবা করা।

مُرَادُو : **وَجَعَ**

(إِنْ) : **كُنْتَ** : **صَدَعْتَ** : [যদি] তুমি প্রকাশ করে থাক।

(ف) : **صَدَعًا** : **فَاذًا** : বাধা দেওয়া। প্রকাশ করা।

(تَفْعِيل) : **تَصَدَّعًا** : বিচ্ছিন্ন হওয়া।

فِي الْقُرْآنِ : **قَامِدَعٌ** : **بِأَسْوَأَ** : **وَأَعْرَضَ** : **عَنِ الْجَاهِلِينَ** .

مُرَادُو : **كُنْتُ** : **وَصَفَّ** :

وَصَفَّ : (জ) : **أَوْصَا** : গুণ, যোগ্যতা।

مَادَّةُ : (ب - ر - هـ) ، جَنَسٌ : مَهْمُوزٌ ، مُرَادِفٌ : خَالِقٌ

লেখ : কিতাবে :

الْكَرَّمُ - ثَبَّتَ اللَّهُ جَيْشَ سُعُودِكَ - يَزِينُ ،
وَاللُّؤْمُ - غَضَّ الدَّهْرُ جَفْنَ حُسُودِكَ -
يُشِينُ ، وَالْأَرْوَعُ يُخَيِّبُ ، وَالْمَعْمُورُ يُخَيِّبُ ،
وَالْحَلَّاجِلُ يُضَيِّفُ ، وَالْمَاجِلُ يُخَيِّفُ ،
وَالسَّمْعُ يُغْذِي ، وَالْمَحْكُ يُغْذِي ،
وَالْعَطَاءُ يُنْجِي ، وَالْمَطَالُ يُشْجِي ،
وَالدَّعَاءُ يَقِي ، وَالْمَدْحُ يَقْنِي ، وَالْحُرُّ
يَجْزِي ، وَالْإِلْطَاطُ يُخْزِي .

অনুবাদ : বদান্যতা [অথবা উদ্ভতা] সৌন্দর্য বর্ধন করে ।
আল্লাহ তা'আলা তোমার শুভময়তার বাহিনীকে অবিচল
[অথবা শুভময়তার তরসোচ্ছাস স্থায়ী] রাখুন এবং কার্পণ্য
[বা অভদ্ভতা] কলঙ্কিত করে । কালাবর্তন তোমার প্রতি
ঈশাপরায়ণ ব্যক্তির চোখের পলক অবনমিত করে দিন ।
গুণ-গরিমার অধিকারী ব্যক্তি পুরস্কার দেয় । দুচ্চরিত্র
লোক বশিত করে । জনপ্রিয় নেতা আতিথেয়তা করে
এবং ধড়িবাজ ব্যক্তি ভয় দেখায় । দানশীল ব্যক্তি খাবার
দেয় এবং কৃপণ লোক চোখে কুটো দেয় । দান মুক্তি
দেয় । টাল-বাহানা কষ্ট দেয় । দোয়া রক্ষা করে এবং
প্রশংসা কলঙ্কমুক্ত করে । সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রতিদান দেয় এবং
অধিকারের অস্বীকার লাঞ্ছিত করে ।

শাব্দিক অনুবাদ : الْكَرَّمُ বদান্যতা, ثَبَّتَ اللَّهُ বাহিনী আল্লাহ তা'আলা অবিচল রাখুন جَيْشُ বাহিনী তোমার শুভময়তা
سُعُودِكَ সৌন্দর্যবর্ধন করে وَاللُّؤْمُ এবং কার্পণ্য غَضَّ অবনমিত করে দিন الدَّهْرُ কালাবর্তন جَفْنَ চোখের পলক
يَزِينُ তোমার প্রতি ঈশাপরায়ণ ব্যক্তি يُشِينُ কলঙ্কিত করে وَالْأَرْوَعُ গুণ-গরিমার অধিকারী ব্যক্তি يُخَيِّبُ পুরস্কার দেয়
يُخَيِّبُ দুচ্চরিত্র লোক يُخَيِّبُ বশিত করে وَالْحَلَّاجِلُ জনপ্রিয় নেতা يُضَيِّفُ আতিথেয়তা করে وَالْمَاجِلُ এবং ধড়িবাজ ব্যক্তি
يُخَيِّفُ ভয় দেখায় وَالسَّمْعُ এবং দানশীল ব্যক্তি يُغْذِي খাবার দেয় وَالْمَحْكُ এবং কৃপণ লোক يُغْذِي চোখে কুটো দেয় وَالْعَطَاءُ দান
يُنْجِي মুক্তি দেয় وَالْمَطَالُ টালবাহানা يُشْجِي কষ্ট দেয় وَالِدَّعَاءُ দোয়া يَقِي রক্ষা করে وَالْمَدْحُ প্রশংসা يَقْنِي
কলঙ্কমুক্ত করে وَالْحُرُّ এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি يُخْزِي প্রতিদান দেয় وَالْإِلْطَاطُ এবং অধিকারের অস্বীকার লাঞ্ছিত করে ।

শব্দ বিশ্লেষণ

الْكَرَّمُ : ক্রমা, বদান্যতা, উদ্ভতা ।
الْكَرَّمُ (ك) ممد : দানশীল হওয়া ।
مَرَادِفُ : الشَّرَقُ ، جَدُّ ، اللُّؤْمُ
ثَبَّتَ (فَعْلَانِيَّة) : অবিচল রাখুন, স্থায়ী করুন ।
تَفَعَّلَ (تَفَعَّلَ) : অবিচল রাখা, স্থায়ী রাখা ।
(ن) ثَبَّتَ : স্থায়ী হওয়া, সাব্যস্ত হওয়া ।
فِي الْقُرْآنِ : ثَبَّتَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ .
مَرَادِفُ : حَقَّنْ / وَكَّنْ
جَيْشُ : (ج) جَيْشُ : বাহিনী, সেনাবাহিনী ।
جَيْشُ (ض) ممد : উত্তম দেওয়া, তরসিত হওয়া ।
سُعُودُ : বরকত, শুভময়তা ।

سُعُودُ (ف) ممد : বরকতময় হওয়া ।
مَادَهُ : (س - ع - د) ، جَس : صحيح
مَرَادِفُ : يَمُنْ ، جَدُّ ، تَحَوَّصَ
يَزِينُ : সৌন্দর্য বর্ধন করে, সজ্জিত করে ।
(ض) زَيَّنَا : সৌন্দর্য বর্ধন করা ।
مَرَادِفُ : يُوَضِّعُ ، جَدُّ ، يَشِينُ
سُعُودُ : কার্পণ্য, অভদ্ভতা ।
اللُّؤْمُ : কৃপণ হওয়া ।
اللُّؤْمُ (ك) ممد :
(ن) تَزَمَّ مَلَكَةً : তিরস্কার করা ।
فِي الْقُرْآنِ : لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ .
مَادَهُ : (ك - و - م) ، جَس : آجُوفٌ وَآوِي

مَرَّوْفٌ : الْخَسَاسَةُ ، ضَدُّ : الْكِرْمُ

غَضُّ : (دُعَانِيَّةٌ) : অবনমিত করে দিন।

(ن) غَضًا ، غَضَاضَةً ، غَضَاضًا : অবনমিত করা।

(إِنْفِيعَالٌ) : إِنْغِصَاضًا - الطَّرْفُ : দৃষ্টি বন্ধ হওয়া।

مَادَّةٌ : (غ - ض - ض) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مَرَّوْفٌ : اَغْضَى

الْدَّهْرُ : (ج) دَهْرٌ ، أَذْهَرُ : কাল, যুগ। দীর্ঘ সময়। কালাবর্তন।

جَفَنٌ : (ج) أَجْفَانٌ ، جُنُونٌ ، أَجْنُنٌ : চোখের পলক।

حَسَوْدٌ : (ج) حَسَدٌ : স্বভাবগত সর্বাপরায়ণ, হিংসুক।

فِي الْقُرْآنِ : وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ -

مَادَّةٌ : (ح - س - د) ، جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مَرَّوْفٌ : حَاسِدٌ

يَحْسِبُ : কলঙ্কিত করে।

(ض) حُسْنًا : কলঙ্কিত করা।

مَرَّوْفٌ : يُعِيبُ ، ضَدُّ : يَزِينُ

الْأَرْوَعُ : (ج) رَوْعٌ ، أَرْوَاعٌ :

সৌন্দর্য, বীরত্ব ও গুণ-গরিমায় বিমুগ্ধকারী।

(ن) رَوْعًا ، (إِفْعَالٌ) إِرَاعَةً : গুণ-গরিমায় বিমুগ্ধ করা। শঙ্কিত করা।

يُعِيبُ : বিমিস্য দেয়। প্রতিদান দেয়। পুরস্কার দেয়।

(إِفْعَالٌ) إِثَابَةً : প্রতিদান দেওয়া।

مَادَّةٌ : (ث - و - ب) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَارِي

مَرَّوْفٌ : يُجَازِي

الْمُعَوَّرُ ، বখাটে : (مذ) :

(إِفْعَالٌ) إِعْوَارًا : দুঃসরিত্র হওয়া, বখাটে হওয়া।

مَادَّةٌ : (ع - و - ر) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ وَارِي

مَرَّوْفٌ : شَرِيْزٌ / نَاجِرٌ ، ضَدُّ : صَالِحٌ

يُخِيبُ : বঞ্চিত করে, বিফল করে।

(إِفْعَالٌ) إِخَابَةً : বিফল করা, বঞ্চিত করা।

(ض) خَيْبَةً : বিফল হওয়া, বঞ্চিত হওয়া।

مَادَّةٌ : (خ - ي - ب) ، جِنْسٌ : أَجَوَفٌ يَائِسِي

مَرَّوْفٌ : يَتَعَوَّرُ

الْحَلَّاحِلُ : (ج) حَلَّاحِلٌ : জনপ্রিয় নেতা। বীর। পূর্ণাঙ্গ।

مَادَّةٌ : (ح - ل - ح - ل) ، جِنْسٌ : مُضَاعَفٌ رَّيْاعِي

مَرَّوْفٌ : السَّجَاعُ / السَّيْدُ

يُخِيبُ : আতিথেয়তা করে।

(إِفْعَالٌ) إِضَافَةً : আতিথেয়তা করা।

مَرَّوْفٌ : قَرِي

الْحَاحِلُ (فأ، مذ) : দুঃভিক্ষগ্রস্ত। ধড়িবাজ। চোগলখোর।

কৃপণ। ঝগড়াটে।

(ك - س - ف) مَعَلًا ، مَعُولًا : দুঃভিক্ষগ্রস্ত হওয়া। চোগলখুরি করা।

(مُضَاعَفَةٌ) مَحَاحِلَةٌ ، مُحَاحِلًا : চক্রান্ত করা। কলহ-বিবাদ করা।

مَرَّوْفٌ : السَّجَاعُ / السَّيْدُ

يُخِيبُ : ভয় দেখায়, ভীত সন্ত্রস্ত করে।

(إِفْعَالٌ) إِخَافَةً : ভয় দেখানো।

(س) خَوْفًا : ভয় পাওয়া।

مَرَّوْفٌ : يَقْرَعُ ، ضَدُّ : يُؤْمِرُ

السَّمْعُ (صف) : দানশীল ব্যক্তি।

(ك) سَمَاعَةً : দানশীল হওয়া।

مَرَّوْفٌ : الْجَوَادُ ، ضَدُّ : الْبَخِيلُ

يَقْذِي : খাবার দেয়, আহার্য দেয়।

(إِفْعَالٌ) إِغْدَاءً : খাবার দেওয়া।

مَرَّوْفٌ : يُطْعِمُ

الْمَصْرُكُ (صف) : দাম-দস্তুর নিয়ে বিবাদকারী। কৃপণ।

(س) مَصْرَكًا (ف) مَصْرَكًا : ঝগড়া করা।

مَادَّةٌ : (م - ح - ك) ، جِنْسٌ : صَحِيعٌ

مَرَّوْفٌ : الْبَخِيلُ ، ضَدُّ : السَّمْعُ

يَقْذِي : চোখে কুটো দেয়।

(إِفْعَالٌ) إِقْدَاءً : চোখে কুটো দেওয়া। কষ্ট দেওয়া।

(س) قَذَاءً : চোখে কুটো পড়া।

مَرَّوْفٌ : يَضُرُّ

দান, অনুদান : اَعْطَيْتُ : (ج) اَعْطَيْتُ. (مع) اَعْطَيْتُ : দান, অনুদান

মুক্তি দেয় : يَنْجِي : মুক্তি দেয়

মুক্তি দেওয়া : اِنَجَّاهُ : (ن) اِنَجَّاهُ. (مع) اِنَجَّاهُ : মুক্তি দেওয়া

মুক্তি পাওয়া : نَجَّاهُ : (ن) نَجَّاهُ. (مع) نَجَّاهُ : মুক্তি পাওয়া

মাদ্ : (ন-জ-র) : ج-ر, (ن-ج-ر) : ج-ر, (ن-ج-ر) : ج-ر : মাদ্

মুআউ : يُخْلِصُ : মুআউ

আলমপাল : اَلْمَطَالُ : (مُغَالَّة) مَص : টাল-বাহানা করা

মুআউ : اَلتَّسْرِيفُ : মুআউ

কষ্ট দেয় : يُسْجِي : কষ্ট দেয়। দুঃখ দেয়। খুশি করে। [বিপরীতমুখী অর্থ]

কষ্ট দেওয়া : اِنَجَّاهُ : (ن) اِنَجَّاهُ. (مع) اِنَجَّاهُ : কষ্ট দেওয়া। খুশি করা।

(স) سَجَّاهُ : চিন্তিত হওয়া

মুআউ : (শ-জ-র) : ج-ر, (ن-ج-ر) : ج-ر : মুআউ

মুআউ : يُوْذِي : মুআউ

আদুআ : (ج) اُدْعِي : দোয়া

আদুআ : (ن) اُدْعِي : দোয়া করা। ডাকা। আহবান করা।

যিক্ : يَكِي : রক্ষা করে, হেফাজত করে।

(ض) وَفَّاهُ : وَقَّاهُ. (ن) وَفَّاهُ : রক্ষা করা, হেফাজত করা।

মাদ্ : (و-জ-র) : ج-ر, (ن-ج-ر) : ج-ر : মাদ্

মুআউ : يَحْفَظُ : মুআউ

আলমদ : اَلْمَدَحُ : প্রশংসা

আলমদ : (ن) اَلْمَدَحُ : প্রশংসা করা।

পরিষ্কার করে, কলঙ্কমুক্ত করে : يَنْفِي : পরিষ্কার করে, কলঙ্কমুক্ত করে।

পরিষ্কার করা : اِنْفَاهُ : পরিষ্কার করা।

পরিষ্কার হওয়া : نَفَاهُ : পরিষ্কার হওয়া।

মাদ্ : (ন-জ-র) : ج-ر, (ن-ج-ر) : ج-ر : মাদ্

মুআউ : اَخْلَصَ : মুআউ

আলহু : (ج) اَحْرَارُ : জরার : স্বাধীন, সম্ভ্রান্ত

যিজযি : يَجْزِي : প্রতিদান দেয়।

(ض) جَزَاهُ : প্রতিদান দেওয়া।

মাদ্ : (জ-জ-র) : ج-ر, (ن-ج-ر) : ج-ر : মাদ্

মুআউ : يُثِيبُ : মুআউ

আলপাত : اِلْطَاطُ : (مَص) : প্রাপা বা অধিকার অস্বীকার করা।

(ض) لَطَّاهُ : আবৃত করা।

আলহু : اَلْحَقُّ : প্রাপ্য অস্বীকার করা।

মাদ্ : (ল-প-ট) : ط-ط, (ن-ج-ر) : ج-ر : মাদ্

মুআউ : اَلْجَعْدُ / اَلْإِنْكَارُ : মুআউ

যিজযি : يَجْزِي : লঙ্ঘিত করে, লজ্জিত করে।

(اِفْعَال) اِحْزَاهُ : লঙ্ঘিত করা, অপমান করা।

(ض) حَزَّاهُ : লঙ্ঘিত করা। লঙ্ঘিত করা।

(س) حَزَّاهُ : লঙ্ঘিত হওয়া। লঙ্ঘিত হওয়া।

মুআউ : يُوْذِي : মুআউ

وَإِطْرَاحُ ذِي الْحُرْمَةِ عَنِّي، وَمَحْرَمَةٌ بَنِي
الْأُمَالِ بَعْنِي، وَمَا صَنَّ إِلَّا عَيْبِينَ، وَلَا عُيْنَ
إِلَّا صَنِينَ، وَلَا خَزَنَ إِلَّا شَقِيَّ، وَلَا قَبَضَ رَاحَهُ
تَقِيَّ، وَمَا فَتَسَى وَعَدُّكَ بَفْنِي، وَأَرَأَاكَ
تَشْفِينِي، وَهَلَّا لَكَ بِيُضِي، وَحَلَمَكَ يَغْضِي،
وَالْأَلَاكَ تَغْنِي، وَأَعْدَاءُكَ تَثْنِي، وَحُسَامُكَ
يَفْنِي، وَسُودُّدُكَ يَفْنِي.

অনুবাদ : সম্মানী ব্যক্তিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া বিহীন
এবং আশাবাদী ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা জুলুম। নিবোধ
লোক ব্যতীত কেউ কার্পণ্য করে না। আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত
ব্যতীত কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। হতভাগা ব্যতীত কেউ
সম্পদ জমা রাখে না এবং পরহেজগার ব্যক্তি তার
হস্ততালু সংকুচিত করে না। সর্বদা তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ
হয় এবং তোমার মতামত প্রশান্তি দান করে। তোমার
নব চন্দ্র আলো দেয় এবং তোমার গাধীর্ষ্য [মানুষের ভাব]
থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। তোমার দান-দাক্ষিণ্য
অমুখ্যাপেক্ষী করে দেয় এবং তোমার শত্রুগণ প্রশংসা
করে। তোমার তরবারি ধ্বংস করে দেয় এবং তোমার
নেতৃত্ব সন্তুষ্ট করে।

শাস্তিক অনুবাদ : **إِطْرَاحُ** দূরে সরিয়ে দেওয়া **ذِي الْحُرْمَةِ** সম্মানিত ব্যক্তি **عَنِّي** বিব্রান্তি **مَحْرَمَةٌ** বঞ্চিত করা **بَنِي الْأُمَالِ** আশাবাদী ব্যক্তিগণ **بَعْنِي** জুলুম **مَا صَنَّ** কেউ কার্পণ্য করে না **إِلَّا** ব্যতীত **عَيْبِينَ** নিবোধ লোক **وَلَا عُيْنَ** আর কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না **إِلَّا** ব্যতীত **صَنِينَ** কৃপণ **وَلَا خَزَنَ** কেউ সম্পদ জমা রাখে না **إِلَّا** ব্যতীত **شَقِيَّ** হতভাগা **وَلَا قَبَضَ** এবং সংকুচিত করে না **رَاحَهُ** তার হস্ত-তালু **تَقِيَّ** পরহেজগার ব্যক্তি **وَعَدُّكَ** সর্বদা **تَوَفَّقِي** তোমার প্রতিশ্রুতি **بَفْنِي** পূর্ণ হয় **وَأَرَأَاكَ** এবং তোমার মতামত **تَشْفِينِي** প্রশান্তি দান করে **وَهَلَّا لَكَ** তোমার নবচন্দ্র **بِيُضِي** আলো দেয় **وَحَلَمَكَ** এবং তোমার গাধীর্ষ্য **يَغْضِي** দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় **وَالْأَلَاكَ** এবং তোমার দান-দাক্ষিণ্য **تَغْنِي** অমুখ্যাপেক্ষী করে দেয় **وَأَعْدَاءُكَ** তোমার শত্রুগণ **تَثْنِي** প্রশংসা করে **وَحُسَامُكَ** এবং তোমার তরবারি **يَفْنِي** ধ্বংস করে **وَسُودُّدُكَ** এবং তোমার নেতৃত্ব **يَفْنِي** সন্তুষ্ট করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

إِطْرَاحُ (إِفْتِخَال) মদ : দূরে সরিয়ে দেওয়া।
مُرَادُ : **رَمَى** / **إِبْعَادَ**
ذِي الْحُرْمَةِ : সম্মানী ব্যক্তি, মর্যাদাবান ব্যক্তি।
الْحُرْمَةُ (স) মদ : হারাম হওয়া।
الْحُرْمَةُ : মর্যাদা, সম্মান।
الْعَنَى : বিব্রান্তি।
عَنِّي (ض) মদ : বিব্রান্ত হওয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া।
مَحْرَمَةٌ (ض) স, **مَضْرُوبِي** : বঞ্চিত করা।
مُرَادُ : **إِحَابَةٍ**, **جِدِّ**, **عِدَّةٍ**
بَنِي الْأُمَالِ : আশাবাদী, প্রত্যাশী।
الْأُمَالُ (و) **أَمَل** : আশা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা।
مُرَادُ : **رَجَاءٍ**
بَعْنِي : জুলুম।

بَعْنِي (ض) - **عَلَيْهِ** : জুলুম করা।
مَا صَنَّ : কার্পণ্য করে নি। [-করে না]।
إِلَّا (স, **ض**) **صَنَّ**, **صَنَّهُ**, **صَنَانَةً** : কার্পণ্য করা।
عَيْبِينَ (স, **ض**) **عَيْبَانُ**, **عَيْبَانُ**, **عَيْبَانُ** : নিবোধ।
عَيْبَانُ (স, **ض**) **عَيْبَانُ**, **عَيْبَانُ** : নিবোধ হওয়া।
مَادَهُ (غ. **ب. ن**) **جَنَسَ**, **صَحِيعَ**
مُرَادُ : **غِيَرِي**
وَلَا عُيْنَ : ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
عَيْبَانُ (স, **ض**) **عَيْبَانُ** - **فِي التَّبَعِ** : ক্ষতি করা। ধোকা দেওয়া।
مُرَادُ : **لَا حَقَّ** / **لَا تَقِيصُ**
صَنِينَ (স, **ض**) **صَنَّ**, **صَنَّهُ**, **صَنَانَةً** : কৃপণ, ব্যয়কুষ্ঠ।
بَعْنِي (স, **ض**) **صَنَّ**, **صَنَّهُ**, **صَنَانَةً** : কার্পণ্য করা।
وَلَا خَزَنَ : জমা রাখে নি, [-রাখে না]।

(ন) خَزَنًا : জমা রাখা । সঞ্চয় করা, জমা রাখা ।
 مَادَّةٌ : (খ. র. ন.) جنس : صَمِيعٌ
 مُرَادُفٌ : حَسْبٌ : ضِدٌّ : يَذَلُّ
 শকি (সফ) (জ) أَتَقِيَاءُ : হতভাগা
 (স) شَقَاءٌ : شَقَاوَةٌ : হতভাগা হওয়া
 مَادَّةٌ : (শ. ফ. য.) جنس : صَمِيعٌ
 مُرَادُفٌ : حَسْبٌ : ضِدٌّ : يَذَلُّ
 বন্ধ রাখে নি [-রাখে না], সংকুচিত করে নি
 لَا قَبِيضَ : [-করে না]।

(স) قَبِضًا : সংকুচিত করা।
 (জ) رَاحٌ : (র) رَاحَةٌ : হস্ততালু, হাতের তালু।
 مُرَادُفٌ : كَفٌّ
 تَقِيٌّ (সফ) (জ) أَتَقِيَاءُ : تَقْوًا : পরহেজগার।
 (ض) تَقِيٌّ : تَقِيًّا : পরহেজগার হওয়া।
 مَادَّةٌ : (ও. ফ. ত. ফ. য.)
 مُرَادُفٌ : أَرْوَجُ
 مَا قَتَيْتَ (স) مَا قَتَا (ف) (فِيلُ تَائِيصُ) : يَتِي : সর্বদা পূর্ণ হয়।
 مَا قَتَيْتَ (স) قَتَا - عَنْهُ : বিরত হয় নি, বিস্মৃত হয় নি।
 أَلَوْعَدُ : (জ) وَعْدٌ (عِنْدَ النَّبِيعِ) : ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি।
 أَلَوْعَدُ (ض) مَعْدٌ : ওয়াদা করা।
 مُرَادُفٌ : وَيَسْتَأْنِ
 أَلَوْعَدُ : পূর্ণ হয়।
 يَتِي : পূর্ণ করে।
 (ض) وَقَا - بِأَلَوْعَدٍ : পূর্ণ করা।
 (জ) أَرَأَيْتَ : أَرَأَيْتَ : অভিমত, মতামত, সিদ্ধান্ত।
 تَشْفِي - أَلْهَمَ : চিন্তা দূরীভূত করে, প্রশান্তি দান করে।
 (ض) شَفَا : আরোগ্য দান করা।
 مَادَّةٌ : (শ. ফ. য.) جنس : نَاقِصٌ يَنْزِي
 مُرَادُفٌ : تَبَيَّرُ
 هَلَالٌ (জ) أَمَلَةٌ (أَهْلِيلُ) : শাদ : নবচন্দ্র, মাসের শুরু বা শেষাংশের চাঁদ।
 مُرَادُفٌ : قَمَرٌ

بُيُضِي : (ক) كَانَ فِي الْأَصْلِ بَيْضًا : قَابِلُوتِ الْهَمَزَةِ يَاءً
 وَأَدْعَمَتْ فِي أُنْبَاءٍ عَلَى أَصْلِ حَاطِيَةٍ : আলো দেয়।
 (أَفْعَالُ) إِضَاءَةٌ : আলো দেওয়া, আলোকিত করা বা হওয়া।
 مُرَادُفٌ : يَبْشُرُ
 جَلَمٌ (জ) أَهْلَامٌ : حُلُمٌ : গাভীর্ষ।
 يَغْفِي : দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।
 (أَفْعَالُ) إِغْفَا - عَنْهُ طَرَفُهُ : দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়া।
 (জ) أَلَاءٌ : (و) الْأَلَى : الْإِلَى : أَلَاؤُ : নেয়ামত। দান-দানিগ্য।
 مُرَادُفٌ : عَطَا
 تَغْفِي : অনুধাপেক্ষী করে দেয়।
 (أَفْعَالُ) إِغْفَا : অনুধাপেক্ষী করা।
 فِي الْقُرْآنِ : مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ .
 (জ) أَعْدَاءُ : (ج) أَعَادُ : (و) عَدُوٌّ : শত্রু, অরতি, অবি, বৈরী।
 تَنْشِي : প্রশংসা করে।
 (أَفْعَالُ) إِنشَاءٌ : প্রশংসা করা।
 حَسَامٌ : তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি।
 فِي الْقُرْآنِ : تَمَازِيهِ أَيْامٌ حُسُومًا .
 مُرَادُفٌ : أَلَسَفُ (الْفَاطِحُ)
 يَغْنِي : ধ্বংস করে দেয়।
 (أَفْعَالُ) إِغْنَاءٌ : ধ্বংস করা।
 (স) تَغَا : ধ্বংস হওয়া।
 فِي الْقُرْآنِ : كُلٌّ مِّنْ عَلَيْهِمَا فَنٍ .
 مَادَّةٌ : (ফ. ন. য.) جنس : نَاقِصٌ يَنْزِي
 مُرَادُفٌ : يَهْلِكُ : ضِدٌّ : يَبْقَى
 سَوَدٌ : নেতৃত্ব।
 سَوَدٌ : سَوَدٌ (ن) مَعْدٌ : নেতা হওয়া।
 مَادَّةٌ : (স. ও. দ.) جنس : أَجْوَدُ وَارِي
 يَغْنِي - تَلَا : সন্তুষ্ট করে।
 (أَفْعَالُ) إِغْنَاءٌ : تَغْنِي (تَغْنِيْلُ) : সন্তুষ্ট করা।
 (ض) قَنَاءٌ : উপার্জন করা।
 مَادَّةٌ : (ফ. ন. য.) جنس : نَاقِصٌ يَنْزِي
 مُرَادُفٌ : إِرْصَاءٌ

وَمَوَاصِلُكَ يَجْتَنِي، وَمَادِحُكَ يَقْتَنِي،
وَسَمَاحُكَ يُغِيثُ، وَسَاءُكَ تَغِيثُ، وَدَرُكَ
يَفِيضُ، وَرَدُّكَ يَغِيضُ، وَمَوْمِلُكَ شَيْخُ
حَكَاهُ فَيُ، وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَيْءٌ. أَمَّا يَظُنُّ
حِرْصُهُ يَنْبُ، وَمَدْحُكَ يَنْخَبِ، وَأَوَاصِرُهُ
تَجِبُ، وَمَرَامُهُ يَخْفُ، وَأَوَاصِرُهُ تَشِفُ،
وَاطْرَافُهُ يُجْتَدِبُ، وَمَلَامُهُ يُجْتَنِبُ.

অনুবাদ : তোমার সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি ফল চয়ন করে এবং তোমার প্রশংসাকারী সম্পদ লাভ করে। তোমার সাহায্য করে এবং তোমার আকাশ [মেঘমালা] বর্ষণ করে তোমার দুগ্ধ [অর্থাৎ, প্রভূত কল্যাণ] প্রবাহিত হয় এবং তোমার ফিরিয়ে দেওয়া শুকিয়ে দেয়। তোমার কাছে আশাবাদী ব্যক্তি এমন এক বৃদ্ধ, ছায়া যার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছে এবং তার কোনো কিছুই অবশিষ্ট নেই। সে এমন ধারণা নিয়ে তোমার উদ্দেশ্য এসেছে, যার লোভ-লালসা লাফিয়ে উঠে এবং সে এমন কিছু নির্বাচিত কবিতা দ্বারা তোমার প্রশংসা করেছে, যার বিনিময় তোমার উপর ওয়াজিব। তার উদ্দেশ্য তোমার পক্ষে সহজ করা এবং তার সাথে আত্মীয়তা-হৃদ্যতা অধিক। তার প্রশংসা পছন্দ করা হয় এবং তার নিন্দা থেকে বেঁচে থাকা হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : তোমার সাথে সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি ফল চয়ন করে এবং তোমার প্রশংসাকারী সম্পদ লাভ করে তোমার বদান্যতা তোমার সাহায্য করে এবং তোমার আকাশ বর্ষণ করে তোমার দুগ্ধ প্রবাহিত হয় এবং তোমার ফিরিয়ে দেওয়া শুকিয়ে দেয় তোমার কাছে আশাবাদী ব্যক্তি এমন এক বৃদ্ধ ছায়া যার সাথে সামঞ্জস্য রেখেছে এবং তার কোনো কিছুই সে তোমার উদ্দেশ্য এসেছে এমন ধারণা নিয়ে হার্ষের যার লোভ-লালসা লাফিয়ে উঠেছে এবং সে তোমার প্রশংসা করেছে এমন কিছু নির্বাচিত কবিতা দ্বারা তোমার উপর ওয়াজিব হয় এবং তার উদ্দেশ্য পূরণ করা তোমার পক্ষে সহজ হয় এবং তার সাথে আত্মীয়তা-হৃদ্যতা অধিক হয় এবং তার নিন্দা থেকে বেঁচে থাকা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

সাক্ষাৎকারী, সান্নিধ্য গ্রহণকারী : (فأ، مذ) : مَوَاصِلُ

সাক্ষাৎ করা : (مفاعلة) : مَوَاصِلَةٌ

মাদে : (و. ص. ل) : جَنَسٌ : مِثَالُ وَابِي

মরাদ : مُلَاكِي

ফল চয়ন করে : : يَجْتَنِي

ফল চয়ন করা : (أفْعَال) : اجْتَنَى

প্রশংসাকারী : (فأ، مذ) : مَادِحٌ

প্রশংসা করা : (ف) : مَدَحًا

সম্পদ লাভ করে : : يَقْتَنِي

সম্পদ লাভ করা : (أفْعَال) : اقْتَنَى

বদান্যতা : : مَرَادٌ : يَجْتَنِبُ

সম্রাট : (ف) : مَصْد : سَمَحٌ

মুক্ত হস্তে দান করা : : مَصْد : سَمَحٌ

সাহায্য করে : : يَغِيثُ

সাহায্য করা : : (إفْعَال) : اغَاثَهُ (مَادَهُ : غَوَّثَ)

আকাশ, মেঘমালা : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

বর্ষণ করে, বর্ষিত হয় : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

বর্ষণ করা : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রভূত কল্যাণ : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

দুগ্ধ : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রবাহিত হয় : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রবাহিত হওয়া : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রবাহিত করা : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রবাহিত হওয়া : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রবাহিত হওয়া : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রবাহিত হওয়া : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রবাহিত হওয়া : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

প্রবাহিত হওয়া : : (أفْعَال) : اغْيَاثِي غَيْثًا مُغِيثًا

مُرَادٍ : سَبَلٌ
 ফেরত দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া : (ন) مَدَّ :
 مُرَادٍ : رَجَعَ / صَرَفَ , جَدَّ , عَطَا
 কমে বা শুকিয়ে যায়, কমিয়ে বা শুকিয়ে দেয় :
 (ض) عَنَفَ , مَنَعَ - أَلَا : দেওয়া : শুকিয়ে দেওয়া
 (افعال) عَنَفَ : শুকিয়ে দেওয়া, শুকিয়ে যাওয়া :
 مَادَّ : (غ. ي. ض) , جَسَّ : أَجَوَفَ يَأْوِي
 مُرَادٍ : يَنْضَبُ
 আশাবাদী, প্রত্যাশী : (ف. م. ذ) :
 (تفعيل) تَأَمَّلَ : প্রত্যাশা করা, আশা করা :
 مُرَادٍ : رَاجَى
 شَيْخٌ : (ج) شَيْخٌ , أَيْخٌ , شَيْخَةٌ , شَيْخَانٌ , مَشِيخَةٌ
 বয়ঃবৃদ্ধ। উত্তর : (ج) مَشَايِخُ , أَشْيَاحُ
 অলিম। নেতা। সম্মানী ব্যক্তি।
 حَكَا حَكَا (حَكَى) : সদৃশ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে, সাদৃশ্য বা
 সামঞ্জস্য রেখেছে।
 (ض) حَكَى : সাদৃশ্য রাখা। বর্ণনা করা :
 مُرَادٍ : يَنْشِبُ
 قَمِي : (ج) أَثْيَاءٌ , فُيُومٌ : ছায়া। অনায়াসলব্ধ সম্পদ। কর :
 (ض) مَصَد : প্রত্যাবর্তন করা।
 مُرَادٍ : ظَلَّ
 (لم) يَتَّقِ (س) يَفَاءُ , (ض) يَقِي : অবশিষ্ট নেই।
 شَيْءٌ : (ج) أَثْيَاءٌ , أَثَرٌ , أَثَرٌ , أَثَرَاتٌ , أَثَرَاتُ
 (ج) أَثَرٌ : বস্তু, কিছু :
 (ن) : (توমা) উদ্দেশ্যে এসেছে।
 (ن) : أَثَرٌ : ইচ্ছা করা :
 ظَنَ : (ج) ظُنُونٌ , (ج) أَظَانِينَ : ধারণা, সন্দেহ, বিশ্বাস।
 ظَنَ (ن) : مَدَّ : জানা, বিশ্বাস করা :
 مُرَادٍ : حَسَبَ
 حَرَضَ : লোভ-লালসা।
 حَرَضَ (ض. س) : মদ : লোভ করা।
 فِي الْقُرْآنِ : إِنَّ تَحْرِضَ عَلَى مَهْلِكِهِ .
 مُرَادٍ : طَمَعُ
 يَنْشِبُ : উত্তেজিত হয়, লক্ষিয়ে উঠে।
 (ض) وَثَبَ , وَثَبَتْ , وَثَبَتْ : উত্তেজিত হওয়া। লক্ষিয়ে উঠা।
 مُرَادٍ : يَغْفُرُ

مُدَّ : প্রশংসা করেছে, সাধুবাদ করেছে।
 (ف) مَدَحًا : প্রশংসা করা।
 (ج) نَحَبٌ , نَحَاتٌ , (و) نَحَبٌ : চ্যিত, নির্বাচিত, বাছাইকৃত।
 (افعال) انْتَحَبَا : নির্বাচন করা, বাছাই করা।
 مُرَادٍ : مَخْتَارٌ
 (الفعل) انْتَحَبَ : নির্বাচিত কবিতামালা।
 (ج) مَهْوَرٌ , مَهْوَرَةٌ , (و) مَهَرٌ : মাহর, বিনিময়।
 مُرَادٍ : صَدَّقَ
 تَجِبَ : ওয়াজিব হয়, অপরিহার্য হয়।
 (ض) وَجِبًا , جَبَ : ওয়াজিব হওয়া।
 مُرَادٍ : يَلْزَمُ
 مَرَامٌ (ج) مَرَامَاتٌ : ইচ্ছা, উদ্দেশ্য।
 (ن) رَمَا , مَرَامًا : ইচ্ছা করা, উদ্দেশ্য করা।
 مَادَّ : (و. ر. م) , جَسَّ : أَجَوَفَ وَآوَى
 مُرَادٍ : قَصَّدَ
 يَغْفَ : হালকা হবে, সহজ হবে।
 (ض) خَفَا , خَفَّ : হালকা হওয়া। সহজ হওয়া।
 مُرَادٍ : يَسْتَلُ
 (ج) أَوَاصِرٌ , (و) أَمَرَ : সম্পর্ক। আত্মীয়তা। হৃদয়তা।
 مَادَّ : (أ. ص. ر) , جَسَّ : مَهْمُوزًا .
 مُرَادٍ : وَصَلَتْ
 تَشَفَّ : অধিক হয়, বৃদ্ধি করে।
 (ض) تَشَفَّ (يَتَعَدَّى وَيَلْزَمُ) : অধিক হওয়া। বৃদ্ধি করা।
 (استفعال) اِسْتَفْتَانَا (مَا فِي الْأَثَرِ) : সবটুকু পান।
 করে নেওয়া।
 مَادَّ : (ش. ف. ف) , جَسَّ : مَضَاعَفَ ثَلَاثِي
 مُرَادٍ : تَزِيدُ
 أَطْرَأَ (افعال) مَدَّ : (مَادَّ : طَرَأَ , أَوْ طَرَى) : অতিশয় প্রশংসা।
 করা, অতিশয় গুণকীর্তন করা।
 يَجْتَذِبُ (مع) : আকর্ষণ করা হয়, পছন্দ করা হয়।
 (افعال) اجْتَنَبَ : আকর্ষণ করা হয়। পছন্দ করা।
 مُرَادٍ : يَمَلَّ
 مَلَّامٌ (ن) مَدَّ يَتَمَيَّ : (لَوْ) : ভৎসনা করা, লিখা করা।
 يَجْتَنِبُ (مع) : দূরে থাকা হয়, বেঁচে থাকা হয়।
 (افعال) اجْتَنَبَ : দূরে থাকা। বেঁচে থাকা।
 مُرَادٍ : يَتَمَيَّ

سَادَهُ : (و-ي-ل) . جَس : صَحِيح
 مُرَادُ : إِغْفَال
 বৃদ্ধ বানিয়েছে, বৃদ্ধ করেছে :
 بَصَح : تَحْيِيْل
 বৃদ্ধ বানানো :
 عَدُو : (ج) اَعْدَاءُ , (ج) اَعْدَاءُ : শত্রু, অরি, অরতি, বৈরী :
 تَبَّ : দস্ত পেড়ে দিয়েছে :
 تَحْيِيْل : تَحْيِيْل : দস্ত বসানো : দস্ত গাড়া : কামড় দেওয়া :
 سَادَهُ : (ن-ي-ب) . جَس : اَجُوفٌ , مُرَادُ : بَعِثْ
 هَدُو : (ك) اَنْ فِي الْاَصْلِ هَدُوٌ , فَاَيْدِيكَ الْهَمَزَةُ وَاَوَّلَا , وَاَدْعِيَتْ
 فِي الْوَاوِ وَعَلَى اَصْلِ مَقْرُو : প্রশান্তি, স্থৈর্য :
 هَدُو (مَدْرُو) (ف) مَص : প্রশান্ত হওয়া, স্থির হওয়া :
 تَغَيَّب : অদৃশ্য হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে :
 تَغَيَّب : تَغَيَّب : অদৃশ্য হওয়া :
 سَادَهُ : (غ-ي-ب) . جَس : اَجُوفٌ يَائِسٌ , مُرَادُ : زَالَ
 (لَمْ) يَزُغ : বক্র হয় নি :
 (ض) زَيْغًا , زَيْغًا , زَيْغَةً : বক্র হওয়া :
 مُرَادُ : لَمْ يَبَلْ
 وَد : ভালবাসা, বন্ধুত্ব :
 وَد (س) مَص : আম্রহ করা, ভালবাসা :
 يَغْضَب : ক্ষুদ্ধ হওয়া যায় :
 (س) غَضِبًا - عَلُو : ক্ষুদ্ধ হওয়া :
 مُرَادُ : يَفَارُ
 لَا حَيْب : নষ্ট হয়ে যায় নি :
 (ك) حَيْبًا , حَيْبًا : নষ্ট হয়ে যাওয়া :
 مُرَادُ : فَكَدَّ
 عَوَدُ : (ج) عِيدَانُ , اَعْرَادُ , اَعْرَادُ : কাঠ : গাছের কাটা ডাল :
 يَغْضَب : কেটে ফেলা যায় :
 (ض) قَضَب : কেটে ফেলা :
 مُرَادُ : قَطَعَ
 لَا تَنَك : [বন্ধ] কক্ষ উদগীরণ করে নি :
 (ن) تَنَكًا , تَنَكًا , تَنَكًا - السَّيْر : উদগীরণ করা :
 مُرَادُ : يَزَقُ
 صَدَر : (ج) صُدُور : যে কোনো বস্তুর প্রথম অংশ : সামনের :
 উপরিভাগ : বক্ষ :
 يَنْقَضُ (مَج) : কেড়ে ফেলা যায়, পরিষ্কার করা যায় :
 (ن) تَنَقَّ : কেড়ে ফেলা : পরিষ্কার করা :

جَس : ডাকে সাড়া দেয়, ছুঁতে দেয় :
 (اَفْعَال) اَحَايَ : ডাকে সাড়া দেওয়া :
 فِي الْقُرْآن : جَسَّ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَان .
 سَادَهُ : (ج-و-ب) . جَس : اَجُوفٌ وَاوَى
 مُرَادُ : بَرَدُ (عَلَى)
 وَلَهُ : পরেশানী, চিত্তাক্রান্ততা :
 وَلَهُ (ض-ح-س) مَص : অতিশয় চিত্তাক্রান্ত হওয়া :
 سَادَهُ : (و-ل-ه) . جَس : يَشَالُ وَاوَى
 مُرَادُ : حَبْرَةٌ
 يَذِب : গলিয়ে দেয়, বিগলিত করে :
 (اَفْعَال) اَذَابَهُ : বিগলিত করা, গলিয়ে দেওয়া :
 (ن) ذَوَّبَ : বিগলিত হওয়া :
 سَادَهُ : (ذ-و-ب) . جَس : اَجُوفٌ وَاوَى
 مُرَادُ : يَضْحَكُ , ضَدَّ : দুঃখ :
 (ج) مَوَم : ইচ্ছা : চিন্তা :
 (ن) مَص : ইচ্ছা করা : দুঃখিত করা :
 مُرَادُ : اَلْحَزَنُ
 تَصَيَّف : মেহমান হয়েছে, মেহমান সেজে বসেছে :
 (تَفَعُّل) تَصَيَّفًا : মেহমান হওয়া :
 مُرَادُ : نَزَلَ (يَه)
 كَمَدَ : ভীষণ মর্মবেদনা, দুঃখ :
 (س) مَص : ভীষণ মর্মবেদনা ক্রীষ্ট হওয়া :
 (اَفْعَال) اَكَمَدًا : বিষন্ন করা :
 مُرَادُ : حَزَنٌ (شَدِيدٌ)
 تَبَّ : বৃদ্ধি পেয়েছে, অধিক হয়েছে :
 (تَفَعُّل) تَتَبَّنَا (سَادَهُ , نَوَّ) : বৃদ্ধি পাওয়া :
 (ن) نَوَّ : উচ্চ হওয়া :
 سَادَهُ : (ن-و-ف) . جَس : اَجُوفٌ وَاوَى
 مُرَادُ : اَزَادَ
 مَامُو (مَف, مَذ) : যা আশা করা হয়, আশা :
 (ن) اَمَلًا : আশা করা :
 حَبَّ : বঞ্চিত করেছে, বার্থ করেছে :
 (تَفَعُّل) تَحَبَّبَ : বঞ্চিত করা : বার্থ করা :
 مُرَادُ : اَخَّرَ
 سَادَهُ : (ن-و-ف) : বার্থতায় পর্যবসিতকারী আশা :
 (اَفْعَال) اَفْعَال : ছুঁলে বা সজ্ঞানে উপেক্ষা করা, অবহেলা করা :

وَلَا نَشْرُ وَصْلُهُ فَبَغَضَ، وَمَا يَقْتَضِي كَرَمًا
نَبَذَ حَرَمِهِ، فَبِضْ أَمَلُهُ بِتَخَفِيفِ أَلِيمٍ،
يَنْتُ حَمْدَكَ بَيْنَ عَالِمِهِ، بِقَبْتِ لِمَا طَ:
شَجِبَ، وَإِعْطَاءِ نَشِيبٍ، وَمُدَاوَاةِ شَجِنٍ،
وَمُرَاعَاةِ يَقْنٍ، مَوْصُولًا بِحَفْضٍ، وَسُرُورٍ
غَضٍّ، مَا غُشِيَ مَعْهَدُ غَنِيِّ، أَوْ خِشِيَ وَهُ
غَنِيٍّ - وَالسَّلَامُ -

অনুবাদ : তার সম্পর্ক [বন্ধুত্ব] অপছন্দনীয় হয়ে যায়। যে, তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যায়। তোমার উদ্ভূত তার মর্যাদাকে উপেক্ষা করতে চায় না। সুতরাং তুমি উজ্জ্বল করে দাও [অর্থাৎ সুন্দরভাবে পূর্ণ করে দাও]। সে তার জগতে মাঝে তোমার প্রশংসা গেয়ে বেড়াবে। তুমি কষ্ট দূরীভূত করা, মাল প্রদান করা, দুঃখের নিরাময় করা এবং অতিশয় বৃদ্ধের প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সুখময় জীবন ও নিত্য নতুন আনন্দ সহকারে ততদিন বেঁচে থাক, যতদিন ধর্মীর দরবারে ঝাঁপিয়ে পড়া হয় অথবা অন্য লোকের ধারণাকে ভয় করা হয়। ওয়াস-সালাম।

শাস্তিক অনুবাদ : لَا নশ্রُ : অপছন্দনীয় হয়ে যায়নি وَصْلُهُ তার সম্পর্ক فَبَغَضَ যাতে তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা যায় نَبَذَ চায় না কَرَمًا তোমার উদ্ভূত উপেক্ষা করতে حَرَمِهِ তার মর্যাদাকে كَبِضْ সুতরাং তুমি উজ্জ্বল করে দাও يَنْتُ তার আকাঙ্ক্ষা লাঘব করে أَلِيمٍ তার কষ্ট سے গেয়ে বেড়াবে حَمْدَكَ তোমার প্রশংসা بِقَبْتِ মাঝে عَالِمٍ তার জগত تَخَفِيفٍ তুমি ততদিন বেঁচে থাক لِمَا طَ : দূরীভূত করার জন্য شَجِبَ কষ্ট إعْطَاءِ প্রদান করার জন্য مُرَاعَاةِ তার মাল وَصْلًا : এবং নিরাময় করার জন্য سُرُورٍ দুঃখ অতিশয় বৃদ্ধ যত্নবান হওয়ার জন্য غَضٍّ অতিশয় বৃদ্ধ সহকারে غَنِيٍّ সুখময় জীবন غَنِيِّ আনন্দ غَضٍّ নিতানতুন হয়েছে مَا যতদিন غُشِيَ ঝাঁপিয়ে পড়া হয় مَعْهَدُ দরবারে غَنِيٍّ ধর্মী অথবা ভয় করা হয় وَهُ অজ্ঞ লোক وَالسَّلَامُ সালাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

لا نَشْرُ : অপছন্দনীয় হয়ে যায়নি।

(ن, ض) نَشْرًا : সবধা হওয়া। অপছন্দ করা। বিদ্বেষ পোষণ করা।

مَادَهُ : (ن - শ - ز) , جَس : صَجِعَ

مُرَادُ : أَسَاءَ / مَفَتَ / كَرِهَ

وَصَلَ : সম্পর্ক [বন্ধুত্ব]।

وَصَلَ (ض) مَص : যুক্ত করা। একত্র করা।

بَغَضَ (مَج) : বিদ্বেষ পোষণ করা যায়।

(ن) بَغَضًا , (فَعَال) إِبْغَاسًا : বিদ্বেষ পোষণ করা।

فِي الْقُرْآنِ : أَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ -

مُرَادُ : يَحْقِدُ (عَلَى)

مَا يَقْتَضِي : সে চায় না।

(اِفْعَال) اِقْبَضًا : চাওয়া। দাবি করা।

কর্ম। বখশিশ। উদ্ভূত।

দানশীল হওয়া, উৎকৃষ্ট হওয়া। : مَص :

উপেক্ষা করা, ফেলে দেওয়া। : مَص :

সামান্য, কিছু। : نَبَذَ :

فِي الْقُرْآنِ : نَبَذَ قُرَيْشٌ سَبِيلَهُمْ -

مُرَادُ : طَرَحَ

(ج) حَرَمَ , حَرَمَاتٍ , حُرْمَةٍ : মর্যাদা, সম্মান।

কৃষ্ণ ও উজ্জ্বল করে দাও। : كَبِضَ :

অজ্ঞ / সুন্দর / উজ্জ্বল করা। : اَنْتَبِهَ (تَبَيَّنَ) :

مُرَادُ : حَسَنَ / حَقِيقَ

আশা, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা। : أَمَلُ (ج) :

হালকা করা, সহজ করা, লাঘব করা। : غَضَّ (تَفَيَّلَ) مَص :

مُرَادُ : سَهَّلَ

কষ্ট, পীড়া : أَلَمٌ (ج) أَلَمٌ :
 কষ্ট হওয়া : أَلِمَ (س) مَصَدٌ :
 কষ্ট দেওয়া : أَلَمْتُ (فعل) أَلَمْتُ :
 প্রচার করে / করাবে, ছড়াবে/ছড়াবে : بَنَيْتُ
 প্রচার করা : بَنَيْتُ (ض) نَصَأُ :
 প্রশংসা : مَرَادُفٌ : بَنَيْتُ
 প্রশংসা করা : مَصَدٌ (س) مَصَدٌ :
 প্রশংসা, সাধুবাদ : حَمْدٌ :
 জগৎ, মাখলুক : عَالَمٌ (ج) عَوَالِمٌ , عَالَمُونَ , عَالَمٌ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : خَلَقٌ
 তুমি বেঁচে থাক : بَقِيتَ (دَعَائِيَّة) :
 অবশিষ্ট থাকা, বেঁচে থাকা : (س) بَقَاءٌ (ض) بَقِيَ :
 অবশিষ্ট রাখা : (فعل) بَقِيَ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : حَبِيتَ/عِشْتُ
 দূরীভূত করা, সরিয়ে দেওয়া : مَصَدٌ (س) مَصَدٌ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : إِزَالَةٌ
 কষ্ট, ক্রেশ : شَجَبٌ (ج) شُجُوبٌ :
 দুঃখিত করা/-হওয়া : شَجَبْتُ (ن) مَصَدٌ :
 দুঃখিত হওয়া : شَجَبْتُ (س) مَصَدٌ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : أَلَمٌ
 দান করা, প্রদান করা : أَعْطَا (فعل) مَصَدٌ :
 অর্থ-সম্পদ ও গবাদিপশু : هَاضِرُ السَّامِد : تَشَبَّهْتُ
 এঁটে যাওয়া : تَشَبَّهْتُ (س) مَصَدٌ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : سَأَلَ/عَفَّرَ
 চিকিৎসা করা, রোগ নিরাময় করা : مَدَاوَاةٌ (مُفَاعَلَةٌ) مَصَدٌ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : مُعَالَجَةٌ
 দুঃখ-চিত্তা : شَجِنَ (ج) أَشْجَانٌ , شُجُونٌ :
 ব্যথিত করা, দুঃখিত করা : (ن) سَجَّنَا , شُجُونًا :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : شَجَبٌ
 দুঃখিত হওয়া : شَجِنَ (س) مَصَدٌ :

মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ (مُفَاعَلَةٌ) مَصَدٌ :
 যত্নবান/যত্নশীল হওয়া : لَهْفًا رَاثًا :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : حَفِظَ
 অতিশয় বৃদ্ধ : বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী : بَقِيَ (ج) بَقِيَ :
 বৃদ্ধ গরু :
 মিলিত : [এখানে- সহকারে] : مَرَصُولٌ (مَف, مَذ) :
 সুখময়তা, সুখময় জীবন : حَفِظَ :
 সুখী হওয়া : مَصَدٌ (ك) مَصَدٌ :
 আনন্দ, স্মৃতি : سُرُورٌ :
 আনন্দিত করা : سُرِّرَ (ن) مَصَدٌ :
 তরতাজা : غَضٌّ (صَف) (ج) غَضَّاضٌ :
 তরতাজা হওয়া : (ض. س) غَضَّاضَةٌ , غَضَّاضَةٌ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : نَأَمٌ , جَدِيدٌ , حُدٌّ : قَدِيمٌ
 যতদিন : مَا يَمَعْنَى مَا دَامَ :
 গমন করা হয় : গুপিয়ে পড়া হয় : غُشِيَ (مَج) :
 তারও কাছে গমন করা : (ن) غُشِرَ , (س) غُشِيَ - نَلَأَ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : دَخِلَ/قَصِدَ
 মজলিস : মরবার : مَعْمَدٌ (ج) مَعْمَدٌ :
 প্রতিষ্ঠান :
 চেনা : سَهْرًا مَصَدٌ (س) مَصَدٌ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : مَحِيطٌ
 ধনী, বিত্তশালী : غَنِيَ (صَف) (ج) أَغْنَى :
 ধনী হওয়া : (س) غَنَى , غِنَاءٌ :
 ভয় করা হয় : حُشِيَ (مَج) :
 ভয় করা : (س) خَشِيَ , خَشِيَ , خَشِيَ :
 কল্পনা করা, ধারণা করা : وَهَمَ (ض) مَصَدٌ :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : ظَنَّنَ/خَبَّنَ
 অজ্ঞ, নির্বোধ, মেধাহীন : غَيَّبَ (صَف) (ج) أَغْبَى , أَغْبَى :
 অজ্ঞ হওয়া : নির্বোধ হওয়া : (س) غَيَّبَ , غَيَّبًا :
 মরাদ্ফ : مَرَادُفٌ : جَاهِلٌ
 অসলাম : اِسْلَامٌ (س) مَصَدٌ :
 নিরাপদ থাকা : اِسْلَامٌ (س) مَصَدٌ :

غَسَّانُ أُسْرِتِي الصَّخِيمَةَ *
وَسُرُوجُ ثُرَيْتِي الْقَدِيمَةَ
فَالْبَيْتُ مِثْلُ الشَّمْسِ إِشْدُ *
رَاقًا وَمَنْزِلَةٌ جَسِيمَةَ

অনুবাদ : অতঃপর যখন সে তার নিবন্ধ লিখিয়ে 'বঙ্গ' হলে এবং সাহিত্যালংকারের লড়াইয়ে তার বীরত্ব প্রদর্শন করল তখন সভাস্থ লোকজন কথায় ও কাজে তাকে নম্র করে দিল এবং তাকে বিপুলভাবে সম্মান ও পুরস্কার প্রদান করল। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তার বংশমূল কোন গোত্রোদ্ভূত এবং কোন ঘাঁটিতে [জনবসতিতে] তাঁর আবাসস্থল? উত্তরে সে বলল : [কবিতার অনুবাদ] – আমার প্রকৃত পরিবার গাসসান এবং আমার প্রাচীন আবাসস্থল সারুজ। আমার ঘরটি ছিল ঔজ্জ্বল্য ও বড় মর্যাদার দিক থেকে সূর্যের মতো।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمَّا فَرَغَ : [যখন] সে অবসর হলো ।

(ফ, ন, স) : فَرَاغًا, فَرُوغًا : অবসর হওয়া।

مُرَادِفُ : تَقَاعَدَ ، ضَدُّ : اِسْتَعْمَلَ

নিজে বলে বলে অন্যের মাধ্যমে লিখানো : **اِمْلَاءُ (اِنْعَالِ) مَصَد :**

مُرَادِف : اَمَلال

رسالة : (ج) رسائل، رسالات : বার্তা, দূতালি, নিবন্ধ, পত্র।

প্রকাশ করল, প্রদর্শন করল। : جَمَلٌ

(تَفْعِيلٌ) تَجْلِيَةٌ-الْأَمْرُ : प्रकाश करा । प्रदर्शन करा ।

مَادَّةُ : (هـ - ی - ج) ، جنس : اَجَوَفْ یَانِی

مُرَادِفُ : الْحَرْبُ

لَهْجَاءُ، وَالْهَجَا : लड़ाई, युद्ध।

(ض) فَبَا : উদ্বেজিত হওয়া ।

البلاغة : সাহিত্যলঙ্কার

الْبَلَاغَةُ (ك) مص : বাগ্মী হওয়া ।

বীরত্ব, সাহসিকতা । : بَسَالَةٌ

বীর হওয়া : بِسَالَةٍ (ك) مصد :

আক্রমণ করা। : مُبَاسَلَةٌ بِسَالٍ

مَادَّةُ : (اب. س. ل.) ، جُنْسٌ : صَحِيحٌ

مرادف : شجاعة

رضت (إِنْعَال) إِرْضَاءً - : [তাকে] সমুষ্টি করে দিল।

مرادف: سَرَن، ضِد: اُسْخَطَتْ

الْجَمَاعَةُ : (ج) جَمَاعَاتُ : সমবেত লোকজন, দল।

কাজ, কর্ম : (ج) فَعَلٌ : (ج) فَعَالٌ , أَعْمَالٌ (جمع) : أَفَاعِيلٌ : কাজ, কর্ম : (ج) فَعَلٌ : (ج) فَعَالٌ , أَعْمَالٌ (جمع) : أَفَاعِيلٌ :

مُرَادٌ : إِمْعَالٌ

قَوْلٌ : (ج) أَقْوَالٌ , (جمع) أَقَاوِيلٌ : কথা

قَوْلٌ (ن) مصد : কথা বলা

مُرَادٌ : كَلَامٌ

أَوْسَعَتْ : পরিব্যাপ্ত করল, বিস্তৃত করল

إِنْعَالٌ : (ج) إِبْسَاعٌ : পরিব্যাপ্ত করা, বিস্তৃত করা

مُرَادٌ : عَمَتْ / كَثُرَتْ , ضَدَّ : صَيَّفَتْ

حَفَاوَةٌ (س) مصد : অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা

إِنْعَالٌ : (ج) إِنْغَاءٌ - الشَّارِبُ : মোচ খাটো করা

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّهُ كَانَ بَيْنَ حَقِيْقًا .

مَادَةٌ : (ج) نَفْسٌ , (ح. ف. و) رَجَسَ : نَاقِصٌ وَآوَى

مُرَادٌ : إِكْرَامٌ

طَوَّلَ : দান, অনুগ্রহ, বখশিশ, সামর্থ্য

فِي الْقُرْآنِ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا .

مُرَادٌ : عَطَا

سَيْلٌ (مع) : : তাকে জিজ্ঞেস করা হলো

سَيْلٌ (ف) سَوَالًا : জিজ্ঞেস করা, প্রশ্ন করা

أَيُّ : কোন, কোনটি

الشَّعُوبُ , (و) شَعَبٌ : একই ভাষাভাষী বা একই

অনুশাসনাধীন লোকজন। সম্প্রদায়। গোত্র।

مُرَادٌ : حَرْبَةٌ

نَجَارٌ : বংশমূল, ঐতিহ্য, বর্ণ

نَجْرًا - الشَّىءُ : ইচ্ছা করা

نَجْرًا : (س) : পিপাসার্ত হওয়া

شَعَابٌ , (و) شَعَبٌ : ঘাটি, উপত্যকা, রাস্তা

وَجَارٌ , (ج) أَوْجَرَةٌ : গর্ভ, ওহা, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি

আবাসস্থল।

مُرَادٌ : حُجْرٌ / سَكْنٌ

عَسَانٌ : একটি ঐতিহ্যবাহী আরব রাজবংশ

أُسْرَةٌ : (ج) أَسْرٌ : পরিবার : একই মিশনে প্রত্যয়ী লোকজন

مُرَادٌ : أَهْلٌ

أَلْصِيْمَةُ : (ج) صَانِمٌ : প্রকৃত, খাটি, নির্ভেজাল

مَادَةٌ : (ص. م. م) , حِنْسٌ : مُضَاعَفٌ ثَلَاثِي

مُرَادٌ : الْخَالِصَةُ

سُرُوجٌ : তুরঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত একটি শহর

تَرْبَةٌ : (ج) تَرْبٌ : মাটি : জুমি : [এখানে-জানুমান আবাসস্থল]

مُرَادٌ : مَوْلِدٌ / بَلَدٌ

أَلْقَدِيْمَةُ (صف) : (ج) قَدِيْمَاتٌ , قَدَائِمٌ : প্রাচীন, পুরাতন

(ك) قَدَائِمٌ : পুরাতন হওয়া

مُرَادٌ : الْعَنِيْقَةُ , ضَدَّ : الْجَدِيْدَةُ

أَلْبِيْتُ : (ج) مَيُّوْتُ , أَيْبَاكُ , (جمع) مَيُّوْتَاتٌ :

ঘর। আবাসগৃহ।

مَيْلٌ : (ج) أَمْشَالٌ : মতো, সদৃশ, অনুরূপ

الشَّمْسُ : (ج) شَمْسٌ : সূর্য, ভাস্কর, দিবাকর, দিনমণি, রবি

إِشْرَاقٌ (حَامِلٌ مَقْدَرٌ) : উজ্জ্বল, চমক, উদয়

إِشْرَاقٌ (فعل) مصد : উদিত হওয়া। উজ্জ্বল হওয়া

مَنْزِلَةٌ : (ج) مَنْزِلَاتٌ : অবতরণস্থল, মর্যাদা

جَمِيْمَةٌ (صف) : (ج) جَمَانِمٌ : বড়, মোটা

(ك) جَسَامَةٌ : মোট হওয়া

وَالرَّيْعُ كَالْفِرْدَوْسِ مَطٌ *
 يَبَّةٌ، وَمَنْزَهَةٌ، وَقَيْمَةٌ
 وَأَمَّا لِعَيْشٍ كَانَ لِي *
 فِيهَا، وَلَذَاتٍ عَمِيْمَةٍ
 أَيَّامَ أَصْحَبِ مُطَرَفِي *
 فِي رَوْضِهَا مَاضِي الْعَزِيْمَةِ
 أَخْتَالِي فِي بُرْدِ الشَّبَابِ *
 وَأَجْتَلِي النِّعَمَ الْوَسِيْمَةَ
 لَا أَتَقِي نَوْبَ الزَّمَانِ *
 نِ وَلَا حَوَادِثُ الْمُلِيْمَةِ
 فَلَوْ أَنَّ كَرًّا مُتْلِفٌ *
 لَتَلِفَتْ مِنْ كُرْبِي الْمُقِيْمَةِ

অনুবাদ : বাড়িটি ছিল আনন্দময়তা, পরিচ্ছন্নতা ও মূল্যমানের দিক থেকে ফেরদাউসের মতো। অর্থাৎ সেই জীবন, যা আমার সার্বভৌম অতিবাহিত হয়েছে আর সেই অটল উপভোগ। আমি স্বরণ করি। সেই দিনগুলোর কথা, যখন আমি সার্বভৌম বাগ-বাগিচায় দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে আমার নকশি চাদর পরে বেড়াইতাম আমি যৌবনের চাদরে গর্ব ভরে চলতাম। আর সুন্দর ভোগ্য বস্তুসমূহ অবলোকন করতাম। আমি কালের বিপদাপদ এবং কালের অনভিপ্রেত দুর্দশাসমূহকে ভয় করতাম না। যদি তীব্র দুঃখ ধ্বংসাত্মক হতো, তবে আমি আমার স্থায়ী দুঃখের কারণে ধ্বংস হয়ে যেতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : 'الرَّيْعُ' বাড়িটি 'كَالْفِرْدَوْسِ' ফেরদাউসের মতো 'مَطِيَّةٌ' আনন্দময়তা 'وَمَنْزَهَةٌ' পরিচ্ছন্নতা 'وَقَيْمَةٌ' মূল্যমানের দিক থেকে ফেরদাউসের মতো। 'وَأَمَّا لِعَيْشٍ كَانَ لِي' যা আমার সার্বভৌম অতিবাহিত হয়েছে 'وَلَذَاتٍ عَمِيْمَةٍ' আর সেই উপভোগ 'أَيَّامَ أَصْحَبِ مُطَرَفِي' আমার নকশি চাদর 'فِي رَوْضِهَا' সার্বভৌম বাগ-বাগিচায় দৃঢ় প্রত্যয় 'أَخْتَالِي' আমি গর্ব করে চলতাম 'مُتْلِفٌ' ধ্বংসাত্মক 'وَالزَّمَانِ' আমি ভয় করতাম না 'وَالْحَوَادِثُ' দুর্দশাসমূহ 'وَالْمُلِيْمَةِ' অনভিপ্রেত 'فَلَوْ أَنَّ' যদি তীব্র 'كَرًّا' দুঃখ হতো 'مُتْلِفٌ' ধ্বংসাত্মক হতো তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম 'مِنْ كُرْبِي' আমার দুঃখের কারণে 'الْمُقِيْمَةِ' স্থায়ী।

শব্দ বিশ্লেষণ

الرَّيْعُ : (ج) رِيْعٌ، رِيْعٌ، رِيْعٌ، رِيْعٌ : বাড়ি, বাড়ির অঙ্গিনা।
 مُطَرَفٌ : التَّنْزِلُ
 الْفِرْدَوْسُ : (ج) فِرْدَوْسٌ : একটি জান্নাতের নাম।
 مَطِيَّةٌ : مَضْرُوبَةٌ - (ض) (ج) مَطَايِبٌ : আনন্দময়তা।
 (ض) طَيِّبٌ : সুবাসিত হওয়া।
 مَادَةٌ : (ط. ي. ب.) جَسَدٌ : অঙ্কুরিত।
 مُطَرَفٌ : لَذَّةٌ، حَسَنَةٌ، رِيْعٌ : খুশি।
 مَنْزَهَةٌ : পরিচ্ছন্নতা, নির্বলতা।

رِيْعٌ : (ج) رِيْعٌ : মূল্য, মূল্যমান।
 رِيْعٌ : (ج) رِيْعٌ : আ মরি, আহা!
 عَيْشٌ : জীবন, আবদান।
 عَيْشٌ (ض) مَصْد : জীবিত থাকা।
 كَانَ (ن) كَوْنًا : (فعل ناصب) : ছিল, রয়েছে।
 فِيهَا (فِي) : (حَا) مَرْجِعٌ : সেখানে।

(ج) كَذَاتٌ, (و) لَذَةٌ : উপভোগ, মজা, আনন্দ :
مَرَاوُفٌ : حَلَاوَةٌ

পরিব্যাণ্ড, অটেল : (ج) عُمٌ : পরিব্যাণ্ড হওয়া :

(ن) عُسُومًا - السُّرَى : পরিব্যাণ্ড হওয়া :

مَرَاوُفٌ : كَثِيرٌ

(ج) أَبَاكَ, (ج) أَبَايَسْمُ, (و) يَوْمٌ : দিনগুলি :

أَيَّامٌ أَسْحَبَ ... مَنَعُوهُ بِهِ لِيَفْعَلَ مَعْدُونُ أَيْ أَذْكَرُ

(كُنْتُ) أَسْحَبٌ : টেনে বেড়াইতাম, পরে বেড়াইতাম :

(ن) سَعَبًا : ভূমির উপর দিয়ে টেনে নেওয়া :

مُطَرَّفٌ : (ج) مَطَارُفٌ : নকশি চাদর :

(ج) رَوْضٌ, رِيَاضٌ, رَوْضَاتٌ, رِيضَانٌ, (و) رَوْضَةٌ :

বাগান, বাগ-বাগিচা :

مَرَاوُفٌ : حَبِيبَةٌ/بِسْتَانٌ :

مَاضِي (مَاضِي) (فَا, مَذ) : পূর্ণকারী, বাস্তবায়নকারী :

(ض, ن) مَضَاءٌ, مَضُورٌ - عَلَى الْأَمْرِ : নিরবচ্ছিন্নভাবে করা,

চালু করা : বাস্তবায়ন করা, পূর্ব করা :

الْعَزِيمَةُ (ض) مَصْد : দৃঢ় ইচ্ছা করা : দৃঢ় প্রত্যয় করা :

مَاضِي الْعَزِيمَةِ : সাক্ষর সুসম্পন্নকারী :

(كُنْتُ) أَحْتَالُ : গর্ব ভরে চলতাম :

(افْتِغَال) اِخْتِبَالًا : গর্ব ভরে চলা :

بُرْدٌ : (ج) بُرْدٌ, بُرْدٌ, بُرْدٌ : ডোরাকাটা চাদর :

مَرَاوُفٌ : تَوْبٌ

الشَّيْبَابُ : যৌবন : বয়ঃসন্ধি থেকে ত্রিশ বছর পর্যন্ত বয়স :

الشَّيْبَابُ (ض) مَصْد : যৌবনে উপনীত হওয়া :

(كُنْتُ) أَجْتَلِي : আমি অবলোকন করতাম :

(افْتِغَال) اِجْتِلَاءٌ : অবলোকন করা :

(ج) نِعَمٌ, أَنْعَمَ, نِعْمًا, (و) الْنِعْمَةُ : নেয়ামত : জোশাকবু :

مَرَاوُفٌ : آذَى

الْوَيْسَمَةُ (صَد) (ج) رَيْسَانٌ, وَسَامٌ : সুন্দর :

(ك) وَسَاءٌ, وَسَاءٌ : সুন্দর হওয়া :

(ض) وَسَّاءَ - : চিন্তিত করা :

مَرَاوُفٌ : الْجِسَانُ

(كُنْتُ) لَا أَتَقَيُّ : আমি ভয় করতাম না :

(افْتِغَال) اِتَّقَا : ভয় করা :

مَرَاوُفٌ : اِخْتَأَفَ

(ج) تَوْبٌ, (و) تَوْبَةٌ : বিপদাপদ, বিপর্যয়, দুর্ঘটনা :

الزَّمَانُ : (ج) أَوْزَنَةٌ : কাল, যুগ, সময়, কালপরিক্রমা :

(ج) حَوَادِثٌ, حَادِثَاتٌ, (و) حَادِثٌ : দুর্দশা, দুর্ঘটনা :

مَرَاوُفٌ : تَوْبٌ

الْمَلِيْمَةُ (فَا, مَوْ) : নিন্দাকারিণী/ নিন্দনীয়/ অনভিপ্রেত :

(افْتِغَال) اِلْمَاةُ : ভর্ৎসনা করা, নিন্দা করা :

الرَّجُلُ : অনভিপ্রেত/নিন্দনীয় কাজ করা :

مَرَاوُفٌ : الْعَائِيَةُ, مَادَّةُ : (ل, و, م)

كَرْبٌ (ج) كُرُوبٌ : কষ্ট, চিন্তা, ভীত দুঃখ :

كَرَبٌ (ن) مَصْد : চিন্তা হওয়া :

مَرَاوُفٌ : الْعَزَنُ

مُتَلِفٌ (فَا, مَذ) : ধ্বংসাত্মক, বিলয়কারী :

(س) تَلَفًا : ধ্বংস হওয়া :

(افْتِغَال) اِتْلَا : ধ্বংস করা :

مَرَاوُفٌ : مُهْلِكٌ

تَلِفْتُ : আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম :

(س) تَلَفًا : ধ্বংস হওয়া : ধ্বংস হওয়া :

(ج) كَرْبٌ, (و) كُرْبَةٌ : দুঃখ, চিন্তা, কষ্ট :

الْمَيْسَمَةُ (فَا, مَوْ) : স্বামী, স্থিতিশীল :

(افْتِغَال) اِقَامَةً : স্বামী হওয়া :

مَرَاوُفٌ : الدَّائِنَةُ/النَّائِنَةُ

أَوْ يُفْتَدَىٰ عَيْشٌ مَّطَىٰ *
 لَفَدَتْهُ مُهَجَّتِي الْكَرِيمَةَ
 فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِلْفَتَىٰ *
 مِنْ عَيْشِهِ عَيْشَ الْبَهِيَّةِ
 تَفْتَادُهُ بُرَّةُ الصَّفَا *
 رَأَى إِلَى الْعَظِيمَةِ وَالْهَضِيمَةِ
 وَتَرَى السِّبَاعَ تَنُوشُهَا *
 أَيْدِي الصَّبَاحِ الْمُسْتَظِيمَةِ
 وَالذَّنْبُ لِأَيَّامٍ لَوْ *
 لَا شُؤْمُهَا لَمْ تَنْبُ شَيْئَةً

অনুবাদ : যদি অতীত [সুখময়] জীবন মুক্তিপণ পেশ করা যেত, তবে আমার সম্ভ্রান্ত প্রাণ সেই মুক্তিপণ পেশ করত। অতএব চতুস্পদ জন্তুর জীবনের মতো জীবন যাপনের চেয়ে যুবকের জন্য মৃত্যুই অধিক শ্রেয় তাকে লাঞ্ছনার নাক-কড়া বড় বিপদ ও অবমাননাকর মসিবতের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তুমি দেখবে, হয়েনার অত্যাচারী হাতগুলো হিংস্রপ্রাণীর মাংস ছিড়ে থাকছে। অপরাধ হলো কালের, যদি তার অমঙ্গল না থাকত তবে [মানুষের] আচার-আচরণ উল্টে যেত না।

শাব্দিক অনুবাদ : যদি মুক্তিপণ স্বরূপ পেশ করা যেত অতীত জীবন লফদত তবে সেই মুক্তিপণ পেশ করত মুহেজ্জী আমার সম্ভ্রান্ত প্রাণ অতএব, মৃত্যুই অধিক শ্রেয় ফতী যুবকের জন্য মৃত্যু জীবন যাপনের চেয়ে বহীয়ে চতুস্পদ জন্তুর জীবনের মতো তফাদু তাকে টেনে নিয়ে যায় বুরে নাককড়া লাঞ্ছনা দিকে টেনে নিয়ে যায় হুযিম ও অবমাননাকর মসিবত তুমি দেখবে সিবাক হিংস্রপ্রাণী হয়েনার হাতগুলো মুস্তেযিম অত্যাচারী অপরাদ্ধ লওয়া কালের দ্বারা শৌম যদি তার অমঙ্গল না থাকত তবে উল্টে যেত না আচার-আচরণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

মুক্তিপণ স্বরূপ পেশ করা যেত। : أَوْ يُفْتَدَىٰ (مع)

মুক্তিপণ দেওয়া। : (إِفْتِدَاءٌ)

মুক্তিপণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেওয়া। : (مُفَادَةٌ، فِدَاءٌ)

মুক্তিপণ দেওয়া। : (ض) فِدَاءٌ

فِي الْقُرْآنِ : وَإِنْ يَأْتِوكُمْ أَسْرَىٰ تَفَادَوْهُمْ وَهُوَ مُعْرَمٌ عَلَيْكُمْ

مَادَهُ : (ف-দ-য়) ، حَيْثُ : نَاقِصٌ بَيِّنِي

مَرَادُفٌ : تَعَامُلٌ

عَيْشٌ : জীবন, আবদানা।

عَيْشٌ (ض) : জীবিত থাকা।

অতিবাহিত হয়ে গেছে। : مَضَىٰ

অতিবাহিত হওয়া। : (ز) مَضَىٰ، مُضِبٌّ

অতিবাহিত হয়ে যাওয়া জীবন, অতীত জীবন। : عَيْشٌ مَّطَىٰ

মুক্তিপণ পেশ করত। : لَفَدَتْ

অতিবাহিত করে। : (ض) فِدَاءٌ

আত্মা। প্রাণ। উৎকৃষ্ট ও : (ج) مَهْجٌ، مُهَجَّتٌ

মাড় : (ম-দ-য) ، حَيْثُ : صَحِيحٌ

مَرَادُفٌ : رُوحٌ، نَفْسٌ

الْكَرِيمَةُ : (صف، مؤ) (ج) : كَرِيمَاتٌ، كَرَامٌ، كَرَامٌ

দানশীল। সম্ভ্রান্ত। উদার। ক্ষমাপ্রায়ণ।

مَرَادُفٌ : مَرُوسٌ، مَرُوسٌ

মৃত্যু, তিরোধান, ইত্যেকাল : **الْمَوْتُ وَالْمَوْتُ**
 উৎকৃষ্ট, অধিক প্রিয় : **خَيْرٌ (اسم فاعل) خَيْرٌ (ج) خَيْرٌ**
 অগ্রাধিকার দেওয়া : **(ض) خَيْرٌ**
 সম্পদ, কল্যাণ : **خَيْرٌ (ج) خَيْرٌ**
 যুবক : **الْفَتَى (ج) فَتَانٌ, فَنِيَّةٌ, فُتُوَّةٌ, فُتُو, فُتَيْ**
 নানশীল : চাকর।

الْبَهِيْمَةُ (ج) بَهَائِمٌ : যে কোনো নির্বাক বস্তু : চতুর্দশ জন্তু।
بِسِ الْقُرْآنِ : أَجَلْتُ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَعْمَامِ।

مُرَادٌ : نَعْمٌ
تَقْضَا : টেনে নিয়ে যায়।

(اِقْتِئَالَ) اِقْتِئَا : টেনে নিয়ে যাওয়া।
مُرَادٌ : تَحَبُّ

بِرَّة (ج) بُرَى, بُرَات, بُرُون (رَفْعًا) يُرِين (نَصْبًا وَجَرًا) :
 মিঃ জাতিয় বস্তু। নাক-কড়া। হাতকড়া। পায়েজের। নেলক। ছুড়ি ইত্যাদি।

مُرَادٌ : حَلَقَةٌ / سَوَارٌ
الصَّغَارُ : লাঞ্ছনা।

الصَّغَارُ (ك) مَص : তুচ্ছ / লালিত্ব হওয়া।
مُرَادٌ : لَذَّةٌ

الْعَظِيْمَةُ (صَف, مَز) عَظَائِمُ : বড় বিপদ, কঠিন মুসিবত।
(ك) عَظْمًا, عَظَامَةٌ : বড় হওয়া।

مُرَادٌ : دَاهِيَةٌ

الْعَظِيْمَةُ : دَاهِيَةٌ يَسْتَعْظِمُ أَمْرَهَا, وَالْبَهِيْمَةُ : الْحَاوِيَةُ
السَّعْفَةُ لِشَايِهِ عِنْدَ النَّاسِ, فَيُرِيدُ بِالْعَظِيْمَةِ سَوَالُ

النَّاسِ وَالْبَهِيْمَةِ احْتِقَارَهُمْ لَمَّا إِذَا سَأَلَهُمْ فَيُرَدُّونَهُ عَائِيًا
الْبَهِيْمَةُ : (ج) مَصَائِرُ : হত্যার, অবিচার, কোভ, ক্ষেত্র।

الْبَهِيْمَةُ : লাঞ্ছনাকর বিপদ, অবমাননাকর মসিবত।
مُرَادٌ : السَّعْفَةُ

تَرَى : আমি দেখ, দেখছ, দেখবে।
(ف) رَأَى, رُؤِيَ : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(ج) رَسِيْعًا, أَسْبَعُ, سُبُوعٌ, سُبُوعَةٌ, (و) سَبَّحَ : হিহ্র প্রাণী।
تَنَوَّشَ : ছিড়ে খাচ্ছে।

(ن) تَوَّشًا : ছিড়ে যাওয়া।
سَادَهُ (ن-و-ش) : جنس : آجَرُونِ وَارِي

مُرَادٌ : تَخَذُّشٌ / تَنَنَّاوُلٌ
(ج) أَيْدِي, (و) يَدٌ, (ج) أَبَاد : হাতগুলো।

(ج) ضَبَّاعٌ, أَضْع, ضَبَّع, ضَبُوعَةٌ, ضَبَّاعٌ, مَضْبَعَةٌ
(و) ضَبَّع : হামোনা।

مُرَادٌ : اَلْعَبِيْنُ / اَلْعَجَاوِرُ
اَلْمُسْتَضِيْعَةُ (ف, م) : অত্যাচারী।

(ض) ضَبَّاعًا, (اِسْتِغْفَال) اِسْتِغْنَاءَةٌ : অত্যাচার করা,
 নির্ধাতন করা।

مُرَادٌ : الطَّالِمُ
الدَّنْبُ (ج) دُنُوبٌ, (ج) دُنُوبَات : গুনাহ, পাপ।

مُرَادٌ : اِسْمٌ, حَنْدٌ, طَاعَةٌ
(ج) أَبَايَمُ, (ج) أَبَايَمُ, (و) يَوْم : কাল, যুগ, কালাবর্তন।

شَوْمٌ : অশুভ, অমঙ্গল, অকল্যাণ।
(ك) شَرًا : শুভ হওয়া, অমঙ্গল হওয়া।

مُرَادٌ : نَحْمٌ / شَرٌ

لَمْ تَنْبَ : উল্টে যেত না।
(ن) تَبَرًا, تَبَرَةً : উল্টে যাওয়া।

سَادَهُ (ن-ب-و) : جنس : نَائِصٌ وَارِي
يُسَبِّحُ وَيُسَبِّحُ : (ج) يَسْبَحُ : অভ্যাস। স্বভাব। আচার-আসন।

مُرَادٌ : خَلَقٌ

وَلَوْ اسْتَقَامَتْ كَانَتْ أَلْ
أَحْوَالُ فِيهَا مُسْتَقِيمَةً
ثُمَّ إِنَّ حَبْرَهُ نَمَّا إِلَى الْوَالِي ، فَمَلَأَ فَاهُ بِاللَّ
لِي ، وَسَامَهُ أَنْ يَنْصَوِي إِلَى أَحْسَانِهِ ، وَيَلِي
دِيَوَانَ إِنْسَانِهِ ، فَأَحْسَبَهُ الْحَبَابُ ، وَظَلَفَهُ عَنِ
الْوَلَايَةِ الْإِبَاءُ . قَالَ الرَّاوي : وَكُنْتُ عَرَفْتُ
عُودَ شَجَرَتِهِ ، قَبْلَ إِيْنَاعِ ثَمَرَتِهِ ، وَكِدْتُ أَنِّي
عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ ، قَبْلَ اسْتِنَارَةِ بَدْرِهِ .

অনুবাদ : আর যদি কালের আবর্তন সোজা হতো তাহলে তাতে [মানুষের] অবস্থাও সঠিক থাকত। অতঃপর সংবাদ গভর্নরের কাছে পৌঁছল, ফলে সে মণি-মুক্তা দ্বারা তার মুখ ভরে দিল এবং তাকে তার সভাসদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য এবং তার সাহিত্য-মজলিসের প্রধান হওয়ার জন্য বাধ্য করল। কিন্তু বখশিশ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল এবং তার অস্বীকৃতি দায়িত্ব গ্রহণে তার প্রতিবন্ধক হলো। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তার ফল পাকার পূর্বে তার বৃক্ষের ডাল চিনে ফেলেছিলাম এবং তার চতুর্দশী চাঁদ আলোকিত হওয়ার পূর্বে তার উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : যদি কালের আবর্তন সোজা হতো তবে তাতে অবস্থাও থাকত সঠিক। অতঃপর তার সংবাদ নমো পৌঁছল। গভর্নরের কাছে ফলে সে ভরে দিল। তার মুখ মণি-মুক্তা দ্বারা এবং তাকে বাধ্য করল। অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য তার সভাসদদের মধ্যে এবং প্রধান হতে তার সাহিত্য মজলিসের। কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। বখশিশ এবং তার প্রতিবন্ধক হলো। দায়িত্ব গ্রহণে তার স্বাধীনতা বর্ণনাকারী বলেন, আমি চিনে ফেলেছিলাম। তার ফল পাকার পূর্বে তার উঁচু মর্যাদা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম। হওয়ার পূর্বে তার চতুর্দশী চাঁদ।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) اسْتَقَامَتْ : [যদি] সোজা হতো।

(اسْتَقَامَ) اسْتَقَامَتْ : সোজা হওয়া।

كَانَتْ (ن) كَوْنًا (فِعْلٌ نَاقِصٌ) : হতো, থাকত।

الْعَالُ : (ج) أَحْوَالٌ : অবস্থা, আকৃতি-প্রকৃতি।

مُسْتَقِيمَةً (ف، مَز) : সঠিক, যথাযথ।

(اسْتَقَامَ) اسْتَقَامَتْ : সোজা হওয়া। সঠিক : যথাযথ হওয়া।

হওয়া।

مَادَهُ (ق. و-م) : جُنْس : অজুত বায়ী

مُرَادُف : مُسْتَوِيَّة

خَبَرٌ : (ج) أَخْبَارٌ (ج) أَخْبَارٌ : সংবাদ, খবর।

نَسَا : পৌছল।

(ض) نَسِيَ ، نَسِيَ ، نَسِيَ - إِلَى مُلْكٍ : পৌছা।

(تَفْعِيل) تَنَبَّأَ : বৃত্তি করা।

مَادَهُ (ن-م-ي) : جُنْس : নাকিস বায়ী

مُرَادُف : وَصَلَ

الرَّوِي (ف، مَذ، مَص) : وَلَايَةٌ - (ح) : (ج) وَلَاةٌ : শাসনকর্তা, গভর্নর।

গভর্নর।

مَلَأَ (أ) مَلَأَ ، مَلَأَ : ভরে দিল, পূর্ণ করল।

مُرَادُف : أَقَامَ

قَالَ (ف، مَذ، مَص) : إِنْ مِنْ الْأَمْثَرِ الْمَسْتَكْبِرَةِ : মুখ।

نَعْمًا وَنَعْمًا وَجَرًا : মুখ।

(ন) ظَلَفَ : বাধা দেওয়া । বারণ করা ।

مُرَاوُنٌ : مَنَعَ

الْوَلَايَةُ (ح) مَصَد : শাসনভার গ্রহণ করা, দায়িত্ব গ্রহণ করা ।

الْإِبَاءُ : অস্বীকৃতি ।

الْإِبَاءُ (ف, ض) مَصَد : অস্বীকার করা । অপছন্দ করা ।

مُرَاوُنٌ : الْإِنْكَارُ

الْمُرَاوِي (ف, م, ذ) (ج) رَوَاةٌ : বর্ণনাকারী, বিবরণদাতা ।

(ض) رَوَاةٌ : বর্ণনা করা ।

كُنْتُ عَرَفْتُ : আমি চিনে ফেলেছিলাম ।

(ض) عَرَفْتُ, عَرَفْنَا, عَرَفْتُمْ : চেনা । জানা ।

عَوْدٌ : (ج) عِيدَانٌ, أَعْوَادٌ, أَعْوَدٌ : কাঠ । কাটা ডাল ।

شَجَرَةٌ : গাছ, একটি গাছ ।

شَجَرٌ (الْم جنس) (ج) أَشْجَارٌ, شَجَرَةٌ : গাছ ।

إِنْشَاءٌ (إفْعَال) مَصَد : ফল পরিপক্ব হওয়া ।

فِي الْقُرْآنِ : أَنْظَرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِمُ -

مَادَةٌ : (ي-ن-ع) (ج) جُنْسٌ : মিশাল তায়ী

مُرَاوُنٌ : نَفَجٌ

نَفْرَةٌ : ফল, একটি ফল ।

مُرَاوُنٌ : ثَمَارُهُ

ثَمَرٌ (الْم جنس) (ج) ثَمَارٌ, ثَمَرٌ, أَثْمَارٌ : ফল ।

وَكُنْتُ أَنِيهِ : অবহিত করে দেওয়ার উপক্রম করেছিলাম ।

(تَفَعُّل) تَنَبَّهْتُ : অবহিত/সতর্ক করা ।

عَلُوٌّ : উচ্চতা ।

عُلُوٌّ (ن) مَصَد : উচ্চ হওয়া ।

قُدْرٌ : (ج) أَقْدَارٌ : শক্তি, সামর্থ্য, সম্মান-মর্যাদা ।

قَبْلَ اسْتِنَاةٍ : আলোকিত হওয়ার পূর্বে ।

اسْتِنَاةٌ (اسْتِفْعَال) مَصَد : আলোকিত হওয়া ।

بَلَرٌ : (ج) بُلْدَرٌ : পূর্ণ চন্দ্র, পূর্ণিমার চাঁদ, চৌদ্দ তারিখের চাঁদ ।

مُرَاوُنٌ : قَمٌ

(ج) أَلَاكِي, (ر) لَوْلُو : মণি-মুক্তা ।

مُرَاوُنٌ : أَرْدٌ

سَامٌ (ن) سَوَامٌ, سَوَامٌ - أَلَاكِي : চাপিয়ে দিল, বাধা করল ।

فِي الْقُرْآنِ : يَسْمُونَكُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ -

مُرَاوُنٌ : كَلَفٌ

(أَنْ) يَنْصَوِي (إِنْفِعَال) إِنْصَوَاءٌ - إِلَيَّ : शामिल হওয়া, অন্তর্ভুক্ত হওয়া ।

مَادَةٌ : (ض-و-ي) (ي) جِنْسٌ : কলিঙ্গা, অস্ত্র ইত্যাদি, [এখানে- (র) حَسَى : নিজস্ব লোকজন, সভাসদ] ।

مُرَاوُنٌ : يَنْقُصُ

(ج) أَحْصَاءٌ, (ر) حَسَى : কলিঙ্গা, অস্ত্র ইত্যাদি, [এখানে- (র) حَسَى : নিজস্ব লোকজন, সভাসদ] ।

নিজস্ব লোকজন, সভাসদ ।

مُرَاوُنٌ : خَاصَّةٌ

(أَنْ) يَلِي (ح) وَلَايَةٌ : প্রধান হওয়া, দায়িত্বশীল হওয়া, শাসনকর্তা হওয়া ।

مَجْلِسٌ : ডালিকা । কাব্যসমগ্র ।

دِيَارٌ : (ج) دِيَارَيْنِ, دِيَارَيْنِ : রচনা করা । তৈরি করা । সাহিত্য ।

إِنْشَاءٌ (إفْعَال) مَصَد : রচনা করা ।

رَحَنَ : রচনা করা ।

أَحْسَبَ - هَ أَيُّ أَعْطَاهُ حَتَّى يَقُولَ حَسْبِي حَسْبِي :

পরিভূট করে দিল, [ভাবার্থ] যথেষ্ট হয়ে গেল ।

(إفْعَال) إِنْشَاءٌ - هَ : যথেষ্ট দান করা । দান করে পরিভূট করা ।

مَادَةٌ : (ح-স-ب) (ي) جِنْسٌ : صَحِيبٌ

مُرَاوُنٌ : أَجْرٌ

الْحَيَاءُ وَالْعَبْرَةُ : ববশিশ, দান ।

الْحَيَاءُ : মাহর ।

مَادَةٌ : (ح-ব-و) (ي) جِنْسٌ : نَاقِصٌ وَارِي

مُرَاوُنٌ : عَطَا

ظَلَفَ : বারণ করল, বাধা দিল, প্রতিবন্ধক হলো ।

فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ بِإِيمَانٍ جَفْنِهِ، أَنْ لَا أُجْرِدَ
عَضْبَهُ مِنْ جَفْنِهِ، فَلَمَّا خَرَجَ بَطْنُ الْخُرُجِ،
وَقَصَلَ فَائِزًا بِالْفُلُجِ، شَبِعْتُهُ قَاضِيًا حَقَّ
الرَّعَايَةِ، وَلَا حِسَابًا لَّهُ عَلَى رِضَى الْوَلَايَةِ،
فَأَعْرَضَ مُتَبَسِّمًا، وَأَنْشَدَ مُتَرَتِّمًا :

لَجُوبِ الْبِلَادِ مَعَ الْمَتَرَةِ

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْمَرْتَبَةِ

لِأَنَّ الْوَلَاةَ لَهُمْ نَبْوُهُ

وَمَعْتَبَةُ يَالَهَا مَعْتَبَةُ

অনুবাদ : কিন্তু সে তার পলকের ইশারায় আমাকে বলল যে, আমি যেন তার খাপ থেকে তার তরবারি বের না করি। অতঃপর যখন সে থলি ভরে বের হয়ে গেল এবং সাফল্য লাভ করে পৃথক হলো তখন আমি তাকে খাতিরদারির হক পূরণার্থে এবং দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে দিতে এগিয়ে দিলাম। তখন সে মুচকি হেসে ফিরে দাঁড়াল এবং গুণগুণ করে আবৃত্তি করল [কবিতার অনুবাদ :] দারিদ্র্য সহকারে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো আমার কাছে পদ-মর্যাদার চেয়ে অধিক প্রিয়। কেননা রাজ-রাজাদের জন্য উঁচু মর্যাদা রয়েছে এবং রয়েছে ভর্ৎসনা। হে [লোক সকল]! সেই পদ-মর্যাদার লাল্পনা প্রত্যক্ষ কর।

শাস্তিক অনুবাদ : আমি যেন যে ফাঁসি দিয়ে তার পলকের ইশারায় আমাকে বলল যে, আমি যেন তার খাপ থেকে তার তরবারি বের না করি। অতঃপর সে যখন বের হয়ে গেল এবং সাফল্য লাভ করে পৃথক হলো তখন আমি তাকে খাতিরদারির হক পূরণার্থে এবং দায়িত্ব গ্রহণ না করার জন্য ভর্ৎসনা দিতে দিতে এগিয়ে দিলাম। তখন সে মুচকি হেসে ফিরে দাঁড়াল এবং গুণগুণ করে আবৃত্তি করল [কবিতার অনুবাদ :] দারিদ্র্য সহকারে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা রাজ-রাজাদের জন্য উঁচু মর্যাদা রয়েছে এবং রয়েছে ভর্ৎসনা। হে [লোক সকল]! সেই পদ-মর্যাদার লাল্পনা প্রত্যক্ষ কর।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَوْحَى : চুপিসারে বলল, ইঙ্গিত করল।

إِنْفَعَالٌ (إِبْعَاءٌ - إِلَى فُلَانٍ) : চুপিসারে বলা। ইঙ্গিত করা।

(ض) وَحْيًا - إِلَى : ইঙ্গিত করা, গোপনে কথা বলা।

فِي الْقُرْآنِ : إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ -

مَاءٌ (و-ح-ي) : جَنَسٌ : লেগিফ মফরুফ -

مُرَادُفٌ : أَشَارَ

إِيمَانُ (إِفْعَالٌ) مَصْد : সংকেতের মাধ্যমে ইশারা করা।

- الْبَرْقُ : বিদ্যুৎ চমকানো।

(ض) وَمَعْنَى - الْبَرْقُ : বিদ্যুৎ চমকানো।

مَاءٌ (و-ح-ي) : جَنَسٌ : লেগিফ মফরুফ -

مُرَادُفٌ : أَشَارَ

إِيمَانُ (إِفْعَالٌ) مَصْد : সংকেতের মাধ্যমে ইশারা করা।

উল্লেখ না করি, বের না করি।

অনুজ্ঞা করা। পৃথক করা।

ধারালো তরবারি। ধারালো মুখ।

মুখ।

অনুজ্ঞা করা। পৃথক করা।

ধারালো তরবারি। ধারালো মুখ।

মুখ।

<p>বের হয়ে গেল : خَرَجَ : (ন) خَرَجًا, مَخْرَجًا : ডরা, পূর্ণ। বড় পেট বিশিষ্ট। (স) بَطْنًا, (ক) بَطْنَانَةً : বড় পেটবিশিষ্ট হওয়া। مَادَهُ : (ب. ط. ن), جَنَسَ : مَرَاوُنَ : مَمْلُوكًا : الْخُرُوجَ : (ج) خُرُوجًا, أَخْرَاجَ : দেওয়া দুইভাগ বিশিষ্ট বস্তা, থলি।</p>	<p>مَرَاوُنَ : لَاثِمًا : رَفَضَ (ن, ض) مَصَد : ছেড়ে দেওয়া। নিক্ষেপ করা। [এখানে- গ্রহণ না করা।]</p>
<p>مَرَاوُنَ : تَرَكَ : الْوَلَايَةَ : শাসনভার, দায়িত্ব। الْوَلَايَةَ (ح) مَصَد : শাসনকর্তা হওয়া। أَعْرَضَ : ফিরল। মুখ ফিরাল, [এখানে ফিরে দাঁড়াল।] إِنْعَمَالٍ : إِعْرَاضًا : বিষয় হওয়া। (ض) عَرَضًا : পেশ করা। فِي الْقُرْآنِ : مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ : مَرَاوُنَ : رَغَبَ (عَنْ) : مُتَّبِعًا (فَا, مَذ) : দ্বিত হাস্যকারী, সম্মিত। تَفَعَّلَ : تَبَسَّأَ : মুচকি হাসা, মৃদু হাসা। مَرَاوُنَ : ضَمَعًا : أَنشَدَ : আবৃত্তি করল। إِنْعَمَالٍ : إِنشَادًا : আবৃত্তি করা। مُتَّبِعًا (فَا, مَذ) : গুনগুনকারী। [এখানে-গুনগুন করে।] تَفَعَّلَ : تَرَنَّنَا : সুর দিয়ে আবৃত্তি করা। مَرَاوُنَ : مُتَفَنِّنًا : جَوَّبَ (ن) مَصَد : অতিক্রম করা। ঘুরে বেড়ানো। (ج) يَلَاةً, يَلْدَانِ, (ر) يَلْدَةً يَلْدًا : জায়গা। জনপদ। শহর। الْمُتَرَنِّنَ : অভাব-অনাহার। أَحَبَّ : الْمُتَفَنِّنِ : অধিক প্রিয়। (ض) مَبَّأً, جَبَّأً, الْشَّنَّ : পছন্দ করা। الْمَرْتَبَةِ : (ج) مَرَاتِبًا : পদ-মর্যাদা, মর্যাদা। (ج) الْوَلَاةَ, (ر) وَالٍ (وَالِي) : রাজ-রাজড়া। আর্মির-অমাত। نَبَوًى : উত্তরণ। প্রতিকূলতা। نَبَوًى (ن) مَصَد : প্রতিকূল হওয়া, উঁচু হওয়া। مَعْتَبَةً : লাঞ্ছনা। مَعْتَبَةً (ن, ض) مَصَد : শোভা প্রকাশ করা। তিরস্কার করা।</p>	<p>مَرَاوُنَ : غَرَارَةً : فَصَلَ : বের হয়ে গেল, পৃথক হলো। (ن) فُصِّلَ - عُنَى : পৃথক হওয়া। مَرَاوُنَ : خَرَجَ : فَازَ (فَا, مَذ) : সফল, কামিয়াব, সার্থক। (ن) فَزَا : সফল হওয়া। مَرَاوُنَ : قَالَجَ : الْفَلَجَ : সফলতা, সার্থকতা। الْفَلَجَ (ن, ض) مَصَد : সফল হওয়া। مَرَاوُنَ : الْقَوْرَ : شَبِعَتْ : এগিয়ে দিলাম। تَفَعَّلَ : تَنَبَّهًا : এগিয়ে দেওয়া। قَاضِيًا (فَا, مَذ) : পূরণকারী। [এখানে পূরণার্থী।] (ض) قَضَاءً : প্রয়োজন পূর্ণ করা। مَرَاوُنَ : مَوَدَّ : حَقَّ (ج) وَمَوَدَّ : হক, অধিকার, প্রাপ্য। স্বাভাবিক। الرَّعَايَةَ (ن) مَصَد : যত্নদারি করা, যত্ন করা, লক্ষ্য রাখা। مَرَاوُنَ : حَفَارَةً : لَاحِيًا (فَا, مَذ) : (ج) لُحَاءَ : ভর্সনাকারী, এখানে- ভর্সনা দিতে দিতে। (ن) لَعَبَ : পালি দেওয়া। ভর্সনা দেওয়া। তিরস্কার করা। مَادَهُ : (ل. ح. و), جَنَسَ : نَاقِصَ وَادِي</p>

المقامة الساجدة البرقعية

সপ্তম মাকামা : বারকা'ঈদের গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আজকাল যেমন কখনও বাস বা ট্রেনে দেখা যায় যে, কোনো পুরুষ বা নারী ভিক্তক এসে যাত্রীদের হাতে হাতে একটি করে হস্তলিখিত বা মুদ্রিত আবেদনপত্র দিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর এসে দান প্রাপ্তির জন্য হাত বাড়ায় এবং আবেদনপত্রগুলো ফেরত নিয়ে যায়। আগ্রামা হারীরীও এ মাকামায় অত্রপ একটি ভিক্ষাবৃত্তির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, হারিস ইবনে হায্যাম একবার বারকা'ঈদ নামক স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করতে গেলেন। ঈদগাহে যখন লোকজনের প্রচুর সমাগম হলো তখন একসময় তিনি দেখতে পেলেন যে, এক অন্ধ ব্যক্তি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে কয়েকটি লিখিত কাগজ দিল। বৃদ্ধা মহিলা কাগজগুলো নিয়ে উপস্থিত মুসল্লীদের মধ্যে দানশীল অনুমান করে কিছু লোকের হাতে দিল। কাগজগুলোতে অন্ধ লোকটির অভাব ও অনাহারের কথা উল্লেখ করে অত্যন্ত দরদভরা ভাষায় লিখিত একটি কবিতা লিখিত ছিল। মহিলাটি পরবর্তীতে হারিস ইবনে হায্যামের নিকট আবেদন পত্রটি ফেরত নিতে আসলে হারিস তাকে কবিতাটির রচয়িতার নাম বলার শর্তে দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। মহিলাটি তখন জ্ঞানাল যে, কবিতাটি সারঞ্জের অধিবাসী জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত। এতে হারিস বুঝে ফেলেন যে, এতো আবু যায়েদই। তাই হারিস আবু যায়েদকে দৃষ্টিহীন দেখে তার জন্য মর্মাহত হন। এরপর হারিস তাকে নিজ আবাসস্থলে খাবারের দাওয়াত দেন। তার উপস্থিতির পর জানতে পারেন যে, তার দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে। অন্ধ সাজা তার একটি কৌশলমাত্র। হারিস তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেন অন্ধ সেজেছেন?

আবু যায়েদ বললেন, যুগ অন্ধ হয়ে গেছে, তাই আমিও অন্ধ সেজেছি। খাবার খাওয়ার পর দাঁত পরিষ্কার করার জন্য খিলাল এবং হাত পরিষ্কার করার জন্য সাবান ইত্যাদি আনতে হারিসকে অনুরোধ করেন। হারিস এসব আনতে যান। এ ফাঁকে আবু যায়েদ বৃদ্ধা মহিলাটিকে নিয়ে কেটে পড়েন।

www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ السَّابِعَةُ الْبَرْقَعِيدِيَّةُ

সপ্তম মাকামা : বারকাঈদের গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : قَالَ : أَزْمَعْتُ
الشَّخْصَ مِنْ بَرْقَعِيدٍ ، وَقَدْ شِئْتُ بَرْقَ
عَيْدٍ ، فَكِرَفْتُ الرِّحْلَةَ عَنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ ،
أَوْ أَشْهَدُ بِهَا يَوْمَ الزَّيْنَةِ . فَلَمَّا أَظَلَ
يَقْرُضُهُ وَنَفْلِهِ ، وَأَجْلَبَ بِخَيْلِهِ وَرَجْلِهِ ،
اتَّبَعْتُ السُّنَّةَ فِي لَبْسِ الْجَدِيدِ ، وَرَزَزْتُ
مَعَ مَنْ بَرَزَ لِلتَّغْيِيدِ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন
: আমি বারকাঈদ^১ থেকে রওয়ানা হওয়ার জন্য দৃঢ়
সংকল্প করলাম। ইতোমধ্যে আমি ঈদের দীপ্তি [চাঁদ]
প্রত্যক্ষ করলাম। ফলে আমি উৎসবের দিন উক্ত শহরে
উপস্থিত থাকার পরিবর্তে সেই শহর থেকে অন্যত্র
রওয়ানা হতে অপছন্দ করলাম। অতঃপর যখন দিবসটি
তার ফরজ ও নফল সহকারে নিকটবর্তী হলো এবং
অশ্বারোহী ও পদচারীদের টেনে আনল তখন আমি নতুন
কাপড় পরিধানে সূর্যের অনুসরণ করলাম এবং যারা ঈদ
উদযাপনের জন্য বেরিয়েছে তাদের সাথে বেরুলাম।

শাসিক অনুবাদ : الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ الْبَرْقَعِيدِيَّةُ বারকাঈদের গল্প হারিস ইবনে
হাম্মা বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন أَزْمَعْتُ আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম الشَّخْصَ
রওয়ানা হওয়া مِنْ بَرْقَعِيدٍ বারকাঈদ থেকে فَكِرَفْتُ ফলে আমি অপছন্দ করলাম
الرِّحْلَةَ উপস্থিত থাকার পরিবর্তে عَنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ সেই শহর থেকে
أَوْ أَشْهَدُ بِهَا উক্ত শহরে যখন উপস্থিত থাকার পরিবর্তে
يَوْمَ الزَّيْنَةِ উৎসবের দিনে فَكِرَفْتُ অতঃপর যখন
وَرَجْلِهِ অশ্বারোহী ও পদচারীদের টেনে আনল
اتَّبَعْتُ السُّنَّةَ তখন আমি অনুসরণ করলাম
فِي لَبْسِ الْجَدِيدِ নতুন কাপড় পরিধানে
وَرَزَزْتُ এবং বেরুলাম
مَعَ مَنْ بَرَزَ لِلتَّغْيِيدِ ঈদ উদযাপনের জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করলেন [করেন] : حَكَى

বর্ণনা করা : (ض) حَكَى

আমি দৃঢ় সংকল্প করলাম : أَزْمَعْتُ

দৃঢ় সংকল্প করা : (إفْعَال) إِزْمَعْتُ

রওয়ানা হওয়া : (ف) مَصَّ عَنْ قَوْمٍ أَوْ مِنْ بَلَدٍ

ইরাকের একটি শহরের নাম : بَرْقَعِيدٍ

আমি তাকালাম, প্রত্যক্ষ করলাম : (قَدْ) شِئْتُ

তাকানো। প্রত্যক্ষ করা : (ض) شِئْتُ

বিদ্যুত, তড়িৎ, দীপ্তি : (ج) بَرْقَ : بَرْقَ

চমকানো : (ن) مَصَّ : بَرْقَ

ঈদ, খুশির দিন : (ج) أَعْيَادٌ : عَيْدٌ

ঈদের চাঁদ : بَرْقَ عَيْدٍ

অপছন্দ করলাম : كِرَفْتُ

১. বারকাঈদ : ইরাকের মাওসিল [বাংলায় যৌসুল নামে পরিচিত] নামক শহর থেকে আনুমানিক ১৬০ কি. মি. দূরে অবস্থিত একটি শহরের
নাম। আত্মা ইয়াকুত হাম্মাঈ বলেন, হিজরি তৃতীয় শতাব্দীতে এটি বেশ প্রসিদ্ধ শহর ছিল। কিন্তু বর্তমানে এটি একটি ছোট জনপদ।

(স) কُرْمًا , كَرَامَةً , كَرَامِيَةً : অপছন্দ করা।

الرَّحْلَةُ : (ج) رِحَالٌ : রওয়ানা, সফর, সফরনামা।

الْمَدِينَةُ : (ج) مَدَنٌ , مَدَائِنٌ : শহর, নগর, নগরী।

أَوْ (بِمَعْنَى "إِلَّا", بَعْدَهُ أَنْ مَحْذُوفَةٌ) : পরিবর্তে, বদলে।

أَشْهَدُ : (بِتَقْدِيرِ أَنْ) : উপস্থিত থাকবে, [এখানে- উপস্থিত থাকা]।

(س) شَهْرًا : উপস্থিত থাকা।

يَوْمٌ : (ج) أَيَّامٌ , (جج) أَيَّامٌ : দিন, দিবস।

الزَّيْنَةُ : সাজ-গোজ, সাজ-সজ্জা।

يَوْمُ الزَّيْنَةِ : [এখানে-উৎসবের দিন, সাজ-গোজের দিন,

ঈদের দিন]।

(لَا) أَظَلَّ : [যখন] নিকটবর্তী হলো।

(إِفْعَالٌ) إِظْلَالًا : নিকটবর্তী হওয়া।

قَرَضَ : (ج) قُرُوضٌ , قَرَاضٌ : ফরজ, অপরিহার্য করণীয়।

قَرَضَ (ض) مَصَد : অপরিহার্য করা।

نَقَلَ : ফরজ ও ওয়াজিবের বাইরে অতিরিক্ত করণীয়।

نَقَلَ (ن) مَصَد : অতিরিক্ত দান করা।

(إِفْعَالٌ) إِجْلَاءً : টেনে আনল।

خَبِلَ (ج) خَبُولٌ , أَخْبَالَ : ঘোড়ার পাল, [রূপকার্থে,

অশ্বারোহী বাহিনী]।

(ج) رَجُلٌ , رَجَالٌ , رَجَالٌ , رَجَالٌ , رَجَالٌ : (و) رَاجِلٌ :

পদচারী, পদাতিক।

إِتَّبَعْتُ : আমি অনুসরণ করলাম।

(إِفْعَالٌ) إِتِّبَاعًا : অনুসরণ করা।

السَّنَةُ (ج) سُنَنٌ : অভ্যাস। পস্থা। স্বভাব। পদ্ধতি।

তারীকা। সুলত।

لَبَسَ (س) مَصَد : কাপড় পরিধান করা, সান্নিধ্য গ্রহণ করা।

الْجَدِيدُ (مف, مذ) (ج) جُدَدٌ : নতুন।

(ض) جَدَّةٌ : নতুন হওয়া।

بَرَزْتُ : আমি বের হলাম, [বেরুলাম]।

(ن) بَرُوزًا : বের হওয়া।

(مِنْ) بَرَزَ (ن) بَرُوزًا : [যারা] বেরিয়েছে, বের হয়েছে।

التَّعْيِيدُ (تَفْعِيلٌ) مَصَد : ঈদ উদযাপন করা। ঈদে

হাজির হওয়া।

চক্ষু-ডিম্ব, চক্ষু : (ج) مُقَلِّدٌ : (ث) مُقَلِّتَيْنِ

সে কাঁধে ঝুলিয়ে রেখেছে : قَدْ اعْتَصَدَ

কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়া : (اِفْتَعَالَ) اِعْتَصَادًا

মতো, অনুরূপ, সদৃশ : (ج) اِثْبَاءٌ، مَثَابَةٌ

ঝুলি : যে ঝুলিতে ঘাস দিয়ে গবাদি : (ج) مَخَالٍ

পশুর গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

অনুগত হয়েছে, রাহবার গ্রহণ করেছে : اِسْتَفَادَ

অনুগত হয়ে চলা। রাহবার : (اِسْتِفْعَالَ) اِسْتِفَادَةً - لَهُ

গ্রহণ করা।

বৃদ্ধা মহিলা, বৃদ্ধি : এ শব্দটি : (ج) عَجُوزٌ، عَجَائِزُ

সন্তরের অধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পেঙ্গী, পিশাচ : (ج) سَعَالَى، سَيْلِيَاتٌ

সে দাঁড়াল : وَقَفَ

(ض) وَقَفًا، وَقُوفًا

এক ধরনের দাঁড়ানো : (ج) وَقْفَةً (حَالَةَ الرَّقَبِ)

একবার দাঁড়ানো : (ج) وَقْفَةً (مَرَّةً مِّنَ الرَّقَبِ)

পড়ে যাওয়ার উপক্রম কাম্পান ব্যক্তি : (ف، مِذ) : مَتَهَانَةٌ

কাঁপতে থাকা : (تَفَاعُلٌ) تَهَانَةً

অভিবাদন পেশ করল : (تَفَعُّلٌ) تَحِيَّةٌ

অভিবাদন পেশ করা : (تَفَعُّلٌ) مَصْدُ

নিম্নস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি : (ف، مِذ) : حَافِتٌ

আওয়াজ নিচু হওয়া : (ن) حُفُوفًا - الصَّوْتُ

(যখন) সে অবসর হল : (لَمَّا) قَرَعَ

অবসর হওয়া : (ن، ف، س) كَرَعَ، قَرُوعًا

দু'আ, প্রার্থনা : (ج) اَدْعَاءٌ

ডাকা : (ن) مَصْدُ

সে ঘোরা : (اِفْتَعَالَ) اِجَالَةً

পঞ্চ অঙ্গুলি : (أَيَّ أَصَابِعِ الْخَمْسِ)

পায়, থলি, ঝুলি : (ج) اَوَاعٍ

বের করল : (أَبْرَزَ)

বের করা : (اِبْرَازًا)

লেখা কাগজের টুকরা : (و) رُقْعَةً

সেতলো লেখা হয়েছে : (مِج) قَدْ كُتِبَ

লেখা : (ن) كُتِبًا، كِتَابَةً، كِتَابًا

রঙ, রকম, প্রকার : (و) لَوْنٌ

রঙ, বর্ণ : (و) صَبَغٌ

নানা রকম রঙ : (اَلْوَانِ) اَلْاَصْبَاغُ

সময়, কাল : (ج) اَوْنَةً

অবসর : (اَلْفَرَاغُ)

অবসর হওয়া, মুক্ত হওয়া : (ن، س) مَصْدُ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : طَلَعَ شَيْخٌ فَيَ شَمَلَتَيْنِ الْخ :

শَيْخٌ شَيْخٌ بِأَلْوَانِ الْأَصْبَاغِ مُضَافٌ وَ مُضَافٌ إِلَيْهَا

মিলে -এর সিফাত।

قَوْلُهُ : اِعْتَصَدَ وَاسْتَفَادَ :

شَيْخٌ مِّمَّنْ مَعَطُوفٌ عَلَيْهِ وَ مَعَطُوفٌ جُمْلًا

থেকে

قَوْلُهُ : فَوَقَفَ وَقْفَةً مَّتَهَانَةٍ :

مَتَهَانَةٍ مِّمَّنْ مُضَافٌ وَ مُضَافٌ إِلَيْهَا

মিলে

قَوْلُهُ : قَدْ كُتِبَ بِأَلْوَانِ الْأَصْبَاغِ فَيَ أَوَانِ الْفَرَاغِ :

এ-এর فَيَ مُضَافٌ وَ مُضَافٌ إِلَيْهَا

مَتَهَانَةٍ مِّمَّنْ مُضَافٌ وَ مُضَافٌ إِلَيْهَا

মিলে -এর সাথে كُتِبَ

হয়েছে। আর জুমলা হয়ে قَدْ كُتِبَ

فَنَاولَهُنَّ عَجُوزَهُ الْحَيَزُونُ ، وَأَمَرَهَا بِأَنْ
تَتَوَسَّمَ الزُّبُونُ ، فَمَنْ أُنْسَتْ نَدَى يَدَيْهِ ،
أَلْقَتْ وَرْقَةً مِنْهُنَّ لَدَيْهِ ، فَاتَّحَ لِي الْقَدْرُ
الْمَعْتُوبُ ، رُقْعَةً فِيهَا مَكْتُوبٌ ، فَقَالَ :

لَقَدْ أَصْبَحْتُ مَرْقُودًا * بِأَوْجَاعٍ ، وَأَوْجَالٍ
وَمَمْنُورًا بِمُخْتَالٍ * وَمُحْتَالٍ وَمُفْتَالٍ
وَحَوَانٍ مِنَ الْإِخْوَانِ * نِ قَالَ لِي لِإِفْلَاقِ
وَأَعْمَالٍ مِنَ الْعَمَلِ * لِي فِي تَضْلِيلِ أَعْمَالِي

অনুবাদ : অতঃপর সে তার লেখা কাগজগুলো তার
কুটনী বুড়িকে দিল এবং তাকে নির্বোধ লোক চিনে নিতে
নির্দেশ দিল। সুতরাং সে যার দু'হাতে বখশিশ অনুভব
করল, তার সামনে তন্মধ্য থেকে একটি পাতা রেখে
দিল। অভিশপ্ত ভাগ্য আমার জন্য একটি কাগজের
টুকরার ব্যবস্থা করল, তাতে লেখা ছিল। সে বলে :
[কবিতার অনুবাদ] অবশ্য আমি দুঃখ-বেদনা ও ভয়-ভীতি
দ্বারা আহত হয়েছি এবং আমি শিকার হয়েছি দাষ্টিক,
প্রতারক, আততায়ী ও আত্মসাৎকারী বন্ধুর, যে আমার
দারিদ্রের কারণে আমার শত্রু হয়েছে। [আমি শিকার
হয়েছি] আমার কাজ কর্ম বিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে
আমলাদের হস্তক্ষেপের।

গাথিক অনুবাদ : অতঃপর সে তার লেখা কাগজগুলো দিল বুড়িকে তার বুড়িকে ফঁটনী কুটনী
এবং তাকে নির্দেশ দিল ফঁটনী বুড়ী চিনে নিতে ফঁটনী নির্বোধ লোক ফঁটনী সুতরাং যার ফঁটনী সে অনুভব করল
ফঁটনী দুহাত ফঁটনী রেখেছিল ফঁটনী একটি পাতা ফঁটনী তন্মধ্য থেকে ফঁটনী তার সামনে ফঁটনী লেখা ছিল ফঁটনী সে বলে
ফঁটনী ভাগ্য ফঁটনী অভিশপ্ত ফঁটনী একটি কাগজের টুকরা ফঁটনী তাতে ফঁটনী লেখা ছিল ফঁটনী সে বলে
ফঁটনী দুঃখ-বেদনা ও ভয়-ভীতি দ্বারা ফঁটনী আহত ফঁটনী ফঁটনী এবং ফঁটনী শিকার
ফঁটনী দাষ্টিক ফঁটনী প্রতারক আততায়ী ও আত্মসাৎকারী বন্ধুর ফঁটনী যে শত্রু হয়েছে ফঁটনী
ফঁটনী আমার দারিদ্রের কারণে ফঁটনী হস্তক্ষেপের ফঁটনী আমলাদের ফঁটনী বিক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে
ফঁটনী আমার কাজ-কর্ম।

শব্দ বিশ্লেষণ

নَاولَ : সে দিল।

(مُفَاعَلَةً) مَنَاولَةً : দেওয়া।

عَجُوزٌ : (ج) عَجُزٌ, عَجَائِزُ : বৃদ্ধা মহিলা, বুড়ি।

الْحَيَزُونُ وَالْحَيَزُونُ : কুটনী বুড়ি, ডাইনী।

أَمَرَ : সে নির্দেশ দিল।

(ن) أَمَرَ, أَمْرَةٌ, إِمَارًا : নির্দেশ দেওয়া।

(بِأَنْ) تَتَوَسَّمُ : চিনে নিতে।

(تَفَعَّلَ) تَوَسَّأَ : চিনে নেওয়া।

الزُّبُونُ : নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন।

أُنْسَتْ : অনুভব করল, উপলব্ধি করল।

(إِفْعَالًا) إِنْسَأَ : অনুভব করা।

نَدَى : (ج) أَنْبَيْتُهُ, أَنْبَأَ : বখশিশ, দান, অনুগ্রহ।

نَدَى (س) مَدَّ : সিক্ত হওয়া।

(نث) يَدَى (يَدَيْنِ), (و) يَدَ (ج) أَبَدَ, (ج) أَبَا : হাত।

أَلْقَتْ : রেখে দিল, ফেলে দিল।

(إِفْعَالًا) إَلْقَأَ : ফেলে দেওয়া।

وَرْقَةً : (ج) وَرَقَاتٌ, أَوْرَاقٌ : পাতা, একটি পাতা।

لَدَى : নিকটে, কাছে, সামনে।

أَتَّحَ : ব্যবস্থা করল, সুযোগ দিল।

(إِفْعَالًا) إِتَّحَأَ - لِي : ব্যবস্থা করা। সুযোগ দেওয়া।

ভাগ্য, শক্তি-সামর্থ্য : (ج) اَلْقَدَرُ : অর্থাৎ :

সামর্থ্য রাখা : (ض) مَصَد : অর্থাৎ :

অভিশপ্ত : (مف) مَكْتُوب : অর্থাৎ :

লেখা কাগজের টুকরা, যে : (ج) رُقْعَةٌ : অর্থাৎ :
কোনো টুকরা।

লিখিত কাগজ বা বিষয় : (مف) مَكْتُوب : অর্থাৎ :

লেখা : (ن) كِتَابٌ : অর্থাৎ :

আমি হয়েছি : (لَقَدْ) أَصْبَحْتُ : (بمعنى صِرْتُ) : অর্থাৎ :

হওয়া : (إفْعَال) إِصْبَحْتُ : অর্থাৎ :

আহত, আঘাতপ্রাপ্ত : (مف) مَوْقُودٌ : অর্থাৎ :

আঘাত করা : (ض) وَنَدَا : অর্থাৎ :

দুঃখ-বেদনা, কষ্ট-ক্লেশ : (ج) أَوْجَاعٌ : অর্থাৎ : (و) وَجَعٌ : অর্থাৎ :

বেদনায় আক্রান্ত হওয়া : (س) مَصَد : অর্থাৎ :

ভয় করা : (س) مَصَد : অর্থাৎ :

ভয়-ভীতি : (ج) أَوْجَالٌ : (و) وَجَلٌ : অর্থাৎ :

পরীক্ষার সম্মুখীন, আক্রান্ত, শিকার : (مف) مَمْنُونٌ : অর্থাৎ :

পরীক্ষা করা : (ن) مَنَوْنَا : অর্থাৎ :

দাষ্টিক, অহঙ্কারী : (ফা) مَخْتَالٌ : অর্থাৎ :

অহঙ্কার করা : (إفْعَال) اِخْتَبَا : অর্থাৎ :

কৌশলী, প্রতারণা : (ফা) مَحْتَالٌ : অর্থাৎ :

কৌশল অবলম্বন করা : (إفْعَال) اِحْتَبَلَا : অর্থাৎ :

আকস্মিক ঘাতক। আততায়ী : (ফা) مَغْتَالٌ : অর্থাৎ :

অতর্কিতভাবে হত্যা করা : (إفْعَال) اِغْتَبَلَا : অর্থাৎ :

অতিশয় আত্মসাৎকারী : (ن) مَبَالِغَةٌ : অর্থাৎ :

আত্মসাৎ করা : (ن) خَوَّنَ : অর্থাৎ : (و) خَانَ : অর্থাৎ :

ভাই, সাথী, বন্ধু : (ج) إِخْوَانٌ : অর্থাৎ : (و) أَخٌ : অর্থাৎ :

বিষয় পোষণকারী, শত্রু : (ج) لَلَا : অর্থাৎ :

বিষয় পোষণ করা : (س) تَلَّى : অর্থাৎ :

দারিদ্র্য, অভাব : (ن) تَلَّى : অর্থাৎ :

অভাবী বা দরিদ্র হওয়া : (مف) تَلَّى : অর্থাৎ :

ব্যবহার করা, হস্তক্ষেপ করা : (مف) اِفْعَالٌ : অর্থাৎ :

কাজ করা : (س) تَلَّى : অর্থাৎ :

আমলা, কর্মী : (و) عَامِلٌ : (و) عَمَلٌ : অর্থাৎ :

কর্মসম্পাদনকারী, কর্মচারী : (ম) : (و) عَامِلٌ : অর্থাৎ :

বক্র করা, [এখানে-বিক্ষিপ্ত করা, : (مف) تَفْلِيحٌ : অর্থাৎ :

নষ্ট করা]।

কাজ, কর্ম, ইচ্ছাকৃত কাজ : (و) عَمَلٌ : অর্থাৎ :

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : نَدَى يَدَيْهِ :

ও- أَنَسْتُ مُيَافَاقَ إِيْلَاهِيهِ مِيلَةً : অর্থাৎ :

তরু- شَرَطَ : এর ইসমে مِنْ জুমলাটি অর্থাৎ :

আর جَزَاءُ : অর্থাৎ : رَقَّةٌ مِثْلُهَا : অর্থাৎ :

قَوْلُهُ : نِيَهَا مَكْتُوبٌ :

এখানে مَكْتُوبٌ : অর্থাৎ : نِيَهَا : অর্থাৎ :

শিবহে ফেয়েল যা এখানে উহা রয়েছে। অর্থাৎ :

مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ : অর্থাৎ : مَكْتُوبٌ : অর্থাৎ :

বালাগাত

قَوْلُهُ : وَمَنَوْنَا ... مَغْتَالٍ :

এখানে কবি যুগ ও কালকে مَغْتَالٍ : অর্থাৎ :

نُسَبَتْ : এর সাথে تَفْسِيحٌ দিয়েছেন। অর্থাৎ :

উল্লেখ ও إِسْتِمَارَةٌ : অর্থাৎ : مَصْرُوحٌ : অর্থাৎ :

فَكَمْ أَصْلَى بِأَذْحَالٍ * وَأَمَحَالٍ، وَتَرَحَالٍ
وَكَمْ أَخْطَرَ فَنِي بَالٍ * وَلَا أَخْطَرَ فَنِي بَالٍ
فَلَيْتَ الدَّهْرَ لَمَّا جَا * وَأَطْفَالِي أَطْفَالِي
فَلَوْلَا أَنْ أَشْبَالِي * أَغْلَالِي، وَأَعْلَالِي
لَمَّا جَهَّزْتُ أَمَالِي * إِلَى آلٍ، وَلَا وَائِي

অনুবাদ : সূতরাং আমি কতদিন হিংসা-বিদ্বেষ, দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ ও সফরের অগ্নিতে দগ্ধ হবো। আর কতদিন আমি পুরোনো কাপড়ে ঘুরে বেড়াব, অথচ কোনো অন্তরে আমি স্থান পাব না। আহ! কালাবর্ত যখন অবিচার করল তখন যদি আমার ছেলেপুলেদেরকে মেরে ফেলত। অতএব যদি আমার সন্তান-সন্ততি আমার হাত-পায়ের বেড়ি ও আমার পচনের কীট না হতো তবে আমি কোন পরিবার কিংবা কোনো গভর্নরের কাছে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষার পসরা নিয়ে যেতাম না।

শাব্দিক অনুবাদ : فَكَمْ সূতরাং আমি কতদিন أَصْلَى অগ্নিতে দগ্ধ হব بِأَذْحَالٍ হিংসা-বিদ্বেষ দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ সফরের وَكَمْ আর কতদিন أَخْطَرَ আমি ঘুরে বেড়াব فَنِي بَالٍ পুরোনো কাপড়ে وَتَرَحَالٍ অথচ আমি স্থান পাব না بِأَلٍ কোনো অন্তরে فَلَيْتَ الدَّهْرَ! কালাবর্ত لَمَّا যখন جَا অবিচার করল أَطْفَالِي তখন যদি মেরে ফেলত আমার ছেলেপুলেদেরকে فَلَوْلَا অতএব যদি না হত أَنْ أَشْبَالِي আমার সন্তান-সন্ততি أَغْلَالِي আমার হাত-পায়ের বেড়ি وَأَعْلَالِي ও আমার পচনের কীট لَمَّا جَهَّزْتُ أَمَالِي তবে আমি পসরা নিয়ে যেতাম না إِلَى আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা وَائِي কোনো পরিবার

শব্দ বিশ্লেষণ

কত দিন, কত কাল : كَمْ (أَيَّ كَمْ يَوْمًا)
আমি অগ্নিতে দগ্ধ হবো : أَصْلَى (مَج) :

অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া : (س) صُلِيَ، صِيلًا :

বিদ্বেষ, শত্রুতা, স্বজ্ঞের বিনিময় : (ج) أَذْحَالٌ، ذُخُولٌ، (و) ذَخَلَ :

দুর্ভিক্ষ। যড়যন্ত্র। প্রতারণা : (ج) أَمَحَالٌ، مَعْرُوءٌ، (و) مَحَالَ :

দুর্ভিক্ষের শিকার হওয়া : (ف) مَصَّ : (ف) مَصَّ :

দেশ ত্যাগ, সফর : تَرَحَّالٌ :

দেশ ত্যাগ করা, সফর করা : (ف) مَصَّ : (ف) مَصَّ :

আমি হাত নেড়ে ঘুরে বেড়াব : أَخْطَرَ :

নেড়ে ঘুরে বেড়ানো : (ض) خَطَرًا، خَطِيرًا :

পুরোনো, জীর্ণ : (مذ) بَالٍ (فا، مذ) :

পুরনো হওয়া : (س) يَلَى، يَلَاءٌ :

আমি সন্নিবিষ্ট হবো না, অন্তরে স্থান পাব না : (لا) ٢- أَخْطَرَ :

অন্তরে স্থান পাওয়া : (ض) خَطَرًا، خَطِيرًا :

অন্তর, হৃদয়। অবস্থা : (مادة) بَرَل : (مادة) بَرَل :

দীর্ঘকাল, কাল, সময়, কালবর্ত : (ج) دَهْرًا، دَهْرًا :

[যখন] অবিচার করল, জুলুম করল : (لَمَّا) جَا :

অবিচার করা। জুলুম করা : (ن) جَوْرًا - عَلِيمٌ :

নিভিয়ে দিল, [মেরে ফেলত] : أَطَفَا :

নিভিয়ে দেওয়া : (ماده) طَفَا، (طَفَا) :

শিশু, ছেলেপুলে, সন্তান-সন্ততি : (ر) طِفْلٌ : (ر) طِفْلٌ :

(ج) أَطْفَالٌ، شِبَالٌ، شِبَالٌ، شِبَالٌ : (و) شَبَّلَ :

শিকার করতে সমর্থ এক্সপ সিংহ শাবক।

হাত বা গলার বেড়ি। হাতকড়া : (و) غِلَرٌ : (و) غِلَرٌ :

বড় বড় পচনের কীট : (و) عِلٌّ : (و) عِلٌّ :

আমি পসরা প্রস্তুত করতাম না, পসরা নিয়ে যেতাম না।

আসবাব যোগান দেওয়া : (تَعَمَّلَ) تَجَهَّزًا :

আশা, আকাঙ্ক্ষা : (و) أَمَلٌ، أَمَلٌ :

পরিবার-পরিজন। জাগতিক বা ধর্মীয় সম্ভ্রান্তদের ক্ষেত্রে : (و) آلٌ :

প্রযোজ্য।

শাসনকর্তা, গভর্নর : (و) وَائِي : (ج) وَائِي :

বালাশাস্ত

قَوْلُهُ : فَلَوْلَا أَنْ أَشْبَالِي :

এখানে তার সন্তান-সন্ততিক (সিংহ সাবক)-এর সাথে

এখানে সেওয়া হয়েছে। তাই এখানে إِسْتِمَارَةً مَصْرَحًا হয়েছে।

وَلَا جَرَرَتْ أَذْيَالِي * عَلَى مَسْحَبٍ إِذْ لَالِي
فِمَخْرَابِي آخَرِي بِي * وَأَسْمَالِي أَسْمِي لِي
فَهَلْ حَرَّرِي تَخْفِي * فِ أَنْقَالِي يَمْنَقَال
وَيُطْفِي حَرَّ بَلْبَالِي * بِسِرْبَالِي وَسِرْوَالِ

অনুবাদ : এবং আমি আমার লাঙ্গনার পাচল আঁচল টেনে বেড়াইতাম না। কাজেই আমার মেহরাব আমার জন্য অধিক উপযুক্ত হতো এবং আমার পুরোনো কাপড় আমার জন্য উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতো। অম্ব কোনো অভিজাত ব্যক্তি কি একটি মিসকাল দ্বারা হালকা হালকা করার ইচ্ছা রাখে? এবং আমার দূরতাপ একটি জামা অথবা একটি পায়জামা দ্বারা ঠাণ্ড করে।

শাস্তিক অনুবাদ : وَلَا جَرَرَتْ أَذْيَالِي এবং আমি টেনে বেড়াইতাম না আমার আঁচল مَسْحَبٍ পাথে إِذْ لَالِي লাঙ্গনা فِمَخْرَابِي কাজেই আমার মেহরাব آخَرِي অধিক উপযুক্ত بِي আমার জন্য أَسْمَالِي এবং আমার পুরোনো وَأَسْمِي উৎকৃষ্ট বিবেচিত হতো لِي আমার জন্য فَهَلْ حَرَّ অতএব কোনো অভিজাত ব্যক্তি কি يَمْنَقَال ইচ্ছা রাখে হালকা করা أَنْقَالِي আমার বোঝা يَمْنَقَال একটি মিসকাল দ্বারা وَيُطْفِي এবং ঠাণ্ড করবে حَرَّ তাপ بَلْبَالِي আমার بِسِرْبَالِي একটি জামা অথবা একটি পায়জামা দ্বারা وَسِرْوَالِ

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি টেনে বেড়াইতাম না। : لَا جَرَرَتْ

জোর করে টানা। : تَجَرَّرًا

(জ) أَذْيَالٌ, ذَيْلٌ, أَذْيَلٌ, (و) ذَيْلٌ : আঁচল। যে কোনো।

বস্তুর শেষাংশ। পরিশিষ্ট।

مَسْحَبٌ : (ج) سَاحِبٌ : টেনে নেওয়ার জায়গা। পথ। রাস্তা।

লাঙ্গনা। : إِذْ لَالٌ

লাঙ্গিত করা। : إِذْلَلٌ (إِفْعَالٌ) مَصْد :

গৃহের প্রধান স্থান, মসজিদের : مَخْرَابٌ (ج) مَعْرَابٌ

ইমামের দাঁড়াবার জায়গা।

آخَرِي (اسْمٌ تَفْظِيلٌ, مَذ, مَصْد : حَرَى - س) : অধিক।

উপযুক্ত, অধিক শ্রেয়।

(ج) أَسْمَالٌ, (و) سَمَلٌ (صَف, مَذ) : পুরোনো কাপড়।

(ن, ك) سَمُولًا, سَمَالَةٌ : পুরোনো হওয়া।

أَسْمِي (اسْمٌ تَفْظِيلٌ, مَذ) : অধিক শ্রেয়, উৎকৃষ্ট, উত্তম।

(ن) سَمُولًا, سَمَالَةٌ : উচ্চ হওয়া। উন্নত হওয়া।

حَرَّ (صَف, مَذ) (ج) أَحْرَارٌ, حَرَارٌ : স্বাধীন। সম্ভ্রান্ত, অভিজাত।

(س) حَرَارًا : দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া।

يَمْنَقَال (ف) رَأْيًا, رُؤْيَةً : ইচ্ছা রাখে, মনে করে, দেখে।

تَخْفِي (تَفْعِيلٌ) مَصْد : হালকা করা, লাঘব করা।

(ج) أَنْقَالٌ, (و) يُقْلٌ : ভারি, বোঝা।

لِ (ج) مَنَاقِلٌ : ওজন, পরিমাপ, দেড় দেহরহাম পরিমাপ, সামান্য বস্তু।

بِي : নির্বাপিত করবে, ঠাণ্ড করবে।

إِلَافَةً : দেখা। ইচ্ছা করা। মনে করা।

: তাপ, গরম, উষ্ণতা।

مَصْد : গরম হওয়া।

لِ : তীব্র দুঃখ, অতিশয় দুঃখ।

لِ (فَعْلَةٌ) مَصْد : চিন্তায় ফেলে দেওয়া।

مَالٌ : (ج) سَرَابِيلٌ : জামা, পরিধেয় কাপড়।

إِلَافَةً, سِرْوَالَةً, سِرْوَالٌ : (ج) سِرَابِيلٌ : পায়জামা, লুঙ্গি।

বাক্য বিশ্লেষণ

بِي : অধিক।

بِي : অধিক।

بِي : অধিক।

বম অস্মালী মুবতাদা ২য় অস্মালী খবর।

বালাগাত

فَهَلْ : أَنْقَالِي

দরিদ্রকে أَنْقَال -এর সাথে تَخْفِي দেওয়া হয়েছে।

بِي : অধিক।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا اسْتَعْرِضْتُ حَلَّةَ
الْأَبْيَاتِ ، تَفَتُّ إِلَى مَعْرِفَةِ مُلْجِمِهَا ، وَرَأَيْمِ
عَلَيْهَا ، فَتَجَاجَيْتُ الْفِكْرَ بِأَنَّ الرُّوسْلَةَ إِلَيْهِ
الْعَجُوزُ ، وَأَقْنَانِي بِأَنَّ حُلُومَانَ الْمَعْرِفِ يَجُوزُ ،
فَرَصَدْتُهَا وَهِيَ تَسْتَعْرِضُ الصَّفُوفَ صَفًّا
صَفًّا ، وَتَسْتَوَكِفُّ الْأَكْفَ كَمَا كَفَّا ، وَمَا إِنْ
يَنْجِعُ لَهَا عِنَاءٌ ، وَلَا يَرْشَعُ عَلَى يَدَيْهَا إِنَاءٌ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হামাম বলেন, অতঃপর যখন আমি [তার] কবিতার ভূষণ দীর্ঘ দেখলাম তখন আমি তার রচয়িতা ও তার ফুশবুটি অঙ্কনকারীর পরিচয় জানতে আগ্রহী হলাম। তখন আমার মনোভাবনা আমাকে চুপিসারে বলল যে, বৃদ্ধাটি এ তথ্য উদঘাটনের উপায় এবং আমাকে সিদ্ধান্ত দিল যে, পরিচয় দানকারীর বিনিময় বৈধ হবে। অতঃপর আমি তার অপেক্ষা করতে থাকলাম, আর সে এক একটি করে সমস্ত সারি বোজ় করছে। এবং এক একটি করে সমস্ত হাত থেকে কিছু পেতে চাচ্ছে। অথচ তার কষ্ট সফল হচ্ছে না এবং তার হাতের উপর কোনো পাত্র সঞ্চলিত হচ্ছে না।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : অতঃপর যখন আমি দীর্ঘ দেখলাম
رَأَيْمِ ভূষণ অবিভক্ত তখন আমি আগ্রহী হলাম
عَلَيْهَا তার ফুশ বুটি তখন আমাকে চুপিসারে বলল
فَتَجَاجَيْتُ الْفِكْرَ আমার মনোভাবনা
إِلَيْهِ এ তথ্য উদঘাটনের উপায়
الْعَجُوزُ বৃদ্ধ
وَأَقْنَانِي এবং আমাকে সিদ্ধান্ত দিল
بِأَنَّ যে
حُلُومَانَ বিনিময়
الْمَعْرِفِ পরিচয় দানকারীর
يَجُوزُ বৈধ হবে
فَرَصَدْتُهَا অতঃপর আমি তার অপেক্ষা করতে থাকলাম
وَهِيَ আর সে বোজ় করছে
تَسْتَعْرِضُ الصَّفُوفَ সমস্ত সারি
صَفًّا এক একটি করে
وَتَسْتَوَكِفُّ الْأَكْفَ এবং কিছু পেতে চাচ্ছে
كَمَا সমস্ত হাত থেকে
كَفَّا এক একটি হাত করে
وَمَا إِنْ অথচ সফল হচ্ছে না
يَنْجِعُ তার কষ্ট
لَهَا এবং সঞ্চলিত হচ্ছে না
عِنَاءٌ কোনো পাত্র
وَلَا يَرْشَعُ উপর
عَلَى যাত্রা
يَدَيْهَا

শব্দ বিশ্লেষণ

[যখন] আমি দীর্ঘ দেখলাম, দীর্ঘ ধারণা : (لَمَّا) اسْتَعْرِضْتُ
করলাম।

দীর্ঘ দেখা। দীর্ঘ ধারণা করা : (الْبَيْتُ) اسْتَعْرِضْتُ
নতুন কাপড়, হাতিয়ার, ভূষণ : (جَلَدٌ) مَلَأَ
(ج) أَبْيَاتٌ . بَيِّنَةٌ . (و) بَيِّنَةٌ : (و) بَيِّنَةٌ :
শ্লোক, ব্যাভ, কবিতা : (و) بَيِّنَةٌ : (و) بَيِّنَةٌ :
আমি আগ্রহী হলাম।

(ن) تَوَقَّأْتُ . تَوَقَّأْتُ : (ن) تَوَقَّأْتُ .
পরিচয় : (ن) تَوَقَّأْتُ .

চেনা, পরিচয় জানা : (ض) مَدَّ : (ض) مَدَّ :
বয়নকারী, রচয়িতা : (مَدَّ) : (مَدَّ) :
(إِنْعَالٌ) إِنْعَالٌ . الْقَرَبُ : (إِنْعَالٌ) :
কাপড় বয়ন করা। বোনা। : (إِنْعَالٌ) :
অঙ্কনকারী, লেখক : (مَدَّ) : (مَدَّ) :

(ن) رَفَأَ : (ن) رَفَأَ :

একাত্তর বলা : (ج) أَعْلَمَ : (ج) أَعْلَمَ :

চুপিসারে বলল, একাত্তর বলা : (ج) أَعْلَمَ : (ج) أَعْلَمَ :

চুপিসারে বলা : (ج) أَعْلَمَ : (ج) أَعْلَمَ :

চিত্তা-ভাবনা, মনোভাবনা : (ج) أَعْلَمَ : (ج) أَعْلَمَ :

চিত্তা-ভাবনা করা : (ض) مَدَّ : (ض) مَدَّ :

সংশয়, দুটি জিনিসের মাঝে সংযুক্তকারী : (ج) وَكَّرَ : (ج) وَكَّرَ :

বস্ত্র, উদ্দেশ্যে পৌছার উপায় : (ج) وَكَّرَ : (ج) وَكَّرَ :

পৌছা : (ض) مَدَّ : (ض) مَدَّ :

বয়ঃবৃদ্ধা মহিলা, বৃদ্ধি : (ج) عَمَّرَ : (ج) عَمَّرَ :

সিদ্ধান্ত দিল, ক্ষত্যা দিল : (ض) مَدَّ : (ض) مَدَّ :

সিদ্ধান্ত দেওয়া : (ض) مَدَّ : (ض) مَدَّ :

দালাল বা জ্যোতিষের পারিশ্রমিক। মাহর। বিনিময়। : حَلْوَانٌ

পরিচয় দানকারী। : (فَا، مَذ) : السَّعْرِفُ

পরিচয় দান করা। : تَغْرِيفًا : (تَفْعِيل)

বৈধ হবে, জায়েজ হবে। : يَجُوزُ : (يَجُوزُ)

বৈধ হওয়া। জায়েজ হওয়া। : (ن) جَوَازًا : (ن)

অপেক্ষা করতে থাকলাম, ওঁৎ পেতে থাকলাম। : رَصَدْتُ

অপেক্ষা করতে থাকা। : (ن) رَصَدًا : (ن)

সে খোঁজ করছে, তালাশ করছে। : تَسْتَقْرِئُ

খোঁজ করা তালাশ করা। : (مَادَهُ : قَرَأ) : (اِسْتَفْعَال)

সারি, শ্রেণি। : (و) صَفٍّ : (و) صُفُوفٌ

ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে চাচ্ছে, কিছু পেতে চাচ্ছে। : تَسْرُكُنُ

ফোঁটা ফোঁটা ঝরতে চাওয়া। : (اِسْتِفْعَال) اِسْتِكْنَانًا

হাত, হাতের তালু। : (و) كَفٍّ : (و) أَكْفٌ كُفُوفٌ

সফল হচ্ছে না। : مَا إِنْ (مَا نَافِيَةٌ، وَإِنْ زَائِدَةٌ) يَنْجَعُ

সফল হওয়া। : (ن) نَجَاحًا : (ن)

ক্রান্তি, কষ্ট। : عَنَاءٌ

ক্রান্ত হওয়া। : (س) مَصْد : (س)

ঝরছে না, সম্বলিত হচ্ছে না। : لَا يَرْشَعُ

ঝরা। সম্বলিত হওয়া। : رَفَعَاتٌ

হাত, ক্ষমতা, সাহায্য। : (ج) أَيْدٍ : (ج) آيَادٍ

পাত্র, বরতন। : (ج) أُنِيَّةٌ : (ج) أَوَانٌ

বালাগাত

نَزْلُهُ : حَلَّةُ الْأَبْيَاتِ :

এখানে نَزْلُهُ কে একটি সুন্দরী রমণীর সাথে

দেওয়া হয়েছে। তাই اِسْتِعَارَةً مَكْنِيَّةً হয়েছে। এবং তা

জন্য حَلَّةٌ [ভূষণ] مُنَاسِبٌ, অতএব حَلَّةٌ -এর মধ্যে

اِسْتِعَارَةً تَرْغِيْبِيَّةً হয়েছে।

نَزْلُهُ : رَاقِمٌ عَلَيْهَا :

এখানে نَزْلُهُ কে অলংকারের সাথে اَبْيَاتٌ দেওয়া

হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةً مَكْنِيَّةً হয়েছে। আর তার

জন্য مُنَاسِبَةٌ [কালক্রম] اِلَازِمٌ, এখানে عِلْمٌ -এর জন্য

তা সাবোত করা হয়েছে। অতএব اِسْتِعَارَةً تَغْيِيْلِيَّةً হয়েছে।

نَزْلُهُ : لَا يَرْشَعُ عَلَى يَدَيْهَا إِنَاءٌ :

উল্লিখিত ইবারতে দান-দক্ষিণাকে إِنَاءٌ -এর সাথে

দেওয়া হয়েছে। তাই এখানে اِسْتِعَارَةً مُصَرَّحَةً হয়েছে।

فَلَمَّا أَكْدَى اسْتِعْطَفْنَاهَا، وَكَدَّهَا مَطَانَهَا،
عَادَتْ بِالْأَسْتِعْطَافِ، وَمَا لَتْ إِلَى إِرْجَاعِ
الرِّقَاعِ، وَأَنْسَاهَا الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رُقْعَتِي، فَلَمْ
تَنْعَجْ إِلَيَّ بَعْعَتِي، وَأَبَتْ إِلَيَّ الشَّيْخَ بِأَكْبَةِ
لِلْحَرْمَانِ، شَاكِبَةً تَحَامُلُ الرِّمَانَ، فَقَالَ:
إِنِّي لِلَّهِ وَأَفْوُضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ أَنْشَدَ :

অনুবাদ : অতঃপর যখন তার অনুগ্রহ প্রার্থনা ব্যর্থ হলো এবং তার ঘোরাফেরা তাকে ক্লান্ত করে দিল তখন সে “ইন্না লিদ্দাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন”-এর আশ্রয় নিল এবং লেখা কাগজগুলো ফিরিয়ে নিতে মনোযোগী হল। আর শয়তান আমার কাগজটির কথা তাকে ভুলিয়ে দিল। তাই সে আমার অবস্থানহুলের প্রতি অগ্রসর হলো না এবং সে বঞ্চনার জন্য কেঁদে-কেটে, কালের অবিচারের অভিযোগ করতে করতে বৃদ্ধের কাছে ফিরে গেল। তখন বৃদ্ধ বলল, নিশ্চয় আমরা সবাই আত্মাহ তা’আলার জন্য। আমি আমার অবস্থা আত্মাহ তা’আলার কাছে সমর্পণ করছি এবং আত্মাহ ছাড়া কারও কোনো শক্তি-সামর্থ্য নেই। অতঃপর সে আবৃত্তি করল :

শাখিক অনুবাদ : ফলম্মা অতঃপর যখন অক্দী ব্যর্থ হলো ইস্তিংংফাত্হা তার অনুগ্রহ প্রার্থনা বার্থ হলো এবং তাকে ক্লান্ত করে দিল মটান্হা তার ঘোরাফেরা তাকে ইস্তিংংফাত্হা সে আশ্রয় নিল ইল্লা লিদ্দাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন” এর ঘরা মাল্ত ইলী ইরজাংং এবং মনোযোগী হলো ইস্তিংংফাত্হা ফিরিয়ে নিতে ইস্তিংংফাত্হা লেখা কাগজগুলো রান্সাহা আর তাকে ভুলিয়ে দিল শিংংটান ডিক্র রুংংংং আমার কাগজটির কথা তল্ম তল্ম তাই সে অগ্রসর হলো না ইস্তিংংফাত্হা আমার অবস্থানহুলের প্রতি তল্ম তল্ম তাই সে ফিরে গেল ইস্তিংংফাত্হা বৃদ্ধের কাছে বাকী কেঁদে কেটে লিংংমান বঞ্চনার জন্য শাকী অভিযোগ করতে করতে অবিচার রিমান কাল ফলম্মা তখন বৃদ্ধ বলল ইল্লা নিশ্চয় আমরা সবাই ইল্লা আত্মাহ তা’আলার জন্য রুকুংং আমি সমর্পণ করছি ইল্লা আমার অবস্থা আমরী ইল্লা আত্মাহ তা’আলার কাছে ফুংং কারো কোনো শক্তি সামর্থ্য বৈ ইল্লা আত্মাহ ছাড়া তল্ম তল্ম অতঃপর সে আবৃত্তি করল :

শব্দ বিশ্লেষণ

(فَلَمَّا) ব্যর্থ হলো। অক্দী :

(إِنْعَادًا) ব্যর্থ হওয়া।

অনুগ্রহ প্রার্থনা করা। ইস্তিংংফাত্হা (اسْتِعْطَفْتُ) :

ক্লান্ত করে দিল, ক্লান্ত করে তুলল। ক্দ্ :

(ن) ক্দ্ :- ক্দ্ করা।

মটান্হা : ঘোরাফেরা।

মটান্হা (ن) مصدر ميمي : ঘোরাফেরা করা।

عَادَتْ : সে আশ্রয় নিল।

(ن) تَوَدَّ، عَيَّادًا، مَعَادًا : আশ্রয় নেওয়া।

إِلَّا لِيَدَّاهِي وَوَاإِلَّا--পড়া : ইল্লা লিদ্দাহি ওয়া ইল্লা--

মাল্ত : দাবিত হলো, মনোযোগী হল।

(أَمْ) مَيْلًا، مَيْلًا : দাবিত হওয়া।

إِرْجَاعَ (إفعال) : ফিরিয়ে নেওয়া।

(ج) رُقْعَةً، رُقْعَةً : লেখা কাগজের টুকরা। যে :

কোন টুকরা।

أَنْسَى : ভুলিয়ে দিল, বিস্মৃত করে দিল।

(إفعال) إِنْسَاءً : ভুলিয়ে দেওয়া।

الشَّيْطَانُ (ج) شَيْطَانٍ : শয়তান, অবাধ্য জিন বা মানুষ।

ذِكْرُ : (ج) أَذْكَارُ : স্মরণ, বিকির।

ذِكْرُ (ن) : স্মরণ করা।

لَمْ تَنْعَجْ : অতিমুখী হলো না, অগ্রসর হলো না।

(ن) عَوَّجًا إِلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ : অতিমুখী হওয়া। অগ্রসর হওয়া।

بَعْعَةً : (ج) بَعْعًا، بَعْعًا : দূষণ, আত্মসাৎ, [এখানে অবস্থানহুল]।

أَبَتْ : সে ফিরে গেল, প্রত্যাবর্তন করল।

(ن) أَوْبًا، مَأْبًا : ফিরে যাওয়া ।
 شَيْخٌ (ج) شُيُوخٌ، أَشْيَاحٌ، شَيْخَةٌ، شَيْخَانٌ مَشِيخَةٌ :
 বয়ঃবৃদ্ধ । মনীষী । শায়খ ।
 أَشْيَاحٌ (ج) مَشَايِخٌ، أَشْيَاحٌ :
 আলিম । নেতা ।

بَاكِئَةً (منصوب على العالية) : কঁদে-কেটে ।

(ض) بَكَى، بُكَاءٌ : ক্রন্দন করা ।

بَاكِئَةً (فا، مز) : ক্রন্দশীলা ।

الْحَرَمَانُ : বধুনা ।

الْحَرَمَانُ (ض، س) مص : বধিত করা ।

شَاكِئَةً (منصوب على العالية) : অভিযোগ করতে করতে ।

شَاكِئَةً (فا، مز) : অভিযোগকারিণী ।

(ن) شَكُوا، شِكَايَةً : অভিযোগ করা ।

تَعَامُلٌ : অবিচার ।

تَعَامُلٌ (تفاعل) مص : - عَلَيْهِ : অবিচার করা ।

الزَّمَانُ : (ج) أَزْمِنَةٌ : কাল, যুগ, সময় ।
 (إن) حرف المشبهة بالفعل، نَا : ضمير منصوب
 يتأمل : নিশ্চয় আমরা সবাই ।
 اللَّهُ (اللام حرف الجر دخل على اسم الجلالة) :
 আল্লাহর, আল্লাহর জন্য ।

أَنَرَضُ : আমি সমর্পণ করছি ।

(تفعل) تَفَرِّضُ : সমর্পণ করা ।

أَمْرٌ (ج) أُمُورٌ : নির্দেশ, বিষয়, কাজ, অবস্থা ।

أَمْرٌ (ن) مص : নির্দেশ দেওয়া ।

إِلَى اللَّهِ : আল্লাহর নিকটে, আল্লাহর কাছে ।

حَوْلٌ (ج) حَوَالٌ، أَحْوَالٌ : সামর্থ্য, সক্ষমতা, সতর্কতা ।

قُوَّةٌ (ج) قُوَاتٌ، قُوًى : শক্তি, বল ।

أَنَشَدَ : আবৃত্তি করল ।

(إنعادل) إِنْشَادًا : আবৃত্তি করা ।

لَمْ يَبْقَ صَافٍ، وَلَا مَصَافٍ *
وَلَا مُعِينٍ، وَلَا مَعِينٍ
وَفِي الْمَسَاوِي يَدَا التَّسَاوِي *
فَلَا أَمِينٌ، وَلَا ثَمِينٌ
ثُمَّ قَالَ: مَتَى النَّفْسَ وَعِدَيْهَا، وَاجْمَعِي
الرِّقَاعَ وَعُدَيْهَا، فَقَالَتْ: لَقَدْ عَدَدْتُهَا، لَمَّا
اسْتَعَدْتُهَا، فَوَجَدْتُ يَدَ الصَّبِياعِ، قَدْ غَالَتْ
إِحْدَى الرِّقَاعِ، فَقَالَ: تَعْسَالُكَ يَالْكَاعِ!

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ-] "কোনো ঝাঁটি বন্ধু ও কোনো একান্ত আপনজন আর অবশিষ্ট নেই এবং কোনো উচ্ছসিত প্রস্রবণ ও কোনো সাহায্যকারী নেই। নানা রকম মন্দ গুণাবলিতে সমতা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব কোনো বিশ্বস্ত লোক অথবা কোনো মর্যাদাবান লোক নেই।" অতঃপর বৃদ্ধ বলল, তুমি তোমার মনকে আশাবিহত কর এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর লেখা কাগজগুলো একত্র কর এবং গুণে নাও। বৃদ্ধা বলল, আমি কাগজগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সেগুলো গুণেছি। তখন দেখতে পেয়েছি যে, ধ্বংসের হাত একটি কাগজ আত্মসাৎ করেছে। বৃদ্ধ বলল, তোমার ধ্বংস হোক, হে হতভাগী!

শাব্দিক অনুবাদ : লَمْ يَبْقَ আর অবশিষ্ট নেই صَافٍ কোনো ঝাঁটি বন্ধু وَلَا مَصَافٍ এবং কোনো আপনজন وَلَا مُعِينٍ ও কোনো সাহায্যকারী নেই وَلَا مَعِينٍ ব্রহ্ম প্রকাশ পেয়েছে التَّسَاوِي সমতা فَلَا অতএব কোনো বিশ্বস্ত লোক وَلَا ثَمِينٌ অথবা কোনো মর্যাদাবান লোক নেই ثُمَّ قَالَ বৃদ্ধা বলায় তুমি আশাবিহত কর النَّفْسَ [তোমার] মনকে وَعِدَيْهَا এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দাও وَاجْمَعِي বৃদ্ধা বলায় আমি সেগুলো গুণেছি لَقَدْ عَدَدْتُهَا কাগজগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সেগুলো গুণেছি فَوَجَدْتُ يَدَ الصَّبِياعِ ধ্বংসের হাত গাল্ট আত্মসাৎ করেছে إِحْدَى الرِّقَاعِ একটি কাগজ বৃদ্ধ বলল تَعْسَالُكَ হোক তোমার ধ্বংস হোক يَالْكَاعِ হে হতভাগী।

শব্দ বিশ্লেষণ

লَمْ يَبْقَ : অবশিষ্ট নেই।	مُعِينٌ (ফা, مذ) : সাহায্যকারী।
بَاقٍ (ম, ماضٍ) : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা।	إِعَانَةً (ফاعِلٌ) : সাহায্য করা।
صَافٍ (ফা, مذ) : (অ) সানি (الود) : ঝাঁটি বন্ধু।	الْمَسَاوِي (ও, مَسَاءَةٌ) : মন্দ কথা বা কাজ, দোষ-ত্রুটি।
مَصَافٍ (ফা, مذ) : একান্ত বন্ধু/ আপনজন।	يَدَا : প্রকাশ পেয়েছে।
مَعِينٌ (ম, ماضٍ) : নিখাদভাবে ভালোবাসা।	بَدَا (ন, بَدَأَ) : শুরু, শুরু, শুরু।
مَعِينٌ (ম, مذ) : (জ) মَعْنَانٍ (মেন) : স্বর্ণা, প্রস্রবণ।	بَدَا (ফ, ماضٍ) : শুরু করেছেন।
مَعِينٌ (ম, مذ) : (ক) مَعُونٌ - الْمَاءُ : ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া।	بَدَا (ফ, ماضٍ) : শুরু করা।
مَعِينٌ (ম, مذ) : (খ) مَعِينَةٌ - الْيَقِينَةُ : অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা।	التَّسَاوِي : সমতা।
مَعِينٌ (ম, مذ) : (গ) يَالْكَاعِ : শাণা বীকার বা অস্বীকার করা।	الْمَسَاوِي (مَقَاعِلٌ) : সমান হওয়া।
يَسِ الْقُرْآنِ : قَمْنِ بِأَيْتِكُمْ هَمَّا : আমানতদার, বিশ্বস্ত।	أَمِينٌ (ম, مذ) : (জ) أَمَانَةٌ : আমানতদার, বিশ্বস্ত।
مَادَهُ (ম, ع-ন) : يَجْسُ : বিশ্বস্ত হওয়া। আমানতদার হওয়া।	أَمَانَةٌ (ন) : আমানতদার হওয়া।

মূল্যবান, মর্যাদাবান। : ثَمِينٌ (ضد، مذ) (ج) ثِمَارٌ

মূল্যবান হওয়া। : ثَمَانَةٌ (ك)

তুমি আশা দাও, আশাবিত্ত কর। : مَنَى

আশা দেওয়া। : تَمَيَّنَ (تَفَعَّلَ)

তুমি [নিজের আত্মার প্রতি] অনুগ্রহ কর। : مَنَى

অনুগ্রহ করা। : مَنَّ - التَّنَفَّرَ (ن)

তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, ওয়াদা কর। : عَدَى

ওয়াদা করা। : وَعَدَا (ض)

তুমি একত্র কর, জমা কর। : أَجْمَعِي

একত্র করা, জমা করা। : جَمَعَا (ف)

লেখা কাগজের টুকরা, যে : رُقْعَةٌ (و) رُقْعَ : (ج) رِقَاعٌ

কোনো টুকরা।

তুমি গুণে নাও! : عَدَى

গণনা করা। : عَدَا (ن)

[অবশ্যই] আমি শুনেছি। : لَقَدْ عَدَدْتُ

[যখন] আমি ফিরিয়ে নিয়েছি। : إِنْتَعَدْتُ (لَا)

[ফিরিয়ে নেওয়ার সময়]।

ফিরিয়ে নেওয়া। : اِنْتَعَدْتُ

আমি পেয়েছি, দেখতে পেয়েছি। : وَجَدْتُ

পাওয়া। : وَجَدْنَا ، وَجَدْنَا (ض)

হাত, ক্ষমতা, সাহায্য। : يَدٌ (ج) أَبَدٌ (جج) أَبَادَ

ধ্বংস, বিনষ্ট। : اَلْمَبْعُ

ধ্বংস হওয়া। : مَصَدٌ (ض)

চুরি করে নিয়েছে। আত্মসাৎ করেছে। : فَذَلَّ غَالَتْ

চুরি করা। : غَيَّالًا ، غَيَّالَةً ، غُزُولًا (ض)

একটি, কোনো একটি, এক। : أَحَدٌ (مذ) إِحْدَى (م)

লেখা কাগজের টুকরা, যে কোনো টুকরা। : رُقْعَةٌ (و) رُقْعَ : (ج) رِقَاعٌ

তোমার ধ্বংস হোক। : نَسْأَلُكَ

পদস্থলিত হওয়া। ধ্বংস হওয়া। : مَصَدٌ (ف، س)

অপদার্থ, হতভাগী। : لَكُلِّ امْنِي عَلَى الْكَسْرِ بِمَعْنَى لَا كَيْفَ

أَتَعَزَّمُ - وَيَحْكُ - الْقَنْصَ وَالْحِبَالَهَ ،
وَالْقَيْسَ وَالذُّبَالَهَ ! إِنَّهَا لَضَعْفٌ عَلَى إِبَالَةٍ .
فَانْصَاعَتْ تَقْتَضُ مَذْرَجَهَا ، وَتَنْشُدُ
مَذْرَجَهَا ، فَلَمَّا دَانَتْحَى قَرْنَتْ بِالرَّقْعَةِ ،
وَرَمَتْهَا وَطِطَعَةً ، وَقُلْتُ لَهَا : إِنْ رَغِبْتَ فِي
الْمَشْرِفِ الْمَعْلَمِ - وَأَشْرُتَ إِلَى الدَّرْوَمِ -
فَسَبِّحِي بِالْيَسْرِ الْمُبْهِمِ ، وَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ
تَشْرَحِي ، فَخُذِي الْقِطْعَةَ وَأَسْرِحِي .

অনুবাদ : আক্ষেপ তোমার জন্য! তোমাকে কি শিকার
ও জাল এবং বাতি ও সলতে থেকে বঞ্চিত করা হবে ?
এটা তো লাকড়ির বোঝার উপর খড়ের বোঝা [অর্থাৎ
বিপদের উপর বিপদ]। তখন বৃদ্ধা তার পথ খুঁজতে এবং
তার লেখা কাগজ তালাশ করতে দ্রুত ফিরল। যখন সে
আমার নিকটবর্তী হলো তখন আমি কাগজটির সাথে
একটি দিরহাম ও কিছু খুচরা পয়সা একত্র করে দিলাম
এবং তাকে বললাম, যদি তুমি এই নকশীকৃত শ্রোঙ্কল
বস্ত্রটির প্রতি আগ্রহী হও এবং আমি দিরহামের প্রতি
ইঙ্গিত করলাম, তবে তুমি গোপন তথ্যটি প্রকাশ কর।
আর যদি তুমি বর্ণনা করতে অস্বীকার কর তবে তুমি
খুচরা অংশটুকু পয়সা নাও এবং চলে যাও।

দ্ব্যর্থক অনুবাদ : أَتَعَزَّمُ তোমাকে কি বঞ্চিত করা হবে وَيَحْكُ আক্ষেপ তোমার জন্য الْقَنْصَ শিকার
وَالْحِبَالَهَ জাল وَالْقَيْسَ এবং বাতি وَالذُّبَالَهَ সলতে تَقْتَضُ লাকড়ির বোঝার উপর
مَذْرَجَهَا তার পথ وَتَنْشُدُ এবং তালাশ করতে مَذْرَجَهَا তার লেখা কাগজ
لَمَّا একটি যখন আমায় নিকটবর্তী হলো قَرْنَتْ তখন আমি একত্র করে দিলাম بِالرَّقْعَةِ কাগজটির সাথে
وَرَمَتْهَا একত্র করে দিলাম وَطِطَعَةً কিছু খুচরা পয়সা وَقُلْتُ لَهَا এবং তাকে বললাম
إِنْ رَغِبْتَ فِي দিরহাম الْمَشْرِفِ الْمَعْلَمِ কিছু খুচরা পয়সা وَأَشْرُتَ إِلَى দিরহামের প্রতি
الدَّرْوَمِ নকশীকৃত শ্রোঙ্কল বস্ত্র وَالْيَسْرِ তথ্যটি الْمُبْهِمِ গোপন তথ্যটি وَإِنْ أَبَيْتَ أَنْ আর যদি তুমি
تَشْرَحِي বর্ণনা করতে অস্বীকার কর তবে তুমি নাও الْقِطْعَةَ খুচরা অংশটুকু এবং চলে যাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

(أ) تَعَزَّمُ (মজ) : তোমাকে [কি] বঞ্চিত করা হবে।

(ض. স) حَرَمًا , حَرَمًا : বঞ্চিত করা।

نَحَّ كَلِمَةً تَرْجَمُ وَتَرْجِعُ , وَفِي مَعْنَى الْمَدْحِ وَالْمَعْجَبِ :

وَيَمْنَعِي وَتَلَّ : ইস, আছা, আক্ষেপ।

وَيَحْكُ : আক্ষেপ তোমার জন্য।

الْقَنْصَ : শিকার।

الْحِبَالَهَ : (জ) حَبْلٌ : জাল, ফাঁদ।

وَالْقَيْسَ : অগ্নিলাভ, কুলিস, [এখানে প্রদীপ, বাতি]।

وَالذُّبَالَهَ : (জ) ذُبَابٌ : সলতে। বাতি।

ضَعْفٌ : (জ) أُنْفَاكٌ : কাঁচা ও শুকনো ঘাসের মুঠো, খড়ের

বোঝা।

إِبَالَةٍ : ঘাস বা লাকড়ির বোঝা।

انْصَاعَتْ : সে দ্রুত ফিরল।

انْصَاعًا : দ্রুত ফিরা।

تَقْتَضُ : অনুসরণ করছে।

انْصَاعًا - أَثَرُهُ : অনুসরণ করা।

مَذْرَجٌ : (জ) مَزَاجٌ : বাত, পথ।

تَنْشُدُ : তালাশ করছে, খোঁজ করছে।

(ض. ন) تَنْشَأُ : তালাশ করা। খোঁজ করা।

مَذْرَجٌ (মফ, মড) : (জ) مَزَاجٌ : ভাঁজ করা/ লেখা গ্রন্থ বা

চিঠি বা কাগজ।

انْصَاعًا : إِدْرَاجًا - الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ : অন্তর্ভুক্ত করা।

(لَمَّا) دَانَتْ : [যখন] সে নিকটবর্তী হলো।

(مُعَاَلَةً) مَدَانَا : নিকটবর্তী হওয়া।

قَرَرْتُ : একত্র করলাম, একত্র করে দিলাম।

(ض) قَرَرْنَا : একত্র করা। মিলিত করা।

الرَّقْعَةُ : (ج) رُقْعَ رِقَاعَ : লেখা কাগজের টুকরা।

دَرَهَمٌ : (ج) دَرَاهِمٌ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।

قِطْعَةٌ : (ج) قِطَعٌ : কোনো বস্তুর অংশ, [এখানে-খুচরা পয়সা]।

(إِنْ) رَغِبْتُ فِيَّ : [যদি] তুমি অগ্রহী হও।

(س) رَغَبًا، رَغْبَةً - فِى الشَّيْءِ : অগ্রহী হওয়া।

الْمَشُورُ (مف, مذ) : মরচে পরিকৃত, প্রোজ্জল।

(ن) شَرَقًا - هُ : মরচে দূর করা।

الْمَعْلَمُ (مف, مذ) : নকশিকৃত।

(إِفْعَالٌ) إِعْلَانًا - الشَّيْءِ : নকশি করা।

- الْأَمْرَ رِيَاءً : অবহিত করা।

أَشَرْتُ : আমি ইঙ্গিত করলাম।

(إِفْعَالٌ) إِشَارَةً : ইঙ্গিত করা।

بَوَّحَى : প্রকাশ কর।

(ن) بَوَّحًا، بَوَّحًا، بَوَّحَةً - بِهِ : প্রকাশ করা।

الْأَسْرَارُ : (ج) أَسْرَارٌ : রহস্য, গোপন তথ্য, গোমর।

الْمَبْهَمُ (مف, مذ) : অজানা, অস্পষ্ট।

(إِفْعَالٌ) إِبْهَامًا : অস্পষ্ট হওয়া বা করা।

(إِنْ) أَبَيْتُ : [যদি] তুমি অস্বীকার কর।

(ف, ض) أَبَا، أَبَاءَ : অস্বীকার করা।

(أَنْ) تَشْرَحِي : বর্ণনা করতে, খুলে বলতে।

سَطَّ করা। খুলে বলা। (ن) شَرَّ

تَمَيَّنَ : তুমি নাও, ধারণ কর।

(أَنْ) أَخَذًا : নেওয়া। ধরা। ধারণ করা।

تَلَفَّضَ : টুকরা। খুচরা অংশ।

تَمَيَّنَ : তুমি চলে যাও।

(أَنْ) سَرَّحًا، مَرَّحًا : চলে যাওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَتَعَلَّكَ :

এ শব্দটি এবং وَتَلَّ শব্দটি যদি إِضَافَت হাড়া ব্যবহৃত হয় তখন إِضَافَت হিসাবে مَعْلًا مَرْفُوع হয়। আর إِضَافَت -এর সাথে যদি ব্যবহৃত হয়, যেমন এখানে হয়েছে তাহলে مَعْلًا مَرْفُوع হিসাবে مَتَصَرَّب হয় এবং তার مَعْلًا কে أَلَزَمَهُ اللَّهُ وَتَعَلَّ : যেন বলা হলো : যেমন বলা হলো : وَتَعَلَّ : قَوْلُهُ : إِنَّهُ لَتَضَعَنَّ عَلَى إِبَالَةٍ :

এটি একটি আরবি প্রবাদ বাক্য (مَثَرٌ الْيَشِيلُ)। বিপদের মুহুর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অতিরিক্ত সমস্যা এসে পড়লে তখন "বিপদের উপর বিপদ" কথা বোঝাতে এ আরবি প্রবাদ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বাংলায় বলা হয়- "বোঝার উপর শাকের আঁটি।" অথবা- "মড়ার উপর ঝাঁড় ঘা"।

বালাগাত

قَوْلُهُ : الْمَشُورُ الْمَعْلَمُ :

এখানে الْمَشُورُ الْمَعْلَمُ কে دَرَهَمٌ হিসাবে প্রোজ্জল বস্তু। -এর সাথে تَشْيِيهِ দেওয়া হয়েছে তাই এখানে إِسْتِعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

فَمَآلَتْ إِلَى اسْتِخْلَاصِ الْبَذْرِ الَّتِيْمَ، وَالْأَبْلَجِ
الَّتِيْمَ، وَقَالَتْ : دَعِ جَدَالَكَ، وَسَلِّ عَمَّا
بِذَلِكَ، فَاسْتَطْلَعَتْهَا طَلْعَ الشَّيْخِ وَبَلَدْتِيْمَ،
وَالشَّعْرَ وَنَاسِجَ بَرْدِيْمَ، فَقَالَتْ : إِنَّ الشَّيْخَ
مِنْ أَهْلِ سَرُوجَ، وَهُوَ الَّذِي وَشَى الشَّعْرَ
الْمَنْسُوجَ، ثُمَّ خَطَفَتْ الدِّرْهَمَ خُطْفَةً
الْبَاشِقِ، وَمَرَقَتْ مُرُوقَ السَّهْمِ الرَّاشِقِ
فَخَالَجَ قَلْبِي أَنْ أَبَا زَيْدَ هُوَ الْمَشَارِ إِلَيْهِ،

অনুবাদ : তখন সে পূর্ণ চতুর্দশী চন্দ্র এবং বড় ও উজ্জ্বল
চেহারা বিশিষ্ট [দিরহাম] বস্তুটি মুক্ত করার প্রতি আগ্রহী
হলো এবং বলল, তুমি বিতর্ক ছাড় এবং তেমার যা
প্রয়োজন জিজ্ঞেস কর। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে
বৃদ্ধ ও তার দেশ এবং কবিতা ও তার চাদরের বয়নকারী
[বচয়িতা]-এর সংবাদ জানতে চাইলাম। তখন সে বলল,
বৃদ্ধ লোকটি সারুজের অধিবাসী, আর তিনিই উক্ত রচিত
কবিতা অলংকৃত করেছেন [অর্থাৎ, তিনিই এ অলংকার
সমৃদ্ধ কবিতা রচনা করেছেন]। অতঃপর সে বাজপাখির
ছোঁ মারার মতো দিরহামটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল এবং
ছুটে যাওয়া তীর বের হওয়ার মতো বের হয়ে গেল।
অতঃপর আমার মনে এই ধারণা হল যে, ইঙ্গিতকৃত
লোকটি আবু যায়দই।

শাস্তিক অনুবাদ : فَامَآلَتْ তখন সে আগ্রহী হলো إِلَى প্রতি ঐশিখ্লাম মুক্ত করা الْبَذْرِ চতুর্দশী চন্দ্র
الَّتِيْمَ বড় ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট বস্তুটি وَقَالَتْ এবং বলল دَعِ তুমি ছাড় جَدَالَكَ বিতর্ক وَسَلِّ এবং জিজ্ঞেস কর عَمَّا
তোমার যা প্রয়োজন الشَّيْخِ বৃদ্ধ طَلْع সংবাদ জিজ্ঞেস কর থেকে জানতে চাইলাম وَبَلَدْتِيْمَ ও
তার দেশ الشَّعْرَ এবং কবিতা وَنَاسِجَ বয়নকারী بَرْدِيْمَ তার চাদর فَقَالَتْ তখন সে বলল مِنْ أَهْلِ সারুজের অধিবাসী
وَهُوَ الَّذِي وَشَى অলংকৃত করেছেন الشَّعْرَ উক্ত রচিত কবিতা ثُمَّ অতঃপর
সে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল الدِّرْهَمَ দিরহামটি خُطْفَةً ছোঁ মারার মতো الْبَاشِقِ বাজপাখি এবং বের হয়ে গেল
إِنَّ أَبَا زَيْدَ আমার মনে এই ধারণা হলো الْمَشَارِ ইঙ্গিতকৃত লোকটি।

শব্দ বিশ্লেষণ

مَآلَتْ : সে ধাবিত হলো, আগ্রহী হলো।
(ض) مَبْلًا، مَبْلًا : ধাবিত হওয়া। আগ্রহী হওয়া।
اسْتِخْلَاصَ : ছাড়িয়ে নেওয়া, মুক্ত করে নেওয়া।
الْبَذْرِ : পূর্ণিয়ার চাঁদ, চতুর্দশীর চাঁদ। (ج) بُذْرًا :
পূর্ণ চাঁদ।
الَّتِيْمَ : পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ।
الْأَبْلَجِ (صف، مذ) : উজ্জ্বল, স্পষ্ট।
(س) بَذْلًا - التَّحَرُّق : প্রকাশ পাওয়া। স্পষ্ট/উজ্জ্বল হওয়া।
الَّتِيْمَ : অতিশয় বয়ঃবৃদ্ধ, ক্রীণকায়, প্রবীণ, প্রাচীন। (ج) أَفْهَامًا :
তুমি ছাড়। دَعِ :

(ف) دَعَا : ছেড়ে দেওয়া।
جَدَالَ : বগড়া, বিতর্ক।
جَدَا (مُفَاعَلَةً) : বগড়া করা।
سَلِّ : তুমি প্রশ্ন কর, জিজ্ঞেস কর।
بَدَا : প্রকাশ পেয়েছে, স্পষ্ট হয়েছে।
(ن) بَدَا، بَدَا، بَدَا، بَدَا : প্রকাশ পাওয়া।
عَمَّا : যা তোমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে সে সম্পর্কে।
اسْتَطْلَعَتْ (اسْتِخْلَاصًا) : আমি বাস্তব অবস্থা।
[সংবাদ] জানতে চাইলাম।
طَلْع : বাস্তব অবস্থা, প্রকৃত অবস্থা।

الشَّيْخُ : (ج) شُيُوخٌ، أَشْيَاحٌ، شَيْخَةٌ، شَيْخَانٌ، مَشَيْخَةٌ.
বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ : أَشْيَاحٌ، مَشَايِخُ، (জ)

শায়খ। আলিম। নেতা।

بَلَدَةٌ، بَلَدٌ : (ج) يَلَادٌ، بُلْدَانٌ : দেশ। শহর। এলাকা।

الشُّعْرُ (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, ছন্দময় বাক্য, পদ্য।

نَاسِجٌ (ف، م، مذ، نسج - ن، ض) : বয়নকারী।

بُرْدَةٌ (ج) بُرُودٌ : কালো কবল। চাদর।

أَهْلٌ : (ج) أَهْلُونَ، أَهَالٌ، أَهَالٌ، أَهْلَاتٌ، أَهْلَاتٌ :

অধিবাসী। পরিবার। আত্মীয়-স্বজন।

سُرُوجٌ : একটি জায়গার নাম।

وَشَى : কারুকার্য করেছেন। অলংকৃত করেছেন।

(تَفَعَّلَ) تَوَشَّيْتُ : কারুকার্য করা। অলংকৃত করা।

الْمَنْسُوجُ (مف، مذ) : বয়নকৃত, রচিত।

(ن، ض) تَنْسَجُ : বোনা। বয়ন করা। রচনা করা।

خَطَفْتُ : ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

(س) خَطَفْنَا : ছোঁ মেরে নেওয়া।

الدَّرْهَمُ : (ج) دَرَاهِمُ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।

خِطْفَةٌ : (نَوْعٌ مِنَ الْخِطْفِ) : বিশেষ রকমের ছোঁ মারা।

الْبَاشِقُ : (ج) بَوَاشِقُ : বাজ পাখি, শিকারী পাখি।

مَرَقَتْ (ن) مَرُوقًا : শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে গেল।

مَرُوقٌ (ن) مَصْد : শিকার ভেদ করে তীর বের হয়ে যাওয়া।

نَسَمٌ : (ج) نِسَامٌ : তীর।

النَّهْمُ : (ج) أَنْهَمَ، نَهَمَ، نَهْمَانٌ : অংশ।

الرَّاشِقُ (ف، م) : সোজা তীর। বের হয়ে যাওয়া তীর।

(ن) رَفَقًا - وَبِالنَّهْمِ : তীর নিক্ষেপ করা।

خَالَجٌ : অন্তরে চিন্তার উদ্বেগ করল, মনে ধারণা সৃষ্টি হলো।

(مُتَاعِلَةٌ) مَخَالِجَةٌ : অন্তরে ভাবনার উদ্বেগ হওয়া।

فَلَبٌ : (ج) قُلُوبٌ : অন্তর, হৃদয়, মন।

النَّشَارُ (مف، مذ) إِلِيمٌ : যার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, ইঙ্গিতকৃত।

বালাগাত

نَوْلُهُ : النَّبَذُ التَّمُّ :

رَفَمَ : وَرَفَمَ - أَلْبَذُ التَّمُّ -এর সাথে

نَيْعَارَةٌ : তুলনা দেওয়া হয়েছে। অতএব উভয় স্থানে

مَصْرَعَةٌ হয়েছে।

نَوْلُهُ : نَاسِجٌ بُرْدَتِهِ :

এখানে تَنْشِيَهُ [কবিকে] الشَّاعِرُ কাপড়

বয়ন কারীর সাথে। তাই এখানে مَصْرَعَةٌ হয়েছে

وَلَنْسَرَجٌ : (বুনা) نَسَجَ এবং কাপড়ের জন্য

এর মধ্যে تَنْشِيَهُ আর কারুকার্য কাপড়ের

জন্য تَنْشِيَعَةٌ -এর মধ্যে وَشَى তাই مُنَاسِبٌ

হয়েছে।

وَتَاجَعُ كَرْنِي لِمَصَابِهِ بِنَاطِرِهِ، وَأَثَرَتْ أَنْ
أَفَاجِيَهُ وَأُنَاجِيَهُ، لِأَعْجَمَ عَوْدَ فِرَاسَتِي فِيهِ،
وَمَا كُنْتُ لِأَصِلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِتَخَطُّي رِقَابِ
الْجَمْعِ، الْمُنْتَهَى عَنْهُ فِي الشَّرْعِ، وَعِثْتُ أَنْ
يَتَأَذَى بَنِي قَوْمٍ، أَوْ يَسْرِىَ إِلَيَّ لَوْمٌ.

অনুবাদ : তার দু'চক্ষু ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে আমার তীব্র মর্ম-বেদনা বোধ হলো এবং আমি আকস্মিকভাবে তার কাছে যেয়ে তার সাথে একান্তে কথা বলাকে অগ্রাধিকার দিলাম, যাতে আমি তার ব্যাপারে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাঠকে পরীক্ষা করে নিই। অথচ শরিয়তে নিষিদ্ধ কাজ তথা উপস্থিত জনতার ঘাড় উপকিয়ে যাওয়া ছাড়া তার কাছে পৌঁছার অন্য কোনো উপায় আমার ছিল না এবং আমার দ্বারা মানুষ কষ্ট পাক অথবা আমার প্রতি গালি-গালাজ পৌঁছুক তা আমি অপছন্দ করলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : وَتَاجَعُ আমার তীব্র মর্ম-বেদনা বোধ হলো بِمَصَابِهِ ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ার কারণে وَنَاطِرِهِ তার দু'চক্ষু এবং আমি অগ্রাধিকার দিলাম أَنْ أَتَاجِيَهُ তার সাথে একান্ত কথা বলাকে وَأَثَرَتْ যাতে আমি পরীক্ষা করে নিই كَرْنِي কাঠকে আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি فِيهِ তার ব্যাপারে وَمَا كُنْتُ তার ব্যাপারে لِأَصِلَ إِلَيْهِ অথচ অন্যকোনো উপায় আমার ছিল না لِأَصِلَ তার কাছে পৌঁছার إِلَّا بِتَخَطُّي উপকিয়ে যাওয়া ছাড়া رِقَابِ ঘাড় الْجَمْعِ উপস্থিত জনতা قَوْمٍ আমার দ্বারা মানুষ কষ্ট পাক অথবা আমার প্রতি يَتَأَذَى কষ্ট পাক لَوْمٌ গালি-গালাজ।

শব্দ বিশ্লেষণ

প্রবলভাবে লাফিয়ে উঠল। : تَاجَعُ :
প্রবলভাবে লাফিয়ে উঠা : تَاجَعًا :
দুঃখ, মর্ম-বেদনা। : كَرْوَبٌ : (জ) كَرْوَبٌ :
ভীষণ চিন্তা হওয়া। : مَصَابٌ : (ন) مَصَابٌ :
ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া, বিপদগ্রস্ত হওয়া। : مَصَابٌ :
দ্রষ্টা। পর্যবেক্ষক। : نَاطِرٌ : (ফা, مذ, مصدر) :
চক্ষু। চোখের পুতুল। : نَاطِرٌ :
আমি প্রধান দিলাম, অগ্রাধিকার দিলাম। : أَثَرْتُ :
প্রধান্য দেওয়া। : أَثَرْتُ :
আকস্মিকভাবে : أَثَرْتُ :
[তার কাছে] যাওয়া। : أَثَرْتُ :
[তার সাথে] : أَثَرْتُ :
একান্তে কথা বলা। : أَثَرْتُ :
পরীক্ষা করি, পরীক্ষা করে নিই। : أَثَرْتُ :
(ন) عَجَمْتُ :
যাচাই করা। পরীক্ষা করা। : عَجَمْتُ :
কাঠ, কাটা ডাল। : عَجَمْتُ :
ফরাস্তে (ম) :
অত্যন্তরূপে অবস্থা উপলব্ধি করা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। : عَجَمْتُ :
[তার কাছে] পৌঁছার। : عَجَمْتُ :

(ض) وَصَلًا :
ঘাড় উপকানো, ঘাড় উপকিয়ে যাওয়া। : وَصَلًا :
(ج) رِقَابٌ :
ঘাড় বা : رِقَابٌ :
ঘাড়ের পিছনের অংশ। : رِقَابٌ :
অপস্থিত জনতা। : جَمْعٌ :
একত্র করা। : جَمْعٌ :
নিষিদ্ধ কাজ। : عَنْهُ :
(ف) تَهَبًا :
নিষেধ করা। : تَهَبًا :
শরিয়ত, আদ্বাহ প্রদত্ত আইন। : تَهَبًا :
আইন প্রণয়ন করা। : تَهَبًا :
আমি অপছন্দ করলাম। : تَهَبًا :
অপছন্দ করা। : تَهَبًا :
(أ) يَتَأَذَى :
কষ্ট পাওয়া। : يَتَأَذَى :
কণ্ঠস্বর। : يَتَأَذَى :
জনগণ। : يَتَأَذَى :
সম্প্রদায়। : يَتَأَذَى :
(أ) يَسْرِى :
গমন করা। : يَسْرِى :
নিদা, ভর্ৎসনা, ভাণ্ড। : يَسْرِى :
ভর্ৎসনা করা, নিদা করা। : يَسْرِى :

فَسَدَكْتُ بِمَكَانِي، وَجَعَلْتُ شَخْصَهُ قَيْدَ
عِيَانِي، إِلَى أَنْ أَنْقَضْتُ الْخُطْبَةَ، وَحَقَّتِ
الرُّؤْيَةُ، فَخَفَقْتُ إِلَيْهِ، وَتَوَسَّسْتُ عَلَى
التَّحَامِ جَفْنَيْهِ، فَإِذَا الْمَعِيْنِي الْمَعِيْنَةُ ابْنِ
عَبَّاسٍ، وَفَرَّاسَتِي فِرَاسَةُ إِبَّاسٍ، فَعَرَفْتُهُ
حِينَئِذٍ شَخْصِي، وَأَثَرْتُهُ بِأَحَدٍ قُمْصِي،
وَأَهْبَتُ بِهِ إِلَى قُرْصِي.

অনুবাদ : তাই আমি আমার স্থানে বসে থাকলাম এবং তার ব্যক্তিত্বকে আমার চোখের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করে রাখলাম। অতঃপর যখন খুতবা শেষ হলো এবং দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল তখন আমি দ্রুত তার কাছে এগিয়ে গেলাম। এবং তার দু'পলক মিলিত থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে চিনে নিলাম। তখন আমার মেধা ছিল ইবনে আক্বাস^১ (রা.)-এর মেধার মতো এবং আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল ইয়াস^২ (রহ)-এর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো। তাই তখন আমি আমার ব্যক্তিত্বকে তার কাছে পরিচিত করলাম এবং আমার একটি জামা তাকে দান করে দিলাম এবং আমার রুটির প্রতি তাকে দাওয়াত দিলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : فَسَدَكْتُ তাই আমি বসে থাকলাম بِمَكَانِي আমার স্থানে وَجَعَلْتُ এবং পরিণত করে রাখলাম شَخْصَهُ তার ব্যক্তিত্বকে قَيْدَ লক্ষ্যস্থলে عِيَانِي আমার চোখ أَنْ أَنْقَضْتُ الْخُطْبَةَ অতঃপর যখন শেষ হলো وَحَقَّتِ এবং শুরু হয়ে গেল الرُّؤْيَةُ দৌড়াদৌড়ি فَخَفَقْتُ তখন আমি দ্রুত এগিয়ে গেলাম إِلَيْهِ তার কাছে وَتَوَسَّسْتُ এবং আমি তাকে চিনে নিলাম عَلَى التَّحَامِ মিলিত থাকা সত্ত্বেও جَفْنَيْهِ তার দু'পলক فَإِذَا তখন الْمَعِيْنِي আমার মেধা ছিল ابْنِ عِبَّاسٍ মেধার মতো وَفَرَّاسَتِي فِرَاسَةُ إِبَّاسٍ ইবনে আক্বাস এবং আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মতো فَعَرَفْتُهُ তাই আমি তার কাছে পরিচিত করলাম حِينَئِذٍ তখন شَخْصِي আমার ব্যক্তিত্বকে وَأَثَرْتُهُ এবং আমি তাকে দান করে দিলাম قُمْصِي আমার একটি জামা وَأَهْبَتُ এবং দাওয়াত দিলাম بِهِ তাকে إِلَى قُرْصِي আমার রুটির প্রতি।

শব্দ বিশ্লেষণ

সَدَكْتُ : আঁকড়ে থাকলাম, বসে থাকলাম।

(س) سَدَكْتُ : আঁকড়ে থাকা। বসে থাকা।

مَكَانٌ : (ج) أَمَاكِنٌ, أَمَاكِنَةٌ, أَمَاكُنٌ : জায়গা, স্থান।

جَعَلْتُ (ف) جَعَلًا : পরিণত করে রাখলাম।

شَخْصٌ : (ج) أَشْخَاصٌ, أَشْخَاصٌ, شُخُوصٌ : দূর থেকে দেখা।

মানুষ বা অন্য কিছুর আকার।

قَيْدٌ : (ج) قِيَدٌ, أَقْيَادٌ : পায়ের বেড়ি, পায়ের কড়া।

عِيَانٌ (مُفَاعَلَةٌ) مَع : : : : : সচক্ষে দেখা।

১. ইবনে আক্বাস : তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম আক্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালি। উপনাম আবুল আক্বাস। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাচার ভাই ও অসংখ্যগণাবলির অধিকারী প্রখ্যাত সাহাবী। জন্ম : হিজরি - পূর্ব ৩ সাল। হাদীস, তাফসীর, আরবি ভাষা, কাব্য ও কুলাজি বিদ্যায় অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশেষভাবে তাঁর ইলম ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দু'আ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ১৬৬০টি হাদীস তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত তাফসীরগুলো পরবর্তীকালে জৈনিক আনিম কর্তৃক "তানবীকুল মিকবাস" নামে একত্রে গ্রন্থিত হয়েছে। শেষ বয়সে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। ৬৮ হিজরিতে ৭১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ৭৪ হিজরিতে ৭৭ বছর বয়সে তিনি তারফে ইত্তেকাল করেন। মুহাম্মদ ইবনুল হানালফিয়া তাঁর নামাজে জানাযা পড়ান।

২. নাম : ইয়াস, পিতার নাম মু'আবিয়া। পিতামহের নাম কুররা। বনু মুখায়না বংশোদ্ভূত। উপনাম আবু ওয়াহিলা। প্রসিদ্ধ তাত্বী। বসন্তের কাণী বিচারক। জন্ম : ৪৬ হিজরি। প্রথম মেধার এক অবিসংবাদিত প্রবাদ পুরুষ। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার এক অমর ইতিহাস। বিচক্ষণতার জগতে এক অনন্য বিষয়। আল-মাদানয়েনী কৃত তাঁর প্রথম মেধা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক ঘটনাবলি-সম্বলিত গ্রন্থের নাম যাকুন ইয়াস : মুত্বা : ইয়াকের ওয়াসিলাত নগরী, ১২২ হিজরি। মৃত্যুকালে বয়স : ৭৬ বছর।

শেষ হলো, সমাপ্ত হলো : انْقَضَتْ

সমাপ্ত হওয়া : انْقِضَ

বক্তব্য, বক্তৃতা, খুতবা : خُطِبَ (ج)

দেখা দিল, গুরু হলো : حَقَّتْ

দেখা দেওয়া। গুরু হওয়া : حَقَّ

দৌড়ানো : لَوَيْتُ

দৌড়ানো : لَوَيْتُ (ض) مص

আমি [তার কাছে] দৌড়ে গেলাম, দ্রুত এগিয়ে গেলাম : خَفَفْتُ - إِلَيْهِ

দৌড়ে যাওয়া : خَفَّ

আমি চিনে নিলাম : تَوَسَّعْتُ

চিনে নেওয়া : تَوَسَّعَ

সংযুক্ত হয়ে যাওয়া, মিলিত হয়ে থাকা : التَّحَامَ (انفعال) مص

চোখের পাতা, পলক : جَفَنَ (ج) أَجْفَانًا, جَفْنًا, أَجْفَنَ

তখন : إِذَا (ظرف زمان)

মেধা : الْمَعِيَّةُ

মেধাবী : الْآلَمَعُ وَالْأَلَمَعِيُّ

ইমরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), রাসূলুল্লাহ : ابْنُ عَبَّاسٍ

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে কোনো বস্তুর : فِرَاسَةً (ض) مص

অত্যন্তরীণ অবস্থা উপলব্ধি করা :

একজন প্রথর মেধাবী ব্যক্তির নাম : إِبَّاسٌ

আমি পরিচিত করলাম : عَرَفْتُ

পরিচিত করানো : تَعَرَّفْتُ

তখন : حِينَئِذٍ (حِينَ : مضاف, إِذْ : مضاف إليه)

দূরে থেকে দেখা : شَخَصَ (ج) شَخَصَ, أَشَخَصَ, أَشْخَاصَ

মানুষ বা অন্য কিছুর আকার :

অর্পিত - : أَثَرْتُ

আমি [তাকে] প্রধান দিলাম, [দান করে দিলাম] : أَثَرْتُ

প্রাধান্য দেওয়া : أَثَرْتُ

এক, একটি : أَحَدٌ (ج) أَحَادٌ

জামা : قَمِيصٌ (ج) قَمِيصٌ, قَمِيصَانٌ, (و) قَمِيصٌ

আমি ডাকলাম, দাওয়াত দিলাম : أَمَيْتُ

ডাকা : آهَابَةً (إِهَابَةً - مَادَهُ : هَيْبٌ)

ছোট রুটি : قُرْصٌ (ج) أَقْرَاصٌ, قُرْصَةٌ, قِرَاصٌ

গোলাকার আকৃতি :

فَهَشَّ لِعَارْفَتَيْ وَعِرْفَانِي، وَلَبَّى دَعْوَةَ
رُغْنَانِي، وَأَنْطَلَقَ وَيَدِي زَمَامَهُ، وَظَلَّيْ
إِمَامَهُ، وَالْعَجُوزُ ثَالِثَةُ الْأَثَانِي، وَالرَّقِيبُ
الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ خَافِي، فَلَمَّا اسْتَحْلَسَ
وُكْنَتِي، وَأَحْضَرْتَهُ عَجَالَةَ مَكْنَتِي، قَالَ لِي:
يَا حَارِثُ! أَمَعْنَا ثَالِثُ، فَقُلْتُ: لَيْسَ إِلَّا
الْعَجُوزُ، قَالَ: مَا دُونَهَا سِرٌّ مَخْجُوزٌ كَمْ
فَتَحَ كَرِيمَتِيهِ، وَرَأَى بِتَوَاطُؤَتِيهِ.

অনুবাদ : সে আমার দান ও আমার পরিচয়ের কারণে হেঁসে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং আমার রুটির দাওয়াত গ্রহণ করল এবং সে চলল, তখন আমার হাত ছিল তার লাগাম, আর আমার ছায়া ছিল তার দিশারী। আর বৃদ্ধ মহিলাটি ছিল চুলার তৃতীয় ঝুটি এবং সেই তত্ত্বাবধায়, যার কাছে কোনো গোপন কথা গোপন থাকে না অতঃপর যখন সে আমার গৃহে প্রবেশ করে বসল এবং আমি আমার সামর্থ্য মুতাবিক তাৎক্ষণিক উপস্থিত বস্তু তার সামনে হাজির করলাম তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, হে হারিস! আমাদের সাথে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি আছে কি? তখন আমি বললাম, বৃদ্ধা ব্যতীত আর কেউ নেই। সে বলল, তার কাছে কোনো গোপন বিষয় অজ্ঞাত নেই। অতঃপর সে তার দু'চক্ষু খুলে ফেলল এবং সে তার চক্ষু যুগল ঘোরাতে লাগল।

শাব্দিক অনুবাদ : فَهَشَّ সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল لِعَارْفَتَيْ وَأَمَعْنَا আমার দান وَعِرْفَانِي ও আমার পরিচয়ের কারণে এবং গ্রহণ করল دَعْوَةَ দাওয়াত رُغْنَانِي আমার রুটি وَأَنْطَلَقَ এবং সে চলল وَيَدِي তখন আমার হাত ছিল زَمَامَهُ তার লাগাম وَظَلَّيْ আর আমার ছায়া ছিল إِمَامَهُ তার দিশারী وَالْعَجُوزُ তৃতীয় ঝুটি ঝুটি থালায় থাকা বৃদ্ধ মহিলাটি ছিল ثَالِثَةُ الْأَثَانِي আর বৃদ্ধ মহিলাটি ছিল الرَّقِيبُ চুলার তৃতীয় ঝুটি এবং তত্ত্বাবধায়ক عَلَيْهِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ যার কাছে গোপন থাকে না خَافِي কোনো গোপন কথা فَلَمَّا অতঃপর যখন সে اسْتَحْلَسَ আমার গৃহে وَأَحْضَرْتَهُ এবং তার সামনে হাজির করলাম عَجَالَةَ তাৎক্ষণিক উপস্থিত বস্তু وَكْنَتِي আমার সামর্থ্য মুতাবিক قَالَ তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করল يَا حَارِثُ হে হারিস! আমাদের সাথে أَمَعْنَا আমাদের সাথে তৃতীয় কোনো ব্যক্তি فَقُلْتُ তখন আমি বললাম لَيْسَ আর নেই الْعَجُوزُ বৃদ্ধা ব্যতীত قَالَ সে বলল مَا دُونَهَا তার কাছে কোনো গোপন বিষয় مَخْجُوزٌ অজ্ঞাত فَتَحَ অতঃপর সে খুলে ফেলল كَرِيمَتِيهِ তার দু'চক্ষু وَرَأَى এবং সে ঘুরাতে লাগল بِتَوَاطُؤَتِيهِ তার চক্ষুযুগল।

শব্দ বিশ্লেষণ

উৎফুল্ল হয়ে উঠল : فَهَشَّ

(স, ض) مَهَاشًا، مَهَاشَةً : উৎফুল্ল হওয়া।

দান, সম্বাহার : عَارِفَةٌ (ج) عَارِفٌ

পরিচয় : عِرْفَانٌ

পরিচয় জানা, চেনা : عِرْفَانٌ (ض) مَعَدٌ

ডাকে সাড়া দিল, দাওয়াত গ্রহণ করল : لَبَّى

ডাকে সাড়া দেওয়া : تَقَبَّلَ تَلَبُّؤًا

দাওয়াত : دَعْوَةٌ

দাওয়াত দেওয়া, ডাকা : دَعْوَةٌ (ن) مَعَدٌ

(ج) رُغْنَانٌ، أَرْغِفَةٌ، رُغْمٌ، تَرَاغِيفٌ، (و) رَغِيفٌ

রুটি, চাপাতি রুটি।

সে চলল : أَنْطَلَقَ

চলা : انْطِلَاقٌ

হাত, ক্ষমতা, সাহায্য : يَدٌ (ج) أَيْدٍ (جمع) أَبَادٌ

লাগাম, বাগডোর, নাকডোর : زَمَامٌ (ج) أَرْسَمٌ

ছায়া, সম্বান, প্রশান্তি : ظِلٌّ (ج) ظِلَالٌ، أَظْلَالٌ، ظُلُورٌ

ইমাম, নেতা, মহাপণ্ডিত, দিশারী : إِمَامٌ (ج) أَيْمَنٌ

বয়ঃবৃদ্ধা, বৃদ্ধি : الْعَجُوزُ (ج) عَجُزٌ، عَجَائِزٌ

(মু) ثَالِثَةً (মড) ثَالِثٌ : তৃতীয়া।

(জ) الْأَثَاثِي (ও) أَنْثِيَّةٌ : চুলার খুঁটি, যার উপর পাতিল : রাখা হয়।

الرَّقِيبُ : (জ) رُقْبَاءُ : তত্ত্বাবধায়ক, পাহারাদার।

لَا يَخْفَى : গোপন থাকে না।

(স) خَفَاءٌ خَفِيَّةٌ : গোপন থাকা।

خَافِي (خَافٍ) (ফা) مَذْمُومَةٌ : গুণ, লুণ্ঠ।

(أَمْرٌ خَافٍ) : গোপন কথা, গোপন বিষয়।

(ثَمًا) اسْتَحْلَسَ : [যখন] সে স্থির হয়ে বসল।

(اسْتَحْلَسَ) اسْتَحْلَسَ : স্থির হয়ে বসা।

وَكَثْنَةً وَكَثْنَةً : (জ) وَكُنَاثٌ وَكُنَاثٌ : পায়ের বাসা, [এখানে- গৃহ, কুটির]।

أَحْضَرْتُ : আমি হাজির করলাম।

(إِقْدَالٌ) إِحْضَارًا : হাজির করা।

عَجَالَةً : মেহমানের জন্য তাড়াহুড়া করে যে আপ্যায়নের

ব্যবস্থা করা হয়। উপস্থিত খাবার।

مَكْنَةً : শক্তি, সামর্থ্য।

ثَالِثٌ : (ফা) مَذْمُومَةٌ : তৃতীয়।

الْعَجُورُ : (জ) عَجُورٌ عَجَائِرُ : বয়স্ক মহিলা বড়ি, বৃদ্ধা।

دُونُ : নিচে, উপরে, সামনে, পেছনে, ব্যতীত, নিম্নমানের।

سِرٌّ : (জ) أَسْرَارٌ : রহস্য, তথ্য, গোপন বিষয়।

مَعْجُورٌ (মড) مَذْمُومٌ : অজ্ঞাত, অনবহিত।

فَتَحَ : সে খুলল, খুলে ফেলল, উন্মোচন করল।

(অ) فَتَحَ : উন্মোচন করা।

كَرِيمَتَانِ : দুই চক্ষু।

كَرِيمَةٌ (অ) كَرِيمَاتٌ : ক্রীম, (মড) كَرِيمَاتٌ : ক্রীম।

كَرَامَةٍ : যে কোনো সম্মানিত অঙ্গ।

(অ) كَرَامَةٍ : সম্মানিত হওয়া।

رَأْرَأٌ : চোখের পুতুল ঘোরাল, প্রখর দৃষ্টিতে দেখল।

(فُعْلَلَةٌ) رَأْرَأَ : চোখের পুতুল ঘোরাল।

تَوَامَةً : (জ) تَوَامَاتٌ : চক্ষু যুগল, যুগলী।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : وَأَنْطَلَقَ بِيَدِي زِمَامَةَ الْخ :

এবং পরবর্তী

وَالْعَجُورَ وَطَلَيْتُ أَمَامَهُ وَبِيَدِي زِمَامَةَ

حَالٍ وَالرَّقِيبَ الَّذِي الْخ وَثَالِثَةَ الْأَثَاثِي

وَقَاعِلَ دَوَالِحَالٍ :

قَوْلُهُ : فَقُلْتُ لَيْسَ إِلَّا الْعَجُورُ :

লিখিত হয়েছে মূল ইবারত ছিল

مَعَنَا أَحَدٌ إِلَّا الْعَجُورَ

مَادُونَهَا سِرٌّ مَخْجُورٌ :

এর - مَعْمُورٌ কিত্ব তার ও তার

سِرٌّ مَخْجُورٌ : যার বাবধান হওয়ায়

মাদুসূক্ষ্ম ও সিকাত মিলে মুবতাদা মুআখবার।

ثَابِتٌ : -এর জরফ হয়ে ববর মুকাদ্দাম।

فَإِذَا سِرَاجًا وَجْهَهُ يَقْدَانِ ، كَأَنَّهُمَا الْفَرْقَدَانِ ،
فَابْتَهَجَتْ بِسَلَامَةٍ بَصَرِهِ ، وَعَجِبَتْ مِنْ
غَرَائِبِ سِيرِهِ ، وَلَمْ يَلْقَنِ قَرَارًا ، وَلَا طَاوَعَيْنِ
إِصْطِبَارًا ، حَتَّى سَأَلَتْهُ : مَا دَعَاكَ إِلَى
التَّعَامِي ، مَعَ سِيرِكَ فِي الْمَعَامِي ، وَجَوَيْكَ
الْمَرَامِي ، وَإِنْعَالِكَ فِي الْمَرَامِي ، فَتَظَاهَرَ
بِالْكُنْئَةِ ، وَتَشَاغَلَ بِاللَّهْنَةِ ، حَتَّى إِذَا قَضَى
وَطَرَهُ ، أَتَارَ إِلَى نَظَرِهِ ، وَأَنْشَدَ :

অনুবাদ : হঠাৎ দেখি, তার চেহারার প্রদীপ দুটি
জ্বলছে। যেন চক্ষু দুটো দুটি ফরকদ তারকা। ফলে
আমি তার চক্ষু সুস্থ থাকায় আনন্দিত হলাম এবং তার
আশ্চর্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য বিস্মিত বোধ করলাম। আর
আমার স্থৈর্য টিকল না এবং ধৈর্য মানল না। অবশেষে
আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিসে আপনাকে অজ্ঞাত
পথে ঘোরাফেরা করতে, মরু বিয়াবানে পদাচরণ
করতে এবং দিগ-দিগন্তের সফর করতে যেয়ে অন্ধ
সাজতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তখন সে মুখের জড়তার সাহায্য
নিল এবং সে খাবারে ব্যাপৃত হলো। অতঃপর যখন সে
তার প্রয়োজন পূর্ণ করল তখন সে আমাদের প্রতি প্রথর
দৃষ্টিতে তাকাল এবং সে আবৃত্তি করল :

শাব্দিক অনুবাদ : فَإِذَا হঠাৎ দেখি سِرَاجًا প্রদীপ দুটি وَجْهَهُ তার চেহারা يَقْدَانِ জ্বলছে كَأَنَّهُمَا যেন চক্ষু দুটো الْفَرْقَدَانِ
দুটি ফরকদ তারা فَابْتَهَجَتْ ফলে আমি আনন্দিত হলাম بِسَلَامَةٍ সুস্থ থাকায় بَصَرِهِ তার চক্ষু وَعَجِبَتْ এবং বিস্মিত বোধ
করলাম مِنْ غَرَائِبِ سِيرِهِ তার আশ্চর্যপূর্ণ চরিত্রের জন্য وَلَمْ يَلْقَنِ قَرَارًا আর আমার টিকল না স্থৈর্য আমার টিকল না
এবং وَلَا طَاوَعَيْنِ ধৈর্য মানল না حَتَّى سَأَلَتْهُ অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম مَا কিসে আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে
إِلَى التَّعَامِي অন্ধ সাজতে مَعَ سِيرِكَ فِي الْمَعَامِي করতে ঘোরাফেরা করতে وَجَوَيْكَ পদাচরণ করতে الْمَرَامِي মরু
বিয়াবানে وَإِنْعَالِكَ এবং সফর করতে যেয়ে الْمَرَامِي দিগ-দিগন্তে تَظَاهَرَ তখন সে সাহায্য নিল بِالْكُنْئَةِ মুখের
জড়তার وَتَشَاغَلَ এবং সে ব্যাপৃত হলো بِاللَّهْنَةِ খাবারে حَتَّى إِذَا قَضَى সে পূর্ণ করল وَطَرَهُ তার প্রয়োজন
তখন সে তাকাল إِلَى আমাদের দিকে نَظَرِهِ তার দৃষ্টি وَأَنْشَدَ এবং সে আবৃত্তি করল।

শব্দ বিশ্লেষণ

প্রদীপ, চেরাগ। : سِرَاجٌ (জ) سُرَجٌ :
চেহারা, মুখাবয়ব। : وَجْهٌ (জ) أَوْجَةٌ , وَجُوهٌ , أُجُوهٌ :
দুটি জ্বলছে। : يَقْدَانِ (ত-হ) وَقْدًا , وَقْدًا , وَقْدَانًا :
(ত) الْفَرْقَدَانِ (ও) فَرْقَدٌ (জ) فَرَايِدٌ :
উত্তর মেরুর নিকটবর্তী দুটি তারকা।
আমি আনন্দিত হলাম। : ابْتَهَجَتْ :
আনন্দিত হওয়া। : اِنْتَعَالًا اِبْتِهَاجًا :
সুস্থ থাকা, নিরাপদ থাকা, সঠিক থাকা। : سَلَامَةٌ (স) مَصْد :
দৃষ্টিশক্তি, চোখ, জ্ঞান। : أَبْصَارٌ (জ) :
বিস্মিত বোধ করলাম, আশ্চর্যবিস্মিত হলাম। : عَجِبْتُ (স) عَجَبًا :
আশ্চর্যপূর্ণ, অভিনব, বিস্ময়কর। : غَرَائِبٌ (ও) غَرِيبَةٌ (জ)

অভ্যাস, পস্থা, আচার-আচরণ। : سِيرَةٌ (ও) سِيرَةٌ :
পেল না, সাক্ষাৎ পেল না। : لَمْ يَلْقَ :
সাক্ষাৎ করা। : لَقِيَ , لَقِيَانًا :
স্থৈর্য, ধৈর্য। : قَرَارٌ :
স্থির হওয়া। : قَرَارٌ (স) مَصْد :
অনুগত্য করল না, মানল না। : لَا طَاوَعَ (مُطَاوَعَةً) :
ধৈর্য। : إِصْطَبَارٌ :
ধৈর্য ধারণ করা। : مَصْد :
আমি জিজ্ঞেস করলাম। : سَأَلْتُ :
জিজ্ঞেস করা। : سَأَلًا :
ডেখা (ও) دَعَا , دَعَا :
উদ্বুদ্ধ করেছে, ডেকেছে। : دَعَا , دَعَا :

অন্ধ সাজা, অন্ধের ভান ধরা : (أَتَعَامَى) مَعَد :

যাওয়া, চলা, সফর করা : (مَضَى) مَعَد :

অজ্ঞাত/ অচেনা জায়গা : (ج) أَلْعَمَى, (و) مَعِيَّة :

অতিক্রম করা, পদচারণা করা : (ن) مَعَد - أَلْيَلَد :

মরু-বিয়াবান : (ج) أَلْمَوَامِي, (و) مَوَمَاء, مَوَمَاء :

এবিট করা। দ্রুত চলা। বহুদূর চলে যাওয়া : (إِغْعَال) مَعَد :

তীর নিক্ষেপের জায়গা, [দিগ-দিগন্ত] : (ج) أَلْمَرَامِي, (و) مَرَمِي :

তৈয়্যার (تَفَاعَل) تَطَاهَر : সে সাহায্য নিল :

অলঙ্কণ : (أَلْكُنَّة) مَعَد :

কথা বলতে আটকে যাওয়া : (س) مَعَد :

ত্যাগত হলো, ব্যস্ত হলো : (تَفَاعَل) تَشَاغَلَ :

ব্যাপৃত হওয়া : (تَفَاعَل) تَشَاغَلَ :

নাহা। খাবার। সফর থেকে আসার : (ج) لَهَن : (لَهَن) :

পর মুসাফির কর্তৃক বা মুসাফিরকে প্রদত্ত হাদিয়া।

কস্বী (قَضَى) (ض) قَضَاء : সে পূর্ণ করল। কাজ সেরে অবসর হলো।

ওপার : (ج) أَوَطَار : (أَوَطَار) :

অন্যদিক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা, প্রথম দৃষ্টিতে তাকান : (أَنَارَ) :

চেয়ে থাকা : (أَنَارَ) :

দৃষ্টি, নজর : (ج) أَنْظَرَ :

তাকানো, দেখা : (نَظَر) مَعَد :

সে আবৃত্তি করল : (أَنَشَدَ) :

আবৃত্তি করা : (إِفْعَال) إِنْشَادًا :

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : فَإِذَا سِرَاجًا وَجْهَهُ يَقْدَان :

যদি মুফাযাতিয়া সিরাজা ও মুবাক ইলাইহি মিলে
মুভতাদা য়েদান খবর।

বালাগাত

قَوْلُهُ : سِرَاجًا وَجْهَهُ :

এখানে চক্ৰস্বরকে সিরাজ অর্থাৎ বাতির সাথে দেওয়া
হয়েছে। অতএব مُشَبَّه بِهِ এর উল্লেখ এবং مُشَبَّه মাহযুক
হওয়ায় إِنْشَاء مُصَرَّحَةٌ হয়েছে।

وَلَمَّا تَعَامَى الدَّهْرُ، وَهُوَ أَبُو الْوَرَى
عَنِ الرَّشْدِ فِي أَنْحَائِهِ، وَمَقَاصِدِهِ
تَعَامَيْتُ حَتَّى قِيلَ : إِنِّي أَخُو عَمَى
وَلَا غَرَوْ أَنْ يَحْدُو الْفَتَى حَدَّوْ وَالِدِهِ
ثُمَّ قَالَ : إِنَّهُضْ إِلَى الْمَخْدَعِ، فَأَتِنِي بِغَسُولٍ
يَرَوُّ الطَّرْفَ، وَيُنْفِي الْكَفَّ، وَيَنْعِمُ الْبَشْرَةَ،
وَيُعْطِرُ النَّكْهَةَ، وَيَقْوِي اللَّيْلَةَ، وَيَقْوِي الْمِعْدَةَ.

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ-] “যখন যুগ তার লক্ষ্য :
উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে চলতে অন্ধ সাজল, অথচ সে
সৃষ্টিকুলের জনক, তখন আমি অন্ধ সাজলাম, যাতে বল
হয় যে, আমি অন্ধ । এতে বিশ্বয়ের কিছু নেই যে, যুবক
তার পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।” অতঃপর সে
বলল, তুমি কামরায় যাও এবং আমার জন্য হাত ধোয়া
সামগ্রী নিয়ে আস, যা দৃষ্টিকে নন্দিত করে ও হস্ততালু
পরিষ্কার করে, ত্বককে সজীব করে, মুখের দ্বাগকে
সুগন্ধিময় করে, দন্তমাড়িকে শক্ত করে এবং পাকযন্ত্রকে
শক্তিশালী করে ।

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمَّا যখন তَعَامَى অন্ধ সাজল الدَّهْرُ অন্ধ সাজল أَبُو الْوَرَى সৃষ্টিকুলের জনক الرَّشْدِ সঠিকভাবে চলতে এতদেখ্যে تَعَامَيْتُ তখন আমি অন্ধ সাজলাম قِيلَ যাতে বল
হয় إِنِّي যে আমি عَمَى অন্ধ غَرَوْ أَنْ অনুসরণ করবে যুবক وَالِدِهِ তার
পিতার পদাঙ্ক قَالَ অতঃপর সে বলল إِنَّهُضْ তুমি যাও إِلَى الْمَخْدَعِ আমার জন্য নিয়ে আস فَأَتِنِي হাত
ধোয়ার সামগ্রী يَرَوُّ যা নন্দিত করে الطَّرْفَ দৃষ্টি وَيُنْفِي الْكَفَّ ও পরিষ্কার করে হস্ততালু يَنْعِمُ সজীব করে الْبَشْرَةَ ত্বককে
وَيُعْطِرُ সুগন্ধিময় করে النَّكْهَةَ মুখের দ্বাগকে وَيَقْوِي اللَّيْلَةَ দন্তমাড়ি وَيَقْوِي الْمِعْدَةَ এবং শক্তিশালী করে الْمِعْدَةَ পাকযন্ত্র ।

শব্দ বিশ্লেষণ

তَعَامَى : অন্ধ সাজল, অন্ধের তান ধরল ।
(تَعَامَلَ) : অন্ধ সাজা ।
الرَّشْدُ : সৃষ্টিকুলের জনক, কাল ।
(رَشَدٌ) : অন্ধ, অন্ধ ।
أَبُو الْوَرَى : যুগ, কাল, সময় ।
الْوَرَى : মাখলুক, সৃষ্টিকুল ।
الرَّشْدُ (ن) : সঠিক পথে চলা, হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া ।
(ج) : أَنْحَاءٌ : পথ, মতো, দিক, পরিমাণ ।
(و) : تَعَرَّ : উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ।
(و) : مَقَاصِدٌ : আমি অন্ধ সাজলাম ।
تَعَامَيْتُ : অন্ধ সাজা ।
(تَعَامَلَ) : অন্ধ সাজা ।
أَخُو عَمَى : অন্ধ, চক্ষুহীন, দৃষ্টিশক্তিহীন ।
عَمَى : বিশ্বয়, আচ্ছন্ন ।
غَرَوْ : অনুসরণ করবে ।
(أَنْ) : يَحْدُو : যুবক ।
الْفَتَى : (ج) : نَيْبًا، نَيْبَةً، فَتَوَةً، فَتَوًا : দানশীল । ভৃত্য ।
حَدَّوْ : বিপরীত, সামনে, সমান ।
(ن) : حَدَّوْ : অনুসরণ করা । নমুনা মুতাবিক চামড়া কেটে
জুতা তৈরি করা ।
وَالِدٌ : পিতা, জনক ।
(ج) : وَالِدِينَ : তুমি উঠে যাও ।
إِنَّهُضْ : উঠে যাওয়া ।
(ن) : نَهَضًا، نَهَضًا :

الْمَخْدَعُ : বড় ঘরের ভেতরস্থ ছোট কামরা ।
(ج) : مَخَادِعُ : তুমি নিয়ে আস ।
(ض) : إِنْبَاءً، إِنْبَاءً : হাত ধোয়ার সামগ্রী ।
غَسُولٌ : বিমুগ্ধ করে, আনন্দিত করে ।
يَرَوُّ : চক্ষু, দৃষ্টি, কোনো বস্তু কেনারা ।
(ج) : أَطْرَافٌ : পরিষ্কার করে, পরিচ্ছন্ন করে ।
يُنْفِي : পরিষ্কার করা ।
(تَنْفِيْلٌ) : تَنْفِيْلٌ : হাত, হাতের তালু ।
(ج) : كَفٌّ، كَفٌّ : সজীব করে, নরম করে ।
يَنْعِمُ : (تَنْفِيْلٌ) : সজীব করা । নরম করা ।
تَنْفِيْلٌ : চামড়ার উপরাংশ, ত্বক ।
(ج) : بَشَرٌ : সুগন্ধিময় করে ।
يُعْطِرُ : সুগন্ধিময় করা ।
(تَعْطِيْرٌ) : মুখের দ্বাগ/ধস ।
النَّكْهَةُ : (مَرْءٌ مِنْ نَكَسٍ - ن) : কারো মুখের দ্বাগ নেওয়া ।
يَقْوِي : শক্ত করে ।
(ن) : شَدًا : দন্ত-মাড়ি ।
(ج) : لَيِّمًا، لَيِّمًا : শক্তিশালী করে ।
يَقْوِي : শক্তিশালী করা ।
(تَقْوِيَةٌ) : (ج) : مِعْدَةً، مِعْدَةً : পাকযন্ত্র, পাকস্থলী ।

وَلْيَكُنْ تَنْظِيفَ الظَّرْفِ ، أَرْبَعَ الْعَرَفِ ، فَيَتَى
الذَّقِ ، نَاعِمَ السَّحْقِ ، يَحْسَبُهُ اللَّامِسُ ذُرُورًا ،
وَيَتَغَالَهُ النَّاشِيقُ كَأَفْئُورًا ، وَأَقْرَنَ بِهِ خِلَالَةً
نَقِيبَةَ الْأَصْلِ ، مَخْبُوتَةَ الْوَصْلِ ، أَنْيَقَةَ
الشَّكْلِ ، مِذْعَاءَ إِلَى الْأَكْلِ ، لَهَا نَحَافَةٌ
الصَّبِّ ، وَصَفَالَةُ الْعَضْبِ ، وَأَلَّةُ الْحَرْبِ ،
وَالِدُوتُهُ الْغَصَنِ الرَّطْبِ . قَالَ : فَتَهَضَّتْ فَمِنْ
مَا أَمَرَ ، لِأَذْرًا عَنْهُ الْغَمَرُ .

অনুবাদ : আর যাতে সেই ধোয়ার সামগ্রী পরিলক্ষণ পাবে থাকে, উত্তম বৃণক্ষিময় হয়, নতুন প্রস্তুত হয় এবং মিহিনভাবে পেশা হয়, যাতে দম্পক্ষকারী তাকে পাউডার মনে করে, ব্রাণ গ্রহণকারী কর্তৃক মনে করে। আর তার সাথে একটু খিলাল নিয়ে আসবে, যা মূলত পরিলক্ষণ হবে, ব্যবহারে আকর্ষণীয় হবে, আকার-আকৃতিতে সুন্দর হবে এবং আহারে উৎসৃদ্ধকারী হবে। যার থাকবে প্রেমিকের মতো শীর্ণতা, তরবারির মতো পরিচ্ছন্নতা, যুদ্ধের হাতিয়ারের মতো কার্যকারিতা এবং কাঁচা ডালের মতো নমনীয়তা। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে আমাকে যা আদেশ করল তজ্জনা আমি উঠে গেলাম, যাতে আমি তার খাবারের তৈলাক্ততা দূরীভূত করতে পারি।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন : (ج) نَطَفًا :
 পরিচ্ছন্ন হওয়া : (ك) نَطَانَةً :
 পাত্র : (ج) طَرُوفٌ :
 চতুর হওয়া : (ك) طَرَفٌ :
 সুগন্ধিময় : (أ) رِيحٌ (ص) مَذً :
 সুগন্ধিময় হওয়া : (س) رَجَاً :
 সুগন্ধি : (ك) الْعَرَفُ :
 সুগন্ধিময় হওয়া : (ك) مَذً :
 নবীন, নতুন, যুবক : (ج) فِتْنًا، أُنْتَأً :
 যুবক হওয়া : (س) فِتْنَى :
 অলঙ্কার (ন) مَذً : (এখানে- প্রস্তুত করা)
 নরম, মোলায়েম, মিহিন : (ك) نَعْمَةً :

পেশা, পেষণ করা, অধিক চূর্ণ করা। : السَّقْنُ (ن) مَصَد
 যেনে করে, ধারণা করে। : يَحْتَسِبُ (س.ج) حِسَابًا، مَحْسَبَةً :
 স্পর্শকারী। : اللَّامِسُ (ف.ا.م.ذ) مَدَسَد : لَمَسَ - ن، حَضَر :
 সূক্ষ্ম। চোখে বা যথমে দেওয়ার এক : أَذْوَرَةُ، ذَوَائِرُ :
 প্রকার গুচ্ছ। পাউডার।
 যেনে করে, ধারণা করে। : يَخَالُ :
 যেনে করা : ধারণা করা। : خَيَّلًا، خَيْلَةً، خِيَالًا :
 ভ্রাণ গ্রহণকারী। : أَلْتَأَشَّقُ (ف.ا.م.ذ) :
 ভ্রাণ নেওয়া : : تَنَفَّأ :
 কপূর্ব, এক প্রকার সুগন্ধ বস্তু : كَوَائِدُ، كَوَائِفَرُ :
 একত্র করা, মিশাও। : أَقْرَنَ :
 মিশানো। : قَرَأْنَا : (ن)

দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি, খিলাল : خِلَالَة

পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার : نَقِيَّة (صف, مز, ممد: نَقَاوَة, نَقَاء-س) : পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কার

মূল, ভিত্তি : الْأَصْل : (ج) أُسْوَل

প্রিয়, -য়া, আকর্ষণীয়, -য়া : مَحْبُوبَة (مف, مز, ممد: حُب-ض) : প্রিয়, -য়া, আকর্ষণীয়, -য়া

মিলিত হওয়া : الرِّصْل (ض) ممد : মিলিত হওয়া

- إِنَابَة : পৌছা

সুন্দর/সুন্দরী, সুদর্শন/সুদর্শনা : أَنْيَقَة (صف, مز, ممد: أَنْق-س) : সুন্দর/সুন্দরী, সুদর্শন/সুদর্শনা

আকার-আকৃতি : الشَّكْل : (ج) أَشْكَال, شُكُول : আকার-আকৃতি

সন্দেহযুক্ত হওয়া : الشَّكْل (ن) ممد : সন্দেহযুক্ত হওয়া

উদ্বুদ্ধকারী : مَذْعَاة

অসিলা, ডাকার কার্যকারণ : مَذْعَاة : অসিলা, ডাকার কার্যকারণ

আহার : الْأَكْل : আহার

আহার করা : الْأَكْل (ن) ممد : আহার করা

সীর্ণতা, ক্ষীণতা : نَحَافَة : সীর্ণতা, ক্ষীণতা

ক্ষীণকায় হওয়া : نَحَافَة (س, ك) ممد : ক্ষীণকায় হওয়া

প্রেমিক : الصَّب (صف, مذ) (ج) صَبَّون : প্রেমিক

ভালোবাসা : صَبَابَة (س) : ভালোবাসা। আসক্ত হওয়া

পরিচ্ছন্নতা : صَقَالَة : পরিচ্ছন্নতা

পরিচ্ছন্ন হওয়া : صَقَالَة (س, ك) ممد : পরিচ্ছন্ন হওয়া

ধারালো তরবারি, বাকপটু : انْقَضَب : ধারালো তরবারি, বাকপটু

কর্তন করা : انْقَضَب (ض) ممد : কর্তন করা

আল্-আল্-হুযু : يَرْئِدُ أَنَّهَا مُعَدَّةٌ مَصْفُورَةٌ مِثْلَ آلَةِ

الحَرْبِ، وَلَهَا تَقْوَةٌ كَتَقْوَةِ آلَةِ الْحَرْبِ : যুদ্ধের হাতিয়ারের

মতো ধারালো এবং তার মতো কার্যকারিতা।

আল্ : (ج) أَل, أَلَات : হাতিয়ার

আল্-হুযু : (ج) حُرُوب : লড়াই, যুদ্ধ

আল্-হুযু (ন) মمد : সবকিছু ছিনিয়ে নেওয়া

লুণ্ঠন : لُذُونَة : নমনীয়তা, নম্রতা

লুণ্ঠন (ক) মمد : নরম হওয়া

আল্-গুসুন : (ج) غُصُون, أَغْصَان, غُصْنَة : ডাল, শাখা

আল্-গুসুন : (ج) غُصُون, أَغْصَان, غُصْنَة : কাঁচা/নরম ডাল

নেহুস্তু : نَهَضْتُ : আমি উঠে গেলাম

নেহুস্তু : (ن) نَهَضْتُ, نَهَضْتُ : উঠা। উঠে যাওয়া

আদেশ করল : أَمَرَ (ن) أَمْرًا : আদেশ করল

দূরীভূত করি/-করতে পারি : أَدْرَأُ : দূরীভূত করি/-করতে পারি

দূরীভূত করা : (ن) دَرَأَ, دَرَاة : দূরীভূত করা

আল্-গুসুন : (ج) غُصُون : তৈলাক্ততা

আল্-গুসুন (স) মمد : তৈলাক্ততা লাগা

وَلَمْ أَهْمِ إِلَى أَنَّهُ قَصَدَ أَنْ يَخْدَعَ، بِإِدْخَالِي
الْمُخْدَعِ، وَلَا تَطَنَيْتُ أَنَّهُ سَجَرَ مِنَ الرَّسُولِ،
فِي اسْتِعْدَاءِ الْخِلَالَةِ وَالْفَسُولِ. فَلَمَّا عَذْتُ
بِالْمَلْتَمِسِ، فِي أَقْرَبٍ مِنْ رَجْعِ النَّفْسِ،
وَجَدْتُ الْجَرَ قَدْ خَلَا، وَالشَّيْخَ وَالشَّيْخَةَ قَدْ
أَجْفَلَا، فَاسْتَشْفَطْتُ مِنْ مَكْرِهِ غَضَبًا،
وَأَوْغَلْتُ فِي إِثْرِهِ طَلَبًا، فَكَانَ كَمَنْ قِيمَسَ
فِي الْمَاءِ، أَوْ عُرِجَ بِهِ إِلَى عِنَانِ السَّمَاءِ .

অনুবাদ : কিছু আমি কল্পনা করতে পারিনি যে, সে আমাকে কামরায় প্রবেশ করিয়ে প্রতারণা করার ইচ্ছা করেছে এবং আমি ধারণা করিনি যে, সে খিলাল ও হাত ধোয়ার সামগ্রী তলব করে শ্রেণিত ব্যক্তির সাথে মন্ত্রণা করেছে। অতঃপর যখন আমি প্রার্থিত বস্তু শ্বাস ফিরিয়ে নেওয়ার চেয়ে কম সময়ে নিয়ে ফিরে এলাম তখন আমি দেখতে পেলাম যে, আদিনি খালি পড়ে আছে এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দ্রুত পালিয়ে গেছে। ফলে আমি তার প্রতারণার কারণে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলাম এবং তার বোঝে তার পেছনে দৌড়লাম। তখন সে ঐ ব্যক্তির মতো হয়ে গেছে, যাকে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে অথবা আকাশের মেঘমালায় তুলে নেওয়া হয়েছে।

শাখিক অনুবাদ : وَلَمْ أَهْمِ : কিছু আমি কল্পনা করতে পারিনি যে, সে أَنَّهُ قَصَدَ : ইচ্ছা করেছে بِإِدْخَالِي : আমাকে প্রবেশ করিয়ে الْمُخْدَعِ : কামরা أَنَّهُ : এবং আমি ধারণা করিনি যে, সে سَجَرَ : মন্ত্রণা করেছে مِنَ الرَّسُولِ : শ্রেণিত ব্যক্তির সাথে الْخِلَالَةِ : খিলাল اسْتِعْدَاءِ : তলব করে وَالْفَسُولِ : হাত ধোয়ার সামগ্রী فَلَمَّا : যখন عَذْتُ : আমি ফিরে এলাম بِالْمَلْتَمِسِ : প্রার্থিত বস্তু فِي أَقْرَبٍ : কম সময়ে رَجْعِ : ফিরিয়ে নেওয়ার চেয়ে النَّفْسِ : তখন আমি দেখতে পেলাম যে, آدِنِي : আদিনি خَلَا : খালি পড়ে আছে وَالشَّيْخَ : এবং বৃদ্ধ وَالشَّيْخَةَ : বৃদ্ধা أَجْفَلَا : দ্রুত পালিয়ে গেছে فَاسْتَشْفَطْتُ : ফলে আমি اِمْنِ : অগ্নিশর্মা হয়ে اُثْرِهِ : উঠলাম مِنْ مَكْرِهِ : তার প্রতারণার কারণে غَضَبًا : ক্রোধে وَأَوْغَلْتُ : অগ্নিশর্মা হয়ে طَلَبًا : তার পিছনে اِثْرِهِ : বোঝে فَكَانَ : তখন সে হয়ে গেছে كَمَنْ : ঐ ব্যক্তির মতো قِيمَسَ : ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে فِي الْمَاءِ : পানিতে اُورِجَ بِهِ : অথবা তুলে নেওয়া হয়েছে إِلَى عِنَانِ : মেঘমালায় السَّمَاءِ : আকাশ।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَمْ أَهْمِ : আমি কল্পনা করিনি/-করতে পারিনি।

(ض) رَعَى : কল্পনা করা।

قَصَدَ : ইচ্ছা করেছে।

(ض) قَصَدَ : ইচ্ছা করা।

(أَنْ) يَخْدَعُ (ف) خَدَعًا : প্রতারণা করা।

إِدْخَالَ (إِفْعَال) مَد : দাখিল করা, প্রবিষ্ট করা।

الْمُخْدَعُ : (ج) سَجَرَ : ঘরের ভেতরস্থ ছোট কামরা।

لَا تَطَنَيْتُ : আমি ধারণা করিনি।

(تَفَعَّلَ) تَطَنَيْتُ : ধারণা করা।

سَجَرَ (س) سَجَرَ : মন্ত্রণা করেছে।

الرَّسُولُ : (ج) رَسَلُ : মাফ।

اسْتِعْدَاءَ (اسْتِعْمَال) مَد - اَلْتَى : তলব করা।

الْخِلَالَةُ : খিলাল : দীত পরিকার করার কাঠি।

الْفَسُولُ : হাত ধোয়ার সামগ্রী।

(لَمَّا) عَذْتُ : যখন আমি ফিরে এলাম।

(ن) عَوَدًا، عَوْدَةً، مَعَادًا : ফিরে আসা।

الْمَلْتَمِسُ (مف) مَد : প্রার্থিত বস্তু।

(اِفْعَال) اِلْتِمَاسًا : কামনা/ প্রার্থনা করা।

أَقْرَبَ (إِسْم تَفْعِيل) مَد - مَد : (قرب - ل - س) : অধিক

নিকবর্তী, এখানে অশেষাকৃত কম সমর।

رَجَعَ (ض) مَد : ফিরিয়ে নেওয়া/ ফিরিয়ে নেওয়া।

النَّفْسِ (ج) أَنْفَاسًا : শ্বাস, নিঃশ্বাস।

وَجَدْتُ : আমি [দেখতে] পেলাম ।

(ض) وَجَدًا، وَجُودًا، وَجْدَانًا : পাওয়া ।

الْجَوُّ : (ج) أَجَوًّا، جَوًّا : উন্মুক্ত পরিবেশ, মুক্ত আকাশ ।

قَدْ خَلَا : খালি/শূন্য হয়ে গেছে, খালি পড়ে আছে ।

(ن) خُلُوًّا، خَلَاءً : খালি হওয়া ।

الشَّيْخُ : (ج) شُبُوحٌ، أَشْبَاحٌ، شَيْخَةٌ، شَيْخَانٌ،

مُشَيْخَةٌ، مُشَيْخَةٌ (ج) مَشَايِخٌ، أَشَايِخٌ :

বয়ঃবৃদ্ধ। উস্তাদ। নেতা। আলিম। মনীষী।

الشَّيْخَةُ : (ج) شَيْخَاتٌ : বয়ঃবৃদ্ধা, বৃদ্ধা মহিলা, বৃড়ি ।

(قَدْ) أَحْفَلًا : তারা দু'জন দ্রুত পালিয়ে গেছে ।

(إِفْعَال) إِحْفَالًا : পালিয়ে যাওয়া ।

اسْتَشْطَطْتُ : আমি অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলাম ।

(اسْتِفْعَال) اسْتِشْطَاطًا : অগ্নিশর্মা হওয়া ।

مَكَّرٌ : প্রতারণা, ধোকা, প্রতারণার প্রতিকার ।

مَكَّرٌ (ن) مَصَد : প্রতারণা করা ।

غَضَبٌ : ক্রোধ, ক্ষোভ ।

فُضَّ (س) مَصَد : ক্রুদ্ধ হওয়া ।

أَرْغَلْتُ : দ্রুত চললাম, দৌড়লাম ।

(إِفْعَال) إِرْغَالًا : দ্রুত চলা ।

أَثَرٌ، بَاقٍ : পর, পেছন ।

فِي أَثَرٍ، أَوْ أَثَرٍ : পরে, পেছনে ।

طَلَبٌ : খোজ, তালাশ, তলব ।

طَلَبٌ (ن) مَصَد : খোজ করা ।

غَمِسَ (نِ) نَسَخًا (مَج-ض) غَمَسًا : ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

غَمِسَ (مَج-ن-ض) قَمَسًا، قَمَرًا : ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে ।

الْمَاءُ (ج) مِيَاهٌ، أَمْوَاهٌ : পানি, সজীবতা, ঔজ্জ্বল্য ।

عَرَجَ (مَج-ض-ن) عَرُوجًا، مَعْرَجًا : ভুলে নেওয়া হয়েছে ।

غَنَانٌ : মেঘমালা ।

غَنَانُ السَّمَاءِ : আকাশের উচ্চতা ।

لَسَاءٌ (ج) سَمَاءَاتٌ، سَمِيٌّ، سَمِيٌّ، أَسْمِيَّةٌ :

আকাশ, আসমান ।

المقامة الثامنة المعرية

অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

এ মাকামায় আদ্যম্মা হারীরা আরবি সাহিত্যের একটি বিশেষ অলঙ্কারের সফল ব্যবহার করেছেন। এতে তিনি একটি সামান্য ঘটনাকে উপলব্ধ করে অনেকগুলো দ্ব্যর্থবোধক বাকা ব্যবহার করেছেন। ঘটনা কেবল এটুকু যে, আবু য়ায়েদ এক যুবককে একটি সুই ব্যবহার করতে দেন। সুইটি ব্যবহার করতে গিয়ে যুবকটি সুইয়ের গোড়া ভেঙ্গে ফেলে। যুবকটি সুইয়ের ক্ষতিপূরণ দানের উদ্দেশ্যে তার একটি সুরমাশলা আবু য়ায়েদের নিকট বন্ধক রাখে। উভয়ে বিষয়টির চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য বিচারকের নিকট গিয়ে উপস্থিত হন। আবু য়ায়েদ বিচারকের নিকট নিজের মকদ্দমাটি এতদূর কিছু বাক্যে উপস্থাপন করেন, যেহেতু থেকে সুইয়ের অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার অমীতদাসীর অর্থও নেওয়া যেতে পারে। উত্তরে যুবকটি যে বক্তব্য প্রদান করে তার বাক্যগুলোও দ্ব্যর্থবোধক। অর্থাৎ, তার বাক্যগুলো থেকে সুরমাশলার অর্থ যেমন গ্রহণ করা যায়, তেমনি একটি অমীতদাসের অর্থও নেওয়া যায়। বিচারক বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝতে না পেরে তাদের বক্তব্য স্পষ্ট করার নির্দেশ দিলে তারা উভয়ে আপন আপন বক্তব্য স্পষ্ট করে পেশ করে। বিচারক তাদের বাগিতায় মুগ্ধ হয়ে তাদেরকে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে বলেন, এটি তোমরা নিজেরা বন্টন করে নিও। আবু য়ায়েদ স্বর্ণমুদ্রাটি হস্তগত করে যুবককে বলল, এ স্বর্ণমুদ্রার অর্ধেকটি বিচারকের অনুগ্রহ হিসেবে আমার প্রাণ্য। আর অবশিষ্ট অর্ধেকটিও আমার বিনষ্ট করে ফেলা সুইয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমারই প্রাণ্য। এ বলে ছেলেটিকে তার সুরমাশলা দিয়ে দিল। এতে যুবক কিছু না পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হয়। তাই বিচারক যুবকটিকে কিছু বুচরো পরমা দিয়ে তার মর্মবেদনার উপশম করেন। তাদের বিদায় নেওয়ার পর বিচারকের মনে হলো যে, এটি সম্ভবত একটি প্রতারণার ঘটনা। তাই বিচারক তাদেরকে পুনরায় ডেকে তাদের প্রকৃত অবস্থা জানতে চান। আবু য়ায়েদ একটি কবিতায় নিজের পরিচয় দেয় যে, আমি ইলম আবু য়ায়েদ। এ হলো আমার ছেলে। এতদূর কৌশল অবলম্বন করে আমি মানুষের নিকট থেকে অর্থ উপার্জন করি। বিচারক তাদেরকে সতর্ক করে দেন যে, ভবিষ্যতে যেন তারা আর কোনো বিচারককে প্রতারিত করার চেষ্টা না করে। আবু য়ায়েদ ভবিষ্যতে এতদূর প্রতারণা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বিদায় নেয়।

www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ الثَّامِنَةُ الْمَعْرِیَّةُ

অষ্টম মাকামা : মা'আররার গল্প

أَخْبَرَ الْحَارِثُ بْنُ مَمَّامٍ : قَالَ : رَأَيْتُ مِنْ
أَعَاجِيبِ الزَّمَانِ ، أَنْ تَقْدَمَ خَصْمَانِ ، إِلَى
قَاضِي مَعْرِةِ الثُّغَمَانِ ، أَحَدُهُمَا قَدْ ذَهَبَ
مِنْهُ الْأَطْيَبَانِ ، وَالْآخَرُ كَأَنَّهُ قَضِيْبُ الْبَانِ .
فَقَالَ الشَّيْخُ - أَيْدُ اللَّهِ الْقَاضِي كَمَا أَيْدُ
بِهِ الْمُتَقَاضِي - إِنَّهُ كَانَ لِي مَمْلُوكَةٌ
رَشِيْقَةُ الْقَدْرِ ، أَسِيْلَةُ الْخَدِّ ، صَبُورٌ عَلَى
الْكَدِّ .

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাখাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন
: আমি কালের এক অত্যাচর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যে,
দুই বাদী-বিবাদী 'মা'আররাতুন নুমান'-এর বিচারকের
কাছে এলো। তাদের একজনের কাছ থেকে দু'টি উত্তম
জিনিস [খাওয়া ও নারী] সম্ভোগের ক্ষমতা] বিদায় নিয়ে
গেছে। আর অপর ব্যক্তি যেন বান বৃক্ষের ডাল [অর্থাৎ,
সুদর্শন]। অতঃপর বৃক্ষ লোকটি বলল, -আল্লাহ তা'আলা
বিচারকের সাহায্য করুন, যেমন তিনি তার দ্বারা
ফরিয়াদীকে সাহায্য করেন- আমার একজন বাদী
রয়েছে, যে সুন্দর দেহবল্লরীর অধিকারিণী, মসৃণ কপোল
বিশিষ্টা এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীলা।

শাব্দিক অনুবাদ : الْأَخْبَرُ الْحَارِثُ بْنُ مَمَّامٍ অষ্টম মাকামা الْمَعْرِیَّةُ মা'আররার গল্প হারিস ইবনে
হাখাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন رَأَيْتُ আমি প্রত্যক্ষ করেছি أَنَّ কালের এক অত্যাচর্য ঘটনা أَنْ تَقْدَمَ
خَصْمَانِ দুই বাদী বিবাদী এলো إِلَى قَاضِي مَعْرِةِ الثُّغَمَانِ মা'আররাতুন নুমান'-এর বিচারকের কাছে أَحَدُهُمَا তাদের
একজনের কাছ থেকে قَدْ ذَهَبَ বিদায় নিয়ে গেছে مِنْهُ الْأَطْيَبَانِ দুটি উত্তম জিনিস [খাওয়া ও নারী] সম্ভোগের ক্ষমতা]
বিদায় নিয়ে গেল। وَالْآخَرُ আর অপর ব্যক্তি كَأَنَّهُ قَضِيْبُ الْبَانِ যেন বান বৃক্ষের ডাল [অর্থাৎ, সুদর্শন]
করুন! الشَّيْخُ - أَيْدُ اللَّهِ الْقَاضِي অতঃপর বৃক্ষ লোকটি বলল, -আল্লাহ তা'আলা বিচারকের সাহায্য
করুন! كَمَا أَيْدُ بِهِ الْمُتَقَاضِي যেমন তিনি তার দ্বারা ফরিয়াদীকে সাহায্য করেন- إِنَّهُ كَانَ لِي মমলুকী
মসৃণ কপোলবিশিষ্টা رَشِيْقَةُ الْقَدْرِ যে সুন্দর দেহবল্লরীর অধিকারিণী, مَسْرُوحَةٌ মসৃণ কপোলবিশিষ্টা
এবং দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীলা: عَلَى الْكَدِّ

শব্দ বিশ্লেষণ

অখবর করলেন [করেন] : أَخْبَرَ :
বর্ণনা করা : (إِنْعَاد) إِخْبَارًا :
আমি প্রত্যক্ষ করেছি : رَأَيْتُ :
দেখা। প্রত্যক্ষ করা : (ف) رَوَيْتُ , رَأَيْتُ :
(ج) أَعَاجِيبُ (و) أَعْجَبُ : অত্যাচর্য বিষয় বা ঘটনা :
الزَّمَانُ (ج) أَرْبَعَةٌ : কাল, যুগ, সময় :
تَقَدَّمَ : অগ্রসর হলো, এলো :

(فَعَل) تَقَدَّمَ : অগ্রসর হওয়া :
حَصَمٌ : (ج) مَضْرُومٌ , خَصَامٌ , أَصْحَامٌ : প্রতিপক্ষ, বিরোধী :
أَنْتَ خَصْمَانِ (و) خَصَمٌ : দুই প্রতিপক্ষ, বাদী-বিবাদী :
قَاضِي (ج) قُضَاءٌ : বিচারক :
مَعْرِةِ الثُّغَمَانِ : শামের একটি শহরের নাম :
أَحَدُهُمَا (مَضَانٍ وَمَضَانِ إِلَيْهِ) : তাদের একজন :
(قَدْ) ذَهَبَ (ف) ذَهَابًا : চলে গেছে, বিদায় নিয়ে গেছে :

تَحَبُّ أَحْيَانًا كَالنَّهْدِ، وَتَرْقُدُ أَطْوَارًا فِي
النَّهْدِ، وَتَجِدُ فِي تَمُوزَ مَسَّ الْبَرْدِ، ذَاتُ
عَقْلٍ وَ عَيْنَانِ، وَحَيْدٍ وَ سِنَانٍ، وَكَفِّ بِسْنَانٍ،
وَقَمٍ يَلَا أَسْنَانٍ، تَلْدَغُ يِلْسَانٍ تَضَنَّاوِ، وَتَرْقُلُ
فِي ذَيْلٍ قَضَاوِ، وَتُجَلِي فِي سَوَادٍ وَ بَيَاضِ،

অনুবাদ : সে কখনও সুন্দর সূঠাম অশ্বের মতো
দৌড়ায়, আর কখনও দোলনায় নিদ্ৰা যায়, সে তাম্বুয়
[মুতাবিক জুলাই] মাসে শৈত্যের স্পর্শ পায়, সে হলো
বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ও লাগামপরা, ধার ও ফলা বিশিষ্ট,
অঙ্গুলিসহ হস্ততালু ও দন্তহীন মুখের অধিকারিণী সে
সঞ্চলিত মুখে দংশন করে এবং প্রশস্ত আঁচলে দৌড়ে
বেড়ায়। সে কালো ও সাদা পোশাকে প্রকাশিত হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : تَحَبُّ সে দৌড়ায় أَحْيَانًا কখনও سُوْثَام অশ্বের মতো تَرْقُدُ আর নিদ্ৰা যায় أَطْوَارًا কখনও فِي
النَّهْدِ দোলনায় تَجِدُ সে পায় فِي تَمُوزَ তাম্বুয় [জুলাই] মাসে مَسَّ الشَّيْطَانِ শৈত্যের স্পর্শ পায়, সে হলো
عَقْلٍ লাগামপরা وَ عَيْنَانِ হস্ত-তালু بِسْنَانٍ অঙ্গুলিসহ وَكَفِّ দন্তহীন মুখের অধিকারিণী
وَقَمٍ يَلَا أَسْنَانٍ সে দংশন করে تَضَنَّاوِ সঞ্চলিত মুখে تَرْقُلُ এবং দৌড়ে বেড়ায় قَضَاوِ প্রশস্ত
আঁচলে وَتُجَلِي সে প্রকাশিত হয় فِي سَوَادٍ وَ بَيَاضِ কালো ও সাদা পোশাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَحَبُّ : সে দৌড়ায়।
(ن) حَبَّ، حَبَّ : দৌড়ানো।
(ج) أَحْيَانًا : (র) حِينَ : কখনো, কোনো সময়।
النَّهْدُ : (ج) نَهْدٌ : সুন্দর সূঠাম অশ্ব।
تَرْقُدُ : সে নিদ্ৰা যায়।
(ن) رَقْدًا، رُقُودًا، رُقَادًا : নিদ্ৰা যাওয়া।
(ج) أَطْوَارًا : (র) طَوْرٌ : কখনও, কোনো সময়।
النَّهْدُ : (ج) نَهْدٌ : দোলনা।
تَجِدُ : সে পায়।
(ض) جَدًا، وَجُودًا، وَجْدًا : পাওয়া।
تَمُوزُ : তমুজ : জুজী মাসের নাম [মুতাবিক জুলাই]।
مَسَّ : স্পর্শ।
بِسْنَانٍ : স্পর্শ করা।
عَيْنَانِ : ঠাণ্ডা, শৈত্য, সর্দি।
كَفِّ : (ج) كَفٌّ : বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন।
(ج) عَيْنَانِ : (ج) عَيْنَانِ : লাগাম পরা।
(ج) حَيْدٍ : ধারযুক্ত, ধার বিশিষ্ট।
(ج) سِنَانٍ : (ج) سِنَانٍ : ফলাযুক্ত, ফলা বিশিষ্ট।
(ج) كَفِّ : (ج) كَفٌّ : হস্ততালু বিশিষ্ট।
بِسْنَانٍ : অঙ্গুলি, আঙুলের জোড়া বা মাথা।

قَمٍ : (ج) قَمٍ : মুখাবয় বিশিষ্ট।
أَسْنَانٍ : (ج) أَسْنَانٍ : দন্ত, দাঁত।
تَلْدَغُ : সে দংশন করে।
(ن) لَدَغًا : দংশন করা।
يِلْسَانٍ : (ج) يِلْسَانٍ : জিহ্বা, মুখ, ভাষা।
تَضَنَّاوِ : সঞ্চলিত জিহ্বাবিশিষ্ট সর্প বা তার মুখ।
تَرْقُلُ : সে আঁচল টেনে চলে। দৌড়ে বেড়ায়।
(ن) رَقْلًا، رُقْلًا، رُقْلًا : আঁচল টেনে চলা। দৌড়ে বেড়ানো।
ذَيْلٍ : (ج) ذَيْلٍ : আঁচল, শেয়াংশ, পরিশিষ্ট।
قَضَاوِ : প্রশস্ত কাপড়, প্রশস্ত বস্ত্র।
تُجَلِي : (مع) ن : প্রকাশ করা হয়, প্রকাশিত হয়।
سَوَادٍ : (ج) أَسْوَدَ : কালো, অধিষ্ণু।
بَيَاضٍ : (ج) أَسْوَدَ : সাদা, দুধ, সাদা বস্ত্র।

ব্যাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : تَرْقُدُ أَطْوَارًا فِي تَجِدُ فِي تَمُوزَ مَسَّ الْبَرْدِ :
تَمُوزُ : তমুজ : জুজী মাসের নাম [মুতাবিক জুলাই]।
এটা أَطْوَارًا :
একটি تَجِدُ :
مَسَّ : ফেয়েলের
تَجِدُ :
مَسَّ : ফেয়েলের
تَجِدُ :
مَسَّ : ফেয়েলের

وَتَسْقَى وَلَكِنْ مِنْ غَيْرِ حَيَاضٍ، نَاصِحَةٌ
خُدْعَةٌ، خُبَاءَةٌ طُلْعَةٌ مَطْبُوعَةٌ عَلَى
الْمَنْفَعَةِ، وَمِطْوَاعَةٌ فِي الضَّيْقِ وَالسَّعَةِ،
إِذَا قَطَعْتَ وَصَلْتَ، وَمَتَى فَصَلَّتْهَا عِنْدَكَ
إِنْ فَصَلْتَ، وَطَالَمَا خُدَمْتُكَ فَجَمَلْتَ، وَ
رُبَّمَا جَنَّتْ عَلَيْكَ فَالَمْتَ وَمَلَمْتَ، وَإِنَّ هَذَا
الْفَتَى اسْتَخْدَمْنِيهَا لِفَرَضٍ، فَأَخْدَمْتَهُ
إِيَّاهَا بِلاَ عَوَاضٍ، عَلَى أَنْ تَجْعَلَنِي نَفْعَهَا،
وَلَا يُكَلِّفُهَا إِلَّا وَسْعَهَا .

অনুবাদ : তাকে পানি পান করানো হয়, কিন্তু চৌবাচ্চা থেকে নয়। সে হলো হিতকামিনী, প্রতারণা গোপনীয়তাপ্রবণা অধিক বিকাশপ্রিয়। উপকল্পিত নিবেদিতপ্রাণা, সংকট ও স্বচ্ছলতায় অনুগত। যখন তুমি (কোন কিছু) কর্তন কর তখন সে জড়িয়ে দেয়, আর যখন তুমি তাকে তোমার থেকে পৃথক করে দাও তখন সে পৃথক হয়ে যায়। অনেক সময় সে তোমার খেদমত করে তখন সে সুচারুরূপে খেদমত আঞ্জাম দেয়। অন্য কখনো সে তোমার কাছে অপরাধ করে বসে, ফলে সে কষ্ট দেয় এবং অস্থির করে তোলে। এই যুবক কোনো প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য বান্দীটি আমার কাছে চাইল। তাই আমি তাকে বিনিময় ব্যতিরেকে বান্দীটি খেদমতের জন্য দিলাম; এই শর্তে যে, সে উক্ত বান্দী থেকে উপকৃত হবে এবং তাকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেবে না।

শাব্দিক অনুবাদ : تَسْقَى তাকে পানি পান করানো হয় وَلَكِنْ কিন্তু نَاصِحَةٌ চৌবাচ্চা থেকে নয় خُدْعَةٌ প্রতারণা خُبَاءَةٌ গোপনীয়তাপ্রবণা طُلْعَةٌ অধিক বিকাশপ্রিয়ا مَطْبُوعَةٌ নিবেদিত প্রাণ الْمَنْفَعَةِ উপকল্পিতای وَمِطْوَاعَةٌ অনুগত فِي الضَّيْقِ সংকট ও السَّعَةِ স্বচ্ছলতায় إِذَا قَطَعْتَ তুমি কর্তন কর وَصَلْتَ সে জড়িয়ে দেয় وَمَتَى আর যখন فَصَلَّتْهَا তুমি তাকে পৃথক করে দাও عِنْدَكَ তোমার থেকে فَجَمَلْتَ তখন সে পৃথক হয়ে যায় وَطَالَمَا অনেক সময় خُدَمْتُكَ সে তোমার খেদমত করে فَجَمَلْتَ তখন সে সুচারুরূপে খেদমত আঞ্জাম দেয় رُبَّمَا অনক সময় جَنَّتْ عَلَيْكَ আর কখনো সে তোমার কাছে অপরাধ করে বসে وَمَلَمْتَ ফলে সে কষ্ট দেয় وَجَعَلَنِي তুমি তাকে পৃথক করে দাও نَفْعَهَا কোনো প্রয়োজনে اسْتَخْدَمْنِيهَا বান্দীটি আমার কাছে ব্যবহারের জন্য চাইল بِلاَ عَوَاضٍ কোনো প্রয়োজনে عَوَاضٍ বিনিময় تَجْعَلَنِي ব্যতিরেকে نَفْعَهَا সে উপকৃত হবে وَإِنَّ هَذَا এই যুবক يُكَلِّفُهَا তাকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেবে না।

শব্দ বিশ্লেষণ

পানি পান করানো হয়। : تَسْقَى (ض, نَسَبًا) :
কিন্তু, তবে। : وَلَكِنْ (حَرْفُ الْإِسْتِدْرَاكِ) :
(ج) حَيَاضٌ, أَحْوَاضٌ, حَيْضَانٌ (و, أَحْوَضٌ) :
চৌবাচ্চা, হাউজ। :
হিতকামিনী। : نَاصِحَةٌ (ف, نَصَحَ) :
কল্যাণকামিনী। :
অতিশয় প্রতারণী। : خُدْعَةٌ (م, خَدَعَ) :
অতি গোপনীয়তা প্রবণা। : خُبَاءَةٌ (م, خَبَأَ) :
অতি বিকাশপ্রিয়। : طُلْعَةٌ (م, طَلَعَ) :
নিবেদিতপ্রাণা, প্রস্তুত। : مَطْبُوعَةٌ (م, مَطَّعَ) :

(أ) طَبِئًا :
প্রস্তুত করা। :
উপকারিতা, উপকারী বস্তু। : الْمَنْفَعَةُ (ج, مَنَعَ) :
বিশেষ অনুগত, -তা। : وَمِطْوَاعَةٌ (م, مَطَّعَ) :
সংকট, অভাব। : فِي الضَّيْقِ :
সংকীর্ণ হওয়া। : وَمِطْوَاعَةٌ (ض, مَطَّعَ) :
প্রশস্ততা, স্বচ্ছলতা। : السَّعَةِ :
প্রশস্ত হওয়া। : وَطَالَمَا (س, مَطَّعَ) :
[যখন] তুমি কর্তন কর। : إِذَا قَطَعْتَ :
কর্তন করা। : (أ) قَطَعًا :

অনুবাদ : সুতরাং সে তার ভেতরে তার সখল প্রাণ করাল এবং দীর্ঘ সময় তার দ্বারা উপকৃত হলে অতঃপর সে আমাকে বাঁদীটি ফেরত দিল; এমতাবস্থায় যে, সে বাঁদীটির দু'দ্বার এক করে ফেলেছে। সে তা বিনিময়ে এটুকু মূল্য দিয়েছে, যাতে আমি সমুদ্র নই উত্তরে যুবক বলল, বৃদ্ধ লোকটি কিন্তু বন কপোতের চেয়ে অধিক সত্যবাদী। তবে দু'দ্বার একত্র করার বিঘটি ভুলবশত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি যা নষ্ট করেছি তা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তার কাছে আমি আমার একটি গোশাল বন্ধক দিয়েছি, যার দু'দিক সমান এবং কর্মকার গোরুর সাথে সম্পর্কযুক্ত, ময়লা ও কলঙ্ক থেকে পরিষ্কন্ন। তার স্থান চোখের পতলের নিকটবর্তী।

[illegible]

শব্দ বিশ্লেষণ

ব্যয় করেছে, বিনিময়ে দিয়েছে। : بَذَلَ

(৯) **بَذَلْ - عَنْهَا :** বায় করা। বিনিময় দেওয়া।

مَبْنِيَّةٌ : (ج) قِيمٌ : मूल्य, दाम, मूल्यमान ।

لا أرضی : আমি সন্তুষ্ট নই।

সবুট ইওয়া : رِضْوَانًا رِضْوَى

الْعِدَّةُ : (ج) أَحَدَاتٌ ، حُدُثَانٌ : যুবক, কিশোর।

النَّبِيْعُ : (ج) شَيْوخٌ، أَشْيَاحٌ، مَشِيخَةٌ، مَشِيخَةٌ :

বয়ঃবৃদ্ধ, উস্তাদ, নেতা, মনীষী ।

أصدق (إسم تفضيل، مذ) : अधिक सत्यवादी ।

(۲) **صَدَقًا** : : সত্যব বলা ।

(ج) قَطَا، قَطْرَاتٌ، قَطْبَانٌ، (و) الْقَطَاةُ : কবুতরের মতো

এক প্রকার পাখি। বন কপোত।

প্রশস্ত করা, দু'বার এক করা। : الْأَفْضَاُ (إِفْعَال) مَم :

আকস্মিকভাবে হয়ে গেছে : فَرَطَ (ن) فَرُوطًا :

خَطَا (س) مصد (مُخَفِّدٌ مِنْ خَطَا) : ذুল করা।

خطا : ذول

(قَدْ رَهَنْتُ : আমি বন্ধক দিয়েছি।

(ف) رَفْنَا : দেওয়া । বন্ধক

أَرْشُ (ج) أَرْشٌ : दियत, कतिपूरण :

ক্ষতি করেছি, নষ্ট করেছি : أَرْمَنْتُ :

(إِنْعَال) إِنِهَانَا : नष्ट कर। नष्ट कर।

গোলাম, ভৃত্য, ক্রীতদাস। : مَمْلُوكٌ (مف. مذ. موص. مِمْلَك-ض)

مُنَاسِبٌ (فا. مذ) : সমান, সমপর্যায়ভুক্ত।

(تَفَاعُلٌ) تَنَاسُبًا : সমান হওয়া ।

(نٹ) طَرْفَيْنِ، (و) طَرْفٌ، (ج) أَطْرَافٌ : دیک، پارِش،

কেনারা, শেষ সীমা।

مُنَسَّبٌ (فا، مذ) : सम्पर्कशुद्ध, सम्पृक्त ।

ভূতা । কর্মকার । কারিগর । : الْقَيْنُ : (ج) قَيَانٌ، قُيُونٌ، أَقْيَانٌ :

نَقِيٌّ : (صف، مذ) (ج) نِقَاءٌ، أَنْقِبَاءٌ نَقَرَاءٌ : পরিষ্কার

(س) نَقَارَةٌ : इशारा । परिच्छेद

الَّذِينَ : (ج) أَدْرَانُ : بھلا

الَّذِينَ (س) مص : । यज्ञना इत्या ।

कलङ्कः । : اَللَّيْنِ

الْبَيْنُ (ض) م : ۱۔

بِقَارُنْ : मिलित इय, निकटेदडी इय ।

(مُفَاعَلَةٌ) مُفَارِنَةٌ، قِرَانًا : मिलित हुआ ।

অবতরণস্থল, জায়গা। : مَعَالٍ (ج) :

সোদ : (ج) أُسْرِدَ, (جج) أُسْرِدَ : কালো, অস্তিত্ব

চোখ, সত্তা, ব্যক্তি, স্বর্ণরূপ : : أَلْعَيْنُ : (ج) عَيْنُونُ، أَعْيُنُ

সোবের পুতুল, কালো অংশ। : سَوَادُ الْعَيْنِ

বাক্য বিশ্লেষণ

قَرْنُهُ : أَمَّا الشَّيْخُ فَأَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا :

এখানে মূল ইবারত ছিল **مِنْهَا يَكُونُ مِنْ نَارٍ فَالْشَّيْخُ**

يَكُنْ إِسْمًا إِسْمًا أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا

ফেয়েলে তাম **مِنْ** অতিরিক্ত **شَىْ** ফায়েলে **يَكُنْ** অন্তঃপর

أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا مُبْتَادَا التَّبَعِ أَرْطُ هَیْ

খবর : সুবতাদা ও খবর মিলে : جَزَاءُ

বাল্যগাত

قَوْلُهُ : فَأَوَّلُ مَا فِيهِ مَتَاعُهُ :

এখানে **إِنِّيعَارَةٌ مُصَرَّحَةٌ** পাওয়া গেছে। কেননা এখানে

দেওয়া تَنْبِيْهِ -এর সাথে مَتَاع কে خَبْر বা ذکر

হয়েছে। অতএব **سُبُّ** উল্লিখিত এবং **سُبُّ** মাহযুফ

রয়েছে। অভাব এখানে **إِسْتِعَارَةٌ مُضَرَّحَةٌ** হয়েছে।

يُنْفِئُ الْإِحْسَانَ، وَنُنْشِئُ الْإِسْتِحْسَانَ،
وَيُعْزِي الْإِنْسَانَ، وَيَتَحَامَى اللِّسَانَ، إِنْ سُوِّدَ
جَادٌ، وَإِنْ وَسَمَ أَجَادٌ، وَإِذَا زُوِّدَ وَهَبَ الزَّادُ،
وَمَتَى اسْتُرْزِدَ زَادٌ، لَا يَسْتَقِرُّ بِمَفْئِيٍّ،
وَقَلَّمَا يَنْكِحُ إِلَّا مَفْئِيٍّ، يَسْخُو بِمَوْجُوْدِهِ،
وَيَسْمُو عِنْدَ جُوْدِهِ، وَيَنْقَادُ مَعَ قَرْنَيْهِ، وَإِنْ
لَمْ تَكُنْ مِنْ طِينَتِهِ .

অনুবাদ : সে অনুগ্রহ ছড়ায় এবং সৌন্দর্যজ্ঞান সৃষ্টি করে।
সে চোখের পুতুলকে আহার দান করে এবং মুখ থেকে
দূরে থাকে, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া হলে [তিনি মফ
কালো করা হলে] সে বখশিশ করে এবং যখন সে রেখা
টানে তখন সে সুন্দর রেখা টানে। যখন তাকে পাথেয়
সরবরাহ করা হয়, তখন সে পাথেয় বিলিয়ে দেয়। যখন
তার কাছে অধিক চাওয়া হয়, তখন সে বৃদ্ধি করে দেয়।
সে এক গৃহে স্থির থাকে না। সে দুই দুই জন ব্যক্তির
খুব কমই বিবাহ করে। সে তার কাছে থাকা সম্পদ দান
করে এবং দানের সময় সে উন্নত হয়ে যায়। সে তার
স্ত্রীর অনুগত থাকে, যদিও তার স্ত্রী তার স্বজাতি নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : يُنْفِئُ الْإِحْسَانَ সে অনুগ্রহ ছড়ায় এবং সৌন্দর্যজ্ঞান সৃষ্টি করে وَيُنْشِئُ الْإِسْتِحْسَانَ মুখ থেকে দূরে থাকে إِنْ سُوِّدَ তাকে নেতৃত্ব দেওয়া হলে وَيُعْزِي الْإِنْسَانَ সে রেখা টানে وَإِنْ وَسَمَ أَجَادٌ সে সুন্দর রেখা টানে وَإِذَا زُوِّدَ وَهَبَ الزَّادُ যখন তাকে পাথেয় সরবরাহ করা হয় وَمَتَى اسْتُرْزِدَ زَادٌ তখন সে বৃদ্ধি করে لَا يَسْتَقِرُّ بِمَفْئِيٍّ সে স্থির থাকে না يَنْكِحُ إِلَّا مَفْئِيٍّ এক ঘরে সে খুব কমই বিবাহ করে يَسْخُو بِمَوْجُوْدِهِ দুই দুই জন ব্যক্তির সাথে সে দান করে وَيَسْمُو عِنْدَ جُوْدِهِ দানের সময় সে উন্নত হয়ে যায় وَيَنْقَادُ مَعَ قَرْنَيْهِ সে তার স্ত্রীর অনুগত থাকে وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ طِينَتِهِ যদিও তার স্ত্রী তার স্বজাতি নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

يُنْفِئُ : সে ছড়ায়, প্রসার করে।

(إِفْعَال) : إِفْعَالٌ : ছড়ানো, প্রসার করা।

الْإِحْسَانُ : অনুগ্রহ।

الْإِحْسَانُ (إِفْعَال) : মদ : সুন্দর করা, অনুগ্রহ করা।

يُنْشِئُ : সে সৃষ্টি করে।

(إِفْعَال) : إِنْشَاءٌ : সৃষ্টি করা।

الْإِسْتِحْسَانُ : সৌন্দর্যজ্ঞান।

الْإِسْتِحْسَانُ (إِسْتِفْعَال) : মদ : সুন্দর মনে করা।

يُعْزِي : সে আহার দান করে।

(إِفْعَال) : إِغْذَاءٌ : আহার দেওয়া।

الْإِنْسَانُ : (ج) أَنَايُ، أَنَايِيَّة، أَنَايُ : মানুষ, চোখের পুতুল।

يَتَحَامَى : বেঁচে থাকে, দূরে থাকে।

(تَفَاعُل) : تَعَامِيًا : দূরে থাকা।

اللِّسَانُ : (ج) أَلْسَنٌ، أَلْسِنَةٌ، لُسُنٌ، لِسَانَاتٌ : জাতি, জিহ্বা, মুখ।

(إِنْ) : سُوِّدَ (مع، تَفْعِيل) : تَسْوِيْدٌ : (যদি) তাকে নেতা।

বানিয়ে দেওয়া হয়, (যদি) তাকে কালো করা হয়।

جَادٌ (ن) جُوْدٌ - عَلَيْهِ : সে বখশিশ করে।

(إِنْ) : وَسَمَ : (যদি) সে রেখা টানে চিহ্নিত করে।

(إِ) : سَمًا، سَمَةً : চিহ্নিত করা।

أَجَادٌ : সে সুন্দরভাবে করে, ভালোভাবে করে।

(إِنْفَاع) : إِجَادَةٌ : সুন্দরভাবে করা।

وَإِذَا زُوِّدَ (مع، تَفْعِيل) : تَزْوِيْدٌ : (যখন) তাকে পাথেয়

দেওয়া হয়।

وَهَبَ : সে দিয়ে দেয়, বিলিয়ে দেয়।

(إِ) : وَهَبًا، هَبَةً : বিলিয়ে দেওয়া।

الزَّادُ : (ج) أَزْوَدٌ، أَزْوَادٌ : পাথেয়, সফরের সঞ্চাল।

[যখন] তার কাছে অধিক চাওয়া হয় : (مَتَى) اُسْتَزِيدَ (مع) :

অধিক চাওয়া : (اِسْتِزَادَ) اِسْتِزَادَ :

সে বৃদ্ধি করে দেয় : (زَادَ) زَادَ (ض) زِيَادَةً , زَيْدًا :

সে স্থির থাকে না : (لَا يَسْتَقِرُّ) لَا يَسْتَقِرُّ :

স্থির থাকা : (اِسْتَقَرَّ) اِسْتَقَرَّ (ض) :

বাড়ি, মনখিল : (مَفَنَّى) (ج) مَفَانٍ (مَادَهُ : غَنَّى) :

قَلَمًا (قَلَّ : فَعَلَ مَا ض-ض. بَعْدَهُ مَا مَصْدَرُهُ أَوْ كَافَةٌ) :

কমই হয়।

সে বিবাহ করে : (يَنْكِحُ) يَنْكِحُ :

বিবাহ করা : (نَكَحَ) نَكَحًا (ض) :

দুই দুই : (مَشْنَى وَمَشْنَى) مَشْنَى :

আয়াত : (أَلْمَشْنَى) (ج) مَشَانِي :

সে দান করে, দানশীল হয় : (يَسْخُو) يَسْخُو :

দান করা : (سَخَا) سَخَا (ض) :

মوجود (مَوْجُودٌ (مَوْجُودٌ (مَوْجُودٌ (ض) : (مَوْجُودٌ (ض) : (مَوْجُودٌ (ض) :

সে উন্নত হয়, -হয়ে যায়, বৃদ্ধ হয় : (يَسْمُو) يَسْمُو :

(ن) سُمُّ : (سُمُّ) سُمُّ (ض) : (سُمُّ) سُمُّ (ض) :

জুদ : (جُودٌ) جُودٌ (ض) :

জুদ করা : (جُودٌ) جُودٌ (ض) :

সে অনুগত হয়, - থাকে : (بَنَقَادَ) (اِنْفَعَالَ) اِنْفَعَادًا :

কুরিনে : (قُرَيْنَةً) (ج) قُرَيْنٍ : (قُرَيْنَةٍ) قُرَيْنَةٍ (ض) :

[যদিও] সে নয় : (وَأِنْ) لَمْ تَكُنْ :

পটিনে : (طِينَةً) طِينَةً (ض) :

বালাগাত

قَوْلُهُ : بُغِذِيَ الْإِنْسَانُ :

এখানে চোখের পতলকে পেটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এখানে بِغِذِيَ উপলব্ধি এবং مُشَبَّহে মাহযুফ রয়েছে।

সুতরাং এখানে اِسْتِعَارَةٌ مُكْنِيَّةٌ হয়েছে। পেটের জন্য

اِسْتِعَارَةٌ تَخْيِيلِيَّةٌ -এর মধ্যে بُغِذِيَ লাজেম আছে।

পাওয়া গেল।

وَسْتَمْتَعَ بِزِينَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُطْمَعْ فِي
لِينَتِهِ، فَقَالَ لَهُمَا الْقَاضِي : إِمَّا أَنْ تُبَيِّنَا
وَالَا فَبَيْنَا، فَايْتَدَّرَ الْغَلَامُ، وَقَالَ :
أَعَارِنِي إِبْرَةَ لَارُفُو أَطْمَارًا *
عَفَاها الْبَلَى وَسَوَدَهَا
فَانْخَرَمَتْ فِي يَدِي عَلَى خَطَا *
مِثْنِي لَمَّا جَذَبْتُ مَقْوَدَهَا
فَلَمْ يَرِ الشَّيْخُ أَنْ يُسَامِحْنِي *
بَارَشْهَ إِذْ رَأَى تَاوُدَهَا
بَلْ قَالَ : هَاتِ إِبْرَةَ تَمَازِلْهَا *
أَوْ قِسْمَةً بَعْدَ أَنْ تَجْوَدَهَا

অনুবাদ : তার সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়, যদিও তার
নম্রতার আশা করা যায় না। তখন বিচারক তাদেরকে
বললেন, হয়তো তোমরা সুস্পষ্ট করে বল, না হয় এখান
থেকে চলে যাও। তখন যুবকটি দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলল :
[কবিতার অনুবাদ-] “সে আমাকে একটি সুই ধার
দিয়েছে, আমার পুরোনো কাপড় রিপু করার জন্য, যাকে
পুরানত্ব জীর্ণ ও ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে। অতঃপর যখন
আমি সেই সুইয়ের সূতা টান দিয়েছি, তখন আমার
অসতর্কতা হেতু আমার হাতে সুইটির গোড়া ভেঙ্গে
গেছে। কিন্তু বৃদ্ধ লোকটি যখন সুইটি ভাঙ্গা দেখল তখন
সে তার ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে আমার প্রতি উদারতা
প্রদর্শন করতে চাইল না; বরং সে বলল, তুমি তার
অনুরূপ একটি সুই নিয়ে এসো, অথবা এর উত্তম
বিনিময় দাও।

শাব্দিক অনুবাদ : উপভোগ করা যায় **وَسْتَمْتَعَ** তার সৌন্দর্য **بِزِينَتِهِ** যদিও আশা করা যায় না **إِنْ لَمْ يُطْمَعْ فِي**
لِينَتِهِ তার নম্রতার **الْقَاضِي** তাদেরকে বললেন **إِمَّا أَنْ تُبَيِّنَا** হয়তো তোমরা সুস্পষ্ট করে বল **وَالَا**
فَبَيْنَا না হয় এখান থেকে চলে যাও **وَقَالَ** তখন যুবকটি দ্রুত অগ্রসর হয়ে বলল **أَعَارِنِي** যে আমাকে ধার
দিয়েছে **إِبْرَةَ** একটি সুই **لَارُفُو** রিপু করার জন্য **أَطْمَارًا** আমার পুরোনো কাপড় **عَفَاها** যাকে জীর্ণ করে দিয়েছে **الْبَلَى**
عَلَى পুরানত্ব **وَسَوَدَهَا** ও ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে **فَانْخَرَمَتْ** অতঃপর সুইটির গোড়া ভেঙ্গে গেছে **فِي يَدِي** আমার হাতে **مِثْنِي**
عَلَى আমার অসতর্কতা হেতু **جَذَبْتُ** যখন আমি টান দিয়েছি **مَقْوَدَهَا** সে সুইয়ের সূতা **الشَّيْخُ** বৃদ্ধ **فَلَمْ يَرِ**
إِذْ লোকটি চাইল না **بَارَشْهَ** তার ক্ষতি পূরণের ব্যাপারে **تَاوُدَهَا** আমার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে **أَوْ قِسْمَةً**
بَعْدَ তুমি নিয়ে এসো **إِبْرَةَ** তার অনুরূপ একটি সুই **تَجْوَدَهَا** অথবা এর উত্তম বিনিময় দাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

উপভোগ করা যায়। : **يُسْتَمْتَعُ** (مَج)

উপভোগ করা। : **اِسْتَمْتَعًا**

সৌন্দর্য, সাজ-সজ্জা, সাজগোজ। : **زِينَةٌ**

[যদিও] লোভ করা যায় না, : **وَإِنْ لَمْ يُطْمَعْ** (مَج)
আশা করা যায় না।

লোভ করা। : **طَمَعًا** (ف)

নম্রতা, কমনীয়তা। : **لِينَةٌ**

লিনে (ض) মস : **لِينَةٌ**

বিচারক, বিচারপতি। : **الْقَاضِي** (ج) قَضَاءً

তোমরা [উভয়ে] স্পষ্ট করে বল। : **تُبَيِّنَا**

স্পষ্ট করা। : **اِنْفَادًا** (ف) اِنْفَادًا

তোমরা [উভয়ে] পৃথক হয়ে যাও। চলে যাও। : **وَالَا**

পৃথক হওয়া। : **بَيْنَنَا** (ض) بَيْنَنَا

সে দ্রুত অগ্রসর হলো। : **اَيْتَدَّرَ**

দ্রুত অগ্রসর হওয়া : (أَفْعَال) اِتَّخَذَ

যুবক, কিশোর, চাকর : (ج) غُلَامٌ, غُلْمَةٌ, غُلْمَةٌ : اَلْغُلَامُ

ক্রীতদাস :

সে ধার দিয়েছে : اَعَارَ

ধার দেওয়া : (اِنْفَعَال) اِعَارَ

সুই : দংশন। চুগলখুরি : (ج) اِبْرَ, اِبَارَ, اِبْرَاتُ

আমার রিপু করার জন্য : اِرْفُو

রিপু করা : সেলাই করা : (ن) رَفُو

পুরানো কাপড়, জীর্ণ বস্ত্র : (و) طَرَمَ

পরিবর্তন করে দিয়েছে, [জীর্ণ করে দিয়েছে] : عَفَا

নষ্ট করে দেওয়া : (ن) عَفَرَا

পুরানত্ব : اَلْيَلَى

পুরানো হওয়া : (س) مَصَدَّ

কালো বা ময়লাযুক্ত করে দিয়েছে : سَوَدَ

কালো বা ময়লাযুক্ত করা : (تَفْعِيل) تَسَوَّدَا

সুইয়ের গোড়া ভেঙ্গে গেছে : اِنْخَرَمَتْ

সুইয়ের গোড়া ভেঙ্গে যাওয়া : (اِنْفَعَال) اِنْخَرَمَا - اَلْاِبْرَةُ

হাত, শক্তি, ক্ষমতা : (ج) اَيْدٍ, (جج) اَيَْادٍ

অসতর্কতা হেতু : اَعْلَى خَطَا

ভুল করা : (س) مَصَدَّ

[যখন] আমি টান দিয়েছি : (لَمَّا) جَدَيْتُ

টান দেওয়া : (ض) حَذَبَ

যে রশি। জন্তুর গলায় বেঁধে : (ج) مَقَارِدُ

টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। সুইয়ের সূতা :

মনস্থ করল না, [চাইল না] : لَمْ يَرِ

মনে করা। ইচ্ছা করা। দেখা : (ف) رَأَى, رُؤْيَةٌ

الشَّيْبُ : (ج) شَبَّعَ, شَبَّعَ, شَبَّعَانِ, شَبَّعَةٌ

বয়ঃবৃদ্ধ। উত্তাদ : (جج) شَبَّعَ, شَبَّعَ

নেতা। আলিম। মনীষী :

উদারতা প্রদর্শন করে, -করবে : يَسَامِعُ

উদারতা প্রদর্শন করা : (نَفَاعِل) تَسَامَعَا

অর্থ : (ج) أَرُوشُ

[যখন] সে দেখল : (ف) رَأَى

বক্তৃতা, বিনষ্ট : تَأَوَّدَ

বক্তৃতা হওয়া : (نَفْعِل) مَصَدَّ

হাত : هَاتِ

সুই : দংশন : (ج) اِبْرَ, اِبَارَ, اِبْرَاتُ

অনুরূপ হয় : تَمَثَّلَ

সমান/ সমরূপ হওয়া : (مَفَاعِلَة) مَثَّلَ

মূল্য, বিনিময় : (ج) قَيْمَ

তুমি উত্তম কর, উৎকৃষ্ট কর : تَجَوَّدَ

উত্তমভাবে করা : (تَفْعِيل) تَجَوَّدَا

وَأَعْتَقَ مَبِيلِي رَهْنًا لَدَيْهِ، وَنَا *
 هَيْكَ بِهَا سَبَّةً، تَزَوَّدَهَا
 فَالْعَيْنُ مَرْهَى لِرَهْنِهِ، وَيَدِي *
 تَقْصُرُ عَنْ أَنْ تَفُكَّ مِرْوَدَهَا
 فَاسْبُرْ يَدَا الشَّرْحِ غَوْرَ مَسْكِنَتِي *
 وَأَرِثْ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ تَعَوَّدَهَا
 فَاقْبَلِ الْقَاضِيَ عَلَى الشَّيْخِ، وَقَالَ: إِيَّاهُ
 يَغْيِرُ تَمَوْنِي، فَقَالَ:
 أَقْسَمْتُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَمَنْ *
 ضَمَّ مِنَ النَّاسِ كَيْنَ خَيْفٍ مَنِي

অনুবাদ : এবং সে তার কাছে আমার একটি সুরমাশলা বন্ধক স্বরূপ আটক রেখেছে। বৃদ্ধ লোকটি যে কলঙ্কজনক পস্থা অবলম্বন করেছে তা আপনাকে তার অন্য কোনো কলঙ্কজনক দোষ খুঁজতে। বারণ করবে। সুতরাং শলাটি বন্ধক থাকায় আমার চক্ষু সুরমাহীনতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। আর সেই শলাটি দায়মুক্ত করতে আমার হস্ত অক্ষম। অতএব আপনি এই বিবরণ থেকে আমার অভাবের তীব্রতা অনুমান করুন এবং যে এরূপ অভাবে অভ্যস্ত নয়, তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করুন।" অতঃপর বিচারক বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিযুক্তী হয়ে বললেন, তুমি অসত্যের প্রলেপ ব্যতিরেকে আমাকে সঠিকভাবে বর্ণনা দাও। তখন সে বলল, [কবিতার অনুবাদ-] আমি পবিত্র হজের স্থানের এবং যে সব হাজীদেরকে মিনার খাইফ নামক স্থান একত্র করেছে তাদের কসম করে বলছি :

শাস্তিক অনুবাদ : وَأَعْتَقَ এবং সে আটক রেখেছে مَبِيلِي আমার একটি সুরমাশলা رَهْنًا বন্ধক لَدَيْهِ তার কাছে هَيْكَ তার আপনাকে বারণ করবে بِهَا سَبَّةً যে কলঙ্কজনক পস্থা تَزَوَّدَهَا বৃদ্ধ লোকটি অবলম্বন করেছে, তা فَالْعَيْنُ সুতরাং [আমার] عَنْ أَنْ تَفُكَّ আমার হস্ত অক্ষম وَيَدِي আমার চক্ষু সুরমাহীনতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত لِرَهْنِهِ শলাকাটি বন্ধক থাকায় تَقْصُرُ আমার হস্ত অক্ষম مِرْوَدَهَا সেই শলাটি দায়মুক্ত করতে فَاسْبُرْ আপনি অনুমান করুন غَوْرَ الشَّرْحِ এই বিবরণ থেকে আমি অতঃপর বিচারক অভিমুখী হলেন عَلَى الشَّيْخِ বৃদ্ধ লোকটির প্রতি وَقَالَ এবং বললেন إِيَّاهُ আমাকে সঠিকভাবে বর্ণনা দাও يَغْيِرُ তমোনি অসত্যের প্রলেপ ব্যতিরেকে فَقَالَ তখন সে বলল أَقْسَمْتُ আমি কসম করে বলছি بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ পবিত্র হজের স্থানের وَمَنْ ضَمَّ এবং যাদের একত্র করেছে তাদের مِنَ النَّاسِ হাজীদের থেকে خَيْفٍ মিনার খাইফ নামক স্থান।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَعْتَقَ : আটক রেখেছে।
 (إِنْتِهَالًا) إِعْتِقًا (মাদে: عَوَقَ) : আটক রাখা।
 مَبِيلٌ : (ج) أَمْبَالٌ، أَمِيلٌ، مَبِيلٌ : সুরমাশলা।
 رَهْنٌ : (ج) رَهَانٌ، رَهْنٌ، رَهْنٌ : বন্ধক।
 رَهْنٌ (ف) مَصْدَرٌ : বন্ধক রাখা।
 لَدَيْهِ : তার নিকটে, তার কাছে।
 لَدَى : নিকটে, কাছে।

(نَاهٍ) نَاهِي (فَا، مَذ) (ج) نُهَاةٌ : বারণকারী, বিরতকারী।
 (ف) نُهَاةٌ - عَنْ كَذَا : বারণ করা। নিষেধ করা।
 سَبَّةٌ : কলঙ্কজনক দোষ। -অভ্যাস। কলঙ্ক। লজ্জা।
 تَزَوَّدَ : পাথেয় গ্রহণ করেছে, [অবলম্বন করেছে]।
 (تَقَصَّرَ) تَزَوَّدَ : পাথেয় গ্রহণ করা।
 أَلْعَيْنُ : (ج) عَيْنٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, নয়ন।

সূরমা ব্যবহার করতে না পারায় ক্ষতিগ্রস্ত : : مَرَهَى (صف، مز) :

সূরমা ব্যবহার করতে না পারায় চোখের : : مَرَهَى - عَيْنُهُ (س) :

ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

হাত, ক্ষমতা, শক্তি, সাহায্য : : يَدٌ (ج) اَيْدٍ (جمع) اَيْدٍ :

অক্ষম হচ্ছে : : تَقْصُرُ (ان) تَقْصُرُوا (ك) تَقْصُرًا : : قَصَارَةٌ :

মুক্ত করতে, নায়মুক্ত করতে : : (أَنْ) تَفْكَ :

মুক্ত করা : : (ان) فَكَأَ : : فَكَأَ :

সূরমাশলা : : مِرْوَدٌ (اسم آلة) (ج) مِرَاوِدُ :

খোঁজ করা। তালাশ করা : : (ان) رَوْدًا، رِيَادًا - الشَّرُّ :

আপনি অনুমান করুন : : اُسْبِرْ :

অনুমান / যাচাই করা : : (ان، ض) سَبَرًا :

এই : : ذَا (اسم إشارة) : : এই :

ব্যাখ্যা, বিবরণ : : الشَّرْحُ (ج) شُرُوحٌ :

ব্যাখ্যা করা : : (ف) مَعَد : :

গভীরতা, গভ্র [তীব্রতা] : : غَوْرٌ :

নিচে নেমে যাওয়া, নিচের দিকে যাওয়া : : غَوْرَ (ان) مَعَد : :

দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, দুর্বলতা : : مَسْكَنَةٌ (ماده، مكن) : :

আপনি শোক/সহানুভূতি প্রকাশ করুন : : اَرْثُ :

শোক প্রকাশ করা : : (ان، ض) رَثِيًّا، رَثًا : :

হয়নি, ছিল না : : لَمْ يَكُنْ (ن) كُنَّا : :

অভ্যন্ত হয়নি, -ছিল না : : لَمْ يَكُنْ تَعَوَّدُ :

অভ্যস্ত হয়েছে : : تَعَوَّدَ :

অভ্যস্ত হওয়া : : (تَفَعَّلَ) تَعَوَّدًا : :

অভিমুখী হলো : : اَقْبَلَ :

অভিমুখী হওয়া : : اِقْبَالَ (افعال) :

বিত্যারক, বিচারপতি : : اَلْقَاضَى (ج) قُضَاءٌ :

আইন (اسم) يَدِلُ لِلْإِسْتِزَادَةِ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ عَمَلٍ مَعْنَوِيٍّ، وَإِذَا تَرَكَهَا كَانَتْ لِلْإِسْتِزَادَةِ مِنْ حَدِيثٍ أَوْ عَمَلٍ مَا :

আরো কিছু বল, কর, -উনাও।

কখনও চূপ করানো বা বারণ করানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

তখন এর অর্থ হয় : : مَضْرُوبٌ কখনও এ অর্থে :

রূপেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় : : لَيْسَ لَهَا تَعَوُّدٌ :

নিকেল করা, অসতের প্রলেপ দেওয়া : : تَعْوِيَهُ (تَفَعَّلَ) مَعَد : :

আমি কসম করেছি, -করে বলছি : : اَفْسَنْتُ :

কসম করা : : اِقْعَالٌ (افعال) :

প্রতীক, নির্দশন, হজের কর্মাদি : : اَلْمَشْعَرُ (ج) مَشَائِرُ :

সম্পাদনের স্থান সমূহ।

অবৈধ, হারাম, পরিহা, সম্মানিত : : اَلْحَرَامُ (ج) حُرْمٌ :

একর করেছে, জড়ো করেছে : : صَمٌ :

একর করা। জড়ো করা : : (ان) صَمًا : :

অন্যায় (ف، مذ) : : اَلْأَنْيَاكُ (ج) نَّيَاكُ :

ইবাদতকারী, হজ সম্পাদনকারী।

ইবাদতকারী হওয়া : : (ان) يَسْكُنُ، نُسُوكًا - الرَّجُلُ :

হজ সম্পাদন করা।

মিনায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম : : خَيْفٌ :

মক্কায় অবস্থিত একটি জায়গার নাম : : مَنًى :

لَوْ سَاعَفْتَنِي الْأَيَّامُ لَمْ تَرَنِي *
 مَرَّتَهَا مِثْلَهُ الَّذِي رَهَنَا
 وَلَا تَهْدَيْتُ ابْتِغَى بَدَلًا *
 مِنْ إِبْرَةٍ غَالَهَا، وَلَا ثَمَنًا
 لِكِنَّ قَوْسَ الْخُطُوبِ تَرْشُقُنِي *
 بِمُضْمِيَّاتٍ مِنْ هَهْنَا، وَهَنَا
 وَخُبْرٍ حَالِي كَخُبْرٍ حَالَتِهِ *
 ضُرًّا، وَوُسْأً، وَغُرْبَةً، وَضَنَى
 قَدْ عَدَلَ الدَّهْرُ بَيْنَنَا فَأَنَا *
 نَظِيرُهُ فِي الشَّقَاءِ، وَهُوَ أَنَا

অনুবাদ : যদি যুগ আমার সহায়তা করত তবে আমি আমাকে দেখতেন না
 আমাকে তার শলাটি বন্ধক রাখতে দেখতেন না, যা সে
 বন্ধক দিয়েছে এবং আমি সেই সুইয়ের বিনিময় চেয়ে
 বেড়াইতাম না, যা সে নষ্ট করেছে এবং মূল্যও চাইতাম
 না। কিন্তু দুঃখ-দুর্দশার ধনুক এদিক-ওদিক থেকে
 আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে। দুঃখ, কষ্ট, মুসফিরত
 ও কায়িক দুর্বলতার দিক থেকে আমার জীবন-ধারার
 অভিজ্ঞতা তার জীবন-ধারার অভিজ্ঞতার মতো। যুগ
 আমাদের মাঝে সুবিচার করেছে। সূত্রাং দুর্ভাগ্যের
 ক্ষেত্রে আমি তার মতো, আর সে আমার মতো।

শাব্দিক অনুবাদ : لَوْ যদি আমার সহায়তা করত যুগ لَمْ তবে আপনি আমাকে দেখতেন না
 مَرَّتَهَا বন্ধক গ্রহণকারী তার শলাটি رَهَنَا যা সে বন্ধক দিয়েছে ابْتِغَى আমি খুঁজে বেড়াইতাম না
 وَلَا বিনিময় مِثْلَهُ সেই সুইয়ের غَالَهَا যা সে নষ্ট করেছে وَثَمَنًا এবং মূল্যও চাইতাম না
 لِكِنَّ কিন্তু قَوْسَ الْخُطُوبِ আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছে تَرْشُقُنِي এদিক-ওদিক থেকে থেকে
 بِمُضْمِيَّاتٍ আমার জীবনধারার অভিজ্ঞতা مِنْ هَهْنَا وَهَنَا তার জীবনধারার অভিজ্ঞতার মতো
 وَخُبْرٍ আমার জীবনধারার অভিজ্ঞতা كَخُبْرٍ আমার জীবনধারার অভিজ্ঞতার মতো
 حَالِي দুঃখ-কষ্ট وَضَنَى দুঃখ-কষ্ট ও দুর্বলতার দিক থেকে قَدْ সুবিচার করেছে
 عَدَلَ যুগ الدَّهْرُ আমাদের মাঝে بَيْنَنَا সূত্রাং
 فَأَنَا দুর্ভাগ্যের ক্ষেত্রে وَهُوَ أَنَا আর সে আমার মতো।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) সাক্ষাৎ : [যদি] সহায়তা করত।

(مُرَّتَهَا) : [সহায়তা করা] : مُسَاعَدَةٌ

(ج) أَيَّامٌ : (و) يَوْمٌ : যুগ, কাল, দিবসসমূহ।

لَمْ تَرَنِي : আপনি দেখতেন না।

(ن) رَأَيْتُ : (و) رَأَيْتُ : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

مَرَّتَهَا : বন্ধক গ্রহণকারী। (ف) مَرَّتَهَا

(اِئْتِمَالٌ) : (ف) مَرَّتَهَا - الشَّقَاءُ : বন্ধক নেওয়া।

— بِالْأَمْرِ : কোনো বিষয়ে আবদ্ধ হওয়া।

مِثْلَهُ : (ج) أَمِيَالٌ : (و) مِثْلَهُ : সুরমাশলা, সুরু কাঠি।

رَهَنَا : (الْأَلْفُ) : (و) رَهَنَا : (و) رَهَنَا : (و) رَهَنَا : (و) রহানা

সে বন্ধক দিয়েছে।

(ا) رَهَنَا : বন্ধক দেওয়া।

لَا تَصْدَيْتُ : আমি পেছনে দৌড়াইতাম না।

(فَعَلْتُ) : (و) تَصَدَيْتُ : পেছনে দৌড়ানো।

ابْتِغَى : আমি চেয়ে, খুঁজছি, খুঁজব।

(اِئْتِمَالٌ) : (و) ابْتِغَى : চাওয়া। অন্তর্ধান করা।

لَا تَصْدَيْتُ : আমি চেয়ে বেড়াইতাম না।

بَدَلًا : (و) بَدَلًا : বদলা, বিনিময়, স্থলাভিষিক্ত।

إِبْرَةٍ : (ج) إِبْرَةٍ : (و) إِبْرَةٍ : সুই। দংশন। চোখলখুরি।

غَالًا : (ن) غَالًا : সে নষ্ট করেছে, ধ্বংস করেছে।

نُسْنٌ : (ج) أَنْسَانٌ : বিক্রিত পণ্যের মূল্য।

বিনিময়।

قَوَسٌ : (ج) قُوسٌ، أَقْوَسُ، رَاسٌ، أَقْوَسُ، أَقْبَسُ :
(ج) الْقَطْرُوبُ، (ر) خَطْبٌ :
অশঙ্কনীর অবস্থা, দূর্ব, দুর্বলা :

تَرْشُقُ :
[তীর] নিক্ষেপ করছে।

(ن) رَشَقًا - يَاشِئُهُم :
তীর নিক্ষেপ করা।

(سِهَامٌ) مَضْمِيَّاتٌ (فَا، ج، مَوْ) :
প্রাণসংহারী [তীর]।

(اِنْعَالٌ) اِصْبَاءٌ - اَلْقَبْدُ :
প্রাণসংহারী তীর নিক্ষেপ করা।

هَهْنًا (اِسْمُ الْاِشَارَةِ لِلْقَرِيبِ لِكِنَّ الْقَرَبِ فِيهِ قَبْلٌ، فَمِنْ
اَوَّلِهِ مَا التَّنْبِيْهُ)

ওদিক।

هَهْنًا (اِسْمُ الْاِشَارَةِ لِلْقَرِيبِ لِكِنَّ الْقَرَبِ فِيهِ اَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُهُ) :
এদিক।

جَبْرٌ :
জ্ঞান, অভিজ্ঞতা।

جَبْرٌ (ن) مَعْدٌ :
কোনো বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া।

حَالٌ : (ج) اَحْوَالٌ، اَحْوَالٌ :
অবস্থা। জীবনধারা। আকৃতি।

حَالَةٌ : (ج) حَالَاتٌ :
অবস্থা। জীবনধারা। আকৃতি।

ضَرٌّ، ضَرٌّ : (ج) اَضْرَارٌ :
ক্ষতি। সংকট। দুরাবস্থা [দুঃখ]।

ضَرٌّ، ضَرَّةٌ (ن) مَعْدٌ :
ক্ষতি করা। দণ্ডগ্রস্ত করা।

بُؤْسٌ : (ج) اَبْوَسٌ :
অতিশয় অতাব, তীব্র সংকট।

بُؤْسٌ (س) مَعْدٌ :
অতি অতাবী হওয়া।

غُرْبَةٌ :
দুঃখ, মুসাফিরত।

غُرْبَةٌ (ن) مَعْدٌ :
মুসাফির হওয়া, প্রাণাসী হওয়া।

ضَعْفٌ :
দুর্বলতা।

ضَعْفٌ (س) مَعْدٌ :
অসুস্থতা হেতু দুর্বল হওয়া।

قَدْ عَدَلَ :
দুবিতার কারণে, ন্যায় বিচার করেছ।

اَصْعَدَ :
দুবিতার কর।

اَلْدَهْرُ : (ج) اَوْهَرُ، اَوْهَرُ :
কাল, যুগ।

يُظَيِّرُ صَفًا، مَدَّ ج : (نُظْرًا) :
মতো, অনুতপ, সদশ।

الشَّقَاءُ :
দুর্ভাগ্য, হতভাগ্য।

اَلشَّقَاءُ (س) مَعْدٌ :
হতভাগ্য/ দুর্ভাগ্য হওয়া।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : لَا تَصْدَبْتُ اِبْنِيَّ بَدَلًا مِنْ اِبْنِيَّ غُلْمًا وَلَا تَصْدَبْتُ

صَبِيرٌ مُنْكَرٌ : তার মধ্যে ফেয়েল : لَا تَصْدَبْتُ

যুলহাল। اِبْنِيَّ ফেয়েল। তার মধ্যে

ফায়েল। اِبْنِيَّ : হরফে জার : مِنْ

ফায়েল। اِبْنِيَّ ফেয়েল, ফায়েল ও সাফউল বিহী মিলে জুমলা হয়ে

জার-এর সিকাত। مِنْ হরফে

জার-এর মাজহুর। হরফে জার ও মাজহুর মুতা'আদিক

হয়েছে : وَ مِنْ هَذَا

ফেয়েল বা শিবহে ফেয়েল তার য়ায়েল ও মুতা'আদিক

সহকারে : بَدَلًا -এর সিকাত।

مِنْ : হরফে জার।

تَاكِدٌ -এর জন্য।

মাজহুর ও মাজহুর আলাইহি মিলে

মাজহুর বিহী : اِبْنِيَّ ফেয়েল তার ফায়েল ও মাজহুর বিহী

নিয়ে জুমলা ফে'লিয়া হয়ে হাল।

لَا هُوَ يَسْتَطِيعُ فَكَ مَرْوَدُ *
 لَمَّا غَدَا فَيَ يَدَىٰ مُرْتَهَنًا
 وَلَا مَجَالِي لِيَصْنِي ذَاتَ يَدَىٰ *
 فِيهِ اتِّسَاعٌ لِلْعَفْوِ حِينَ جَنَىٰ
 فَهَيْهَذَا قِصَّتِي وَقِصَّتُهُ *
 فَانْظُرِ الْبَيْنَا، وَبَيْنَنَا وَلَنَا
 فَلَمَّا وَعَى الْقَاضِي قِصَصَهُمَا، وَتَبَيَّنَ
 خِصَاصَتُهُمَا وَتَخَصُّصَهُمَا، أَبْرَزَ لَهُمَا
 دِينَارًا مِنْ تَحْتِ مُصْلَاهُ، وَقَالَ : أَقْطَعَا بِهِ
 الْخِصَامَ وَأَقْصِلَاهُ.

অনুবাদ : সে তার সুরমাশলাটি ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা
 রাখে না, যখন শলাটি আমার হাতে দায়বদ্ধ হয়েছে
 আর আমার সম্পদ-সংকটের কারণে তাকে ক্ষমা করার
 মতো প্রশস্ততা আমার সামর্থ্যে নেই, যখন সে অপরাধ
 করেছে। এই হলো আমার ও তার কাহিনী। অতএব
 আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন, আমাদের মধ্যে
 সুবিচার করুন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন
 অতঃপর বিচারক যখন তাদের উভয়ের বিবরণ তুলন
 এবং তাদের অভাব ও বিশেষত্বের কথা ভাবলেন তখন
 তিনি তাদের জন্য তাঁর জায়নামাজের নিচ থেকে একটি
 স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন এবং বললেন, এর দ্বারা তোমরা
 তোমাদের ঝামেলা চুকাও এবং এটি তোমরা বন্টন করে
 নাও।

শাব্দিক অনুবাদ : لَا هُوَ يَسْتَطِيعُ : সে ক্ষমতা রাখে না فَكَ তার সুরমা শলাটি ছাড়িয়ে নেওয়ার ক্ষমতা
 শলাটি হয়েছে لَمَّا غَدَا : আমার হাতে দায়বদ্ধ مُرْتَهَنًا আর আমার সামর্থ্যে নেই وَلَا مَجَالِي :
 আমার সম্পদ-সংকটের কারণে তাকে ক্ষমা করার মতো প্রশস্ততা جَنَى যখন সে অপরাধ করেছে
 وَبَيْنَنَا : সুতরাং এই قِصَّتِي وَقِصَّتُهُ তার ও আমার কাহিনী فَانْظُرِ الْبَيْنَا : অতএব আপনি আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন
 আমাদের প্রতি সুবিচার করুন وَلَنَا : এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন الْقَاضِي : অতঃপর বিচারক যখন তুলন
 তাদের উভয়ের বিবরণ وَتَبَيَّنَ : এবং ভাবলেন خِصَاصَتُهُمَا তাদের অভাবের কথা وَتَخَصُّصَهُمَا :
 তাদের বিশেষত্বের কথা أَبْرَزَ لَهُمَا : তখন তিনি তাদের জন্য একটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন مِنْ تَحْتِ مُصْلَاهُ :
 তার জায়নামাজের নিচ থেকে وَقَالَ : এবং বললেন أَقْطَعَا بِهِ الْخِصَامَ : এর দ্বারা তোমাদের ঝামেলা চুকাও
 এবং এটি তোমরা বন্টন করে নাও।

শব্দ বিশ্লেষণ

لَا يَسْتَطِيعُ : (يَحْذَرُ النَّاءُ) : সে ক্ষমতা রাখে না।

(الِئْتِمَالُ) : ক্ষমতা রাখা। সামর্থ্য রাখা।

فَكَ (ন) : মুক্ত করা, ছাড়িয়ে নেওয়া।

مَرْوَدُ (নাম অর্থে) : (ج) : সুরমাশলা।

(لَمَّا) : (ন) : (عَدُوًّا) : (يَعْنِي صَارَ) : [যখন] হয়েছে।

يَدَىٰ : (ج) : (أَيْدٍ) : (ج) : (ج) : হাত। ক্ষমতা। শক্তি। সাহায্য।

مُرْتَهَنٌ (مَفْذُ، مَذْ) : (إِزْنَاهُ) : (إِئْتِمَالُ) : বন্ধকাবদ্ধ, দায়বদ্ধ।

مَجَالٌ (ظَرْفٌ) : (ج) : (جَوْلَانٌ) : দৌড়ের।

জায়গা, ময়দান, মাঠ [সামর্থ্য]।

يَصْنِي : সংকট, অপ্রতুল।

يَصْنِي (ض) : সংকীর্ণ হওয়া।

ذَاتَ الْيَدِ : মালিকানাভুক্ত বস্তু, সম্পদ, মাল।

إِتِّسَاعٌ : প্রশস্ততা।

إِتِّسَاعٌ (إِئْتِمَالٌ) : (مَادَةٌ) : (وَسَمْعٌ) : প্রশস্ত হওয়া।

الْعَفْوُ : ক্ষমা, মার্জনা।

- مُتَعَلِّقٌ ২য়-এর - اُنْظُرْ ফেয়েলে لَنَا জরফ

فَتَلَقَّفَهُ الشَّيْخُ دُونَ الْحَدِّثِ ، وَاسْتَخْلَصَهُ عَلَى وَجْهِ الْجِدِّ لَا الْعَبَثِ ، وَقَالَ لِلْحَدِّثِ : نِصْفُهُ لِي بِسَهْمِ مَبْرَتِي ، وَسَهْمُكَ لِي عَنْ أَرْضِ إِبْرَتِي ، وَلَسْتُ عَنِ الْحَقِّ أَمِيلُ ، فَقُمْ وَخُذِ الْمِئِيلَ . فَعَرَا الْحَدِّثُ لَمَّا حَدَّثَ أَكْثَابًا ، وَانْكَفَّرَ عَلَى سَمَائِهِ سَحَابًا ، فَوَجِمَ لَهُ الْفَاضِي ، وَهَيَّجَ أَسْفَهُ عَلَى الدِّينَارِ الْمَاضِي .

অনুবাদ : অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি যুবকের আগেই স্বর্ণমুদ্রাটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিল এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই সেটি হস্তগত করে নিল, মস্তুরার মাধ্যমে নয়। আর সে যুবকটিকে বলল, আমার দানের অংশ হিসাবে স্বর্ণমুদ্রাটির অর্ধেক আমার এবং আমার সুইয়ের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ তোমার অংশটিও আমার। আর আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হই না। অতএব ভূমি উঠ এবং শলাটি নাও। সুতরাং যে ব্যাপারটি ঘটল তাতে যুবকটির অত্যন্ত দুঃখ হলো এবং তার ললাট-আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। এতে বিচারক দুঃখিত হলেন এবং তিনি পূর্ব প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাটির জন্য তার আক্ষেপে নাড়া দিলেন।

শাব্দিক অনুবাদ : فَتَلَقَّفَهُ الشَّيْخُ : অতঃপর বৃদ্ধ লোকটি স্বর্ণমুদ্রাটি ছোঁ মেরে নিয়ে নিল دُونَ الْحَدِّثِ : যুবকের আগেই وَقَالَ لِلْحَدِّثِ : এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই সেটি হস্তগত করে নিল الْعَبَثِ لَا মস্তুরার মাধ্যমে নয় نِصْفُهُ لِي بِسَهْمِ مَبْرَتِي : আমার দানের অংশ হিসাবে وَسَهْمُكَ لِي عَنْ : আমার আমি সত্য অর্ধেক আমার এবং আমার অংশটিও আমার اَرْضِ إِبْرَتِي : আমার সুইয়ের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ وَلَسْتُ عَنِ الْحَقِّ أَمِيلُ : আর আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হই না فَقُمْ : অতএব উঠ وَخُذِ الْمِئِيلَ : এবং শলাটি নাও فَعَرَا الْحَدِّثُ : অতঃপর সে দেখল লَمَّا حَدَّثَ : যখন যুবকটি কথা বলতে থাকে أَكْثَابًا : অত্যন্ত দুঃখ এবং তার ললাট-আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল وَانْكَفَّرَ عَلَى سَمَائِهِ سَحَابًا : এবং তার ললাট-আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল فَوَجِمَ لَهُ الْفَاضِي : এতে বিচারক দুঃখিত হলেন এবং তিনি তার আক্ষেপে নাড়া দিলেন الدِّينَارِ الْمَاضِي : পূর্বপ্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাটির জন্য।

শব্দ বিশ্লেষণ

تَلَقَّفَ : ছোঁ মেরে নিয়ে নিল। দ্রুত নিয়ে নিল।

(فَعَلَّ) تَلَقَّفًا : দ্রুত নিয়ে নেওয়া।

الشَّيْخُ : (জ) شَيْخٌ , أَشْيَاحٌ , شَيْخَةٌ , شَيْخَانٌ : বয়ঃবৃদ্ধ। নেতা। উত্তম।

دُونَ : নিচে। উপরে। পেছনে। সামনে। ব্যতীত। পূর্বে। নিম্নমানের।

الْحَدِّثُ (জ) أَحَدٌ , حَدَّثَانٌ : যুবক, কিশোর।

اسْتَخْلَصَ : হস্তগত করে নিল।

(اسْتَفْعَلَ) اسْتَخْلَصًا : হস্তগত করা।

وَجْهٌ (জ) وَجْهٌ : দিক। ইচ্ছা। নিয়ত।

عَلَى وَجْهِ الْجِدِّ : ইচ্ছাকৃতভাবেই।

الْجِدُّ (ض) ن) مَصْد : চেষ্টা করা, বাস্তবিকভাবে করা।

عَبَثٌ : অনর্থক, অযথা মস্তুরা।

الْعَبَثُ (স) مَصْد : রসিকতা/খেলাধুলা করা।

يُصَفُّ : (জ) أَنْصَابٌ : যে কোনো জিনিসের অর্ধেক।

سَهْمٌ (জ) أَنْهَمُ , سَهْمَةٌ , سَهْمَانٌ : অংশ।

سَهْمٌ (জ) سَهْمٌ : ভীত।

مِئِيلٌ (জ) مِئِيلٌ , مِئِيلَةٌ : দান, সম্ভাবহার।

مِئِيلٌ (ض) مَصْد : আনুগত্য করা, সম্ভাবহার করা।

أَرْضٌ (জ) أَرْضٌ : ক্ষতিপূরণ, দিয়ত।

إِبْرَةٌ (জ) إِبْرَةٌ , إِبْرَاتٌ , إِبْرَارٌ : সুই, দংশন, চোগলখুরি।

لَسْتُ أَمِيلُ (ض) مَيْلًا - عَنْهُ : আমি বিচ্যুত হই না।

لَسْتُ (فَعْلُ نَاقِصٍ) : আমি নই :

حَقٌّ : সত্য, সুবিচার :

الْحَقُّ (ج) حَقُّونٌ : অধিকার :

قُمُ : তুমি উঠ, উঠে যাও :

(ن) قَوْمًا , قِيَامًا : উঠা। দাঁড়ানো :

خَذُ : তুমি নাও, ধর, গ্রহণ কর :

(ن) أَخَذًا : ধরা। গ্রহণ করা :

الْعِمْلُ (ج) أَمْبَالٌ , أَمِيلٌ , مُبْرَلٌ : সুরমাশলা, কাঠি :

عَرَا : সম্মুখীন হলো, সামনে এল :

(ض) عَرَبًا : সামনে আসা :

(مَا) حَدَّثُ : [যা] সংঘটিত হলো, ঘটল :

(ن) حَدَرْتُ : সংঘটিত হওয়া :

اِكْتِنَابٌ (اِفْتِعَالٌ) مَصْد : দুঃখিত/ব্যথিত হওয়া, চিন্তিত হওয়া :

اِكْفَهَرَّ (اِفْعِلَالٌ) اِكْفِهَرَارًا : [মেঘ] ছেয়ে গেল :

سَمَاءٌ : (ج) سَمَاوَاتٌ : আকাশ, উর্ধ্ব জগৎ :

سَعَابٌ : (ج) سُعْبٌ : মেঘ, ঘনঘটা :

وَجَمَ : দুঃখিত হলেন :

(ض) وَجَعًا : দুঃখিত হওয়া :

الْقَاضِي : (ج) قُضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি :

هَيَّجَ : উসকিয়ে দিলেন, নাড়া দিলেন :

(تَفَعُّلٌ) تَهَيَّجًا : উসকিয়ে দেওয়া। নাড়া দেওয়া :

أَسَفٌ : আক্ষেপ :

أَسَفٌ (س) مَصْد : আক্ষেপ করা :

الدِّينَارُ (ج) دَنَائِرٌ : স্বর্ণমুদ্রা, দীনার :

الْعَاضِي (فَا, مَذ) (ج) مَوَاضِي : অতীতকাল :

(ن, ض) مَضُوا, مَضِبًا - الشَّنُّ : অতীত হওয়া :

- مَضُوا - سَبَلَةً وَلِسَبَلِهِ : মৃত্যুবরণ করা :

إِلَّا أَنَّهُ جَبَرَ بَالَ الْفَتَى وَلَبَّالَهُ، يَدْرِيهَاتٍ
رَضَعَ بِهَا لَهُ، وَقَالَ لَهُمَا : اجْتَنِبَا
الْمُعَامَلَاتِ، وَأَدْرَا الْمُخَاصَمَاتِ، وَلَا
تَخْضُرَانِي فِي الْمُحَاكَمَاتِ، فَمَا عِنْدِي
كَيْسُ الْغَرَامَاتِ، فَتَهْضُ مِنْ عِنْدِهِ، فَرَحِينُ
بِرْفِيدِهِ، مُفْصِحِينَ بِحَمْدِهِ، وَالْقَاضِي مَا
يَخْبُو ضَجْرَهُ، مُذْ بَضَّ حَجْرَهُ، وَلَا يَنْصُلُ
كَمْدَهُ، مُذْ رَشَعَ جَلْمَدَهُ.

অনুবাদ : তবে তিনি আরও কয়েকটি খুচরা দিরহাম
যুবকটিকে প্রদান করে তদ্বারা যুবকটির অন্তর ও হৃৎ
মর্মবেদনাকে প্রশমিত করলেন এবং তাদের উভয়কে
বললেন, তোমরা উভয়ে লেন-দেন থেকে বিরত থেকো
এবং ঝগড়াঝাঁটিকে দূরে রেখো। আর তোমরা বিচার
নিয়ে আমার কাছে আসবে না। কেননা আমার কাছে
দণ্ড-গচ্ছার থলে নেই। অতঃপর তারা বিচারকের নিকট
থেকে তার দান নিয়ে আনন্দ চিত্তে তার স্পষ্ট প্রশংসা
করে উঠে গেল। আর বিচারকের প্রস্তর [প্রস্তরের মতো
শক্ত হাত] বিগলিত হওয়ার পরে থেকে তার অস্থিরতা
উপশমিত হচ্ছে না এবং তার পাথর [পাথুরে অন্তর]
প্রবাহিত হওয়ার পর তার দুঃখ দূরীভূত হচ্ছে না।

শাব্দিক অনুবাদ : ১। তবে তিনি প্রশমিত করলেন ২। যুবকটির অন্তর ও তার মর্মবেদনাকে
اجْتَنِبَا কয়েকটি খুচরা দিরহাম যুবকটিকে প্রদান করে ৩। এবং তাদের উভয়কে বললেন ৪।
اجْتَنِبَا তোমরা উভয়ে লেনদেন থেকে বিরত থেকো ৫। الْمُخَاصَمَاتِ এবং ঝগড়াঝাঁটিকে দূরে রেখো ৬।
وَلَا تَخْضُرَانِي فِي الْمُحَاكَمَاتِ আর তোমার বিচার নিয়ে আমার কাছে আসবে না কেননা আমার কাছে নেই ৭।
كَيْسُ الْغَرَامَاتِ অতঃপর তারা বিচারকের নিকট থেকে উঠে গেল ৮। আনন্দচিত্তে ৯। তার দান
নিয়ে ১০। তার স্পষ্ট প্রশংসা করে ১১। الْقَاضِي আর বিচারক ১২। مَا উপশমিত হচ্ছে না ১৩। তার অস্থিরতা
উপশমিত হচ্ছে না এবং তার পাথর [পাথুরে অন্তর] প্রবাহিত হওয়ার পর তার দুঃখ দূরীভূত হচ্ছে না ১৪।
مُذْ رَشَعَ جَلْمَدَهُ তার পাথর [পাথুরে অন্তর] প্রবাহিত হওয়ার পর।

শব্দ বিশ্লেষণ

জবর : প্রশমিত করলেন।

(ন) জবর : প্রশমিত করা।

বাল : অন্তর। অবস্থা। মর্যাদা। খেয়াল।

আল্‌ফতী : (জ) ফতীয়া, ফত্বা, ফত্বা, ফত্বা, ফত্বা।

কিশোর। চাকর। দানশীল।

লব্বাল : (জ) লব্বাল : মর্মবেদনা, মর্মপীড়া।

(মফর) (জ) দুইহাম, (ও) দুইহাম, (ও) দুইহাম।

খুচরা দিরহাম।

রَضَعَ (ض, ر) رَضَعَ - الشَّيْءُ أَوْبَهُ : সামান্য দিল।

اجْتَنِبَا (ت, ج) : তোমরা [উভয়ে] বিরত থেকো।

(انْتِجَالًا) اجْتَنِبَا : বিরত থাকা।

(ج) الْمُعَامَلَاتِ, (و) مُعَامَلَةٌ : লেন-দেন, কাজ-কারবার।

إِدْرَا : দূরে রেখো।

(ف) دَرَا, دَرَاةً : দূরে রাখা।

(ج) الْمُخَاصَمَاتِ, (و) مُخَاصَمَةٌ : ঝগড়াঝাঁটি।

لَا تَخْضُرَانِي (ت, ج) : তোমরা উপস্থিত হবে না, আসবে না।

(ن) خَضُرَا : উপস্থিত হওয়া।

(ج) الْمُحَاكَمَاتِ, (و) مُحَاكَمَةٌ : বিচার-আচার।

مَا عِنْدِي (ما) : নাফি-হন্দ : (ي, ل) لِلْمُتَكَلِّمِ : আমার কাছে নেই।

كَيْسُ : (ج) كَيْسٌ, كَيْسَةٌ : থলে, খুলি।

(ج) الْغَرَامَاتِ, (و) غَرَامَةٌ : দণ্ড, গচ্ছা, ক্ষতি, লোকসান।

تَهَضُّ : উঠে গেল :

(ف) تَهَضُّا، تَهَضُّاً : উঠে যাওয়া :

مِنْ عِنْدِهِ (مِنْ جَارِهِ، عِنْدَ : ০ : ضَيْقٍ مَجْرُورٍ) :

তার নিকট থেকে :

(ث) فَرِحِينَ (فَرِحَانٍ)، (و) فَرِحَ (صَف، مَصَد : فَرَح - س) :

আনন্দিত, আনন্দচিহ্ন :

رَفَدَ : (ج) أَرْفَدَ، رَفَدَ : দান । সাহায্য । বড় পেয়ালা ।

(ث) مُفْصِحِينَ (مُفْصِحَانِ)، (و) مُفْصِحٌ (فَا، مَذ) :

শষ্টভাষী :

(إِنْعَال) إِنْصَاعًا : শষ্টভাবে কথা বলা :

حَمْدٌ : প্রশংসা :

حَمْدٌ (س) مَصَد : প্রশংসা করা :

الْقَاضِي (فَا، مَذ) (ج) قَضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি :

مَا يَغْيَرُ : নিভছে না, উপশমিত হচ্ছে না :

(ن) خَبْرًا خَيْرًا : নির্বাপিত হওয়া :

ضَجَرٌ : অস্থিরতা :

ضَجَرٌ (س) مَصَد : অস্থির হওয়া :

مَذٌّ، وَمَنْذٌ : ... দিন থেকে ... পর থেকে :

بَعْثٌ : প্রবাহিত হয়েছে । পানি যেমেছে ।

(ض) بَعْثٌ، بَعْثٌ : প্রবাহিত হওয়া ।

حَجَرٌ : (ج) أَحْجَارٌ، حَجَارٌ، حَجَارَةٌ، أَحْجَرٌ : শিলা, পাথর, প্রস্তর, উপল [এখানে-প্রস্তরের মতো হাত উদ্দেশ্য] :

لَا يَنْصَلُ : বের হচ্ছে না, দূরীভূত হচ্ছে না :

(ن) نَصَلًا، نَصُولًا : বের হওয়া । দূরীভূত হওয়া :

كَمَدٌ : স্তম্ভ দুঃখ, তীব্র দুঃখবোধ :

كَمَدٌ (س) مَصَد : অত্যন্ত দুঃখিত হওয়া ।

رَشَحَ : পানি ঝরেছে, পানি যেমেছে :

(ف) رَشَحًا، رَشَحَانًا : পানি ঝরা । ঘামানো :

جَلَمَدٌ : (ج) جَلَامِيدٌ -এখানে- : পাথর, শিলা, প্রস্তর, উপল, [এখানে- : পাথরের মতো মন উদ্দেশ্য] :

বালাপাত

قَوْلُهُ : مَذٌّ بَعْثٌ حَجَرٌ :

এখানে তার হস্তকে তুলনা করা হয়েছে পাথরের সাথে

সুতরাং اسْتِعَارَةٌ مُصَرَّمَةٌ হয়েছে :

قَوْلُهُ : مَذٌّ رَشَحٌ جَلَمَدٌ :

এখানে تَنْثِيْبٌ দেওয়া

হয়েছে । অতএব اسْتِعَارَةٌ مُصَرَّمَةٌ হয়েছে ।

حَتَّى إِذَا أَفَاقَ مِنْ غَشِيَّتِهِ، أَقْبَلَ عَلَى غَاشِيَّتِهِ، وَقَالَ : قَدْ أَشْرَبَ حَيِّى، وَتَبَأْنِي حَدْسِي، أَنَّهُمَا صَاحِبَا دَعَا، لَا خَصْمَا إِدْعَاءِ، فَكَفِكَ السَّبِيلُ إِلَى سَبْرِهِمَا، وَاسْتَبْطِ سَبْرِهِمَا؟ فَقَالَ لَهُ نَحْرُورُ زُمْرَتِهِ، وَشَرَارَةُ جَمْرَتِهِ : إِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ اسْتِخْرَاجُ خَبْنِهِمَا، إِلَّا بِهِمَا، فَقَفَاهُمَا عَوْنَا بِرُجْعُهُمَا إِلَيْهِ.

অনুবাদ : অবশেষে যখন তিনি তাঁর অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে প্রকৃতিস্থ হলেন তখন তিনি তাঁর চাকর-বাকর প্রতি অভিমুখী হয়ে বললেন, আমার অনুভূতি বিভ্রান্তি শিকার হয়েছে এবং আমার ধারণা আমাকে অবহিত করেছে যে, এরা দু'জন প্রতারক, প্রকৃত বাদী-বিবাদী নয়। সুতরাং তাদের উভয়কে যাচাই করে দেখার এবং তাদের গোপন তথ্য উদঘাটনের উপায় কি? তখন তাকে তার সভাসদবর্গের মধ্যে বিজ্ঞ ও তার প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুল্য লোকটি বলল, নিশ্চয় তাদের উদ্ধারকে উপস্থিত করা ব্যতীত তাদের তথ্য উদঘাটনকার্য পূর্ণ হতে পারে না। তাই তিনি তাদের পেছনে একজন খাদেম পাঠালেন, যাতে সে তাদের উভয়কে তার কাছে ফিরিয়ে আনে।

শাব্দিক অনুবাদ : حَتَّى إِذَا أَفَاقَ অবশেষে যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন غَشِيَّتِهِ তার অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা থেকে أَقْبَلَ তিনি অভিমুখী হলেন عَلَى غَاشِيَّتِهِ তার চাকর-বাকরের প্রতি وَقَالَ এবং বললেন قَدْ أَشْرَبَ حَيِّى আমার অনুভূতি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে وَتَبَأْنِي حَدْسِي এবং আমার ধারণা আমাকে অবহিত করেছে أَنَّهُمَا صَاحِبَا دَعَا এরা দু'জন প্রতারক إِدْعَاءِ প্রকৃত বাদী-বিবাদী নয় فَكَفِكَ السَّبِيلُ সুতরাং উপায় কি إِلَى سَبْرِهِمَا তাদের উভয়কে যাচাই করে দেখার وَاسْتَبْطِ سَبْرِهِمَا এবং তাদের গোপন তথ্য উদঘাটন فَقَالَ তখন তাকে বলল لَهُ নَحْرُورُ জুমরতের সভাসদবর্গের মধ্যে وَشَرَارَةُ جَمْرَتِهِ তার প্রজ্বলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গতুল্য লোকটি إِنَّهُ لَمْ يَتِمَّ নিশ্চয় পূর্ণ হতে পারে না اسْتِخْرَاجُ তাদের তথ্য উদঘাটনকার্য إِلَّا بِهِمَا তাদের উভয়কে উপস্থিত করা ব্যতীত عَوْنَا তাই তিনি তাদের পেছনে একজন খাদেম পাঠালেন إِلَيْهِ যাতে সে তাদের উভয়কে তার কাছে ফিরিয়ে আনে।

শব্দ বিশ্লেষণ

অবশেষে, অতঃপর, এমন কি, ফলে। : حَتَّى

তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, সচেতন হলেন। : أَفَاقَ

প্রকৃতিস্থ হওয়া, সচেতন হওয়া। : إِفَاقَةً (إِنْفَاعًا)

অপ্রকৃতিস্থতা। : غَشِيَّةٌ

অপ্রকৃতিস্থ হওয়া। : غَشِيَّةٌ (س) মসদ :

অভিমুখী হলেন। : أَقْبَلَ

অভিমুখী হওয়া। : إِقْبَالًا (إِنْفَاعًا)

চাকর-বাকর। অবরপ। মদ্রত। কিয়ামত। : غَوَاشٍ (ج) غَاشِيَّةٌ

বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। : أَشْرَبَ (مَج)

পান করানো। : إِشْرَابًا (إِنْفَاعًا)

অনুভূতি। : حَيِّى

অনুভব করা। : حَيِّى (ض) মসদ :

[আমাকে] অবহিত করেছে। : تَبَأْنِي (ن) :

অবহিত করা। : تَبَأْنِي (ن) : تَبَأْنِي - :

ধারণা, অনুমান। : حَدْسِي

অনুমান বা ধারণা করা। : حَدْسِي (ض) মসদ :

সাহা। : صَحَابٍ (ف) (صَحْبَةٍ) (ج) صَحْبٍ

সাহা। : صَحَابٍ (ف) (صَحْبَةٍ) (ج) صَحْبٍ

বন্ধু। অধিকারী। : دَعَا

চতুরতা, সতর্কতা, প্রতারণা। : دَعَا

<p>চতুর হওয়া : دَهَاءٌ (س) مَصَد :</p> <p>দু'জন প্রতারক : صَاحِبَا دَهَاءٍ :</p> <p>প্রতারক : صَاحِبٌ دَهَاءٍ :</p> <p>প্রতিপক্ষ। বিরোধী : خَصَمٌ : (ج) خُصْمٌ, خَصَامٌ, أَخْصَامٌ :</p> <p>নিজের সাথে সশরীত করা, দাবি করা : ادَّعَاءٌ (اِئْتِمَال) مَصَد :</p> <p>মোকদ্দমার দুই পক্ষ, [প্রকৃত] বাদী-বিবাদী : خَصْمَا ادِّعَاءٍ :</p> <p>কিভাবে, কি পদ্ধতিতে, কি রূপে, কি রকম : كَيْفَ :</p> <p>পথ। পছা : السَّبِيلُ : (ج) سَبِيلٌ, أَسْبَلٌ, أَسْبَلَةٌ, سَبُولٌ :</p> <p>উপায়।</p> <p>অনুমান করা, যাচাই করা : سَبَّرَ (ن. ض) مَصَد :</p> <p>উদঘাটন করা : اسْتِنْبَاطٌ (اِسْتِعْمَال) مَصَد :</p> <p>রহস্য, গোপন তথ্য : سِرٌّ : (ج) أَسْرَارٌ :</p> <p>অভিজ্ঞ। বুদ্ধিমান। জ্ঞানী। বিজ্ঞ : نَعْرِيْرٌ : (ج) نَعَارِيْرٌ :</p> <p>দল, জামাত। বাহিনী। সতাসদবর্গ : زُمْرَةٌ : (ج) زَمَرٌ :</p>	<p>শরীর-কুলিঙ্গ : شَرَارَةٌ. شَرٌّ. شَرَّارٌ :</p> <p>প্রজ্বলিত অগ্নি। জ্বলন্ত অঙ্গার : جَمْرَةٌ : (ج) جُمُرٌ :</p> <p>পূর্ণ হয় নি, [-হবে না, -হতে পারে না] : لَمْ يَتِمَّ : (ا) :</p> <p>পূর্ণ হওয়া : نَسَأَ. نَسَاءٌ. نِسَامَةٌ :</p> <p>বেঁধে রাখা, উদঘাটন করা : اسْتِخْرَاجٌ (اِسْتِعْمَال) مَصَد :</p> <p>গোপন বিষয়, গোপন তথ্য : خَبْرٌ :</p> <p>লুকানো : خَبَأَ (ف) مَصَد :</p> <p>পেছনে পাঠালেন : قَفَا :</p> <p>কাউকে কারও পেছনে পাঠানো : (فَعِيل) تَنْفِيَةٌ - أَوْ يَه :</p> <p>বান্দেম : عَوْنٌ (لِلْمُنْفَرِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ) :</p> <p>সাহায্যকারী।</p> <p>ফিরিয়ে আনেন : يَرْجِعُ :</p> <p>ফিরিয়ে আনা : اِرْجَاعًا (اِنْعَال) :</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فَلَمَّا مَثَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ لَهُمَا : أَصْدَقَانِي
سِنَّ بَكْرِكُمَا، وَلَكُمَا الْأَمَانُ مِنْ تَبِعَةِ
مَكْرِكُمَا، فَأَحْجَمَ الْحَدُثُ وَاسْتَقَالَ، وَأَقْدَمَ
الشَّيْخُ وَقَالَ :

أَنَا السَّرُوجِيُّ، وَهَذَا وَلَدِي *
وَالسَّبِيلُ فِي الْمَخْبِرِ مِثْلُ الْأَسَدِ
وَمَا تَعَدَّتْ يَدُهُ، وَلَا يَدِي *
فِي إِبْرَةِ يَوْمًا، وَلَا فِي مِرْوَدٍ
وَأَنَا الدَّهْرُ الْمُسَيِّ الْمَعْتَدِي *
مَا لِي بِمَا حَتَّى غَدَوْنَا نَجْتَدِي

অনুবাদ : অতঃপর যখন তারা উভয়ে বিচারকের সামনে দাঁড়াল তখন তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার কাছে তোমাদের উটের বয়স সঠিকভাবে বর্ণনা কর : [অর্থাৎ, তোমাদের প্রকৃত পরিচয় যথাযথভাবে বর্ণনা কর।]। তোমাদের প্রত্যাহার শান্তি থেকে তোমাদের নিরাপত্তা রয়েছে। তখন যুবকটি পেছনে সরে গেল এবং ক্ষমা চাইল। আর বৃদ্ধ লোকটি অগ্রসর হয়ে বলল : [কবিতার অনুবাদ-] “আমি হলাম সারুজী, আর এ হলো আমার ছেলে। সিংহশাবক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সিংহের মতোই হয়। আসলে তার হাত বা আমার হাত কোনো দিন কোনো সুরমাশলা বা সুইয়ের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেনি। একমাত্র কালই অনিশ্চিত সাধনকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী। সে আমাদের প্রতি জুলুম করেছে। যার ফলে আমরা দান চেয়ে বেড়াচ্ছি।

শাব্দিক অনুবাদ : অতঃপর যখন তারা উভয়ে দাঁড়াল বَيْنَ يَدَيْهِ বিচারকের সামনে দাঁড়াল তখন তিনি তাদেরকে বললেন তোমরা আমার কাছে সঠিকভাবে বর্ণনা করা سِنَّ তোমাদের উটের বয়স وَلَكُمَا তোমাদের নিরাপত্তা مِنْ تَبِعَةِ তোমাদের প্রত্যাহার শান্তি থেকে الْحَدُثُ তখন যুবকটি পিছনে সরে গেল وَاسْتَقَالَ এবং ক্ষমা চাইল وَأَقْدَمَ এবং বৃদ্ধ লোকটি অগ্রসর হয়ে বলল أَنَا السَّرُوجِيُّ আমি হলাম সারুজী وَهَذَا وَلَدِي আর এ হলো আমার ছেলে وَالسَّبِيلُ আর সিংহশাবক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে مِثْلُ الْأَسَدِ সিংহের মতোই হয় وَمَا تَعَدَّتْ তার হাত বা আমার হাত فِي إِبْرَةِ সুইয়ের ব্যাপারে وَلَا يَدِي সে আমদের প্রতি জুলুম করেনি وَأَنَا الدَّهْرُ একমাত্র কালই الْمُسَيِّ অনিশ্চিত সাধনকারী الْمَعْتَدِي ও সীমালঙ্ঘনকারী مَا لِي بِمَا চাইতে غَدَوْنَا সে আমাদের প্রতি জুলুম করেছে وَنَجْتَدِي যার ফলে আমরা দান চেয়ে বেড়াচ্ছি।

শব্দ বিশ্লেষণ

তারা উভয়ে [তার সামনে] দাঁড়াল : (لَمَّا) مَثَلَا (ن)।

[কারও সামনে] দাঁড়ানো : (ن) مَثَلَا (ن) بَيْنَ يَدَيْ لَكَ (ن)।

তার সামনে/- সম্মুখে : (بَيْنَ يَدَيْهِ)।

তোমরা উভয়ে সঠিকভাবে বর্ণনা কর : (أَصْدَقَا) (ن)।

সত্য বলা। সঠিকভাবে বর্ণনা করা : (أَصْدَقَا) (ن)।

বয়স, আয়ু : (سِنَّ) (ج) أَمْسَانُ (ج)।

উঠতি বয়সী উট : (بَكْرًا) (ج) أَبْكُرُ، أَبْكُرَانُ، أَبْكُرًا، أَبْكُرًا (ج)।

তোমরা উভয়ে তোমাদের : (أَصْدَقَانِي) (ن) سِنَّ بَكْرِكُمَا (ج)।

উটের সঠিক বয়স বর্ণনা কর।

নিরাপত্তা : (الْأَمَانُ) (ن)।

নিরাপদ/ নিশ্চিত হওয়া : (مِنْ) (ج) تَبِعَاتُ (ج)।

ভক্ত বা অত্যন্ত পক্ষপাতি। শান্তি বা পুরস্কার : (تَبِعَاتُ) (ج)।

প্রত্যাহার : (مَكْرُ) (ن)।

যড়যন্ত্র/প্রত্যাহার করা : (مَكْرُ) (ن)।

বিরত হলো, পেছনে সরে গেল : (أَحْجَمَ) (ج)।

পেছনে সরে যাওয়া : (أَحْجَمًا) (ج) تَعَتُّ (ج)।

যুবক, কিশোর : (أَحْدَاثُ) (ج) حُدَاتُ (ج)।

كَمَا تَحِيلُ : اسْتَفَالَ

কমা চাওয়া : اسْتَفَالَ

অগ্রসর হলো, সামনে আসল : أَقْدَمَ

অগ্রসর হওয়া : أَقْدَمَا

الشَّيْخُ (জ) كُتُوبُ : شَبَّاحٌ, شَيْخَةٌ, شَيْخَانٌ, شَيْخَةٌ, شَيْخَانٌ (জ) مَتَابِعُ : أَشَابِعُ

বয়স্ক। নেতা। আলিম। মনীষী।

السَّرَوَجِيُّ (نِسْبَةٌ إِلَى سُرُوجٍ) : السَّرَوَجِيُّ (نِسْبَةٌ إِلَى سُرُوجٍ) : وَلَدٌ (لِلْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ وَبِجَمْعٍ أَيْضًا عَلَى أَوَّلِهِ) : وَلَدَةٌ

والدَّةُ, رُوْدُ : هَلَعْل-মেয়ে।

الشَّيْبُ : (ج) أَشْبَالٌ, شَيْبَالٌ, أَشْبَلٌ, شُبُولٌ : সিংহ-শাবক।

السَّخِيرُ : সংবাদ বা পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান। অভিজ্ঞতা।

مِثْلٌ, مِثْلٌ : (ج) أَشْأَلٌ : মতো, অনুরূপ, সদৃশ।

الْأَسَدُ : (ج) أَسَدٌ, أَسَادٌ, أَسْدٌ, أَسْوَدٌ, أَسْدَانٌ : সিংহ।

مَا تَعَدَّتْ : সীমালঙ্ঘন করেনি।

تَفَعَّلَ تَعَدَّى : সীমালঙ্ঘন করা।

يَدٌ : (ج) أَبْوٌ, (ج) أَبَاؤُ : হাত। ক্ষমতা। শক্তি। সাহায্য।

إِبْرَةٌ : (ج) إِبْرٌ, إِبَارٌ, إِبْرَاتٌ : সুই। দংশন। চোপলখুরি।

يَوْمٌ : (ج) أَيَّامٌ, (ج) أَيَّامٌ, أَيَّامٌ : দিন। সময়।

سُرْمَاشَلَا, কাঠি।

الدَّهْرُ : (ج) دَهْرٌ, دَهْرٌ : যুগ, কাল। দীর্ঘ কাল। সময়।

الْمُسِيءُ (فَا, مَذ) : অনিষ্ট সাধনকারী।

انْفَعَلَ إِسَاءَةً : অনিষ্ট সাধন করা।

السَّيِّئُ (فَا, مَذَل) : সীমা নলঙ্ঘনকারী।

انْفَعَلَ إِعْجَادًا : সীমালঙ্ঘন করা।

مَالٌ : - يَتَا : প্রভাব বিস্তার করেছে, জুলুম করেছে।

مَالٌ : - يَتَا : প্রভাব বিস্তার করা। জুলুম করা।

غَدَوْنَا (نَا) غَدَاً (يَعْنِي صَارَ) : আমরা হলাম/ হয়েছি।

غَدَوْنَا (نَا) نَجْتَدِي (انْفَعَلَ) إِعْجَادًا : আমরা এমন হলাম যে,

আমরা দান চেয়ে বেড়াছি।

বাক্য বিশ্লেষণ

قَوْلُهُ : مَا تَعَدَّتْ يَدُهُ وَلَا يَدِي نِيْ إِبْرَةٍ :

مَعْفُوفٌ : এবং مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ : উভয়টা لَا يَدِي এবং يَدُهُ

হলো لَا يَدِي يَرُدُّ এবং نِيْ إِبْرَةٍ : এর ফায়েল : تَعَدَّتْ

- طَرَفٌ : আর مَعْفُوفٌ عَلَيْهِ ও مَعْفُوفٌ

قَوْلُهُ : إِنَّا الدَّهْرُ الْمُسِيءُ الْمَعْتَدِي :

صَفَتْ : মাউসুফ : السَّيِّئُ : উভয়টা তার

অতঃপর : صَفَتْ : মিলে যুক্ত্যাদা : يَتَا তার পূর্বের

غَدَوْنَا يَعْنِي صَارَ : এবং مَعْفُوفٌ : সাথে ফায়েলের

نَجْتَدِي : আর إِسْم : তার মধ্যে ضَمِير : ফায়েল

খবর। অতঃপর : حَتَّى : এর : مَجْرُور : তারপর

مَجْرُور : সাথে : -এর : مَالٌ : মিলে : مَعْفُوفٌ : সহ

مَالٌ : ফায়েল তার ফায়েল ও مَعْفُوفٌ : সহ খবর।

كُلَّ نَدَى الرَّاحَةِ عَذِبَ الْمَوْرِدِ *
وَكُلَّ جَعْدِ الْكَفِّ مَغْلُولِ الْبَدِ
بِكُلِّ فَنٍّ، وَبِكُلِّ مَقْصِدِ *
بِالْجِدِّ إِنْ أَجْدَى، وَإِلَّا بِالْدِّ
لِنَجْلِبِ الرَّشَحِ إِلَى الْحِطِّ الصَّدَى *
وَنَنْفِذَ الْعُمْرَ بِعَيْشِ أَنْكَدِ
وَالْمَوْتُ مِنْ بَعْدِ لَنَا بِالْمَرْصَدِ *
إِنْ لَمْ يُفَاجِ الْيَوْمَ فَاجِئِي فِي غَدِ

অনুবাদ : প্রত্যেক সিক্তহস্ত ও মিষ্ট পানির অধিকারী
কাছে এবং প্রত্যেক সংকুচিত-হস্ত ও হাতবাধা ব্যক্তির কাছে
কাছে। যে কোনো কলা-কৌশলে ও যে কোন উদ্দেশ্যে।
যদি দান করে তবে যথাবিহিত পন্থায়, অন্যথায় অযথা
উপায়ে। যাতে আমরা তৃষ্ণার ভাগ্যে পানির ছিট
দিতে পারি এবং দুঃসহ জীবন যাপনের মাধ্যমে জীবন
কাটিয়ে দিতে পারি। অতঃপর মৃত্যু আমাদের জন্য
অপেক্ষায় থাকবে, যদি আজ হঠাৎ না আসে তবে কাল
হঠাৎ এসে যাবে।”

শাব্দিক অনুবাদ : শাব্দিক অনুবাদ : كُلَّ نَدَى الرَّاحَةِ كُلَّ শব্দ সিক্ত হস্ত الْمَوْرِدِ মিষ্ট পানির অধিকারী الْكَفِّ প্রত্যেক সংকুচিতহস্ত مَغْلُولِ الْبَدِ হাতবাধা ব্যক্তির কাছে وَكُلَّ جَعْدِ الْكَفِّ যেকোনো কলা-কৌশলে وَبِكُلِّ مَقْصِدِ যেকোনো উদ্দেশ্যে بِالْجِدِّ যথাবিহিত পন্থায় إِنْ أَجْدَى যদি দান করে وَإِلَّا بِالْدِّ অন্যথায় অযথা উপায়ে لِنَجْلِبِ الرَّشَحِ যাতে ছিটা দিতে পারি وَالْحِطِّ الصَّدَى আমার তৃষ্ণার ভাগ্যে الْعُمْرَ এবং জীবন কাটিয়ে দিতে পারি بِعَيْشِ أَنْكَدِ দুঃসহ জীবন যাপনের মাধ্যমে وَالْمَوْتُ مِنْ بَعْدِ অতঃপর মৃত্যু لَنَا بِالْمَرْصَدِ আমাদের জন্য অপেক্ষায় থাকবে بِعَيْشِ الْيَوْمِ যদি আজ হঠাৎ না আসে فَاجِئِي فِي غَدِ তবে কাল হঠাৎ এসে যাবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

نَدَى (স, ভেজা) : نَدَى (স) : نَدَاؤُهُ (স) :
هَسْتَالُ : رَاحَةٌ : رَاحٌ : رَاحَةٌ : رَاحٌ : رَاحَةٌ :
عَذِبَ (স, ভেজা) : عَذِبَ (স) : عَذِبَ (স) :
الْمَوْرِدُ (প, ঘাট) : الْمَوْرِدُ (প, ঘাট) : الْمَوْرِدُ (প, ঘাট) :
جَعْدٌ (স, ভেজা) : جَعْدٌ (স) : جَعْدٌ (স) :
কৌকড়ানো।
الْكَفُّ (স, ভেজা) : الْكَفُّ (স) : الْكَفُّ (স) :
হাত, হাতের তালু।
مَغْلُولٌ (স, ভেজা) : مَغْلُولٌ (স) : مَغْلُولٌ (স) :
হাতকড়া পরিহিত, হাতবাধা।
الْبَدُّ (স, ভেজা) : الْبَدُّ (স) : الْبَدُّ (স) :
হাত, ক্ষমতা, শক্তি, সাহায্য।
فَنٌّ (স, ভেজা) : فَنٌّ (স) : فَنٌّ (স) :
শাখা।
مَقْصِدٌ (স, ভেজা) : مَقْصِدٌ (স) : مَقْصِدٌ (স) :
ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, উদ্দেশ্য।
الْجِدُّ (স, ভেজা) : الْجِدُّ (স) : الْجِدُّ (স) :
যথাভাবে করা, প্রকৃত/যথাবিহিত
পন্থায় করা।

إِنْ أَجْدَى (স, ভেজা) : إِنْ أَجْدَى (স) : إِنْ أَجْدَى (স) :
[যদি] দান করে।
أَنْكَدَ (স, ভেজা) : أَنْكَدَ (স) : أَنْكَدَ (স) :
খোলাধুলা, অযথা কাল।
نَجْلِبَ (স, ভেজা) : نَجْلِبَ (স) : نَجْلِبَ (স) :
টেনে আনি / আনব / দিতে পারি / পারব।

الرَّشَحُ (স, ভেজা) : الرَّشَحُ (স) : الرَّشَحُ (স) :
পানির ছিটা/ফোটা।
الرَّشَحُ (স, ভেজা) : الرَّشَحُ (স) : الرَّشَحُ (স) :
পানি ঝরা।
الْحِطُّ (স, ভেজা) : الْحِطُّ (স) : الْحِطُّ (স) :
ভাগ্য, অংশ।
الصَّدَى (স, ভেজা) : الصَّدَى (স) : الصَّدَى (স) :
তৃষ্ণা, পিপাসা।
نَنْفِذَ (স, ভেজা) : نَنْفِذَ (স) : نَنْفِذَ (স) :
শেষ করতে / কাটিয়ে দিতে পারি।
الْعُمْرُ (স, ভেজা) : الْعُمْرُ (স) : الْعُمْরُ (স) :
জীবন, বয়স।
عَيْشٍ (স, ভেজা) : عَيْشٍ (স) : عَيْشٍ (স) :
জীবন।
بِغَيْرِ (স, ভেজা) : بِغَيْرِ (স) : بِغَيْرِ (স) :
জীবিত থাকা।
أَنْكَدَ (স, ভেজা) : أَنْكَدَ (স) : أَنْكَدَ (স) :
সংকটময়, কষ্টকর, দুঃসহ।
الْمَوْتُ (স, ভেজা) : الْمَوْتُ (স) : الْمَوْتُ (স) :
মৃত্যু, পরলোক গমন, ইনতিকাল।
الْمَرْصَدُ (স, ভেজা) : الْمَرْصَدُ (স) : الْمَرْصَدُ (স) :
ওৎপাতার স্থান, ঘাঁটি।
إِنْ هَاطَا (স, ভেজা) : إِنْ هَاطَا (স) : إِنْ هَاطَا (স) :
[যদি] হঠাৎ না আসে।
أَسَلِ (স, ভেজা) : أَسَلِ (স) : أَسَلِ (স) :
আসল [না আসে]।

الْيَوْمَ (স, ভেজা) : الْيَوْمَ (স) : الْيَوْمَ (স) :
দিন, আজ।
فَاجِئِي (স, ভেজা) : فَاجِئِي (স) : فَاجِئِي (স) :
হঠাৎ এসে যাবে।
مُفَاجَأَةً (স, ভেজা) : مُفَاجَأَةً (স) : مُفَاجَأَةً (স) :
হঠাৎ এসে যাওয়া।
غَدٌ (স, ভেজা) : غَدٌ (স) : غَدٌ (স) :
আগামী কাল, কাল।

فَقَالَ لَهُ الْقَاضِي : لِمَ دَرَكْتَ ، فَمَا أَعَذَبَ
نَفْسَاتِ نَفْسِكَ ، وَوَأَمَّا لَكَ لَوْلَا خِدَاعٌ فَبِكَ
وَإِنِّي لَكَ لِمِنَ الْمُنْذِرِينَ ، وَعَلَيْكَ مِنَ
الْحَذَرِينَ ، فَلَا تُكَذِّبْ بَعْدَهَا الْحَاكِمِينَ ،
وَأَتَى سَطْوَةَ الْمُتَحَكِّمِينَ ، فَمَا كُلُّ مُسَيِّطِرٍ
يُقْبَلُ ، وَلَا كُلُّ أَوَانٍ يَسْتَعُ الْوَيْلُ ، فَعَاهَدَهُ
السَّبِيحُ عَلَى اتِّبَاعِ مَشُورَتِهِ ، وَالْإِزْدِاعِ عَنْ
تَلْبِيسِ صُورَتِهِ ، وَفَصَلَ عَنْ جِهَتِهِ ، وَالْخُتْرِ
يَلْمَعُ مِنْ جَبْهَتِهِ ، قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَامٍ :
فَلَمْ أَرَأِ أَحَبَّ مِنْهَا فِي تَصَارُيفِ الْأَسْفَارِ ،
وَلَا قَرَأْتُ مِثْلَهَا فِي تَصَارُيفِ الْأَسْفَارِ .

অনুবাদ : অতঃপর বিচারপতি তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার গুণাবলি উৎসর্গকৃত হোক, কতই না সুমিষ্ট তোমার মুখের ভাষা, অচর্ষ তোমার জন্য, যদি না তোমার মধ্যে প্রভাবনা থাকত নিশ্চয় আমি তোমার একজন সতর্ককারী এবং তোমার ব্যাপারে আমি একজন আশঙ্কাবেধকারী। অতএব তুমি এরপর বিচারকদের সাথে প্রভাবনা করে না এবং তুমি শাসকবর্গের প্রতিপত্তি থেকে বেঁচে থাক। কেননা, প্রত্যেক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ক্ষমা করে না এবং প্রত্যেক সময় কথা শোনা হয় না। তখন বৃদ্ধলোকটি তার পরামর্শ অনুযায়ী চলা এবং তার রূপ পরিবর্তন করা থেকে বিরত হওয়ার ব্যাপারে বিচারকের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং বিচারকের কাছ থেকে এমতাবস্থায় বিদায় নিল যে, তার কপালে প্রভাবনা চমকাবে; হারিস ইবনে হামাম বলেন, আমি এর চেয়ে অধিক বিশ্বয়কর কাহিনী সফরের কাহিনীসমূহে দেখিনি এবং আমি এরূপ কাহিনী বড় বড় গ্রন্থাবলিতেও পড়িনি।

শাব্দিক অনুবাদ : অতঃপর বিচারপতি তাকে বললেন **لِمَ دَرَكْتَ** আল্লাহ তা'আলার জন্য তোমার গুণাবলি উৎসর্গকৃত হোক **فَمَا أَعَذَبَ** কতইনা সুমিষ্ট **وَأَمَّا لَكَ** তোমার জন্য আচর্ষ **لَوْلَا خِدَاعٌ** যদি তোমার মধ্যে প্রভাবনা না থাকত **وَإِنِّي لَكَ** নিশ্চয় আমি তোমার **لِمِنَ الْمُنْذِرِينَ** একজন সতর্ককারী এবং **عَلَيْكَ مِنَ** তোমার ব্যাপারে আমি একজন আশঙ্কাবেধকারী **فَلَا تُكَذِّبْ** অতএব, তুমি এরপর প্রভাবনা করে না **بَعْدَهَا الْحَاكِمِينَ** বিচারকদের সাথে **وَأَتَى سَطْوَةَ الْمُتَحَكِّمِينَ** শাসকবর্গের প্রতিপত্তি **فَمَا كُلُّ مُسَيِّطِرٍ** প্রত্যেক **يُقْبَلُ** প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি **كُفْرًا** ক্ষমা করে না **وَأَمَّا** **يَلْمَعُ مِنْ جَبْهَتِهِ** চমকাবে এবং **وَالْخُتْرِ** বিচারকের কাছ থেকে **السَّبِيحُ** তখন বৃদ্ধ লোকটি বিচারকের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো **عَلَى اتِّبَاعِ مَشُورَتِهِ** তার পরামর্শ অনুযায়ী চলার ব্যাপারে **وَالْإِزْدِاعِ** বিরত হওয়া **عَنْ تَلْبِيسِ صُورَتِهِ** পরিবর্তন করা থেকে **وَفَصَلَ عَنْ جِهَتِهِ** এবং বিচারকের কাছ থেকে **عَنْ جِهَتِهِ** বিদায় নিল **وَالْخُتْرِ** এমতাবস্থায় যে, প্রভাবনা চমকাবে **يَلْمَعُ** চমকাবে **وَالْخُتْرِ** এবং বিশ্বয়কর কাহিনী দেখিনি **وَالْخُتْرِ** সফরের কাহিনীসমূহে **وَالْخُتْرِ** হামাম বলেন **وَالْخُتْرِ** আমি এর চেয়ে বিশ্বয়কর কাহিনী দেখিনি **وَالْخُتْرِ** পড়িনি **وَالْخُতْرِ** এবং আমি এরূপ কাহিনী বড় বড় গ্রন্থাবলিতেও **وَالْخُتْرِ** !

শব্দ বিশ্লেষণ

الْقَاضِي (قا، مذ، ممد : قَضَا - ض) (জ) قَضَا :
বিচারক, বিচারপতি।
دَرَكٌ : দুখ, প্রভূত কল্যাণ।
(مَا) أَعَذَبَ (إِقْعَالَ، يُعْلَى التَّعْجِبِ) : কতই না সুমিষ্ট।
(ج) نَعْنَأُ : (و) نَفْعَةٌ : মুখের গুণ, মুখের ভাষা।

فِي : مُرًا، قُو : رَفَعًا، قَا : نَعْنَأُ مِنَ الْأَسْفَارِ الرَّحِي
الْمَكْنِي : মুখ।
وَأَمَّا (كَلِمَةُ التَّعْجِبِ) : আচর্ষ।
خِدَاعٌ (مُتَاعِلَةٌ) : প্রভাবনা করা।
خِدَاعٌ : প্রভাবনা।

(ج) اَلْمُنْذِرِينَ (الْمُنْذِرُونَ), (و) مُنْذِرًا, (ف) مُنْذِرًا, (و) مُنْذِرًا

সতর্ককারী : (إفعال) -

عَلَيْكَ (عَلَى : حَرْفُ الْجَرِّ بَعْدَ هَا ضَمِيرٍ مَجْرُورٍ) :

তোমার ব্যাপারে ।

(ج) الْحَذِرِينَ (الْحَذِرُونَ), (و) حَذِرًا, (ف) حَذِرًا, (و) حَذِرًا

সতর্ককারী, সতর্ক : (س) : حَذِرًا

(لَا) تَمَازُكُ (مُفَاعَلَةٌ مُسَاكِرَةٌ) : তুমি প্রভাষণ করো না ।

(ج) اَلْحَاكِمِينَ (الْحَاكِمُونَ), (و) حَاكِمًا, (ف) حَاكِمًا, (و) حَاكِمًا

বিচারক : (ن) : حَكَمَ

إِتَّقِ (إِفْتِعَالٌ) : তুমি বেঁচে থাক, দূরে থাক ।

سَطَرًا : প্রভাব-প্রতিপত্তি ।

سَطَرًا (ن) : সَطَرًا : আক্রমণ করা ।

(ج) اَلْمُتَحَكِّمِينَ (الْمُتَحَكِّمُونَ), (و) مُتَحَكِّمًا, (ف) مُتَحَكِّمًا, (و) مُتَحَكِّمًا

শাসকবর্ণ : (تفعّل) : تَحَكَّمَ

مُسَيِّطَرًا (ف) : مُسَيِّطَرًا : প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ।

يَقِيلُ (إِفْعَالٌ) : কমা করে না ।

أَوَانُ (ج) : أَوَانُ : সময় ।

يَسْمَعُ (مَج, س) : سَمْعًا, سَمْعًا : শোনা হয় না ।

الْقِيلُ : কথা, কথাবার্তা ।

الْقِيلُ (ن) : قِيلَ : কথা বলা ।

عَاهَدَ : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো ।

مُعَاهَدَةً : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া ।

অনুসরণ করা, অন্যের অনুযায়ী চলা : (إِفْعَالٌ) : مَضَى

مَضَى, مَضَى : পরামর্শ, মন্ত্রণা ।

بِرَاحٍ (إِفْعَالٌ) : বিরত হওয়া ।

نَلَيْسَ (تَفْعِيلٌ) : সত্য গোপন করা, রূপ : مَصَد :

পরিবর্তন করা, মিশ্রণ করা ।

صَوَّرَ : (ج) صَوَّرَ : রূপ, ছবি ।

نَصَلَ (ض) فَضَّلًا - عَنَّهُ : পৃথক হয়ে গেল, বিদায় নিল ।

جَهَةً (ج) جِهَاتٍ - (وَالْوَجْهَةَ) : দিক, কেনারা, নিকট ।

اَلْخَيْرَ (ض, ن) : مَصَد : প্রভাষণ/ বিশ্বাস ঘাতকতা করা ।

بَلَمَعَ : চমকানো ।

(ن) لَمَعَ, لَمَعَ : চমকানো ।

جِبْهَةً (ف) جِبَاهٍ, جِبَاهَاتٍ : কপাল, ললাট ।

(لَمْ) أَرَأَيْتَ رَأْيًا, رَأْيَةً : আমি দেখি নি ।

أَعْجَبَ (اسْمٌ تَفْعِيلٌ) : مَصَد : (س) : অধিক বিষয়কর ।

(ج) تَصَارُفٌ, (و) تَصَرَّفَ : আবর্তন-বিবর্তন ।

(ج) تَصَرَّفَ (تَفْعِيلٌ) : মিরিয়ে দেওয়া । পরিবর্তন করা : مَصَد :

(ج) الْأَسْفَارُ, (و) سَفَرٌ : পর্যটন, ভ্রমণ, সফর ।

لَا قَرَأْتُ (ف) قَرَأَةً : আমি পড়িনি ।

مِثْلُ (ج) أَمْثَالُ : মতো, অনুরূপ, সদৃশ ।

(ج) تَصَانِيفٌ, (و) تَصْنِيفٌ (يَعْنَى مُصَنَّفٌ) : গ্রন্থাবলি ।

تَصْنِيفٌ (تَفْعِيلٌ) : মَصَد : গ্রন্থ রচনা করা ।

(ج) الْأَسْفَارُ, (و) سَفَرٌ : বড় বই, গ্রন্থ ।

المقامة السكندرية

নবম মাকামা : ইসকান্দারিয়ার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

এ মাকামায় আবু য়ায়েদ সারাজী কর্তৃক এক বিচারককে প্রতারিত করে অর্থ আদায় করার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কাহিনীটি এরকম : হারিস ইবনে হাম্বাম একদিন ইসকান্দারিয়ার শাসনকর্তার নিকটে বসা ছিলেন। এমন সময় এক সন্তানবতী মহিলা একজন পুরুষকে নিয়ে আদালতে হাজির হলো এবং এ অভিযোগ দায়ের করল যে, আমি এক সন্তান ও সন্তান পরিবারের কন্যা। আমার বিবাহের জন্য অনেক ভালো ভালো পরিবারের পক্ষ থেকে আসা প্রস্তাব আমার পিতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, কোনো পেশাজীবী যুবকের নিকট আমাকে পাত্রস্থ করবেন। তারপর মহিলাটি তার সাথে আসা পুরুষটির প্রতি ইচ্ছিত করে বলল, এক সময় এ লোকটি উপস্থিত হলো এবং আমার পিতাকে জানাল যে, সে আমার পিতার শর্ত মতাবিক একজন পেশাজীবী যুবক। সে মুক্তার মালা প্রস্তুত করে এবং খলি ভর্তি বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে তা বিক্রি করে। এ বলে সে আমার পিতার নিকট আমার বিবাহের প্রস্তাব পেশ করে। আমার পিতা তার চমকপ্রদ কথায় প্রতারিত হন এবং তার নিকট আমাকে পাত্রস্থ করে দেন। আমি যখন পিতার সন্তান সংসার ছেড়ে তার সংসারে গিয়ে উঠলাম, দেখলাম যে, অবস্থা তার বক্তব্যের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। লোকটি একেবারে বেকার, কোনো কাজের নয়। যৌতুক স্বল্প আনা আমার যাবতীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে খেয়েছে। আমি তাকে বললাম, তোমার পেশাগত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আয়উপার্জনের ব্যবস্থা কর। সে বলে, আমার পেশা হলো, সাহিত্য নিয়ে কাজ করা, যা বর্তমান বাজারে অচল। বর্তমানে এর স্থান ও মূল্যায়ন নেই। এখন আপনার নিকট আবেদন যে, আপনি এর সুবিচার করুন! বিচারক পুরুষ লোকটিকে বললেন, তুমি সত্য কথা বল, না হয় এখনই তোমাকে বন্দি করার নির্দেশ দেব। পুরুষটি একটু ভেবে নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতার মাধ্যমে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দিল। কবিতাটির সারমর্ম এই যে, আমি কোনোরূপ প্রতারণা করিনি। আমার 'মুক্তার মালা প্রস্তুত করা' মানে কাব্য রচনা করা। এটা আমার পেশা। এ কাজ করে আমি এক সময় জীবিকা নির্বাহ করতাম। বর্তমানে সাহিত্যের কোনো মূল্যায়ন নেই। তাই আমি অতি সংকটে নিপতিত হয়ে তার যৌতুকের আসবাবপত্র বিক্রি করে খেয়েছি। বিচারক তার এ দুঃস্বপ্নকর অবস্থার কাব্য গীতা শুনে দয়াক্ষ হন এবং মহিলাটিকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেন। আর তাদের সাহায্য স্বরূপ কিছু অর্থকল্পি প্রদান করেন। হারিস ইবনে হাম্বাম ইতঃপূর্বেই তাকে চিনে ফেলেছিলেন। এতক্ষণ বিশেষ কল্যাণ-চিন্তায় মীলব ছিলেন। আবু য়ায়েদ চলে যাওয়ার পর হারিস বিচারককে বললেন, এদের প্রকৃত অবস্থা উদ্ভট হলেও হাসতে হাসতে ফিরে এসে বলল, বৃদ্ধ লোকটি এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নেচে নেচে গান গাইছে যে, আজ এ নির্লজ্জ মহিলাটির জন্য ঘেঁষে যেতে হতো, যদি ইসকান্দারিয়ার বিচারক না হতেন। এ কথা শুনে বিচারকও হাসলেন এবং বললেন, সে ফিরে আসলে তাকে আরও ভালো পুরস্কার দিতাম।

www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ التَّاسِعَةُ الْإِسْكََنْدَرِيَّةُ

নবম মাকামা : ইস্কান্দারিয়ার গল্প

قَالَ الْحَارُثُ بْنُ هَمَّامٍ : طَعَابِي مَرَحَ الشَّبَابِ، وَهَوَى الْإِكْتِسَابِ، إِلَى أَنْ جُبِنْتُ مَا بَيْنَ قَرْعَانَةَ وَغَانَةَ، أَخْرَضَ الْفِصَارَ، لِأَجْنَى الثَّمَارِ، وَأَفْتَحِمُ الْأَخْطَارَ، لِكُنْ أَدْرَكَ الْأَوْطَارَ، وَكُنْتُ لِفَتْتٍ مِنْ أَفْوَارِ الْعِلْمَاءِ، وَتَقِفْتُ مِنْ وَصَايَا الْحُكَمَاءِ، أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَدِيبَ الْأَرَبَ، إِذَا دَخَلَ الْبَلَدَ الْغَرِيبَ، أَنْ يَسْتَمِيلَ قَاضِيَهُ، وَيَسْتَخْلِصَ مَرَاضِيَهُ لِيَسْتَشَدَّ ظَهْرُهُ عِنْدَ الْخِصَامِ، وَيَأْمَنَ فِي الْغُرْبَةِ جُورَ الْحُكَمَاءِ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, যৌবনের উদ্রহ বাসনা ও উপার্জনের অভিলাষ আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে গেল যে, আমি ফল চয়নের জন্য দীর্ঘ জলপথ পাড়ি দিয়ে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করে ফারগানা ও গানার মধ্যবর্তী অঞ্চল অতিক্রম করলাম। আর আমি আলিমদের মুখ থেকে গ্রহণ করেছি এবং জ্ঞানীদের উপদেশাবলি থেকে এ কথটি পেয়েছি যে, জ্ঞানী-গুণী সাহিত্যিক যখন ভিন্ন দেশে প্রবেশ করে তখন সেখানকার বিচারককে আকৃষ্ট করে নেওয়া এবং তার সন্তুষ্টির উপায়সমূহকে নিরঙ্কুশ করে নেওয়া তার জন্য আবশ্যিক। যাতে ঋণভাড়াটির সময় তার গৃহ দৃঢ় থাকে এবং প্রবাস জীবনে সে শাসকবর্গের অবিচার থেকে নিরাপদ থাকে।

শাব্দিক অনুবাদ : الْإِسْكََنْدَرِيَّةُ নবম মাকামা الْحَارُثُ بْنُ هَمَّامٍ হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন طَعَابِي আমাকে নিয়ে গেল مَرَحَ الشَّبَابِ যৌবনের উদ্রহ বাসনা وَهَوَى الْإِكْتِسَابِ ও উপার্জনের অভিলাষ إِلَى أَنْ এ পর্যন্ত আমি جُبِنْتُ আমি অতিক্রম করলাম مَا بَيْنَ قَرْعَانَةَ وَغَانَةَ ফারগানা ও গানার মধ্যবর্তী অঞ্চল الْفِصَارَ বিশাল জলপথ পাড়ি দিয়ে لِأَجْنَى الثَّمَارِ আমি ফল চয়নের জন্য وَأَفْتَحِمُ الْأَخْطَارَ এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে প্রবেশ করে لِكُنْ أَدْرَكَ الْأَوْطَارَ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য وَكُنْتُ لِفَتْتٍ مِنْ أَفْوَارِ الْعِلْمَاءِ আর আমি গ্রহণ করেছি وَأَتَقِفْتُ مِنْ وَصَايَا الْحُكَمَاءِ জ্ঞানীদের উপদেশাবলি থেকে أَنَّهُ يَلْزَمُ الْأَدِيبَ الْأَرَبَ আবশ্যিক أَنْ يَسْتَمِيلَ قَاضِيَهُ আকৃষ্ট করে নেওয়া وَيَسْتَخْلِصَ مَرَاضِيَهُ তার সন্তুষ্টির উপায়সমূহ যাতে তার جُورَ الْحُكَمَاءِ প্রবাস জীবনে فِي الْغُرْبَةِ সে নিরাপদ থাকে عِنْدَ الْخِصَامِ ঋণভাড়াটির সময় وَيَأْمَنُ নিরাপদ থাকে فِي الْغُرْبَةِ প্রবাস জীবনে مِنْ أَفْوَارِ الْعِلْمَاءِ শাসকবর্গের অবিচার।

শব্দ বিশ্লেষণ

طَعَابِي (ন) طَعَّرَ - হিম : নিয়ে গেল, নিক্ষেপ করল।
مَرَحَ : উদ্রহ আনন্দ, -বাসনা।
مَرَحَ (স) : মদ : অতিশয় আনন্দিত/গর্বিত হওয়া।
الشَّبَابُ : যৌবন।
الشَّبَابُ (ض) : মদ : যৌবনে উপনীত হওয়া।

هَوَى (ج) أَمْرًا : আগ্রহ, কামনা, অভিলাষ, প্রেম।
الْإِكْتِسَابِ : উপার্জন করা।
جُبِنْتُ : অতিক্রম করলাম।
(ن) جَوِيْتُ : অতিক্রম করা।
قَرْعَانَةَ : বর্তমান কাজাকিস্তানের একটি শহর।

আফ্রিকার একটি দেশের নাম। : غَابَةُ

পাড়ি দেখি। : أَخْوَصُ

পাড়ি দেওয়া। : (ن) خَوَصًا

বিশাল জলরাশি, জলপথ। : (و) غَمَرٌ

ফল চয়নের জন্য। : (ل) أَجْنَى

ফল পাড়া। : (ض) جَنَى

ফল, ফলমূল। : (و) ثَمَرٌ

প্রবেশ করব, -করি। : اقْتَحِمَ

প্রবেশ করা। : (اِ) اقْتَحَمَ

ঝুঁকিপূর্ণস্থান। : (و) خَطَرٌ

হাসিল করার জন্য। : اُدْرِكْ

পাওয়া। হাসিল করা। : (اِ) اِدْرَاكَ

প্রয়োজন, উদ্দেশ্য। : (و) رَطْرٌ

আমি দ্রুত গ্রহণ করেছি। : كُنْتُ لَقِيفْتُ

দ্রুত গ্রহণ করা। : (س) لَقِفْتُ

মুখ, জবান। : (و) فَوَهٌ

জানী, আলিম। : (و) عَالِمٌ

আমি পেয়েছি। : ثَقِيفْتُ

পাওয়া। : (س) ثَقِفْتُ

উপদেশ, সুপরামর্শ। : (و) رَمِيَّةٌ

জানী, পণ্ডিত। : (و) حَكِيمٌ

আবশ্যক হয়/-হবে। : يَلْزَمُ

আবশ্যক হওয়া। : (س) زَوَّجًا

সাহিত্যিক। : (ج) أَدَبَاءٌ

জ্ঞানী। : (ن) رَأْبَاءٌ - (ك)

[যখন] প্রবেশ করে। : (ن) دَخَلَ

দেশ, শহর। : (ج) يَلَدٌ

আল-গরিব (সদ, মড, মস : غربة - ن) (ج) غَرَبًا :

মুসাফির, প্রবাসী, অপরিচিত, অজান,

আকৃষ্ট করে নেওয়া। : (أَنْ) يَسْتَمِيلُ (اِسْتِمَالَةً

فَاضٍ قَاضٍ) (فَا, مড, মস : قَضَاءُ ض) (ج) قَضَاءُ :

বিচারক, বিচারপতি।

(أَنْ) يَسْتَخْلِصُ : নিরঙ্কুশ করে নেওয়া।

(ج) مَرَاضِي, (و) مَرَضَاءٌ : সন্তুষ্টির উপায়।

يَسْتَدُ (اِ) اقْتِمَادًا : দৃঢ় থাকে, শক্ত থাকে।

ظَهَرٌ : (ج) أَظْهَرَ, ظُهُورٌ, ظُهُرَانٌ : পৃষ্ঠ, পিঠ।

আগড়াঝাটি। : الْغِصَامُ

আগড়া করা। : الْغِصَامُ (مُفَاعَلَةً) مَص :

يَأْمَنُ (س) أَمْنًا, أَمَانًا : নিরাপদ/নিশ্চিত থাকে।

আল-গরিব : الْغَرِيْبَةُ

প্রবাস, প্রবাস জীবন।

আল-গরিব (ন) مَص : প্রবাসী হওয়া।

জোর : جَوْرٌ

অবিচার করা। : مَص (ن) مَص :

(ج) أَلْعَكَامُ, (و) حَاكِمٌ : শাসকবর্গ।

فَاتَّخَذْتُ هَذَا الْأَدَبَ إِسَامًا، وَجَعَلْتُهُ
لِمَصَالِحِ زَمَانًا، فَمَا دَخَلْتُ مَدِينَةً، وَلَا
وَلَجْتُ غَرِيْبَةً، إِلَّا وَامْتَرَجْتُ بِحَاكِمِهَا
امْتِزَاجَ الْمَاءِ بِالرَّاحِ، وَتَقَوُّتُ بِعَيْنَايِهِ
تَقَوُّى الْأَجْسَادِ بِالْأَرْوَاحِ، فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ
حَاكِمِ الْإِسْكَندَرِيَّةِ، فِى عَشِيَّةٍ غَرِيْبَةٍ.

অনুবাদ : তাই আমি এই নীতিটিকে আমার
পথনির্দেশক রূপে গ্রহণ করলাম এবং এটাকে আমার
সুযোগ-সুবিধার বাণভোরে পরিণত করলাম সুতরাং
আমি যে শহরেই প্রবেশ করলাম এবং যে বাঘের
ঝোপেই ঢুকলাম, তার শাসকের সাথে, শরীরে পানি
মেশার মতো মিশে গেলাম এবং তার তত্ত্বাবধানে শক্তিশালী হলাম
দ্বারা শরীর শক্তিশালী হওয়ার মতো শক্তিশালী হলাম
একদা আমি ইসকান্দারিয়ার শাসকের কাছে এক হিমেল
সন্ধ্যায় উপবিষ্ট ছিলাম :

শাব্দিক অনুবাদ : فَاتَّخَذْتُ তাই আমি গ্রহণ করলাম هَذَا الْأَدَبَ এই নীতিটি إِسَامًا আমার পথনির্দেশক রূপে وَجَعَلْتُهُ এবং আমি এটাকে পরিণত করলাম لِمَصَالِحِ আমার সুযোগ-সুবিধার জন্য فَمَا دَخَلْتُ مَدِينَةً বাণভোরে وَوَلَجْتُ غَرِيْبَةً যে বাঘের ঝোপেই ঢুকলাম بِحَاكِمِهَا তার শাসকের সাথে মিশে গেলাম امْتِزَاجَ الْمَاءِ بِالرَّاحِ শরীরে পানি মেশার মতো تَقَوُّتُ بِعَيْنَايِهِ এবং তার তত্ত্বাবধানে শক্তিশালী হলাম تَقَوُّى الْأَجْسَادِ بِالْأَرْوَاحِ প্রাণ দ্বারা শরীর শক্তিশালী হওয়ার মতো فَبَيْنَمَا أَنَا একদা আমি (উপবিষ্ট ছিলাম) عِنْدَ حَاكِمِ (উপবিষ্ট ছিলাম) الْإِسْكَندَرِيَّةِ ইসকান্দারিয়ার শাসকের কাছে এক হিমেল সন্ধ্যায় :

শব্দ বিশ্লেষণ

আমি গ্রহণ করলাম : اتَّخَذْتُ
গ্রহণ করা : اتَّخَذْتُ
শিষ্টাচার, সাহিত্য, নীতি : الْأَدَبُ
সাহিত্যিক হওয়া : اتَّخَذْتُ (أ) مَدِينَةً
পথনির্দেশক, দিশারী, নেতা : إِسَامًا (ج) مَدِينَةً
ইমাম হওয়া : إِسَامًا (أ) مَدِينَةً
আমি পরিণত করলাম : جَعَلْتُ (أ) مَدِينَةً
সুযোগ-সুবিধা : مَصَالِحُ (أ) مَدِينَةً
বাণভোর, নাকভোর, লাগাম : زَمَانًا (ج) مَدِينَةً
আমি প্রবেশ করলাম : دَخَلْتُ (أ) مَدِينَةً
আমি যে শহরেই প্রবেশ করলাম : مَدِينَةً (ج) مَدِينَةً
শহর, মফস্বল শহর : مَدِينَةً (ج) مَدِينَةً
যে (ঝোপেই) ঢুকলাম : دَخَلْتُ (أ) مَدِينَةً
প্রবেশ করা : دَخَلْتُ (أ) مَدِينَةً
বাঘের ঝোপ : غَرِيْبَةٍ (ج) مَدِينَةً
আমি মিশলাম, মিশে গেলাম : امْتِزَجْتُ (أ) مَدِينَةً
মিশ্রিত হওয়া : امْتِزَجْتُ (أ) مَدِينَةً

হাকিম (ম, ফা, মদ, মুক্-ন) (ج) حَاكِمًا
মিশ্রিত হওয়া, মিশে যাওয়া : امْتِزَجْتُ (أ) مَدِينَةً
পানি : الْمَاءُ (ج) مَدِينَةً
শরীর, আনব : الرِّيحُ (ج) مَدِينَةً
আমি শক্তিশালী হলাম : تَقَوُّتُ (أ) مَدِينَةً
শক্তিশালী হওয়া : تَقَوُّتُ (أ) مَدِينَةً
তত্ত্বাবধান করা, সংরক্ষণ করা : تَقَوُّتُ (أ) مَدِينَةً
শক্তিশালী হওয়া : تَقَوُّتُ (أ) مَدِينَةً
শরীর, দেহ : الْجَسَدُ (أ) مَدِينَةً
আত্মা, প্রাণ : الرُّوحُ (أ) مَدِينَةً
বিশেষত্ব : بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ
একদা আমি... নিকটই ছিলাম :
মিসরের একটি শহর : الْإِسْكَندَرِيَّةِ
শব্দ, মেঘ : عَشِيَّةٍ (أ) مَدِينَةً
শীতল বাতাস, ঠাণ্ডা বায়ু : غَرِيْبَةٍ (ج) مَدِينَةً
হিমেল সন্ধ্যা : غَرِيْبَةٍ (ج) مَدِينَةً

وَقَدْ أَحْضَرَ مَالَ الصَّدَقَاتِ، لِيَقُضَهُ عَلَى
ذَوِي الْفَقَاتِ، إِذْ دَخَلَ شَيْخٌ عَفْرِيَةً، تَعَبَلَهُ
إِمْرَأَةً مُصِيبَةً، فَقَالَتْ - أَيُّدُ اللَّهِ الْقَاضِيُ،
وَأَدَامَ بِهِ التَّرَاضِيُ - إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَكْرَمِ
جُرُومَةٍ، وَأَطْهَرِ أَرْوَمَةٍ، وَأَشْرَفِ خَوَلَةٍ
وَعُمُومَةٍ، مِيسِمَى الصُّونِ -

অনুবাদ : আর তখন তিনি সদকার মাল অভাবী-
মধ্যে বণ্টন করার জন্য হাজির করালেন। ইত্যবসরে
এক পিশাচ বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রবেশ করল, তাকে টেনে আনছে
এক সন্তানধারিণী মহিলা। মহিলাটি বলল, -আল্লাহ তা'আলা
বিচারককে সাহায্য করুন এবং তার মাধ্যমে
পারস্পরিক সম্বন্ধি সর্বদা বহাল রাখুন। -নিশ্চয় আমি
একজন সম্ভ্রাত বংশের এবং পবিত্র গোত্রের মহিলা।
মাতুল ও পিতৃব্যের দিক থেকে অভিজাত। আমার
পরিচয় আশ্রয়।

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَدْ أَحْضَرَ তখন তিনি হাজির করালেন لِيَقُضَهُ বণ্টন করার জন্য
ذَوِي الْفَقَاتِ অভাবীদের মধ্যে إِذْ دَخَلَ ইত্যবসরে প্রবেশ করল
تَعَبَلَهُ এক পিশাচ বৃদ্ধ ব্যক্তি
إِمْرَأَةً مُصِيبَةً এক সন্তানধারিণী মহিলা
فَقَالَتْ মহিলাটি বলল
أَيُّدُ اللَّهِ الْقَاضِيُ আল্লাহ তা'আলা বিচারককে সাহায্য
করুন
وَأَدَامَ بِهِ তার মাধ্যমে সর্বদা বহাল রাখুন
التَّرَاضِيُ পারস্পরিক সম্বন্ধি
إِنِّي امْرَأَةٌ مِنْ أَكْرَمِ নিশ্চয়ই আমি একজন মহিলা
جُرُومَةٍ সম্ভ্রাত বংশের
وَأَطْهَرِ أَرْوَمَةٍ এবং পবিত্র
وَأَشْرَفِ خَوَلَةٍ অভিজাত
وَعُمُومَةٍ মাতুল ও পিতৃব্যের দিক থেকে
مِيسِمَى আমার পরিচয় আশ্রয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

হাজির করালেন। (قَدْ) أَحْضَرَ :

হাজির করানো। : (إِنْعَالَ) أَحْضَرًا :

মাল, সম্পদ, বিস্তু-বৈভব। : (ج) أَمْوَالٌ :

সদকা, দান-মানত। : (ر) صَدَقَاتٌ :

বণ্টন করার জন্য। : (ن) قَضًا :

অধিকারী, মালিক। : (ج) دُوُونٌ :

অভাব, অনটন, দারিদ্র। : (و) فَاقَةً :

অভাবী/দরিদ্র লোকজন। : ذَوِي الْفَقَاتِ :

প্রবেশ করল। : (ن) دَخَلَ :

এফ্রিহা : (ج) عَفْرِيَةً : (ج) عَفْرِيَةً :

পিশাচ, অতিশয় ধুরন্ধর, প্রভাকর।

তেনে। : (ن) تَعَبَلَهُ :

টেনে আন। : (ض) عَتَلًا :

মহিলা, নারী, রমণী। : (ج) إِمْرَأَةً : (ج) إِمْرَأَةً :

সন্তানধারিণী মহিলা। : (ض) مُصِيبَةً : (ج) مُصِيبَةً :

সাহায্য করুন। : (ج) أَدَامَ :

সাহায্য করা। : (ن) تَعَبَلَهُ :

الْقَاضِي (قاضٍ) (فا, مذ, مصدر: قَضَاءٌ - ض) (ج) قُضَاءٌ :

বিচারক, বিচারপতি।

সর্বদা বহাল রাখুন। : (ج) دُعَائِيَةً :

সর্বদা বহাল রাখা। : (ن) إِمَامَةً :

সম্বন্ধি। : (ن) التَّرَاضِي :

পারস্পরিক সম্বন্ধি থাকা। : (م) التَّرَاضِي :

অগ্রিম। : (م) أَكْرَمَ : (م) أَكْرَمَ :

অধিক সম্ভ্রাত, অভিজাত।

মূল, গোড়া, [বংশ]। : (ج) جَرَانِيَّةٌ :

অধিক পবিত্র। : (م) أَطْهَرِ : (م) أَطْهَرِ :

অরোম, অরোম : (ج) أَرَوَمَ : (ج) أَرَوَمَ :

অশ্রফ, অশ্রফ। : (م) أَشْرَفِ : (م) أَشْرَفِ :

মামা, মাতুল। : (ج) خَوَلَةٍ : (ج) خَوَلَةٍ :

চাচা, পিতৃব্য। : (و) عَمٍّ : (و) عَمٍّ :

চিহ্নিত করার হাতিয়ার, চিহ্ন, স্বপ-লাবণ্য। : (ج) مِيسِمَى :

সংরক্ষণ করা। : (ن) مِيسِمَى :

সংরক্ষণ, আশ্রয়। : (ن) مِيسِمَى :

وَسَيَمُنِي الْهَوْنُ، وَخَلَقَنِي نِعَمَ الْعَوْنِ، وَيُنِي
وَيُنِي جَارَاتِي بَوْنٌ وَكَانَ أَبِي إِذَا خَطَبَنِي
بِنَاءَ الْمَجْدِ، وَأَرَبَابَ الْجِدِّ، سَكَّتَهُمْ
وَكَتَّتَهُمْ، وَعَانَ وَصَلَّتَهُمْ وَصَلَّتَهُمْ، وَاحْتَجَّ
بِأَنَّهُ عَاهَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِحِلْفِهِ، أَنَّهُ لَا
يُصَاهِرُ غَيْرَ ذِي حِرْفَةٍ، فَقَبِضَ الْقَدْرَ
لِنَصِيٍّ وَوَصِيٍّ، أَنَّهُ حَضَرَ هَذَا الْخُدْعَةَ
نَادَى أَبِي، فَأَقْسَمَ بَيْنَ رَهْطِهِ، أَنَّهُ وَقَفَ
شَرْطِهِ، وَادْعَى أَنَّهُ طَالَمَا نَظَمَ دُرَّةً إِلَى دُرَّةٍ،
فَبَاعَهُمَا بِبِزْرَةٍ.

অনুবাদ : আমার স্বভাব নম্রতা এবং আমার চরিত্র আমার উৎকৃষ্ট সহায়ক। আমার ও আমার প্রতিবেশীদের মাঝে রয়েছে বিস্তার ব্যবধান। যখন সৌভাগ্যবান ও অভিজাত লোকেরা আমার বিবাহের প্রস্তাব দিত তখন আমার পিতা তাদেরকে চূপ করিয়ে দিতেন এবং তাদেরকে লাজওয়াব করে দিতেন। তিনি তাদের সাথে মিশতে এবং তাদের উপটৌকন গ্রহণ করতে অপছন্দ করতেন। এবং তিনি এ বলে দলিল পেশ করতেন যে, তিনি কসম সহকারে আল্লাহ তা'আলার সাথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন যে, তিনি কোনো পেশাজীবী ব্যক্তিত্ব কারও স্বত্ত্ব হবেন না। অতঃপর আমার ক্রান্তি ও অসুস্থতার জন্য ভাগ্য এটা অবধারিত করল যে, এই প্রতারক লোকটি আমার পিতার মজলিসে হাজির হলো এবং তার মজলিসের লোকজনের সামনে কসম করে বলল যে, সে তার শর্ত মূর্তাবিক পায়। সে আরও দাবি করল যে, সে অনেক সময় এক মুক্তার সাথে আরেক মুক্তা গেঁথেছে এবং উভয়টি সে এক বা দশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করেছে।

শাব্বিক অনুবাদ : الْهَوْنُ আমার স্বভাব নম্রতা خَلَقَنِي আমার চরিত্র نِعَمَ الْعَوْنِ উৎকৃষ্ট সহায়ক وَيُنِي আমার ও আমার প্রতিবেশীদের মাঝে রয়েছে বিস্তার ব্যবধান أَبِي আমার পিতা إِذَا خَطَبَنِي যখন আমার বিবাহের প্রস্তাব দিত بِنَاءَ الْمَجْدِ অভিজাত লোকেরা وَأَرَبَابَ الْجِدِّ এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গ سَكَّتَهُمْ তিনি তাদেরকে চূপ করিয়ে দিতেন وَكَتَّتَهُمْ এবং তাদেরকে লাজওয়াব করে দিতেন وَعَانَ وَصَلَّتَهُمْ وَصَلَّتَهُمْ তিনি তাদের সাথে মিশতে এবং তাদের উপটৌকন গ্রহণ করতে এবং তিনি অপছন্দ করতেন بِأَنَّهُ عَاهَدَ اللَّهُ تَعَالَى بِحِلْفِهِ তিনি আল্লাহ তা'আলার সাথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন কসম সহকারে وَوَصِيٍّ আমার পিতার মজলিসে হাজির হলো وَأَدْعَى أَنَّهُ طَالَمَا نَظَمَ DURA إِلَى DURA এই প্রতারক লোকটি أَبِي আমার পিতার মজলিসে এবং কসম করে বলল بَيْنَ رَهْطِهِ তার মজলিসের লোকজনের সামনে وَأَدْعَى أَنَّهُ সে আরও দাবি করল যে, সে তার শর্ত মূর্তাবিক পায় এবং এক মুক্তার সাথে আরেক মুক্তা গেঁথেছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

স্বভাব, অভ্যাস, চরিত্র : الْهَوْنُ : (ج) هَيْمٌ : শীমে

নম্রতা, গাঞ্জির্ষ : الْهَوْنُ : (ن) هَوْنٌ

নরম ও সহজ হওয়া : الْهَوْنُ : (ن) هَوْنٌ

হজাবগত আচার-আচরণ, অভ্যাস, মানবতা : الْهَوْنُ : (ج) خَلَقٌ

নিম্ন, উৎকৃষ্ট : نِعَمَ (فِعْلُ الْمَدْحِ) :

সাহায্য, সাহায্যকারী, খাদেম : الْعَوْنُ : (ن) مَعْدٌ

সাহায্য করা : الْعَوْنُ : (ن) مَعْدٌ

মাঝে, মাঝে : بَيْنَ (طَرَفٍ) :

প্রতিবেশী : (ج) جَارَاتٍ : (و) جَارَةٌ :

দুব্ব, ব্যবধান, পার্থক্য : بَوْنٌ :

অনুবাদ : এতে আমার পিতা তার মিথ্যা কথার চমকপ্রদতায় প্রতারিত হলেন এবং তার অবস্থা যাচাই করার পূর্বেই তার কাছে আমাকে বিবাহ দিলেন। অতঃপর সে যখন আমাকে আমার ঘর থেকে বের করে আনল এবং আমাকে আমার আত্মীয়-বন্ধন থেকে বিনায় করে নিল এবং আমাকে তার গৃহ কোণে হ্যান্ডবর্তিত করল, আর আমাকে তার বন্ধনের অধীনে লাভ করল তখন আমি তাকে অতর্কিত অকর্মণ্য ও অলস দেখতে পেলাম। আর আমি তাকে অধিক শয়নপ্রিয় ও নিদ্রাপ্রিয় পেলাম। আমি উত্তম লেবাস-পোশাক, আসবাবপত্র ও উৎকৃষ্ট অবস্থা সহকারে তার সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলাম। অথচ সে তা একাধারে বিনষ্টের বাজারে বিক্রি করতে থাকল এবং অধিক ভোজন ও স্বল্প ভোজনে তার পয়সা নষ্ট করতে থাকল।

শাশ্বিক অনুবাদ : وَرَوَّحْنِيهِ আমার পিতা প্রত্যতি হলেন رَوَّحْنِيهِ তার মিথ্যা কথা চমকপ্রদতায়
এবং তার কাছে আমাকে বিবাহ দিলেন قَبْلَ اِخْتِبَارِ حَالِ তার অবস্থা যাচাই করার পূর্বেই অতঃপর সে
যখন আমাকে বের করে আনলَ مِنْ كُنَّاسِي আমার ঘর থেকে رَوَّحْنِيهِ এবং আমাকে বিদায় করে নিলَ مِنْ اِنَّاسِي আমার
আত্মীয়-স্বজন থেকে وَتَقَلَّبْنِي এবং আমাকে স্থানান্তরিত করলَ اِلَى كُسْرٍ তার গৃহকাণে وَصَلْنِي আর আমাকে লাভ
করলَ مِنْ اَمْرِ তার বন্ধনের অধীনে وَجَدْنِي আমি তাকে দেখতে পেলাম مُتَدًّا অত্যধিক অকর্মণ্য অত্যধিক অদল
وَاقْبَنِي আর আমি তাকে পেলাম وَتَوَدَّ وَتَوَدَّ অধিক শয়নপ্রিয় ও নিদ্রাপ্রিয় وَكُنْتُ صَاحِبَهُ আমি তার সান্নিধ্য গ্রহণ
করেছিলাম بِرَاسِي وَزِي উত্তম লেবাস-পোশাক সহকারে وَأَنَابَ وَزِي এবং আসবাবপত্র ও উৎকৃষ্ট অবস্থা نَافِئَةً
অতঃপর সে তা একাধারে বিক্রি করতে থাকলَ نِى سَوِّى الْقَضَمِ বিনষ্টের বাজারে وَتَلَبَّ نَشْنَةً এবং সে তার পদসা নষ্ট
করতে থাকলَ نِى الْقَضَمِ وَنِى অধিক ভোজন ও স্বল্প ভোজন ।

أَغْتَرَّ : প্রভারিত হলেন ।

(اِنْتَعَالَ) اغْتَرَارًا : প্রভাবিত হওয়া ।

أَب : (ج) أَبَاءُ، أَبْنَاءُ : পিতা, জনক।

زخرفة : (فعللة) مص : । চমকপ্রদ/পরিপাটি/সুন্দর করা।

مَعَالٍ : (مادة : حول) : असम्भव, बातिल, मिथ्या, असार ।

زَوْجٌ : (تَفْعِيل) تَزْوِجًا : বিবাহ দিলেন।

اِخْتِبَارٌ : (اِنْتَعَالَ) مص : । پڑھنا کرنا، چاٹنا کرنا ।

حَالٌ : (ج) أحوالٌ , أحوَلَةٌ : অবস্থা, আকৃতি, প্রকৃতি ।

সে বের করে আনল। : **اِسْتَخْرَجَ**

(اِسْتَفْعَالٌ) اِسْتَفْرَاجًا : বের করে আনা।

কিনাস : (ج) أَكْبَنُ, كَنَر : । হরিণের আবাসস্থল, [ঘর] ।

বিদায় করে নিল : **وَعَلَّ**

(تَفْعِيلٌ) تَرْجِيلاً : বিদায় করে নেওয়া।

(ج) أَنَاثُ، أَنَاثِي، (و) إِنْسِي، [आधीय-बछन] लाकछन.

নقل (৩) نقلاً : নিয়ে গেল। স্থানান্তরিত করল,

গৃহকোণ, তাঁবু বা কান্নার কোণ। : (ج) گُرد، اُتسار :

সে লাভ করল, হাসিল করল। : **হাসিল**

(تفصیل) تحصیل : : ماڈل کتاب

বন্ধন। : **أَسَرَ**

ফিতে দ্বারা বাঁধা, বন্দী করা। : **أَسَرَ (ض) مَصَد :**

আমি [দেখতে] পেলাম। : **وَجَدْتُ**

(ض) **وَجَدْتُ، وَجَدَانًا :** পাওয়া

অত্যধিক অকর্মণ্য, নিরুদ্যম। : **قُعْدَةٌ (مَب، مَصَد: قُوْد-ن) :**

অত্যধিক অলস। : **جُئِمَةٌ (مَب، مَصَد: جُئِم-ن (ض) :**

আমি পেলাম। : **أَلْفَيْتُ (إِنْعَال) إِلْفَاءً :**

অলস, শয়নপ্রিয়। : **صَجَعَةٌ (مَب، مَصَد: صَجَع، صَجَعٌ-ف) :**

অলস, নিদ্রাপ্রিয়। : **تَوَمَةٌ (مَب، مَصَد: تَوَم، تَوَمٌ-س) :**

সান্নিধ্য গ্রহণ করেছিলাম। : **كُنْتُ (صَحِبْتُ (س) صَعْبَةً، صَحَابَةً :**

(ج) **رِيَّاشٌ، أَرِيَّاشٌ، (و) رِيَّاشٌ، رِيَّاشَةٌ :** উত্তম লেবাস-

পোশাক।

যই : **زَيْ (ج) أَزْيَاءً :** আকার, আকৃতি, পোশাক।

গৃহের আসবাব-পত্র। : **أَثَاكُ**

রুই : **رِيَّيْ** সুদৃশ্য, [উৎকৃষ্ট অবস্থা]

একাধারে করতে থাকল। : **لَا يَرْح (فِعْل نَاقِص) :**

পৃথক হলো, সরে গেল। : **بَرَحَ (س) بَرَحًا، بَرَّاحًا :**

বিক্রি করতে থাকল। : **يَبِيعُ - (مَابِرَح) :**

(ض) **يَبِيعًا :** বিক্রি করা।

সুও : **سَوَّى (ج) أَسْوَأَ :** বাজার, হাট।

ফুস্ : **فَضَم :** বিনষ্ট, ক্ষতি, গচ্ছা

অন্থম (ন) **مَصَد :** ভাঙ্গা।

মাব্রিচ **يُتْلِفُ :** নষ্ট করতে থাকল।

(إِنْعَال) **إِنْلَفًا :** নষ্ট করা।

থম : **ثَمَّنَ (ج) أَثْمَانًا، أَثْمِينَةً، أَثْمَنَ :** বিনিময়, বিক্রি লব্ধ

অর্থ, মূল্য।

খফ্ : **خَفَمَ :** অধিক ভোজন।

খফ্ (ম, স) **مَصَد :** মুখ ভর্তি করে খাওয়া।

ফফ্ : **فَفَمَ :** স্বল্প ভোজন।

ফফ্ (ম, স) **مَصَد :** দাঁতের মাথা দ্বারা কেটে খাওয়া।

إِلَى أَنْ مَرَّقَ مَالِي بِأَسْرِهِ، وَأَنْفَقَ مَالِي فِي
عُسْرِهِ. فَلَمَّا أَنْشَأَنِي طَعْمَ الرَّاحَةِ، وَغَادَرَ
بَيْتِي أَنْفَى مِنَ الرَّاحَةِ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا هَذَا!
إِنَّهُ لَا مَخْبَأَ بَعْدَ بُوَيْسٍ، وَلَا عِطْرَ بَعْدَ
عُرُوسٍ، فَانْهَضْ لِإِكْتِسَابِ بِضَاعَتِكَ،
وَأَجِّن ثَمَرَةَ بَرَاغَتِكَ، فَزَعِمَ أَنْ صِنَاعَتَهُ
قَدَرَمِيَتْ بِالْكَسَادِ، لِمَا ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ
مِنَ الْفَسَادِ وَلَيْ مِنْهُ سَلَاةٌ، كَأَنَّهُ خِلَاةٌ،
وَكِلَا مَا يَنْتَالُ مَعَهُ شُبْعَةٌ، وَلَا تَرَقُّ لَهُ مِنْ
الطَّوَى دَمْعَةٌ.

অনুবাদ : এভাবে সে আমার যা কিছু ছিল সবই ছিন্-ভিন্ করে ফেলল এবং আমার সম্পদ তার অভাব-অনটনে ব্যয় করে ফেলল। অতঃপর যখন সে আমাকে ভুলিয়ে দিল তখন আমি তাকে বললাম, হে সাহেব! নিশ্চয় কষ্টের পরে রাখতাক থাকে না এবং বর বা নব-বধুর বাসর যাপনের পর সুগন্ধির প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং তুমি তোমার শিল্প দ্বারা জীবিকা উপার্জনের জন্য প্রস্তুত হও এবং তুমি তোমার গুণ-গরিমার ফল চয়ন কর। তখন সে বলল যে, তার শিল্প মার খেয়ে গেছে। কেননা পৃথিবীতে অনর্থ প্রকাশ পেয়েছে। তার ঠরসজাত আমার এক সন্তান রয়েছে, যেন সে একটি খিলাল [অর্থাৎ, জীর্ণ-শীর্ণ] এবং আমরা উভয়ে তার [অর্থাৎ, সন্তানের] উপস্থিতিতে পেট পূরে খেতে পাই না এবং ক্ষুধায় তার অশ্রু বন্ধ হয় না।

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَى أَنْ مَرَّقَ : এভাবে সে ছিন্ ভিন্ করে ফেলল, আমার যা কিছু ছিল সবই ছিন্ ভিন্ করে ফেলল এবং আমার সম্পদ ব্যয় করে ফেলল, عَنْ عُسْرِهِ : তার অভাব-অনটনে, فَلَمَّا أَنْشَأَنِي طَعْمَ الرَّاحَةِ : অতঃপর সে যখন আমাকে ভুলিয়ে দিল, فَقُلْتُ لَهُ : يَا هَذَا! : তখন আমি তাকে বললাম, يَا هَذَا! : হে সাহেব! إِنَّهُ لَا مَخْبَأَ : নিশ্চয়ই রাখ-তাক থাকে না, وَلَا عِطْرَ : কষ্টের পর, بَعْدَ بُوَيْسٍ : নববধুর পর, فَانْهَضْ : সুতরাং তুমি প্রস্তুত হও, لِإِكْتِسَابِ : জীবিকা উপার্জনের জন্য, بِضَاعَتِكَ : তোমার শিল্প দ্বারা, وَأَجِّن : তুমি চয়ন কর, ثَمَرَةَ : তোমার গুণ-গরিমার ফল, بَرَاغَتِكَ : তখন সে বলল, أَنْ صِنَاعَتَهُ : তার শিল্পকর্ম মার খেয়ে গেছে, قَدَرَمِيَتْ : কেননা, بِالْكَسَادِ : পৃথিবীতে প্রকাশ পেয়েছে, لِمَا ظَهَرَ فِي الْأَرْضِ : তার ঠরসজাত আমার এক সন্তান রয়েছে, مِنْهُ : তার, سَلَاةٌ : অনর্থ, كَأَنَّهُ : এবং, خِلَاةٌ : আমরা উভয়ে, مَا يَنْتَالُ : তার উপস্থিতিতে, مَعَهُ : পায়, شُبْعَةٌ : পেট পূরে খাবার, وَلَا : এবং, تَرَقُّ : বন্ধ হয়, لَهُ : তার, مِنْ : ক্ষুধায়, الطَّوَى : তার, دَمْعَةٌ : অশ্রু।

শব্দ বিশ্লেষণ

অবশেষে, এ পর্যন্ত যে : : إِلَى أَنْ (إِلَى, أَنْ) :

মর্যাদা করে ফেলল : : مَرَّقَ :

(তফসিল) : : تَمَرَّقَ : মর্যাদা করে ফেলা : : مَرَّقَ :

মালী : : مَا بَعَثَ : "الَّذِي" : "بَعْدَ" : "تَجَرَّرَ" : "مُتَّعِلٌ" :

আমার যা কিছু ছিল।

অস্ব : : أَسْرَ : সম্পূর্ণ, সমস্ত, পুরোপুরি।

অনফ : : أَنْفَقَ : ব্যয় করে ফেলল।

বায় করা : : (إِنْعَالَ) : (إِنْعَالَ) :

ধন-সম্পদ, বিত্ত : : (أَمْوَالٌ) : (أَمْوَالٌ) :

অভাব-অনটন : : عُسْرٌ :

কষ্টের হওয়া : : عُسْرٌ (س) : عُسْرٌ :

সে ভুলিয়ে দিল : : أَنْفَى : أَنْفَى :

ভুলিয়ে দেওয়া : : (إِنْعَالَ) : (إِنْعَالَ) :

বান, আবদান : : طَعْمٌ :

আশ্বাদন করা, খাওয়া। : طَعَمَ (س) مصد
 ১. الرِّاحَةُ : শান্তি, আরাম।
 الرِّاحَةُ (ن) ص : আনন্দিত হওয়া।
 غَادَرُ : সে ছেড়ে দিল।
 (مُفَاعَلَةٌ مَفَادَرَةٌ) : ছেড়ে দেওয়া।
 بَيَّتَ : (ج) يَبِيتُ، أَبْيَاتُ : কামরা, গৃহ।
 أَنْفَى (اسم تفضيل) : অপেক্ষাকৃত অধিক পরিষ্কার।
 (س) تَقَاوَةٌ : পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া।
 ২. الرِّاحَةُ : (ج) رَاحَ، رَاحَاتُ : হাতের তালু।
 مَحْبَبٌ (مصدر ميمي أو اسم ظرف) :
 খটক, লুকাবার জায়গা।
 (ف) خَبَأَ - الْخَيْبُ : লুকানো।
 بَوَّسَ : (ج) أَبْوَسَ : কষ্ট-ক্লেশ, অভাব-অনটন।
 عَطَّرَ : (ج) عَطُورٌ : সুগন্ধি, আতর।
 عَرَّوْسَ : (ج) عَرَّسَ : [বাসর যাপন কালীন] স্বামী/বর।
 عَرَّوْسَ : (ج) عَرَّاسٌ : [বাসর যাপন কালীন] স্ত্রী, নববধূ।
 انْهَضَ : তুমি উঠে যাও, প্রস্তুত হও।
 (ف) تَهَوَّأَ، تَهَيَّأَ : উঠে দাঁড়ানো। প্রস্তুত হওয়া।
 الْاِكْتِسَابُ (اِنْتِعَالٌ) مصد : উপার্জন করা।
 صَنَاعَةٌ : পেশা, শিল্প, হস্তকর্ম।
 اجْتَنَ : তুমি ফল চয়ন কর।
 (اِنْتِعَالٌ) اجْتَنَاءٌ : ফল চয়ন করা।
 تَمَرَةٌ : (ج) تَمَرَاتٌ، تَمَرٌ (جمع) : ফল।
 بَرَاعَةٌ : গুণ-গরিমা।
 بَرَاعَةٌ (ن، س، ك) مصد : গুণ-গরিমায় অগ্রণী হওয়া।

ধারণা করল, বলল। : رَأَى
 ধারণা করা। বলা। : رَأَى، مَرَعًا :
 (ن) رَمَيْتَ (مع) : নিক্ষেপ করা হয়েছে, মার খেয়ে গেছে।
 (س) رَمَيْتَ : নিক্ষেপ করা।
 الْكِسَادُ (ن، ك) مصد : দাম পড়ে যাওয়া, গচ্ছা যাওয়া।
 ظَهَرَ : প্রকাশ পেয়েছে।
 (ن) ظَهَرًا : প্রকাশ পাওয়া।
 الْأَرْضُ : (ج) أَرْضَانِ، أَرْضٌ، أَرَاضٍ : জমি, পৃথিবী।
 الْفَسَادُ : অনর্থ, বিশৃঙ্খলা।
 الْفَسَادُ (ن، ض، ك) مصد : নষ্ট হওয়া।
 سَلَاةٌ : নির্গত, সারৎসার, বংশ-পরিক্রমা, সন্তান।
 كَانَهُ حَرْقٌ مَشَبَّهٌ بِالْفِعْلِ لِلتَّشْبِيهِ بَعْدَهُ حَبِيرٌ
 تَمَرَبٌ مَتَّعِلٌ : যেন সে।
 ذِلَالَةٌ : খিলাল, দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি।
 كِلَانًا (مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ) : আমরা উভয়।
 مَا يَنَالُ : পায় না, হাসিল করে না।
 (س) نَيْلًا : হাসিল করা।
 تُبِعَةً : একবারে পেট পুরে খাওয়ার পরিমাণ।
 لَا تَرَقَا : [অশ্রু] বন্ধ হয় না।
 (ن) رَقَا، رَقُومًا : বন্ধ হওয়া।
 الْطَرُوقُ : ক্ষুধা, অনাহার।
 الْفُتُونُ (س) مصد : ক্ষুধার্ত হওয়া।
 دَمَعَةٌ : (ج) دَمْعٌ، دَمْعٌ، دَمْعٌ : অশ্রু, চোখের পানি।

وَقَدِّدْتُهُ إِلَيْكَ، وَأَحْضَرْتَهُ لَدَيْكَ، لَتَعْجِمَ
عَوْدَ دَعْوَاهُ، وَتَعْجِمَ بَيْنَنَا بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ،
فَأَقْبَلَ الْقَاضِي عَلَيْهِ، وَقَالَ : قَدْ وَعَيْتُ
قَصَصَ عِزِّكَ، فَبَرَّهِنَ الْأَنْ عَن نَفْسِكَ،
وَالَا كَشَفْتُ عَن لَبْسِكَ، وَأَمَرْتُ بِحَبْسِكَ .

অনুবাদ : এমতাবস্থায় আমি তাকে আপনার নিকট টেনে এনেছি এবং আপনার সম্মুখে হাজির করেছি, যাতে আপনি তার দাবির কাঠ পরীক্ষা করে দেখেন এবং আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে বুঝ দিয়েছেন তদ্বারা আমাদের ফয়সালা করে দেন। অতঃপর বিচারপতি বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিমুখী হয়ে বললেন, আমি তোমার হ্রীর বিবরণ শুনলাম। অতএব এখন তুমি তোমার পক্ষ থেকে সপ্রমাণ বিবরণ দাও। অন্যথায় আমি তোমার গুমর প্রকাশ করে দেব এবং তোমাকে বন্দী করার নির্দেশ দেব।

শাস্তিক অনুবাদ : এমতাবস্থায় আমি তাকে আপনার নিকট এনেছি। অর্থাৎ আপনার সম্মুখে তাকে উপস্থিত করেছি। লতএমতাবস্থায় আমি তাকে আপনার নিকট টেনে এনেছি এবং আপনার সম্মুখে হাজির করে দেবেন। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে যে বুঝ দান করেছেন, তদ্বারা আমাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। অতঃপর বিচারপতি বৃদ্ধ লোকটির প্রতি অভিমুখী হয়ে বাললেন। আমি শুনলাম। অর্থাৎ তোমার হ্রীর বিবরণ শুনলাম। অতএব এখন তুমি সপ্রমাণ বিবরণ দাও। অন্যথায় আমি তোমার গুমর প্রকাশ করে দিব। অর্থাৎ আমি তোমাকে বন্দী করার নির্দেশ দিব।

শব্দ বিশ্লেষণ

(قَدِّدْتُ) : আমি টেনে এনেছি।
(ن) قَرَّدُ : টেনে আনা।
أَحْضَرْتُ : আমি হাজির করেছি।
(أَفْعَالٌ) أَحْضَرًا : হাজির করা।
تَعْجِمُ : আপনি পরীক্ষা করে দেখেন।
(ن) عَجَبْتُ : পরীক্ষা করা।
عَوْدٌ : (ج) عِيَانٌ، عَوَادٌ، عَوْدٌ : কাঠ, কাটা ডাল।
دَعَاؤِي : (ج) دَعَاؤِي : দাবি, আবেদন।
دَعَاؤِي : (ن) مَدَّ : ডাকা।
تَعْجِمُ : আপনি ফয়সালা করে দেন।
(ن) مَجَّيْتُ : ফয়সালা করা।
(مَا) أَرَى : [যা] দেখিয়েছেন, বুঝ দিয়েছেন।
(أَفْعَالٌ) إِرَاءَةً : দেখানো।
أَقْبَلَ : অভিমুখী হলেন।
(أَفْعَالٌ) أَقْبَلَ : অভিমুখী হওয়া।
الْقَاضِي : (ج) قَضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি।
(ن) قَضَاءٌ : বিচার/ফয়সালা করা।
كَشَفْتُ : আমি উন্মোচন করলাম।

(ن) وَعَيْتُ : শোনা। আশঙ্ক করা।
قَصَصَ : বিবরণ, বর্ণিত বিষয়, কাহিনী।
نَصَرَ : (ن) مَدَّ : বর্ণনা করা।
عَرَّسَ : (ج) أَعْرَاسٌ : বর, কনে, স্ত্রী।
بَرَّهِنَ : তুমি প্রমাণ পেশ কর, সপ্রমাণ বিবরণ দাও।
(تَعْلِيلٌ) بَرَهَنَةً : প্রমাণ পেশ করা। সপ্রমাণ বিবরণ দেওয়া।
أَنْ عَن نَفْسِكَ : এখন, এ মুহূর্তে।
عَنْ نَفْسِكَ : তোমার নিজের পক্ষ থেকে।
نَفْسِي : (ج) أَنْفُسِي : আত্মা, প্রাণ, ব্যক্তি।
كَشَفْتُ : আমি খুলে দিলাম [-দেব]।
(ن) كَشَفْتُ : খুলে দেওয়া।
كَيْسٌ : জট, গুমর।
لَبْسٌ : (ن) مَدَّ : সন্দেহভূত করা।
أَمَرْتُ : আমি নির্দেশ দিলাম [-দেব]।
(ن) أَمَرْتُ : নির্দেশ দেওয়া।
حَبَسَ : (ن) مَدَّ : বন্দী করা।
عَنِ الشَّيْءِ : বিরত রাখা।

فَاطَرَقَ إِطْرَاقَ الْأَنْعَمَانِ، ثُمَّ شَمَّرَ لِلْحَرْبِ
الْعَوَانِ، وَقَالَ :

إِسْمَعْ حَدِيثِي، فَإِنَّهُ عَجَبٌ *

يُضْحَكُ مِنْ شَرِّهِ، وَيُنْتَحِبُ

أَنَا أَمْرًا لَيْسَ فِي خَصَائِصِهِ *

عَيْنِي، وَلَا فِي فَعَارِهِ رَبِّي

سَرُوجَ دَارِي النَّيِّ وَلِذْتُ بِهَا *

وَالْأَصْلُ غَسَّانٌ حِينَ أَنْتَسَبَ

অনুবাদ : তখন সে সর্পের মাথা নিচু করার মতো মাথা নিচু করল। তারপর সে তুমুল লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলো এবং বলল : [কবিতার অনুবাদ-] “আপনি আমার কথা শুনুন, কেননা, তা বিস্ময়কর। এর বিবরণ শুনে হাসা হয়, আবার কাঁদা হয়। আমি এমন এক ব্যক্তি, যার বৈশিষ্ট্যাবলিতে কোনো ক্রটি নেই এবং তার গর্ববোধে কোন রকম সন্দেহ নেই। সাক্ষ্যে আমার বাড়ি, সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। যখন আমি বংশ বর্ণনা করি তখন আমার প্রকৃত বংশ হচ্ছে গাসসান।

শাব্দিক অনুবাদ : فَاطَرَقَ তখন সে মাথা নিচু করল الْأَنْعَمَانِ সর্পের মাথা নিচু করার মতো ثُمَّ শম্মর সে প্রস্তুত হলো الْعَوَانِ তুমুল লড়াইয়ের জন্য وَقَالَ এবং বলল إِسْمَعْ حَدِيثِي আপনি আমার কথা শুনুন يُضْحَكُ কেননা তা বিস্ময়কর مِنْ شَرِّهِ এর বিবরণ শুনে হাসা হয় وَيُنْتَحِبُ আবার কাঁদা হয় أَنَا আমি এমন এক ব্যক্তি لَيْسَ فِي خَصَائِصِهِ যার বৈশিষ্ট্যাবলিতে নেই عَيْنِي কোনো ক্রটি وَلَا فِي فَعَارِهِ رَبِّي এবং তার গর্ববোধে কোনো রকম সন্দেহ নেই دَارِي النَّيِّ সাক্ষ্যে আমার বাড়ি وَلِذْتُ بِهَا সেখানে আমি জন্মগ্রহণ করেছি وَالْأَصْلُ গাসসান হইতে أَنْتَسَبُ তখন আমি বংশ বর্ণনা করি।

শব্দ বিশ্লেষণ

সে মাথা নিচু করল : فَاطَرَقَ (إِنْعَال) إِطْرَاقًا :

মাথা নিচু করা : إِطْرَاقًا (إِنْعَال) مَصَد :

সর্প, নর সাপ : الْأَنْعَمَانُ (مَادَة) نَمَى :

সে প্রস্তুত হলো : ثُمَّ :

প্রস্তুত হওয়া : (تَفْعِيل) تَشَمَّرًا :

লড়াই, যুদ্ধ : الْحَرْبُ (ج) حُرُوبًا :

সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া : الْعَوَانُ (ن) مَصَد :

তুমুল, ভীষণ : الْعَوَانُ (ج) عَوْنًا :

শ্রোত, মাঝবয়সী : إِسْمَعْ (ج) عَوْنًا :

আপনি শুনুন, তুমি শোন : إِسْمَعْ (ن) مَصَد :

শোনা : شَمَّرًا :

কথা, হাদীস : حَدِيثٌ (صَف) مَذ (ج) أَحَادِيثُ :

হাদীস বর্ণনা করা। কথা বলা : (تَفْعِيل) تَعْدِيثًا :

সংঘটিত হওয়া : (ن) حَدَّثُوا - الْأَمْرُ :

নতুন হওয়া : حَدَّثُوا - حَدَّثًا :

থেকে -عَر- এর বিপরীতে ব্যবহৃত হলে তখন كَرَم থেকে ব্যবহৃত হয়। যেমন-أَخَذْتُ مَاقَدَمَ قَدَمٍ وَمَا حَدَّثْتُ “নতুন পুরাতন ডাবনা আধাকে জড়িয়ে ধরেছে।”

বিস্ময়, বিস্ময়কর : عَجَبٌ :

আশ্চর্যবোধ করা। পছন্দ করা : عَجَبٌ (س) مَصَد :

কাঁদা হয়, ক্রন্দন করা হয় : يُنْتَحِبُ (مَج) :

ক্রন্দন করা : (إِنْعَال) إِنْتِحَابًا :

পুরুষ, ব্যক্তি : أَمْرًا :

নেই, নয় : لَيْسَ (فِعْل نَائِض) :

বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব : (ج) خَصَائِصُ، (و) خَاصِيَّةٌ :

কলঙ্ক, দোষ, ত্রুটি : عَيْنِي (ج) عَيْوَبٌ :

কলঙ্কিত করা : (ض) مَصَد :

গর্ববোধ, গর্ব, অহংকার : فَعَارُ، تَعَرُّ :

গর্ব করা : (ن) مَصَد :

সন্দেহ, সংশয়, অপবাদ : رَبِّي (و) رَيْبَةٌ :

একটি জায়গার নাম : سَرُوج :

দাঁড় : (ج) دَوْرٌ، دَوْرَانٌ، دَوْرَانٌ، دَوْرَانٌ، دَوْرَانٌ، دَوْرَانٌ :

বাড়ি, দেশ : وَلِذْتُ (مَج) :

আমি জন্মগ্রহণ করেছি : (ض) لِدْتُ، وَلَدْتُ :

জন্মগ্রহণ করা : غَسَّانٌ (بَنُو غَسَّانٍ) :

এক রাজ বংশের নাম : حِينَ : (ج) حِينَانٍ، (مَج) أَحْيَانًا :

সময়, কাল : أَنْتَسَبَ : আমি বংশ-পরিক্রমা বর্ণনা করি।

বংশ-পরিক্রমা বর্ণনা করা : (إِنْعَال) إِنْتِسَابًا :

وَسُغِّلِي الدَّرْسَ، وَالتَّحَرَّرِي فِي الْ
عِلْمِ طِلَابِي، وَحَبَدًا الطَّلَبُ
وَرَأْسَ مَالِي سَخَرُ الْكَلَامِ الَّذِي *
مِنْهُ بَصَاعُ الْقَرِيبِ وَالْخَطْبُ
أَغْوَصُ فِي لُجَةِ الْبَيَانِ فَأَخُ *
تَارَ اللَّائِي مِنْهَا وَانْتَحَبُ
وَأَجْتَنِي الْيَانِعَ الْجَنَى مِنْ أَلْ *
قَوْلٍ وَغَيْرِي لِلْعُودِ يَخْطُبُ
وَأَخَذَ اللَّفْظَ فِضَّةً قِيَادًا *
مَاصُفَتُهُ، قِيلَ : إِنَّهُ ذَهَبُ
وَكُنْتُ مِنْ قَبْلِ أَمْتَرِي تَسْبًا *
بِالْأَدَبِ الْمُقْتَنِي، وَأَجْتَلِبُ

অনুবাদ : আমার কাজ পড়াশুনা করা এবং আমার লক্ষ্য
জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া। আর শুভ
আমার এই অবেশা। আমার মূলধন যাদুময় কথা,
যদ্যদ্বারা কবিতা ও বক্তৃতা প্রস্তুত করা হয়। আমি
বাগিতার গভীরতায় ডুব দেই, সেখান থেকে মুক্তামালা
পছন্দ করি এবং নির্বাচন করি। আমি কথামালার তাজা
পরিপক্ব ফল চয়ন করি, আর আমি ব্যতীত অন্যেরা
লাকড়ি কুড়িয়ে বেড়ায়। আমি শব্দ রূপা বরূপ গ্রহণ
করি। অতঃপর যখন আমি তা ঢালাই করি তখন বলা
হয় যে, এটা বর্ণ। আমি ইতঃপূর্বে সজ্জিত সাহিত্য দ্বারা
সম্পদ আহরণ করতাম এবং উপার্জন করতাম।

শাব্দিক অনুবাদ : سُغِّلِي আমার কাজ পড়াশুনা করা وَالتَّحَرَّرِي فِي الْعِلْمِ আর জ্ঞানে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী
হওয়া طِلَابِي আমার লক্ষ্য وَحَبَدًا الطَّلَبُ আর শুভ আমার এই প্রত্যাশা وَرَأْسَ مَالِي আমার মূলধন
يَادُومُয় কথা مِنْهُ بَصَاعُ الْقَرِيبِ কবিতা ও বক্তৃতা أَغْوَصُ আমি ডুব দেই لُجَةِ الْبَيَانِ বাগিতার
গভীরতায় وَانْتَحَبُ সেখান থেকে মুক্তামালা পছন্দ করি وَأَجْتَنِي নির্বাচন করি الْيَانِعَ الْجَنَى আমি তাজা
পরিপক্ব ফল চয়ন করি الْقَوْلِ আর আমি ব্যতীত অন্যেরা يَخْطُبُ লাকড়ি কুড়িয়ে বেড়ায়
وَأَخَذَ اللَّفْظَ فِضَّةً রূপা বরূপ গ্রহণ করি قِيَادًا مَاصُفَتُهُ অতঃপর আমি যখন
তা ঢালাই করি তখন বলা হয় যে, إِنَّهُ ذَهَبُ এটা বর্ণ وَكُنْتُ مِنْ قَبْلِ أَمْتَرِي ইতঃপূর্বে সজ্জিত
সাহিত্য দ্বারা সম্পদ আহরণ করতাম এবং উপার্জন করতাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

سُغِّلِي : সূগল, সূগল : কাজ, ব্যস্ততা, ব্যাপ্তি।
طِلَابِي : (ب) : সূগল : ব্যাপ্ত করা।
الدَّرْسُ : পাঠ।
الدَّرْسُ (ن) : পড়াশুনা করা, পড়া।
التَّحَرَّرُ (تفعّل) : অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া।
الْعِلْمُ : জ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্ঞান।

الْعِلْمُ (م) : জ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা।
طِلَابٌ : দাবি, লক্ষ্য।
طِلَابٌ (مفاعلة) : নিজের অধিকার চাওয়া।
حَبَدًا (ح) : শুভ।
الطَّلَبُ : অবেশ, অবেশ।
الطَّلَبُ (ن) : অবেশ করা।

رَأْسٌ : (ج) أَرْؤُسٌ، رُؤُوسٌ، رُؤَسٌ، أَرَأَسٌ : শীর্ষ, মাথা, প্রধান।
 مَالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : সম্পদ, ধন।
 رَأْسُ مَالٍ، رَأْسُ النَّالِ : পুঞ্জি, মূলধন।
 سِخْرٌ : যাদু, ধোকা।
 سِخَّرَ (ف) مَد : মুগ্ধ করা, যাদু করা, ধোকা দেওয়া।
 أَلَكَلَمَ : কথা : বক্তব্য। আলাপ-আলোচনা। বাক্য।
 يَصَّاعٌ (مع) : গলিয়ে ছাঁচে ঢালা হয়, প্রস্তুত করা হয়।
 صِبَاغَةٌ : (ن) ছাঁচে ঢালা।
 الْقَرِيضُ (صف) : কর্তিত, কবিতা।
 (ض) قَرَضَ : বিনিময় দেওয়া। ঋণ দেওয়া।
 الْقُسْعَرُ : কবিতা রচনা করা।
 الْقَسَى : কর্তন করা।
 (ج) الْخَطْبُ، (و) خُطْبَةٌ : বক্তৃতা, খুতবা।
 أَعْوَصَ : আমি ডুব দেই।
 (ن) عَوَصًا، غِيَاصًا : ডুব দেওয়া।
 لَعَجَةٌ : (ج) لُجٌّ، لُجَجٌ، لُجَاجٌ : গভীরতা, গভীর পানি।
 أَلْيَبَانٌ : বর্ণনা, বাগিতা।
 أَلْيَبَانٌ (ض) مَد : স্পষ্ট হওয়া।
 أَخْتَارَ : আমি পছন্দ করি।
 (افْتَعَالَ) اخْتِيَارًا : পছন্দ করা।
 (ج) أَلَلَّاسِي، (و) لَوْلُو، لَوْلُوَةٌ : মুক্তামালা।
 أُنْتَخِبَ : আমি নির্বাচন করি।
 (افْتَعَالَ) انْتِخَابًا : নির্বাচন করা।
 أَجَنَنْتِي : আমি ফল চয়ন করি।
 (افْتَعَالَ) اجْنِنًا : ফল চয়ন করা।
 أَلْيَانِعٌ (صف، مذ) : (ج) يَنْعٌ : পরিপক্ব ফল।
 (ض) يَنْعًا، يَنْعَوًا، (افْتَعَالَ) اِنْئِنَاعًا : ফল পরিপক্ব হওয়া।
 أَلَجَنِيَّتِي (مف، مذ) : নতুন পাড়া ফল, তাজা ফল।
 (ض) جَنِيًّا، جَنِي - الشَّر : গাছ থেকে ফল পাড়া।

- جَنَابَةٌ : অপবাহ/ শুনাহ করা।
 - جَنَبًا - اللَّحَب : খনি থেকে বের করা।
 الْقَوْلُ : (ج) أَقْوَالٌ : কথা।
 الْقَوْلُ (ن) مَد : কথা বলা।
 غَيْرٌ : (ج) أَغْيَارٌ (بمعنى يَوْمٍ) : ভিন্ন, ব্যতীত।
 الْعَوْدُ : (ج) عِيدَانٌ، أَعْوَادٌ، أَعْوَدٌ : কাঠ, খড়ি, লাকড়ি।
 يَحْتَطِبُ (افْتَعَالَ) احْتِطَابًا : লাকড়ি কুড়ায়।
 أَخَذَ : আমি গ্রহণ করি, ধারণ করি।
 (ن) أَخَذًا : গ্রহণ করা। ধারণ করা। ধরা।
 اللَّفْظُ : (ج) أَلْفَافٌ : শব্দ।
 اللَّفْظُ (ض، س) مَد : কথা বলা, নিষ্কেপ করা।
 نَصَّةٌ : রূপা, চাঁদি, রজত।
 (أَدَامًا) صَفَّتْ : [যখন] গলিয়ে ঢালাই করি, প্রস্তুত করি।
 (ن) صَوَّغًا، صِبَاغَةً : গলিয়ে ঢালাই করা। প্রস্তুত করা।
 ذَبَبٌ (ج) أَذْمَابٌ، ذَهْرَبٌ، ذَهَبَانٌ : সোনা, স্বর্ণ, সুবর্ণ।
 (كُنْتُ) امْتَرَيْ : আমি বের করতাম/ আহরণ করতাম।
 (افْتَعَالَ) امْتِرَاءً - فَي السَّي : সন্দেহ করা।
 (ض) مَرِيًا - النَّاقَةُ : দোহন করা। বের করা।
 (ض) مَرِيًا - النَّاقَةُ : দুধ সোহন করার জন্য জ্ঞান হাত বুলানো।
 - أَلَدَمَ وَتَعَوَّ : রক্ত বের করা।
 نَشَبَ : নৃষক/অস্থাবর সম্পদ।
 نَشَبَ (س) مَد : এটে যাওয়া।
 الْأَدَبُ (و) مَد : সাহিত্যিক/শিল্প/বিদগ্ধ হওয়া।
 الْأَدَبُ : (ج) أَدَابٌ : সাহিত্য। শিল্পাচার। নীতি। রীতি।
 أَلْمَقَنَتِي (مف، مذ) : সজ্জিত।
 (افْتَعَالَ) اِفْنَاءً - أَلَسَال : সঞ্চয় করা। অর্জন করা।
 (كُنْتُ) اجْتَلَيْ : আমি উপার্জন করতাম।
 (افْتَعَالَ) اجْتِلَاءً : উপার্জন করা। আনয়ন করা।
 (ن، ض) جَلَبًا، جَلَبًا - هُ : হাঁকিয়ে আনা।

وَيَمْتَنِي أَخْمَصِي لِحُرْمَتِهِ *
 مَرَاتِبًا لَيْسَ قَوْفَهَا رُتَبُ
 وَطَالَمَا زُنْتُ الصَّلَاتِ إِلَى *
 زَيْعِي فَلَمْ أَرْضَ كُلَّ مَنْ يَهَبُ
 فَالْيَوْمَ مَنْ يَعْلُقُ الرَّجَاءَ بِهِ *
 أَكْسَدَ شَيْءٍ فِي سَوْقِهِ الْأَدَبُ
 لَا عِرْضَ أَبْنَانِهِ بِصَانٍ وَلَا *
 يَرْقُبُ فِيهِمْ إِلَّا، وَلَا سَبَبُ
 كَانَهُمْ فِي عِرَاصِهِمْ جَيْفٌ *
 يُبْعَدُ مِنْ تَنْتِنِهَا وَيُجْتَنَّبُ
 فَعَارَ لَيْسَ لِمَا مَنِيتُ بِهِ *
 مِنَ اللَّيَالِي، وَصَرَفَهَا عَجَبُ

অনুবাদ : সাহিত্যের মর্যাদার কারণে আমার পায়ের তালু এমন পদ-মর্যাদায় আরোহণ করত, যার উপরে কোনো পদ-মর্যাদা নেই। অনেক সময় বখশিশ-উপটৌকন সাজিয়ে গুছিয়ে আমার গৃহে পাঠানো হয়েছে, অথচ আমি প্রত্যেক বখশিশদাতাকে পছন্দ করিনি। সুতরাং আজ কে আছে এমন, যার সাথে আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হতে পারে? সাহিত্যই নিজ বাজারে সব চেয়ে অচল পণ্য। সাহিত্য-রসিকদের সম্মান রক্ষা করা হয় না এবং তাদের ব্যাপারে কোনো সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের ভোয়াল্লা করা হয় না। যেন সাহিত্যিকগণ তাদের অঙ্গনে মৃত লাশ, তার দুর্গন্ধের কারণে দূরত্ব অবলম্বন করা হয় এবং তার থেকে বেঁচে থাকা হয়। সুতরাং আমি যে সকল [তিমির] রাতের সম্মুখীন হয়েছি, তাতে আমার বিবেক-বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। আর কালের আবর্তন বড়ই আশ্চর্যপূর্ণ।

শাখিক অনুবাদ : أَخْمَصِي আরোহণ করত আমার পায়ের তালু لِحُرْمَتِهِ সাহিত্যের মর্যাদার কারণে مَرَاتِبًا এমন পদমর্যাদায় قَوْفَهَا যার উপরে নেই رُتَبُ কোনো পদমর্যাদা طَالَمَا অনেক সময় زُنْتُ বখশিশ উপটৌকন সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো হয়েছে যার সাথে আমার গৃহে পাঠানো হয়েছে كُلَّ مَنْ يَهَبُ অথচ আমি পছন্দ করিনি اَلْيَوْمَ অথচ আজ مَنْ يَعْلُقُ الرَّجَاءَ بِهِ কে আছে এমন, যার সাথে আশা-আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হতে পারে اَلْأَدَبُ নিজ বাজারে সাহিত্যই لَا না কোনো সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব عِرْضُ তাদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ রক্ষা করা হয় وَلَا سَبَبُ কোনো সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব يُبْعَدُ দূরত্ব অবলম্বন করা হয় مِنْ تَنْتِنِهَا তার দুর্গন্ধের কারণে وَيُجْتَنَّبُ এবং তার থেকে বেঁচে থাকা হয় فَعَارَ সুতরাং তাতে আমার বিবেক-বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে مِنَ اللَّيَالِي আমি যে সকল রাতের সম্মুখীন হয়েছি لِمَا مَنِيتُ بِهِ আর কালের আবর্তন বড়ই আশ্চর্যপূর্ণ।

শব্দ বিশ্লেষণ

আরোহণ করত : (كَانَ) يَمْتَنِي :
 আরোহণ করা : (اِئْتِمَالًا) يَمْتَنِي :
 পায়ের তালু, যা মাটি থেকে পৃথক থাকে : أَخْمَصِي (ج) أَخْمَاصُ :
 হরমতা : حُرْمَةٌ (ج) حُرُمَاتٌ، حُرْمٌ :
 পদ, মর্যাদা : (ج) مَرَاتِبٌ، (ر) مَرْتَبَةٌ :

লৈস, নয় : (فَعِلَ نَاقِصٌ) :
 উপরে : قَوْفٌ :
 মর্যাদা, সম্মান : (ر) رُتَبَةٌ :
 অনেক সময় : طَالَمَا (فعل، بعد ما المصدرية أو -الكافة) :
 সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো হয়েছে : زُنْتُ :
 সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠানো : (ن) زَنًا، زِنَاتًا :

উপটৌকন, সওগাত, হাদিয়া। : (ج) الصَّلَاتُ : (و) صَلَّةٌ

বৃষ্টি : (ج) رُبْعٌ : (و) رُبْعٌ : (و) رُبْعٌ : (و) رُبْعٌ

আমি তুষ্ট হই নি, পছন্দ করি নি। : (و) رُبْعٌ : (و) رُبْعٌ : (و) رُبْعٌ

যে দান করে, দানকারী, হিঁহ : (و) رُبْعٌ : (و) رُبْعٌ : (و) رُبْعٌ

বখশিশদাতা।

الْيَوْمَ : (ج) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ

আদা, আজ।

يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ

জড়িত হতে পারে। : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ

জড়িত হওয়া : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ : (و) يُعَلِّقُ

الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ

প্রত্যাশা, আশা। : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ

আশা করা : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ : (و) الْجَاءُ

أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ

গম্ভীর, অচল। : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ

পণ্য অচল হওয়া : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ : (و) أَكْسَدُ

السوق : (و) السُّوقُ : (و) السُّوقُ : (و) السُّوقُ : (و) السُّوقُ

বাজার মন্দা হওয়া। : (و) السُّوقُ : (و) السُّوقُ : (و) السُّوقُ : (و) السُّوقُ

شَيْءٌ : (ج) أَشْيَاءُ : (و) أَشْيَاءُ : (و) أَشْيَاءُ : (و) أَشْيَاءُ

বস্তু। : (و) أَشْيَاءُ : (و) أَشْيَاءُ : (و) أَشْيَاءُ : (و) أَشْيَاءُ

سَوْقٌ : (ج) أسواقٌ : (و) أسواقٌ : (و) أسواقٌ : (و) أسواقٌ

বাজার, হাট, বিপণনকেন্দ্র। : (و) أسواقٌ : (و) أسواقٌ : (و) أسواقٌ : (و) أسواقٌ

الأدب : (ج) أدبٌ : (و) أدبٌ : (و) أدبٌ : (و) أدبٌ

সাহিত্য, শিষ্টাচার, আদব। : (و) أدبٌ : (و) أدبٌ : (و) أدبٌ : (و) أدبٌ

عَرَضٌ : (ج) أَعْرَاضٌ : (و) أَعْرَاضٌ : (و) أَعْرَاضٌ : (و) أَعْرَاضٌ

ইজ্জত, সম্মান। : (و) أَعْرَاضٌ : (و) أَعْرَاضٌ : (و) أَعْرَاضٌ : (و) أَعْرَاضٌ

أَيَّامٌ : (ج) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ

সাহিত্যরসিক, সাহিত্যচর্চাকারী। : (و) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ : (و) أَيَّامٌ

لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ

রক্ষা করা হয় না। : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ

رক্ষা করা : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ : (و) لا يَصَانُ

لا يَرْقُبُ : (و) لا يَرْقُبُ : (و) لا يَرْقُبُ : (و) لا يَرْقُبُ : (و) لا يَرْقُبُ

তোয়াক্ষা করা হয় না। : (و) لا يَرْقُبُ : (و) لا يَرْقُبُ : (و) لا يَرْقُبُ : (و) لا يَرْقُبُ

ن رُقْبًا : (و) ن رُقْبًا : (و) ن رُقْبًا : (و) ن رُقْبًا : (و) ن رُقْبًا

তত্ত্বাবধান করা। লক্ষ্য রাখা। : (و) ن رُقْبًا : (و) ن رُقْبًا : (و) ن رُقْبًا : (و) ن رُقْبًا

أَلٌ : (و) أَلٌ : (و) أَلٌ : (و) أَلٌ : (و) أَلٌ

প্রতিশ্রুতি। সম্পর্ক। প্রতিবেশিত্ব। : (و) أَلٌ : (و) أَلٌ : (و) أَلٌ : (و) أَلٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

রশি, উপায়, পন্থা, বন্ধন। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

যেন তারা। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

অসন, বাড়ির : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

আগিনা/চত্বর। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

মৃত লাশ, মড়া। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

দূরত্ব অবলম্বন করা হয়। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

দূরে রাখা। দূর করা। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

দূর্গন্ধ। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

দূর্গন্ধময় হওয়া। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

বৈচে থাকা হয়। দূরে থাকা হয়। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

বৈচে থাকা। দূরে থাকা। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

হতভম্ব/ নিষ্ক্রিয় হয়ে পোছে। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

হতভম্ব/ নিষ্ক্রিয় হওয়া। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

বিবেক-বুদ্ধি। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। শিকার হয়েছি। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

পরীক্ষা করা। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

পরীক্ষা করা। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

রাত্রি, রজনী। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

সর্বকালের আবর্তন। কালের আবর্তনে সংঘটিত : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

বিপদ-আপদ। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

বিষয়, বিষয়কর। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

نَب : (ج) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

বিষয়বোধ করা। : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ : (و) أَنَبَابٌ

وَصَاقَ دَرْعِي لَصِيقَ ذَاتِ يَدَيَّ *
وَسَاوَرْتَنِي الْهُمُومُ وَالْكَرْبُ
وَقَادَتْنِي دَهْرِي الْمَلِيمُ إِلَى *
سُلُوكٍ مَا يَسْتَشِينُهُ الْحَسِبُ
فَبِعَنَتُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لِي سَبْدٌ *
وَلَا بَتَاتُ إِلَيْهِ أَنْقَلِبُ
وَأَذِنْتُ حَتَّى أَثْقَلْتُ سَالِفَتِي *
يَحْمِلُ دَيْنِي مِنْ دُونِهِ الْعَطَبُ

অনুবাদ : আমার সম্পদ-সংকটের কারণে আমার বন্ধ
সংকীর্ণ হয়ে গেছে এবং দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট-ক্লেশ আমার
উপর চেপে বসেছে। আমার নিন্দনীয় কাল [জীবন]
আমাকে সেই পথে চলার জন্য টেনে নিয়ে গেছে, যাকে
আমার বংশ-গৌরব ঘৃণা করে। ফলে আমি [আমার সব
কিছু] বিক্রি করে দিয়েছি, এমন কি সামান্য বস্তু এবং
সামান্য পাথের আমার জন্য অবশিষ্ট নেই, যার আশ্রয়ে
আমি ফিরে যাব। এবং আমি ঋণ গ্রহণ করেছি, ফলে
আমি এমন ঋণের বোঝায় আমার ঘাড় ভারি করে
ফেলেছি, যার চেয়ে কম ঋণে মৃত্যু হয়।

শাব্দিক অনুবাদ : শাব্দিক অনুবাদ : **وَصَاقَ** আমার বন্ধ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। **دَرْعِي** আমার সম্পদ সংকটের কারণে। **وَسَاوَرْتَنِي** আর আমার উপর চেপে বসেছে। **الْهُمُومُ** দুঃখ-দুর্দশা ও **الْكَرْبُ** কষ্ট-ক্লেশ আমাকে টেনে নিয়ে গেছে। **وَقَادَتْنِي** আমার নিন্দনীয় কাল **إِلَى** সেই পথে চলার জন্য **السُّلُوكِ** যাকে আমার বংশ গৌরব ঘৃণা করে **فَبِعَنَتُ** ফলে আমি বিক্রি করে দিয়েছি **حَتَّى** এমন অবশিষ্ট নেই **سَبْدٌ** আমার জন্য সামান্য বস্তু এবং **وَلَا بَتَاتُ** সামান্য পাথের আমার জন্য **إِلَيْهِ** যার আশ্রয়ে আমি ফিরে যাব **وَأَذِنْتُ** আমি ঋণ গ্রহণ করেছি **حَتَّى** ফলে আমি ভারি করে ফেলেছি **سَالِفَتِي** আমার ঘাড় **يَحْمِلُ** এমন ঋণের বোঝায় **دَيْنِي** যার চেয়ে কম ঋণে মৃত্যু।

শব্দ বিশ্লেষণ

সংকীর্ণ হয়ে গেছে। : **صَاقَ (ض)** **حَتَّى**
বন্ধ, সামর্থ্য, অন্তর। : **دَرْعٌ**
সংকট, সংকীর্ণতা। : **سَبْدٌ**
মালিকানা, মালিকানাভুক্ত সম্পদ। : **ذَاتُ الْيَدِ**
চেপে বসেছে। : **سَاوَرْتُ**
(مُعَاوَلَةً) **سَاوَرْتُ** : **سَاوَرْتُ**
দুঃখ-দুর্দশা। : **الْهُمُومُ** (و) **هُمٌّ**
কষ্ট-ক্লেশ। : **الْكَرْبُ** (و) **كَرْبَةٌ**
টেনে নিয়ে গেছে। : **قَادَ**
টেনে নেওয়া। : **قَادَ**
কাল, যুগ। : **دَهْرٌ** (ج) **دُهُورٌ** **أَدَهْرٌ**
কর্মসাকারী, নিষাভুক্ত, নিন্দনীয়, অনতিদ্রোহ। : **الْمَلِيمُ** (فأ. مذ.)
নিন্দা/ ভর্ষন করা। : **إِلَى** **أَمَةِ الرَّجُلِ**
নিন্দনীয় কাজ করা। : **الرَّجُلِ**
অনুসরণ করে চলা। চলা। : **إِلَى** **مَدٍّ**
ঘৃণা করে। : **يَسْتَشِينُهُ**
ঘৃণা করা। ঘৃণায় মনে করা। : **الْإِسْتِغْنَاءُ**
বংশগৌরব। : **الْحَسِبُ**
সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হওয়া। : **مَدٍّ** (ك) **أَتَمَّسَبُ**

আমি বিক্রি করে দিয়েছি। : **بِعَنَتُ**
(ض) **بَيْعًا** : বিক্রি করা।
অবশিষ্ট নেই। : **لَمْ يَبْقَ**
(ض) **بَقَاً** : (ض) **بَقَاً** : অবশিষ্ট থাকা।
সামান্য বস্তু, সামান্য হল। : **سَبْدٌ**
পাথের, ঘরের আলবাব-পাত্র। : **أَنْقَلِبُ** (ج) **أَنْقَلِبُ**
আমি ফিরে যাব, প্রত্যাবর্তিত হব। : **أَنْقَلِبُ**
(انْقِلَابًا) **أَنْقَلِبُ** : (انْقِلَابًا) **أَنْقَلِبُ**
ফিরে যাওয়া। প্রত্যাবর্তিত হওয়া।
আমি ঋণ গ্রহণ করেছি। : **أَذِنْتُ**
ঋণ গ্রহণ করা। : **أَذِنْتُ**
আমি ভারি করে ফেলেছি। : **أَثْقَلْتُ**
(انْقِلَابًا) **أَثْقَلْتُ** : (انْقِلَابًا) **أَثْقَلْتُ**
ভারি করা। : **أَثْقَلْتُ**
ঘাড়, ঘাড়ের উপরিভাগ। : **سَالِفَتِي** (ج) **سَالِفَتِي**
বোঝা, গর্তস্থ সন্ধান। : **عَطَبٌ** (ج) **عَطَبٌ** **عَطَبٌ**
বোঝা বহন করা। : **عَطَبٌ** (ض) **عَطَبٌ**
ঋণ, করজ। : **دَيْنٌ** (ج) **دَيْنٌ**
ঋণ দেওয়া। : **دَيْنٌ** (ض) **دَيْنٌ**
নিচে। উপরে। শেখনে। সাহসে। স্বীয়। পূর্ব। নিরামনের। : **دُونِ**
الْعَطَبُ (س) **الْعَطَبُ** : **الْعَطَبُ** (س) **الْعَطَبُ**
খসে হওয়া। ক্ষুণ্ণ হওয়া। ক্রম সংকট হওয়া। : **مَدٍّ**

ثُمَّ طَوَيْتُ الْحَشَى عَلَى شَفَبٍ *
 خَمْسًا، فَلَمَّا أَمْضَيْتُ السَّغَبَ
 لَمْ أَرَ إِلَّا جَهَارَهَا عَرَضًا *
 أَجُولَ فِي بَيْنِهِ، وَأَضْطَرِبَ
 فَجَلَّتْ فِيهِ، وَالنَّفْسُ كَارِهَةً *
 وَالْعَيْنُ غَبْرَى، وَالْقَلْبُ مَكْتَنِبَ *
 وَمَا تَجَاوَزْتُ إِذْ عَبَيْتُ بِهِ *
 حَدَّ التَّرَاضَى فَيَعْدْتُ الْغَضَبَ
 فَإِنْ يَكُنْ غَاظَهَا تَوْهْمُهَا *
 أَنْ يَنَانِي بِالنَّظْمِ تَكْتَسِبُ

অনুবাদ : অতঃপর আমি পাঁচ দিন যাবৎ ক্ষুধা চোপে
 নাড়িভুড়ি চেপে রেখেছি। অতঃপর ক্ষুধা যখন আমাকে
 অস্থির করে তুলল তখন আমি তার যৌতুক ব্যতীত
 এমন কোনো আসবাব দেখতে পেলাম না, যা বিক্রির
 জন্য আমি ঘুরাফেরা করব এবং নড়াচড়া করব।
 অতঃপর আমি তা নিয়ে ঘুরাফেরা করলাম, অথচ মন
 আমার অনগ্রহী, চক্ষু অশ্রুসিক্ত, আর অন্তর বিষণ্ণ। কিন্তু
 যখন আমি এই অনর্থক কাজ করলাম তখন আমি
 পারস্পরিক সন্তুষ্টির সীমালঙ্ঘন করিনি, যাতে তার ক্রোধ
 সৃষ্টি হয়। যদি [এমন হয়,] তার এই ধারণা তাকে ক্রুদ্ধ
 করেছে যে, আমার আঙ্গুলের মাথা হার গেঁথে অর্থ
 উপার্জন করে।

শাব্দিক অনুবাদ : অতঃপর আমি নাড়িভুড়ি চেপে রেখেছি পাঁচদিন যাবৎ ক্ষুধার উপর
 ৫। জেহারা-এর উপর। অতঃপর ক্ষুধা যখন আমাকে অস্থির করে তুলল তখন আমি
 তার যৌতুক ব্যতীত এমন কোনো আসবাব দেখতে পেলাম না যা বিক্রির জন্য আমি
 ঘুরাফেরা করব এবং নড়াচড়া করব। অতঃপর আমি তা নিয়ে ঘুরাফেরা করলাম
 অথচ মন আমার অনগ্রহী চক্ষু অশ্রুসিক্ত আর অন্তর বিষণ্ণ কিন্তু তখন আমি
 সীমালঙ্ঘন করিনি যাতে তার ক্রোধের সৃষ্টি হয় যদি [এমন হয়] তার এই ধারণা
 তাকে ক্রুদ্ধ করেছে যে আমার আঙ্গুলের মাথা হার গেঁথে অর্থ উপার্জন করে।

শব্দ বিশ্লেষণ

টোব : চেপে রেখেছি।
 (ض) كَيْتًا : চেপে রাখা।
 الْحَشَى (ج) أَهْنًا : পেটের ডেউরকার বস্তু, কলজ, নাড়িভুড়ি।
 سَقَبَ (س) مَد : ক্ষুধার্ত হওয়া।
 سَقَبَ : ক্ষুধা, অনাহার।
 خَمْسَ : পাঁচ।
 خَمْسَ لَيْلًا : পাঁচ রাত।
 خَمْسَةَ أَيَّامٍ : পাঁচ দিন।
 أَمْضَى : অস্থির করে তুলল।

إِنْفَاصًا - أَلَامَرًا : ব্যথিত করা। জ্বালা সৃষ্টি করা।
 السَّغَبَ : ক্ষুধা, অনাহার।
 السَّغَبَ (س) مَد : ক্ষুধার্ত হওয়া।
 لَمْ أَرَ : দেখতে পাইনি, -পেলাম না।
 (ن) رَأَى، رُؤْيَةً : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।
 أَهْرَاسًا : (ج) أَهْرَاسًا : জরুরি আসবাবপত্র, যৌতুক।
 أَهْرَاسًا : (ج) أَهْرَاسًا : আসবাব, সামগ্রী, দ্রব্যসামগ্রী।
 أَجُولَ : আমি ঘুরাফেরা করব।
 جَوْلًا : ঘুরাফেরা করা।

বিক্রি করা, ক্রয় করা : بَيْعَ (ض) مَصَد :

নড়াচড়া করব : أَضْطَرَبَ :

নড়াচড়া করা : اِضْطَرَبَ :

আমি ঘোরাফেরা করলাম : جَلْتُ :

ঘোরাফেরা করা : (ن) جَوْلًا : جَوْلَاتًا :

অন্তর, মন, আত্মা : (ج) نَفْسٌ : أَنْفَسَ :

অসন্তুষ্ট। অপছন্দশীল : (م) كَارِهَةً :

অপছন্দ করা : (س) كَرَاهَةً :

চক্ষু। আসলবস্তু। স্বর্ণমুদ্রা : (ج) عَيْنٌ : أَعْيَنَ :

অশ্রুসিক্ত : (ج) عَبَّارٌ :

(ن) (س) عَبَّرًا - أَلْعَيْنَ :

অশ্রুসিক্ত হওয়া। অশ্রু প্রবাহিত করা।

অন্তর : (ج) قُلُوبٌ :

উদ্ভিগ্নে দেওয়া : (ض) مَصَد :

বিষগ্ন : (م) مَكْتَنِبٌ :

বিষগ্ন হওয়া। চিন্তিত হওয়া : (م) اِكْتِنَابًا - اَلرَّجُلَ :

আমি লঙ্ঘন করিনি : مَا تَجَاوَزْتُ :

লঙ্ঘন করা। অতিক্রম করা : (تَفَاعَلَ) تَجَاوَزًا :

অনর্থক কাজ করলাম : عَبَثْتُ :

অনর্থক কাজ করা : (س) عَبَثًا - يَم :

সীমা : (ج) حُدُودٌ :

সীমা নির্ধারণ করা : (ن) مَصَد :

পারস্পরিক সম্বন্ধি :

পরস্পরে সম্বন্ধি থাকা : (م) اَلْتَرَاثِي (تَفَاعَلَ) :

সৃষ্টি হয়, সংঘটিত হয় : يَخْدُتْ :

সৃষ্টি হওয়াইটত হওয়া : (ن) حُدُوثًا :

ক্রোধ, ক্ষোভ : اَلْغَضَبُ :

ক্রুদ্ধ হওয়া : (س) مَصَد :

[যদি এমন] হয় : (إِنْ) يَكُنْ :

হওয়া : (ن) كَوْنًا :

ক্রুদ্ধ করেছে, ক্রোধ সৃষ্টি করেছে : غَاطَ :

কৃদ্ধ করা : (ض) غَبِطًا :

ধারণা : تَوْهَمٌ :

ধারণা করা : (م) تَوَهَّمَ (تَفَعَّلَ) :

আত্মলের গিট, আত্মলের মাথা : بَنَانٌ :

পদ্য রচনা করা, মালা গাঁথা : (ض) مَصَد :

অর্থ উপার্জন করে : تَكْتَسِبُ :

উপার্জন করা : (اِفْتَعَالَ) اِكْتَسَبًا :

أَوْ أَنِّي إِذْ عَزَمْتُ خُطْبَتَهَا *
 زَخَرْتُ قَوْلِي لِيَنْجَحَ الْأَرْبُ
 فَوَالَّذِي سَارَتْ الرِّقَاقُ إِلَى *
 كَعْبَتِهِ تَسْتَحِبُّهَا النُّجَبُ
 مَا الْمَكْرُ بِالْمُحْصَنَاتِ مِنْ خُلْفَى *
 وَلَا شِعَارِي التَّمْوِينِ وَالْكَذِبُ
 وَلَا يَدِي مَذْنُوعَاتٍ نَيْطُ بِهَا *
 إِلَّا مَوَاضِي الْبِرَاعِ وَالْكَتَبُ
 بَلْ فِكْرَتِي تَنْظُمُ الْقَلَادِ، لَا *
 كَفَى، وَشِعْرِي الْمَنْظُومُ لَا السُّخْبُ

অনুবাদ : অথবা এই ধারণা যে, যখন আমি তা-
 বিবাহের প্রস্তাব দিতে সংকল্প করেছি তখন আমি আমার
 কথা চমকপ্রদ করে পেশ করেছি, যাতে [আমার] উদ্দেশ্য
 সফল হয়। অতএব সেই সত্তার কসম, যার কাবা গৃহের
 উদ্দেশ্যে মুসাফিরগণ সফর করে এমতাবস্থায় যে, উত্তম
 উষ্টরাজি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। সতী-সাক্ষী নারীদের
 সাথে প্রতারণা করা আমার স্বভাব নয় এবং অসত্যের
 প্রলেপ দেওয়া ও মিথ্যা বলা আমার অভ্যাস নয়। আমার
 জন্মকাল থেকে আমার হাতে ক্ষুরধার লেখনী ও
 কিতাবাদি ব্যতীত কিছুই দেওয়া হয় নি। বরং আমার
 চিন্তাশক্তি মালা গাঁথে, আমার হস্ততালু নয়। এবং আমার
 কবিতা আমার গাথা মালা, মণি-মুক্তার মালা নয়।

শাব্দিক অনুবাদ : অথবা ধারণা এই যে এَزَمْتُ خُطْبَتَهَا আমি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে সংকল্প করেছি
 زَخَرْتُ قَوْلِي তখন আমি আমার কথা চমকপ্রদ করে পেশ করেছি لِیَنْجَحَ الْأَرْبُ যাতে উদ্দেশ্য সফল হয়
 فَوَالَّذِي سَارَتْ الرِّقَاقُ إِلَى অতএব সেই সত্তার কসম تَسْتَحِبُّهَا النُّجَبُ মুসাফিরগণ সফর করে
 مَا الْمَكْرُ بِالْمُحْصَنَاتِ مِنْ خُلْفَى এমতাবস্থায় যে, উত্তম উষ্টরাজি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে
 وَلَا شِعَارِي التَّمْوِينِ وَالْكَذِبُ আমার স্বভাব নয় আমার অভ্যাস নয়
 وَلَا يَدِي مَذْنُوعَاتٍ نَيْطُ بِهَا অসত্যের প্রলেপ দেওয়া হয়নি
 إِلَّا مَوَاضِي الْبِرَاعِ وَالْكَتَبُ ও মিথ্যা বলা
 بَلْ فِكْرَتِي تَنْظُمُ الْقَلَادِ, لَا কিতাবাদি ব্যতীত
 كَفَى, وَشِعْرِي الْمَنْظُومُ لَا বরং আমার চিন্তাশক্তি
 হস্ততালু নয় আমার গাথা মালা
 মণি-মুক্তার মালা নয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

এَزَمْتُ : আমি সংকল্প করেছি।

(ض) عَزَمْتُ : সংকল্প করা।

خُطْبَةٍ (ن) مَصْد : বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া।

زَخَرْتُ : আমি চমকপ্রদ করে পেশ করেছি।

(مَعْلَلَةٌ) زَخَرْتُ : চমকপ্রদ করে পেশ করা।

قَوْلٍ : (ج) أَقْوَالٌ، أَقَاوِيلُ : কথা।

قَوْلًا (ن) مَصْد : কথা বলা।

يَنْجَحُ : সফল হয়।

(ب) نَجَحًا، نَجَاعًا : সফল হওয়া।

الْأَرْبُ : প্রয়োজন, [উদ্দেশ্য]।

الرِّقَاقُ (س) مَصْد : মুখাপেক্ষী হওয়া।

سَارَتْ : সফর করল [-করে]।

(ض) سَرَّ : সফর করা।

(ج) الرِّقَاقُ، الرِّقَاقُ، الرِّقَاقُ (و) رَقَقَ : সফরসঙ্গীদের দল।

كَعْبَةٍ : কাবাগৃহ।

كَعْبَةٍ (ج) كَعَبًا، كَعَبَاتٍ : চতুষ্পাশ্ব গৃহ।

تَسْتَحِبُّ : উদ্বুদ্ধ করে।

(إِسْتَعْمَالَ) اسْتَعْمَلْتُ : উদ্বুদ্ধ করা।

(ج) النَّجَبُ، الْأَنْجَابُ، النَّجَبَاءُ، (و) نَجَبٌ :

উন্নতমানের উষ্ট্ররাজি।

ধোকা দেওয়া, প্রতারণা করা। : مَكْرٌ (ن) مَكَّرَ

(ج) الْمُحَصَّنَاتُ، (و) مَحَصَنَةٌ : । সতী-সাক্ষী [নারী]।

خَلَقَ : (ج) أَخْلَقَ : স্বভাব, চরিত্র।

شِعَارٌ : (ج) أَشْعَرَةٌ، شَعْرٌ : । প্রতীক, চিহ্ন, [অভ্যাস]।

الْتِمَرِيَّةُ (تَفْعِيلٌ) مَصْرُ : । অসত্যের প্রলেপ দেওয়া।

নিকেল করা।

الْكَذِبُ، الْكَذِبُ (ض) مَصْرُ : । মিথ্যা বলা।

يَدٌ : (ج) أَيْدٍ، (ج) أَيَادٍ : । হাত, ক্রমতা, সাহায্য।

نَشَأْتُ : । আমি জন্মগ্রহণ করেছি।

(ن) نَشَأَ : । জন্মগ্রহণ করা।

لَا يَنْطِ (مَج) : । জড়ানো হয় নি, [দেওয়া হয় নি]।

(ن) نَرَطًا : । জড়ানো।

(ج) مَوَاضِي، (و) مَاضٍ (ف) : । স্মরণার্থ।

(ن) مَضًا، مَضْرًا :

নিরবচ্ছিন্নভাবে করা। চালু করা। পূর্ণ করা। কর্তন করা।

(ج) الْبِرَاعُ، (و) بَرَاعَةٌ : । কলম, লেখনী।

(ج) الْكِتَابُ، (و) كِتَابٌ : । গ্রন্থ, বই, কিতাব, চিঠি।

فِكْرَةٌ : (ج) فِكْرٌ : । চিন্তা/মননশক্তি, চিন্তা-ভাবনা।

تَنْظِمٌ : । পদ্য রচনা করে, মালা গোথে।

(ض) نَظَمًا : । পদ্য রচনা করা। মালা গোথা।

(ج) الْفَلَائِدُ، فَلَادٌ، (و) فَلَادَةٌ : । হার, মালা।

كَفٌّ : (ج) أَكْفٌ، كُفْرٌ، كُفٌّ : । হস্ততালু।

شِعْرٌ : (ج) أَشْعَارٌ : । কবিতা, কাব্য।

الْمَنْظُومُ (مَفْرُوعٌ) مَصْرُ : । পদ্য, গোথামালা।

(ج) السُّحْبُ، (و) سَحَابٌ : । মণি-মুক্তার মালা।

فَهَذِهِ الْحِرْفَةُ الْمُسَارُ إِلَى *
مَا كُنْتُ أَخُوِي بِهَا، وَاجْتَلِبُ
فَإِذَا لَشَرَحِي كَمَا أَذْنَتْ لَهَا *
وَلَا تَرَأَيْتُ وَأَحْكُمُ بِمَا يَجِبُ
قَالَ : فَلَمَّا أَحْكَمَ مَا شَاءَهُ، وَأَكْمَلَ إِنشَاءَهُ،
عَطَفَ الْقَاضِي إِلَى الْفَتَاةِ بَعْدَ أَنْ شَغَفَ
بِالْأَبْيَاتِ، وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَتْ عِنْدَ جَمِيعِ
الْحُكَّامِ، وَوَلَاةُ الْأَحْكَامِ، انْقِرَاضُ جَيْلِ
النِّكَرَامِ، وَمِثْلُ الْأَيَّامِ إِلَى اللَّيْلَامِ وَإِنِّي لِأَخَالُ
بَعْلِكَ صَدُوقًا فِي الْكَلَامِ، بَرِيئًا مِنَ الْمَلَامِ .

অনুবাদ : এই পেশার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে :
আমি এর দ্বারা সম্পদ সঞ্চয় করতাম এবং উপার্জন
করতাম। সুতরাং আপনি আমার বিবরণ শুনুন, যেমন
তার বিবরণ শুনেছেন। আপনি অপেক্ষা করবেন না, যা
কর্তব্য তার নির্দেশ দিন। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন,
যখন সে তার নির্মিত প্রাসাদ দৃঢ় করল এবং তার কবিতা
আবৃত্তি পূর্ণ করল তখন বিচারক কবিতার প্রতি বিমুগ্ধ
হয়ে থাকার পর যুবতী মহিলাটির প্রতি অভিমুখী হয়ে
বললেন, মোটকথা এই যে, সকল শাসকবর্গ ও
বিচারকগুলোর কাছে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আগমন বন্ধ হয়ে
যাওয়া এবং নিকৃষ্ট লোকদের প্রতি কালের আকর্ষণ
প্রমাণিত হয়েছে। নিশ্চয় আমি তোমার স্বামীকে তার
কথায় সত্যবাদী ও ভরসানা থেকে মুক্ত মনে করি।

শাসিক অনুবাদ : فَهَذِهِ الْحِرْفَةُ الْمُسَارُ إِلَى : আমি এর
দ্বারা সম্পদ সঞ্চয় করতাম উপার্জন করতাম كَمَا أَذْنَتْ لَهَا সুতরাং আপনি আমার বিবরণ শুনুন
যেমন তার বিবরণ শুনেছেন وَلَا تَرَأَيْتُ আর আপনি অপেক্ষা করবেন না يَا كُتُبُهَا তার নির্দেশ দিন
হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন فَلَمَّا أَحْكَمَ مَا شَاءَهُ যখন সে তার নির্মিত প্রাসাদ দৃঢ় করল
কবিতা-আবৃত্তি পূর্ণ করল عَطَفَ الْقَاضِي তখন বিচারক অভিমুখী হয়ে যুবতী মহিলাটির প্রতি
বিমুগ্ধ হয়ে থাকার পর قَالَ বললেন إِنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَتْ এটি মোটকথা এই যে, প্রমাণিত হয়েছে
عِنْدَ جَمِيعِ কবিতার প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে থাকার পর قَالَ সকল শাসকবর্গের কাছে
وَلَاةُ الْأَحْكَامِ ও বিচারকগুলোর কাছে انْقِرَاضُ বন্ধ হয়ে যাওয়া
جَيْلِ النِّكَرَامِ সন্ধ্যা ব্যক্তিদের আগমন এবং কালের আকর্ষণ
وَمِثْلُ الْأَيَّامِ নিকৃষ্ট লোকদের প্রতি আনি
وَأَنَا لِأَخَالُ তোমার স্বামীকে মনে করি
بَعْلِكَ صَدُوقًا فِي الْكَلَامِ কথায় সত্যবাদী
بَرِيئًا مِنَ الْمَلَامِ ভরসানা থেকে মুক্ত।

শব্দ বিশ্লেষণ

هَذِهِ (اسْمُ الْإِنشَاءِ) : এই, এটি।
الْحِرْفَةُ : (ج) حِرْفٌ : পেশা, নিজ ক্ষেত্রের কাজ।
الْمُسَارُ (مذ- إِلَيْهِ) : ইঙ্গিতকৃত।
(افْعَال) إِشَارَةٌ - إِلَيْهِ : ইঙ্গিত করা।
كُنْتُ أَخُوِي : আমি (সম্পদ) সঞ্চয় করতাম।
(ض) حَرَابَةٌ، حَبٌّ : সঞ্চয় করা।
(كُنْتُ) اجْتَلِبُ : উপার্জন করতাম।
(افْتِعَال) اجْتَلِبُ : উপার্জন করা।

إِذْنٌ : আপনি শুনুন।
(س) أَذْنٌ : শ্রবণ করা। শোনা।
(ج) سُورَجٌ : ব্যাখ্যা, বিবরণ।
(ف) مَد : ব্যাখ্যা করা।
أَذْنَتْ : আপনি শুনেছেন।
لَا تَرَأَيْتُ : আপনি ভয়/ অপেক্ষা করবেন না।
(مُسَاعَلَةٌ) مُرَاقِبَةٌ : ভয়/ অপেক্ষা করা।
أَحْكُمُ : আপনি নির্দেশ দিন।

নির্দেশ দেওয়া : (ن) حَكَّمَ
 [যা] অপরিহার্য/ কর্তব্য হয় : (مَا) يَجِبُ
 অপরিহার্য হওয়া : (ض) وَجِبَتْ
 সে দৃঢ় করল : أَحْكَمَ
 দৃঢ় করা : (إِنْعَالَ) إِحْكَمًا
 [যা] সে উঁচু করে নির্মাণ করল। [সুউচ্চ নির্মিত : شَاد : (مَا) شَاد
 প্রাসাদ]।
 উঁচু করা : (ض) شَيْدًا
 সে পূর্ণ করল, শেষ করল : أَكْمَلَ
 পূর্ণ করা। শেষ করা : (إِنْعَالَ) اكْمَلًا
 কবিতা আবৃত্তি করা, পাঠ করা : (إِنْعَالَ) اكْمَلًا
 মনোযোগী/অভিমুখী হলেন : عَظَفَ
 মনোযোগী/অভিমুখী হওয়া : (ض) عَظَفَا
 বিচারক, বিচারপতি : (ف) الْقَاضِي (مذ) (ج) قَضَاءُ
 বিচার/ ফয়সালা করা : (ض) قَضَاءُ
 সুবতী নারী, কিশোরী : (ج) فَتَاةٌ
 বিমুগ্ধ হলেন : (مَج) شَفِيفَ
 বিমুগ্ধ হওয়া : (س) شَفِيفًا
 গুণ্ডামালা [কবিতা] : (و) بَيْتٌ (ج) الْأَبْيَاتُ، الْبَيْتُ
 প্রমাণিত হয়েছে : قَدْ ثَبَّتَ
 প্রমাণিত হওয়া : (ن) ثَبُّوتًا
 সকল, সমস্ত : (مذ) جَمِيعَ
 একত্র করা। জমা করা : (ن) جَمَعَ

শাসনকর্তা, শাসক : (و) حَكَّمَ، الْحَكَّامُ، الْحَاكِمُونَ
 শাসনকর্তা, বিচারক : (و) وَالِي (و) وَالِي (و) وَالِي
 নির্দেশ, ফয়সালা, বিধি-বিধান : (و) حَكَّمَ، الْأَحْكَامُ
 শেষ/বন্ধ হয়ে যাওয়া : (مذ) انْقِرَاضَ (إِنْعَالَ) مَدَّ
 এক সময়কার লোকজন, প্রজন্ম : (ج) جِيلٌ، أَجْيَالٌ، جِيلَانِ
 সম্ভ্রান্ত, দানশীল : (و) كَرِيمٌ، (ج) الْكَرِيمُ، الْكَرَمَاءُ
 আকর্ষণ : مَجَلَّ
 আকৃষ্ট হওয়া : (ض) مَجَلَّ
 কাল, যুগ : (و) يَوْمٌ، (ج) الْأَيَّامُ، الْأَيَّامُ
 কৃপণ/নিকৃষ্ট লোকজন : (و) نَيْمٌ، (ج) الْبَلَاءُ، الْبُلَّاءُ
 আমি মনে করি : إِخَالَ
 মনে করা। ধারণা করা : (س) خَيَّلَ، خَيْلَةً، خَيْلًا
 স্বামী, মালিক, নেতা : (ج) بَعُولٌ، بَعُولَةً، بَعُولَةً
 চিত্র সত্যবাদী : (ج) صَدَقَ، (ص) صَوَّقَ
 সত্য বলা : (ن) صَدَقًا
 কথা, বক্তব্য, আলাপ-আলোচনা, বাক্য : (ك) الْكَلَامُ
 প্রিয় (সদ), (مذ) (ج) بَرِيءُونَ، بَرَاءٌ - أَبْرَأُ، بَرَاءُ
 মুক্ত, পবিত্র, নির্ভেজাল : بَرِيءٌ
 রোগ নিরাময় হওয়া : (س) ف، (ن) مِنَ الْعَرَضِ
 (স), (ف) (ن) بَرِيءًا، بَرَاءَةً - مِنَ الْعَيْبِ
 দোষমুক্ত হওয়া। মুক্তি পাওয়া : دَوَّاهُ
 তর্কনা : الْمَلَامُ
 তর্কনা করা : (ن) الْمَلَامَ (مَصْدَرِيَّةً)

وَهَا هُوَ قَدْ اعْتَرَفَ لَكَ بِالْقَرْضِ، وَصَرَحَ عَنِ
الْمَحْضِ، وَبَيَّنَّ مَصْدَقَ النَّظْمِ، وَتَبَيَّنَ
أَنَّهُ مَعْرُوقُ الْعَظِيمِ، وَإِعْنَاتُ الْمُعْذِرِ مَلَأَمَةٌ،
وَحَبْسُ الْمُعْسِرِ مَائِمَةٌ، وَكَيْشَانُ الْفَقْرِ
زَهَادَةٌ، وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالضَّبْرِ عِبَادَةٌ.

অনুবাদ : জেনে রাখ সে তোমার ঋণের কথা : কঃ
করেছে এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে। সে মঃ
অর্থ বর্ণনা করেছে এবং একথা প্রকাশিত হয়েছে যে, চঃ
চোষা হাড়। আর ওজর পেশকারীকে কষ্ট দেওয়া
নিন্দনীয়, অভাবীকে আটক রাখা শুনাহের কাজ,
দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখা দুনিয়াবিমুখতা এবং ধৈর্যের সাথে
স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকা ইবাদত।

শাস্তিক অনুবাদ : هَا جَنَے رَاخ، سَے تَومَارِ ঋণের কথা স্বীকার করেছে عَنْ
مَحْضِ এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছে بَيَّنَّ সে বর্ণনা করেছে مَصْدَقَ النَّظْمِ মালার অর্থ وَتَبَيَّنَّ এবং এ কথা প্রকাশিত
হয়েছে, যে أَنَّهُ مَعْرُوقُ الْعَظِيمِ সে চোষা হাড় وَإِعْنَاتُ الْمُعْذِرِ ওজর পেশকারীকে কষ্ট দেওয়া مَلَأَمَةٌ নিন্দনীয় وَحَبْسُ
الْمُعْسِرِ এবং অভাবীকে আটকে রাখা مَائِمَةٌ শুনাহের কাজ وَكَيْشَانُ الْفَقْرِ দারিদ্র্যকে লুকিয়ে রাখা زَهَادَةٌ দুনিয়াবিমুখতা
وَانْتِظَارُ الْفَرَجِ স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকা بِالضَّبْرِ ধৈর্যের সাথে عِبَادَةٌ ইবাদত।

শব্দ বিশ্লেষণ

হা (حَرَفُ التَّنْبِيهِ) : জেনে রাখ।
قَدْ اعْتَرَفَ : সে স্বীকার করেছে।
الْفَرَضُ : স্বীকার করা।
الْقَرْضُ : ঋণ।
الْقَرْضُ (ض) : ঋণ দেওয়া।
صَرَحَ : স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে।
تَبَيَّنَ (تَفَعُّلٌ) : স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।
مَحْضٌ : ষাটি।
الْمَحْضُ (س) : ষাটি হওয়া/করা।
مَصْدَقٌ : অর্থ, সত্যবাদিতার সাক্ষ্য।
النَّظْمُ : মালা, কবিতা।
النَّظْمُ (ض) : কবিতা রচনা করা, মালা গাথা।
تَبَيَّنَ : প্রকাশিত হয়েছে।
تَبَيَّنَ (تَفَعُّلٌ) : প্রকাশিত হওয়া।
مَعْرُوقٌ (مَفْعُولٌ) : গোশতহীন হাড়, চোষা হাড়।
إِعْنَاتٌ : (ن) : عَرَفًا، مَعْرَفًا - الْعَظْمُ :
হাড় থেকে সম্পূর্ণ গোশত খেয়ে ফেলা।
الْعَظْمُ : (ج) : أَعْظَمُ، عِظَامٌ، عِظَامَةٌ : হাড়, হাড়ি।
إِعْنَاتٌ : (إِعْمَالٌ) : কষ্ট দেওয়া। ঋণসের মুখে ফেলে দেওয়া।
الْمُعْذِرُ (فَاعِلٌ) : ওজরপেশকারী।

الْفَعْلُ (إِعْذَارًا) : ওজর পেশ করা।
مَلَأَمَةٌ : নিন্দনীয়।
مَلَأَمَةٌ (ك) : কৃপণ/নিকৃষ্ট হওয়া।
حَبْسٌ : (ج) : حُبُوسٌ : বন্দীশালা।
حَبْسٌ (ض) : বন্দী করা।
الْمُعْسِرُ (فَاعِلٌ) : অভাবী।
الْفَعْلُ (إِعْسَارًا) : অভাবী হওয়া।
مَائِمَةٌ : (ج) : مَائِمٌ : শুনাহ, শুনাহের কাজ।
كَيْشَانٌ (ن) : গোপন রাখা, লুকিয়ে রাখা।
الْفَقْرُ : (ج) : مُفْقِرٌ، مَفَاقِرٌ : দারিদ্র্য, অভাব।
زَهَادَةٌ (س, ف, ك) : কোনো কিছুর প্রতি অনাগ্রহী হয়ে
ছেড়ে দেওয়া। দুনিয়া বিমুখ হওয়া।
الْفَعْلُ (إِنْتِظَارٌ) : অপেক্ষা করা।
الْفَرَجُ : প্রশান্ততা, স্বচ্ছলতা।
الْفَرَجُ (س) : লজ্জাস্থান খুলে যাওয়া।
الْمُعْسِرُ : ধৈর্য, সহনশীলতা।
الْمُعْسِرُ (ض) : নিজে থেকে বিরত রাখা। ধৈর্য ধারণ করা।
عِبَادَةٌ : ইবাদত।
عِبَادَةٌ (ن) : ইবাদত করা।

فَارْجِعْنِي إِلَىٰ خِدْرِكَ، وَأَعِزِّي أَبَا عَنَرِكَ،
وَنَهْنِي عَنْ غَرْبِكَ، وَسَلِّمِي لِقَضَاءِ رَبِّكَ،
ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ لَهَا فِي الصَّدَقَاتِ حَصَّةً،
وَنَازِلَهَا مِنْ دَرَاهِمِهَا قُبْضَةً، وَقَالَ لَهَا :
تَعَلَّلَا بِهَذِهِ الْعَلَاةِ، وَتَنَدَّيَا بِهَذِهِ
الْبَلَاةِ، وَأَصْبِرَا عَلَىٰ كَيْدِ الرَّمَانِ وَكَدِّهِ،
فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَا بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ
عِنْدِهِ، فَنَنْهَضَا وَلِلشَّيْخِ فَرْحَةٌ الْمَطْلِقِ
مِنَ الْإِسَارِ، وَهَرَّةٌ الْمَوْسِرِ بَعْدَ الْإِعْسَارِ.

অনুবাদ : অতএব তুমি তোমার পর্দায় ফিরে যাও এবং তোমার স্বামীর ওজর গ্রহণ কর এবং তুমি তোমার মুখরাপনাকে বিরত রাখ এবং তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের সম্মুখে নিজেকে সমর্পিত কর। তারপর তিনি তাদের উভয়ের জন্য সদকার একটি অংশ নির্ধারিত করে দিলেন এবং তাদের দু'জনকে সদকার দিরহাম থেকে এক মুঠো দিরহাম দান করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা উভয়ে এই সাবুনার বস্তু দ্বারা সাবুনা লাভ কর এবং এই সামান্য সিক্ততা দ্বারা পিপাসা নিবারণ কর এবং তোমরা কালের ষড়যন্ত্রের ও কষ্টের উপর ধৈর্য ধারণ কর। অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ততা দান করবেন অথবা তার পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা করে দেবেন। অতঃপর তারা উভয়ে উঠে গেল এমনতবস্থায় যে, তখন বৃদ্ধের আনন্দ-উৎফুল্লতা ছিল বন্দীদশা থেকে মুক্ত ব্যক্তির আনন্দের মতো; ও অভাবের পর ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎফুল্লতার মতো।

শাফিক অনুবাদ : অতএব তুমি তোমার পর্দায় ফিরে যাও এবং তোমার স্বামীর ওজর গ্রহণ কর এবং তুমি তোমার মুখরাপনাকে বিরত রাখ এবং নিজেকে সমর্পিত কর লিফ্‌আ, তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্তের সম্মুখে নিজেকে সমর্পিত কর দিলেন ফি তারপর তিনি তাদের উভয়ের জন্য নির্ধারিত করে দিলেন فِي সদকার একটি অংশ নির্ধারিত করে দিলেন وَنَازِلَهَا مِنْ دَرَاهِمِهَا قُبْضَةً সদকার দিরহাম থেকে এক মুঠো দিরহাম থেকে এবং তাদেরকে বললেন تَعَلَّلَا তোমরা উভয়ে সাবুনা লাভ কর وَنَدَّيَا এই সাবুনার বস্তু দ্বারা পিপাসা নিবারণ কর وَأَصْبِرَا এই সামান্য সিক্ততা দ্বারা وَكَدِّهِ এবং তোমরা ধৈর্যধারণ কর عَلَى কালের ষড়যন্ত্রের ও কষ্টের উপর Fَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَا بِالْفَتْحِ অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা প্রশস্ততা দান করবেন অথবা তার পক্ষ থেকে কোনো ফয়সালা করে দিবেন وَهَرَّةٌ ততঃপর তারা উভয়ে উঠে গেল E_C_ গেল E_C_ তখন বৃদ্ধের আনন্দ-উৎফুল্লতা ছিল E_C_ বন্দীদশা থেকে মুক্ত ব্যক্তির আনন্দের মতো وَهَرَّةٌ ধনাঢ্য ব্যক্তির উৎফুল্লতার মতো E_C_ অভাবের পর।

শব্দ বিশ্লেষণ

أَرْجِعْنِي : তুমি ফিরে যাও।
(ض) رَجَعْتُ : ফিরে যাওয়া।
خَدْرٌ : (ج) أَحْزَانٌ، خَوْزٌ (جع) أَخْذَابٌ : গৃহত্যাগের পর্দা।
أَعِزِّي : তুমি ওজর গ্রহণ কর।
(ض) عَزَّرْتُ : ওজর গ্রহণ করা।
أَبَا عَنَرٍ (الرَّمَانِ) : মহিলার প্রথম স্বামী।
نَهْنِي : তুমি বিরত রাখ।

تَعَلَّلَا : বিরত রাখা।
غَرْبٌ : (ج) غُرُوبٌ : তেজস্বিতা, মুখরাপনা।
سَلِّمِي : সম্মুখ থাক; নিজেকে সমর্পিত কর।
(تَعَلَّلَا) : (ض) تَعَلَّلْتُ : সম্মুখ থাক; আত্মসমর্পণ করা।
قَضَاءٌ : ফয়সালা, সিদ্ধান্ত।
قَضَا : (ض) مَدَّ : ফয়সালা করা।
رَبٌّ (مف. مف. رِبْن) : প্রতিপালক।

رَبٌّ : (ج) أَرْبَابٌ : মালিক।
 فَرَضَ : নির্ধারিত করে দিলেন।
 (ض) فَرَضًا : নির্ধারিত করে দেওয়া।
 (ج) الصَّدَقَاتُ, (و) صَدَقَةٌ : সদকা, দানের মাল।
 حَصَّةٌ : (ج) حِصَصٌ : অংশ, হিসসা।
 نَآوَلَ : দিলেন, দান করলেন।
 (مُفَاعَلَةً) مَنَآوَلَةٌ : দেওয়া।
 (ج) دَرَاهِمٌ, (و) دِرْهَمٌ : দিরহাম, রৌপ্য মুদ্রা।
 قَبْضَةٌ : একমুঠো পরিমাণ।
 تَعَلَّلًا : তোমরা উভয়ে সাবুনা লাভ কর।
 (تَتَعَلَّلُ) تَعَلَّلًا : সাবুনা লাভ করা।
 أَلْعَلَّةُ : সাবুনার বস্তু, সামান্য বস্তু।
 تَنَدَّى : তোমরা উভয়ে পিপাসা নিবারণ কর।
 (تَتَعَلَّلُ) تَنَدَّى : পিপাসা নিবারণ করা।
 أَلْبَلَّةُ : সিক্ততা।
 اِصْبِرَا (ض) صَبْرًا : তোমরা উভয়ে ধৈর্য ধারণ কর।
 كَيْدٌ : (ج) كَيْدَاتٌ : ষড়যন্ত্র।
 كَيْدٌ (ض) مَكِيدٌ : ষড়যন্ত্র করা।
 أَلْرَّمَانُ : (ج) أَرْزَمَةٌ : কাল, যুগ।
 كَيْدٌ : কষ্ট, পরিশ্রম।
 كَيْدٌ (ن) مَكِيدٌ : কষ্ট/পরিশ্রম করা।

عَسَى (فِعْلٌ مَقَارَنَةٌ) : আশা রয়েছে যে/ অনতি বিলম্বে।
 بَانِي : আসবে।
 (م) آتِيًا, آتِيًا : আসা, আগমন করা।
 بِه - নিয়ে আসবে।
 الْفَتْحُ : বিজয়।
 الْفَتْحُ (ن) مَصْد : বিজয় দান করা, খোলা।
 أَمْرٌ : (ج) أُمُورٌ : বিষয়, নির্দেশ, ফয়সালা।
 أَمْرًا (ن) مَصْد : নির্দেশ দেওয়া।
 نَهَضًا : তারা উভয়ে উঠে গেল।
 (ن) نَهَضًا, نَهَضًا : উঠে যাওয়া।
 فَرْحَةً : খুশি, আনন্দ।
 الْمَطْلَقُ (مَصْد, مَصْد) : মুক্ত, ছাড়া।
 (أَنْتَال) إِطْلَاقًا : ছেড়ে দেওয়া।
 الْإِسَارُ : বন্দীদশা।
 الْإِسَارُ (ض) مَصْد : বন্দী করা।
 فَزَعًا (ن) (مَصْد عَلَى زَيْنَةٍ فِعْلِيَّةٍ لِلتَّوَعُّعِ) : এক ধরনের উৎফুল্লতা।
 الْمَوْتِيرُ (فَا, مَصْد) : (ج) مَيَاسِرٌ : ধনী, ধনাঢ্য ব্যক্তি।
 (أَنْتَال) إِسَارًا : ধনী হওয়া।
 الْإِعْسَارُ : অভাব।
 الْإِعْسَارُ (إِنْتَال) مَصْد : অভাবী হওয়া।

قَالَ الرَّأْيُ : وَكُنْتُ عَرَفْتُ أَنَّهُ أُبْرِزِدَ سَاعَةً
بَزَعَتْ شَمْسُهُ، وَتَزَعَتْ عِزُّهُ، وَكِدْتُ أَفْصَحُ
عَنْ أَفْتِنَانِهِ، وَإِنَّمَارِ أَفْنَانِهِ، ثُمَّ أَشْفَقْتُ
مِنْ عُسُورِ الْقَاضِي عَلَى بُهْتَانِهِ، وَتَزَوُّنِي
لِسَانِهِ، فَلَا يَرَى عِنْدَ عِرْقَانِهِ أَنْ يَرْشَحَهُ
لِإِحْسَانِهِ، فَأَحْبَبْتُ عَنِ الْقَوْلِ إِحْجَامَ
الْمُرْتَابِ، وَطَوَيْتُ ذِكْرَهُ كَطَيِّ السَّجَلِ
لِلْكِتَابِ.

অনুবাদ : বর্ণনাকারী বলেন, তার সূর্য উদিত হওয়ার এবং তার জীবির অভিযোগে উত্থাপন করার সময় আমি তাকে চিনে ফেলেছিলাম যে, সে আবু যায়দ। আমি তার বহুধরূপ ধারণ করা এবং তার শাখা প্রশাখার ফলদানের কথা প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম। অতঃপর আমি তার মিথ্যা কথা ও তার ভাষার ভড়ং সম্পর্কে বিচারকের অবগত হওয়ার আশঙ্কা করলাম। কেননা তিনি তাকে চিনে ফেললে তার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইবেন না। তাই আমি সন্দেহ পোষণকারীর পেছনে সরে যাওয়ার মতো সে কথা না বলে পেছনে সরে গেলাম এবং সিজিল নামক ফেরেশতার আমলনামা ভাঁজ করে রাখার মতো তার আলোচনা চেপে রাখলাম।

শাব্দিক অনুবাদ : قَالَ الرَّأْيُ : কُنْتُ عَرَفْتُ أَنَّهُ أُبْرِزِدَ সূর্য উদিত হওয়ার সময় তার সূর্য উদিত হওয়ার সময় এবং তার জীবির অভিযোগে উত্থাপন করার সময় আমি তাকে চিনে ফেলেছিলাম যে, সে আবু যায়দ। আমি তার বহুধরূপ ধারণ করা এবং তার শাখা প্রশাখার ফলদানের কথা প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম। অতঃপর আমি আশঙ্কা করলাম তার মিথ্যা কথা সম্পর্কে বিচারকের অবগত হওয়ার আশঙ্কা করলাম। কেননা তিনি চাইবেন না তার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইবেন না। তাই আমি পেছনে সরে গেলাম এবং সিজিল নামক ফেরেশতার আমলনামা ভাঁজ করে রাখার মতো তার আলোচনা চেপে রাখলাম।

শব্দ বিশ্লেষণ

الرَّأْيُ (না, مذ) : বর্ণনাকারী।
(ض) رَوَايَةً : বর্ণনা করা।
كُنْتُ عَرَفْتُ : আমি চিনে ফেলেছিলাম।
(ض) عَرَفَةً، عِرْقَانًا، مَعْرِئَةً : চেনা। জানা।
(ج) سَاعَةً، سَاعًا : ঘণ্টা, সময়, ওয়াক্ত।
بَزَعَتْ : উদিত হলো।
(ن) بَزَعًا، بَزُوعًا : উদিত হওয়া।
(ج) شَمْسًا : সূর্য।
(ض) مَدًا : রৌদ্রময় হওয়া।
تَزَعَتْ : অভিযুক্ত করল, অভিযোগে উত্থাপন করল।
(ف) زَعًا : অভিযোগ করা।

عِزُّ (জ) أَمْرًا : নববধু, কনে।
عِزُّ (স) رَأْيًا : বর, নবপরিত্ত স্বামী।
كِدْتُ (স) كَوْدًا، كَعَادًا (فعل المفارقة) : উপক্রম করলাম।
(كِدْتُ) أَفْصَحُ : প্রকাশ করে দেওয়ার উপক্রম করলাম।
(إِنَّمَارًا) أَفْنَانًا : প্রকাশ করা। শাখা।
أَفْتِنَانًا (إِفْتِنَانًا) : নানা রকম কথা বলা। বহুধরূপ।
أَشْفَقْتُ : খারব করা।
إِحْسَانًا : ফলদান।
إِحْسَانًا (إِفْتِنَانًا) : ফলদান করা।
(ج) أَفْنَانًا، كُنْتُ، (جمع) أَفْنَانًا : শাখা-প্রশাখা।
أَشْفَقْتُ : আমি ভয় করলাম।

(إِفْعَالٌ) : ভয় করা।
 (عُثُورٌ) (ন) : অবগত হওয়া, অবহিত হওয়া।
 (أَلْفَاضِي) (ফা, মড) : (ج) : বিচারক, বিচারপতি।
 (ض) : বিচার/ ফয়সালা করা।
 (بُهْتَانٌ) : অপবাদ, মিথ্যা কথা।
 (بُهْتَانٌ) (ফ) : অপবাদ দেওয়া।
 (تَزْوِيْقٌ) : ভড়ং।
 (تَزْوِيْقٌ) (تَفْعِيلٌ) : কথা ভড়ং করা।
 (لِسَانٌ) : (ج) : (أَلْسِنَةٌ, أَلْسِنٌ, لِسَانٌ) : ভাষা, মুখ, রসনা।
 لَا يَرَى : চাইবেন না, ইচ্ছা করবেন না।
 (ف) : (رَأَى, رُؤْيَ) : দেখা। মনে করা।
 (عُرْفَانٌ) (ض) : চেনা, জানা।
 (أَنْ) : (يُرْتَع) : উপকানো, ঝরানো।
 (تَفْعِيلٌ) : (تَرْتِيْعًا) : উপকানো। ঝরানো।
 (إِحْسَانٌ) (إِفْعَالٌ) : সুন্দর করা, অনুগ্রহ করা।
 (أَحْجَمْتُ) : আমি পেছনে সরে গেলাম।

(إِحْجَامًا) : পেছনে সরে যাওয়া।
 (أَلْقَوْلُ) (ন) : কথা বলা।
 (أَقْوَالٌ) (জ) : কথা।
 (إِحْجَامٌ) (إِفْعَالٌ) : পেছনে সরে যাওয়া। ভয় করে :
 (بُهِتَانٌ) : বিরত থাকা।
 (أَلْمَرْتَابَ) (ফা, মড) : সন্দেহ পোষণকারী।
 (إِفْعَالٌ) : (أَرْتَابًا) : সন্দেহ পোষণ করা।
 (طَوْنَتْ) : ভাঁজ করে/ চেপে রাখলাম।
 (ض) : (طَبَّ) : ভাঁজ করে রাখা। চেপে রাখা।
 (ذَكَرٌ) (জ) : (أَذْكَارٌ) : স্মরণ, আলোচনা।
 (ذَكَرٌ) (ন) : স্মরণ, আলোচনা করা, স্মরণ করা।
 (طَيٌّ) (ض) : (مَد) : গুটিয়ে রাখা, চেপে রাখা, ভাঁজ করে রাখা।
 (السَّجَلُ) : আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফিরিশত।
 (سَجَلٌ) (জ) : (سَجَلَاتٌ) : রেজিষ্টার, বালাম।
 (الْكِتَابُ) (জ) : (مُحْتَبٌ) : কিতাব, গ্রন্থ, আমলনামা।

إِلَّا أَنِّي قُلْتُ بَعْدَ مَا فَصَّلَ، وَوَصَّلَ إِلَى مَا
وَصَّلَ : لَرَأَى لَنَا مَنْ يَنْطَلِقُ فِي أَثَرِهِ،
لَأَنَّا بِفَضِّ خَبْرِهِ، وَمَا يَنْشُرُ مِنْ جَبْرِهِ،
فَأَتْبَعَهُ الْقَاضِي أَحَدَ أَمْنَانِيهِ، وَأَمْرَهُ
بِالتَّجَسُّسِ عَنْ أَنْبَاءِ، فَمَا لَيْثَ أَنْ رَجَعَ
مُتَذَفِّعًا، وَهَقَرَ مَقَهَّقَهَا. فَقَالَ لَهُ
الْقَاضِي : مَهَيْمَ، يَا أَبَا مَرْثَمَ! فَقَالَ : لَقَدْ
عَايَنْتُ عَجَبًا، وَسَمِعْتُ مَا أَنْشَأَ لِي طَرِبًا،
فَقَالَ لَهُ : مَاذَا رَأَيْتَ؟ وَمَا الَّذِي وَعَيْتَ؟
قَالَ : لَمْ يَزَلِ الشَّيْخُ مَذْخَرَجَ بِصَيِّقُ
بِيَدَيْهِ، وَتَخَالَفَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَتَعَرَّدَ يَمْلًا
شِدْقِيهِ، وَيَقُولُ :

অনুবাদ : কিন্তু তার পৃথক হয়ে যাওয়ার পর এবং তার
নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়ার পর আমি বললাম, যদি
আমাদের এমন এক ব্যক্তি থাকত, যে তার পেছনে যাবে
তবে সে তার সঠিক খবর নিয়ে এবং তার নকশিকরা
চাদর থেকে বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি নিয়ে আমাদের কাছে অবশ্য
আসতে পারত। তখন বিচারপতি তার একজন বিশ্বস্ত
ব্যক্তিকে তার পেছনে পাঠালেন এবং তার খবরাখবর
যাচাই করে দেখার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সে
একটু পরেই লুটোপুটি খেয়ে এবং বিলবিলিয়ে হাসতে
হাসতে উল্টো পায়ে ফিরে এলো। তখন বিচারপতি
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু মরয়ম (অর্থাৎ, অভিনব
সংবাদ পরিবেশনকারী) ব্যাপার কি? তখন সে বলল,
আমি এক আশ্চর্যপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি এবং আমি
এমন বিষয় শুনেছি, যা আমার মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি
করেছে। বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী
দেখেছ এবং তুমি কী শুনেছ? সে বলল, বৃদ্ধ লোকটি
বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে তার দু'হাতে তালি বাজাতে
রয়েছে এবং সে দু'পায়ে নৃত্য করছে। আর সে তার
আকর্ণ মুখে গান গাইছে এবং সে বলছে :

শাব্দিক অনুবাদ : إِلَّا أَنِّي قُلْتُ : কিন্তু আমি বললাম فَصَّلَ পৃথক হয়ে যাওয়ার পর وَوَصَّلَ إِلَى مَا
নিরাপদ দূরত্বে পৌঁছে যাওয়ার পর لَرَأَى যদি আমাদের এমন এক ব্যক্তি থাকত أَثَرِهِ যে তার পেছনে
যাবে وَمَا يَنْشُرُ مِنْ جَبْرِهِ এবং তার সঠিক খবর নিয়ে وَمَا يَنْشُرُ مِنْ جَبْرِهِ এবং তার
নকশিকরা চাদর থেকে বিক্ষিপ্ত বিষয়াদি নিয়ে الْقَاضِي তখন বিচারপতি তার পেছনে পাঠালেন أَحَدَ
একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে وَأَمْرَهُ তাকে নির্দেশ দিলেন أَنْبَاءِ তার খবরা-খবর যাচাই করে দেখার জন্য
একটু পরেই رَجَعَ লুটোপুটি খেয়ে এবং مُتَذَفِّعًا বিলবিলিয়ে হাসতে হাসতে فَقَالَ لَهُ
তখন বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন مَهَيْمَ হে আবু মরয়ম কি قَالَ তখন সে বলল
مَا أَنْشَأَ لِي طَرِبًا আমি এক আশ্চর্যপূর্ণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি وَسَمِعْتُ এবং আমি এমন বিষয় শুনেছি
যা আমার মধ্যে আনন্দ সৃষ্টি করেছে فَقَالَ لَهُ বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন مَاذَا رَأَيْتَ তুমি কী
দেখেছ وَمَا الَّذِي وَعَيْتَ? তুমি কী শুনেছ? قَالَ সে বলল الشَّيْخُ বৃদ্ধ লোকটি রয়েছে مَذْخَرَجَ
এবং তুমি কী শুনেছ? قَالَ তুমি কী শুনেছ? قَالَ সে বলল الشَّيْخُ বৃদ্ধ লোকটি রয়েছে
বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে بِصَيِّقُ বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে তার দু'হাতে তালি বাজাতে
রয়েছে وَتَعَرَّدَ Yম্লًا এবং সে দু'পায়ে নৃত্য করছে وَتَعَرَّدَ আর সে গান গাইছে
শব্দিক অনুবাদ : وَيَقُولُ : আকর্ণ মুখে/দুই চোয়াল ভরে وَيَقُولُ এবং সে বলছে।

শব্দ বিশ্লেষণ

পৃথক হয়ে গেল। : فَصَّلَ :
পৃথক হওয়া। : وَوَصَّلَ :
পৌঁছে গেল। : وَوَصَّلَ :

(অর) وَوَصَّلَ : পৌঁছান।
যাবে, চলবে। : يَنْطَلِقُ :
(অনিমাল) إِنِّي لَأَنَا : হাওয়া। চলা।

أَثَرٌ, إَثَرٌ : (ج) أَثَرٌ, أَثُورٌ : চিহ্ন, পেছন, পদাঙ্ক।

أَتَى : আসত, আসতে পারত।

(ض) أَتَى, أَتَيْنَا : আসা, আগমন করা।

فَصَّ (بشليث الفاء, والفتح أَفْصَحُ) (ج) نَصْرَص, نَصَاص, أَفْص : নকশা, আংটির উপরের নকশিকৃত অংশ।

خَبَرٌ : (ج) أَخْبَارٌ : সংবাদ, খবর, বার্তা।

(مَا) يَنْشُرُ (مع) : [যা] বিক্ষিপ্ত করা হয়।

(ن) نَشَرًا : ছড়িয়ে দেওয়া।

(ج) حَبَّرَ, (و) حَبَّرَ : নকশিকৃত চাদর।

أَتَيْع : পেছনে পাঠালেন।

(إفْعَال) إِنْبَاعًا : পেছনে পাঠানো।

الْقَاضِي (فأ, مذ, مَصْدَقُضَاء, ض) (ج) قَضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি।

أَحَدٌ : (ج) أَحَادٌ : একজন, এক ব্যক্তি।

(ج) أَمْنَاءٌ, (و) أَمِينٌ : বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য।

أَمَرَ : নির্দেশ দিলেন।

(ن) أَمَرًا : নির্দেশ দেওয়া।

الْتَجِسَّسُ (تَفْعُل, مَصْد) : অনুসন্ধান করা। যাচাই করে দেখা।

(ج) أَتْبَاءٌ, (و) نَبَأٌ : সংবাদ, খবর, বার্তা।

مَا لَيْتَ : সে বিলম্ব করেনি।

(س) لَيْتًا, لَيْتَ : বিলম্ব করা।

(أَن) رَجَعَ : সে ফিরে এলো।

(ض) رَجَعًا : ফিরে আসা।

مَتَعِدَّة (فأ, مذ) : লুটোপুটি খাওয়া ব্যক্তি।

(فَعْلَلَة) مَبْتَهَةٌ : বিলবিলিয়ে হাসা।

قَهَقَر : সে উল্টো পায়ে হেঁটে আসল।

(فَعْلَلَة) قَهَقَرَةً : উল্টো পায়ে হাঁটা।

مَقَهَقَه (فأ, مذ) : যে বিলবিলিয়ে হাসে।

(تَفَعَّل) تَعَدَّدًا : লুটোপুটি খাওয়া।

مَهِيم (كلمة استفهام) : তোমার কি অবস্থা? কি খবর?

ব্যাপার কি?

أَبُو مَرْثَم : মরিয়মের পিতা। বিশ্বয়ের জনক।

غَدَّ عَيْنَتُ : আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

(مُفَاعَلَة) مَعَانَتُ : প্রত্যক্ষ করা।

عَجَبٌ : বিস্ময়কর, আশ্চর্যপূর্ণ।

عَجَبٌ (س) مَصْد : আশ্চর্যবোধ করা।

سَمِعْتُ : আমি শুনেছি।

(س) سَمِعًا : শোনা।

(مَا) أُنْشَأُ : [যা] সৃষ্টি করেছে।

(إفْعَال) إِنْشَاءً : সৃষ্টি করা।

طَرَبٌ : আনন্দ, প্রফুল্লতা।

طَرَبٌ (س) مَصْد : আনন্দে বা দুঃখে আন্দোলিত হওয়া।

(مَاذَا) رَأَيْتُ : তুমি [কি] দেখেছ।

(ن) رَأَى, رُؤْيَةٌ : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

(مَا) وَعَيْتُ : তুমি [কি] শুনেছ।

(ض) وَعَيًْا : শোনা।

لَمْ يَزَلْ : (س) زَلًا (فعل ناقص) : একাধারে চলল।

(مُذ) كَرَجَ : [যখন থেকে] বের হলো।

(ن) خَرَجًا : বের হওয়া।

(لَمْ يَزَلْ) يَصْفِقُ : তালি বাজাতে রয়েছে।

(تَفْعِيل) تَصْفِيًا : তালি বাজানো।

يَدٌ : (ج) أَيَدٍ, (جج) أَيَادٍ : হাত, ক্ষমতা, সাহায্য।

يَخَالِفُ : بَيْنَ رَجُلَيْنِ : সে নৃত্য করছে।

(مُفَاعَلَة) مَخَالَفَةٌ, خِلَافٌ - بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : নৃত্য করা।

رَجُلٌ (ج) أَرْجُلٌ : পা, চরণ।

يُغَرِّدُ : গান গাইছে।

(تَفْعِيل) تَغْرِيدًا, (إفْعَال) إِغْرَادًا, (تَفْعُل) تَغْرَدًا, (س) غَرَدًا : পাখির গান গাইতে আওয়াজ উঠু করা এবং সুর তরঙ্গ সৃষ্টি করা।

مَلَأَ : (ج) أَمْلَأَ : পূর্ণ হওয়া পরিমাণ।

شَدَقَ : (ج) أَشْدَقَ, شُدُوقٌ : চোয়াল।

مِلَأَ شِدْقِيهِ : দুই চোয়াল ভরে, আকর্ণ মুখে।

كَذَتْ أَصْلَى بَيْلِيَّةَ * مِنْ وَقَاجِ شَمْرِيَّةَ
وَأَزَّوَرَ السَّجْنَ لَوْلَا * حَاكِمُ الْإِسْكَندَرِيَّةَ

فَضَحَكَ الْقَاضِي حَتَّى هَوَتْ دَنِيَّتُهُ، وَذَوَّتْ
سَكِينَتُهُ، فَلَمَّا فَاءَ إِلَى الرِّقَارِ، وَعَقَّبَ
الْإِسْتِغْرَابَ بِالْإِسْتِغْفَارِ، قَالَ : اللَّهُمَّ
بِخُرْمَةِ عِبَادِكَ الْمُتَقَرِّبِينَ، حَرِّمَ حَبْسِي
عَلَى الْمُتَأَدِّبِينَ، ثُمَّ قَالَ لِذَلِكَ الْأَمِينِ :
عَلَيَّْ بِهِ، فَانْطَلَقَ مُجِدًّا فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ عَادَ
بَعْدَ لَآئِهِ، مُخْبِرًا بِنَائِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي :

অনুবাদ : [কবিতার অনুবাদ-] “আমি এক নির্লজ্জ দৃঢ়
মহিলার কারণে এক বিপদে আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম
করেছিলাম এবং যদি ইসকান্দারিয়ার বিচারপতি না হতো
তবে কারাগার দর্শনের উপক্রম করেছিলাম।” তখন
বিচারপতি হেসে দিলেন। ফলে তার মুকুট পড়ে গেল
এবং তার প্রশান্তি দূরীভূত হয়ে গেল। অতঃপর যখন
তিনি গাষ্টীয়ে ফিরে এলেন এবং প্রচণ্ড হাসির পর
ইসতিগফার করলেন। তখন বললেন, হে আল্লাহ!
তোমার নৈকট্যশীল বান্দাদের মর্যাদার অসিলায়
সাহিত্যরসিকদের জন্য আমার কারাগার হারাম করে
দাও। অতঃপর তিনি তার সেই বিশ্বস্ত লোকটিকে
বললেন, তাকে তুমি আমার কাছে নিয়ে আস। তখন সে
তার খোঁজে দ্রুত ছুটে গেল এবং কিছুক্ষণ বিলম্বের পর
তার দূরে চলে যাওয়ার সংবাদ নিয়ে ফিরে এলো। তখন
বিচারক তাকে বললেন :

শাব্বিক অনুবাদ : كَذَتْ আমি আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম করেছিলাম بِبَيْلِيَّةَ বিপদে أَصْلَى এক নির্লজ্জ
দৃঢ় মহিলার কারণে وَأَزَّوَرَ السَّجْنَ এবং কারাগার দর্শনের উপক্রম করেছিলাম حَاكِمُ الْإِسْكَندَرِيَّةَ যদি
ইসকান্দারিয়ার বিচারপতি না হতো فَضَحَكَ الْقَاضِي তখন বিচারপতি হেসে দিলেন وَلَمْ يَكُنْ তার মুকুট
পড়ে যায় وَذَوَّتْ سَكِينَتُهُ এবং তার প্রশান্তি দূরীভূত হয়ে গেল إِلَى الرِّقَارِ অতঃপর যখন তিনি ফিরে এলেন
وَعَقَّبَ الْإِسْتِغْرَابَ بِالْإِسْتِغْفَارِ এবং প্রচণ্ড হাসির পর ইস্তিগফার করলেন قَالَ اللَّهُمَّ হে আল্লাহ!
بِخُرْمَةِ عِبَادِكَ الْمُتَقَرِّبِينَ তোমার নৈকট্যশীল বান্দাদের মর্যাদার অসিলায় حَرِّمَ আমার কারাগার হারাম করে দাও
عَلَى الْمُتَأَدِّبِينَ সাহিত্যরসিকদের জন্য ثُمَّ قَالَ لِذَلِكَ الْأَمِينِ সে বিশ্বস্ত লোকটিকে عَلَيْهِ তাকে তুমি আমার
কাছে নিয়ে এসো فَانْطَلَقَ مُجِدًّا তখন সে দ্রুত ছুটে গেল তার খোঁজে ثُمَّ عَادَ بِنَائِهِ এবং কিছুক্ষণ বিলম্বের
পর ফিরে এলো فَقَالَ الْقَاضِي তখন বিচারক তাকে বললেন।

শব্দ বিশ্লেষণ

আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম করেছিলাম : (كَذَتْ) أَصْلَى (مع)

আতনের তাপ সহ্য করা : (س) عِلَى، مُلِيَّةً - الْكَارِيَّةَا

কোনো বিষয়ের দুরাশয় সহ্য করা : الْأَمْرُ بِالنَّامِ

বিপদ, মসিবত : (ج) بَلَاءًا

ওঁচা (স্ফ, ম্, মু) : (ج) رُقِعَ، رُقِعَ

(ض) رَقَعَهُ، (س) رَقَعًا، (ك) رَقَاعَةً، وَرُقُوعَةً

নির্লজ্জ হওয়া। মন্ব কর্মে দুঃসাহসী হওয়া।

দৃঢ়/অভিজ্ঞ মহিলা : شَمْرِيَّةُ

দর্শনের উপক্রম করেছিলাম : (كَذَتْ) أَزَّوَرَ

(ن) زَبَاةً : দেখা। জিয়ারত করা

বন্দীশালা, কারাগার : (ج) سَجْنَ

বিচারপতি, শাসনকর্তা : (ج) حَاكِمًا، حَكَمًا

ইসকান্দারিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া, মিসরের

একটি শহর।

হাসলেন, হেসে দিলেন : ضَحِكَ

(س) ضَحِكًا، ضَحِكًا

الْقَاضِي (ফা, مذ) : قَضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) قَضَاءٌ : বিচার/ ফয়সালা করা।

هُوتُ : পড়ে গেল।

(ض) هُوتًا, هَوَاتًا : পতিত হওয়া, পড়ে যাওয়া।

ذَرِيَّةٌ (نَسَبٌ إِلَى الدِّينِ وَهُوَ تَلَسُّوَةٌ كَبِيرَةٌ تُسَمَّى بِالدِّينِ) :

বড় টুপি, মুকুট।

ذَوَتْ : শুকিয়ে গেছে। দূরীভূত হয়ে গেছে।

(ض) ذَوِيًا : শুকিয়ে যাওয়া। দূরীভূত হওয়া।

سَكِينَةٌ (ج) : سَكَانٌ : গাভীর, প্রশান্তি।

قَاءَ : ফিরে এলেন।

(ض) قَيْنًا : ফিরে আসা।

الْوَقَارُ : গাভীর।

الْوَقَارُ (ض) : مَصَد : গাভীর হওয়া।

عَقَبَ : পরে করলেন।

(تَفَعُّلٌ) تَعَقَّبًا : পরে করা।

الْأَسْتِغْفَارُ (اسْتِغْفَالٌ) : مَصَد : অত্যধিক হাসা, প্রচণ্ডভাবে হাসা।

الْإِسْتِغْفَارُ (اسْتِغْفَالٌ) : مَصَد : ইসতিগফার করা, ক্ষমা।

প্রার্থনা করা।

اللَّهُمَّ (مَعْنَاهُ يَا لَلَّهِ) : হে আল্লাহ।

حُرْمَةٌ (ج) : حُرْمٌ, حُرْمَاتٌ : মর্যাদা, সম্মান।

(ج) عِبَادٌ, عَيْدٌ, (وَعَيْدٌ) : ভূতা, ক্রীতদাস, গোলাম, বান্দা।

الْمُقَرَّرِينَ (مَف, جَمْع, مَذ) : নৈকট্যশীলগণ।

حَرَّمَ : হুমি হারাম করে দাও।

(تَفَعُّلٌ) تَعَرَّسًا : হারাম করে দেওয়া।

حَبْسٌ : (ج) حُبُوسٌ : বন্দীশালা, কারাগার।

الْمُتَأَدِّبِينَ (فَا, جَمْع, مَذ) : সাহিত্যরসিকগণ।

غُفِّلَ تَأَدُّبًا : শিষ্ট হওয়া। শিষ্টাচার শেখা।

সাহিত্য চর্চা করা। সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করা।

الْأَمِينُ (صَف, مَذ) : (ج) أَمَنَاءُ : বিশ্বস্ত লোকটি।

(ك) أَمَانَةٌ : বিশ্বস্ত হওয়া। আমানতদার হওয়া।

إِنْطَلَقَ : সে গেল।

إِنْطَلَا : যাওয়া।

مُجِدَّدٌ (فَا, مَذ) : সচেঁট।

مُجِدَّدًا : দ্রুত ছুটে।

إِنْجَادًا : চেষ্টা করা। নতুন করা।

طَلَبٌ : খোঁজ, তালাশ, অন্বেষণ।

طَلَبَ (ن) : مَصَد : খোঁজ করা।

عَادَ : সে ফিরে এলো।

(ن) عَوَدًا : ফিরে আসা।

لَايٌ : বিলম্ব।

لَايٌ (ف) : مَصَد : বিরত হওয়া, বিলম্ব করা।

مُتَبَرِّكًا (فَا, مَذ) : সংবাদদাতা, সংবাদবাহক।

(إِنْجَارًا) : সংবাদ দেওয়া।

نَائِي : দূরত্ব।

نَائِي (ف) : مَصَد : দূরে যাওয়া।

الْقَاضِي (فَا, مَذ) : (ج) قَضَاءٌ : বিচারক, বিচারপতি।

(ض) قَضَاءٌ : বিচার/ ফয়সালা করা।

أَمَّا أَنْ لَوْ حَضَرَ، لَكُنْفَى الْحَذَرُ، ثُمَّ لَا أَوْلَيْتُهُ
 مَا هُوَ بِهِ أَوْلَى، وَلَا رَيْتُهُ أَنْ الْأَخْرَةَ خَيْرَ لَهُ
 مِنَ الْأَوْلَى. قَالَ الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ : فَلَمَّا
 رَأَيْتُ صَفْوَةَ الْقَاضِيِ إِلَيْهِ، وَقَوْتُ تَمَرَّةَ
 التَّنْبِيهِ عَلَيْهِ، غَشِيَتْهُ نَدَامَةُ الْفَرَزْدَقِ
 حِينَ أَبَانَ النَّوَارَ، وَالْكَسْعَى لَمَّا اسْتَبَانَ
 النَّهَارَ.

অনুবাদ : জেনে রাখ, সে যদি হাজির হত তবে ভয় থেকে তাকে মুক্ত রাখা হতো। অতঃপর আমি তাকে তাই দান করতাম, যা তার জন্য উপযুক্ত এবং তাকে দেখাতাম যে, পরবর্তী পুরস্কার পূর্ববর্তী পুরস্কারের চেয়ে উত্তম। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমি তার প্রতি বিচারপতির আকর্ষণ এবং তার সম্পর্কে অবহিত করার ফল বিনষ্ট হতে দেখলাম, তখন আমি ফরযদকের মতো লজ্জা পেলাম যেমন সে [তার স্ত্রী] নাওয়ারকে তালাক দিয়ে পেয়েছিল এবং কুসাইর মতো লজ্জা পেলাম যেমন সে প্রভাত বিকশিত হওয়ার পর পেয়েছিল।

শাব্দিক অনুবাদ : أَمَّا : জেনে রাখ, لَوْ : যদি, حَضَرَ : হাজির হত, لَكُنْفَى : তবে ভয় থেকে তাকে মুক্ত রাখা হত, ثُمَّ : অতঃপর, لَا : অতঃপর, أَوْلَى : তাকে তাই দান করতাম, مَا هُوَ بِهِ : যা তার জন্য উপযুক্ত, وَلَا : এবং, رَيْتُهُ : তাকে দেখাতাম, أَنْ : পরবর্তী, الْأَخْرَةَ : পুরস্কার, خَيْرَ : পূর্ববর্তী, لَهُ : পুরস্কারের চেয়ে উত্তম, مِنَ : হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, الْأَوْلَى : যখন আমি দেখলাম, إِلَيْهِ : তার প্রতি, الْقَاضِيِ : বিচারপতির, رَأَيْتُ : আকর্ষণ, وَقَوْتُ : এবং বিনষ্ট হতে, تَمَرَّةَ : ফল, التَّنْبِيهِ : অবহিত করার ফল, عَلَيْهِ : ফল বিনষ্ট হতে দেখলাম, نَدَامَةُ : তখন আমি ফরযদকের মতো লজ্জা, الْفَرَزْدَقِ : পেলাম, حِينَ : যেমন সে, أَبَانَ : নাওয়ারকে, النَّوَارَ : তালাক দিয়ে পেয়েছিল, وَالْكَسْعَى : এবং কুসাইর, لَمَّا : মতো লজ্জা, اسْتَبَانَ : পেলাম, النَّهَارَ : যেমন সে প্রভাত বিকশিত হওয়ার পর পেয়েছিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

(لَوْ) : (যদি) সে হাজির হত। : (لَوْ) حَضَرَ

হাজির হওয়া। : (ن) حَضُرًا

কُنْفَى (مع) : : (كُنْفَى) : দূরে রাখা হতো, মুক্ত রাখা হতো।

যথেষ্ট হওয়া। : (ض) كَفَايَةً

ভয়, জিত। : (ح) الْحَذَرُ

ভয় করা। : (س) مَدَّ

আমি দান করতাম, অনুগ্রহ করতাম। : (ت) أَوْلَيْتُ

أَوْلَى : (إِسْمٌ تَفْعِيلٌ, مَذ) (ج) أَوْلَى, أَوْلَى : অধিক উপযুক্ত।

رَأَيْتُ : আমি দেখাতাম।

(إِعْمَالٌ) : (إِعْمَالٌ) : দেখানো।

الْأَخْرَةَ (ف, مَذ) : : (أَخْرَةَ) : পরবর্তী [পুরস্কার]

خَيْرٌ (إِسْمٌ تَفْعِيلٌ, مَذ) : : (خَيْرٌ) : উত্তম।

أَوْلَى (إِسْمٌ تَفْعِيلٌ, مَذ) : : (أَوْلَى) : পূর্ববর্তী [পুরস্কার]

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম।

(ف) : (ف) : দেখা।

صَفْوَةً : আকর্ষণ, ঠোকা।

صَفْوَةً (ن, س) : : (صَفْوَةً) : ঠোকা।

قَوْتُ : (ن) : (قَوْتُ) : বিনষ্ট হওয়া, হারিয়ে যাওয়া।

تَمَرَةً : (ج) : (تَمَرَةً) : ফল।

التَّنْبِيهِ (تَفْعِيلٌ) : : (التَّنْبِيهِ) : অবহিত করা। সতর্ক করা।

غَشِيَتْ : আচ্ছাদিত করল/-করে ফেলল।

(س) : (س) : আচ্ছন্ন করা।

نَدَامَةً : লজ্জা।

<p>লজ্জিত হওয়া। : نَدَامَةٌ (س) مصد</p> <p>একজন খ্যাতনামা আরবি কবির নাম। : الْفَرَزْدَقُ</p> <p>সময়, কাল। : حِينٌ : (ج) أَحْيَانٌ, (مَج) أَحْيَائِنَ</p> <p>পৃথক করা, তালাক দেওয়া। : أَبَانَ</p> <p>তালাক দিয়েছে। : (أَفْعَال) أَبَانَةٌ</p> <p>কবি ফরযদকের ত্বীর নাম। : النَّوَارُ</p>	<p>কুসা গোত্রের এক তীরাদাজ ব্যক্তি, তার নাম : كُوسِي</p> <p>মহারিষ বা আমির। ২</p> <p>[যখন] বিকশিত হল। : (سَمَاء) انْتِفَاعَال) انْتَبَانَةٌ</p> <p>দিন, দিবস। প্রভাত থেকে সন্ধ্যা : أَنْهَارٌ, نَهْرٌ (ج)</p> <p>পর্যন্ত সময়।</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

১. ফরযদক : নাম হাখাম, পিতার নাম গালিব, পিতামহের নাম সা'সা'আ আত-তামীমী আদ-দারিমী। উপনাম আবু ক্রিসাস। তাঁর এক মেয়ের নামানুসারে যৌবনে উপনাম গ্রহণ করেছিলেন আবু মাক্কীয়া। চেহারার অপহৃদনীয় মাংসবাহুল্য ও অসৌন্দর্যের কারণে উপধি দেওয়া হয়েছে ফরযদক, মানে আটার খামিরা বা আটার দলা। তাঁর সুনির্দিষ্ট জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। বনু উমায়্যার শাসনামলের এক খ্যাতনামা আরবি স্বভাব কবি। বসরার অধিবাসী। কাব্য-লড়াইয়ে জারীর ও আখতারের প্রতিদ্বন্দ্বী। কথিত আছে, কবি ফরযদকের কাব্য সংরক্ষিত না হলে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের এক তৃতীয়াংশ হারিয়ে যেত। তিনি তাঁর ত্বী নাওয়ারকে তালাক দিয়ে পরে নিজের কৃত কর্মের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং এ মর্মে একটি কবিতা রচনা করেন। তাঁর এ লজ্জার কারণে পরবর্তীতে نَدَامَةٌ [ফরযদকের লজ্জা] কথাটি আরবি সাহিত্যে প্রবাদে পরিণত হয়। হিজরি ১১০ সালে প্রায় একশ বছরের কাছাকাছি বয়সে বসরার বিয়াবানে এই প্রতিভাধর কবি ইন্তেকাল করেন।

২. কুসাই : নাম মুহারিষ ইবনে কায়স আল-কুসাই। অসমর্থিত এক অভিমত মৃতাবিক তাঁর নাম আমির ইবনুল হারিহ। ইয়ামানের কুস বংশোদ্ভূত বলে তাঁকে কুসাই বলা হয়। আরবি সাহিত্যে লজ্জা ও অনুতাপের এক প্রবাদ পুরুষ। তাঁর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। কথিত আছে যে, তাঁর কতকগুলো ধনুক ছিল। ধনুকগুলো নিয়ে তিনি এক অন্ধকার রাতে নীলপাতী শিকারের উদ্দেশ্যে এক জায়গায় ওঁৎ পেতে বসেন এবং এক পর্যায়ে শিকারের নিকটবর্তিতা অনুভব করে তীর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাঁর তীর লক্ষ্যেই হয়েছে এবং তিনি একের পর এক তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন। তাঁর নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তীর সঠিক স্থানে পতিত হলেও প্রচণ্ড অন্ধকারের কারণে তিনি তা বুঝতে পারেন নি। তার ধারণা মতে, তাঁর নিক্ষিপ্ত সবগুলো তীর লক্ষ্যেই হওয়ায় তিনি আক্ষেপে ধনুকগুলো ছেড়ে ফেলে দিয়ে অনুতপ্ত মনে রাতি অতিবাহিত করেন। কিন্তু ভোরে উঠে প্রত্যক্ষ করেন যে, তাঁর কোনো তীরই লক্ষ্যেই হয় নি। প্রত্যেকটিই শিকার মারা পড়েছে। তাই তিনি ভুল বুঝে ধনুক ভাঙ্গার জন্য নিজে নিজে লজ্জিত হন। তাঁর এ লজ্জা আরবি সাহিত্যে প্রবাদরূপ ধারণ করে। কবি ফরযদক যখন বীরী ত্বীকে তালাক দিয়ে লজ্জিত হন তখন তিনি নিজের লজ্জাকে কুসাইর লজ্জার সাথে উপমিত করে কবিতা রচনা করেন।

المقامة العائرة الرعبية

দশম মাকামা : রাহবার গল্প

● মাকামার সারসংক্ষেপ ●

আলামা হারীরা এ মাকামায় অসংচারিত্রের সংশোধনের উদ্দেশ্যে একটি কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। কাহিনীটি এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, হারিস ইবনে হায্যাম ইরাকের ফোরাতে নদের তীরবর্তী 'রাহবা মালেক' নামক শহরে গমন করেন। সেখানে একদিন তিনি অতি সুন্দরন এক কিশোরকে দেখতে পান যে, এক বৃদ্ধ ব্যক্তি তার জামার আতীন ধরে রয়েছে, আর দাবি করছে যে, কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে। অপরদিকে কিশোরটি এ দাবি প্রত্যাখ্যান করছে। এ নিয়ে বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা বিষয়টির ফয়সালায় জন্য সেই শহরের বিচারকার্যে নিয়োজিত বিচারকের আদালতে যাবে। কিন্তু বিচারকটির বিরুদ্ধে চারিত্রিক দোষের অভিযোগ ছিল। বিচারকের আদালতে গিয়ে বৃদ্ধ লোকটি তার মকদ্দমা উপস্থাপন করল। বিচারক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন, আপনার দাবির সপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার মতো উপযুক্ত দু'জন সাক্ষী যদি আপনার কাছে থাকে তবে তো ভালো কথা, নতুবা আপনি তার নিকট থেকে কসম নিতে পারেন। বৃদ্ধ বলল, সে নির্জন স্থানে আমার ছেলেকে হত্যা করেছে। আমি সাক্ষী কোথায় পাব। সুতরাং আমি তার নিকট থেকে কসম নেব। তবে তাকে আমার নির্ধারিত শাস্তি ও বাক্যে কসম করতে হবে। কিন্তু কিশোরটি সেই নির্ধারিত শাস্তি ও বাক্যে কসম করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। বিচারক কিশোরটির মোহনীয় অঙ্গভঙ্গি ও মধুর বচনে আকৃষ্টবোধ করে তাকে মুক্ত করে দিয়ে নিজের ঘনিষ্ঠ করে নিতে চাইলেন। তারই অংশ হিসেবে বৃদ্ধের ছেলে হত্যার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একশ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদানের ফয়সালা দিয়ে বৃদ্ধকে বলেন, আপনি একশ স্বর্ণ মুদ্রা পাবেন। কিশোরটিকে ছেড়ে দিন। এখন নগদ বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দিচ্ছি। আর বাকিগুলো আগামীকাল পরিশোধ করা হবে। বৃদ্ধ বলল, বাকি অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত কিশোরটি আমার তত্ত্বাবধানে থাকবে। বিচারক বৃদ্ধের কথা মেনে নিয়ে চলে যান।

হারিস ইবনে হায্যাম আবু য়ায়েদ সান্নজীকে চিনে ফেলেন। তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি আবু য়ায়েদ নন? বৃদ্ধ নিজেই আবু য়ায়েদ বলে স্বীকার করেন। তারা দু'জনে গল্প-গুজব করে রাত অতিবাহিত করেন; কিন্তু ভোর হওয়ার আগেই সজ্ঞ করে যান। একখানা পত্র হারিসের হাতে দিয়ে বলেন, যখন আমি নিরাপদ দূরত্বে চলে যাব তখন এ পত্রখানি বিচারককে দেবেন। পত্রটিতে বারোটি শ্লোকের একটি কবিতা ছিলো, তাতে এইধরনের শ্লোক ও চারিত্রিক দোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়। এভাবে বিচারকের নিকট থেকে কিছু অর্থ হাতিয়ে নিয়ে আবু য়ায়েদ পালিয়ে যান। হারিস ইবনে হায্যাম পত্রখানি ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেন।

www.eelm.weebly.com

الْمَقَامَةُ الْعَاشِرَةُ الرَّحْبِيَّةُ

দশম মাকামা : রাহবার গল্প

حَكَى الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ : هَتَفَ بِي
دَاعِي الشُّوقِ، إِلَى رَحْبَةِ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ،
فَلَبَّيْتُهُ مُنْتَضِبًا شِمْلَةً، وَمُنْتَضِبًا عَزْمَةً
مُشْمُولَةً. فَلَمَّا أَلْقَيْتُ بِهَا الْمَرَّاسِي،
وَشَدَدْتُ أَمْرَاسِي، وَرَزَزْتُ مِنَ الْحَمَامِ بَعْدَ
سَبْتِ رَأْسِي، رَأَيْتُ غُلَامًا أَفْرَغَ فِي قَالِبِ
الْجَمَالِ، وَالْيَسَّ مِنَ الْحُسْنِ حَلَّةَ الْكَمَالِ
وَقَدْ اِعْتَلَقَ شَيْخُ بَرْدْنِهِ، بِدَعَايِ أَنَّهُ فَتَكَ
بَابْنِهِ، وَالْغُلَامُ يَنْكُرُ عَرَفَتَهُ، وَيُكِيرُ قَرَفَتَهُ.

অনুবাদ : হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: অনুরাগ-শুহা আমাকে মালিক ইবনে তাওক-এর [পতন করা শহর] রাহবার^১ প্রতি আহ্বান করল। তখন আমি এক দ্রুতগামী উটনীতে আরোহণ করে এবং এক অদম্য সংকল্প নিয়ে তার ডাকে সাড়া দিলাম। অতঃপর যখন আমি সেখানে আমার নোঙ্গর ফেললাম এবং আমার শিবির স্থাপন করলাম, আর মাথা মুগানোর পর স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এলাম তখন আমি এমন এক কিশোরকে দেখতে পেলাম, যাকে কাস্তিময়তার হাঁচে টেলে তৈরি করা হয়েছে এবং সৌন্দর্যের পূর্ণ ভূষণ তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এক বৃদ্ধ তার জামার আতীন চেপে ধরেছে, সে দাবি করছে যে, কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে, অথচ যুবক তার পরিচিতি অস্বীকার করছে এবং তার অপরাধের অপবাদকে বড় মনে করছে।

শাস্তিক অনুবাদ : الْحَارِثُ بْنُ هَمَّامٍ দশম মাকামা الرَّحْبِيَّةُ রাহবার গল্প হারিস ইবনে হাম্মাম বর্ণনা করেন قَالَ তিনি বলেন هَتَفَ بِي আমাকে আহ্বান করল دَاعِي الشُّوقِ অনুরাগ-শুহা إِلَى رَحْبَةِ مَالِكِ بْنِ طَوْقٍ মালিক ইবনে তাওক-এর রাহবার প্রতি فَلَبَّيْتُهُ তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম مُنْتَضِبًا شِمْلَةً এক দ্রুতগামী উটনীতে আরোহণ করে وَمُنْتَضِبًا عَزْمَةً এবং এক অদম্য সংকল্প নিয়ে مُشْمُولَةً অতঃপর যখন আমি সেখানে নোঙ্গর ফেললাম وَرَزَزْتُ مِنَ الْحَمَامِ আর স্নানাগার থেকে বেরিয়ে এলাম بَعْدَ سَبْتِ رَأْسِي আমার মাথা মুগানোর পর رَأَيْتُ غُلَامًا তখন আমি এক কিশোরকে দেখতে পেলাম أَفْرَغَ فِي قَالِبِ الْجَمَالِ কাস্তিময়তার হাঁচে টেলে তৈরি করা হয়েছে وَالْيَسَّ مِنَ الْحُسْنِ এবং তাকে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে حَلَّةَ الْكَمَالِ সৌন্দর্যের পূর্ণ ভূষণ তাকে وَقَدْ اِعْتَلَقَ শিখ বর্ডন-এর দাবি করছে أَنَّهُ فَتَكَ তার জামার আতীন চেপে ধরেছে بِدَعَايِ সে দাবি করছে যে, কিশোরটি তার ছেলেকে হত্যা করেছে وَالْغُلَامُ يَنْكُرُ عَرَفَتَهُ আর যুবক তার পরিচিতি অস্বীকার করেছে وَيُكِيرُ قَرَفَتَهُ আর বড় মনে করছে قَرَفَتَهُ তার অপরাধের অপবাদকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

বর্ণনা করেন। : حَكَى

বর্ণনা করা। : (ض) حَكَبَةً

আহ্বান করল। : هَتَفَ

আহ্বান করা। : (ي) هَتَفًا، هَتَاةً

১. রাহবা : ইরাকের কোরাড নদীর তীরে এবং বাগদাদ থেকে প্রায় আটশ কি. মি. দূরে সিরিরার পথে অবস্থিত একটি শহরের নাম। এর আর একটি উচ্চারণ রয়েছে। রাহাব। পূর্ণনাম রাহাব মালিক ইবনে তাওক। আত্মা বালাবুদীর বর্ণনা মতে, মালিক ইবনে তাওক কালী হানুদুর বনীদেব শাসনামলে এ শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে আত্মা ইরাকুত হামাবী মু'জামুল কুলদানে বলেন, মালিক ইবনে তাওক কালী হানুদুর বনীদেব শাসনামলে এ শহরের গোড়াপত্তন করেন।

দَاعَى (ফা, مذ) : دَعَا : আহবায়ক, স্পৃহা।

الْشُّوقُ : উৎসাহ, অনুরাগ।

الْشُّوقُ (ন) : مَدَّ : উৎসাহিত করা।

رَحِيَّةٌ : ইরাকের ফোরাতে নদীর তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ শহর।

مَالِكُ بْنُ طَرِيقٍ : রাহবা শহরের গোড়া পত্তনকারীর নাম।

لَبَّيْتُ : আমি ডাকে সাড়া দিলাম।

تَفَعَّلَ (تَفَعَّلَ) : تَلَبَّيْتُ : ডাকে সাড়া দেওয়া।

مُتَمَطِّطٌ (مُتَمَطِّطٌ) : مُتَمَطِّطٌ (ফা, مذ) : সওয়ারীতে আরোহণকারী।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِنْطَاطٌ : বাহন জন্তুতে আরোহণ করা।

شَيْمِلَةٌ (أَي نَاقَةٌ شَيْمِلَةٌ) : দ্রুতগামীনী উটনী।

مُنْتَضِضٌ (مُنْتَضِضٌ) : مُنْتَضِضٌ (ফা, مذ) : খাপমুক্তকারী, উন্মুক্তকারী।

عَزَمَةٌ : সংকল্প, প্রত্যয়।

عَزَمَ (ض) : مَدَّ : সংকল্প করা।

مُشْمَعِلَةٌ (مُشْمَعِلَةٌ) : مُشْمَعِلَةٌ (ফা, مذ) : অদম্য, প্রবল।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِشْمِعْلَانٌ : প্রফুল্ল/প্রবল/উজ্জ্বলিত হওয়া।

أَلْقَيْتُ : আমি ফেললাম।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِنْفَاءٌ : ফেলা। রাখা।

(ج) أَلْمَرَّاسِي : (و) مَرَّاسَةٌ : নোঙ্গর।

شَدَدْتُ : আমি বাঁধলাম।

(ن) شَدَا : বাঁধা।

شَدَدْتُ أَمْرَاسِي : আমি আমার শিবির স্থাপন করলাম।

(ج) أَمْرَاسٌ, مَرَّسٌ : (و) مَرَّسَةٌ : রশি, কাছি।

بَرَزْتُ : আমি বের হলাম।

(ن) بَرَزْتُ : বের হওয়া।

أَلْحَمَامُ : (ج) حَمَامَاتٌ : গোসলখানা, স্নানাগার।

سَبَّيْتُ (ن, ض) : مَدَّ : মাথা মুগালো, মুগুন করা।

رَأْسٌ (ج) رُؤُوسٌ, أَرُوسٌ, أَرَأْسٌ, رُؤُوسٌ : মাথা, মস্তক।

رَأَيْتُ : আমি দেখলাম, দেখতে পেলাম।

(ف) رَأَى : দেখা। প্রত্যক্ষ করা।

غَلَامٌ (ج) غُلَامَانٌ, غُلَمَةٌ : ভূতা, চাকর, কিশোর।

أَفْرَعٌ (مَج) : ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা হয়েছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِفْرَافًا : ঢেলে দেওয়া। ছাঁচে ঢেলে প্রস্তুত করা।

قَلْبٌ (ج) قَوَالِبٌ : ছাঁচ, ফর্ম।

الْجَمَالُ : সৌন্দর্য, কমণীয়তা।

أَلْبَسْتُ (ك) : مَدَّ : সুন্দর হওয়া।

أَلْبَسَ (مَج) : পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِبْسَا : পরানো। পরিধান করানো।

أَلْحَسَنُ (ج) : مَحَاسِنٌ : সৌন্দর্য, শোভা।

حُلَّةٌ (ج) : حُلٌّ, حِلَاكٌ : ভূষণ, নতুন কাপড়।

الْكَمَالُ : পূর্ণতা।

أَلْكَأُ (ن, ك, س) : مَدَّ : পূর্ণ হওয়া।

قَدْ إِعْتَلَقَ : চেপে ধরেছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِعْلَاقًا : চেপে ধরা। আকড়ে ধরা।

شَيْخٌ (ج) : شَيْخٌ, شَيْخَانٌ, شَيْخَةٌ : বৃদ্ধ, নেতা, আলিম, উস্তাদ।

رَدَنٌ (ج) : أَرْدَانٌ : আত্মবিশ্বাসের গোড়া, আত্মবিশ্বাসের প্রশস্ত দিক।

يَدْعِي : সে দাবি করছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِدْعَاءٌ : দাবি করা।

فَتَكَ : অজ্ঞাতসারে হত্যা করেছে।

(ن) فَتَكَ, فَتَكًا : فَتَكَ : অজ্ঞাতসারে হত্যা করা।

إِبْنٌ (ج) : أَبْنَاءٌ, بَنُونَ : পুত্র, ছেলে।

يَسْكُرُ : অস্বীকার করছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِنْكَارًا : অস্বীকার করা।

عَرَفَهُ : পরিচিতি।

عَرَفَهُ (ض) : مَدَّ : চেনা, জানা।

يَكْبُرُ : বড় মনে করছে।

إِفْعَالٌ (إِفْعَالٌ) : إِكْبَارًا : বড় মনে করা।

فَرَقَهُ (ج) : فَرَّقَ : অপবাদ। মিথ্যা আরোপ।

وَالْخِصَامُ بَيْنَهُمَا مُنْتَطَايِرُ الشَّرَارِ
وَالرَّحَامُ عَلَيْهِمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ
وَالْأَشْرَارِ إِلَى أَنْ تَرَضَابَا بَعْدَ اشْتِطَاطِ
اللَّدِّ بِالتَّنَافُرِ إِلَى وَالِى الْبَلَدِ وَكَانَ
مِمَّنْ يَزُنُّ بِالْهَنَاتِ وَيُغْلِبُ حُبَّ النِّبَنِينَ
عَلَى الْبَنَاتِ .

অনুবাদ : আর তাদের পারস্পরিক বাদানুবাদের ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের উভয়কেন্দ্রিক লোকের সমাগম ভালো-মন্দ লোকদের একত্র করছে। অবশেষে ঋগড়াঝাঁটি তীব্র রূপ ধারণ করার পর তারা উভয়ে [বিষয়টি নিয়ে] সেই শহরের প্রশাসকের নিকট যাওয়ার জন্য সম্মত হল। অথচ সে ছিল অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত এবং সে মেয়েদের অপেক্ষা ছেলেদের ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিত।

শাখিক অনুবাদ : وَالْخِصَامُ مُنْتَطَايِرُ الشَّرَارِ ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে وَالرَّحَامُ عَلَيْهِمَا তাদের উভয়কেন্দ্রিক লোকের সমাগম يَجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ ভালো-মন্দ লোকদের একত্র করছে إِلَى أَنْ تَرَضَابَا তারা সম্মত হল بَعْدَ اشْتِطَاطِ اللَّدِّ ঋগড়াঝাঁটি তীব্র রূপ ধারণ করার পর بِالْبَلَدِ সেই শহরের প্রশাসকের নিকট যাওয়ার জন্য وَمِمَّنْ يَزُنُّ بِالْهَنَاتِ অথচ সে ছিল অপকর্মের অভিযোগে অভিযুক্তদের অন্তর্ভুক্ত وَيُغْلِبُ এবং সে মেয়েদের ভালোবাসাকে عَلَى الْبَنَاتِ ছেলেদের অপেক্ষা।

শব্দ বিশ্লেষণ

পারস্পরিক ঋগড়া, বাদানুবাদ : الْخِصَامُ
পরস্পরে ঋগড়া করা : الرِّحَامُ (مُتَاعِلَةً) مَصَد :
بَيْنَهُمَا (بَيْنَ : طَرَفٌ مُضَافٌ إِلَى ضَمِيرٍ مُجَرَّرٍ مُتَّصِلٌ) :
তাদের উভয়ের মধ্যকার।
বিকিণ্ড : سَرَبَرٌ উভয়ীয়মান : (فَا. مَذ) :
বিকিণ্ড হওয়া। ছড়িয়ে পড়া : (تَفَاعُلٌ) تَطَايُرٌ :
ফুলিঙ্গ, আগুনের ফুলকি : الشَّرَارُ :
লোকের ভিড়, সমাগম : الرَّحَامُ :
ভিড় করা : (ف) مَصَد :
একত্র করছে, জমা করছে : يَجْمَعُ :
একত্র করা : جَمَعًا :
(ج) الْأَخْبَارُ, الْخَبَارُ, (و) خَبَرٌ :
তাল, উত্তম :
(ج) الْأَشْرَارُ, الشَّرَارُ, الْأَشْرَادُ, (و) شَرٌّ :
মন্দ, নিকট :
অবশেষে : إِلَى أَنْ تَرَضَابَا :
তারা উভয়ে সম্মত হলো :
পরস্পরে সম্মত হওয়া : (تَفَاعُلٌ) تَرَاجُعًا :
তীব্ররূপ ধারণ করা : (تَفَاعُلًا) مَصَد :

اللَّدُّ ঋগড়াঝাঁটি :
اللَّدُّ (س) مَصَد :
ঋগড়াটে হওয়া।
দুই পক্ষের পারস্পরিক ফয়সালার : التَّنَافُرُ (تَفَاعُلٌ) مَصَد :
জনা প্রশাসক বা বিচারকের কাছে যাওয়া।
প্রশাসক : (وَالِى) (فَا. مَذ) (ج) وَلَاةٌ :
(ض) رِلَايَةٌ - الشَّيْءُ وَعَلَى الشَّيْءِ :
তত্ত্বাবধায়ক/ অভিভাবক/ প্রশাসক হওয়া।
শহর, দেশ, এলাকা : (ج) بِلَادٌ, بِلْدَانٌ :
অভিযুক্ত করা হয়। অপবাদ দেওয়া হয় : يَزُنُّ (مَج) :
অভিযুক্ত করা। অপবাদ দেওয়া : (ن) زَنًّا - يَكْذِبُ :
মন্দ জিনিস, মন্দবস্তু, বারাপ বিষয় : (ج) الْهَنَاتِ, (و) هَنَةٌ :
সে অগ্রাধিকার দিত : (كَانَ) يُغْلِبُ :
অগ্রাধিকার/ প্রাধান্য দেওয়া : (تَفْضِيلٌ) تَغْلِيْبًا :
ভালোবাসা, প্রেম : حُبٌّ :
অগ্রাহ্য করা : (ض) مَصَد :
(ج) الْبَنِينَ, الْبَنَاتِ, (و) الْإِمْنُ :
ছেলে, পুত্র, বালক :
(ج) الْبَنَاتِ, (و) بَنَاتٌ :
মেয়ে, কন্যা, বালিকা।

فَقَالَ : إِنِّهَا أَنْبَكَةُ أَفَّاكَ ، عَلَى غَيْرِ
سَفَاكَ ، وَعَضْبِيْهَا مُعْتَالٍ ، عَلَى مَنْ لَيْسَ
بِمُعْتَالٍ فَقَالَ الرَّوَالِيُّ لِلشَّيْخِ : إِنْ شَهِدَ
لَكَ عَذْلَانٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَإِلَّا فَاسْتَوْرِ
مِنْهُ الْبَيْمِيْنَ ، فَقَالَ الشَّيْخُ : إِنَّهُ جَدُّهُ
خَاسِبًا ، وَأَفَّاكَ دَمَهُ خَالِيًّا ، فَأَتَى لِي
شَاهِدٌ ؟ وَلَمْ يَكُنْ تَمَّ مُشَاهِدٌ ، وَلَكِنْ وَلِيْنِي
تَلْقِيْنُهُ الْبَيْمِيْنَ ، لِيَبَيِّنَ لَكَ أَیْضُودُكُمْ أَمْ
بَيْمِيْنَ ، فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ الْمَالِكُ لِذَلِكَ ، مَعَ
وَجَدِكَ الْمُتَهَالِكِ ، عَلَى إِبْنِكَ الْهَالِكِ .
فَقَالَ الشَّيْخُ لِلْغَلَامِ : قُلْ : وَالَّذِي زَنْ
الْحَبَاءَ بِالطَّرْرِ ، وَالْعِيُونَ بِالْعَوْرِ .

অনুবাদ : তখন কিশোরটি বলল যে, এটা হত্যাকারী নয় এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যাবাদীর এক মিথ্যা অভিযোগ এবং যে ব্যক্তি আততায়ী নয় তার বিরুদ্ধে এক প্রতারকের মিথ্যা অপবাদ। তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বলল, যদি দু'জন মুসলমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তবে ভালো, অন্যথায় তুমি তার কাছ থেকে কসম গ্রহণ কর। তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল যে, সে আমার ছেলেকে লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে হত্যা করেছে এবং নির্জনে তার রক্ত প্রবাহিত করেছে। সুতরাং আমি কোথায় সাক্ষী পাব, অথচ সেখানে কোনো দর্শক ছিল না। তবে আপনি আমাকে তাকে কসম শেখাবার অধিকার দিন। যাতে আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে। তখন প্রশাসক তাকে বললেন, তোমার নিহত ছেলের জন্য তোমার প্রাণান্তকর মর্মবেদনা সবেও তোমার এই অধিকার রয়েছে। তখন বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে বলল, বল : সেই সন্তার কসম, যিনি সুশোভিত করেছেন ললাটকে জুলফি দ্বারা, চক্ষুগুলোকে সাদা কালো বর্ণের তীব্রতা দ্বারা।

শাব্দিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন কিশোরটি বলল إِنِّهَا أَنْبَكَةُ أَفَّاكَ এটা এক মিথ্যাবাদীর মিথ্যা অভিযোগ عَلَى غَيْرِ হত্যাকারী নয় এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে وَعَضْبِيْهَا مُعْتَالٍ এবং এক প্রতারকের মিথ্যা অভিযোগ عَلَى مَنْ لَيْسَ যে ব্যক্তি আততায়ী নয়, তার বিরুদ্ধে الشَّيْخُ তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বলল إِنْ شَهِدَ যদি তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় الْمُسْلِمِيْنَ দু'জন মুসলমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি, তবে ভালো وَإِلَّا فَاسْتَوْرِ অন্যথায় তুমি তার কাছ থেকে শপথ গ্রহণ কর فَقَالَ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল إِنَّهُ جَدُّهُ আমার ছেলেকে লোকালয় থেকে দূরে নিয়ে হত্যা করেছে এবং وَالَّذِي زَنْ তার রক্ত প্রবাহিত করেছে فَأَتَى লি শাহীদ? وَلَمْ يَكُنْ তম্ম মুশাহীদ? وَلَكِنْ وَلِيْنِي তল্ফীনুহু লি বইমীন লি কসম শেখাবার অধিকার দিন أَیْضُودُكُمْ অম্ বইমীন সে সত্য বলছে কি মিথ্যা বলছে فَقَالَ তখন প্রশাসক তাকে বললেন أَنْتَ الْمَالِكُ لِذَلِكَ তোমার এই অধিকার রয়েছে وَمَعَ وَجَدِكَ الْمُتَهَالِكِ তোমার নিহত ছেলের জন্য তোমার প্রাণান্তকর মর্মবেদনা সবেও তোমার এই অধিকার রয়েছে তখন বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে বলল قُلْ বল সেই সন্তার শপথ, যিনি الْحَبَاءَ بِالطَّرْرِ সুশোভিত করেছেন ললাটকে জুলফি দ্বারা وَالْعِيُونَ بِالْعَوْرِ সাদাকালো বর্ণের তীব্রতা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

مِيْثَآءَ , অপরোধ, মিথ্যা অভিযোগ : (ج) أَنْبَكَةُ :

মিথ্যাবাদী : (ج) أَفَّاكَ (م.ب.م.د) :

মিথ্যা বলা : (س) أَنْكَأ : (م.ب.م.د) :

সফাক, হস্তা : (م.ب.م.د) :

عَضْبِيْهَا : (ج) عَضْبِيْهَا : মিথ্যা অপবাদ :

عَضْبِيْهَا : (س) عَضْبِيْهَا : অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা বলা :

مُحْتَالَ (ফা, مذ) : কৌশলী, প্রতারক।

(افْتَعَلَ) اِخْتِيَالًا : কৌশল অবলম্বন করা। প্রতারণা করা।

مُغْتَالَ (ফা, مذ) : আততায়ী, গুপ্তঘাতক।

(افْتَعَلَ) اِغْتِيَالًا : - অসতর্ক অবস্থায় হত্যা করা।

أَلْوَالِي (ফা, مذ) (ج) وَلَا : প্রশাসক।

(إِنْ) شَهِدَ : (যদি) সাক্ষ্য দেয়।

(س) شَهِدَ : সাক্ষ্য দেওয়া।

عَدَلَ : (ج) أَعْدَلَ : ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।

السُّلَيْمِينَ (ফা, جمع, مذ) (و) مُسْلِمًا : মুসলমান।

اِسْتَوْفٍ : তুমি গ্রহণ কর।

(اِسْتَعْمَلَ) اِسْتِيفًا :

পরিপূর্ণরূপে উসুল করা। গ্রহণ করা। ... বুঝে নেওয়া।

الْيَمِينُ (ج) أَيْمَانُ : কসম, শপথ।

جَدَلَ : ভূমিতে আছাড় দিয়েছে [হত্যা করেছে]।

تَجَدَّلًا : ভূমিতে আছাড় দেওয়া। হত্যা করা।

حَاسِي (خَاسٍ) (ফা, مذ) : লোকালয় থেকে দূরবর্তী।

(س) خَسَا : (ف) خَسَرَ : দূরে যাওয়া। বিতাড়িত হওয়া।

বিতাড়িত করা। বাপসা হওয়া। ক্রান্ত। অক্ষম হওয়া।

أَفَاحَ : সে রক্ত প্রবাহিত করেছে।

(افْعَلَ) إِفَاحَةً : রক্ত প্রবাহিত করা।

دُمَ : (ج) دُمَاءٌ, دُمِي : রক্ত, শোণিত, রুধির।

خَالِي (خَالٍ) (ফা, مذ) (ج) خُلُوٌّ, خُلَاءٌ : জনবিহীন, নির্জন।

(ن) خُلُوا, خَلَاءٌ : খালি হওয়া। একাকী হওয়া।

أَنْتَى (ظرف) : কোথায়? কিভাবে?

شَاهِدٌ (ফা, مذ) (ج) شَهِدَ, شُهِدَ, أَشْهَدُ :

সাক্ষী, সাক্ষ্যদাতা।

(س) شَهِدَ : يَفْلُكُ أَوْ عَلَى نَدْنٍ : সাক্ষ্য দেওয়া।

كَمْ (ظرف مكان) : সেখানে, ওখানে।

مُشَاهِدٌ (ফা, مذ) : দর্শক, প্রত্যক্ষদর্শী।

(مُتَعَلِّدٌ) مُتَعَلِّدٌ : প্রত্যক্ষভাবে দেখা।

وَلِي : আপনি অধিকার দিন, দায়িত্ব দিন।

(تَفَعَّلَ) تَوَلَّى : অধিকার দেওয়া। দায়িত্ব দেওয়া।

تَفَعَّلَ (تَفَعَّلَ) تَوَلَّى : সরাসরি বুঝানো, শেখানো।

الْيَمِينُ (ج) أَيْمَانُ : কসম, শপথ।

يَمِينٌ : পরিষ্কার/ স্পষ্ট হয়, - হয়ে যায়।

(ض) يَمَانًا : পরিষ্কার/ স্পষ্ট হওয়া।

يَصْدُقُ : সে সত্য বলছে।

(ن) صَدَقًا : সত্য বলা।

يَمِينٌ : সে মিথ্যা বলছে।

(ض) مِينًا : মিথ্যা বলা।

أَلْمَالِكُ (ফা, مذ) (ج) مَلِكٌ, مَلَكٌ : তুমি অধিকারপ্রাপ্ত, মালিক।

(ض) وَلَكًا : মালিক হওয়া।

وَجَدَ : দুঃখ, চিন্তা, মর্মবেদনা।

وَجَدَ (ض) مَدَّ : দুঃখিত হওয়া।

أَلْمُتَهَالِكُ (ফা, مذ) : প্রাণান্তকর।

(نَفَاعَل) نَهَاكَ : প্রাণসংহারে আগ্রহী হওয়া। ... চেষ্টা করা।

إِنَّ (ج) أَبْنَاءُ, بَنُونَ : পুত্র, ছেলে।

أَلْنَهَالِكُ (ফা, مذ) مَلِكِي, مَلِكٌ, ক্ষংস হওয়া। মৃত্যু হওয়া।

(ض) مَلَاكَ : নিহত, ক্ষংসপ্রাপ্ত, মৃত।

أَلْفَلَامُ (ج) غُلْمَانٌ, غُلْمَةٌ : ক্রীতদাস, ভৃত্য, কিশোর।

زَيْنٌ : সুশোভিত করেছেন।

(تَفَعَّلَ) تَزَيَّنَ : সুশোভিত করা।

(ج) الْجَبَاهَةُ, الْجَبَهَاتُ, (و) جَبَهَةٌ : ললাট, কপাল।

(ج) الطَّرْفُ, الْأَطْرَافُ, الْأَطْرَافُ, الطَّرَافُ, (و) طَرَفٌ : জুলফি।

(ج) الْعَمِيُونُ, الْأَعْيُنُ, الْأَعْيَانُ, (و) عَيْنٌ : দৃষ্টি, চোখ।

أَلْعَمُورُ (س) مَدَّ : চোখের সাদা ও কালো অংশ তীব্র সাদা ও কালো হওয়া।

وَالْحَوَاجِبَ بِالْبَلَجِ، وَالْمَبَاسِمَ بِالْفَلَجِ،
وَالْجُفُونَ بِالسَّقَمِ، وَالْأَنْوَفَ بِالشَّمَمِ،
وَالْخُدُودَ بِاللَّهَبِ، وَالْثُغُورَ بِالشَّنَبِ،
وَالْبَنَانَ بِالتَّرَفِ، وَالْخُصُورَ بِالْهَيْفِ،
إِنِّي مَاقَتَلْتُ إِبْنَكَ سَهْوًا وَلَا عَمْدًا، وَلَا
جَعَلْتُ هَامَتَهُ لِسِنِّي غِمْدًا، وَلَا فَرَمَى
اللَّهُ جَفْنِي بِالْعَمَشِ، وَخَذَى بِالنَّمَشِ،
وَطُرْنِي بِالْجَلَجِ، وَطَلَعَنِي بِالْبَلَجِ.

অনুবাদ : জুয়ুগলকে ব্যবধান দ্বারা, দন্ততলোকে সর্ফাক বিন্যাস দ্বারা, চোখের পলককে অঘনত্ব দ্বারা, নাসিকাকে উচ্চতা দ্বারা, গওদেশকে আগ্নেয় দীপ্তি দ্বারা, দন্তরাজিকে ঔজ্জ্বল্য দ্বারা, আঙ্গুলের মাথাগুলোকে কোমলতা দ্বারা এবং কটিদেশকে ক্ষীণতা দ্বারা; নিশ্চয়ই আমি তোমার ছেলেকে ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করিনি এবং তার মাথার খুলি আমার তরবারির বাশে পরিণত করিনি। আর যদি তা না হয় তবে আল্লাহ তা'আলা দোষযুক্ত করে দিন আমার চোখের পলককে দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা দ্বারা, আমার গওদেশকে ছুঁদ দ্বারা, আমার জুলফিকে স্বরা দ্বারা, আমার (দন্ত-)কলিকে বিবর্ণতা দ্বারা।

শাব্বিক অনুবাদ : জুয়ুগল ব্যবধান দ্বারা, দন্ততলোকে সর্ফাক বিন্যাস দ্বারা, চোখের পলককে অঘনত্ব দ্বারা, নাসিকাকে উচ্চতা দ্বারা, গওদেশকে আগ্নেয় দীপ্তি দ্বারা, দন্তরাজিকে ঔজ্জ্বল্য দ্বারা, আঙ্গুলের মাথাগুলোকে কোমলতা দ্বারা এবং কটিদেশকে ক্ষীণতা দ্বারা; নিশ্চয়ই আমি হত্যা করিনি তোমার ছেলেকে স্বেচ্ছাচারে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং তার মাথার খুলি পরিণত করিনি আমার তরবারির বাশে। আর যদি তা না হয় তবে আল্লাহ তা'আলা দোষযুক্ত করে দিন আমার চোখের পলককে দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতা দ্বারা, আমার গওদেশকে ছুঁদ দ্বারা, আমার জুলফিকে স্বরা দ্বারা, আমার (দন্ত-)কলিকে বিবর্ণতা দ্বারা।

শব্দ বিশ্লেষণ

(ج) الْحَوَاجِبُ، الْعَوَاجِبُ، (و) حَاجِبٌ : ৬।
দুই জুয়ু ব্যবধান :
بَلَجٌ (স) : চোখের দুই জু পৃথক পৃথক হওয়া।
(ج) الْمَبَاسِمُ، (و) مَبِيسٌ : দাঁত, দন্ত।
أَفْلَجٌ : দাঁতের সর্ফাক বিন্যাস।
أَفْلَجٌ (স) : দাঁতের মধ্যে ফাঁক থাকে।
(ج) الْجُفُونَ، الْأَجْفَانُ، الْأَجْفَنُ، (و) جَفْنٌ : চোখের পলক।
السَّقَمُ : অসুস্থতা, অঘনত্ব।
السَّقَمُ (স) : অঘন/অসুস্থ হওয়া।
(ج) الْأَنْوَفُ، الْأَنَافُ، الْأَنْفُ، (و) الْأَنْفُ : নাক, নাসিকা।
السَّقَمُ : নাসিকায়ের উচ্চতা।

السَّقَمُ (স) : নাসিকায় উঁচু হওয়া।
(ج) الْخُدُودُ، (و) خُدٌّ : গওদেশ, গাল, কপোল।
اللَّهَبُ : আগ্নেয় দীপ্তি, অগ্নি-লাভা।
اللَّهَبُ (স) : অগ্নি লাভা উদ্ভিত হওয়া।
(ج) الثُّغُورُ، (و) ثَغْرٌ : সামনের দাঁত, মুখ।
الشَّنَبُ : দাঁতের ঔজ্জ্বল্য ও অহতা।
الشَّنَبُ (স) : ঔজ্জ্বল্য ও অহতা হওয়া।
الْبَنَانُ : আঙ্গুলের মাথা, আঙ্গুলের পিরা।
التَّرَفٌ : কোমলতা, কমদীর্ঘতা, সজীবতা।
التَّرَفٌ (স) : সজীব হওয়া।
(ج) الْخُصُورُ، (و) خَصْرٌ : কোমর, কটিদেশ।

কটিদেশের ক্ষীণতা : **الْهَيْفُ**

কটিদেশ ক্ষীণ হওয়া : **الْهَيْفُ (س) مَصْد :**

আমি হত্যা করিনি : **مَا قَتَلْتُ**

হত্যা করা : **(ن) قَتَلًا :**

পুত্র, ছেলে : **إِبْنٌ : (ج) أَبْنَاءُ, بَنُونَ :**

ভুলবশত : **سَهْوًا**

ভুলে যাওয়া : **سَهْوٌ (ن) مَصْد :**

ইচ্ছাকৃতভাবে : **عَمْدٌ**

ইচ্ছা করা : **عَمَدٌ (ض) مَصْد :**

আমি পরিণত করি নি : **لَا جَعَلْتُ**

পরিণত করা : **(ف) جَعَلًا :**

মাথা, খুলি, করোটি, দেহ : **هَامَةٌ : (ج) هَامٌ, هَامَاتٌ :**

তরবারি : **سَيْفٌ : (ج) سِيَوٌ, أَسْيَافٌ, أَسْيَفٌ, سَيَفَةٌ :**

তরবারির খাপ : **غِمْدٌ : (ج) غُمُودٌ, أَغْمَادٌ :**

দোষযুক্ত করে দিন : **رَمَى : (دُعَانِيَّة) :**

নিষ্কেপ করা। কলঙ্কিত করা : **(ض) رَمَى :**

চোখের পলক : **جَفْنٌ : (ج) جَفْنُونَ, أَجْفَانٌ, أَجْفَنٌ :**

দৃষ্টি শক্তির দুর্বলতা : **الْعَمَشُ**

দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হওয়া : **الْعَمَشُ (س) مَصْد :**

গণদেশ, গাল, কপাল : **خَدٌ : (ج) خُدُودٌ :**

দাগ, ছুঁদ : **النَّمَشُ**

দাগযুক্ত হওয়া : **النَّمَشُ (س) مَصْد :**

জুলফি : **طُرَّةٌ : (ج) طُرَرٌ, طُرَاتٌ, طِرَارٌ, أَطْرَارٌ :**

টাক, ঝরা : **الْجَلْعُ**

চুল ঝরে পড়া : **الْجَلْعُ (س) مَصْد :**

কলি, মুকুল, [দন্ত-কলি] : **طَلْعٌ**

বিবর্ণতা, হলুদবর্ণ : **الْبَلْعُ**

কাঁচা খেজুর : **الْبَلْعُ**

وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ، وَمَسَكَتْنِي بِالْبَحَارِ،
وَبَدَرْنِي بِالْمَحَارِ، وَفَضَّتْنِي بِالْإِحْتِرَارِ،
وَشَعَانِي بِالْأَظْلَامِ، وَدَوَاتْنِي بِالْأَقْلَامِ، فَقَالَ
الْفَلَّامُ: الْإِضْطِلَاءُ بِالْبَيْلَةِ، وَلَا الْإِيْلَاءُ
بِهَذِهِ الْأَلْيَةِ، وَالْإِنْقِيَادُ بِالْقَوْدِ، وَلَا الْحَلْفُ
بِمَا لَمْ يَحْلِفْ بِهِ أَحَدٌ، وَأَبَى الشَّيْخُ إِلَّا
تَجَرَّعَهُ الْيَبِينَ الَّتِي اخْتَرَعَهَا، وَأَمَقَّرَهُ
جُرْعَهَا.

অনুবাদ : আমার [কপোল-] গোলাপকে হলুদবর্ণ দ্বারা, আমার [মুখের] মেশককে পুতিময় গন্ধ দ্বারা আমার [অবয়ব-] চন্দ্রে অঙ্ককার রজনী দ্বারা, আমার [গাত্র বর্ণের] রৌপ্যকে বলসে যাওয়ার দ্বারা, আমার [সৌন্দর্যের দীপ্তি-] রশ্মিকে অঙ্ককার দ্বারা এবং আমার দোয়াতকে কলম দ্বারা। তখন কিশোরটি বলল, আমি বিপদে আক্রান্ত হওয়াকে গ্রহণ করব, কিন্তু এরূপ কসম দ্বারা কসম খাব না। আমি মৃত্যুদণ্ডকে শিরোধার্য করে নেব, কিন্তু যে কসম কেউ খায়নি সেদুপ কসম আমি খাব না। অথচ বৃদ্ধ লোকটি যে কসম উদ্ভাবন করেছে সেই কসম খাওয়ানো ব্যতীত অন্য কোন কসম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল এবং এ কসমটি খাওয়া কিশোরটির জন্য তিক্ত করে দিল।

শাব্দিক অনুবাদ : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার গোলাপকে হলুদবর্ণ দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার মেশককে পুতিময় গন্ধ দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার চন্দ্রে অঙ্ককার রজনী দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার রৌপ্যকে বলসে যাওয়া দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার রশ্মিকে অঙ্ককার দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমার দোয়াতকে কলম দ্বারা وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ তখন কিশোরটি বলল وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ আমি বিপদে আক্রান্ত হওয়াকে গ্রহণ করব وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ কিন্তু এরূপ কসম দ্বারা কসম খাব না وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَمَا لَمْ يَحْلِفْ بِهِ أَحَدٌ আমি মৃত্যুদণ্ডকে শিরোধার্য করে নেব وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَلَا الْحَلْفُ بِمَا لَمْ يَحْلِفْ بِهِ أَحَدٌ আমি সেদুপ কসম খাব না وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ অথচ বৃদ্ধ লোকটি অস্বীকৃতি জানাল وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ সেই কসম খাওয়ানো ব্যতীত অন্য কোনো কসম গ্রহণ করতে وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ যে কসম সে উদ্ভাবন করেছে وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ এবং এ কসমটি খাওয়া কিশোরটির জন্য তিক্ত করে দিল।

শব্দ বিশ্লেষণ

গোলাপ। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
এক প্রকার হলুদ ফুল বা হলুদ উদ্ভিদ। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
মেশকের টুকরো, মেশক [মুখের] : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
সুগন্ধিময় স্রাব। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
ধোয়া, বাশ, [মুখের পুতিময় গন্ধ] : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
চতুর্দশী চন্দ্র, পূর্ণ চন্দ্র। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
চান্দ্র মাসের শেষ রাতি বা : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
শেখের তিন রাত্রি, [অঙ্ককার রজনী]। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
রূপা, রজত, চাঁদী, রৌপ্য। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
পুড়ে যাওয়া, স্বলসে যাওয়া। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
সূর্য-রশ্মি। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهَارِ :
অঙ্ককার হওয়া। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
দোয়াত, মস্যাধার। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
কলম, লেখনী। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
ভৃত্য, কিশোর, ক্রীতদাস। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :

আক্রান্ত হওয়া। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
বিপদ, মসিবেত, পরীক্ষা। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
কসম খাওয়া। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
কসম, শপথ। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
শিরোধার্য করে নেওয়া, অনুত্ত হওয়া। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
কিনাস : নিহত হওয়া হওয়ার দ্বারা হত হওয়া : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
কসম খাওয়া, শপথ করা। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
কসম খায় নি। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
কেউ, কোনো ব্যক্তি। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
অস্বীকৃতি জানাল। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
পাখাধারক কবানো, পোশাক [খাওয়ানো]। : وَوَرَدَتْنِي بِالْبَهারণ :
কসম, শপথ। : وَوَرَدَتْنিনি بِالْبَهারণ :
সে উদ্ভাবন করেছে। : وَوَرَدَتْنিনি بِالْبَهারণ :
তিক্ত করা, তিক্ত করে দিল। : وَوَرَدَتْنিনি بِالْبَهারণ :
পানির ঢোক। : وَوَرَدَتْنিনি بِالْبَهারণ :

وَلَمْ يَزَلِ التَّلَاجِي بَيْنَهُمَا يَسْتَعِيرُ، وَمَحْجَةً
التَّرَاضِي تَعِيرُ وَالْغُلَامُ فِي ضَمَنِ تَأْيِيهِ،
يَخْلُبُ قَلْبَ الْوَالِي يَخْلُوهُ، وَيُطْمِعُهُ فِي أَنْ
يُلَيِّنِيهِ إِلَى أَنْ رَانَ هَوَاهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَالْأَب
يَلِيهِ، فَسَوَّلَ لَهُ الْوَجْدَ الَّذِي تَمَنَّى، وَالطَّمْعُ
الَّذِي تَوَهَّمَهُ، أَنْ يَخْلِصَ الْغُلَامُ
وَيَسْتَخْلِصَهُ، وَأَنْ يَنْقِذَهُ مِنْ جِبَالَةِ الشَّيْخِ
ثُمَّ يَقْتَنِصَهُ. فَقَالَ لِلشَّيْخِ: هَلْ لَكَ فِي
مَا هُوَ أَلْيَقُ بِالْأَقْرَى، وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَى؟

অনুবাদ : আর তাদের পারস্পরিক গালাগাল বৃদ্ধি পেতে থাকল এবং পারস্পরিক সমঝোতার পথ কঠিন হয়ে যেতে লাগল। আর যুবকটি তার অধীকৃতির মধ্য দিয়ে তার এদিক ওদিক বাঁকা হওয়ার দ্বারা প্রশাসকের অন্তর কেড়ে নিতে লাগল এবং তাঁকে তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য লোভ দেখাতে লাগল। ফলে প্রশাসকের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা প্রবল হয়ে উঠল এবং তাঁর বিবেকের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল। সুতরাং যে প্রেম তাকে কাবু করে ফেলেছে এবং যে লোভ সে পোষণ করেছে সেই লোভ ও প্রেম কিশোরটিকে মুক্ত করে নেওয়া ও তাঁকে নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া এবং তাকে বৃদ্ধের জাল থেকে মুক্ত করে নিজে শিকার করা তার কাছে শোভন করে তুলল। তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন, তোমার কি এমন বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, যা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য অধিক উপযুক্ত এবং তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী?

শাব্দিক অনুবাদ : وَلَمْ يَزَلِ التَّلَاجِي بَيْنَهُمَا يَسْتَعِيرُ আর তাদের পারস্পরিক গালাগাল বৃদ্ধি পেতে থাকল وَمَحْجَةً التَّرَاضِي এবং তাদের পারস্পরিক সমঝোতার পথ কঠিন হয়ে যেতে লাগল وَالْغُلَامُ فِي ضَمَنِ تَأْيِيهِ আর যুবকটি তার অধীকৃতির মধ্য দিয়ে يَخْلُبُ কেড়ে নিতে লাগল قَلْبَ الْوَالِي প্রশাসকের অন্তর কেড়ে নিতে লাগল وَطْمِعُهُ এবং তাঁকে লোভ দেখাতে লাগল يُلَيِّنِيهِ إِلَى أَنْ রান হওয়া তার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য هَوَاهُ ফলে প্রশাসকের অন্তরে প্রবল হয়ে উঠল عَلَى قَلْبِهِ এবং তার বিবেকের মধ্যে প্রোথিত হয়ে গেল فَسَوَّلَ لَهُ الْوَجْدَ الَّذِي تَمَنَّى যে প্রেম তাকে কাবু করে ফেলেছে, وَالطَّمْعُ الَّذِي تَوَهَّمَهُ যে লোভ সে পোষণ করেছে, أَنْ يَخْلِصَ الْغُلَامُ ও তাকে নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া وَيَسْتَخْلِصَهُ ও তাকে নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া ثُمَّ يَقْتَنِصَهُ নিজে শিকার করা فَقَالَ لِلشَّيْخِ তখন প্রশাসক বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন هَلْ لَكَ فِي তোমার কি এমন বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে, مَا هُوَ أَلْيَقُ بِالْأَقْرَى এবং তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী?

শব্দ বিশ্লেষণ

التَّلَاجِي : পারস্পরিক গালাগাল।
التَّرَاضِي (تَفَاعُلٌ) : পরস্পরে গালাগাল করা।
لَمْ يَزَلِ (يَسْتَعِيرُ) : বৃদ্ধি পেতে থাকল।
(افْتِعَالٌ) إِسْتَعَارَ : বৃদ্ধি পাওয়া।
مَحْجَةً (ج) مَحَاجٌ : রাস্তা, পথ, পথের মাঝ।
التَّرَاضِي : পারস্পরিক সমঝুটি।
التَّرَاضِي (تَفَاعُلٌ) : পরস্পরে সমঝুটি হওয়া।
لَمْ يَزَلِ (تَعِيرُ) : কঠিন হয়ে যেতে লাগল।

(ض) وَعَرَّ : কঠিন হওয়া।
الْغُلَامُ : (ج) أَغْلَمَةٌ، غُلَمَةٌ، غُلَمَانٌ : যুবক, কিশোর, ভৃত্য, ক্রীতদাস।
ضَمِنَ : ভেতর, অভ্যন্তর, মধ্য।
تَأْيِي : অধীকৃতি।
تَأْيِي (تَفَاعُلٌ) : অধীকার করা।
(لَمْ يَزَلِ) يَخْلُبُ : আকৃষ্ট করতে/ অন্তর কেড়ে নিতে লাগল।
(ن) ض. خَلَبَ، خَلَا : আকৃষ্ট করা। থাবা মেরে ধরা।

অন্তর, হৃদয় : (ج) قُلُوبٌ :
 প্রশাসক, বিচারক : (ج) رَؤُوسٌ :
 এদিক ওদিক বাঁকা হওয়া : (تَفَعَّلَ) مَدَّ :
 লোভ দেখাতে লাগল : (لَمْ يَزَلْ) يَطْمَعُ :
 লোভ দেখানো : (أَفْعَالٌ) اطْمَاعًا :
 ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য : (أَنْ) يَلِيسَ :
 ডাকে সাড়া দেওয়া : (تَفَعَّلَ) تَلِيْسَةً :
 প্রবল হলো, প্রবল হয়ে উঠল : (رَأَى) :
 প্রবল হওয়া : (ض) رَيْسًا :
 প্রেম, ভালোবাসা : (هَوَى) :
 ভালোবাসা : (م) مَدَّ :
 স্থান করে নিল, প্রোথিত হয়ে গেল : (أَلْبَسَ) :
 স্থান করে নেওয়া : (أَفْعَالٌ) إلبَاسًا :
 বিবেক, জ্ঞান, অন্তর, মজ্জা : (ج) أَلْبَابٌ, أَلْبٌ, أَلْيَبٌ :
 শোভন করে তুলল [কাম্য করে তুলল] : (سَوَّلَ) :
 শোভন করে তোলা : (تَفَعَّلَ) تَسْوِيلًا :
 প্রেম, ভালোবাসা : (الْوَجْدُ) :
 ভালোবাসা : (ض) مَدَّ - به :
 কাবু/ হেয় করে ফেলেছে। দাসে পরিণত করেছে। : (تَمِيمَ) :
 কাবু/ হেয় করা : (تَفَعَّلَ) تَتِيمًا :

লোভ, লালাসা : (الطَّمَعُ) :
 লোভ করা : (م) مَدَّ :
 ধারণা করেছে, পোষণ করেছে : (تَوَهَّمَ) :
 ধারণা করা : (تَفَعَّلَ) تَرَهُّمًا :
 মুক্ত করে নেওয়া : (أَنْ) يُخْلِصَ :
 মুক্ত করা : (تَفَعَّلَ) تَخْلِيصًا :
 নিজের জন্য একান্ত করে নেওয়া : (أَنْ) يَسْتَخْلِصَ :
 একান্ত করে নেওয়া : (اِسْتَفْعَلَ) اِسْتِخْلَاصًا :
 মুক্ত করে নেওয়া : (أَنْ) يُنْقِذَ :
 মুক্ত করা : (أَفْعَالٌ) اِنْقَاذًا :
 জাল, ফাঁদ : (ج) حَيَائِلٌ :
 শিকার করা : (أَنْ) يَفْتَنِيصَ :
 শিকার করা : (اِفْتَعَلَ) اِفْتِنَاصًا :
 তোমার কি এতে আগ্রহ রয়েছে ? : هَلْ لَكَ فِي :
 অধিক উপযুক্ত : (اِسْمٌ تَفْضِيلٌ) :
 অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী : (اِسْمٌ تَفْضِيلٌ) :
 শক্তিশালী হওয়া : (م) قُرَّةٌ :
 অধিক নিকটবর্তী : (اِسْمٌ تَفْضِيلٌ) :
 নিকটবর্তী হওয়া : (ك) قُرْبًا, قُرْبَانًا :
 তাকওয়া, পরহেযগারী : (التَّقْوَى) :

فَقَالَ : اَلَمْ تُشِيرْ لِأَقْتِنِيْهِ ، وَلَا أَقِفْ لَكَ فِيْهِ ؟ فَقَالَ : اَرَى اَنْ تُقْصِرَ عَنِ الْفَيْلِ وَالْقَالَ ، وَتُقْصِرَ مِنْهُ عَلَى مَاءٍ مِّنْقَالٍ ، لَا تَحْمِلُ مِنْهَا بَعْضًا ، وَاجْتَنِي الْبَاقِيَ لَكَ عَرَضًا ، فَقَالَ الشَّيْخُ : مَا مِنِّيْ خِلَافٌ ، فَلَا يَكُنْ لَوْعِدِكَ إِخْلَافٌ .

অনুবাদ : তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল, আপনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন [বলুন], যাতে আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে ইতস্তত না করি। উত্তরে প্রশাসক বললেন, আমি ভালো মনে করি যে, তুমি ঝগড়াঝাটি থেকে বিরত থাকবে এবং তার থেকে একশ মিসকাল গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে। তাহলে তার কিছু অংশ আমি বহন করব এবং বাকি অর্থ তোমার জন্য এদিক ওদিক থেকে [বা আসবাবপত্র রূপে] জোগাড় করব। তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল, এতে আমার দ্বিমত নেই; তবে আপনার ওয়াদা যাতে বরখোলাফ না হয়।

শাস্তিক অনুবাদ : فَقَالَ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল تُشِيرُ আপনি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করছেন لَا أَقْتِنِيْهِ যাতে আমি আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি وَلَا أَقِفْ لَكَ فِيْهِ এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে ইতস্তত না করি فَقَالَ উত্তরে প্রশাসক বললেন اَرَى আমি ভালো মনে করি اَنْ تُقْصِرَ عَنِ الْفَيْلِ وَالْقَالَ তুমি ঝগড়া-ঝাটি থেকে বিরত থাকবে وَتُقْصِرَ مِنْهُ عَلَى مَاءٍ مِّنْقَالٍ এবং তার থেকে একশ, মিছকাল গ্রহণ করে ক্ষান্ত হবে لَا تَحْمِلُ مِنْهَا بَعْضًا তাহলে তার কিছু অংশ আমি বহন করব وَاجْتَنِي الْبَاقِيَ لَكَ عَرَضًا এবং বাকি অর্থ তোমার জন্য এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করব فَقَالَ الشَّيْخُ তখন বৃদ্ধ লোকটি বলল مَا مِنِّيْ خِلَافٌ এতে আমার দ্বিমত নেই فَلَا يَكُنْ لَوْعِدِكَ إِخْلَافٌ তবে আপনার ওয়াদা যাতে বরখোলাফ না হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ

اَلَمْ : (إِلَى) حَرْفُ الْجَزَاءِ ، م : مُخَفَّفٌ مِنْ مَا لَا يُحْتَمَلُ فِيهِ : কিসের প্রতি

تُشِيرُ : ইঙ্গিত করছেন।

اَلْقَالَ : (إِنْعَال) إِسَارَةٌ : ইঙ্গিত করা।

اَقْتِنِيْ : আমি পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পারি।

اِنْقَال : (إِنْعَال) اِقْتِنَاء : পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

لَا أَقِفْ : ইতস্তত না করি।

وَقَالَ : (إِنْ) وَقَالَ : (إِنْ) : থামা। ইতস্তত করা।

اَرَى : আমি [ভালো] মনে করি।

رَأَى : (ف) رَأَى : দেখা। মনে করা।

تُقْصِرُ : তুমি বিরত থাকবে।

(ن) قُصِرَ : (إِنْعَال) اِقْصَارًا : বিরত থাকা।

اَلْفَيْلُ : কথা।

اَلْقَالَ : (ن) اَلْقَالَ : কথা বলা।

اَلْقَالَ : (ن) اَلْقَالَ : ঝগড়াঝাটি।

اَلْقَالَ : কথা।

اَلْقَالَ : (ن) اَلْقَالَ : কথা বলা।

(أَنْ) تَقْصُرُ : ক্ষান্ত হবে, যথেষ্ট হবে।

(إِنْعَال) اِقْتِنَاء : ক্ষান্ত হওয়া।

مَاءٌ : (ج) مَاءٌ : শত, একশত।

مِنْقَالٍ : (ج) مَنَاقِلُ : মিসকাল, সামান্য বস্তু, পরিমাণ।

أَحْمِلُ : আমি বহন করব।

(نَقْل) تَحْمِلُ : বহন করা।

بَعْضٌ : (ج) أَبْعَاضٌ : কিছু, অংশ।

أَجْتَنِي : চয়ন করব, যোগাড় করব।

(إِنْعَال) اِجْتِنَاء : চয়ন করা। যোগাড় করা।

اَلْبَاقِيَ : বাকি, অবশিষ্ট। (فَا، مَذ) :

(ن) بَقِيَ : বাকি থাকা। অবশিষ্ট থাকা। বেঁচে থাকা।

عَرَضٌ : (ج) عُرُوضٌ : আসবাবপত্র।

عَرَضٌ : দিক, কেনারা।

خِلَافٌ : দ্বিমত।

خِلَافٌ : (مُتَعَال) مَعْد : দ্বিমত পোষণ করা।

وَعْدٌ : ওয়াদা, প্রতিশ্রুতি।

وَعْدٌ : (ض) مَعْد : ওয়াদা করা।

إِنْعَال : (أَعْمَال) مَعْد : ওয়াদা করা।

إِخْلَافٌ : (إِنْعَال) مَعْد - اَلْوَعْدُ وَبِالْوَعْدِ :

ওয়াদা বরখোলাফ করা। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।

فَنَقَدَهُ الْوَالِي عَشْرِينَ، وَوَزَعَ عَلَى وَزَعَيْهِ
تَكْمِلَةَ خَمْسِينَ رِقًّا ثَوْبَ الْأَحْمِيلِ،
وَانْقَطَعَ لِأَجْلِهِ صَوْبُ التَّحْصِيلِ، فَقَالَ لَهُ :
خُذْ مَا رَاجَ، وَدَعْ عَنْكَ اللَّجَاجَ، وَعَلَى فِئِ
عِدَانٍ أَنْتَ وَصَلْ، إِلَى أَنْ يَنْصُ لَكَ الْبَاقِي
وَيَتَحَصَّلَ، فَقَالَ الشَّيْخُ : أَقْبَلُ مِنْكَ عَلَى
أَنْ أُلْزِمَهُ لَيْلَتِي، وَبِرْعَاهُ إِنْسَانٌ مُفْلَتِي،
حَتَّى إِذَا أَغْنَى بَعْدَ إِسْفَارِ الصُّبْحِ، بِمَا
بَقِيَ مِنْ مَالِ الصُّلَحِ، تَخَلَّصْتَ قَائِبَةً مِنْ
قُرْبٍ، وَبَرَى بَرَاءَةَ الذَّنْبِ مِنْ دَمِ ابْنِ يَعْقُوبَ .

অনুবাদ : সেমতে প্রশাসক তাকে বিশটি মিসকাল নগদ প্রদান করলেন এবং তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর পঞ্চাশের পরিপূরক অঙ্ক বন্টন করে দিলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যার কাপড় পাতলা হয়ে এলো এবং সে কারণে [অবশিষ্ট অর্থ] উপার্জনের বর্ষণ বন্ধ হয়ে গেল। তখন প্রশাসক তাকে বললেন, যা উপস্থিত আছে তা গ্রহণ কর এবং তুমি ঋণভাড়াটি ছেড়ে দাও। আর আগামীকাল সকালে আমার এই দায়িত্ব থাকবে যে, তোমার বাকি অঙ্ক সহজে পাওয়ার এবং উসুল হওয়ার জন্য আমি মাধ্যম হবো। উত্তরে বৃদ্ধ লোকটি বলল, আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি এক শর্তে গ্রহণ করছি যে, আমি এই রাতে কিশোরটির কাছে থাকব এবং আমার চোখের পুতুল তার তত্ত্বাবধান করবে। পরিশেষে যখন ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়ার পর প্রশাসক সন্ধির মালের অবশিষ্টাংশ আদায় করে দেবেন তখন বান্ধা ডিমের খোসা থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং ইউসুফ ইবনে ইয়াকুবের খুন থেকে নেকড়ে বাঘের মুক্ত হওয়ার মতো প্রশাসক ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন।

শাসক অনুবাদ : فَ نَقَدَهُ الْوَالِي عَشْرِينَ সে মতে প্রশাসক তাকে বিশটি মিসকাল নগদ প্রদান করলেন وَوَزَعَ عَلَى وَزَعَيْهِ এবং তার সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর বন্টন করে দিলেন تَكْمِلَةَ خَمْسِينَ পঞ্চাশের পরিপূরক অঙ্ক وَوَزَعَ ثَوْبَ الْأَحْمِيلِ সে কারণে বন্ধ হয়ে গেল উপার্জনের বর্ষণ وَانْقَطَعَ لِأَجْلِهِ সন্ধ্যার কাপড় পাতলা হয়ে এলো وَوَزَعَ عَلَى وَزَعَيْهِ এবং তুমি ঋণভাড়াটি ছেড়ে দাও وَعَلَى فِئِ আর আগামীকাল সকালে আমার এ দায়িত্ব থাকবে যে إِلَى أَنْ يَنْصُ লক্ষ্য হব বাকি الْبَاقِي তোমার বাকি অঙ্ক সহজে পাওয়ার জন্য وَوَيَتَحَصَّلُ এবং উসুল হওয়ার জন্য الشَّيْخُ উত্তরে বৃদ্ধ লোকটি বলল أَنْ أَقْبَلُ مِنْكَ عَلَى আমি আপনার পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি একটি শর্তে গ্রহণ করছি যে أَنْ أُلْزِمَهُ لَيْلَتِي আমি এই রাতে কিশোরটির কাছে থাকব وَبِرْعَاهُ إِنْسَانٌ مُفْلَتِي এবং আমার চোখের পুতুল তার তত্ত্বাবধান করবে وَحَتَّى إِذَا أَغْنَى BACD إِسْفَارِ الصُّبْحِ পরিশেষে যখন প্রশাসক আদায় করে দেবেন তোমার খোসা উদ্ভাসিত হওয়ার পর بِمَا بَقِيَ مِنْ مَالِ الصُّلَحِ সন্ধির মালের অবশিষ্টাংশ تَخَلَّصْتَ قَائِبَةً مِنْ قُرْبٍ তখন বান্ধা ডিমের খোসা থেকে বের হয়ে যাবে وَوَبَرَى এবং IRY BRYA الذَّنْبِ مِنْ DMY IBN YACQUB প্রশাসক ঋণ থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন IRY BRYA الذَّنْبِ مِنْ DMY IBN YACQUB ইয়াকুবের খুন থেকে।

শব্দ বিশ্লেষণ

নগদ প্রদান করলেন। : نَقَدَ :

নগদ প্রদান করা। : نَقَدًا :

প্রাশাসক, বিচারক। : الْوَالِي (ج) وَلَاؤ :

বিশ, কুড়ি। : عَشْرِينَ :

বন্টন করে দিলেন। : وَزَعَ :

বন্টন করা। : تَوَزَّعًا :

সেনাপতি, [বন্ধু-বান্ধব]। : (و) وَزَعَ : (و) وَزَعَ :

পরিপূরক অঙ্ক, পরিশিষ্ট। : تَكْمِلَةَ :

পূর্ণ করা। : تَكْمِلَةُ (تَفْعِيل) مَصَد :

পঞ্চাশ। : خَمْسِينَ :

পাতলা হয়ে এসেছে। : رَقِيَ :

পাতলা হওয়া। : (ض) رَقِيَ :

কাপড়, আবরণ। : (ج) أَنْوَابٍ، يَبَاب :

আসর ও : (ج) أَصْلٌ، أَصْلَانٌ، أَصَالٌ، أَصَائِلٌ :

মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়। সন্ধ্যা, বিকাল।

বন্ধ হয়ে গেছে। : انْقَطَعَ :

বন্ধ হয়ে যাওয়া। : (انْفِعَال) انْقِطَاعًا :

কারণ, হেতু। : أَجَلَ :

বর্ষিত হওয়া। : مَصَد (ن) صَوَّبَ :

বর্ষণ, দান। : صَوَّبَ :

অর্জন। : التَّخَصُّيلُ :

অর্জন করা, হাছিল করা। : (تَفْعِيل) التَّخَصُّيلُ مَصَد :

তুমি নাও, গ্রহণ কর। : خَذَ :

গ্রহণ করা। নেওয়া। : (ن) أَخَذَ :

যা উপস্থিত আছে। : مَا رَاجَ :

প্রস্তুত/ প্রচলিত থাকা। : (ن) رَوَّجًا، رَوَّجًا :

তুমি ছেড়ে দাও। : دَعَ :

ছেড়ে দেওয়া। : (ن) وَدَعَ :

ঝগড়াঝটি। : اللَّجْجَاجُ :

ঝগড়া করা। : (ض) اللَّجْجَاجُ مَصَد (س) :

আমার উপর এই দায়িত্ব থাকবে যে, ... أَنْ ... :

আগামীকাল। পরবর্তী এমন যে কোনো দিন যার জন্য

অপেক্ষা থাকে।

আমি মাধ্যম হব, অসিলা হব। : (أَنْ) اتَّوَسَّلَ إِلَى :

তফেল তওসলা - إِلَى الشَّيْءِ :

পৌছা। পৌছার উপায় বা কৌশল অবলম্বন করা।

সহজে পাওয়া। : (أَنْ) يَنْصِلَ (ض) نَضِيضًا، نَصًّا :

বাকি, অবশিষ্ট। : (ف) بَقَا، مَصَد : بَقَا (س) :

উসূল হওয়া, একত্র হওয়া। : (ف) يَتَحَمَّلُ (تَفْعِيل) تَحَمُّلاً :

আমি কবুল করছি, গ্রহণ করছি। : جَلَّ :

কবুল করা। গ্রহণ করা। : (س) قَبِلَ :

আমি কাছে থাকব, সাথে থাকব। : (ن) الْأَزِمَ :

জড়িয়ে থাকা। কাছে থাকা। : (ف) تَلَزَمَ :

রজনী, রাত্রি রাত। : (ج) لَيْلًا، لَيْلِيلٌ :

তত্ত্বাবধান করবে। : رَغَى :

তত্ত্বাবধান করা। : (س) رَغَى، رَغَاةً :

মানুষ, চোখের পুতুল। : (ج) أَنَابِي، أَنَابَةً، أَنَاثٌ :

চোখ, চক্ষু ডিঘ। : (ج) مَقَّلَ :

পুরোপুরিভাবে আদায় করে দেবেন। : نَفَى :

পুরোপুরি আদায় করা। : (ف) إغْفَاً :

ভোরের আলো উদ্ভাসিত হওয়া। : (ف) إغْفَاً مَصَد :

ভোর, প্রভাত, প্রভুষ। : (ج) أَصْبَحَ :

[যা] অবশিষ্ট রয়েছে। : (مَا) بَقِيَ :

অবশিষ্ট থাকা। : (س) بَقَاً :

মাল, সম্পদ। : (ج) أَمْوَالٌ :

সন্ধি, শান্তি, শৃঙ্খলা। : صُلِحَ :

পৃথক হয়ে গেছে [যাবে]। : خَلَصَتْ :

পৃথক হয়ে যাওয়া। : (ف) تَخَلَّصًا :

ডিম। ডিম থেকে সদা বিহীন ছানা। বাচ্চা। : (ج) قَرَأَبٌ :

ছানা। ডিম। ডিমের খোসা। : (ج) أَقْرَابٌ :

মুক্ত হয়ে যাবে। : رَيَّ :

মুক্ত হওয়া। : (س) رَوَّجًا، رَوَّجًا، رَوَّجًا :

মুক্ত হওয়া, রেহাই পাওয়া। : (س) مَصَد :

নেকড়ে বাঘ। : (ج) ذُنَابٌ، ذُوذُبٌ، ذُوذُبَانٌ :

রুধির, রক্ত, খুন। : (ج) رِيَاءٌ، رِيءٌ :

ইয়াকুব তনয় ইউসুফ (আ.)। : (أَنْ) يَعْقُوبُ :

অনুবাদ : তখন প্রশাসক তাকে বললেন, তুমি কোন অন্যায় আবদার করেছ কিংবা কোনো বাড়াবাড়ির ইচ্ছা করেছ বলে আমি মনে করি না। হারিস ইবনে হাম্মাম বলেন, অতঃপর যখন আমি বৃদ্ধ লোকটির মুক্তি আহমদ ইবনে সুবাইজের^১ মুক্তির মতো দেখতে পেলাম তখন আমি বুঝে নিলাম যে, এ লোকটি সারাজীব্যসীনের মধ্য থেকে বড় কোনো ব্যক্তি। তাই আমি অন্ধকারের তারকারাজি বিকশিত হওয়া এবং ভিড়ের মালা [লোক সমাবেশের জটলা] বিক্ষিপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি প্রশাসকের বাড়ির অগ্নিনায় গমন করলাম। তখন দেখি, বৃদ্ধ লোকটি কিশোরটিকে পাহারা দিচ্ছে। তখন আমি তাকে আদ্বাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি আবু যাদেক? উত্তরে সে বলল, হাঁ, শিকার হাললকারী আদ্বাহর কসম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কিশোরটি কে, যার কারণে বিবেক-বুদ্ধি উবে গেল।

শব্দ বিশ্লেষণ

لا رمت : दुमि इन्ना कर नि :

www.eelm.weebly.com

ইচ্ছা করা : (ن) رَوَّيَا :

জুলুম, অন্যায়, অমিতচারিতা : (فُرِطَ :

আমি দেখতে পেলাম : (رَأَيْتُ :

দেখা। প্রত্যক্ষ করা : (رَأَى، رُؤْيَةً :

(ج) حُجَّجَ، حُجَّاجٌ : (و) حُجَّةٌ : দলিল, প্রমাণ, যুক্তি :

(الْعَجَبُ) السَّرْنَجِيَّةُ (نِسْبَةُ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ سَرِجٍ :

আহমদ ইবনে সুরাইজের যুক্তি।

عَلِمْتُ : আমি জানলাম, বুঝে নিলাম।

(س) عَلِمْنَا : জানা। অবগত হওয়া।

عَلِمَ : (ج) أَعْلَمَ : নেতা, বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী, পতাকা।

السَّرُوجِيَّةُ (أَيِ الْفَبَائِلِ السَّرُوجِيَّةُ) : সারঞ্জের অধিবাসী।

গোত্রসমূহ :

لَيْشًا : আমি অবস্থান করলাম, অপেক্ষা করলাম।

(س) لَيْشًا، لَيْثٌ : অবস্থান করা।

زَهَرَتْ : চমকালো, আলোকিত হলো, বিকশিত হলো।

(ف) زَهَرُوا : চমকানো। বিকশিত হওয়া।

(ج) نُجُومٌ، أَنْجَمٌ، نَجْمٌ : (و) نَجْمٌ : তারকা, নক্ষত্র।

الظَّلَامُ : অন্ধকার, তমসা, তিমির।

إِنْتَشَرَتْ : বিক্ষিপ্ত হলো, ছড়িয়ে পড়ল।

(إِفْتِعَالٌ) إِنْتَفَرًا : বিক্ষিপ্ত হওয়া।

(ج) عُقُودٌ، (و) عَقْدٌ : হার, মালা, মণিহার, কণ্ঠহার।

الزَّحَامُ (مُفَاعَلَةٌ) مَصَدَرٌ : ভিড়াভিড়ি করা।

الزَّحَامُ : ভিড়।

قَصَّدْتُ : রওয়ানা হলাম, গমন করলাম।

(ض) قَصَّدًا إِلَى... : রওয়ানা হওয়া। গমন করা।

فَنَاءٌ : (ج) أَفْنِيَةٌ، فَنِيٌّ : বাড়ির আঙ্গিনা, চত্বর।

الْفَتَى : (ج) فَنِيَّانَ، فَنِيَّةٌ، فَنَوَةٌ، فَنُوٌّ، فَنِيٌّ :

যুবক, কিশোর।

كَالِي (كَالٍ) (فَا، مَذ) : পাহারাদার, সংরক্ষক।

(ن) كَلَّأَ : সংরক্ষণ/হেফাজত করা।

نَشَّدْتُ : আমি [তাকে আল্লাহর] কসম দিলাম, কসম দিয়ে :

জিজ্ঞেস করলাম।

(ن) نَشَّدَاهُ اللَّهُ : কসম দেওয়া।

إِنِّي مَرْتُ الْإِنْعَابَ يَقَعُ قَبْلَ الْقَسَمِ دَانِيًا) : হাঁ।

مُعِلٌّ (فَا، مَذ) : হালালকারী।

(إِنْفَاعًا) إِحْلَالًا : হালাল করা।

الصَّيْدُ : শিকার।

الصَّيْدُ (ض) مَصَدَرٌ : শিকার করা।

الْغُلَامُ : (ج) أَغْلِيَّةٌ، غُلَمَانٌ، غُلَمَةٌ : কিশোর, ভৃত্য।

هَفَّتْ : উবে গেল, উড়ে গেল।

(ن) هَفَرًا، هَفَرَةً، هَفَرَاتًا : উবে যাওয়া। উড়ে যাওয়া।

(ج) الْأَحْلَامُ، الْحُلُومُ، (و) حِلْمٌ : ধৈর্য, স্থৈর্য, গাভীর্য, বিবেক।

قَالَ: فِي النَّسَبِ فَرَحْنِي، وَفِي الْمُكْتَسَبِ
فَحْنِي، قُلْتُ: فَهَلَّا اكْتَفَيْتَ بِمَحَاسِنِ
فَطْرَبِهِ؟ وَكَفَيْتَ الْإِفْتِنَانَ بِطُرَبِهِ؟
فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ تُبْرِزُ جِبْهَتَهُ السَّيْنِ، لَمَا
قَنَفْتُ الْخَمْسِينَ. ثُمَّ قَالَ: بَيْتَ اللَّيْلَةِ
عِنْدِي لِنُطْفِي نَارَ الْجَوَى، وَنُرَيْلَ الْهُوَى
مِنَ النَّوَى.

অনুবাদ : সে বলল, বংশগতভাবে সে আমার ছেলে
এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে সে আমার জাল। আমি জিন্দের
করলাম, তবে তুমি কেন তার স্বভাবজাত সৌন্দর্য নিয়ে
তুষ্ট থাক নি? এবং কেন তুমি তার জুলফি দ্বারা
প্রশাসককে বিভ্রান্ত করা থেকে বিরত থাক নি? তখন সে
বলল, যদি তার ললাট সীনের মতো জুলফি উৎপন্ন না
করত তবে আমি পঞ্চাশটি মিসকাল সঞ্চয় করতে
পারতাম না। অতঃপর সে বলল, আজ রাত তুমি আমার
কাছে যাপন কর, যাতে আমরা ভালোবাসার অগ্নি
নির্ধাপিত করতে পারি এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর
আন্তরিকতা বিনিময় করতে পারি।

শাব্বিক অনুবাদ : قَالَ সে বলল فِي النَّسَبِ فَرَحْنِي বংশগতভাবে সে আমার ছেলে
উপার্জনের ক্ষেত্রে আমার জাল قُلْتُ আমি বললাম فَهَلَّا اكْتَفَيْتَ بِمَحَاسِنِ তার
স্বভাবজাত সৌন্দর্য নিয়ে وَكَفَيْتَ الْإِفْتِنَانَ بِطُرَبِهِ প্রশাসককে বিভ্রান্ত করা থেকে
জুলফি দ্বারা فَقَالَ তখন সে বলল لَوْ كُنْتُ تُبْرِزُ جِبْهَتَهُ السَّيْنِ যদি তার ললাট সীনের মতো
জুলফি উৎপন্ন না করত তবে আমি পঞ্চাশটি মিসকাল সঞ্চয় করতে পারতাম না ثُمَّ قَالَ অতঃপর সে বলল
بَيْتَ اللَّيْلَةِ عِنْدِي লাতিলে আমার কাছে যাপন কর যাতে আমরা ভালোবাসার অগ্নি
নির্ধাপিত করতে পারি وَنُرَيْلَ الْهُوَى مِنْ النَّوَى এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর আন্তরিকতা বিনিময় করতে পারি।

শব্দ বিশ্লেষণ

বংশ, আত্মীয়তা : النَّسَبُ (ج) أَنْسَابُ :
বংশ বর্ণনা করা : (ض) مَصْدُ :
ফরখ : (ج) فَرَّاحٌ، أَفْرَاحٌ، أَفْرَحٌ، أَفْرَغَةٌ، فَرَّحَانٌ، فَرُوحٌ :
পাখির ছানা, (ছেলে)।
উপার্জন, উপার্জন করা : (مَصْدَرٌ مِنْ الْاِكْتِسَابِ) :
জাল, ফাঁদ : فَعْرٌ (ج) فَرَاحٌ، فَعْرُوحٌ :
কেন ... নয়? : (حَرْفُ التَّعْيِينِ) :
তুমি যথেষ্ট কর নি, ... তুষ্ট থাক নি : (هَلَّا) اكْتَفَيْتَ :
সৌন্দর্য, রূপবত্তা : (ج) مَحَاسِنٌ (ر) حُسْنٌ :
স্বভাব, প্রকৃতি : (ج) فَطْرَبٌ :
বিরত থাকনি : هَلَّا كَفَيْتَ :
বিরত থাক। : (ض) كَفَايَةٌ :
প্রশাসক, শাসনকর্তা : (ج) وَلَاءٌ :
বিভ্রান্ত করা, বিভ্রান্ত হওয়া : (مَصْدَرٌ) :
জুলফি, কপালের চুল : (ج) طَرَبٌ، أَطْرَابٌ، طَرَاتٌ :
[যদি] উৎপন্ন না করত : (لَوْ) كُنْتُ تُبْرِزُ :
প্রকাশ করা : (مَصْدَرٌ) :
প্রকাশ করা : (ج) بَرَّازٌ :
বংশ, আত্মীয়তা : النَّسَبُ (ج) أَنْسَابُ :
বংশ বর্ণনা করা : (ض) مَصْدُ :
ফরখ : (ج) فَرَّاحٌ، أَفْرَاحٌ، أَفْرَحٌ، أَفْرَغَةٌ، فَرَّحَانٌ، فَرُوحٌ :
পাখির ছানা, (ছেলে)।
উপার্জন, উপার্জন করা : (مَصْدَرٌ مِنْ الْاِكْتِسَابِ) :
জাল, ফাঁদ : فَعْرٌ (ج) فَرَاحٌ، فَعْرُوحٌ :
কেন ... নয়? : (حَرْفُ التَّعْيِينِ) :
তুমি যথেষ্ট কর নি, ... তুষ্ট থাক নি : (هَلَّا) اكْتَفَيْتَ :
সৌন্দর্য, রূপবত্তা : (ج) مَحَاسِنٌ (ر) حُسْنٌ :
স্বভাব, প্রকৃতি : (ج) فَطْرَبٌ :
বিরত থাকনি : هَلَّا كَفَيْتَ :
বিরত থাক। : (ض) كَفَايَةٌ :
প্রশাসক, শাসনকর্তা : (ج) وَلَاءٌ :
বিভ্রান্ত করা, বিভ্রান্ত হওয়া : (مَصْدَرٌ) :
জুলফি, কপালের চুল : (ج) طَرَبٌ، أَطْرَابٌ، طَرَاتٌ :
[যদি] উৎপন্ন না করত : (لَوْ) كُنْتُ تُبْرِزُ :
প্রকাশ করা : (مَصْدَرٌ) :
প্রকাশ করা : (ج) بَرَّازٌ :

জিহা : (ج) جِبَاهٌ، جِبَاهَتٌ :
আরবি স হরফ, এর মত জুলফি : السَّيْنُ :
দ্রুত সঞ্চয় করতে পারতাম না : مَا قَنَفْتُ :
সঞ্চয় করা : (مَصْدَرٌ) :
পঞ্চাশ, পঞ্চাশটি : الْخَمْسِينَ :
তুমি হামি যাপন কর : بَيْتَ :
রাত যাপন করা : (ض) بَيْتًا، بَيْتَانًا، بَيْتُونَةً :
রাত, আজ রাত, রাতটি : اللَّيْلَةُ :
আমরা নির্ধাপিত করতে পারি : نُطْفِي :
অগ্নি, আগুন : (ج) نَارٌ، نَارَانٌ، نَارَةٌ :
শ্রেম, দূর, ভালোবাসা : الْجَوَى :
শ্রেম বা দূরত্বের জ্বলা হওয়া : (مَصْدَرٌ) :
নুরিল : نُرَيْلٌ :
পালাবদল/বিনিময় করতে পারি : (مَصْدَرٌ) :
বিনিময় করা : (مَصْدَرٌ) :
শ্রেম, ভালোবাসা : الْهُوَى :
দূরত্ব, বিচ্ছেদ : النَّوَى :
দূরবর্তী হওয়া : (ض) مَصْدُ :

فَقَدْ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أَنْسَلَ بِسُحْرَةٍ
وَأُصْلِيَ قَلْبَ الْوَالِي نَارَ حَسْرَةٍ، قَالَ :
فَقَضَيْتَ اللَّيْلَةَ مَعَهُ فِي سَمَرٍ، أَنْقَ مِنْ
حَدِيثَةِ زَهْرٍ، وَخَمِيلَةِ شَجَرٍ، حَتَّى إِذَا لَأَلَا
الْأَفْقَ ذَنْبَ السَّرْحَانِ، وَأَنْ أَيْلَاجَ الْفَجْرِ
وَحَانَ، رَكِبَ مَتْنِ الطَّرِيقِ، وَأَذَانَ الْوَالِي
عَذَابَ الْحَرِيقِ، وَسَلَّمْ إِلَى سَاعَةِ الْفِرَاقِ،
رُقْعَةً مُحْكَمَةً الْإِلْصَاقِ .

অনুবাদ : কেননা আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, আমি প্রাক-প্রভাতে চুপিসারে বেরিয়ে যাব এবং প্রশাসকের অন্তরে আক্ষেপের অগ্নি প্রবিস্ট করে যাব। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং আমি সেই রাত্রিটি তার কাছে পুষ্পোদ্যান ও ঘন গাছপালার বাগানের চেয়ে মনোরম আলাপ-আলোচনায় কাটলাম। অতঃপর যখন সুবহে কায়িহ দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো, ফজরের আলো বিকশিত হওয়ার সময় এলো এবং উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হল তখন সে রাস্তার পিঠে আরোহণ করল [অর্থাৎ, সফর শুরু করল।] এবং প্রশাসককে দহনের শাস্তি চাখিয়ে গেল। আর বিদায়ের সময় আমার কাছে শক্ত করে আঁটা একটি চিঠি দিয়ে গেল।

শাস্তিক অনুবাদ : কেননা আমি এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করেছি যে, আমি প্রাক-প্রভাতে চুপিসারে বেরিয়ে যাব **وَأُصْلِيَ قَلْبَ الْوَالِي** এবং প্রশাসকের অন্তরে প্রবিস্ট করে যাব **نَارَ حَسْرَةٍ** আক্ষেপের অগ্নি বর্ণনাকারী বলেন **فَقَضَيْتَ اللَّيْلَةَ** সুতরাং আমি সেই রাত্রিটি কাটলাম **مَعَهُ فِي سَمَرٍ** তার কাছে আলাপ-আলোচনায় পুষ্পোদ্যানের চেয়ে মনোরম **وَحَمِيلَةِ شَجَرٍ** এবং ঘন গাছপালার বাগানের চেয়ে **أَنْقَ مِنْ** অতঃপর যখন সুবহে কায়িহ দিগন্তে উদ্ভাসিত হলো **إِذَا لَأَلَا** ফজরের আলো বিকশিত হওয়ার সময় এলো এবং উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হলো **رَكِبَ مَتْنِ الطَّرِيقِ** তখন সে রাস্তার পিঠে আরোহণ করল **وَحَانَ** আর বিদায়ের সময় **وَأَذَانَ الْوَالِي** প্রশাসককে দহনের শাস্তি চাখিয়ে গেল **عَذَابَ الْحَرِيقِ** আমার কাছে দিয়ে গেল **رُقْعَةً مُحْكَمَةً الْإِلْصَاقِ** শক্ত করে আঁটা একটি চিঠি।

শব্দ বিশ্লেষণ

قَدْ أَجْمَعْتُ : আমি দৃঢ় সংকল্প করেছি।

(إِنْعَال) أَجْعَا : দৃঢ় সংকল্প করা।

أَنْسَلَ : আমি চুপিসারে বেরিয়ে যাব।

(الْإِنْعَال) أَنْسَلَا : চুপিসারে বের হয়ে যাওয়া।

سُحْرَةٍ : রাতের শেষাংশ, সুবহে কায়িহ, প্রাক-প্রভাত।

أُصْلِيَ : প্রবিস্ট করব, -করে যাব।

(إِنْعَال) أَصْلَا : প্রবিস্ট করা। দাখিল করা।

قَلْبَ : অন্তর, হৃদয়। (ج) قَلْبُ :

الْوَالِي : প্রশাসক, বিচারক। (ج) وَلَا :

نَارَ : অগ্নি, বহি। (ج) أَنْوَرُ : নিরান, রীতি।

حَسْرَةٍ : আক্ষেপ।

حَسْرَةٍ (س) مَصَد : আক্ষেপ করা।

فَقَضَيْتَ : আমি অভিবাহিত করলাম, কাটলাম।

(ض) قَضَاء : অভিবাহিত করা। কাটানো।

اللَّيْلَةَ (ج) لَيْلًا, لَيْلًا : রাত্রি, রজনী।

سَمَرٍ (ج) أَسْمَارٌ : রাতের গল্প।

أَنْقَ (إِسْم تَفْعِيل) : অধিক মনোরম।

(س) أَنْقَا - النَّشَى : মনোরম হওয়া।

حَدِيثَةِ (ج) حَدَائِقُ : বাগান, উদ্যান।

(ج) زَهْرٍ, زَهْرًا, زَهْرًا, زَهْرًا, زَهْرًا : কলি, মুকুল, পুষ্প।

خَمِيلَةِ (ج) خَمَائِلُ : চাদর, ঘন গাছপালা, ঘন গাছপালা।

বিশিষ্ট জুমি।

شَجَرٌ : أَشْجَارٌ, شَجَرًا, شَجَرَاتٍ, (و) شَجَرَةٌ : গাছ।

لَا لَآ : উদ্ভাসিত হলো, চমকালো।

(مَعْلَلَةٌ) لَا لَآ : উদ্ভাসিত হওয়া। চমকানো।

الْأَفَقُ : (ج) أَفَاقٌ : দিগন্ত, আকাশের কেনারা।

ذَنْبٌ : (ج) أَذْنَابٌ : লেজ, লাম্বুল, পুচ্ছ।

السَّرْحَانُ : (ج) سَرَاحٍ, سَرَاحِينَ : নেকড়ে বাঘ, সিংহ।

ذَنْبُ السَّرْحَانِ : ফজরে কাথিব।

أَنْ : সময় হলো, সময় এলো।

(ض) أَنَا : সময় হওয়া।

إِنْبِلَاجٌ (إِنْفِعَالٌ) مَصَدَرٌ : বিকশিত হওয়া, আলোকিত হওয়া।

الْفَجْرُ : ফজর, ফজরের আলো।

الْفَجْرُ (ن) مَصَدَرٌ : ফজর হওয়া।

حَانَ : সময় নিকটবর্তী হলো, উপযুক্ত সময় সৃষ্টি হলো।

(ض) حَبْنًا, حَبْنَرَةً : সময় হওয়া।

رَكِبَ : সে আরোহণ করল।

(س) رَكَبًا : আরোহণ করা।

مَتْنُ الطَّرِيقِ : রাস্তার মাঝ।

مَتْنٌ : (ج) مَتْنُونٌ, مَتَانٌ : পিঠ।

الطَّرِيقُ : (ج) طَرِيقٌ, أَطْرَقَ, أَطْرَقًا : রাস্তা।

رَكِبَ مَتْنُ الطَّرِيقِ : সে সফর শুরু করল।

أَذَانٌ : আব্বাদন করাল, চাখিয়ে গেলো।

(إِنْفِعَالٌ) إِذَانَةٌ : আব্বাদন করানো, চাখানো।

عَذَابٌ : (ج) أَعْذَابٌ : শাস্তি, পীড়ন।

الْحَرِيقُ : (ج) حَرَقَ : আতনের উত্তাপ, দহন।

سَلَّمَ : অর্পণ করল, দিয়ে গেলো।

(تَفْعِيلٌ) تَسْلِيمًا : সমর্পণ করা। সালাম দেওয়া।

سَاعَةٌ : (ج) سَاعَاتٌ : সময়, ঘণ্টা, মুহূর্ত।

الْفِرَاقُ (مُفَاعَلَةٌ) مَصَدَرٌ : বিচ্ছেদ হওয়া, পৃথক হওয়া।

رُقْعَةٌ : (ج) رُقْعٌ, رُقَاعٌ : লিখিত কাগজের টুকরা, চিঠি।

مُحَكَّمَةٌ (مَنْد, مَنْ) : শক্ত, দৃঢ়।

(إِنْفِعَالٌ) إِحْكَمًا : দৃঢ় করা। শক্ত করা।

الْإِلْتِصَانُ (إِنْفِعَالٌ) مَصَدَرٌ : সংযুক্ত করা, আঁটা।

وَقَالَ : اذْفَعَهَا إِلَى الْوَالِي إِذَا سَلِبَ الْفَرَارُ ،
وَتَحَقَّقَ مِنَّا الْفَرَارُ ، فَفَضَّضْتُهَا فَعَلَ
الْمُتَمَلِّسِ مِنْ مِثْلِ صَحِيفَةِ الْمُتَمَلِّسِ ،
فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ : شِعْرُ :

অনুবাদ : এবং বলল, যখন [প্রশাসকের] প্রশান্তি উঠে
যায় এবং [আমাদের] পলায়ন নিশ্চিত হয়ে যায় তখন এই
চিঠিটি প্রশাসককে দেবে। তখন কবি মুতালাখিসের
চিঠির অনুরূপ চিঠি থেকে মুক্তিসন্ধানী ব্যক্তির কর্মস্বরূপ
আমি চিঠিটি খুলে ফেললাম। দেখি, তাতে লেখা
রয়েছে: [কবিতা অনুবাদ-]

শাব্দিক অনুবাদ : وَقَالَ এবং বলন اذْفَعَهَا إِلَى الْوَالِي এই চিঠিটি প্রশাসককে দিবে إِذَا سَلِبَ الْفَرَارُ যখন প্রশাসকের
প্রশান্তি উঠে যায় وَتَحَقَّقَ مِنَّا الْفَرَارُ এবং আমাদের পলায়ন নিশ্চিত হয়ে যায় فَفَضَّضْتُهَا তখন আমি চিঠিটি খুলে ফেললাম
الْمُتَمَلِّسِ مِنْ مِثْلِ صَحِيفَةِ الْمُتَمَلِّسِ কবি মুতালাখিসের চিঠির অনুরূপ চিঠি থেকে
فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ দেখি তাতে লেখা রয়েছে شِعْرُ কবিতা।

শব্দ বিশ্লেষণ

<p>أَذْفَعُ : তুমি দাও, দেবে। (ف) دَفَعًا , دَفَاعًا : দেওয়া। الْوَالِي : প্রশাসক, শাসনকর্তা, বিচারক। (ج) وَلَا : سَلِبَ (مع) : ছিনিয়ে নেওয়া হয়, উবে যায়। (ن) سَلَبًا : ছিনিয়ে নেওয়া। الْفَرَارُ : স্বৈর, প্রশান্তি। الْفَرَارُ (س) ص : হির হওয়া। تَحَقَّقَ : নিশ্চিত হয়, -হয়ে যায়। (تَفَعَّلَ) تَحَقُّقًا : নিশ্চিত হওয়া। الْفَرَارُ : পলায়ন। الْفَرَارُ (ض) مَص : পলায়ন করা। فَضَّضْتُ : আমি খুলে ফেললাম।</p>	<p>(ن) فُضَّ : খুলে ফেলা। فَعَلَ : কর্ম, কাজ। (ج) أَعْمَلًا : الْمُتَمَلِّسِ (ف) مَذ : মুক্তিসন্ধানী। (تَفَعَّلَ) تَمَلَّيَ - مِنْ الْأَمْرِ : মুক্তি পাওয়া। مِثْلُ (ج) أَمْثَالُ : মতো, অনুরূপ। صَحِيفَةً (ج) صَحَائِفَ , صُفُفَ : ছোট গ্রন্থ, চিঠি, পত্র। الْمُتَمَلِّسِ : জাহিলী যুগের এক প্রখ্যাত কবির নাম। فِيهَا (رِئَى) حَرْفُ الْجَرِّ , بَعْدَهُ ضَمِيرٌ مُجَرَّرٌ مُتَمَلِّلٌ : তাতে রয়েছে। مَكْتُوبٌ (مف) مَذ : লিখিত, লেখা বিষয়। (ن) كِتَابَةً , كَتَبًا : লেখা। شِعْرٌ (ج) أَشْعَارٌ : কবিতা, কাব্য।</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

১. মুতালাখিস : নাম জারীর। পিতার নাম আব্দুল উম্বা। মতান্তরে আব্দুল মাসীহ। রাবী'আ গোত্রের বনু যুবা'ই আ শাখায় জন্ম। জন্ম তারিখ অজ্ঞাত। বাহরাইনের অধিবাসী। জাহিলী যুগের কবি। প্রখ্যাত জাহিলী কবি তারাফা ইবনুল আদ-এর মামা। ইরাকের তৎকালীন রাজা আমর ইবনে হিন্দ-এর সভাসদ ও রাজ কবি ছিলেন। পরবর্তীতে কোনো কারণে তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তার বিরুদ্ধে নিদামূলক কবিতা রচনা করার আমর ইবনে হিন্দ তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করতেন। টের পেয়ে তিনি শামে পলায়ন করেন এবং তখাকার রাজবংশ জাফনা পরিবারের আশ্রয়ে থাকেন। সেখানে তিনি হিজরিপূর্ব আনুমানিক ৫০ সালে সিরিয়ার হাওরান এলাকার বসরা নামক স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক বর্ণনা, তার পলায়নের ঘটনা সম্পর্কে বলা হয় যে, একবার আমর ইবনে হিন্দ কবি তারাফা ইবনুল আদ-ও তার মামা কবি মুতালাখিস উভয়ের প্রতি কষ্ট হয়ে তাদের হত্যার আদেশ সম্বলিত পৃথক পৃথক দু'টো পত্র দিয়ে তাদেরকে বাহরাইনের গর্ভনরের নিকট প্রেরণ করেন। বাহ্যত পত্র দু'টো তাদের অনুদান ও পুরস্কার সংক্রান্ত বলে তাদের জানানো হয়। পথিমধ্যে কবি মুতালাখিস এহেন অব্যাহতি পুরস্কারের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে তার পত্রখানি খুলে ফেলেন এবং এক পথিকের মাধ্যমে পড়িয়ে পত্রের প্রকৃত বিষয় জানতে পেরে সেখান থেকে পালিয়ে শামে ফেরত পান এবং পত্রখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে হায়ার নদীতে নিক্ষেপ করেন। এভাবে তিনি হত্যা থেকে রক্ষা পান। মুতালাখিসের সেই চিঠিখানি আরবি সাহিত্যে প্রবাসের মর্যাদা পায় এবং সেদিকেই মাকামার উচ্চ গল্পে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কবি তারাফা পুরস্কারের প্রতি অতিশোভিত এবং নিজের প্রতি অত্যাধিক আত্মশ্লাধীল ওয়াদার কারণে তার পত্রখানি ভুলতে সম্মত হন নি। ফলে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের হত্যার নির্দেশনামা নিয়ে শৌহানোর পর বাহরাইনের গর্ভনর কর্তৃক মাত্র ২৬ বছর বয়সে কবি তারাফা নিহত হন।

অনুবাদ : “প্রশাসককে বল, আমার পুথক ইওয়ার পর তাকে আমি এমন দুর্গন্ধ ও লঙ্ঘিত অবস্থায় রেখে গেলাম, যে আক্ষেপে দু’হাত কামড়ায়। বৃদ্ধ লোকটি তার মাল ছিনিয়ে নিয়েছে এবং কিশোর কেড়ে নিয়েছে তার কাগজ্ঞান। ফলে সে দুই আক্ষেপের অগ্নিতাপ পেয়েছে। সে স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ করেছে, যখন তার আবেগ তার চক্ষুকে অন্ধ করে দিয়েছে। ফলে সে দু’চক্ষুই অবস্থায় ফিরে গেছে [অথবা স্বর্ণমুদ্রা ও তার উদ্ভিত বস্তু হারিয়ে ফিরে গেছে।] তুমি দুঃখ উপশমিত কর হে ক্রোশিত ব্যক্তি! আসল বস্তু হারাবার পর তার নিদর্শনের অন্বেষণ [বিশেষ] ফায়দা দেয় না। যদি তোমার দুঃখ কঠিন হয়, যেমন মুসলমানদের কাছে হসাইন^১ (রা.)-এর বিপদ কঠিন হয়েছে,

শব্দ বিশ্লেষণ

(مُفَاعَلَةٌ) : যাওয়া। ছেড়ে যাওয়া।
 (ضَمٌّ) : পৃথক হওয়া, আলাদা হওয়া।

www.eelm.weebly.com

سَادِمٌ (ফা, مذ) : দুঃখিত।
 نَادِمٌ (ফা, مذ) : লজ্জিত।
 نَدِمَ (স) : نَدِمَ، نَدَامَةً، (تَفَعَّلُ) تَنَدَّمَ : লজ্জিত হওয়া।
 يَعْصُ : কর্তন করে, কামড়ায়।
 عَصَا (স) : কর্তন করা। কামড়ানো। কামড়ে ধরা।
 (تث) التَّيْدِينَ (و) يد، (ج) أَيْدٍ، (جج) أَيَادٍ :
 তে, ক্ষমতা, সাহায্য।
 سَلَبَ : ছিনিয়ে নিয়েছে, কেড়ে নিয়েছে।
 (ن) سَلَبَ : ছিনিয়ে নেওয়া, কেড়ে নেওয়া।
 الشَّيْخُ (ج) شَيْخٌ، أَسْبَاحُ، شَيْخَانٌ : বৃদ্ধ, নেতা, আলিম, উত্তম।
 مَالٌ : (ج) أَمْوَالٌ : মাল, সম্পদ।
 الْفَتَى : (ج) فِتْيَانٌ، فِتْنَةٌ، فِتْنَى : যুবক, কিশোর।
 لَبٌ : (ج) أَلْبَابٌ، أَلْبٌ، أَلْبَبٌ : জ্ঞান, বিবেক, মজ্জা।
 اضْطَلَى : সে অগ্নিতাপ পেয়েছে।
 (إفْعَال) اضْطَلَا : অগ্নিতাপ দেওয়া।
 لَطَى (مَعْرِفَةٌ) غَيْرُ مُنْصَرِفٍ : জাহান্নাম।
 لَطَى (س) مَدَّ : অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়া।
 (تث) حَسَرْتَيْنِ نَصَبًا وَجَرًا، (و) حَسَرَةً، (ج) حَسَرَاتٌ : আক্ষেপ।
 جَادَ : সে বখশিশ করেছে।
 (ن) جَوَدًا : বখশিশ করা। দান করা।
 الْعَيْنُ : (ج) عَيْنُونٌ، عَيْنٌ، أَعْيَانٌ : বর্ণমুদ্রা, চক্ষু।
 أَعْمَى : অন্ধ করে দিয়েছে।
 (إفْعَال) أَعَمَّا : অন্ধ করে দেওয়া।
 هَوَى : শ্রেম, ভালোবাসা, আবেগ।
 هَوَى (س) مَدَّ : ভালোবাসা।

انْشَأَ : সে ফিরে গেছে।
 (إفْعَال) انْشَأَ : ফিরে যাওয়া।
 (تث) عَيْنَيْنِ، نَصَبًا وَجَرًا، (و) عَيْنٌ، (ج) أَعْيَانٌ، عَيْنُونٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, বর্ণমুদ্রা, উদ্ভিষ্ট বস্তু।
 خَفَضَ : তুমি উপশমিত কর।
 (تَفَعَّل) تَخَفَّضَ : সহজ করা। শিথিল করা। উপশম করা।
 الْحَزَنُ : (ج) أَحْزَانٌ : দুঃখ।
 أَلْهَزَنَ (ن) مَدَّ : দুঃখিত করা।
 مَعْنَى (مف, مذ) : ক্রোশিত ব্যক্তি।
 (تَفَعَّل) تَمَنَّى - : কষ্টকর বিষয় চাপিয়ে দেওয়া। কষ্ট দেওয়া।
 مَا يُجِدُّ : ফায়দা দেয় না, উপকার করে না।
 (إفْعَال) أَجَدَّ : ফায়দা দেওয়া। উপকার করা।
 طَلَبَ (مُفَاعَلَةٌ) مَدَّ : অবৈষণ করা, নিজের অধিকার পেতে চাওয়া।
 (ج) الْأَثَارُ، الْأَثَرُ، (و) أَثَرٌ : চিহ্ন, পদাঙ্ক, নিদর্শন।
 عَيْنٌ : (ج) أَعْيَانٌ، عَيْنُونٌ، عَيْنٌ : চক্ষু, বর্ণমুদ্রা, আসল বস্তু।
 (الْثَن) جَلَّ : [যদি] বড় হয়। কঠিন হয়।
 (ض) جَلَّأَ : বড় হওয়া।
 مَا عَرَا : যে [দুঃখ] সামনে এসেছে, [যা] সামনে এসেছে।
 (ض) عَرَبًا : সামনে আসা।
 لَدَى : নিকটে, কাছে।
 رَذًى (ج) أَرْزَاءُ : মহাবিপদ, বিশদ।
 الْحُسَيْنُ : (و) (رَا) : হুসাইন।

فَقَدْ اعْتَصَتْ مِنْهُ فَهْمًا، وَحَزْمًا *
وَاللَّيْبُ الْأَرْبُ يَبْغِي ذِينَ
فَاعِصٍ مِنْ بَعْدِهَا الْمَطَامِعُ، وَأَعْلَمُ *
أَنَّ صَيْدَ الطَّيِّاءِ لَيْسَ بِهَيِّنٍ
لَا وَلَا كُلُّ طَائِرٍ يَلِجُ الْفَجَّ *
وَلَوْ كَانَ مُعَذَّنًا بِاللَّجْبَنِ
وَلَكِنْ مَنْ سَعَى لِيَضْطَادَّ فَاضْطَبَّ *
دَ، وَلَمْ يَلْقَ غَيْرَ خَفَى حَنِينٍ
فَتَبَصَّرَ، وَلَا تَشْمُ كُلُّ بَرْقٍ *
رَبِّ بَرْقٍ فِيهِ صَوَاعِقُ حَيْنٍ

অনুবাদ : তবে তুমি তার কাছ থেকে বিনময় স্বরূপ পেয়েছ বুদ্ধি ও সতর্কতা বিনময় স্বরূপ পেয়েছ। আর বিচক্ষণ জ্ঞানী এ দু'টোই চায়। অতএব তুমি এরপর লোভ-লালসার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং জেনে রাখ যে, হরিণ শিকার এত সহজ নয়। না, প্রত্যেক পাখি জালে প্রবেশ করে না, যদিও সে জাল রূপা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়। নিশ্চয়ই বহু লোক এমন আছে, যারা শিকারের চেষ্টা করে, কিন্তু নিজেরা শিকার হয়ে যায়। অথচ হুনায়েনের দু'টো মোজা ব্যতীত কিছুই পায় না। সুতরাং তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর এবং তুমি সব বিদ্যুতের প্রতি চোখ তুলে তাকিও না। অনেক বিদ্যুতের মধ্যে ধ্বংসাত্মক বজ্র লুকিয়ে থাকে।

শাশ্বিক অনুবাদ : فَقَدْ اعْتَصَتْ مِنْهُ তবে তুমি তার কাছ থেকে বিনময় স্বরূপ পেয়েছ বুদ্ধি ও সতর্কতা وَاللَّيْبُ الْأَرْبُ আর বিচক্ষণ জ্ঞানী এ দু'টোই চায় فَاعِصٍ مِنْ بَعْدِهَا অতএব তুমি বিরুদ্ধাচরণ কর এরপর الْمَطَامِعُ লোভ-লালসা وَأَعْلَمُ আর জেনে রাখ صَيْدَ الطَّيِّاءِ হরিণ শিকার لَيْسَ بِهَيِّنٍ এত সহজ নয় لَا وَلَا كُلُّ طَائِرٍ প্রত্যেক পাখি প্রবেশ করে না الْفَجَّ জাল লুকিয়ে যদিও সে জাল রূপা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয় وَلَوْ كَانَ مُعَذَّنًا بِاللَّجْبَنِ নিশ্চয়ই বহু লোক এমন আছে, যারা শিকারের চেষ্টা করে فَاضْطَبَّ কিন্তু নিজেরা শিকার হয়ে যায় مَنْ سَعَى অথচ কিছুই পায় না لِيَضْطَادَّ হুনায়েনের দু'টো মোজা ব্যতীত فَاضْطَبَّ সুতরাং তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর دَ, وَلَمْ يَلْقَ غَيْرَ خَفَى চোখ তুলে তাকিও না تَشْمُ كُلُّ بَرْقٍ এবং তুমি সব বিদ্যুতের প্রতি চোখ তুলে তাকিও না رَبِّ بَرْقٍ فِيهِ অনেক বিদ্যুতের মধ্যে ধ্বংসাত্মক বজ্র صَوَاعِقُ হুনায়েনের দুই মোজা ব্যতীত

শব্দ বিশ্লেষণ

বিনময় স্বরূপ পেয়েছ : قَدْ اعْتَصَتْ	বুঝা : فَهْمٌ (স) : مَدَّةٌ
বিনময় নেওয়া। বিনময় চাওয়া : مِنْهُ	সতর্কতা : حَزْمٌ
বুখ, বুদ্ধি : فَهْمٌ	সতর্কতার সাথে কাজ করা : حَزْمٌ (ক) : مَدَّةٌ

১. হুনায়েনের পরিচয় সম্পর্কে নানারকম মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধতম অভিমত হচ্ছে এই যে, এককালের হীয়ার অধিবাসী একজন প্রসিদ্ধ মুচির নাম হুনাইন। কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি হুনাইনের কাছে মোজা ক্রয়ের জন্য গমন করে। কিন্তু মোজার নাম নিয়ে উত্তরের মধ্যে মতভেদ হয় এবং তা এক পর্যায়ে বিতর্কের মাত্রায় পৌঁছে। গ্রাহক লোকটি মোজা ক্রয় করতে না পেরে নিজ বাহন জন্তুতে আরোহণ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। এদিকে হুনাইন লোকটিকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে দু'টো মোজা নিয়ে লোকটির বাড়ি বাওয়ার পথে পৃথকভাবে কেসে রেখে এক জারায়ার গঁৎ পেতে থাকে। ক্রেতা লোকটি তার বাড়ি বাওয়ার পথে তার পছন্দকৃত মোজার অনুগত একটি মোজা পড়ে থাকতে দেখে মোজাটি পছন্দ হলেও অপর মোজাটি না পাওয়ার স্বে এ মোজাটি নিয়ে গিয়ে। ইত্যবসরে হুনাইন তার মোজা সেখে তখন সে সেখানে তার বাহনজন্তুটি রেখে পূর্বের মোজাটির খোঁজ আসে এবং সে মোজাটি খুঁজ নেয়। ইত্যবসরে হুনাইন তার বাহন জন্তুটি নিয়ে চম্পট দেয়। অবশেষে লোকটি মোজা দুটি নিয়ে গারে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে। এ কাহিনীর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে এমন কোনো লোক সামান্য কিছু লাভের পেছনে পড়ে অধিক দণ্ডভাঙ্গার সম্মুখীন হয় তখন তার জন্য আরওিও এ প্রবালটি ব্যবহৃত হয় যে, সে হুনাইনের দুই মোজা ব্যতীত আর কিছুই পায় নি।

الْبَلْبَبُ : (ج) أَلْبَأُ : বুদ্ধিমান, জ্ঞানী।
 الْأَرَبُ : (فأ, مذ) : সুদক্ষ, জ্ঞানী [বিচক্ষণ]।
 (س) أَرَبًا : অভিজ্ঞ হওয়া।
 (ك) أَرَبَةً, أَرَبًا : জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হওয়া।
 يَبْغَى : চায়, অন্বেষণ করে।
 (ض) بَغَى, بَغَاءً, بَغَى : চাওয়া। অন্বেষণ করা।
 (ث) ذَيْنَ, ذَانِ, (و) ذَا (إِسْمِ إِشَارَةٍ) : এ দুটো।
 (عَص) : তুমি বিরুদ্ধাচরণ কর।
 (ض) عَصِبًا, مَعْصِيَةً : বিরুদ্ধাচরণ করা।
 (ج) أَلْطَمَاعِ, (و) مَطْمَعٌ : লোভ-লালসার বস্তু।
 (عَلِمَ) : তুমি জেনে রাখ।
 (س) عَلِمًا : জানা। অবগত হওয়া।
 صَبَدَ : শিকার।
 صَبَدَ (ض) مَصْد : শিকার করা।
 (ج) الطَّيَّاءُ, الطَّيَّاتُ, الْأَطْيَسُ, الطُّيُّ, (و)
 ظَبْيَةٌ : হরিণ, হরিণী।
 لَيْسَ : (فعل ناقص) : নয়, নেই।
 (ج) هَيْنًا, هَيْنُونًا, هَيْتُونٌ : সহজ, নরম, দুর্বল।
 طَائِرٌ : (ج) طَيْرٌ : পাখি, পক্ষী।
 لَا يَلْبِغُ : প্রবেশ করে না।
 (ض) وَلَوْجًا, لَجَةً : সংকীর্ণ।
 (ج) فَحَاخٌ, فَحْوُوحٌ : জাল, ফাঁদ।
 مُحَدَّقٌ (مف, مذ) : পরিবেষ্টিত।

(إفْعَال) أَحْدَاثًا : বেটন করে নেওয়া।
 الْحَجِينُ : রূপা, চাঁদা, রৌপ্য, রজত।
 كَمْ خَبْرِيَّةٌ : বহু, অনেক।
 (مَنْ) سَعَى : যারা চেষ্টা করে।
 (ن) سَعَى : চেষ্টা করা।
 يَصْطَادُ : শিকার করে/ করছে/ করবে।
 (إفْعَال) إِصْطِيدًا : শিকার করা।
 (مِج) أَصْطِيدٌ : শিকার হয়ে গেছে [-যায়]।
 لَمْ يَلَقَ : (পায় নি, পায় না)।
 (س) لِقَاءً, لِقَاءَةً : পাওয়া। সাক্ষাৎ পাওয়া।
 (ث) حُفَيْنٍ, حُفَانٍ, (ج) أَخْفَاءُ, خَفَاءُ, (و) خَفٌ : মোজা।
 حُنَيْنٌ : হীরার অধিবাসী এক প্রসিদ্ধ মুচির নাম।
 تَبَصَّرَ : তুমি চিন্তা-ভাবনা কর [শিক্ষা গ্রহণ কর]।
 (تَفَعَّل) تَبَصَّرًا : চিন্তা-ভাবনা করা। গভীরভাবে দেখা।
 لَا تَنْسَمُ : তুমি তাকিও না, চেয়ো না।
 (ض) شَيْمًا - الْبَرَقَ : বিদ্যুতের চমকানি দেখা।
 بَرَقَ : (ج) بَرَقٌ : বিদ্যুত, তড়িৎ, বিজলী।
 رَبٌّ : (حَرْفُ التَّجْرِ, تَدَلُّ عَلَى التَّخْفِيلِ أَوْ التَّكْثِيرِ) : অনেক, কিছু।

(ج) صَوَاعِقُ, (و) صَاعِقَةٌ : বজ্র, অশনি, বাজ।
 حَمِينٌ : ধ্বংস, কষ্ট ও শ্রম।
 حَمِينٌ (ض) مَصْد : ধ্বংস হওয়া।

وَإِغْضُضِ الطَّرْفَ تَسْتَرِجَ مِنْ غَرَامٍ *
 تَكْتَسِي فِيهِ ثَوْبٌ ذَلِّ وَشَيْنٍ
 فَبَلَاءُ الْفَتَى اتِّبَاعُ هَوَى النَّفْسِ *
 بِسْ، وَيَذُرُّ الْهَوَى طُمُوحَ الْعَيْنِ
 قَالَ الرَّأَوِيُّ : فَمَزَقْتُ رُقْعَتَهُ شَذَرَ مَذَرَ، وَلَمْ
 أَبْلُ أَعْدَلُ أَمْ عَذَرَ.

অনুবাদ : তুমি তোমার দৃষ্টি অবনমিত কর। তাহলে তুমি প্রেম-যাতনা থেকে মুক্তি পাবে, যার কারণে তুমি লাক্ষনা ও অবমাননার পোশাক পরিধান কর। কেননা যুবকের আপদ হচ্ছে মানের খেয়াল-খুশির অনুসরণ এবং প্রেমের বীজ হচ্ছে দৃষ্টি নিক্ষেপ।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি তার চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললাম এবং আমি এ পরোয়া করিনি যে, সে আমাকে ভবিনা করবে, না কি অপারগ মনে করবে।

শাব্দিক অনুবাদ : **وَإِغْضُضِ الطَّرْفَ** তুমি তোমার দৃষ্টি অবনমিত কর **تَسْتَرِجَ** তাহলে তুমি প্রেম-যাতনা থেকে মুক্তি পাবে **فِيهِ ثَوْبٌ** যার কারণে তুমি পরিধান কর **ذَلِّ وَشَيْنٍ** লাক্ষনা ও অবমাননার পোশাক **فَبَلَاءُ الْفَتَى** কেননা যুবকের আপদ হচ্ছে **اتِّبَاعُ الْهَوَى** খেয়াল-খুশির অনুসরণ **وَيَذُرُّ الْهَوَى** আর প্রেমের বীজ হচ্ছে **طُمُوحَ الْعَيْنِ** দৃষ্টি নিক্ষেপ **قَالَ الرَّأَوِيُّ** বর্ণনাকারী বলেন **فَمَزَقْتُ رُقْعَتَهُ** অতঃপর আমি তার চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললাম এবং আমি এ পরোয়া করিনি যে **أَعْدَلُ** সে আমাকে ভবিনা করবে **أَمْ عَذَرَ** না কি অপারগ মনে করবে।

শব্দ বিশ্লেষণ

وَإِغْضُضِ তুমি (দৃষ্টি) অবনমিত কর।
(ن) غَضًا، غَضًا - الطَّرْفُ দৃষ্টি অবনমিত রাখা।
الطَّرْفُ (ج) أَطْرَافٌ : দৃষ্টি, চক্ষু, কোনো বস্তুর কেনারা।
تَسْتَرِجَ তুমি শান্তি/মুক্তি পাবে।
(الاستِعْجَال) اسْتَرَاحَ শান্তি পাওয়া।
غَرَامٍ অনুরাগ, ভালোবাসা, প্রেমের জ্বালা, প্রেম-যাতনা।
تَكْتَسِي তুমি পরিধান কর।
(الانفعال) اكْتَسَا - الْقَرَبُ বস্ত্র পরিধান করা।
ثَوْبٌ (ج) أَثْوَابٌ، وَثَابٌ، أَثْوَابٌ : কাপড়, বস্ত্র, পোশাক।
ذَلِّ অবমাননা।
وَيَذُرُّ অবমানিত/হেয় হওয়া।
شَيْنٌ কলঙ্ক।
شَيْنٍ কলঙ্কিত করা।
بَلَاءُ পরীক্ষা, আপদ।
الْفَتَى (ن) مَعْدُ : পরীক্ষা/যাচাই করা।
هَوَى (ج) هَوَاةٌ : যুবক, কিশোর।
طُمُوحَ অনুসরণ করা।
الْعَيْنِ (ج) أَعْيُنٌ : প্রেম, খেয়াল-খুশি।
رُقْعَةٍ ভালোবাসা।

النَّفْسِ (ج) نَفُوسٌ، أَنْفُسٌ : মন, আত্মা, রিপু।
يَذُرُّ (ج) يَذُرُّ، يَذَرُ : বীজ।
بَلَاءُ (ن) مَعْدُ : বীজ বপন করা।
طُمُوحَ (ن) مَعْدُ - **الْبَصَرُ** : দৃষ্টি দেওয়া, দৃষ্টি নিক্ষেপ করা।
الْعَيْنِ (ج) عَيْنٌ، عَيْنٌ، أَعْيُنٌ : চক্ষু, দৃষ্টি।
الرَّأَوِيُّ (ف) مَذُ : বর্ণনাকারী।
رُقْعَةٍ (ج) رَوَاةٌ : বর্ণনা করা।
مَزَقْتُ টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললাম।
(التفصيل) تَزَيَّنَّا : টুকরো টুকরো করে ফেলা।
رُقْعَةٍ (ج) رُقْعٌ، رُقْعٌ : লিখিত কাগজের টুকরা।
شَذَرَ (ج) شَذَرَ، شَذَارَتْ : সোনার টুকরা।
مَذَرَ (ن) مَعْدُ : নষ্ট হওয়া, পড়ে যাওয়া।
(التفصيل) تَزَيَّنَّا : বিক্ষিপ্ত করা।
شَذَرَ (ن) مَعْدُ : টুকরো টুকরো, বিক্ষিপ্ত।
أَبْلُ (أَصْلُهُ) : **لَمْ أَبْلُ** **أَسْكِنَ** **أَيْمَرَهُ** **وَعَزَّيْتُ** **الْبَلَاءَ** : আমি পরোয়া করি নি, ভয়ানকতা করি নি।
عَذَرَ (ن) مَعْدُ : সে ভবিনা করল।
أَمْ (ن) عَذَلًا : নিন্দা/ভবিনা করা।
عَذَرَ (ن) مَعْدُ : ওজর গ্রহণ করল।
عَذَرَ (ن) مَعْدُ : ওজর গ্রহণ করা।

মাকামাতে ব্যবহৃত কয়েকটি আরবি পদ্যের ছন্দানুবাদ

إِنْ فَلَوْ تَبَلَّ مَبَكًا مَا

সুন্দার প্রেমের বিলাপ যদি করতাম আগে ভাগে,
মনকে আমার প্রবোধ দিতাম লজ্জা পাবার আগে।
কিন্তু সে যে আগে কেঁদে আমায় কাঁদিয়ে দিল
তাই তো আমার বলতে হলো মর্যাদা তার ভাগে।

إِنْ عَلَى أَنْتَى رَاضٍ

প্রেমের বোঝা বইতে রাজি, মুক্তি যদি পাই
এইভাবে যে, লাভ না থাকুক, ক্ষতিও যে নাই।

إِنْ تَبَّ لَطَائِبِ دُنْيَا

ধ্বংস সেই দুনিয়াদারের
দুনিয়াতে যার আবেগ মনের
ইশ্ব না তার কোনো কালে
প্রেম অতিশয়, ভাবের ফলে
হায় যদি সে পেত দিশা
অল্পতে তার মিটত আশা।

إِنْ لَيْسَتْ الْخَيْمَةَ

হালুয়া রুটির জন্য কালো চাদর পরেছি,
সকল মাছের গলে আমি বড়শি গেঁথেছি।
আমার উপদেশ হলো, তা শিকার ধরার জাল।
ঝুঁজি আমি নরমাদী সব শিকারের পাল।
বাধ্য হয়েছিলাম আমি ঢুকতে কালের চাপে,
অতি সুকৌশলে, বলে হিংস বাঘের ঝোপে।
তবু আমি কালের ফেরে নইকো কড়ু জীত,
কালের ভয়ে আমার বাহু নয়কো প্রকম্পিত।
কালের ফেরে আমার এমন হয়নি অবস্থান,
আখা-লোভী যেথায় আমায় করবে অপমান।
যুগের কাছে ন্যায্য বিচার থাকতো যদি, উয়।
অযোগ্যতা কি করে ফের দেশের শাসক হয়।

إِنْ مَكُنْتُ بِهِ أَجَلُو

তাকে দেখে ঘুচে যেত দুর্ভাবনা মোর,
জীবন আমার মনে হতো সুখী, দীপ্ত ভোর।
তার মিলনে পেতাম প্রীতি, তার কুটিরে আশা,
তার জীবনে পেতাম জীবন, মিটত প্রাণের তৃষ্ণা।

إِنْ نَسَا رَاقِي مَنْ

তার বিরহের পরে আমি গুণাই নি এমন জন,
যার মিলনে শান্তি পাবে আমার প্রেমিক মন।
তাহার পরে যে-ই আমায় দিল প্রীতির ডাক,
কোনো ডাকই আমার মনে কাটল না আর দাগ।
গুণ-গরিমায় তাহার মতো পাই নি কোনো জন,
যাহার মাঝে থাকতে পারে এমন স্বভাব-ধন।